Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/41	Place(s) of Publication:	Calcutta.
		Year of Publication	
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	Santoshkumar Chatterjee.
Editor(s)	Santoshkumar Chatterjee	Size:	44 x 57 cms.
		Condition:	Brittle.
Title:	SWADHINATA স্বাধীনতা	Volumes in record:	Archive has: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958 Assorted issues. Daily Newspaper

Press Tele : Mazurchasi : Calcutta.
Telegram : Swadhinata : Calcutta.
Regd. No. C. 2969 Phone—P. 1068 ফোন—পি, কে, ১০৬৮

JUST PUBLISHED
ELECTION MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA
Price -/2/-
Available at :
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterji St. Calcutta—12.
People's Publishing House Ltd.
190B, Khetwadi Main Rd., Bombay—4.

স্বাধীনতা
SWADHINATA

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—জ্যোতি বসু, এম-এল-এ

আধুনিক চক্ষু চিকিৎসা ও নানাপ্রকার চশমার জন্য
দি কুমিল্লা অপটিক্ হাউস্
২৫৬এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বহুবাজার জংসন)
প্রোঃ—ডাঃ এন, চক্রবর্ত্তী

নব পর্য্যায়—২১১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ—২৫৬তম সংখ্যা) : কলিকাতা—৯ই সেপ্টেম্বর '৫১ : রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, '৫৮ : Calcutta 9th, September, '51 : মফঃস্বল—১০ই সেপ্টেম্বর '৫১ : সোমবার, ২৪শে ভাদ্র, '৫৮ মূল্য— ভারতে—ভারতীয় মুদ্রায় : ছয় পয়সা পাকিস্তানে—পাকিস্তানী মুদ্রায় : ছয় পয়সা

কংগ্রেসের সভাপতিপদে শ্রীজহরলাল নেহরু

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত

ট্যাণ্ডন নেহরু বিরোধ-নাট্যের যবনিকাপাত

নয়াদিল্লী, ৮ই সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীজহরলাল নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সম্পর্কে [illegible] বলেন যে ট্যাণ্ডনজীর পদত্যাগপত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীনেহরু বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নেহরুজীকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ উত্থাপন করেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রী [illegible] প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ

আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এবং পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ জানান যে তাঁহাদের আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

স্থায়ীভাবে সভাপতি হই নাই

নেহরুজী [illegible] রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বক্তৃতা দিবার সময় [illegible] বলেন যে তিন মাসের মধ্যেই কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন আহ্বান করা হইবে। তিনি সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

ছাত্রদের বিক্ষোভ

[illegible] রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে যোগদানের জন্য ট্যাণ্ডনজী যখন উপস্থিত হন, তখন [illegible] ছাত্র "নেহরু আমাদের নেতা" এই ধ্বনি দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

—পি, টি, আই

করাচীতে ডাঃ গ্রাহাম

জাতিসংঘের নিকট গোপন বিবরণ প্রেরণ

করাচী, ৮ই সেপ্টেম্বর—জাতিসংঘের কাশ্মীর প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম আজ দিল্লী হইতে করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, আগামী বুধবার তিনি জেনেভা যাত্রা করিবেন। নয়াদিল্লীতে তিনি কোন পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন কিনা অথবা করাচীতে তিনি কোন পরিকল্পনা পেশ করিবেন কিনা,—এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে তিনি অস্বীকার করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি মিঃ লিয়াকৎ আলি এবং মিঃ গুরমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

গ্রাহাম সম্পর্কে ট্রিগভী লাই

জাতিসংঘ দপ্তর, ৭ই সেপ্টেম্বর—জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভী লাই আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ [illegible] আলাপ সম্পর্কে [illegible] অস্বীকার করেন।

ডাঃ গ্রাহামের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি কোন সংবাদ পাইয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ লাই বলেন যে এ সম্পর্কে তিনি কিছু গোপন বিবরণ পাইয়াছেন, তবে তাহা এখানে আলোচনা করা যায় না।

ডাঃ গ্রাহাম তাঁহার বিবরণ রচনার জন্য কিছুকাল জেনেভায় অবস্থান করিবেন। এই মাসের শেষে তিনি জাতিসংঘ দপ্তরে পরামর্শের জন্য যাইবেন।

—পি, টি, আই

কোচবিহার তদন্ত

ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার শ্রীএইচ, এন, রায়ের সাক্ষ্য আরম্ভ

শাসন ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা ও নানাবিধ সমস্যার উল্লেখ

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—কোচবিহারে গুলিবর্ষণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তে আজ কোচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীএইচ, এন, রায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। আগামী ২০ দিন পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য ও জেরা চলিবে।

শ্রীরায় তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে তিনি ১৯৫০ সালের ২১শে জুলাই তারিখে কোচবিহারে কাজে যোগদান করেন।

কাজে যোগদান করিয়াই তিনি দেখেন যে কোচবিহারের শাসন ব্যবস্থা অন্যান্য জায়গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোচবিহার সরকারের নিজস্ব সেক্রেটারীয়েট, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, পুলিস প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া কোচবিহার একটি সীমান্তবর্ত্তী জেলা। সীমান্তে প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। তাহা ছাড়া কোচবিহারের একটি অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহা ছাড়া কোচবিহার পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে (শ্রীরায়কে) কোচবিহারের পুরাতন কর্ম্মচারীদের কাজে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়াতেও তাঁহাকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

সেখানে জিলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ইত্যাদি কোন কিছুই ছিল না।

এই সময় সংগ্রাম পরিষদের কৌঁসুলী শ্রী দি, গুপ্ত তাঁহার মন্তব্য করেন : জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক।

শ্রী রায় বলেন যে,এই সমস্ত ছাড়াও প্রায় ১০ হাজার উদ্বাস্তু সরকারী বন্দোবস্তে [illegible] কোচবিহারে গিয়াছিল। [illegible] মাসের গোলযোগের পর মুসলমান চাষীদের এক বিরাট অংশ তাহাদের জমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার ফলে বহু জমি [illegible]

অনাবাদী পড়িয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুরা এই সমস্ত জমি বে-আইনীভাবে দখল করে কিন্তু এই সমস্ত জমি চাষ করার কোন ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাওয়ার আশা ছিল বলিয়াই তাহারা ঐরূপ করিতেছিল বলিয়া শ্রীরায় বলেন।

শ্রীএইচ, এন, রায় আরও বলেন, সেখানে তখন মাইনর দর দিতেছে, মালিকানার রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা নাই। [illegible] প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে [illegible], অফিসাররা বিশেষ ওয়াকিফহাল নয়, সরকারী ব্যবস্থা অনুপযোগী [illegible] হইতে চাহি নয় [illegible] ছিল। তাহা ছিল সাধারণ এলাকার শ্রীরায় বলেন যে সমস্ত অবস্থাকে [illegible]

একথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সেখানের যাহা সংগঠন ছিল প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অনুপযুক্ত।

কোচবিহারে যখন গিয়াছিলাম, তখন জানিতাম যে কোচবিহার বাড়তি জেলা কিন্তু ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারেন যে কোচবিহার আসলে ঘাটতি জেলা। আজ কোচবিহার শিল্পগত প্রযোগ [illegible] পিটারসের শ্রীযোগেশ মজুমদারের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

আগামী ১২ই অক্টোবর হইতে সমস্ত আদালত ও জেরা শেষ হইবে। অতঃপর মামলার সওয়াল শুরু হইবে।

জাপ 'শান্তি চুক্তি' সম্মেলনে

সোভিয়েৎ, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না

সানফ্রান্সিসকো ৭ই সেপ্টেম্বর—জাপ "শান্তিচুক্তি" সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী ষ্টেফান উইয়ার্জবিকী আজ রাত্রে বলেন যে, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া এখনও 'জাপ শান্তি চুক্তিতে' স্বাক্ষর করিবে না। তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগুন লেগেছে যে সব দেশ চলে না তাহারা "শান্তি চুক্তি" স্বাক্ষর করিবে না।

—পি টি আর

বিভাবতী বসু ও হেমন্ত বসু সমস্ত বামপন্থী দলের সমর্থিত প্রার্থী

উপনির্ব্বাচনে ইহাদের জয়ী করিয়া বামপন্থী ঐক্য সুদৃঢ় করুন

বিভিন্ন জনসভায় ভোটদাতাগণের প্রতি আহ্বান

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

আগামীকাল উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় উপনির্ব্বাচন। বিভিন্ন বামপন্থী দল এই উপনির্ব্বাচনে শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীবিভাবতী বসুকে জয়যুক্ত করিয়া বামপন্থী ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য ভোটদাতাগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

গতকাল কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে এই প্রার্থীদ্বয়ের সমর্থনে কয়েকটি জনসভা হয়। শ্রীবিভাবতী বসুর সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয় টালিগঞ্জে, চেতলায় ও হাজরা পার্কে। শ্রীহেমন্ত বসুর সমর্থনে সভা হয় কাশীপুরে ও দেশবন্ধু পার্কে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল ধীলন, ফরোয়ার্ড ব্লকের পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলের প্রতিনিধিগণ উভয় সভাতেই বক্তৃতা করেন।

হেমন্ত বসুকে জয়যুক্ত করুন

উত্তর কলিকাতা উপনির্ব্বাচনে শ্রী হেমন্ত বসুর সমর্থনে গতকাল দেশবন্ধু পার্কে যে জনসভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অমর বসু।

কর্ণেল ধীলন সভায় বলেন যে কলিকাতা বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রনেতা সেখানে কংগ্রেসের বিরোধী নেতা বামপন্থী কুমার জগদীশ সিংহে ও শ্রী অরবিন্দ বসুকে [illegible] উত্তর কলিকাতার তাঁহারা [illegible] বাবুকে [illegible]

পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী বলেন হেমন্ত বাবুকে জয়যুক্ত করার অর্থ হইল আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে গণ সাধারণের রাষ্ট্র কায়েম করার ক্ষেত্র রচনা করা। তিনি বলেন, কুমার জগদীশ সিংহের বাক্সে একটি ভোট পড়িলেও তাহা নেতাজীর আদর্শের বিরুদ্ধে যাইবে।

শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীনৃপেন্দ্র ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টির, শ্রীকমল বসু, এস-আর-পির শ্রীজ্যোতিষ জোয়ারদার শ্রীমোহিত মৈত্র ও সোশ্যালিস্ট পার্টির শ্রীমদন দাস প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

বিভাবতী বসুকে জয়যুক্ত করুন

দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুর সমর্থনে [illegible] হাজরা পার্কে যে জনসভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণেল [illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন [illegible] আজ কলিকাতায় [illegible] ১৯৪৯ সালে যেখানে [illegible] কংগ্রেসকে পরাজিত [illegible] বামপন্থী [illegible] ঐক্যের [illegible] তাহাতে [illegible]

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই মুহূর্ত্তে সমস্ত স্বাধীনতাকামী, গণতন্ত্রপ্রিয় শক্তির ঐক্য আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। সেই ব্যাপক একতার ভিত্তি হিসাবে শ্রীযুক্তা বসুর সমর্থনে যে বামপন্থী সমাবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই আশার আলো। এই ঐক্যকে আরও জোরদার [illegible]

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

"ইহারা আবার সুযোগ পাইলে দেশের অস্তিত্বই বিলোপ করিয়া দিবে"

বর্দ্ধমানে জ্যোতিবসুর ভাষণ

ন্যূনতম কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল ব্লক গঠনের আহ্বান : রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি

বর্দ্ধমান, ৭ই সেপ্টেম্বর—বর্দ্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বর্দ্ধমান টাউন হল ময়দানে সৈয়দ আবেদুল্লাহর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এবং কমিউনিস্ট নেত্রী এ্যানিমুগুন সেন।

প্রবল বর্ষণ মাথায় লইয়া বিপুল জনতা দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনিতে থাকেন। জ্যোতি বসু যখন কংগ্রেস শাসনের চার বৎসরের কলঙ্কময় ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং অত্যাচারী কংগ্রেসী শাসনের অবসানের জন্য আবেদন জানান, তখন গোটা জনতা যেন কাঁপিয়া উঠে। সকলের চোখে মুখে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, "কংগ্রেস জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। আবার ইহারা সুযোগ পাইলে দেশের অস্তিত্বই বিলোপ করিয়া দিবে।"

ন্যূনতম কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল ব্লক গঠনের আহ্বান

তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আজ যাহারা কংগ্রেস বিরোধী ও প্রগতিশীল শিবিরের লোক, তাঁহাদিগকে ন্যূনতম কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিত হইতে হইবে এবং একযোগে কাজ করিতে হইবে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, বৃটিশ পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া বিনামূল্যে চাষীর হাতে জমিদান ইত্যাদি ন্যূনতম কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে মিলিত হইবার জন্য তিনি আহ্বান করেন।

সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলন করিবার জন্য তিনি সমবেত জনতাকে আহ্বান জানান।

[illegible] ও সম্পাদিকা [illegible] হয়।

—সংবাদদাতা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক ইলেকশন বোর্ড

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি একটি অস্থায়ী ইলেকশন বোর্ড গঠন করিয়াছেন। পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে স্থায়ী প্রাদেশিক ইলেকশন বোর্ড গঠিত হইবে। অস্থায়ী ইলেকশন বোর্ডের সভ্যদের নাম :—

১। জ্যোতি বসু
২। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়
৩। হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
৪। কালীচরণ ঘোষ (চন্দননগর)
৫। কমল কুমার বসু (কলিকাতা)
৬। সৈয়দ শাহেদুল্লা (বর্দ্ধমান)
৭। সাধন গুপ্ত (কলিকাতা)
৮। রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জ্জিলিং)
৯। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
১০। ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি)
১১। বঙ্কন প্রসাদ (কলিকাতা)
১২। মণিকুন্তলা সেন (কলিকাতা)

উত্তর কোরিয়ায় কোন সোবিয়েৎ সৈন্যের অস্তিত্ব নাই

টাস কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ

যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা ভাঙ্গিবার জন্য সিংম্যানরী চক্রের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত

লণ্ডন, ৮ই সেপ্টেম্বর—আজ "টাস" নিউজ এজেন্সী উত্তর কোরিয়ায় কোন সোবিয়েৎ সৈন্যদল থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। মস্কো হইতে লণ্ডনে প্রেরিত "টাসের" এক বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, টোকিওস্থিত জাতিসংঘের প্রচার-দপ্তর এবং বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র সমূহ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ খবর প্রচার করে। "টাস"কে এই কথা জানাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে ঐ সকল ও অনুরূপ সমস্ত খবর আগাগোড়া দুরভিসন্ধি প্রসূত এবং বিশ্বের জনমতকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে রচিত।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সমর দপ্তরের এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় যে, জাতিসংঘের গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র হইতে খবরে জানা গিয়াছে যে, রণাঙ্গনের পশ্চাতে কামান, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীসহ বহুসংখ্যক সোবিয়েৎ ফৌজ [illegible] সৈন্য জড় করিয়াছে।

পরে গোয়েন্দা অফিসাররা বলেন যে, এশিয়া নহে অথবা ইউরোপীয়ান এই অর্থে তাঁহারা 'ককেশীয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐরূপ অর্থেই কথাটা ব্যবহৃত হয়। গোয়েন্দা অফিসাররা আরও বলেন যে, উক্ত তাঁবেদার সৈন্যরা ইউরোপের সোবিয়েৎ তাঁবেদার দেশগুলি হইতে আগত স্বেচ্ছাসৈন্য।

দক্ষিণ কোরিয়ার ষড়যন্ত্র

টোকিও, ৮ই সেপ্টেম্বর—আজ পিকিং বেতারে বলা হয় যে, দক্ষিণ কোরিয়ার ষড়যন্ত্রের ফলেই কায়েসং-এর যুদ্ধ বিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অনুরূপ আলোচনা আবার শুরু করিবার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব ধাপ্পা মাত্র।

উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতি প্রতিনিধিদলের [illegible] যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যরাই নিরপেক্ষ অঞ্চল সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে।

বেতারে বলা হয় যে, দুইজন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রকাশ করিয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ানরাই ষড়যন্ত্র করিয়া ১৯শে ও ৩০শে আগস্ট চুক্তি ভঙ্গ করে। নিরপেক্ষ অঞ্চলে গণ-ফৌজের সামরিক পুলিশকে দক্ষিণ কোরিয়ানরাই হত্যা করে।

—পি, টি, রয়টার

হত্যাকারীদের স্বীকারোক্তি

লণ্ডন, ৮ই সেপ্টেম্বর—আজ নয়া চীন নিউজ এজেন্সী হইতে বলা হইয়াছে যে, কোরীয় গণফৌজ সিংম্যানরী সৈন্য বাহিনীর ২ জন সৈন্যকে গ্রেপ্তার করার পর তাহারা কায়েসং নিরপেক্ষ এলাকায় প্রবেশের কথা এবং সেখানে চীনা স্বেচ্ছাসেবক হত্যা করিবার কথা স্বীকার করিয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, গত ১লা সেপ্টেম্বর সিংম্যানরীর চতুর্থ সৈন্য বাহিনীর [illegible] ৩০ জনের এক [illegible] সৈন্যকে কোরীয় গণ-ফৌজের মিলিটারী পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে।

উক্ত সৈন্যরা [illegible] কায়েসং নিরপেক্ষ [illegible] করিবার কথা স্বীকার করে। তাহারা [illegible] এলাকার বাহিরে এক একটি সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া ওয়ানষ্টনের সন্নিকটে গণফৌজের সৈন্যদের উপর হামলায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় চায়েন সাংম্যান রীর সৈন্য নিহত হয়। উক্ত সৈন্যরাও কায়েসং নিরপেক্ষ এলাকায় ঢুকিবার কথা এবং কোরীয় গণফৌজের একজন টহলদার সৈন্যকে হত্যা করার কথা স্বীকার করে।

—পি, টি, আর

সোবিয়েৎ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

হাওড়ায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বক্তৃতা

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—আজ [illegible] সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সভায় শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার তাঁহার সোবিয়েৎ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, সোবিয়েৎ ভূমির সর্ব্বত্র মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিবার কাজ চলিতেছে। গত পাঁচ বৎসরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোবিয়েৎ ভূমি যে উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া "আমাদের এই হাসাগুখি দেওয়া দিও রাষ্ট্রের" মানুষ হিসাবে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পরীক্ষায় শিশুপাল বধ নাই

তিনি আরও বলেন যে, সোবিয়েতে পরীক্ষায় ছাত্রদের আমাদের দেশের মত শিশুপাল বধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে এ-বৎসর মস্কোতে যাহারা ডাক্তারি ডিপ্লোমার পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরও বেশী ছাত্রী।

সোবিয়েতে নারী সমাজের অদ্ভুত উন্নতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, যে উজবেকিস্থান অতীতে আগেও ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর, আজ তাহারই ১৪ জন মহিলা সুপ্রীম সোবিয়েতের সভ্য এবং আজ সে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা চৌদ্দ হাজার।

শ্রীযুক্ত মজুমদার সোবিয়েতে অন্নকে দুষ্টি দানের গবেষণা এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সামাজিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সোবিয়েতের মানুষ আজকে সোনা সম্পদের মত তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহাদের বুকের যে জোর তাহা হইল নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার জোর।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত একজায়গায় সভায় যোগদানের জন্য সকলকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে হাওড়া বারের প্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীমিহির [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত প্রেস বিলে প্রতিপক্ষের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা

শ্রীমৃণাল কান্তি বসুর বিবৃতি

প্রস্তাবিত প্রেস বিল সম্পর্কে নিঃ ভাঃ শ্রমজীবী সাংবাদিক সংঘের সহঃ সভাপতি শ্রীমৃণাল কান্তি বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :—

(১) বর্ত্তমানে যে কয়টি প্রেস আইন আছে তাহা আদালত কর্ত্তৃক বাতিল ঘোষিত হইয়াছে। এই ঘোষণা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু প্রেস আইনের সপক্ষে কোন যুক্তি দেখান হয় নাই, বিশেষতঃ যখন প্রস্তাব করা হইয়াছে যে এই আইনের প্রয়োগ শাসন বিভাগের খুশী অনুযায়ী হইবে না, হইবে আইন বিভাগের বিচার অনুযায়ী। বৃটেন ও আমেরিকার মত দেশে যে সাধারণ আইন ও আইনগত পদ্ধতি রহিয়াছে এ ব্যাপারে তাহাই যথেষ্ট।

(২) যদিও বর্ত্তমানে যে প্রেস আইনগুলি আছে, তাহার কিছু কিছু বাতিল করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, আর প্রেসের উপর কতকগুলি নূতন দুশ্চিন্তা চাপানো হইয়াছে এবং ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

(৩) ৩নং ধারায় 'আপত্তিকর বিষয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ উহার ৩ নং উপধারায় যেখানে 'আইনের প্রয়োগে অথবা [illegible] এবং বহু অপরাধই উহার মধ্যে পড়িতে পারে। আপত্তিকর বিষয়ের সংজ্ঞার মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ক ধারা বিরোধীপক্ষকে ঢুকাইয়া দিবার কোন কারণ নাই।

(৪) ১৯৩১ সালের প্রেস আইনের ম্যাজিষ্ট্রেটের মর্জ্জির স্থানে দায়রা জজের দ্বারা (কলিকাতার ক্ষেত্রে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট) বিচার অবশ্য ভালই হইয়াছে কিন্তু উহাতে সাধারণ নাগরিক ও প্রেসের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে সাধারণ নাগরিকের সাধারণ আদালতে বিচার পাইবার অধিকার রহিয়াছে কিন্তু সংবাদপত্রকে এই সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং একেত্রে স্পেশাল কোর্ট জাতীয় আদালতে বিচারের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ যেন প্রেসের মাথার উপরে ডেমোক্লিসের তরোয়ালের মত একটা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

৫। কোন সংবাদপত্রের জামীন আইনমতে অসামর্থ্য সম্পর্কে ১নং ধারা অনুসারে বর্ত্তমানে আইনের চাইতেও বেশী ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে যাহার ফলে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট (দায়রা জজ নহেন), কোন সংবাদপত্রকে শাস্তি দিতে [illegible] পারেন। সে সংবাদপত্রের জামীন হইতে অর্থের পরিমাণ বা প্রকাশ বন্ধ করিতে পারেন। কোন ব্যক্তিকে প্রকাশক হইতে [illegible] ইত্যাদি [illegible] সংবাদপত্রের জামিন জমা দিবার অধিকারে দণ্ডিত করিতে পারেন। বর্ত্তমান আইনে যে সকল [illegible] সাধারণ আইনে [illegible] একমাত্র সংবাদপত্রকে [illegible] একতরফা ব্যবস্থা হইয়াছে।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

স্বাধীনতা

রবিবার, ২৩শে ভাদ্র

মিলিত প্রতিবাদ উঠুক

স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীচক্রবর্ত্তী, রাজাগোপালাচারী পার্লামেন্টে যে পরিচ্ছেদে বেঙ্গল আমন্ত্রণ করিয়াছেন, দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের সম্মুখে তাহা সরাসরি পাস করাইয়া লইতে সাহসী হন নাই। পার্লামেন্টারী রাজনীতির রাস্তা ছাড়িয়া এই অগণতান্ত্রিক, দেশদ্রোহী, বাক্‌স্বাধীনতা বিরোধী, গঠনতন্ত্রের মূল নীতি বিরোধী আইনকে সিলেক্ট কমিটির চুরাচন্দন পরাইয়া পরিত্রাণের সচেষ্ট হইয়াছেন। কংগ্রেসী রাজনীতির ...

... অগ্রসর হইতে পারিবেন। তাঁহাদের এই মিলিত আন্দোলনে সমর্থন জানাইবে ভারতের অগণিত গণতান্ত্রিক জনতা, কংগ্রেসী স্বৈরনীতির শাসনে অর্দ্ধপিষ্ট ভারতের অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষ। শুধু সমর্থন বাক্যে ও শপথে নহে, সংগ্রামের সক্রিয় সহযোদ্ধার ভূমিকায়। প্রেস বিলের সেই ব্যাপক আন্দোলনের জোয়ার গর্জ্জিয়া উঠুক।

প্রতি বেলায় চালের দরবৃদ্ধি

কুরচি (বর্দ্ধমান), ৪ঠা সেপ্টেম্বর—গত আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ হইতে ধান এবং চালের দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু প্রতিদিন নয়, প্রতি বেলাতেই এই দর বাড়িতেছে। ১৪ই আগষ্টে চালের দর ছিল ১৪ টাকা, আর ৩১শে আগষ্ট চালের দর বাড়িয়া ২৯টাকা অর্থাৎ ডবলেরও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। পুরা দর আবার ইহা অপেক্ষা বেশী। তাহা ছাড়া, চাটে কয়ালী নামে আবার এক "ট্যাক্স" আছে। তাহাও বাড়াইয়া চাষীর পকেট আরও কাটিবার চেষ্টা চলিতেছে। —সংবাদদাতা

ধান-চাউলের দর নির্দ্ধারণ

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির কাজের প্রতিবাদ

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর—গত ২রা সেপ্টেম্বর কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের অন্তর আশ্রম হলে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক চাষী সংঘের কার্যকরী পরিষদের একটি বৈঠকে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধান চাউল ক্রয় বিক্রয়ের দর-নির্দ্ধারক তদন্ত কমিটির কার্য কলাপে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হইয়াছে যে দুইজন সরকারপক্ষীয় ব্যক্তিকে লইয়া কমিটি গঠন এবং সেই তদন্ত কমিটিও কোন গ্রামে না যাইয়া তদন্ত সম্পর্কে পত্রিকায় কোন বিবৃতি প্রকাশ না করিয়া এবং ধান-চালের দর সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন এমন সব ব্যক্তিদের না ডাকিয়াই যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত। প্রস্তাবে দাবি করা হয় যে হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিশারদ ও বেসরকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া উচিত তাঁহাদের মিল এবং আমাদের দুই দফার পরই দর নির্দ্ধারণের সুপারিশ করা সম্ভব হইত। —সংবাদদাতা

খাদ্য-বস্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবিতে ডিব্রুগড়ে জনসভা

জনতার চাপে কৃষিঋণ আদায়

৩০টি পরিবার একবেলা অনাহারে: রেশন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম

জনতার চাপে সার্কেল অফিসারের প্রতিশ্রুতি

এশিয়ায় মার্কিন লক্ষ্য (৩)

অন্যতম প্রধান মার্কিন ঘাঁটি—ফিলিপাইন

ভুয়া স্বাধীনতার আড়ালে চক্রান্ত

লেখক—আব্রাহাম কাপাক্ (টেলিপ্রেস)

[ম্যানিলা-টোকিও-সাংহাই ত্রিভুজটিকে কেন্দ্র করিয়া দূর-প্রাচ্যে মার্কিন সামরিক চক্রান্তের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ফিলিপাইনের ভুয়া স্বাধীনতার আড়ালে চলিল এশিয়া-বিরোধী মার্কিন নীতির সেই খেলা। তাহারই বিবরণ দেওয়া হইল 'এশিয়ায় মার্কিন লক্ষ্য' সম্পর্কে এই তৃতীয় প্রবন্ধে। আগামী বারে থাকিবে—চীন যে নূতন কঠিন বাস্তব হইয়া দেখা দিল, তাহার বিবরণী।—স্বাঃ সঃ]

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে একটির পর একটি দ্বীপ গ্রাস করিবার প্রক্রিয়ার মাঝে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমে প্রকাশ্যেই অগ্রসর হইয়াছে; "অছিগিরির" মুখোশও আর রাখে নাই। মার্কিন সংবাদপত্র-জগতেও এই দ্বীপ-গ্রাস প্রক্রিয়াটিকে সরাসরি "এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার ঘাঁটি" বলিয়া উল্লেখ করা হইতে থাকে।

'উচ্চ ব্যবস্থা'র বুলিও নাই

মার্কিন পরিকল্পিত সামরিক ত্রিভুজ

শান্তিবিরোধী এক ধাপ

আগুন দরের জিনিষ ছোঁয়া যায় না

ক্ষেত মজুর ও মধ্যচাষী সর্ব্বনাশের মুখে

কুরচী (বর্দ্ধমান), ৪ঠা সেপ্টেম্বর—চাউলের দর ৩০৲ টাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দরও যে ভাবে ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহাতে ক্ষেতমজুর, মধ্যচাষী প্রভৃতির সর্ব্বনাশ ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অঞ্চলে কয়েকটি জিনিষের দর দেওয়া হইল:—

ঝিঙে	(সের)	।০
কচু	"	।০
করলা	"	।০
আলু	"	।০
পোনামাছ	"	২।০
চুনো মাছ	"	২৲
মাংস	"	৩৲
ইলিশ	"	৩।০
ডিম	একটি	।০
সরিষার তৈল		২।০
গুড়		৸০
চিনি		১৸৶০

—সংবাদদাতা

হালতু ইউনিয়ন খাদ্য-বস্ত্র সংস্থান কমিটি

পূর্ণ রেশনিং-এর দাবিতে সভা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান

চব্বিশ পরগনার হালতু ইউনিয়নে একটি সর্বদলীয় খাদ্য বস্ত্র সংস্থান কমিটি গঠিত হইয়াছে। পূর্ণ রেশনিং চালু করার দাবি লইয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা, শোভাযাত্রা ও সদস্য কমিটি গঠনের কাজ চলিয়াছে।

... ফলে চালের দর ৫০৲ উঠিয়াছে।

দারিদ্র্য ও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে শত শত মানুষ কাজের খোঁজে গ্রাম ছাড়িতেছেন।

পাটের দর নাই, কৃষকের ও অন্ন নাই

শ্রীহেমন্ত বসুর সম্বর্ধনা

উপনির্বাচন কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে বিবৃতি

খাদ্য-বস্ত্রের দাবিতে সভা ও শোভাযাত্রা

ধানের জেলা বর্দ্ধমান চালের দাম ত্রিশ টাকা

মালদহে খাদ্য-বস্ত্রের দাবিতে শোভাযাত্রা

নূতন মানুষের দেশ সোবিয়েত ইউনিয়ন

সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অভিজ্ঞতা

(একটি ৭৫০ সেডের শিশু হাসপাতালে ৪০০ ডাক্তার ও ৬০০ নার্স, প্রতি১৪ হইতে ২২ জন ছাত্রে ১ জন অধ্যাপক, প্রতি ... কলম লেখার সাংবাদিকদের ন্যূনতম ১০০ রুবল পারিশ্রমিক, দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে অ-দক্ষ মজুরের মাসিক ৮০০ রুবল ও দক্ষ মজুরের ১৫০০ রুবল মজুরী, একমাত্র মস্কো শহরেই ১২টি থিয়েটার, মস্কোর মোট ডাক্তারের সংখ্যা ৬৪ হাজার মাত্র—সমাজতন্ত্র ও শান্তির দেশ সোবিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি চমকপ্রদ তথ্য। জানিবার সাথে সাথে ... বাংলার বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সংবাদপত্রসেবীদের এক সভায় রাশিয়া ভ্রমণকালে তাঁহার প্রত্যক্ষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, পৃথিবীর এক বিশাল ভূখণ্ড ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি—মানুষ সেখানে নূতন নীতি নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষকে সেখানে মানুষের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।)

শিশু শ্রেষ্ঠ সম্পদ

... করা হয়। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি ইহাদের কী সুগভীর সম্মান। গোর্কি ষ্ট্রীটকে প্রশস্ত করার সময় সমস্যা উঠিল, কতকগুলি বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলার, কিন্তু সে বাড়িগুলির সাথে বহু অতীত ঐতিহ্য জড়িত আছে। তখনই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে বিপুল অর্থব্যয়ে সে বাড়ীগুলিকে অক্ষত অবস্থায় ২০ হাত দূরে সরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল।

সাম্যবাদের পথ

শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিরাট দেওয়াল মানচিত্র। মানচিত্রে লাল তারকায় চিহ্নিত বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পনার অগ্রগতি। প্রাচুর্য্যের অভিযান। বড় বড় অক্ষরে লেখা "সাম্যবাদের পথে"।

শান্তির প্রতিজ্ঞা

কারখানায়, খামারে প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, মানুষের প্রতি নূতন দৃষ্টি লইয়া সোবিয়েত জনসাধারণ দৃঢ় পদক্ষেপে সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হইয়াছে। আর ইহারই জন্য সোবিয়েত মানুষ শান্তি চায়।

মস্কো হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি সেকোজ (যৌথখামারে) একটি ...

... সমাজের উপর নির্ভর রাখিয়াছেন। তাই মস্কো শহরে যখন একজন পিতামাতা একটি তরুণীকে প্রশ্ন করিয়াছি যে, "তুমি তো আইন অনুসারে তোমাদের দুজনের জন্য দুইটি ঘর পাইতে পার, তবে একটি ঘর লইয়া আছ কেন?" তখন অত্যন্ত সহজ জবাব আসিল "আমাদের এখন ও কোন সন্তান হয় নাই, আমাদেরই প্রতিবেশীর মধ্যে ... কেহ যাহাতে একটি ঘর বেশী পাইতে পারে—তাই আমরা স্বেচ্ছায় ঐ আরেকটি ঘর লই নাই।"

বৃদ্ধের প্রতি ন্যায্য মর্য্যাদা

এই নূতন মূল্যবোধ লইয়া সোবিয়েত নরনারী বৃদ্ধদেরকে তার সমস্ত ন্যায্য সম্মান দেয়। দোকানের ভিতর, ট্রামে-বাসে সর্বত্র দেখিয়াছি, বৃদ্ধদের সম্ভ্রমে স্থান করিয়া দেওয়া হয়। একদিন ট্রামে যাইতে যাইতে একটি ছোট ঘটনা নজরে পড়িয়াছিল। ২২ বছরের একটি ধূমপান রত যুবক—তাহার পাশের সীটে একজন বৃদ্ধ আসিয়া বসিবার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলিয়া দিল। পরে তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ...

নূতন পরিবার

ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান

... পাই না। আমাদের দুজনের আকাঙ্খা ছিল সন্তানের যুদ্ধের আক্রমণে সে সন্তান হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। আর সেজন্যই অ মার দেশের এই শিশুদের সেবার ব্রত আমি লইয়াছি। সেদিন সে মেয়েটি আমার কাছে আরও যা বলিয়াছিল তা এখনও আমার কানে বাজিতেছে।

আপনার দেশের আমার ভারতবর্ষের বোনদের বলিবেন; যুদ্ধ ... আমার মত লক্ষ লক্ষ নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যের বিনিময়ে বুঝিয়াছি। তাই শান্তির জন্য সংগ্রামে ভারতবর্ষের মেয়েরাও যেন আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।"

বোম্বাইএ পর্তুগাল বিরোধী বিক্ষোভ

সংযুক্ত ফ্রন্টের ১৫জন সদস্য গ্রেপ্তার

বোম্বাই, ৮ই, সেপ্টেম্বর—পর্তুগীজ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের আবাসস্থলের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ...

৩৮টি দলের প্রতীক নির্ব্বাচনের আবেদন

নয়াদিল্লী, ৭ই সেপ্টেম্বর—আজ, ...

—পি, টি, আই

রবিবারের পাতা

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

দামোদর-ভল্‌গা-ডন

—দ্বারিক গুপ্ত

কর্মনাশী দামোদরের কথা কে না শুনিয়াছে? প্রবল বন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া শত সহস্র গ্রাম ক্ষেত খামার ভাসাইয়া দিয়া, নদীর উন্মত্ত কালো জলরাশি আবর্ত রচনা করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। দামোদরের এই রূপের সহিত কে না পরিচিত আছে? এই সেদিনেও ১৯৪৩ সালে দামোদর ও অজয়ের বন্যার জলরাশি, দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের দুর্দশা ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া আর মেদিনীপুরের কিছু অংশ লইয়া অজয় ও দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল, একমাত্র দামোদর অঞ্চলেই প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের বাস। এতগুলি মানুষের জীবনে দামোদর এক জীবন্ত প্রায় অভিশাপ। কখন নদী ফোঁসে ফুঁসিয়া উঠিবে, দুইকূল ছাপাইয়া জলরাশি ক্ষেতখামার ডুবাইয়া সদরে আসিয়া ঢুকিবে, তারপরে অন্দর ছাড়িয়া ঘরের চালা পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—তাহার কোনও স্থিরতা নাই, তাহার ফলে এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ শশব্যস্ত।

তবু দিন এমন ছিল না, বৈদেশিক পর্যটকরা বর্দ্ধমান-হুগলী অঞ্চলের মানুষের আশ্চর্য সুগঠিত চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, বিদ্যাসাগরের আমলেও লোকে বর্দ্ধমানে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে যাইত। দামোদর অজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তী, কানা, সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় নদী দ্বারা পরিচালিত স্বাভাবিক সেচ ব্যবস্থাই ছিল এই স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মূল কারণ।

দুর্দ্দিনের শুরু

কিন্তু দুর্দিন শুরু হইল সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ সাম্রাজ্য প্রবর্তনের সংগে সংগে। ১৮৫০ সালে দামোদরের পূর্বে রেলপথের জন্য বাঁধ পড়িতে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও অন্যান্য বাঁধের জন্যে নদীর স্বাভাবিক গতি-প্রবণতা রুদ্ধ হইল, কানা নদীতে বাঁধ পড়িল ১৮৫০ সালে, বিদেশী লুণ্ঠনকারীর দল স্থানীয় মানুষের সুখ-সুবিধা, দুঃখ দুর্দশার দিকে দৃষ্টিপাত ও করিল না। ১৮৬৩ সালে কানা নদী বন্ধ হইল, ফল হইল চরম, স্বাভাবিক সেচ বন্ধ হইল, [illegible] একমাত্র বর্দ্ধমান জেলাতেই ১৮৬২-৭২ সালে তিন ভাগের একভাগ লোক নিঃশেষ হইল, তিনভাগের বাকিরা হুগলী জেলাও পিছাইয়া রহিল না।

দামোদর সমস্যা জাতীয় সমস্যা :—

দামোদর তাই আমাদের কাছে এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হইলে ৩০ লক্ষ মানুষের জীবন মরণের সমস্যা দূর হইবে, বাংলার ঘাটতি সম্বের আংশিক পূরণ হইবে, সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতার সহিত পশ্চিমের সমৃদ্ধ খনিজ অঞ্চল ও উত্তর ভারতের যোগাযোগ নিরাপদ থাকিবে।

১৯৪৩ সালের বন্যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বিদেশী শাসকের টনক নড়িল। ১৯৪৪ সালে এক মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন দামোদর উপত্যকা পরিদর্শন করিল। তারপর এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের 'সাধুসংকল্প' জনাও করিয়া ঘোষণা করিয়া, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যাতায়াতের সুবিধার উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম হইল 'দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের'। খরচের তালিকায় হিসাব ধরা হইল ৫৫ কোটি টাকার।

অর্থের অসাধু অপচয় :—

কিন্তু যতদিন যাইতে লাগিল, ততই দেখা গেল পূর্বের সমস্ত 'সাধু সংকল্প সাধকর', ঘোষণা ধুলো মিলাইয়া যাইতেছে। খরচের অংক বহু করিয়া বাড়িতেছে, কিন্তু কাজের তালিকা হইতেছে সংকীর্ণতর, কংগ্রেসী সরকার একদিকে সেচমন্ত্রী, সেচদপ্তর দপ্তরাদার টাকা বেতনের মার্কিন বিশারদ প্রভৃতির জন্য সরকারী তহবিল হইতে রাশিরাশি অর্থের বরাদ্দ করিতেছে, অথচ যে কাজগুলি সফল হইলে জনসাধারণের নানা দুর্গতির মোচন হইত, সেই কাজগুলি বাদ দিতেছে। মাত্র দু' একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মধ্য দিয়াই সীমাবদ্ধ করা হইতেছে পরিকল্পনাগুলি। সেই কারণেই দেখা যায় 'খরচের পরিকল্পনা' ৫৫ কোটি হইতে উঠিয়াছে ৬৯ কোটি টাকায়, ৬৯ কোটি হইতে উঠিয়াছে ১১০ কোটি টাকায়। আর সেই অনুপাতেই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে 'সাধু সংকল্পের সূচীপত্র।'

বিপরীত চিত্র :—

ইহারই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যাইবে সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ভূমির দিকে তাকাইলে।

ভল্‌গা এবং ডন রাশিয়ার দুইটি বৃহৎ নদী। রাশিয়ার পক্ষে ইহা এক চরম প্রাকৃতিক অভিশাপ যে, এই বিশাল ভল্‌গা নদী পড়িতেছে কাস্পিয়ানের মত এক আবদ্ধ সাগরে। তাই ষোড়শ শতাব্দী হইতে প্রচেষ্টা চলিতেছিল, কি ভাবে ভল্‌গাকে ডন-নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া উন্মুক্ত সাগরে প্রবাহিত করা যায়, কিন্তু তৎকালীন সরকারের তরফ হইতে ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকায়, এবং জার শাসিত দুর্দশা প্রপীড়িত অগণিত মানুষের মনে কোন উৎসাহ সৃষ্টি করিতে না পারায়, সেই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়।

১৯১৮ সালে রাশিয়ার নূতন সরকার যখন দেশে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের বান ডাকিয়াছে, বিদেশী দস্যুদের দ্বারা সদ্যজাত সোভিয়েট আক্রান্ত হইয়াছে, সেই সময়েই ভল্‌গা-ডন অববাহিকার সম্ভাবনা পূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে লেনিন দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ঘোষণা করিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্র ভল্‌গা-ডন খাল কাটিয়া সোভিয়েট মানচিত্রের রূপ পরিবর্তন করিবে, জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া দেশকে বিদ্যুতালোকে ভরাইয়া দিবে, জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা লোক না শস্যে ভল্‌গা-ডন অববাহিকা পূর্ণ করিবে।

যরে ভাইয়ের সংশয়বাদী মানুষ সেদিন লেনিনকে পাগল বলিয়াছিল।

মানচিত্রের পরিবর্তন

কিন্তু তাহার পর হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া লেনিন স্ট্যালিন নির্দেশিত দেশের অগণিত মানুষ কোমর বাঁধিয়া সেই বিরাট প্রাকৃতিক ভ্রম সংশোধনের কাজে লাগিয়াছে। বিরাট বিরাট খাল কাটিয়া রাশিয়ার মধ্য অঞ্চলকে শ্বেত, বাল্টিক, কাস্পিয়ান, আজভ এবং কৃষ্ণ এই পাঁচটি সাগরের সহিত যুক্ত করা হইবে। [illegible] ১৯৫২ সালের শেষে ভাটি অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র টন জেল জলপথে মধ্য রাশিয়ার শিল্প প্রধান অঞ্চলে তোলোনেসে যাইয়া হাজির হইতেছে।

নীপার নদীতেও কাজ শুরু হইয়াছে, কাখোভকা জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হইলে নীপারের নিম্ন অঞ্চলের রূপের পরিবর্তন হইবে আমূল। সুগম হইবে জন্য নীপার জলপথ ব্যবস্থা।

সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলে ডন নদীতে বাঁধ দিয়া নদীর জলকে বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া দিয়া তৈরী করা হইবে সু-বেষ্টিত এক নূতন সাগর সিমলিয়ানস্কোয়ে। ইহার দ্বারা ৭৫০,০০০ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে; প্রতিষ্ঠা হইবে ১৬০,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের, অনিসম্রাজ রোষ্টভ অঞ্চলের দুলক্ষ হেক্টেয়ার এলাকায় জল সরবরাহ করা হইবে। ডন, ট্রান্স ক্যানাল লোয়ারডন, বাগায়েভস্কি, আজভ, চির, প্রভৃতি বিরাট বিরাট খাল কাটিয়া সফল করা হইবে যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শক্তি এবং জলসেচের সমস্যা।

এই ভল্‌গা-ডন পরিকল্পনা সোভিয়েট বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পোৎকর্ষের চরম নিদর্শন। একটি দুনিয়ার যখন কামান গর্জন এবং যুদ্ধোন্মাদদের ধ্বংস হুঙ্কারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হইতেছে, সেই সময়েই আর একটি দুনিয়ার সাধারণ মেহনতী মানুষের দ্বারা সুখ শান্তির কামনায় বিশাল পরিকল্পনা অসাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত নির্দিষ্ট সময়ের দুই বৎসর পূর্বেই সফল হইতে যাইতেছে। ধন তান্ত্রিক জগতে এই ধরণের একটি পরিকল্পনা সফল করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইত অথচ সফল হইত কিনা সন্দেহ—(আমেরিকার টেনেসীভ্যালী পরিকল্পনার কথা মনে করিয়া দেখিতে পারেন)।

দুইটি দুনিয়া—দুইটি ধারা

ভারতবর্ষ আর সোভিয়েট, দুইটি দেশ দুইরকম উপায়ে তাহাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা পাইতেছে। ভল্‌গানদী যেমন রাশিয়ার সমস্যা ছিল, দামোদর আজও ভারতের সমস্যা। সোভিয়েট

(৬ষ্ঠ কলমে দেখুন)

কবিতা

ভাত নেই

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্ন লোপাট। মৃত্যুপুরীর তোরণে ভীড়,
ভাঙা বাংলার ভেঙে গেছে সুখশান্তি নীড়।
যমের রাজ্য অন্‌কালো গদা হাতে—
ভুখ-মিছিলের থ্যাঁতলায় মাথা পথে ঘাটে দিনে রাতে।
শান্তি উধাও আশীটাকা মণ ভাত নেই কারো পাতে॥

শান্তি উধাও। ভাত নেই গ্রামে শহরে মফঃস্বলে.
বিগত তেরশ' পঞ্চাশ সাল
মাটি ফুঁড়ে জাগে লাখো কঙ্কাল
শান্তি উধাও। ভুখা ভারতের প্রেতচক্ষুরা জ্বলে।
ভাত নেই আছে ভারত ভাগ্য লণ্ডনে টিকি বাঁধা
কালা আর ধলা ধনপতিদের এক সুরে হাসাকাঁদা॥

অন্ন লোপাট। পাঁকে মুখ ঘষে বুভুক্ষু নরনারী
স্বদেশী বিদেশী দু'মুখেই ধায়
কিংখাপে মোড়া তেরঙা বাহায়
নয়াদিল্লীতে মেকি স্বাধীনতা খাপে ঢাকা তরবারী।
কোনোখানে টুঁ শব্দটি হলে
বিদ্যুৎবেগে ক্রোধে ওঠে জ্বলে
দেশ যেন একা মহামহীপাল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ,
হুঙ্কার ছেড়ে ভীম আশ্বাসে
বোঝান সবারে, বোবাবিশ্বাসে
মেনে নাও মাথা নিচু কোরে ভুখা শান্তির সুশাসন॥

ভাত নেই। তবু ভোট চাই নেতা-ভগবান ট্যাড়া পেটে
ঘড়িয়ালদের এনেছিল যারা পলাশীর খাল কেটে,
তাদেরি যোগ্য বংশধরেরা পেয়ে গেছে ঝুটা গদি
ঘড়িয়ালদের পোয়াবারো তাই উল্লাস নিরবধি।
সেই কাটা খাল দু'তীরে আকাল
অন্ন লোপাট হাসে কঙ্কাল
মারী-কুকুরের চীৎকার শোনো ধানকাটা ফাঁকা মাঠে
ভোট দেবে যারা মহা অনশনে যাতনায় বুকে হাঁটে॥

ভাত নেই আছে যক্ষ্মার রিব
কাল সাপ দেয় পথে পথে শিস
ভাত নেই শোনো দাঁতে দাঁত ঘষা যমের ডাক।
ভাত নেই শিশু টলে পড়ে যায়
ক্ষুদে জঠরের ক্ষুধার জ্বালায়
মহাপ্রলয়ের মহাদামোদর বাজায় শাঁক।
এক মুঠো ভাত এক মুঠো স্বাধীনতা
এক মুঠো সুখ-শান্তির ইতিকথা
ভাত নেই আহা ভাত নেই কারো ঘুম নেই দিনে রাতে
শান্তি উধাও আশীটাকা মণ ভাত নেই কারো পাতে।

৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।

এই আমার দেশ

চাতকের দেশ

—অনন্তদেব কর্মকার

আরামবাগ ও পুরশুড়া থানা ঘুরে দেখলাম বিস্তীর্ণ মাঠ গ্রীষ্মকালের মত ধূ ধূ করছে। কোথাও বর্ষার চিহ্ন নাই। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে রাখাল ছেলেরা গান আর গুলি ডাণ্ডা খেলায় মেতে আছে।

মাঠে পরিচিত দু'চারজন কৃষক বন্ধুর সংগে আমার দেখা হলো, তারা আমার সংগে হেসে কথা কইলে বটে, কিন্তু সে হাসির ভিতর কোন আনন্দের ভাব দেখা গেলো না। হাসির ভিতর দেখা গেল অনাহার ক্লিষ্ট চাষীর নিদারুণ ভাব। একজন আবার হলো বলে এক কৃষক কেঁদে উঠলো—কাঁদার সংগে সংগে জানালো 'ধান নাই, কাপড় নাই' বাবু। কি হবে?

যে আরামবাগের জনসাধারণ দুর্দ্ধর্ষ দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতো সে দামোদর দ্বারকেশ্বর নদে আজ জল নাই—বন্যার নাই কোন অস্বাভাব মূর্ত্তি। দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও মুণ্ডেশ্বরী আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। নৌকাগুলি আজ অকেজো হয়ে গাদিতে পড়ে আছে।

★ ★ ★

পুরশুড়া থানার পশ্চিম পাড়া, শ্যামল পাড়া, শাহবাটার, পুরশুড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে যে খাল চাঁপাডাঙা পর্যন্ত গেছে সেখানে এমন দিনে জলে ভরে থাকতো। ঐ খালের জল নিয়ে দুই পাশের হাজার হাজার বিঘের জমিতে জল দিত। ঐ খালে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ। প্রত্যহ আড়াই শো, তিন শো মণ পাট, আলু, ধান নৌকাযোগে চাঁপাডাঙা চালান যেত। কিন্তু আজ আর জলের অভাবে নৌকা চলে না—মালপত্র যাওয়া-আসা করে না। খালটিতে জল না থাকার ফলে চাষীরা পাট কেটে পচাতে পারে না। জলের অভাবে পাট ডাঙায় পড়ে আছে। এই নিদারুণ অবস্থায় চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কেননা এক্ষেত্রে আবাদ হয় না তার উপর তৈরী ফসল জলের অভাবে মৃত্যুর পথে।

পুরশুড়া থানা ব্যাপী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ধান-চালের দর দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ধানের দর ২০-২১৲ টাকা ও চালের দর ৩৩৲-৩৪৲ টাকায় উঠেছে। তার ফলে ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে অনাহার অর্দ্ধাহার।

আবাদ না হওয়ার ফলে আরামবাগ ও পুরশুড়া থানার মজুরশ্রেণী বেকার হ'য়ে পড়েছে। কাজ না থাকায় হাতে পয়সা নাই। অধিক দরে খাদ্য কেনার কোন ক্ষমতা নাই। ফলে মজুর শ্রেণী মৃত্যুপথযাত্রী। সরকারী ধান সংগ্রহের ফলে ধানের গোলা শূন্য। আর কোন বাড়িতে ধান পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় সরকার থেকে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণী নির্বিশেষে যাদের খাদ্যের কোন সংস্থান নাই তাদের অবিলম্বে ফটোমি দরে খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। বার বার দাবি করা সত্ত্বেও সরকার নির্বিকার।

পুরশুড়া থানায় যদিও আউশ, পাট প্রভৃতি কিছু কিছু সবুজ ফসল দেখলাম কিন্তু আরামবাগ থানার সবুজ ফসল কিছু দেখতে পেলাম না। আরামবাগ থানার ধানের উপর নির্ভর করে পুরশুড়া থানার লোকদের, সেই আরামবাগেই আজ আবাদ হয় না। চাষীরা চাতকের ন্যায় জল জল রবে চীৎকার করছে। এখনো আকাশে জল হলে আবাদ করবে। অবিলম্বে সরকার থেকে ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে সস্তা দরে ধান-চালের দোকান খোলা এবং কৃষি বিভাগ থেকে জল সেচের ব্যবস্থা না করলে সমস্ত আরামবাগ মহকুমা ব্যাপি দুর্ভিক্ষ বিরাট আকারে দেখা দিবে। এ দুর্ভিক্ষ '৫০ সালের দুর্ভিক্ষকে হার মানাবে।

সাহিত্য পরিচয়

কার্ল মার্কস—১ম খণ্ড (১৮১৮—১৮৪৮) লেখক সুকুমার মিত্র। একমাত্র পরিবেশক-ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুইটাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্মদাতা কার্ল মার্কসের (এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের) জীবনকে যথাযথ বর্ণনা ও পর্যালোচনার অর্থ পৃথিবীর চিন্তা ও কর্মজগতের পুরাতন যুগের নাড়ী ছিঁড়িয়া একটি নূতন যুগের অভ্যুদয়ের ইতিহাস রচনা। এবং এই অভ্যুদয়কে না জানিলে ও না বুঝিলে বর্তমান যুগের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর গতি ও প্রকৃতি বুঝা অসম্ভব। দৃষ্টির সম্মুখে এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কসের জীবনী রচনা করিয়াছেন। শৈশব হইতে ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' রচনা পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সফলকাম হইয়াছেন শুধু এইটুকু বলিলে কম বলা হইবে। এই বিপুল বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রথম অর্দ্ধাংশকে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখক যেভাবে পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে শুধু পূর্ণের আস্বাদই অবিকৃত থাকে নাই, দর্শনের ক্ষেত্রে পর্যায় প্রতিষ্ঠাবান প্রতিপক্ষদের সহিত কার্ল মার্কসের সংগ্রামের একটা স্পষ্ট রূপরেখাও ফুটাইয়া তুলিতে লেখক সক্ষম হইয়াছেন। একদিকে ইউরোপে সমাজতন্ত্র শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালনা ও অন্যদিকে দর্শন ও আদর্শের ক্ষেত্রে নূতন জীবন বেদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আবিষ্কার ও প্রয়োগ—মার্কস-জীবনের এই দ্বিধারা সমান্তরাল আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত সহজ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ জীবনীর বাহাদুরী শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। [illegible] জীবন আসিতে দিয়া রক্তমাংসের মানুষটিকে দিয়া মার্কসের যান্ত্রিক জগত হইতে এ জীবনীগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় বন্ধু ও পরম বন্ধুবৎসল মানুষ মার্কসের সাক্ষাৎ এই বইখানির পাতায় পাতায় চোখে পড়ে।

বইখানির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার ভাষা। ইহা শুধু স্বচ্ছ ও সহজ নহে এবং শুধু সাবলীল বলিলেই ইহার সবটুকু বলা হয় না। ইহার প্রসাদগুণ সত্যই বিস্ময়কর। পড়িতে লাগিলে কেমন যেন নেশা লাগে। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় তরুণ সাংবাদিক একদা বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রবর্তন করেন তাহাদের মধ্যে সুকুমার মিত্র একজন। এজন্য আধুনিক বাংলার প্রগতিশীল সাংবাদিকতা তাহার নিকট ঋণী। কার্ল মার্কসের জীবনী প্রকাশে এই গ্রন্থের যোগ্য কিছুটা বাকিল। আমরা বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

—সরোজ কুমার দত্ত

বাস্তুহারা—বিমল বিশ্বাস
মূল্য—পাঁচ সিকা।

বাস্তুহারা সমস্যা আজ আমাদের দেশে অতি বাস্তব ও নির্মম সমস্যা। শুধু আমাদের দেশে নয়, যেখানেই সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ও আক্রমণ, সেখানেই এই সমস্যা মানুষকে পীড়িত করিয়াছে। শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয়, গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নানা আকারে ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র সোভিয়েট দেশে ও নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিতেই এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে বাস্তুহারা সমস্যা বহুরকমের সমস্যা। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানে যেমন বীভৎস আকারে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে এমন আর কোথাও দেখা দেয় নাই। আমাদের দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আজ আর এই সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বাস্তুহারা সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গল্প, কবিতা, উপন্যাস রচিত হইতেছে। কিন্তু। অনেক লেখাই হয়, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট আর না হয় জীবনের সমগ্রতাবোধের অভাবে খণ্ডিত ও ব্যর্থ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নবীন। রচনা শিল্প ইত্যাদির দিক হইতে বিচার করিলে অনেক ভুল ধরা সম্ভব কিন্তু দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও সমগ্রতা বোধ থাকায় ইহার লেখা আশ্চর্য রকম উৎরাইয়া গিয়াছে। বাস্তুহারা উপন্যাস নহে বড় গল্প। কাহিনীর কোথাও কৃত্রিমতা নাই। সহজ ভাবেই লেখক তাঁহার কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন এবং সহজ ভাবেই ঘটিয়াছে কাহিনীর বলিষ্ঠ পরিসমাপ্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাই বইটির শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাই। —সুমিত্র

কিশোর সাহিত্য

ছোটদের গোর্কীর 'মা'—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক ভাবানুবাদ, প্রকাশক : দে, ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, দাম দেড় টাকা (২য় সংস্করণ)।

বাংলাদেশ প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রণী, কিন্তু সে হিসেবেই আবার কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। এটা একটা বড় অভাব, কেননা, সে-বয়সে ছোটদের মন রূপকথা এবং কাহিনীর গণ্ডী পেরিয়ে জীবনকে আর একটু বড় করে জানবার আকাঙ্ক্ষা রাখে তখন যদি অবোধ কাল্পনিক বা অদ্ভুতুড়ে ডিটেকটিভ এবং রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের মধ্যে তাদের মনোযোগ সর্বক্ষণ ধরে রাখা হয়, তবে সহজ বোধের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তো তার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী থাকতে পারে? এদিকে আমাদের প্রগতিশীল রচনাকারদের দৃষ্টিপাত উচিত নয় কি।

অন্তত আর এক দিক থেকে সে অভাব কিছুটা মিটতে পারে, যদি অনুবাদ মারফৎ উপযোগী বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্পদের সঙ্গে উঠতি কিশোর মনের অন্তরঙ্গতা ঘটাবার ভার আমাদের সাহিত্যিকরা গ্রহণ করেন; লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সেই কাজে ব্রতী হয়ে যথেষ্ট উপকার করেছেন। গোর্কীর "মায়" মতো বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ছোটদের জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদে তিনি যথাসম্ভব মূল বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন।

আলেক্সাই ম্যাক্সিমোভিচ গোর্কীর মহান সৃষ্টি "মা" নির্য্যাতিত মানবতার সংগ্রামের অমর জয়গাথা, প্যাভেল এককথায় তার মার এক প্রশ্নের উত্তরে বলছে, "আমি সত্যকে জানতে চাই," গোর্কী তাঁর সমগ্র "মা" উপন্যাসটিতে সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের কাছে বিপ্লবের সেই চরম সত্যটিকে জানিয়ে দিয়েছেন। "মা" উপন্যাস তাই নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশের কিশোরদের মনের কাছে এর আবেদন পৌঁছানো সৌভাগ্যের কথা। বইটির দুইটি সংস্করণ হয়েছে। এইটেই তার সার্থকতার বড় প্রমাণ।

—পি, সে

(২য় কলমের পর)

দেশে এই সমস্যা সমাধানের বিরাট সাফল্য কেমন করে সম্ভব হলো, তাহার কারণ সে দেশের চাষীর মাথার উপর জমিদারী জোতদারী শোষণের জগদ্দল পাথর নাই। কোটি কোটি মানুষ তাই দেশ গঠনে উৎসাহে কাজে লাগিতে পারেন, সে দেশে দেশের সম্পদ দেশের স্বার্থে একত্র নিয়োজিত করার মত আছে এক গণগণের সরকার, সমাজতান্ত্রিক সরকার।

আর, এদেশে হয় না, তার কারণ কৃষকের হাতে জমি দিয়া কোটি কোটি মানুষের প্রকৃত উদ্যোগে গড়িয়া তোলার কোন প্রচেষ্টাই এখানে নাই। সেই কোটি কোটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম এখানে অবরুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বন্ধন ছিড়িয়া দেশের সম্পদ দেশের কাজে লাগাইবার মত সাহসী জনগণের সরকারও এদেশে নাই। তাই পরিকল্পনার যোগ মত বাধে কাজ শুরু হয়না। মাঝখান হইতে দেশবাসীর কোটি কোটি টাকার বাজেট লুট করিয়া চলে সাদা কালো মুনাফাখোরদের ছুরি-কোরমা।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

মালদহের গম্ভীরা

—সুরেশ মৈত্রেয়

যুব ছাত্র শান্তি সম্মেলনে বিভক্ত পরিবেশিত মালদহের গম্ভীরা গান বিশ সহস্র দর্শকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। এই প্রশংসা নিঃসন্দেহে সূচনা করে যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুস্থ সুন্দর ধারার বিলুপ্তি বাংলা দেশে আজও ঘটেনি। বরং সেই ধারাই আজ বাংলার নতুন সমাজ চেতনার আলোকে আলোকিত; নতুন সম্ভারে সমৃদ্ধ। পুরানো সঙ্গীত রীতিকে নতুন কালের উপযোগী করে পরিবেশন তাঁরা শুধু করেননি; নতুন কালে রুচিবোধও তাঁরা পরিবর্তনে সহায়তা করছেন, এ সংবাদও আমলাম।

গম্ভীরার সহজ সরল স্পষ্ট রচনা রীতি তার গানের, সদা জয়া তান, তার নাচের সকলিয়ানা নিবর্জিত সহজ স্ফূর্তি। বিশ সহস্র দর্শককে উদ্বেল উদ্বেলিত করেছে নতুন সংস্কৃতির স্বাদে। ভারতের প্রগতিশীল সাংস্কৃতি, কর্মীরা অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন এদের কাছ থেকে।

জাতীয় সাহিত্যে অবদান

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ভারত দখলের পূর্বে এদেশে জনসাধারণের সাহিত্য ছিল এই ধরনের গ্রামীণ সাহিত্য। গ্রামের সাধারণ মানুষ, চাষী, কামার প্রভৃতি কারিগর ছিল সে শিল্পের শিল্পী। বৃটিশ বিজয়ে শহর শাসনকেন্দ্র শুধু থাকল না, সংস্কৃতি-কেন্দ্রও হল। কিন্তু গ্রাম ছিল তখনও দেশের গোটা অংশ, সমাজ রইল তখনও সামন্ত শাসিত। সামন্ত শাসিত সমাজের সাহিত্যকেন্দ্র হল কোলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, লক্ষ্ণৌ। কিন্তু শহরগুলি নতুন জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্র হলেও সে সাহিত্যকে বার বার এই গ্রামীণ লোক সংস্কৃতির ধারা থেকে অঞ্জলি ভরে নিতে হয়েছে, শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ—

তার পরিচয়। গানে কবিতায় নাটকে গল্পে—দেশীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে আশ্রয় করে নূতন যুগের ভাবনার ভিতি পরিবেশন করেছেন। সামন্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত পুরানো প্রকরণের বৈপ্লবিক প্রয়োগ করেছে। তাই সে সার্থক এবং জাতীয়।

পুরানো ধারা কিন্তু নতুন বস্তু

গ্রামের এই সংস্কৃতি পাঁচালী, বাউল, ভাদু, গাজীর গানে সামন্ততান্ত্রিক যুগের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত। রাঢ়ে, বঙ্গে, সমতটে বারেন্দ্রীতে পৃথক পৃথক প্রকাশ লীলা ছিল তার। সুর ও নৃত্য—এই ছিল সাধারণভাবে সর্বত্র। কিন্তু সুরের ছিল বৈচিত্র্য ও নৃত্যের ছিল বিভিন্নতা, যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন ছিল পৃথক, ধীবরের নদীর জীবন ছিল আলাদা। রাঢ়ে কবিগান বেশি খুলেছে, বারেন্দ্রীতে তেমনি আছে পৃথক রীতি। গম্ভীরা তার একটি রীতি। গম্ভীরা শিবপূজার সঙ্গে যুক্ত; এই শিবও আবার যে সে শিব নন, ধর্মঠাকুরের রোয়াপ। বৌদ্ধ ধর্মের পরিসমাপ্তির ফসল। বহুশেষে সেটে নিয়েছে মালদহের মানুষ। সামন্ত যুগীয় এই গীত প্রকরণকে সামন্ততন্ত্র নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে, গ্রাম্য কোন্দল, দলাদলি, দূষিত কুৎসা রটনা অনেক ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির উপজীব্য হয়েছে; কিন্তু সর্বদা নয়। দেশের দুঃখ-দুর্দশা শিবঠাকুরের কাছে বলতে গিয়ে জমিদার-নবাব শাসিত সমাজের অবক্ষয়ও বর্ণনা করেছেন তাঁরা।

ব্যঙ্গে বিদ্রূপে কশাঘাত করেছেন সমাজপতিদের। বিভক্ত এই সেকালের ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বর্তমান সমাজের সমাজপতি কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর নীচতা ও হিংস্রতা বর্ণনা করেছেন তিনি গানের দ্বারায়, নাচের মাধ্যমে। শুধু খুশী করেননি তিনি, ক্ষুব্ধ করিয়েছেন ও রোষায়িত। হাসির ক্ষোভ একই সঙ্গে দর্শকের মনে গাথা পড়েছে।

সাধারণ লোকের সৃষ্টি প্রতিভা

সাধারণ মানুষ, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ এই গায়কদল; এঁদের অধিকাংশই বিড়ি শ্রমিক, আর ক্ষেতের দিন মজুর। এঁরা কংগ্রেসী বোমে পড়েছেন বহুবার; গানের খাতা বাজেয়াপ্ত, গানের যন্ত্রগুলি ছাঁটকাট, বিভিন্ন অঞ্চলে নিষিদ্ধকরণ এ তাঁদের বহুবার ঘটেছে। কিন্তু মানুষ তাঁরা সাধারণ; সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁরা এ যুগের শিব জনতার কাছে না বলে থাকতে পারেন না। তাই যুব ছাত্র শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। গানের মধ্য দিয়ে তাঁরা বস্ত্র সঙ্কট, যুদ্ধ, খাদ্যাভাবের আসল কারণ যে কংগ্রেসী শাসক বর্গের দুর্নীতি তা কমানুম্য ভাষণে প্রকাশ করে দিয়েছেন। "হেরাকী" খেজুরের কেরামতি নাচে গানে দর্শকের কাছে সাক্ষর হয়ে উঠেছে। দেশ-বিভাগের সর্বনাশা পরিণতি তাঁরা "ভুঁইফোড়" চরিত্রের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত করে এঁকেছেন সাধারণ পুলিশ যে বেতনভোগী ভৃত্য; এরাই তার যোগ্য শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে নয়, জনতার সঙ্গে, তা যে কী অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে, তা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। সাধারণ একজন চাষীর এবং স্বাভাবিক সমালোচনার সামনে জনসাধারণের মন্ত্রীরা কিরূপ তুচ্ছ ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে, তা দেখানো হল আর একটি অনুষ্ঠানে। দাড়ি, গান, ছড়া, আর ভুঁড়ি দিয়ে মন্ত্রীরা ব্যতিব্যস্ত চাষীর কথার উত্তরে একটি উত্তর দিবার ক্ষমতাও তাদের নাই। সবশেষে মানায় গ্রাম সুদেশী অভহরলাল। জনতার দুঃখ তার কাছে আরব্য রজনীর গল্প থেকেও বিস্ময়কর। ঠাট্টা টিটকারী, ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে অস্থির করে তুলেছেন তাঁরা মন্ত্রীবেশী এক সাহেবের আর পথ নির্দেশ করেছেন আগামী দিনের লাল সূর্যের প্রতি—কাস্তে-হাতুড়ী শোভিত লাল পতাকা যেখানে সমুজ্জ্বল; প্রত্যেকটি তীব্র বাক্যের সাথে তাল দিয়েছেন যদি কহতে হয় তো সহতে হবে। "কহনা হ্যায় তো সহনা হ্যায়"।

এই প্রসঙ্গেই আর একটা কথা ওঠে, কোলকাতা রেডিওতে তারাপদ লাহিড়ীর সম্প্রদায়ও গম্ভীরা গেয়ে থাকেন। কিন্তু সে গানে লোকে উদ্বুদ্ধ হয় না; কারণ সে গান সম্পূর্ণ ভাবে প্রভু মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত। শাসক-গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জনসাধারণের জীবন-বিরোধী এই গম্ভীরা গান গণ-সংস্কৃতির উপর শাসকগোষ্ঠীর আঘাত; সে আঘাত প্রতিরোধে সম্মেলন সাহায্য করেছে।

চটকলের ফরিদ মিঞা

ফরিদ মিঞা আজ প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ অক্ষেশ্বর নর্থ শ্যামনগর মিলে পান বিক্রয় করিতেছেন। পান বিক্রয় করিবার জন্য কোম্পানী তাঁহার নিকট হইতে ২ টাকা করিয়া ভাড়া আদায় করে। কিন্তু আজ এক সপ্তাহ হইল বিনা কারণে ফরিদ মিঞার পান বিক্রয় করা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, বাড়ীতে তাঁহার ৪।৫ জন পোষ্য। এই অবস্থায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র অবলম্বন এই পান বিক্রয়ের কাজটুকুও কাড়িয়া লইলে অবস্থা কিরকম হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ফরিদ মিঞা সমস্ত ঘটনা বিবৃতি করিয়া ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জের নিকট এক আবেদন পত্র পেশ করিয়াছেন।

খবর লইয়া আরও জানা গেল যে ফরিদ মিঞাকে মিল হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছিল, ফরিদ মিঞা গত ধর্মঘটের সময় মাল ছুঁয়েছের জন্য কাজে অগ্রগামী ছিলেন, এই মাত্র তাঁহার অপরাধ। ফরিদ মিঞার উপর এই অন্যায় ব্যবহার শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। —সংবাদদাতা

কমিউনিস্ট পার্টির

মেদিনীপুর জেলা নির্ব্বাচনী বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি

কমিউনিস্ট পার্টির মেদিনীপুর জেলা কমিটি গণ-আন্দোলন ও নির্ব্বাচন কার্য্য পরিচালনার জন্য সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা তোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাচনী বোর্ড প্রত্যেক প্রতি এলাকায় তহবিল কমিটি গঠিয়া প্রচার ও অর্থসংগ্রহ কাজ শুরু করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন এবং জেলার বাহিরে মেদিনীপুরের যে সকল পার্টি সভ্য ও দরদী আছেন, তাঁহাদের নিকটও বিশেষ আবেদন করিয়াছেন। যাবতীয় চিঠিপত্র 'কমরেড অমিল দত্ত, যোগীবাজার, মেদিনীপুর' ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। —সংবাদদাতা

সভা-সমিতি

বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

অদ্য ১৮ই অগস্ট রবিবার বেলা ৪টায় কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় অফিসে ১২২নং সেন্ট্রাল রোডে বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী এক সভা হইবে।

আলোচ্য বিষয়: (১) আগামী সম্মেলন ও তার প্রস্তুতি।

স্বাঃ—সন্ন্যাসীপদ রায়
সাধারণ সম্পাদক

শালিখায় কিশোর সম্মেলন

অদ্য রবিবার, (৯ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় হাওড়া সংযুক্ত সমিতির উদ্যোগে একটি "কিশোর সম্মিলনী" অনুষ্ঠিত হইবে।

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

শিশু কল্যাণ সংসদের সম্পাদিকা শ্রী ... দেবী উদ্বোধন করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী ... প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন।

সুভাষবাদী ছাত্র সংগঠন

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থসারথী মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে উত্তর কলিকাতার ছাত্র কর্ম্মীদের বৈঠক রবিবার বিকাল ... ৬টা, ... স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হইবে।

গণ-সংস্কৃতি পরিষদের বৈঠক

অদ্য রবিবার ... আগস্ট পরিষদের সভ্যদের এক বৈঠকে সঙ্গীত, কবিতা, গল্প পাঠ ও আলোচনা হইবে। পরিষদের কার্য্যালয় ৩১৬, ভিক্টোরিয়া রোড বরাহনগরে সন্ধ্যা ৬টায়।

প্রতিবাদ সভা

গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জীর অশোভন আচরণের প্রতিবাদে অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৯টায়, আর্য্য সমাজ বিদ্যালয়ে (১৪নং বৃন্দাবন বসু লেন হাওড়া) এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। আহ্বায়ক—শ্রীকালীপ্রসাদ সাউ, শ্রীকালীপদ ঘোষ, শ্রীসুকদেবকুমার চৌধুরী।

খাদ্য বস্ত্রের দাবিতে শালিমারে সভা

অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের উদ্যোগে শালিমার আন্দুল রোডের বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে খাদ্য বস্ত্রের দাবিতে শ্রীপশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইবে।

নিখিল বঙ্গ কলেজ অফিস কর্ম্মচারী সমিতি

অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সম্মেলনের স্থান—বঙ্গবাসী কলেজ ১৯, স্কট লেন, কলিকাতা। সময়—বেলা ৩ ঘটিকা।

বিভাবতী বসুর সমর্থনে সভা

আজ রবিবার ... ৫টায় ... প্রাঙ্গণে বিভাবতী বসুর সমর্থনে এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে। সভায় স্থানীয় বামপন্থী নেতারা বক্তৃতা করিবেন।

আহ্বায়ক—
সরোজ ভট্টাচার্য্য
নৃপেন গাঙ্গুলী

বিঃ দ্রঃ—স্বেচ্ছাসেবকদের সকাল ৮টায় ... পার্কে সমবেত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

—বলরাম ঘটক

কাঁচড়াপাড়া মিলননগর কলোনীতে সভা

অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা ঘটিকায় কাঁচড়াপাড়া মিলননগর কলোনীতে ... সভাপতিত্বে বাস্তুহারাদের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিবার জন্য ও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তুহারা ও সাধারণ সমস্যা সমাধানকল্পে এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছে।

সোনারপুর প্রগতিশীল সংগঠনী কমিটি

অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ২টার সময় সোনারপুর প্রগতিশীল সংগঠনী কমিটির এক সভা হইবে। সভ্যদের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

স্থান সোনারপুর; যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ ... দাস ... ও ... ভট্টাচার্য্য

লেক অঞ্চলের বাস্তুহারাদের সভা

গত ২।৯।৫১ তাং সকাল ১০ ঘটিকায় ৪নং লেক বাস্তুহারা ক্যাম্পে শ্রীধীরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে দঃ কলিকাতা লেক অঞ্চল ক্যাম্পবাসী বাস্তুহারা প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সভার এ অঞ্চলের বাস্তুহারাদের বিভিন্ন সমস্যা ও ... বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হয়। ... একতার উপর সমস্ত প্রতিনিধিই জোর দেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে প্রত্যেক ক্যাম্পের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ক্যাম্পের সমস্যার উপর সাধারণ সভায় আলোচনা করিয়া ... প্রতিনিধি সভায় লিখিতভাবে পেশ করিবে। আগামী ঐ সভায় এই সমস্ত দাবি দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উহার প্রতিকারার্থে একটা মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করিয়া পঃ বঃ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্ব্বসতি বিভাগে পাঠান হইবে। তাই অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯টায় পুনরায় প্রতিনিধি সভা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন

আজ রবিবার দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী, সভ্য ও সমর্থকদের লইয়া এক জরুরী সভা আহ্বান করা হইয়াছে। সকলকে দঃ কঃ ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে বেলা ১টায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে। —আহ্বায়ক
দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন।

রংপুর সম্মিলনীর সভা

আজ সন্ধ্যা ৬।। টায় ৭৭।১ হ্যারিসন রোডে রংপুর সম্মিলনীর এক সভা হইবে।

ময়দানে জন-সমাবেশ

অদ্য রবিবার ৯ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৪ঘটিকায় মনুমেণ্টের পাদদেশে ভারতীয় বলশেভিক পার্টির বাংলা কমিটির উদ্যোগে খাদ্য বস্ত্র ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যার উপরে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের এক বিরাট সমাবেশ হইবে।

পার্টির পলিটব্যুরোর সভ্য কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী সভাপতিত্ব করিবেন।

কলিকাতার জনসাধারণ যাহা হাওড়া, হুগলীর এবং ২৪ পরগণার ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট ... মহকুমার শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণ এই জনসমাবেশে যোগদান করিবেন।

পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নিশির রায়, বিশ্বনাথ দুবে প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন।

ব্যাঁটরা স্কুলে জনসভা

অদ্য ৯ই সেপ্টেম্বর—রবিবার বিকাল ৫টায়, হাওড়া ওসমান জমাদার ইউ, সি, পি, কমিটির তরফ হইতে ব্যাঁটরা স্কুলে এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়—বর্ত্তমান নাগরিক সমস্যা। আহ্বায়ক—পূর্ণচন্দ্র পাল
ইউ, সি, পি, কমিটির পক্ষে

Howrah Municipality.

NOTICE.

It is notified for general information that the work of correction of the existing Final Electoral Rolls of the different wards of this Municipality has been taken in hand in accordance with the provision of Rule 16 of the Rules for the election of commissioners of Municipalities. Claims for the inclusions of the names stating the grounds on which such claims are based and objections against any entry in the existing Final Electoral Rolls are invited and will be received upto the 24th September, 1951.

By Order of the
Registering Authority.
K. C. Dutta.
Chairman.

The 9th Sept. 1951.

সম্পাদক—শ্রীসন্তোষকুমার চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক ১১১ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭ ইষ্ট এণ্ড প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১০-বি, সিমেন্সরঞ্জন লেন, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত

পার্টির নির্ব্বাচন ও সংগ্রাম তহবিল

নির্ব্বাচন, "স্বাধীনতা"র পরিচালনা ও পার্টির অন্যান্য কাজ পরিচালনার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ সংগঠনী কমিটি চার লাখ টাকার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। এই টাকা সংগ্রহের জন্য আমরা কাঁচা রসিদ ছাপাইয়াছি। পার্টি সভ্য ও দরদীরা প্রথমে এই কাঁচা রসিদ দিয়া চাঁদাদাতাদের নিকট হইতে টাকা লইবেন। পরে যখন টাকা ও চেকমুড়ি তহবিলের অফিসে পঁহুছিবে তখন অফিস হইতে চাঁদা দাতাদের নামে পাকা রসিদ দেওয়া হইবে।

পার্টির বিভিন্ন জিলা কমিটির সেক্রেটারীদের পত্র লইয়া আসিলে জিলা কমিটিদের দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে পার্টি সভ্য ও দরদীদের টাকা আদায়ের জন্য কাঁচা রসিদ বহি দেওয়া হইবে। বিভিন্ন জিলার সেক্রেটারীরা লিখিলে তাঁহাদের ডাক যোগেও কাঁচা রসিদ বহি পাঠানো হইবে।

কাঁচা রসিদ বহি পাওয়ার ঠিকানা:

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ ইলেক্‌শন বোর্ড।

৬৪-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৬

শ্রীনাম্বিয়ারএর মামলা

মাদ্রাজ হাইকোর্টে শুনানী সমাপ্ত

মাদ্রাজ, ৭ই সেপ্টেম্বর—মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক ... এবং সোমসুন্দরমএর নিকট কমিউনিস্ট এম, এল,এ এবং আর্টিকলমনী ... কে, ... নাম্বিয়ার যে আবেদন করিয়াছিলেন, আজ তাহার শুনানী শেষ হইয়াছে। শ্রীনাম্বিয়ার বর্ত্তমানে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে কুড্ডালোর কেন্দ্রীয় জেলে বন্দী আছেন। শ্রীনাম্বিয়ার বিচারপতিদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, আইন সভার সদস্য হিসাবে তাঁহাকে আইন সভার অধিবেশনে যোগদানের অধিকার দেওয়া হউক।

এডভোকেট জেনারেল ইংলণ্ডে ১৯৪০ সালে আটক আইনে বন্দী পার্লামেণ্টের সদস্য ক্যাপ্টেন রামসের মামলার নজীর উত্থাপন করিয়া বলেন যে তাঁহাকে উক্ত অধিকার দেওয়া হয় নাই।

এই সময় বিচারপতি সোমসুন্দরম বলেন যে, সেই সময় দেশে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ক্যাপ্টেন রামসে শত্রুর সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। উত্তরে এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আটক বিষয়ক আইন চালু আছে ততক্ষণ আটকের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

—পি, টি, আই

বিভাবতী বসুকে সমর্থন করুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়া তুলিবার জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

আর, এস, পি, র নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সর্ব্বত্র জনতা আজ ঐক্যের জন্য আগ্রহশীল; জনতার নির্দ্দেশে আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছি। এই ঐক্য সুদৃঢ় করিবার জন্য আর এস পি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুকে জয়ী করিবার আবেদন জানাইয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করেন।

শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু এম ইউ সির শ্রীসুবোধ বানার্জি সোশ্যালিস্ট পার্টির শ্রীঅমলেশ মজুমদার ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রী শম্ভু ঘোষ এস আর পির শ্রীজ্যোতিষ জোয়ারদার ও বামপন্থী ঐক্যের স্বপক্ষে সভায় বক্তৃতা করেন।

ইস্টবেঙ্গল দল আই, এফ, এ শীল্ড ফাইনালে

রাজস্থান ৩-০ গোলে পরাজিত

আমেদ, ভেঙ্কটেশ ও সালের অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

গতকল্য এই বছরের লীগ রানার্স আপ ও পর পর দুই বছরের শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাহাদের নিজ মাঠে কলিকাতা লীগের অন্যতম সেরা দল রাজস্থানকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড ফাইনালে তাহাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দলের সহিত খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। ফাইনাল খেলাটি আগামী মঙ্গলবার উভয়ের মিলিত মাঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

অদ্যকার এই বিজয়ের জন্য ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগের মধ্যে আমেদ, ভেঙ্কটেশ ও সালের খেলাই ভাল হইয়াছিল। আমেদই সব আক্রমণের পুরোধা ছিলেন। তিনি এই বছর এতো ভালো আর কোন দিনই খেলিতে পারেন নাই। রক্ষণ ভাগের সকলেই বেশ দৃঢ়তার সহিত খেলেন, উহার মধ্যে গোবরের খেলাই ভালো হয়।

রাজস্থান দলের আক্রমণ ভাগের মধ্যে সংঘবদ্ধতার অভাবই তাহাদের কোন গোল না করিবার কারণ। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যেও দৃঢ়তার অভাব ছিল। রাজস্থান দলের নিয়মিত লেফট আউট এটাম খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। তাহার স্থলে রমণ ও রমেশের দলে মহাবীরকে খেলিতে দেখা যায়। মহাবীর তাহার স্থানে বেশ ভালো খেলিয়াছেন। ব্যাকদ্বয়ও মাঝে মাঝে সুন্দর সেণ্টার করিয়াছিলেন।

এই বারের ফাইনাল খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ ইস্টবেঙ্গল পরপর তিনবার শীল্ড বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে ও মোহন বাগান এবার বহুদিন পরে লীগ ও শীল্ড পাইবার সুযোগ পাইয়াছে তাই খেলাটি ভালো হইবে আশা করা যায়।

খেলার বিবরণ

খেলা শুরু ... আক্রমণ চালাইয়া পুরোভাগে আমেদ ও সালেকে বল দেন। তিনি বল ভেঙ্কটেশকে দিলে তিনি এগিয়ে সুন্দর শটের সাহায্যে সত্তীবকে পরাজিত করেন ১—০। ইহার পরই রাজস্থান পাল্টা আক্রমণ করে। ৩ মিনিটে কানাই রায়ের শট ঘটক কর্ণারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। ইহার পর গোকুলের হাত হইতে মহাবীর যে শট করেন তাহা ঘটক রক্ষা করেন। ইস্টবেঙ্গল ৬ মিনিটে আবার রাজস্থান গোলে হানা দেন ও ভেঙ্কটেশ সেণ্টার করেন, সালেহ তাহা ক্যাচ করেন বল আমেদের কাছে যায় তিনি তাহা হইতে সুন্দর শট করেন, সত্তীব বলটি বারের উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন কিন্তু বলটি বারে লাগিয়া গোলে প্রবেশ করে ২-০। ১১ মিনিটে বলরাজ আহত হইয়া মাঠ ত্যাগ করেন। ১৪ মিনিটে সময় আমারাও বিপক্ষ রক্ষণ ভাগের বাধা অতিক্রম করিয়া ভেঙ্কটেশকে বল দেন তিনি আমাইয়ের সুন্দর শটের সাহায্যে দলের শেষ গোল করেন ৩—০। ইহার পরই বলরাজ মাঠে নামেন। এ সময় বেশ একদম খেলে মনে হলো যেন ভেঙ্কটেশ অফ-সাইডে ছিলেন। ২৩ মিনিটে মহাবীরের কাছ হইতে বল পাইয়া রমন যে শট করেন তাহা ঘটক প্রতিরোধ করেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাজস্থান অধিক খেলায় উন্নতি প্রকাশ পায়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ ভাগের জন্য তাহারা কোন গোল করিতে পারে নাই। ৪ মিনিটে সালে সেণ্টার করেন বলরাজ তাহা হইতে সেণ্টার করেন সত্তীব তাহা রক্ষা করেন। ১০ মিনিটে মহাবীরের কাছ হইতে বল পাইয়া রমন যে সুন্দর সেণ্টার করেন কিন্তু ঐ বল বাহিরে যায়। মারিনে একটি সুযোগ নষ্ট হয়। ঐ সময় বলরাজ ও সালে নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করেন। ১৯ মিনিটে এস রায় আমাইকে ফাউল করেন কিন্তু যে কিক ... করেন ঘটক তাহা রক্ষা করেন। ২২ মিনিটে মহাবীর একটি সুন্দর সেণ্টার করেন তাহা বিকুণ্ঠ ও ম্যাসীর মাথার উপর দিয়া গেলেও তাঁহারা হেড করিতে সমর্থ হন নাই। ২৪ মিনিটে

বেঙ্গল সেণ্টার করিলে সালে বাহিরে হেড করেন।

ইস্টবেঙ্গল—এম ঘটক, আমলারী ও ... গোল; গোকুল, চন্দন সিং, ও এস রায়, ভেঙ্কটেশ, আমাবাও, বলরাজ আমেদ ও সালে।

রাজস্থান—সত্তীব; মহীতোষ ও রমন; মাসুমেল, গুরুবক্স, অশোক স্বামী, আমাইরাজ, ম্যাসী ... ও ... মহাবীর রমণ।

রেফারী আপকোষ্ঠ।

জোড়াবাগান ফুটবল ফাইনাল

জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত "মণিরাস্মৃতি" ও "শ্রীমতী" শিল্ড স্মৃতি" কাপ টুর্ণামেণ্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি অদ্য (৯ই সেপ্টেম্বর) জোড়াবাগান পার্কে বৈকাল ৪।।০ টায় অনুষ্ঠিত হইবে। শিবশংকর স্পোর্টিং ও রক স্পোর্টিং ক্লাব এই খেলায় অংশ গ্রহণ করিবে।

৫ জন কমিউনিস্ট কর্ম্মী দণ্ডিত

করিমগঞ্জ, ৭ই সেপ্টেম্বর—আজ শিলচরের দায়রা জজ আসামের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীগণেশ সরকারকে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপর ৪ জনকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

দণ্ডিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় ৪০ জন লোক বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পাথরকান্দি বাজারে জনৈক কংগ্রেস কর্ম্মীর গৃহ আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছিলে পুলিশকেও আক্রমণ করা হয়। তখন পুলিস গুলী চালায় এবং একজন নিহত হয়। ঘটনার পর ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়।

—পি, টি, আই

নেহরুর মুক্তি দাবি করায় অপরাধ

আটকের তাজ্জব যুক্তি

বর্দ্ধমানের কেষ্ট হালদারকে ১৯৪৯ সালে আটক করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালে নেহরু যখন কাশ্মীরে গ্রেপ্তার হন, তখন তাহার বিরুদ্ধে কেষ্ট হালদার বর্দ্ধমানে হরতাল করাইয়া ছিলেন।—শ্রীজ্যোতি বসু গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বর্দ্ধমান টাউন হলের সভায় উপরিউক্ত তথ্যটি প্রকাশ করেন।

—সংবাদদাতা

ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি

চুঁচুড়া, ৮ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে এক বৎসরের জন্য ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী..., দাস-এর উপর উহার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

—পি, টি, আই

চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে ব্যাঙ্কক হইতে পরিচালিত চিয়াং বাহিনীর বিপদ

হংকং-এ বর্ম্মী রাষ্ট্রদূত কর্ত্তৃক তথ্য প্রকাশ

চিয়াং বাহিনীকে মাকিন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের অকাট্য প্রমাণ

হংকং, ৭ই সেপ্টেম্বর—আজ "হংকং স্টাণ্ডার্ডে" ব্রহ্ম দেশের রাষ্ট্রদূত মিঃ উ মং-এর এক উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-চীন সীমান্তে যে সমস্ত চীনা সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে তাহারা সরাসরি ব্যাঙ্ককে চিয়াং সরকারের নির্দ্দেশে চালিত হইতেছে। ব্রহ্ম সরকারের কর্তৃপক্ষ মহলের হস্তে যে সব অস্ত্রশস্ত্র সীমান্ত এলাকায় ধরা পড়িয়াছে সেগুলি একেবারে আধুনিক মার্কিন অস্ত্র বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ মং আরও বলেন যে, গত শেষ বৎসরে দেখা গিয়াছে যে চীনা গণফৌজ চিয়াং বাহিনীকে ব্রহ্ম সীমান্তে হটাইয়া দিয়াছে। এখন এই সব সৈন্য নর্থ সরকারী সেনা ও চীনা গণফৌজের মাঝে পড়িয়া গিয়াছে এবং ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আনুমানিক ২ হইতে ৩ সহস্র চিয়াং সৈন্য আছে।

অবশেষে মিঃ মং বলেন যে, যাহারা ধৃত হইয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। যাহারা ... অস্ত্রশস্ত্র দিতে অস্বীকার করিতেছে তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিতে ব্রহ্ম সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—পি, টি, আর

শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুকে ভোট দিন

শচীন সেন, সুবোধ বাগচি, (বালীগঞ্জ), মুরোত্তম রায়, সত্যব্রত সেন (টুটী লগঞ্জ) প্রভৃতি মিত্র, (লাবাদগর) সুব্রত সেন, বারিদ চ্যাটার্জ্জি (ভবানীপুর) ধ্রুব গাঙ্গুলী, দেবকুমার গাঙ্গুলী (ভবানীপুর) নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছেন:—

বর্ত্তমান কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বামপন্থী দলসমূহের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন এবং অপরিহার্য্য। বামপন্থী শক্তি সমূহের মধ্যে কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা প্রতিক্রিয়ার নিশ্চিতরূপে সুবিধা করিবে। ... শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত দুর্দ্দশাকে একত্র সম্মিলিত বামপন্থী শক্তি সমূহের দ্বারাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। দক্ষিণ কলিকাতার বামপন্থী দলসমূহের সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুকে ভোট দিয়া বামপন্থী ঐক্যসাধনে সহায়তা করুন।

খিদিরপুর কমিউনিস্ট পার্টির সকল সভ্য ও দরদীর প্রতি

আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুর সমর্থনে নির্দ্ধারিত কার্য্যভার গ্রহণের জন্য সকল সভ্য ও দরদীকে সোমবার সকাল ৭টায় খিদিরপুর অফিসে হাজির হইতে হইবে।

খিদিরপুর লোকাল কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

বিভাবতী বসু ও হেমন্ত বসুকে সমর্থন করুন

কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটির আবেদন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি কলিকাতার আসন্ন উপনির্ব্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার দুইটি জরুরী উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই দুইটি উপনির্ব্বাচনে শ্রীমতী বিভাবতী বসু ও শ্রীহেমন্ত কুমার বসুকে সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন।

যদিও তাঁহারা দুইজনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহাদের সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি এইজন্য যে তাঁহারা যে কার্য্যসূচী জনসাধারণের সামনে রাখিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল। ইহা সত্য যে তাহাদের কার্য্যসূচীর কোন কোন অংশের সহিত কমিউনিস্ট পার্টির মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা চলে না যে মোটের উপর তাঁহাদের কার্য্যসূচী একটা গণতান্ত্রিক কার্য্যসূচী এবং সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিরাই তাহা সমর্থন করিতে পারেন। তাঁহাদের সমর্থন করিবার আরও একটি কারণ এই যে এই প্রদেশের বামপন্থী শক্তি সমূহ তাঁহাদের পিছনে আছেন। কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, শুধু আসন্ন নির্ব্বাচনই নহে; ভারতের জনসাধারণ তাহাদের সমস্যা সমূহ সমাধান করে একত্র হইয়া যে জমি ও রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন তাহাতে বামপন্থী শক্তি সমূহের ঐক্য একান্ত জরুরী।

কেউ কেউ মনে করেন যেহেতু ইহারা স্বতন্ত্র প্রার্থী সেইহেতু ইহাদের হারজিতে কিছু আসে যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিপজ্জনক ধারণা। ইতিমধ্যেই ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে গত দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ব্বাচনে পরাস্ত হইয়া কোন প্রার্থী ... করাইবার সাহস যদিও কংগ্রেসের হয় নাই তথাপি বামপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত প্রার্থীদের হারাইবার জন্য কংগ্রেস তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার ... প্রতিক্রিয়ার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বামপন্থী শক্তিসমূহ প্রতিক্রিয়া শক্তিকে আরেকবার পরাজিত করিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, না, প্রতিক্রিয়ার শক্তি বামপন্থীদের সাম্প্রতিক বিজয়গুলির প্রভাবকে খর্ব্ব করিতে পারিবে, ইহাই বিচার্য্য। বামপন্থীদের পরাজয় কংগ্রেসকেই যে চূড়ান্ত সুবিধা করিয়া দিবে ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কোন প্রগতিপন্থী, কোন সংবাদিক যিনি বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারকে ঘৃণা করেন তিনি এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না।

এমন কোন লোকই নাই যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন যে এই উপনির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলেই এবং বর্ত্তমান আইন সভায় দুইজন প্রগতিশীল লোকের দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে। অথবা আমাদের দেশের সমস্যাগুলি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে প্রগতিশীল প্রার্থীদের জয়লাভ এবং এই নির্ব্বাচন মারফৎ বামপন্থী শক্তি সমূহের যে ঐক্য অর্জ্জিত হইবে তাহা জনসাধারণের শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াইয়া দিবে এবং তাহা এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে আরও আগাইয়া লইতে যাইবে এই সংগ্রাম এবং এই ঐক্যই জনসাধারণের সমস্যা সমূহের শেষ পর্য্যন্ত সমাধান করিতে পারে এবং দেশের চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। এর জন্য প্রার্থীকে শুধু তাহার সেদিকে তাকাইলে চলিবে না, কোন শক্তির তিনি প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন—কিসের জন্য তিনি দাঁড়াইতেছেন এবং কোন শক্তি তাহার বিরোধিতা করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে।

এখনও জনসাধারণের কিছু অংশ নিষ্ক্রিয় মনোভাব পোষণ করিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সাহায্য করিবে।

নির্ব্বাচনের দিন ছুটি ঘোষণা না করিয়া ভোট দিবার অধিকার হইতে সরকার জনসাধারণকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং নির্ব্বাচনের দিন ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবি জানাইতেছে। কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি সমস্ত সভ্য ও দরদী সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী এবং সহরের সমস্ত সংবাদিকের নিকট আবেদন জানাইতেছে যে সর্ব্বশক্তি দিয়া আসন্ন উপনির্ব্বাচনে প্রগতিশীলদের দ্বারা সমর্থিত প্রার্থী শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীমতী বিভাবতী বসুর জয়লাভকে সুনিশ্চিত করুন।

প্রেস বিল সম্পর্কে মৃণালকান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে সংবাদপত্রের প্রকাশের কথা উঠিয়াছে অথচ এখনও প্রকাশিত হয় নাই তাহার সহিত অন্য সংবাদপত্রকে কি করিয়া এক করিয়া দেখা চলে তাহা বুঝা কঠিন। মনে হয় এখানে 'পুলিসের গোপন রিপোর্ট' অনুসারেই কাজ হইবে এবং আইন বিভাগীয় বিচারের স্থলে দুইবে আসলে পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে কাজ। গবর্ণমেণ্টের সমালোচনার দেশের যে অংশ অপর অংশের চেয়ে বেশী ... সেই অংশকে ... [illegible]

৬। 'পিরিওডিকেল' না হইয়া লেখাগুলিকে আইন ও সাহেবের সম্পর্কিত ১৪নং ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ব্যাপক যে সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্র পর্য্যন্ত উহার আওতায় পড়ে। বিলটিতে 'ছাপাখানা'র যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, টাইপ, লিথো করার পাথর, যন্ত্রপাতি, টেকনিক্যাল এবং ছাপাখানায় ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী উহার মধ্যে পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহাদের বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিগণকে বিব্রত করিতে পারেন তজ্জন্য ব্যবসায় সংক্রান্ত বৈধ কারণেও নিষেধ করার ব্যবস্থা তাহাদের দ্বারা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৭। কাজেই প্রেস আইনের কিছুটা তুলিয়া দিয়া প্রস্তাবিত প্রেস বিলকে কল্যাণকর বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রধান ধারাগুলি একটু তলাইয়া দেখা দরকার। অতএব বর্ত্তমান সংসদের এই বিলটিকে প্রচার করা উচিত। তাড়াতাড়ি আইন সভায় পাস করানো ব্যাপারটি সন্দেহজনক যে জন্য প্রেস উহা সমর্থন করিতে পারে না।

গুণ্ডার সাহায্যে লীলা সিনেমা খোলার চেষ্টা ব্যর্থ

দমদম, ৮ই সেপ্টেম্বর—গতকাল বেলা দুইটার সময় লীলা সিনেমার মালিক ২৫৷৩০ জন গুণ্ডার সাহায্যে সিনেমা চালু করার চেষ্টা করে। সকাল হইতেই মালিক হলের সম্মুখে লাউডস্পীকার লাগাইয়া প্রচার করিতে থাকে যে, "আজ সিনেমা চালু হইবে।"

বেলা দুইটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার কর্ম্মচারী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা গেটে পিকেটিং শুরু করেন। পুলিশের লাঠীকে পিকেটিং অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। এমন সময় সিনেমা হলের উপর হইতে পিকেটারদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে ৬ জন পিকেটার এবং একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আহত হন বলিয়া প্রকাশ। এই ঘটনার আশেপাশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণ সিনেমা হল তল্লাসী করার দাবি জানান। ইতিমধ্যে থানার বড় দারোগা বাবু আসিয়া বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু জনসাধারণের দিক হইতে সিনেমা হল তল্লাসী করার দাবি তীব্র হইয়া উঠে। অবশ্য পুলিশ বাধ্য হইয়া সিনেমা হল তল্লাসী করিতে আরম্ভ করে। তল্লাসীর পর পুলিশ সিনেমা হলের মালিক ও ২৫ জন গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

—সংবাদদাতা

স্কুল এবং স্কুল-ছাত্র সম্পর্কীয় চিঠি-পত্র

এখন হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিকট লিখিতে হইবে

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইবার পর স্কুল অথবা স্কুলের ছাত্রদের সম্পর্কীয় কোন বিষয় আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতেছেন না। সুতরাং এখন হইতে স্কুল বা স্কুল ছাত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের চিঠিপত্র সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট লিখিতে হইবে। কেবলমাত্র যে সমস্ত ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কীয় চিঠিপত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে লিখিতে হইবে।

—পি, টি, আই

Press Tele : Mazurchasi : Calcutta
Telegram : Swadhinata : Calcutta

Regd. No. C. 2969 Phone—P. K. 1068 ফোন—পি. কে. ১০৬৮

JUST PUBLISHED
ELECTION MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA
Price -/2/-
Available at :
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterji St. Calcutta—12.
People's Publishing House Ltd.
190B, Khetwadi Main Rd., Bombay—4.

স্বাধীনতা
SWADHINATA

Communist Review
July, 1951
Special Features :
—The Formation and Growth of the Basic Units of the Party.
—Tito Threatens Peace and Unity.
etc. etc.
Single Copy : 6 as.
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterjee St. Calcutta 12

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—জ্যোতি বসু, এম-এল-এ

নব পর্য্যায়—২১৪তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ—২৫৯তম সংখ্যা) : কলিকাতা - ১২ই সেপ্টেম্বর ৫১ : বুধবার, ২৬শে ভাদ্র, '৫৮ : Calcutta 12th September, '51 : মফঃস্বল—১৩ই সেপ্টেম্বর '৫১ : বৃহস্পতিবার, ২৭শে ভাদ্র, '৫৮ মূল্য— ভারতে—ভারতীয় মুদ্রায় : দুই পয়সা; পাকিস্তানে—পাকিস্তানী মুদ্রায় : দুই পয়সা

কায়সং এলাকায় নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনে মার্কিন দায়িত্ব স্বীকৃত

ভাইস এডমির্যাল জয়ের বিবৃতি

টোকিও, ১১ই সেপ্টেম্বর—যুদ্ধ-বিরতি আলোচনায় মার্কিন পক্ষ হইতে যোগদানকারী ভাইস এডমির্যাল জয় আজ রাত্রে স্বীকার করেন যে, গতকল্য কায়সং নিরপেক্ষ এলাকা লঙ্ঘন করার ব্যাপারে "জাতিসংঘ" বিমান বাহিনী দায়ী।

গতকল্য 'জাতিসংঘের পক্ষ হইতে তদন্তের পর এডমিরাল জয় গণফৌজের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বাণী প্রেরণ করেন।

বলা হয় যে একজন বৈমানিকের ভুলের ফলেই নাকি এইরূপ হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া এডমিরাল জয় জানাইতেছেন।

আলোচনাকারীদের বিরুদ্ধে

পিকিং, ১১ই সেপ্টেম্বর—পিকিং বেতারে আজ বলা হয় যে, কায়সং নিরপেক্ষ এলাকায় জাতিসংঘ বাহিনী অবিশ্রান্তভাবে প্ররোচনামূলক কাজ করিয়াছে। তাহারা আলোচনার অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য প্রয়োজন হইলে যে কোন সম্মেলন ... করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের বাধা কোথায়। ইহারা পরিষ্কার ভাষায় ... এলাকা লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহার পরিবর্তে তাহারা মিথ্যা অস্বীকৃতি অবলম্বন করিয়াছে।

বেতারে আরও বলা হয় যে, ১০শে এবং ১১শে আগস্ট মার্কিন যুদ্ধবিমান এবং ট্যাঙ্কবাহী জাহাজ কায়সং প্রদেশের উপকূলে প্রবেশ করে।

আজ জাতিসংঘের তদন্তকারী দল কায়সং নিরপেক্ষ এলাকায় ঢুকিবার কথা অস্বীকার করেন। ... নাই।

... আলোচনা স্থলের অত্যন্ত নীচু হইতে বিমানে মেশিনগান চালান হয়।

পূর্ব মধ্য রণাঙ্গনে আজ সর্বাপেক্ষা তীব্র যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গণফৌজের তীব্র প্রতিরোধ চলিতেছে।
—পি, টি, আর

কোচবিহার তদন্তে

সাক্ষী কে, সি বসাক এখনও অসুস্থ

বিচারপতি কর্তৃক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাবি

স্বাধীনতার রিপোর্টার

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর—আজ কোচবিহার গুলীচালনা তদন্তে ... কমিশনার শ্রী কে, সি, বসাকের সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদালত বসার পূর্বক্ষণে সরকারী কৌঁসুলী শ্রী সেনের নিকট লিখিত হোম সেক্রেটারী শ্রী এস এন রায়ের এক পত্রে জানা যায় যে, শ্রী বসাক গত কয়েক দিন যাবত অসুস্থ, তাঁহার শরীরের তাপমাত্রা এখন ১০৪° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতেছে। সুতরাং আদালতে উপস্থিত হওয়ার মত শারীরিক সুস্থতা তাঁহার নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, কোচবিহার তদন্ত শুরু হওয়ার পর এপর্য্যন্ত কতবার শ্রীবসাকের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা উঠিয়াছে, ... তাঁহার অসুখ সম্পর্কে আদালতে এরূপ মন্তব্যও শোনা গিয়াছিল যে, তিনি "দৈব রোগে" আক্রান্ত হইয়াছেন।

বিচারপতি শ্রী এস, এন, গুহরায় আজ সরকারী কৌঁসুলীকে নির্দেশ দেন যে, আগামীকাল কোচবিহারের কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীসুরেন সান্ন্যালের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যখন আদালত বসিবে, তখন যেন শ্রীবসাকের অসুখ সম্পর্কে একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করা হয় এবং সার্টিফিকেটে যেন উল্লেখ থাকে, শ্রী বসাককে তাঁহার গৃহে অথবা অফিসে জেরা করা যাইতে পারে কি না ও পারিলে কবে তাহা সম্ভব।

কালিম্পংএ বিরাট ধস

কালিম্পং, ১১ই সেপ্টেম্বর, তিস্তা পুলের সন্নিকটে আজ সকালে এক বিরাট ধস নামার ফলে কালিম্পং এর সহিত বাকী ভারতের সড়ক যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।
পি, টি, আই

মোটর চাপা পড়িয়া রিক্সা চালক আহত

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর, আজ শ্যামবাজার স্ট্রীট ও ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউয়ের মোড়ে একজন রিক্সা চালক একটি প্রাইভেট গাড়ী চাপা পড়িয়া সামান্য আহত হন। তাঁহাকে আর, জি, কর হাসপাতালে পাঠান হয়।

স্থান পরিবর্তন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়

লণ্ডন, ১১ই সেপ্টেম্বর, আজ জেনারেল পেং তে হুয়ে এবং কিম ইল সেন জেনারেল রিজওয়ের যুদ্ধ বিরতি আলোচনার স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাবের উত্তরে বলেন যে ইহা "গ্রহণযোগ্য নয়।"

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী কর্তৃক লণ্ডনে প্রেরিত এক বার্তায় উক্ত সংবাদটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

পিকিং বেতারে তীব্র অভিযোগ

টোকিও, ১০ই সেপ্টেম্বর—আজ রাত্রে পিকিং বেতারে অভিযোগ করা হয় যে গত ২৭শে আগস্ট হইতে ৬১শে আগস্টের মধ্যে মার্কিন বিমান এবং যুদ্ধ জাহাজ শান্টুং এবং মাঞ্চুরিয়ায় বিমানে এবং জলে চীনা অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করে।

বেতারে দাবি করা হয় যে, ২৮শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ১৭টি মার্কিন বিমান মাঞ্চুরিয়া এবং শান্টুংএর বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া যায়।

নরঘাতকদের বিচার

পুসান, (দক্ষিণ কোরিয়া), ১০ই সেপ্টেম্বর - দক্ষিণ কোরিয়ার তিনজন প্রবীন সামরিক কর্মচারীকে বেসামরিক অধিবাসীদের নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাহাদের কেন্দ্রীয় সামরিক আদালতে তাহাদের বিচার করা হয়।
— পি, টি, আর

কারমাইকেল হোস্টেল

হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ অযৌক্তিক

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র প্রতিনিধির মন্তব্য

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর—কারমাইকেল হোস্টেলকে হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের মিলিত ছাত্রাবাসে রূপান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব উক্ত ছাত্রাবাসের ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ছাত্রদের বাড়ী বাড়ীতে যাইতে হুকুম দেন। কর্তৃপক্ষের এই যুক্তিহীন নির্দেশের বিরুদ্ধে উক্ত ছাত্রাবাসের ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সম্পাদক জনাব কাজি মহম্মদ আলি অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কোন উপযুক্ত যুক্তি না দেখাইয়া উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগকে উঠিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

... ছাত্র, আর্থিক ক্ষতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে উক্ত এলাকা বিপদ জনক ... ছাত্রদের বসবাসের আয়োজন করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নহে

জনাব কাজি মহম্মদ আলি সাংবাদিকদের বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নহে, তাহা ছাড়া গত দুই বৎসর যাবৎ এই ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্র ভর্তি করা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ১৯২৭ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই হোস্টেলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইয়াছে ৪৭ হাজার টাকা এবং ১৯৪৭ ...
৪ এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধের মুনাফাখোরদের লোভের কবলে জনজীবন বিপর্য্যস্ত

আন্দোলন চালাইবার জন্য মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির ডাক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে যুদ্ধের মুনাফাখোরদের লোভের কবল হইতে জীবনযাত্রার মান রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে মার্কিন জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজ আমেরিকার মেহনতী মানুষের অর্জিত প্রতিটি ডলারের ক্রয়ক্ষমতা ১৯৩৯ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। মাংস, দুধ, সব্জী ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য বিবেচনা করিলে যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় ডলারের ক্রয়ক্ষমতা তিন ভাগের একভাগে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও, প্রকৃত দ্রব্যমূল্য ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কর ও মূল্য হ্রাসের দ্বারা কিছুটা পূর্বাবস্থা স্থাপন করিবার জন্য জনগণ যে দাবি তুলিয়াছে তাহাও ট্রুম্যান সরকার ও কংগ্রেস নির্লজ্জ উদ্ধতের সহিত উপেক্ষা করিতেছে।

প্রেসিডেন্টের উপদলের অন্তর্ভুক্ত বাম নৈতিক নেতারা নিজেদের 'জনগণের স্বার্থরক্ষক' বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং বর্তমান অবস্থার জন্য রিপাবলিকানদের দায়ী করিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট "স্থায়ীকরণ" Stabilisa...

যুদ্ধ হইতে যাহারা মুনাফা লুটিতে চায় তাহারাই যুদ্ধের উন্মাদনাকে পূর্ণমাত্রায় জিয়াইয়া রাখিতে চায় এবং কোরিয়ার যুদ্ধকে চালু রাখিতে চায়। স্মিথ ও ম্যাকরেন আইনের দ্বারা কিভাবে জনগণের চিন্তাকে শৃংখলিত করিয়া উহার দ্বারা মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে সাংঘাতিক মুনাফা শোষণের উল্লেখ করিয়া বিবৃতিটিতে বলা হয়, "মজুরীহরণ, মূল্যবৃদ্ধি ও করভারের বিরুদ্ধে মার্কিন মেহনতী জনতার ক্ষোভ যদি কার্যে পরিণত না হয় তবে খুব বেশী কিছু হইবে না। অতএব, প্রতি শ্রমিক নরনারীকে, প্রত্যেক কৃষককে এবং নিগ্রো জনগণকে সক্রিয় কার্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব, দল ও রাজনীতি ও বর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণকে যুক্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ...

... অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়।
ডেইলি ওয়ার্কার হইতে।

... যে, জনসাধারণের মজুরী ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়িলে দ্রব্য মূল্যও বাড়িয়া থাকে।

মূল্য বৃদ্ধির আসল কারণ অর্থাৎ যুদ্ধের মুনাফাখোরীকে ঢাকা দিবার জন্যই জনগণের শত্রুরা এই মিথ্যার রটনা করিতেছে। এই সেদিন ৫৬০ কোটি ডলারের অস্ত্রোৎপাদন বিল পাশ হইয়াছে এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে আত্মসাহায্যের জন্য বহু বহু কোটি ডলার ভোট দেওয়া হইতেছে। এই ভাবে আগুনের মত দ্রব্য মূল্য বাড়িয়া যাইবার পথ প্রশস্ত করা হইতেছে। কামান নির্মাণের অর্থ ওয়ালস্ট্রীটের মুনাফা বৃদ্ধি এবং কোটি কোটি শ্বেত ও নিগ্রো শ্রমিকের বাসস্থান।

সরকারী দুর্নীতি ফাঁস হইয়া পড়ায় সংবাদপত্রের উপর আক্রোশ

ইণ্ডিয়ান লাইফ পত্রিকার পিওনের দুর্ভোগ

সম্প্রতি দৈনিক লোকসেবক, সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান লাইফ প্রভৃতি কাগজে ভারত সরকারের নূতন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বি এস গুহর বিরুদ্ধে আত্মীয়পোষণ, স্বজনপ্রীতি, সরকারী অর্থের অপব্যবহার, অফিসের পিওন ও কর্মচারীদের নিজের গৃহস্থালীর কাজে বাগান প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে। ডাঃ গুহ অথবা ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এই সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রতিবাদ আসে নাই।

উপরন্তু আজ এই ঘটনার জের টানিয়া ইণ্ডিয়ান লাইফ পত্রিকার একজন বেয়ারার উপর অকথ্য জুলুম ও উৎপীড়ন করা হয় বলিয়া ইণ্ডিয়ান লাইফ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীআভা দাশগুপ্ত এক বিবৃতি দিয়াছেন।

শ্রী আভা দাশ গুপ্ত তাঁহার বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে তাহাদের কাগজে উপরোক্ত ঘটনাটি ছাপাইয়া তাহারা তাহাদের পিওন মারফৎ কয়েকখানি কাগজ ঐ অফিসে পাঠাইয়া দেন। সংবাদটি পড়িয়াই নাকি ডাঃ গুহ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেয়ারাটিকে নানা প্রকার গালি গালাজের সম্মুখীন হইতে হয়। বেয়ারাটিকে নানা প্রকার প্রশ্নে জর্জরিত করিয়া তোলা হয়, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নাকি শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনঘন্টা কাল তাহাকে ট্রামনে আটক করিয়া রাখা হয়।

প্রায় তিনঘন্টাকাল আটক থাকা কালীন অবস্থায় বেয়ারাটি বারবার তাহার যে প্রয়োজন হইলে তাহার অফিসে টেলিফোন করা হউক এবং ... আসিয়া থাকিব। তাহারা এই নিরীহ বেয়ারাটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া তাহাকে লালবাজারে পাঠাইয়া দিলেন। লাল বাজারের পুলিশ বেয়ারাটির নাম, ধাম, পিতৃ পরিচয় প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া লইয়া তাহাকে অব্যাহতি দিলে ক্ষুধার্ত অবসন্ন অবস্থায় বেয়ারাটি নিজ অফিসে ফিরিয়া আসিয়া এই খবর পৌঁছাইয়া দেন।

সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

লণ্ডন, ১১ই সেপ্টেম্বর, ৩০০,০০০ রেল শ্রমিকের প্রতিনিধি ইউনিয়নের ... কর্তৃপক্ষের মাহিনা বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ... দাবি অপেক্ষা উহা বহু কম, সেদিক থেকে সন্তোষ নাই। রেলওয়ে ইউনিয়নগুলি শতকরা দশ ভাগ মাহিনা বৃদ্ধি দাবি করিয়াছিল।

রেলওয়ে রাষ্ট্রীয় করণের পর হইতে লোকসান হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।
পি, টি, আর

বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ার ফলে ৬জন আহত

'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর আজ কালিদাস দত্ত স্ট্রীটে একটি বাড়ীর একাংশ ধ্বসিয়া পড়ার ফলে ঐ বাড়ীর ৬জন আহত হন। আহতদের সকলকেই হাসপাতালে পাঠান হয়, তন্মধ্যে শ্রীঅশোকা মল্লিকের ৪০, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপনির্বাচনের ফলাফল

গত সোমবার উত্তর ও দঃ কলিকাতার যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার ভোট গণনা আজ বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় আইনসভা গৃহে শুরু হইবে। আজই ফলাফল প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই রাষ্ট্রের অধীনে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির আশা নাই

কালেজ কর্ম্মচারী সমিতির সভায় সভাপতির বক্তৃতা

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩ ঘটিকায় বঙ্গবাসী কলেজ হল গৃহে নিখিল বঙ্গ কলেজ অফিস কর্মচারী সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীনির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কলেজের প্রায় ২৩০ সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার ভাষণে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসিন্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমান কালের ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির কোনই আশা নাই। কেবলমাত্র সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারাই ইহা সম্ভব।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, প্রস্তাবাবলীতে উল্লিখিত দাবিগুলি কেবলমাত্র কলেজ অফিস কর্মচারীদের জন্যই যুক্তিপূর্ণ নহে ঐগুলি কলেজ লাইব্রেরি ও অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের পক্ষেও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। সর্বশেষে তিনি প্রত্যেক কলেজের কর্তৃপক্ষকে এই সমিতির দাবি দাওয়াগুলি সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া ঐগুলি পূরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

৩। কলেজ গভর্ণিং বডিতে অফিস কর্মচারীদের জন্য অন্ততঃ একটি আসন সংরক্ষিত হউক।

৪। কলেজ কর্মচারীদের পোষ্যবর্গকে বিনা বেতনে কলেজে পড়িতে দেওয়া হউক,

৫। কলেজে আর্থিক সংকট মোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা হউক এবং শিল্পপতি এবং জমিদার শ্রেণীর উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে শিক্ষাকর ধার্য করা হউক;
৪র্থ পাতায় দেখুন

নেহরু সরকারের পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যর্থতা জানা কথা

বোম্বাই আইন সভায় কমিউনিষ্ট সদস্য কমরেড ডাঙ্গে কর্তৃক তীব্র সমালোচনা

পরগাছা পুঁজিপতিদের বাড়তি মুনাফা লুণ্ঠন বন্ধ করিলে দেশের শিল্পায়ন সম্ভব

পুণা, ১০ই সেপ্টেম্বর - আজ বোম্বাই আইন সভায় কমিউনিস্ট সদস্য কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের পাঁচসালা পরিকল্পনার সরাসরি সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা তো জানা কথা। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বর্তমানে আইন সভায় আলোচনা চলিতেছে।

কমরেড ডাঙ্গে আরও বলেন যে, উক্ত পরিকল্পনা খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, কেননা জমির সমস্যা সমাধানের মুখে যাওয়া হয় নাই। কমিশন কৃষক সমাজ ও জমিদার স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়াছে যে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না হইলে এবং চাষীর হাতে জমি হস্তান্তর করা না হইলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যাইতে পারে না।

ব্রাজিলের উত্তরপ্রদেশের রাজধানীতে ব্যাপক সাধারণ ধর্ম্মঘট

নুতন গভর্ণর নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের বিক্ষোভ

শহরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সশস্ত্র ফৌজ মোতায়েন

রিও ডি জেনাইরো, ১০ই সেপ্টেম্বর - গেনরল ইউজেনিও ডা বারজকে গভর্ণর নির্ব্বাচনের প্রতিবাদে উত্তর ব্রাজিলিয়ান রাজ্য মারনাও রাজধানীতে আজ বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির হয়। শহরে পূর্ণ সাধারণ ধর্ম্মঘট প্রতিপালিত হয়। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং যানবাহন অচল হইয়া যায়। ঘটনা দেখিবার জন্য জনতা রাস্তায় রাস্তায় ভীড় করিতে থাকে। সশস্ত্র ফৌজ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়া থাকে।

বাঁরজের নির্ব্বাচন সর্ব্বোচ্চ নির্ব্বাচন আদালত কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল এখনও ইহার বিরোধিতা করিতেছে এবং ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতেছে।
—পি, টি, আই

সাপ্তাহিক মৃত্যুর খতিয়ান

স্বাধীনতার রিপোর্টার

গত সপ্তাহে বিভিন্ন রোগে মোট ৭৭৬ জনের মৃত্যু হয়। ...

যুদ্ধোত্তর বৃটেনে রেশনের পরিমাণ আরও কমিল

মার্কিন নেতৃত্বে পুনরস্ত্রসজ্জার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

মাখনের আগে বন্দুক চাই নীতি অনুসরণের ফল জনসাধারণের বিপদ

লণ্ডন, ১০ই সেপ্টেম্বর—আজ বৃটেনে নূতন করিয়া রেশন হ্রাস করা হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের লোক পিছু পনীরের সাপ্তাহিক রেশন দুই আউন্সের স্থলে দেড় আউন্স করা হইয়াছে। মাখনের রেশন কমাইয়া চার আউন্সের স্থলে তিন আউন্স করা হইয়াছে। আগামী রবিবার হইতে শুকরের মাংস চার আউন্সের স্থলে তিন আউন্স করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রায় সমস্ত ডেয়ারী তাহাদের ক্রেতাদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করায় দুধের ক্ষেত্রেও বে-সরকারী ভাবে দুধের বরাদ্দ হ্রাস পাইবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ১০ হইতে ৩৩ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশু, আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোক এবং চিকিৎসকের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোকদের দুধে অগ্রাধিকার থাকিবে এবং হাসপাতাল-গুলির সরবরাহ বজায় রাখা হইবে।
—পি, টি, রয়টার

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

স্বাধীনতা

বুধবার, ২৬শে ভাদ্র

উপনির্ব্বাচনের শিক্ষা

১৯৪৯ সালে দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে শ্রীশরৎ চন্দ্র বসুকে উপলক্ষ করিয়া যে উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল এবার কার উপনির্বাচনে সেরূপ উদ্দীপনা দেখা যায় নাই। যাহারা ভোট দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও তুলনায় কম।

ইহার জন্য অবশ্যই প্রথম দায়িত্ব সরকারের। যে কোন নির্বাচনই হউক না কেন, তাহাতে শতকরা ১৩ জনের ভোটই থাক, অথবা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটই থাক জনমতের অভিব্যক্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সরকার হইতে বরাবরই একটা প্রতিকূল মনোভাব থাকে, এবং এক্ষেত্রেও ছিল। তাহা না হইলে, এই দুইটি উপনির্বাচন এক বৎসর যাবৎ পিছাইয়া পিছাইয়া ঠিক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে দায় সারা হিসাবে এরূপ দিন স্থির করিতেন না। দ্বিতীয়ত যে দিনটি স্থির হয়, তাহাও ছুটির দিন নহে। সাধারণ ভাবে শুধুমাত্র সরকারী অফিসগুলিতে তিনঘন্টা ছুটির ব্যবস্থা করিলেও অধিকাংশ ভোটদাতাকেই ভোট দিতে হইলে বর্তমান সংকটের দিনে একটি মেহনতী দিন লোকসান করিতে হইত। উপযুক্ত ভোটদাতাদের সমাগম না হওয়ার জন্য কংগ্রেসী সরকারের অব্যবস্থাই প্রধান দায়ি। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে জনমত নির্ধারণ না করার উদ্দেশ্যে সরকারী এই অব্যবস্থাগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, উদ্দীপনা কম দেখা গিয়াছিল।

ইহার একটি প্রধান কারণ অবশ্যই এই-যে, কংগ্রেস প্রার্থী ছিল না। চার বছর দুঃশাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মূলতঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই জনগণ উৎসাহী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে কংগ্রেস না [illegible] তত উৎসাহ প্রকাশ করিতে চাহেন নাই।

কিন্তু ইহাই সব কথা নহে। উত্তর কলিকাতার তুলনায় দক্ষিণ কলিকাতায় যে সুস্পষ্ট উদ্দীপনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহা হইতে আরো একটি সত্যই দৃষ্টিগ্রাহ্য উঠে যে, জনসাধারণ যাঁহাদের কংগ্রেস বিরোধী এবং সাধারণভাবে বামপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারেন, তবে জনগণ তাঁহাদের সম্পর্কে আর বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ জনগণকে নিরুৎসাহিতই করে।

বিশেষ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতার ক্ষেত্রে এই বিভেদ এবং ঐক্য গঠনের দুর্বলতা চোখে না পড়িয়া পারেনা। দক্ষিণ কলিকাতার প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে যাহারা উৎসাহ দেখাইয়াছেন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আলোচনায় তাঁহারা কেহই কমিউনিষ্ট পার্টিকে ডাকেন নাই। গণতন্ত্র ও ঐক্যের এক প্রধান শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়া প্রার্থী নির্বাচন করিতে গিয়া দলগত বিভেদ ও সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বামপন্থী বিচারপতি বসুকে সমর্থন করিলেও এবং বিচারপতি বসু তুলনায় উপযুক্ততর প্রার্থী হইলেও কোন প্রকৃত সুস্পষ্টভাবে ঐক্য ও প্রগতিশীল কার্যক্রমের প্রতীক হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

দক্ষিণ কলিকাতার তুলনায় উত্তর কলিকাতায় শ্রীহেমন্ত বসুর পক্ষে অধিক তর জনসমাগম ও প্রায় ৩০০০ উৎসাহী প্রগতিশীল যুব স্বেচ্ছাসেবকের সমাবেশও এই কথাই প্রমাণ করে যে, শুধু কংগ্রেস বিরোধী ঘোষণা নহে, যে প্রার্থীরা জনসেবী প্রকৃতই গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের পক্ষে, যাঁহারা শুধু ভোট নহে, জনগণের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জনসেবী জড়িত, এবং যাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্যদের সহিত প্রকৃতই প্রগতিশীল ঐক্য গড়িয়া তোলার আন্দোলনের পক্ষে, জনসাধারণ তাঁহাদের জন্যই উৎসাহিত বোধ করেন।

আগামী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এই শিক্ষাগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

আগামী সাধারণ নির্বাচনে যদি কংগ্রেসের চূড়ান্ত পতন ঘটাইতে হয়, যদি এই উপনির্বাচনের তুলনামূলক নিরুৎসাহ হইতে জনগণের প্রকৃত মনের ভাবটিকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে অবিলম্বে ঐক্য গড়িয়া তোলার কাজটিকে প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

এবারকার উপনির্বাচন কংগ্রেসের পতন ধারী প্রত্যেকটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী দল গ্রুপ ও ব্যক্তির সামনে এই ঐক্যের প্রশ্নকেই নূতন করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ঐক্যকেই এই মুহূর্তের প্রধান কাজ বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও এবারকার উপনির্বাচন হইতে গ্রহণ করা উচিত যে, শুধু কংগ্রেস বিরোধী ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না। জনগণের তুলনা মূলক নিরুৎসাহ এই মূক দাবিই জানাইয়া রাখিয়াছে যে, যাঁহারাই নিজেদের প্রগতিশীল ও বামপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন, যাঁহারাই জনগণের প্রকৃত স্বার্থ দেখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত, জনগণ তাঁহাদের নিকট হইতে একটি সুস্পষ্ট প্রগতিশীল কার্যক্রম তো চাহেনই, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে চাহেন যে, সে কার্যক্রম পূরণের বাস্তব গ্যারান্টি হিসাবে তাঁহারা জনগণের পাশে দৈনন্দিন বাস্তব আন্দোলনের মধ্যে সামিল হইতেও দ্বিধা করেন না।

সোভিয়েতের শান্তি প্রচেষ্টা

বৃটিশ নারী প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতা

মস্কো, ৩রা সেপ্টেম্বর। গৃহিণী, কারখানার শ্রমিক, ডাক্তার, এবং শ্রমিক ও সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত বৃটিশ মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দল তিন সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েৎ ভ্রমণ শেষে বলিয়াছেন যে, শান্তির জন্য সর্বাধিক শক্তিশালী গঠনমূলক প্রচেষ্টা চলিয়াছে সোভিয়েৎ দেশে।

প্রতিনিধি দলটির পক্ষে এক বিবৃতিতে শিক্ষাবিষয়ক লেখিকা ডোরা রাসেল বলিয়াছেন যে, মেয়েদের সমান অধিকার সোভিয়েৎ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমালোচনার পূর্ণ অধিকারসহ সেখানে প্রত্যেকে যে কোন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। টেলিপ্রেস।

মার্কিন জোহুকুমদার টিটো

সোভিয়েৎ বিরোধী যুদ্ধ-জোটের জন্য প্রস্তুত

লণ্ডন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—গত ২রা সেপ্টেম্বরের 'অবসার্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত টিটোর সহিত একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, মার্কিন গ্রীস ও তুর্কীর সহিত যুগোশ্লাভিয়ার ডিক্টেটর টিটো সামরিক চুক্তি করিতে প্রস্তুত। যাহা হইতে এখানে মনে করা হইতেছে যে, মার্শাল টিটো বলকান সমরজোটে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন [illegible]।

মার্শাল টিটোর নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া দিয়াছেন যে, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও জনগণতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে গ্রীক যুগোশ্লাভ তুর্কী জোটটি দৃঢ় গঠন করা হইবে। টিটো যে পাঁচ শক্তি শান্তি চুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বিবৃতি দিয়াছে তাহাতে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর এই প্রথম ১১ই সেপ্টেম্বর একখানি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের যুগোশ্লাভিয়ায় যাইবার কথা। টিটো এখন মার্কিন বৃটিশ কৌজের জন্য দেশের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর প্রথম দল যুগোশ্লাভিয়ায় পৌছিবে। —টেলিপ্রেস

মার্কিন-শিকার অষ্ট্রেলিয়া নিউজীল্যাণ্ড

মস্কো, ৩রা সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগরীয় চুক্তি সম্পর্কে ওয়াশিংটন হইতে 'তাস' এর সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানী সমরবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড এই চুক্তিতে কোন ব্যবস্থা পায় নাই। ইহাতে আসলে তাহারা অস্ত্রসজ্জা আরও বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে তাহাদের সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়িবে। —টেলিপ্রেস

মার্কিন উপনিবেশ বৃটেন

লণ্ডন, ৩রা সেপ্টেম্বর দুইটি খামার ভাঙিয়া এবং একটি রাস্তা বন্ধ করিয়া ল্যাকেনহিথের ঘাটিতে মার্কিন বিমান ঘাঁটিকে আরও বাড়ানো হইতেছে। যে রাস্তাটি বন্ধ করা হইতেছে, ইহা ছিল তিনটি গ্রাম কটের একমাত্র পথ। —টেলিপ্রেস

মালয় গণমুক্তি ফৌজের নেতা

জীবন্ত ধরিয়া দিতে পারিলে ৮০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা

সিঙ্গাপুর, ৯ই সেপ্টেম্বর, মালয় গণমুক্তি আন্দোলনের মাথা যিনি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপ বিরোধী গেরিলা আন্দোলনের সব চাইতে বিশ্বস্ত নেতা ছিলেন।

এই সপ্তাহে সর্বপ্রথম তাহার নাম সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে চ্যাং পিং ওরফে ওয়াং পিং ওরফে ওয়াং মন ওয়া, মালয় কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। বৃটিশ গোয়েন্দা মহল তাঁহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছে, "প্রায় ৩০ বৎসর বয়সের লোক, খুব শান্ত ও ভদ্র। ধীরে ধীরে কথা বলা স্বভাব। তাঁহাকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে ৮০ হাজার মালয় ডলার এবং মৃত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিলে ৬০ হাজার মালয় ডলার পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছে। পি, টি, আই

মার্কিন মালের অবাধ রপ্তানী চাই

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আবেদনের নির্গলিতার্থ

ওয়াশিংটন, ১০ই সেপ্টেম্বর আজ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভার উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ৫০টী জাতির নেতৃস্থানীয় ধনপতিদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, ঐ সকল বিধিনিষেধের ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছে।

তিনি বলেন যে, পুনরস্ত্রসজ্জার অজুহাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কোন সদস্যেরই দেশরক্ষার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন নাই এমন কোন জিনিসের ব্যবসা বাণিজ্যে বিধি নিষেধ আরোপ করা বা বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। পি, টি, রয়টার

ডাঃ গ্রাহামের প্রাথমিক কাজ শেষ

করাচী, ১০ই সেপ্টেম্বর, প্রকাশ, রাষ্ট্র সংঘ কাশ্মীর প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাংক গ্রাহাম ভারত ও পাকিস্তানে তাঁহার কাজ শেষ করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে ডাঃ গ্রাহাম জনাব লিয়াকত আলি খান ও তাঁহার সহকর্মীদের সাথে শেষ আলোচনা করেন। বুধবার তাঁহার জেনেভা যাত্রার কথা। পি, টি,

দুই সহস্রাধিক গ্রেফতার

বেআইনীভাবে সিংহল প্রবেশের অভিযোগ

কলম্বো, ৯ই সেপ্টেম্বর, পুলিশ বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, বেআইনীভাবে সিংহল প্রবেশের দায়ে এ বছরের প্রথমার্দ্ধে ২২১৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

তিনি বলেন, বেআইনী প্রবেশ ঠেকাইবার পরিকল্পনা বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে। পি, টি,

শ্রীঅরবিন্দ বসুকে ফরওয়ার্ড ব্লক হইতে বহিষ্কার

কলিকাতা, ১০ই সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ জানাইতেছেন যে দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন প্রার্থী শ্রীঅরবিন্দ বোসকে দলের শৃংখলা অমান্য করায় ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সভ্যের পদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। পি, টি, আই

একবার ডাকিলেই যাইব

লক্ষ্ণৌ, ৯ই সেপ্টেম্বর—উত্তর প্রদেশ প্রজাপার্টির নেতা শ্রীত্রিভুবন দত্ত পালিওয়াল আজ এখানে বলেন যে, কংগ্রেস যদি বিভিন্ন রাজ্যে কাউন্সিল ও পার্লামেন্টারী বোর্ডকে পুনর্গঠিত করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করে তাহা হইলে কংগ্রেসত্যাগীরা শ্রমলোকের মত উদ্বাহে বিশ্বাস করিবেন এবং পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করিবেন। —পি, টি, আই

এশিয়ায় মার্কিন লক্ষ্য (৬)

৫০ বছরের পুরানো ক্ষুধা

চীন গ্রাসের জন্য মার্কিন মুখপাত্র আদম্‌স-এর সনদ

লেখক—আব্রাহাম কাপাক (টেলিপ্রেস)

মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি রূপ লইবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনকে লক্ষ্যবস্তু করিয়া তাহার দুনিয়াবিরোধী সাম্রাজ্যিক নীতি গড়িয়া ওঠে। মার্কিন একচেটিয়াপ্রতিদের প্রথম মুখপাত্রদের একজন ব্রুকস আদম্‌স যে সনদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আজও মোটামুটি তাহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেই মূল সনদই এই ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে উপস্থিত করা হইল। আগামীবারে উপস্থিত করা হইবে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই লালসার কারণ সুনির্দ্দিষ্ট আর্থনীতিক তথ্যগুলি; অকাট্য ভাবে দেখানো হইবে যে, "সোভিয়েৎ প্রচার" সোভিয়েৎ ব্যবস্থারই জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ধনগ্রাসী—এশিয়াগ্রাসী নীতি স্থির হইয়া যায়। —স্বাঃ সঃ

চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাসনা বার বার তাহাদের মুখপাত্ররা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে। সেনেটর বেভারিজ বলিয়াছেন মোটামুটি সহজ সরল ভাষায়। কিন্তু ১৮৯৮ সালে এবং বিশ শতকের প্রথমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান তত্ত্বজ্ঞ মুখপাত্র ব্রুকস আদম্‌স তাহা আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯০০ সালে প্রথম প্রকাশিত 'আমেরিকান আর্থনীতিক প্রাধান্য' নামে তাঁহার বইখানির একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল ১৯৪৭ সালে।

"যুদ্ধ লক্ষ্য : সাম্রাজ্য"

আদম্‌স বলেন যে, সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের ও বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া সবার উর্দ্ধে আসন গ্রহণ করিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাহারই জন্য চীনে নিয়ন্ত্রণাধিকার ও সারা এশিয়ায় আধিপত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য্য। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী শক্তি যেমন, জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার শাসিত রাশিয়াও তখন এশিয়ায় প্রভুত্বের জন্য অবতীর্ণ হয়। তাই আদম্‌স এর পরিকল্পনা ছিল—প্রথমে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত, বৃটেনের সহিত মৈত্রী এবং শেষপর্যন্ত বৃটেনকেও মার্কিন প্রাধান্যের আওতায় আনিয়া ফেলা। যেমন মার্কিন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে বেভারিজ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। তিনি লেখেন :

"এইভাবে দেখিলে দেখা যাইবে [illegible] সুনির্দিষ্ট হইয়া আসে। প্রতিযোগিতা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এবং তীব্রতম রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল যুদ্ধ। যুদ্ধ লক্ষ্য হইল সাম্রাজ্যের আসন।"

বাজার……বাজার

সুদূর প্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করিয়া তিনি মত দিলেন যে, "আজ সুদূর প্রাচ্যে রুশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও স্কেন্ডিনেভিয়ানের মিলিত স্বার্থের চেয়ে বেশি হইল ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ। বর্তমানই সবার বড় কথা নয়। অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য বাজারের উপরই কোন দেশের প্রসার নির্ভর করে এবং চীন হইল একমাত্র অঞ্চল যেখানে বাজার, বিশেষ করিয়া লোহপণ্যের জন্য লোহার বাজার, একরকম অসীম।"

সাম্রাজ্যের স্বপ্ন

দুনিয়াব্যাপী আধিপত্যের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজিকার স্বপ্নই আদম্‌স ৫০ বছর পূর্বে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

"সম্ভবতঃ দুই পুরুষের মধ্যেই আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরকে বাঁধ মার্কিন সরোবরে পরিণত করিবে। ম্যানিলা হইবে এইরূপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে, পূর্ব ও পশ্চিম হইতে সমস্ত বাণিজ্য পথের মোহানা এই ম্যানিলাই। পূর্ব এশিয়ার সামরিক বাণিজ্যিক চাবিকাঠি। ইউরোপে পিঠ রাখিয়া, কোথাও মাটি আঁকড়াইয়া, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা যাহাতে সাম্রাজ্যের পথ বন্ধ করিয়া চীন দখলে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিতে না পারে তদনুযায়ী শক্তি থাকিলে ধনসম্পদ ও শক্তির কেন্দ্র হিসাবে ইংল্যাণ্ড কোন না কনস্টান্টিনোপল অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী না হইবার কোন কারণ নাই।"

চীনের কয়লা ও লোহা

ম্যানিলা সম্পর্কে ওকালতি দিয়াও আদম্‌স তাঁহার বইয়ে বলেন যে, ফিলিপাইন হইল চীনে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য পাদানি; এবং এশিয়ার চূড়ান্ত নির্দ্ধারণের দেশ হইল—চীন। আদম্‌স এরই ভাষায় :

"শীঘ্র হউক, আর কিছু পরেই হউক, ইউরোপীয়রা যে কোন মূল্যে শানসি ও হোনান্ এর খনিজ সম্পদ দখল করিবে; এবং সস্তা চীনা শ্রমিক লইয়া লোহা ও কয়লার এই বিরাট খনিগুলিতে সাফল্য সহকারে কাজে লাগাইতে পারিবে। তাহারা যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিবে। কিন্তু এই বিরাট সম্পদ সহজে হস্তগত করা যাইবে না। স্বার্থ এখানে জড়িত রহিয়াছে। এবং চীনের জন্যই বোধহয় আগামী শতাব্দীতে আর্থনীতিক প্রাধান্য নির্ভর করিবে।"

যুদ্ধপ্রস্তুতিও নূতন নয়

স্পষ্টতঃই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লালসা প্রকাশ করিয়া আদম্‌স লেখেন :

"পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নের কাজের পক্ষে এবং তাহাকে আমাদের আর্থনীতিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত করিবার পক্ষে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, ধনসম্পদ ও কর্মক্ষমতা আশ্চর্য্যরকম উপযোগী। তাহার উপর আবার প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তনীয়। সর্বাধিক মুনাফা যেখান হইতে আসে, সেখানেই যাইবে অর্থ, এবং অর্থ একবার নিয়োগ করিলে তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হয়। সংগ্রাম ছাড়া আমেরিকাকে চীন হইতে বাদ দিতে পারিবে না, তাহা স্পষ্ট কিন্তু এতদিন যাহারা চীনে ঘুঁটি গাড়িবার জন্য ব্যগ্র তাহারাও সহজে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবে না। অতএব চীনের সমস্যাটিকে ভবিষ্যতের বিরাট সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সমস্যা এড়াইবার উপায় নাই এবং যেহেতু আধিপত্যের জন্য এইসব সংগ্রামে শেষপর্যন্ত অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়, তাই নিরাপত্তার খাতিরে যেকোন পরিস্থিতির জন্য সশস্ত্র ও সংগঠিত হওয়াই দরকার।"

প্যালেস্টাইন আপোষ কমিশন

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন

প্যারিস, ১০ই সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন আপোষ কমিশন এই প্রথম বিস্তৃত প্রস্তাব উত্থাপন করিবে।

বুধবার দিন যে সম্মেলন আহূত হইয়াছে, সেখানে এই প্রস্তাব আলোচনা হইবে। ইসরাইল, মিশর, সিরিয়া ও জর্ডান কমিশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে; লেবাননও যোগ দিতে পারে। যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহা হইতেছে প্যালেস্টাইন হইতে বাস্তুচ্যুত আরবদের জন্য ইসরাইলের ক্ষতিপূরণ দান, সীমান্তের চূড়ান্ত সংকোচন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আর্থনীতিক সহযোগিতা।

সিরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ সৈন্যাধ্যক্ষ

দামাস্কাস, ১০ই সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্টাইন যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক কমিশনের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়াম রিলে আজ এখানে আসিয়াছেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পি, টি

প্রেস বিল পাশ করার মত জরুরী অবস্থা দেশে নাই

সৌরাষ্ট্র বার্তাজীবি সঙ্ঘের সমালোচনা

রাজকোট, ১০ই সেপ্টেম্বর সৌরাষ্ট্র বার্তাজীবি সংঘের এড হক ওয়ার্কিং কমিটি আজ এক জরুরী বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এমন কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই, যাহার ফলে পার্লামেন্টে বর্তমান আকারে প্রেস বিল পুনরায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

তাঁহারা শ্রী নেহরুর প্রতিশ্রুত প্রেস কমিশন নিয়োগের দাবি করিয়াছেন।

বৈঠকে বলা হইয়াছে যে এই বিলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবে; এবং জনমত এই বিলের বিপক্ষে। পি, টি

মার্কিন যুদ্ধ-চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানের জনগণ

পুনরস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে, সর্বাত্মক শান্তি-চুক্তির জন্য আন্দোলন

পিকিং, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (বিলম্বে প্রাপ্ত)—জাপানের সমস্ত মানুষ স্বতন্ত্র (মার্কিন) শান্তি-চুক্তির বিরোধী; জাপানকে পুনরস্ত্রসজ্জিত করিবার বিরোধী। টোকিও হইতে টেলিপ্রেসের সংবাদদাতা তথ্য-প্রমান দিয়া এই সত্য উপস্থিত করিয়াছেন।

রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যনির্বাহক সমিতি ও জাতীয় সম্মেলন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সর্বাত্মক শান্তি চুক্তির জন্য এবং পুনরস্ত্র সজ্জার বিরুদ্ধে তাঁহারা ব্যাপক সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন।

আরও ১১০টি ট্রেড ইউনিয়নও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

টোকিও হইতে উক্ত রিপোর্টে আরও জানানো হইয়াছে যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতেই জাপানের শ্রমিকেরা যুদ্ধ সাজসরঞ্জাম ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ও চলাচলের বিরুদ্ধে সমানে সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। কোরিয়ায় মার্কিন অষ্টম বাহিনীর অধিনায়ক ভ্যান ফ্লীটই একবার বলিয়াছেন যে, জাপানে উৎপাদিত প্রায় সমস্ত সামরিক সরঞ্জামই ব্যবহারের অনুপযুক্ত। ইহা হইতেই জাপানে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের স্বরূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জাপানের সহিত মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল শ্রমিকশ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ নহে। গত ১৫ই জুলাই প্রগতিশীল ওজোয়ান মেয়েদের এক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫ শত প্রতিনিধি যোগ দেন। পুলিশ নিষেধাজ্ঞার হুকুম অমান্য করিয়া দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন হইতে সর্বাত্মক শান্তি চুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৌদ্ধ ও শিন্টো ধর্মাবলম্বীরা এবং প্রত্যেকটি প্রধান শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য সংস্কৃতি কর্মি ও বুদ্ধিজীবী শান্তি কমিটির আবেদনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়াছেন।

জাপানী ও মার্কিন সমরনায়ক সত্ত্বেও জাপানী বাসিন্দা কোরিয়ার সমস্ত মানুষ নিজেরা পর্যন্ত, সর্বাত্মক শান্তি চুক্তির জন্য ও জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে সংগঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে গত জানুয়ারি মাসেই সর্বাত্মক প্রকৃত গণতন্ত্রসম্মত শান্তি চুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। জাপান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিশ্ব শান্তি সংসদের আহ্বানে এযাবৎ ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার সহি সংগৃহীত হয়, 'ট্রেড ইউনিয়ন, মেয়েদের সংগঠন, নওজোয়ান ও ধর্মীয় সংগঠনের দ্বারা সংগৃহীত সহি এই সংখ্যার অন্তর্গত নহে। হোক্কাইদোর উত্তাশিমাই ও আকাশিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের সমস্ত শ্রমিক সহি দিয়াছেন। মোট সহি সংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক হইয়াছে। মার্কিন চুক্তির খসড়া প্রচারিত হইবার পর সহি সংগ্রহ অভিযান আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

ওকিনাওয়া ও বোনিন দ্বীপেও এই অভিযান প্রসারিত হইয়াছে। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় পণ প্রকাশ করিবার জন্য আমামি ওশিমা দ্বীপের সমস্ত মানুষ একদিন অনশন ধর্মঘট করেন। টেলিপ্রেস

পাওয়া গিয়াছে

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা সম্মেলনে একটি ফাউন্টেনপেন পাওয়া গিয়াছে। উপযুক্ত প্রমান দিয়া যাঁহার কলম তিনি জিলা কমিটির অফিস হইতে লইয়া যাইবেন।

কলিকাতা জিলা কমিটি

৮ম কলমের পর

শান্তির পোষ্টার এবং কতকগুলি প্রগতিশীল পুস্তিকা যেমন মুলকরাজ আনন্দের "কুলি", রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি", নজরুল ইসলামের "ভাঙার গান" এবং কঃ স্তালিনের "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" এবং আরও কতকগুলি সাধারণ পুস্তিকা আসাম সরকারের বিচক্ষণ গোয়েন্দা বিভাগ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় এবং সঙ্গে আমাকেও বন্দী করে নিয়ে যায়। গত ২৭শে আগষ্ট আমি বেকসুর খালাস পাই বটে, কিন্তু এই যে ৬ মাস আমাকে বিনা কারণে আটক রাখা হল তার কৈফিয়ৎ দাবি করি।

রণজিৎ দাস, পাণ্ডু, আসাম।

মার্কিন যুদ্ধপ্রস্তুতি ও যুদ্ধের ফসল

মৃত্যু ব্যবসায়ীদের মরসুম

নিউইয়র্ক, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বিলম্বে প্রাপ্ত, আমেরিকার বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ট্যাক্স দিবার পরও '৫১ সালের প্রথমার্দ্ধে যে মুনাফা লুটিয়াছে, তাহা ৫০ সালের প্রথমার্দ্ধের মুনাফা অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ বেশী। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানেরই 'আর্থনীতিক পরামর্শ পরিষদের' হিসাব অনুযায়ী এই সময়ে মার্কিন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ট্যাক্স বাদে মুনাফার বার্ষিক হার ছিল ২২৬০ কোটি ডলার। '৫০ সালের এই সময়ে উক্ত হার ছিল বার্ষিক ১৯০০ কোটি ডলার।

ট্যাক্স দিবার পূর্ব্বে এবছরের প্রথমার্দ্ধে উক্ত মুনাফার বার্ষিক হার ছিল ৫০২০ কোটি ডলার, গত বছরের তুলনায় শতকরা ৪৫ ভাগ বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাসেও ইহার তুলনা মেলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ১৯৪৪ সালেও যে মোটামাটি ২৪৩০ কোটি ডলার মুনাফা ছিল, এবছরের মুনাফা তাহা অপেক্ষাও শতকরা ১০ ভাগ বেশী।

টেলিপ্রেস

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

আবদুর রশিদের মুক্তি চাই

মহাশয়,

সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারিলাম আগামী ২১ নবেম্বর হইতে সারা পঃ বঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হইবে। জনাব আবদুর রশিদ আমাদের এলাকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহাকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থি হিসাবে দাঁড় করাইতে চাই। কিন্তু তিনি আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছেন। আমরা তাই আপনার পত্রিকা মারফৎ পঃ বঃ সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুর রশিদকে অবিলম্বে দমদম জেল হইতে মুক্তিদান করিয়া নির্বাচনে আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হউক। —ইতি

১। তারক চক্রবর্তী, সম্পাদক এক, এস এ্যাডভাইসরী বোর্ড, বড়ড় ইউনিয়ন, ২। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩। সুধীর কুমার চক্রবর্তী, পোষ্ট মাষ্টার ৪। কমলাপতি চক্রবর্তী, নায়েব, শ্রীশ্রীশ্যাম সুন্দর ঠাকুরজীউ'র ষ্টেট্ ৫। বলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরী ৬। অনাদি নাথ গাঙ্গুলী দোকান, আলিপুর, ৭। অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, বড়ড় ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ৮। রজনী চক্রবর্তী, ৯। সন্তোষ কুমার বসু, সম্পাদক বড়ড় স্পোর্টিং ক্লাব ১০। কৃষ্ণদয়াল চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর ১১। সুধীন কুমার সরকার, মযাদ, ১২। খলিলুর রহমান, মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্টার, ১৩। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক বড়ড় হাইস্কুল

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই

মহাশয়,

শুনে বিস্মিত হলাম, হাওড়া জেলার কৃষক নেতা অমর গাঙ্গুলি হঠাৎ হাওড়ার রাস্তা থেকে ধরা পড়ে দমদম জেলে আটক পড়েছেন। এর আগে অমর বাগচী, কালী শঙ্কর গাঙ্গুলি, উমাশঙ্কর গাঙ্গুলী, পঞ্চানন পাঠক প্রভৃতি হাওড়া জেলার কৃ নেতা ধরা পড়ে নিরাপত্তা আইনে আটক আছেন। অমরবাবু সম্বন্ধে আমি জানি তিনি এমন কোন অন্যায় করেননি, যার ফলে তাঁকে আটক করা যেতে পারে। দেশের এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবের মুখে কি করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে সেই সম্বন্ধে তিনি আন্দোলন করছিলেন। আগামী নির্বাচনে তিনি একজন প্রার্থীরূপেও দাঁড়াবার মনস্থ করেছিলেন। আমার মনে হয়, হাওড়া জেলার কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিত বুঝে যারা আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে দাঁড়াতে পারতেন, এমন সমস্ত ভাল ভাল কর্মীদের সরকার আটক করে রাখছেন। আমি দাবি করি, এইরূপ নিলজ্জ দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক।

সনৎকুমার সাধুই
মানকুর, হাওড়া

আমার বাবাকে ছেড়ে দিন

মহাশয়,

আজ তিন বছর হোল আমার বাবা শ্রীযুক্ত বিজয় মল্লিককে সরকার কোনরূপ বিচার না করে বন্দী করে জেলে আটক রেখে দিয়েছেন। সত্যি কি বাবার কোনরকম বিচার হবে না? বিনা অপরাধে এমনি বছরের পর বছর আটক করে রাখবেন সরকার, এর কি কোন প্রতিকার একটা হবে না? আমরা যে আর পারছি না। আমাদের সংসারে বাবা ছাড়া আর কেউ অভিভাবক নেই। আমি আমার ভাই, বোন, মা আর ঠাকুরমা।

মা আর ঠাকুরমার শরীর তো ভেবে ভেবে খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। ঠাকুরমার বয়স অনেক। এই বয়সে ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ঠাকুরমা যে আর কদিন বাঁচবেন! সংসারে এমন একজন কেউ নেই যে হাট বাজারটুকুও করে দেবে। আমার লেখাপড়াও ভাল হচ্ছে না, তা ছাড়া এই দুর্ভিক্ষের বাজারে সরকার যে নিতান্ত অল্প ভাতা দেন, তাতে সংসার কিছুতেই চালান যাইতেছে না। এমনি ভাবে সরকার আর কতদিন আমাদের এ সংসারকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে চলবেন? আর কতদিন এমনি অনাচার চলবে? আমাদের মত পুত্র কন্যাদের কাছ থেকে একমাত্র সম্বল বাবাকে ছিনিয়ে নিয়ে এই অসহ্য অবস্থার মধ্য দিয়ে আর কতদিন চলবেন? সরকারের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমার বাবাকে ছেড়ে দিন। দেশের লোকেরাও কি আমার বাবাকে ছাড়াবার জন্য কিছু করবেন না। কুমারী কল্পনা মল্লিক, বিজয় মল্লিক কন্যা, গ্রাম আনন্দপুর আম্পুল মোড়ী।

বকেয়া বেতন পাই না কেন?

মহাশয়,

আমি ইঞ্জিনিয়ারস অফ প্রোগ্রাম, কাটিহারের সামান্য কর্মচারী। আমি গত ৩।৫।৫১ হইতে চারিদিনের ক্যাজুয়াল ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়া ৭।৫।৫১ হইতে ক্রনিক ব্রংকাইটিস অসুখে আক্রান্ত হইয়া গত ২৩।৮।৫১ পর্য্যন্ত 'প্রায় ৩ মাস ১৬ দিন' ভুগিয়া আসিতেছিলাম। আমার কিছু মাহিনা বাকী আছে। এই মাহিনার জন্য আমি কয়বার দরখাস্ত করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তাহার কোন উত্তর আমার অফিস হইতে আসে নাই। এই মাহিনা না পাওয়াতে আমার পক্ষে সংসার খরচ চালান সম্ভব নয়। এই মাহিনার আশায় থাকিয়া আমার বহু জিনিষ নষ্ট করিয়াছি। আমি গরীব ও ক্ষুদ্র কর্মচারী বলিয়া আমার অফিসারের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার এই কষ্ট আমাদের এই স্বাধীনতা পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণ ও শ্রমিক ভাইদের নিকট আমার অভিযোগের কার্য্যকলাপ জানাইতেছি। ইতি

নিমাই ঘোষ
কালনা।

রাশিয়ার চিঠিও কি বে-আইনী?

মহাশয়,

আমি গত শীত ৬ মাস কারাবাসের পর কিছুদিন হয় গৌহাটি জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাই। আমি আসাম রেল ওয়ের সাধারণ একজন কেরাণী। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী আসাম সরকারের 'কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযানে' আমি ধরা পড়ি। আমার অপরাধ আমি একজন শান্তি সৈনিক ছিলাম এবং আমার বাসা থেকে কতকগুলি

শেষাংশ ৮ম কলমে

মতামতের

৮ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় আছে:

- সংবাদপত্র দমনের নূতন কায়দা: নবরূপে ইংরাজ আমলের প্রেস আইন চালু
- কংগ্রেসী সরকারের সহযোগিতায় চাউল চোরাকারবারের বিরাট জাল।
- ট্যাণ্ডন-নেহরু বিরোধ: মৌলিক নীতির নামে ক্ষমতা লাভের ঝগড়া
- এক বছরের ছুর্ভিক্ষ সূচাব।
- টাকার জোরেই কংগ্রেসীদের নির্ব্বাচন জিতিবার ব্যবস্থা।
- উদ্বাস্তুদের কয়েদীর পর্য্যায় ফেলিবার ষড়যন্ত্র।
- কংগ্রেসী শাসনে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির দুরবস্থা।
- কংগ্রেসী সরকারের জমিদারী প্রথা বিলোপের ধোঁকা।
- কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট ও বিলাতী বণিক মহল।
- কাশ্মীর গণপরিষদ নির্ব্বাচনের আড়ালে জাতি সংঘ সালিশের কার্য্যকলাপের পথ।

এ ছাড়া আছে **চলতি দুনিয়া** ও **এ সপ্তাহের খবর**

রাণাঘাটে রেল শ্রমিকদের কলোনীতে পুলিসের ব্যাপক তল্লাসী

ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া শ্রমিকদের থানায় হাজিরা দিবার আদেশ

রাণাঘাট, ১০ই সেপ্টেম্বর – গতকল্য ভোর রাত্রে দেড় শতাধিক পুলিস কুপার্স রেল কলোনীতে হানা দেয় এবং রেল শ্রমিকদের ঘর বাড়ীগুলি বহুক্ষণ ধরিয়া তল্লাসী করে। থানাতল্লাসীর পরোয়ানায় প্রকাশ যে, আগ্নেয়াস্ত্রের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই তল্লাসী। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র কেন, অবৈধ কোনরকমের জিনিসপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও রেল ইউনিয়নের চিঠিপত্রের ফাইল, আইনসঙ্গত পুস্তকাদি এবং ইউনিয়নের ৪ শত ইস্তাহার পুলিস লইয়া গিয়াছে।

তল্লাসীর পর কয়েকজন রেল শ্রমিককে থানায় গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া নানারূপ জেরা করার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কয়েকজন শ্রমিককে সপ্তাহে ২ দিন করিয়া থানায় হাজিরা দিবারও নির্দেশ জারি করা হইয়াছে।

কৃষককর্মীর ডায়েরী

২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত নৌবাদী গ্রামে গেলাম। ...

কাজও বন্ধ

"আজ দেড় মাস ভাতের মুখ দেখি নাই"

ভিখারীর ভিক্ষা দিবে কে?

কার্য্যের বিচার

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু মহকুমা হাকিম

১০০ মণ ধান প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া ৫৩ মণই ফাঁক

নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ৭ই সেপ্টেম্বর – নবগ্রাম থানার শিবপুর ইউনিয়নের গরীব গ্রামবাসীরা কিছুদিন পূর্ব্বে সভা, শোভাযাত্রা ও আন্দোলনে সংগঠিত হইয়া লালবাগ মহকুমা হাকিমের কাছে সংঘবদ্ধভাবে দাবি জানাইতে থাকেন। ফলে 'হাতীর মুখে কুলদুর্বার মত' হইলেও ১০ খানা কাপড় ও ১০টা ছোট প্যান্ট রিলিফ আসে এবং আরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে শীঘ্রই গাড়ে বারোটাকা দরে অন্ততঃ ১০০ মণ ধান প্রেরিত হইতেছে। তিনমাস গত হইবার পরও উপরোক্ত প্রতিশ্রুতির মাত্র ৪৭ মণ ধান আসিয়াছে, বাকী ৫৩ মণের প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় উড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাজারে ধান বিক্রয় হয় ১৮।২০, দরে।

খাদ্য আন্দোলনের পক্ষ হইতে মহকুমা হাকিমের কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জানান যে, 'ফুড কমিটি'র কর্তারা এলাকায় কোন অভাব নাই জানাইয়াছেন বলিয়াই আর ...

চোরাই মাল ধরার অধিকার কাহারও নাই

— পুলিসের উক্তি

'চোরাই চাল ধরেছ, অতএব হাজত বাস কর'

ডুবীর কৃষকনেতা গোপাল দাশের মুক্তি

জরিমানার টাকা পাইয়াও বেআইনী ভাবে আটক রাখার প্রতিবাদে দরখাস্ত

হুগলী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি নির্ব্বাচনী বোর্ড গঠিত

মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্ম্মঘট

বি, এন, রেলের শালিমার গুদামের ৩শত শ্রমিকের বিক্ষোভ

বিশ্ব আর্থনীতিক সম্মেলন

মস্কোতে যোগদানের জন্য অধ্যাপক ওয়াদিয়াকে লইয়া অস্থায়ী কমিটি গঠিত

বোম্বাই, ১০ই সেপ্টেম্বর – বিশ্ব শান্তি সংসদ ব্যুরোর সদস্য অধ্যাপক ডি ডি কোসাম্বী জানাইতেছেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে শান্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

বিশ্ব শান্তি সংসদের উদ্যোগে আহূত এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স সমেত ৮০টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ উন্নতির সম্ভাবনার কথা আলোচিত হইবে।

অধ্যাপক কোসাম্বী ঘোষণা করেন যে, অধ্যাপক পি, এ, ওয়াদিয়াকে কনভেনর করিয়া এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য একটি অস্থায়ী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে থাকিবেন অর্থনীতিবিদরা ছাড়াও, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, শিল্পের মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। পি, টি, আই

ট্রাম কোম্পানীর কথা ও কাজ

স্বাধীনতার রিপোর্টার

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর কিছুদিন হইল ট্রাম শ্রমিকদের বিনা পয়সায় ট্রামে যাতায়াতের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা শুরু হইয়াছে। ইনসপেক্টার ও পেশাল ... টিকিট কিনিতে বাধ্য করিতেছে। ...

ঘুষুড়ীতে চটকল শ্রমিকদের সভা

ঘুষুড়ী, হাওড়া, ১০ই সেপ্টেম্বর – গতকাল এখানে ... ডাকে পাঁচ শত শ্রমিকের এক সভা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পোর্টের শ্রমিক নেতা শ্রীতর্জ্জনী কাউল। ...

সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে ভাঙ্গন

৩৫ জন প্রাক্তন বলশেভিক লেনিনিষ্ট পার্টির সদস্যের ...

মালদহে প্রায় প্রত্যহ ভুখ মিছিল

বাস্তুহারার নামে পোষ্য নিয়োগ

ই, আই, আর রানিং শেডে লোক ভর্ত্তির ব্যাপারে দুর্নীতি

স্বাধীনতার রিপোর্টার

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর ই, আই, আর রানিং শেডে খালাসী ও ইঞ্জিন ক্লিনারের পদে নূতন লোক নিয়োগের ব্যাপারে যে দুর্নীতির আশ্রয় লওয়া হইতেছে তাহার কিছু সংবাদ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। নূতন লোক নিয়োগের জন্য চাকুরী প্রার্থীদের যে প্যানেল তালিকা আগে হইতে তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে সমস্ত লোক নিযুক্ত না করিয়া বাস্তুহারা নিয়োগের নামে বাহিরের লোক ভর্তি করার চেষ্টা হইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে প্যানেলের মধ্যেও অনেক বাস্তুহারার নাম রহিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের লওয়া হইতেছে না। বাস্তুহারার নাম করিয়া যাঁহাদের সম্প্রতি ভর্তি করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত বাস্তুহারা নহেন। রেল কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাদের উপর ওয়ালার সংগে দহরম মহরম আছে তাঁহারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের বাস্তুহারার নাম ...

কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক সম্মেলন

বন্দী মুক্তি ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার দাবি

বন্দী মুক্তির দাবি

প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া উধাও

হুগলী জেলায় গুলীতে একজন নিহত ও একজন আহত

কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ মজুত করার হিড়িক

মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দুশ্চিন্তা

ডলারের বিরুদ্ধে বৈষম্য মূলক আচরণ করিলে সাহায্য বন্ধের হুমকী

তহবিলের প্রচুর অর্থ কাজে লাগানো যাইতেছেনা বলিয়া খেদ

ওয়াশিংটন, ১১ই সেপ্টেম্বর: কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধার পর সোনামজুতকারীদের সোনা মজুদ করার এবং শিল্প অথবা চারু শিল্পে স্বর্ণ ব্যবহারের ফলে ১৯৫০ সনে আন্তর্জাতিক টাকার বাজার হইতে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত স্বর্ণের অর্দ্ধেক সরিয়া গিয়াছে বলিয়া আজ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল জানান। তহবিলের রিপোর্টে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক তহবিল খোলা বাজারে আর ও সোনা সরবরাহের জন্য কোনরূপ চুক্তির বিরোধীতা করা সত্ত্বেও এই ব্যাপার ঘটে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত স্বর্ণের তিন চতুর্থাংশই কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হইবার পর গত বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুদ্রা ছাড়া অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে মাত্র উহার এক চতুর্থাংশ ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

রিপোর্টে স্বর্ণ সম্পর্কে যে নূতন নীতি অনুসরণ করা হইবে তাহার উল্লেখ ...

শ্রমিক নেতাকে প্রহারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতা

উচ্ছেদ নোটিসের বিরুদ্ধে টালিগঞ্জে বাস্তুহারাদের সভা ও শোভাযাত্রা

শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি

... এবং শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্য কলোনীতে কলোনীতে অবিরাম আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া শ্রীসন্তোষ মজুমদার, ইন্দু গাঙ্গুলী, সত্যপ্রিয় রায় প্রধান শিক্ষক, স্বাধীনতা ইনষ্টিটিউশন, দেবকুমার ব্যানার্জী ও প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। সংবাদদাতা

চীনা গণরাষ্ট্রের ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল আমন্ত্রিত

বোম্বাইয়ে আটক বন্দীর সংখ্যা ১০৫

আইন সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বিবৃতি

... বলেন যে, ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বোম্বাই রাজ্যে মোট আটক-বন্দীর সংখ্যা ছিল ১০৫ জন, তন্মধ্যে ২৪ জন কমিউনিষ্ট বন্দী আছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন আটক বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়েছে যে, তাঁহারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ... অথবা দেশের অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ চালু রাখার বিরোধী কাজ করিয়াছেন। পি, টি

"বৃটেন ভুল ঘোড়ার উপর টাকা খাটাইয়াছে"

প্রাক্তণ শিক্ষা মন্ত্রী কর্ত্তৃক মার্কিন নেতৃত্ব অনুসরণের তীব্র নিন্দা

নর্দামবারল্যাণ্ড ৯ই সেপ্টেম্বর – বৃটিশ লেবর সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন আজ বলেন যে একজন ইংরেজ হিসাবে, বৃটেন সর্ব্বদা মার্কিন নেতৃত্ব অনুসরণ করায় তিনি বিরক্ত এবং একজন সমাজতন্ত্রী হিসাবেও তিনি উহার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি বলেন: খুব শীঘ্রই কোন হোমরা চোমরা লেবর নেতাকে স্বীকার করিতে শোনা যাইবে যে, বৃটেন ভুল ঘোড়ার উপর টাকা খাটাইয়াছে।

তিনি নিউ ক্যাসল লেবর ... সমাবেশে সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করেন।

সভা-সমিতি

বেলেঘাটা শ্রমিক ও নাগরিকদের জনসভা

বেলেঘাটা লক্ষ্মী ম্যাচ কোম্পানীর মালিক কর্ত্তৃক অবৈধভাবে লক আউট ঘোষণা করার প্রতিবাদে অদ্য বুধবার ১২ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫।। ঘটিকায় লি মেমোরিয়াল ময়দানে বেলেঘাটা মেন রোড, স্থানীয় শ্রমিক ও নাগরিকদের এক সভার আয়োজন করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয়।

আহ্বায়ক অরুণ সিংহ, সম্পাদক লক্ষ্মী ম্যাচ শ্রমিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

কলিকাতা প্রবাসী আরামবাগবাসী যুবকদের সভা

জাতীয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আরামবাগ মহকুমার বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যালোচনার জন্য আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা প্রবাসী আরামবাগের প্রগতিশীল যুবক ও প্রতিষ্ঠানের এক সভা হইবে। সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীকমলকুমার বসু। শ্রীমনোরঞ্জন রায়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, রবীউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীরাধানাথ ঘোষ, শ্রীনিশ্রঞ্জন সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেন।

স্থান—১৩।১এ, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, সময় বৈকাল ৫টা, তারিখ ১৩।৯।৫১।

বিচিত্র অনুষ্ঠান

হাওড়া কাসুন্দিয়া 'মুক্তি সমিতি'র উদ্যোগে বিচিত্রানুষ্ঠান।

স্থান:—হাওড়া টাউন হল।

…

ইষ্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের খেলা অমীমাংসিত

কলিকাতার ট্রামে, বাসে, স্কুলে, অফিসে গত কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত খেলার আলোচনা, খেলার ৪৮ ঘন্টা পূর্ব্ব হইতে ঝড় জল উপেক্ষা করিয়া চিড়াগুড়ের পুটুলি লইয়া মাঠে ক্রীড়া উন্মাদদের লাইন বাঁধিয়া দাঁড়ানো, প্রাণ বিপন্ন করিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়া খেলা দেখার চেষ্টা এবং দুপুর হইতেই হাজার হাজার লোকের অফিস ও কলেজ স্কুল ফাঁকি দিয়া ময়দানের দিকে 'অভিযান' গতকাল ইষ্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দলের মধ্যে শীল্ড ফাইন্যাল খেলা উপলক্ষে এই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা খেলার অমীমাংসিত ফলাফলের জন্য অনেকখানি স্তিমিত হইয়া যায়।

এই তুমুল উত্তেজনা শেষ পর্য্যন্ত আজিকার আবহাওয়ার মতই স্যাঁতসেঁতে হইয়া পড়ে। উভয় দলেরই অগণিত সমর্থক গোলশূন্য ফলাফলের শেষে চুপচাপ বাড়ী ফিরিয়া যান।

গতকাল খেলার মাঠে যে অভাবনীয় দর্শক সমাগম হয় তাহা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপাইয়া গিয়াছে। সরকারীভাবে মোট প্রায় ৩৮ হাজার টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছে।

গত দুইদিন যাবৎ বৃষ্টি হওয়ার ফলে খেলার মাঠের অবস্থা খেলার পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। তাহা সত্বেও উভয় দলই প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়া নিজ নিজ দলের সমর্থকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হন।

এই অধিকাংশ সমর্থকই অবশ্য মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া নিজ নিজ প্রিয় দলের খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কেহ গাছে চড়িয়া কেহ র‍্যামপার্টে দাঁড়াইয়া ঘোড়সওয়ার পুলিশ বাহিনীর বিক্রমকে সহ্য করিয়া তাহাদের খেলা দেখিতে হইয়াছে।

আর মাঠের মধ্যে যাহারা ঢুকিয়াছিল তাহাদের পুরো ৪৮ ঘন্টা আগে 'কিউ' দিয়া ঝড়, বৃষ্টি, রোদকে উপেক্ষা করিয়া তবে খেলার মাঠে প্রবেশ করিতে হইয়াছে।

মাঠের ভিতরে, বাহিরে, র‍্যামপার্টে আজ সর্ব্বত্র একই আলোচনা হইয়াছে। কেন আমাদের দেশে একটি ষ্টেডিয়াম হয় না। অনেকেই নিজেরাই আবার ইহার উত্তর দিয়াছেন আই, এফ, এ এই শাসক গোষ্ঠিকে সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত করিতে না পারা পর্য্যন্ত ষ্টেডিয়াম গড়া প্রায় অসম্ভব।

আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থার গুণে খেলার মাঠের চতুর্দ্দিকে টিকেটের চোরাকারবার অবাধে চলে। টিকেটের দর চড়িয়া ৩০।৪০ কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

…

বিপ্লবোত্তর সোবিয়েতে স্বাধীন ও সুখী জীবনের জয়যাত্রা

৩০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি

সদ্য সোবিয়েৎ প্রত্যাগত ডাঃ অমূল্য উকিল কর্ত্তৃক স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা

১০ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৬টার সময় বঙ্গীয় সোবিয়েৎ সুহৃদ সমিতির অফিসে ৪৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে সদ্য রাশিয়া প্রত্যাগত ডাঃ এ, সি, উকিল তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:—

অক্টোবর বিপ্লবের পর—৩০ বৎসরের মধ্যে সোবিয়েৎ রুশিয়া যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জ্জন করেছে, তা অভূতপূর্ব্ব। খাদ্যব্যবস্থার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিপ্লবের সময় রুশিয়ার নাগরিকরা দৈনিক ২ আউন্স মাত্র রুটিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া বিপ্লব সফল করেছে এবং আজ তারা খাদ্যাবস্থার এমন স্তরে পৌঁচেছে যে, আগামী ২ বৎসরের মধ্যে সোবিয়েৎ রাশিয়ায় বিনামূল্যে রুটি দেওয়া হইবে। যৌথ খামার ও কো-অপারেটিভ মারফৎ পর্য্যাপ্ত খাদ্য নাগরিকরা পেয়ে থাকে। এছাড়া বাড়ী সংলগ্ন উদ্যানে প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় তরি-তরকারী উৎপাদন করে এবং পশুপালন করে।

পোষাক প্রচুর্য্যের কথা প্রসঙ্গে বলেন, আপাতদৃষ্টিতে একটু দামী মনে হলেও উপার্জ্জন অনুপাতে পোষাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত সস্তা। তার প্রমাণ, ক্রেতাদের ভিড়ে দোকানগুলিতে ঢোকাই প্রায় মুস্কিল।

…

পর্য্যাপ্ত শিক্ষা পাইয়া তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে কিংবা কর্মজীবনের বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষালয়ে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রবেশ করে, তারাই পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার প্রধান শিক্ষাবিদ হয়ে উঠেন।

…

আনন্দ ও খেলাধূলা

…

কমিউনিষ্ট শিক্ষাদর্শ

…

ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যকলাপ

…

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত তুলনা

…

শনিবার পুনরায় মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের ফাইন্যাল খেলা হইবে।

…

লাওস ও কাম্বোডিয়ায় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনতার সশস্ত্র লড়াই

রেঙ্গুন, ১১ই সেপ্টেম্বর—রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত ভিয়েৎনাম বুলেটে প্রকাশ, ভিয়েৎনাম লাওদাং পার্টির মুখপত্র পিপলস পত্রিকার এক প্রবন্ধে লাওস ও কাম্বোডিয়ায় বিপ্লবের তুমুল শক্তিবৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া বলা হয় যে ভিয়েৎনামে আগস্ট বিপ্লবের সাফল্যে লাওস ও কাম্বোডিয়ায় তাহাতে বিপুল সাড়া জাগায়। লাওস ও কাম্বোডিয় নরনারী স্বদেশের মুক্তি অর্জ্জনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ভিয়েৎনাম বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া লাওস ও কম্বোডিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামীরা তাহাদের বিপ্লবী লড়াই-এ এক বৈপ্লবিক কার্য্যসূচী অনুসরণ করেন। ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে তাহারা লাওস এর বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা এলাকা ও প্রতিরোধ এলাকা স্থাপনে সক্ষম হন। কাম্বোডিয়াতে সশস্ত্রবাহিনী শত্রুর পিছন হইতে হানা দিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহাকে ঘায়েল করেন। ১৯৪৯ সালের শেষভাগে পূর্ব্ব কাম্বোডিয়া, উত্তর-পশ্চিম কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ পশ্চিম কাম্বোডিয়ার মুক্ত এলাকাগুলি সংযুক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালে লাওস এ সমগ্র ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত এলাকায় পরিণত হইয়াছে। মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ তিন লক্ষ ৬০ হাজার নরনারী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব কাম্বোডিয়ার মুক্ত এলাকাগুলি সমগ্র কাম্বোডিয়ার এক-তৃতীয়াংশ; সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ১০ লক্ষ নরনারী।

…

…নীতিতে সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী উপনিবেশবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপও আরও দমন হইয়া পড়ে। ফরাসী উপনিবেশবাদীরা লাওস ও কাম্বোডিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু এক্ষণও বহুর পরাধীন…

…পার্টিগুলিকে বাড়াইতেছে ও তাহাদের সংগঠিত করিতেছে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করিতেছে।

(ভিয়েৎনাম বুলেটিন হইতে)

জমিদারপুষ্ট গুণ্ডা দ্বারা আজাদগড় কলোনী আক্রমণ

নেতাদের খুন করা হইবে বলিয়া শাসানিঃ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য বাস্তুহারাদের প্রস্তুতি

স্বাধীনতার রিপোর্টার

কলিকাতা ১১ই সেপ্টেম্বর বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ধ্বংস করিবার জন্য জমিদারপুষ্ট গুণ্ডা ও দালালেরা টালীগঞ্জ এলাকায় এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। এই গুণ্ডাদল ভুয়া রাজনৈতিক দলের খোলস নামিয়া ইতিমধ্যে ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আজাদগড় কলোনী আক্রমণ করে ও স্থানীয় বাস্তুহারা আন্দোলনের নেতাদের খুন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু উক্ত কলোনীর বাসিন্দাদের প্রতিরোধে তাহারা সেইদিনকার মত পলায়ন করে।

…

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির আশা নাই

১ম পৃষ্ঠার পর

৬। শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য ১। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ২। নিখিল বঙ্গ কলেজ অফিস কর্মচারী সমিতি ৩। নিখিল বঙ্গ কলেজ নিম্ন কর্মচারী সমিতি ৪। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি এবং ৫। বিভিন্ন ছাত্র ও ছাত্রী সংস্থাগুলির একযোগে কাজ করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য শিক্ষক সমিতির কর্তৃপক্ষকে এক সম্মেলন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ…

…

হোষ্টেল ত্যাগ অর্থহীন

…

কর্ম্মখালি

…

Press-Tele :- Mazurchasi : Calcutta
Telegram : Swadhinata : Calcutta

★ বাহির হইল ★
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'র
নির্ব্বাচনী ইশ্‌তেহার
দাম—দুই আনা
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বাধীনতা
SWADHINATA

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—জ্যোতি বসু, এম-এল-এ

Burdwan

Regd. No. C. 2969 [Phone—P. K. 1068 / ফোন—পি, কে, ১০৬৮

People's China
Vol. IV. No. 3
Special Feature :—
History of the Thirty Years of the Communist Party of China (to be continued in three consecutive issues), by Hu-Chiao-mu.
Single Copy : 6 as.
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterjee St. Calcutta 12

নব পর্য্যায়—২২৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ—২৬৮তম সংখ্যা) : কলিকাতা ২১শে সেপ্টেম্বর '৫১ : শুক্রবার, ৪ঠা আশ্বিন, '৫৮ : Calcutta 21st September, '51 : মফঃস্বল—২২শে সেপ্টেম্বর '৫১ : শনিবার, ৫ই আশ্বিন, '৫৮ মূল্য— { ভারতে—ভারতীয় মুদ্রায় : দুই পয়সা / পাকিস্তানে—পাকিস্তানী মুদ্রায় : দুই পয়সা

তাড়াহুড়া করিয়া ট্রাম বিল পাশ করার চেষ্টা ব্যর্থ

মুখ্য মন্ত্রীর উক্তিতে তুমুল উত্তেজনা

বৃটিশ মালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর আজ কলিকাতার রাজপথে যখন কয়েক সহস্র ট্রাম শ্রমিক ও জনসাধারণ ভারতে বৃটিশ পুঁজির অন্যতম ঘাঁটি কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন পশ্চিম বঙ্গ আইনসভার অভ্যন্তরেও বিরোধী দলের বক্তারা একের পর এক বক্তৃতা করিতে উঠিয়া দাসত্বের সনদ এই বিলটিকে আইনসভায় উপস্থিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আর একবার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিতেছিলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাঁহাদের নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আজই এই বিলটি পাশ করাইয়া নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের দৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং বাধাদানের ফলে তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। বিলটির তৃতীয় দফা আলোচনা চলিতে চলিতে আইনসভার অধিবেশন আগামী কাল পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যায়।

[illegible] নির্ব্বক চলিতেছিল। আজ অধিবেশনের [illegible] দিতেছেন। কিন্তু তখন উত্তেজনা এবং [illegible] উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আজ অধিবেশনের শুরুতেই নবী মহম্মদ [illegible] শোনা যায় যে, সরকারপক্ষ আজিকার মধ্যে যে কোন প্রকারেই হউক, এই বিলটি পাশ করাইয়া নিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথাযথ আলোচনার সুযোগ না দিয়া এইভাবে তাড়াহুড়া করিয়া [illegible] জোরে এই বিলকে পাশ করানোর এই চক্রান্তের ফলে বিরোধী দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভ এবং উত্তেজনা আরও বাড়িয়া যায় যখন স্পীকার বিরোধী দলের প্রথম [illegible] এর উপর প্রায় সকলগুলি সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেন। প্রায় ৪ ঘণ্টা আলোচনার পর ৭০ মিনিটের সময়, শ্রীজ্যোতি বসু উঠিয়া জানান যে বিরোধী দল ৪ ঘণ্টার পর আর আলোচনা করিতে রাজী নন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই সময় উঠিয়া [illegible] ভাবে বলেন যে, বিরোধী দল যদি এইভাবে বাধা দিতে থাকেন। তাহা হইলে, তাঁহারা অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তিতে বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডাঃ ঘোষ ডাঃ ব্যানার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতি বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য একযোগে উঠিয়া দৃঢ়ভাবে দাবি করিতে থাকেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই অপ্রত্যাশিত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদের সম্মুখে [illegible] হইয়া মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহার সমর্থক সদস্যদের মধ্যে কয়েক জনের বিশেষ করিয়া মন্ত্রী [illegible] মজুমদার, প্রফুল্ল সেন, [illegible] রায় চৌধুরী এবং [illegible] ব্যানার্জি তাঁহাদের "নেতার" অপমানে ক্রিপ্ত হইয়া উঠিয়া বিরোধী দলকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে শুরু করিয়া দেন স্পীকার [illegible] মধ্যে তুমুল [illegible] আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তখনও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরোধী দল সমসুরে দাবি করিতেছেন আপনি বসুন বলিয়া পড়ুন। কংগ্রেস সদস্যরাও পাল্টা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন আপনারা বসুন! হঠাৎ দেওয়ান মজুমদারের গলা শোনা গেল আপনারা বাহির হইয়া যান।

বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হরিপদ চ্যাটার্জী মন্ত্রী দেওয়ান মজুমদারকে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন আপনারা বাহির হইয়া যান। বিরোধীদলের মধ্যে আর একজন কেহ চীৎকার করিয়া বলিলেন ডাঃ রায়ের জুতাটি খালে না কেন।

দুই দলেরই সদস্যরা তখন সমস্বরে চীৎকার করিতেছেন, সমবেত চীৎকারের মধ্যে কে কি বলিতেছেন প্রেস গ্যালারী হইতে তখন কিছুই বোঝা যাইতেছিল না।

প্রায় ১০ মিনিটকাল এইভাবে হৈ চৈ চলার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজ আসন গ্রহণ করিলে বিরোধীদল শান্ত হইয়া নিজেদের আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতা

ইহার পূর্বে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিলটির তৃতীয় আলোচনার সময় ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন, আজ আইন সভায় মন্ত্রিসভা যখন সরকার জোরে এই বিলকে পাশ করাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, তখন ট্রাম শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সম্মুখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট সমাবেশ হইতে দাবি তুলিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানীকে বাজেয়াপ্ত কর। ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকরা আজ যে দাবি তুলিয়াছেন, আমি জানি যে অদূরভবিষ্যতেই ব্যাপক জনসাধারণের সহযোগিতায় তাঁহারা সেই দাবি আদায় করিবেন।

এত তাড়াহুড়া করিয়া কেন এই বিল আনা হইয়াছে, তাহার কারণ দেখাইয়া শ্রীযুত বসু বলেন, ইরানের মন্ত্রিসভা এবং জনতা এ্যাংলো ইরানীয়ান কোম্পানীকে বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ করিলে ঐ বিলাতী কোম্পানী তাহাদের চুক্তির দোহাই পাড়িয়া আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিল।

বিলাতী ট্রাম কোম্পানী ভাল করিয়াই জানে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিম বঙ্গের একটি প্রগতিশীল সরকারের উদ্ভব হইবে। তাহারা আরও জানে যে ঐ সরকার কিছুতেই বিলাতী কোম্পানীকে একদিনের জন্যও টিকিয়া থাকিতে দিবে না।

তাই আগে হইতেই আইন সভায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও দলের ভোটের সাহায্যে তাহারা একটি চুক্তি পাশ করাইয়া নিতেছেন। উদ্দেশ্য, [illegible] যাহাতে এই ফাঁকড়া তুলিতে পারেন যে, ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহা গণতান্ত্রিক উপায়ে আইন সভার দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছিল। কিন্তু ট্রাম কোম্পানী এবং তাহার সাদা [illegible] জানিয়া রাখুন ভবিষ্যতের [illegible] সরকার এই ফাঁকড়ার ভয়ে মোটেই ভয় পাইবেন না। তাঁহাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন না।

নির্লজ্জ শোষকের ইতিহাস

ট্রাম কোম্পানীর লুণ্ঠন ও শোষণের ইতিহাস দিয়া তিনি বলেন যে মাত্র ৪৭ লক্ষ টাকা লইয়া এই কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই তাহারা কমপক্ষে ৮ কোটি টাকা [illegible]

[illegible] এই বিলের বিভিন্ন [illegible] করিয়া তিনি বলেন যে, [illegible] মারফৎ ইংরাজ মালিকদের [illegible] জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে [illegible] শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর অধিকার [illegible]

আসামে বন্যার বিস্তৃতিলাভ

বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন : গৃহ ও ধানের গোলা প্লাবিত

গৌহাটি, ২০শে সেপ্টেম্বর—উত্তর আসামের সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা শিবসাগর জেলাতেও বিস্তৃত হইয়াছে। শিবসাগর জেলার ডেপুটি কমিশনার আসামের প্রধানমন্ত্রী নিকট এই মর্মে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে, ব্রহ্মপুত্রের মারাত্মক বন্যা জেলার শিবসাগর মহকুমার ৯০ বর্গ মাইল এলাকার বিধ্বস্ত করিয়াছে।

বন্যার জল এখনও বাড়িতেছে, কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং বহু গৃহ ও ধানের গোলা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের [illegible] নৌকাগুলি কাজে না [illegible] গ্রামগুলির সহিত সংযোগ [illegible] কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের সংলগ্ন যোড়হাট মহকুমার এক্যাংশ বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। বন্যার ফলে ফেরী চলাচল বন্ধ হওয়ায় [illegible] হাটের নিকটবর্তী মজুলী [illegible] সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যেখানেই সম্ভব সেখানে রিলিফ পাঠানো হইতেছে।

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে লেখাপানি হইতে সিসি কলাপানি ২০ মাইলব্যাপী আড়াইশত গ্রাম বন্যা প্লাবিত হইয়াছে। ডিব্রু গড়ের উত্তরে সিসি [illegible] এলাকায় [illegible] বন্যাপ্লাবিত [illegible] বিমান [illegible]

[illegible] অথবা [illegible] ধ্বংস করিয়াছে।

— পি, টি, আই

কৃষক নেতা গুরুদাস তালুকদার গ্রেপ্তার

দিনাজপুর (পূর্ব্ববঙ্গ) হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে দিনাজপুরের প্রধান কৃষক নেতা শ্রীগুরুদাস তালুকদার ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে [illegible] থানায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য পাকিস্তান সরকার ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহাকে দিনাজপুর জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

ঢাকায় উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ

পুলিসের লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ

[illegible] ১৯শে সেপ্টেম্বর আজ ভিক্টোরিয়া পার্কে পুলিস বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী উদ্বাস্তুদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। গভর্ণমেন্ট উদ্বাস্তু শিবির হইতে তাহাদের স্থানান্তরিত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধেই এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ছয়জন উদ্বাস্তু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উদ্বাস্তুরা বলেন যে, পুলিস তাহাদের উপর লাঠিচার্জ করে, ফলে তিন জন আহত হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট অবশ্য এক প্রেস নোটে লাঠি চার্জের অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে।

আজ সকালে প্রায় পাঁচশত উদ্বাস্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়। সাবডিভিশনাল অফিসার পুলিশ লইয়া হাজির হইয়া উদ্বাস্তুদের পার্ক ত্যাগ করিতে বলেন। তাহারা অস্বীকার করিলে পুলিস তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

পি, টি, আই

লয় হেণ্ডারসনের ভারত ত্যাগ

নয়াদিল্লী, ২০শে সেপ্টেম্বর—ইরানে নূতন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় হেণ্ডারসন আগামীকাল বিমানযোগে দিল্লী হইতে তেহরান যাত্রা করিবেন। মিঃ হেণ্ডারসন তিন বৎসরকাল ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত ছিলেন।

পি, টি, আই

মালয়ে সন্ত্রাস-রাজের কবলে ৬ সহস্রাধিক ব্যক্তি আটক

সিঙ্গাপুর, ১৯শে সেপ্টেম্বর—আজ প্রচারিত সরকারী হিসাবে দেখা যায়, যে, জরুরী আইনের কবলে মালয়ে ৪৫১৮জন চীনা, ১৪৫২ জন মালয়ী ও ১৭৯ জন ভারতীয় আটক হইয়াছেন।

—পি টি

চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ইতালীতে শাসনতন্ত্র অচল

মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে দশলক্ষাধিক সরকারী কর্ম্মচারীর ধর্ম্মঘট

সারা দেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ

রোম, ১৯শে সেপ্টেম্বর—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, ইতালীর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত আহ্বানে আজ দশ লক্ষাধিক সরকারী কর্ম্মচারী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ধর্ম্মঘট করেন। ফলে শাসনযন্ত্র প্রায় অচল হইয়া যায়। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে, চিঠি পত্র ও তারবার্তা বিলি পড়িয়া থাকে, সরকারী অফিসগুলি কোথাও বন্ধ, কোথাও প্রায় বন্ধ থাকে।

কমিউনিস্ট পার্টি হইতে বলা হয়, সমস্ত সরকারী বিভাগে শতকরা ৮৫ হইতে ৯৫ জন কর্মচারী ধর্মঘট করেন।

মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে গত চারি মাসের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের এটি তৃতীয় সাধারণ ধর্মঘট।

পি, টি, আর

বিশ্ব শান্তি সংসদ

আগামী বৈঠকে যোগ দিবার জন্য পাক শান্তি কমিটিকে আমন্ত্রণ

করাচী, ১৯শে সেপ্টেম্বর—আগামী [illegible] অক্টোবর হইতে প্রাগে বিশ্ব [illegible] সংসদের যে বৈঠক হইবে, [illegible] পাকিস্তান হইতে তাহাতে প্রতিনিধিদল পাঠাইবার জন্য চীনা শান্তিকমিটি করাচী শান্তি কমিটিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

—পি, টি

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা

নয়াদিল্লী, ২০শে সেপ্টেম্বর আজ পার্লামেন্টে সহকারী দেশরক্ষাসচিব মেজর জেনারেল হিম্মৎসিংজী ঘোষণা করেন যে, ভারতের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পি, টি, আই

অবিলম্বে আলোচনা শুরু

গণফৌজের প্রস্তাব

টোকিও, ২০শে সেপ্টেম্বর উত্তর কোরীয় জেনারেল কিম ইল সুং এবং চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর অধিনায়ক পেং তে হুয়াই বিশ্ব সম্মিলিত সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রিজওয়েকে অবিলম্বে কায়েসং যুদ্ধ বিরতি আলোচনা শুরু করার জন্য বলিয়াছেন। জেনারেল রিজওয়ে সমস্ত পর্যন্ত সরকারী ভাবে কোন উত্তর দেন নাই বটে কিন্তু, বেতার প্রচারে বিশ্বস্ত সেনানীর উক্তি আভাস দিয়াছেন যে শীঘ্রই আবার পুনরায় আলোচনা শুরু হইবে।

পি টি আর

শিক্ষার উপর হামলার বিরুদ্ধে

কলিকাতায় ২০ হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট

পরীক্ষার নামে ছাত্র হত্যা বন্ধ কর : সভা শোভাযাত্রায় মিলিত আওয়াজ

স্বাধীনতার রিপোর্টার

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর গত দুই বৎসর যাবত ছাত্র সমাজের উপর সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ কলিকাতার প্রায় ২০,০০০ কলেজ ও স্কুল ছাত্র ধর্মঘট করেন। বিভিন্ন ছাত্র [illegible]

[illegible] ছাত্রদের [illegible] বন্ধ করা শিক্ষাখাতে সরকারী খরচ বাড়াও, রাধাকৃষ্ণণ কমিটির সুপারিশ মানিয়া লও।

এক বৎসরেই পরীক্ষায় ৫৮,০০০ এর মধ্যে ৪২,০০০ ছাত্র স্থায়ীয় অপমৃত্যু, স্কুলে কলেজে বেতন ও পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি, আর্থিক সঙ্কটের মুখে সহরেও মফঃস্বলে স্কুল কলেজগুলির মুমূর্ষু অবস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতেই কলিকাতার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং কলেজ ও স্কুল ইউনিয়নগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা মারফৎ তাঁহাদের প্রতিবাদ ঘোষণা করেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ব্লক, ছাত্র কংগ্রেস প্রভৃতি ৭টি ছাত্র সংগঠনের মিলিত সভায় বিভিন্ন বক্তা শিক্ষাকে সংকুচিত করার সরকার ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের সুপরিকল্পিত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ছাত্রদের নিম্নমান, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় অমনোযোগ ইত্যাদি যে অছিলা কর্তৃপক্ষ হাজির করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তা তীব্র প্রতিবাদ করেন।

[illegible] ভিন্ন ভিন্ন পেপারের আলাদা এক পেপার করা হউক, এবং পাশ নম্বর ৩০ করা হউক। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করা হউক। রাধাকৃষ্ণণ কমিটির সুপারিশ মানিয়া লও, শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বাড়ানো হোক। পরীক্ষার ফী বাড়ানো বন্ধ কর। রাতে ক্লাসের ব্যবস্থা বন্ধ করা চলিবে না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় নিম্নলিখিত ছাত্ররা বক্তৃতা করেন শান্তেন্দ্র বসু রায় কেষ্ট কুণ্ডু অরুণাংশু ভৌমিক, সুখেন্দু মজুমদার, বাসুদেব পাঠক, অনিল সেন, ভবানী অধিকারী সভাপতিত্ব করেন শীরেন ভৌমিক।

আজ বিদ্যাসাগর, সিটি, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রভৃতি কলিকাতার অন্যতম বৃহৎ কলেজগুলি পূর্ণ ধর্মঘট পালন

শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিদলের চীন যাত্রা

নয়াচীনের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

[illegible] উৎসবে যোগদানের জন্য নয়াচীনের বিভিন্ন গণসংগঠন কর্তৃক আমন্ত্রিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে চারজন দিল্লী হইতে চীনের অভিমুখে গতকাল যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

গতকাল যাঁহারা যাত্রা করিলেন তাঁহারা হইলেন নিখিল ভারত গ্রামীণ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী জে সি কুমারাপ্পা, অধ্যাপক মহম্মদ মুজিব, চীন ভারত মৈত্রী সংঘের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য্য, ইহারা হংকং হইয়া পিকিংয়ে যাইবেন।

আজ নিম্নলিখিত প্রতিনিধিরা চীন যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলু অল ইণ্ডিয়া পীস কাউন্সিল। অল ইণ্ডিয়া পীস কাউন্সিলের সভা এবং ভারত সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় এডভাইসরি বোর্ডের সদস্য পণ্ডিত সুন্দর লাল, বিখ্যাত লেখক এবং শান্তি আন্দোলনের নেতা ডাঃ মুল্ক রাজ আনন্দ, পার্লামেন্ট ও এ, আই, সি, সির সদস্যা শ্রীমতি উমা নেহরু, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ মহম্মদ হবীব, দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্সের ডাইরেক্টর ডাঃ ভি কে আর ভি রাও।

পি, টি, আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ শ্রীমতী হানা সেন, ব্লিৎস সম্পাদক মিঃ আর, কে, করাঞ্জিয়া, মিঃ সি, পি, হাতী সিং, লেখক ও সাংবাদিক মিঃ খাজা আহমদ আব্বাসও এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে আছেন।

বিলাতী কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে ৭ হাজার ট্রাম শ্রমিকের মিছিল

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর বিধান সরকারের দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ট্রাম শ্রমিকদের অভিযান আজ কলিকাতার রাজপথ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর কুড়ি বৎসর আয়ু বৃদ্ধির চুক্তি লইয়া আজ যখন আইনসভায় তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কলিকাতার রাজপথে মিছিল করিয়া সাত হাজার ট্রাম শ্রমিক লালঝাণ্ডা উড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : "চুক্তি নয়, বিলাতী কোম্পানী বাজেয়াপ্ত কর"।

আজ বিকালে চারটা বাজিতে না বাজিতেই কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে সাড়া দিয়া ইউনিফর্ম পরিয়া হাজার হাজার ট্রাম শ্রমিক ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া জমায়েৎ হইতে থাকেন। লাল সাজাইয়া লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া তিনটি এলাকা হইতে তিনটি মিছিল আসিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হয়।

এই তিনটি মিছিলের একটি আসে কালীঘাট হইতে তাহাতে ছিলেন কালীঘাট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুরের কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার ও ডিপো শ্রমিকেরা। দ্বিতীয়টি আসে রাজাবাজার হইতে—তাহাতে ছিলেন বেলগাছিয়া, রাজাবাজারের কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার আর পি, ডব্লিউ শ্রমিকেরা। তৃতীয়টি আসে পার্ক সার্কাস নোনাপুকুর হইতে। তাহাতে ছিলেন নোনা পুকুর কারখানার, পার্ক সার্কাস ডিপোর শ্রমিকেরা আর কণ্ডাক্টর, ড্রাইভারেরা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্রাম শ্রমিকদের প্রিয় নেতা শ্রীবীরেন মজুমদার একটি ছোট বক্তৃতায় ঘোষণা করেন : কমপক্ষে ৫৫৲ মাগগীভাতা চাই, ১৫৲ ঘরভাড়া চাই; তিন মাসের বোনাস চাই; বিলাতী ট্রাম কোম্পানীকে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে ইহার সহিত কোন চুক্তি করা চলিবে না।"

ইহার পর বিভিন্ন পোস্টার, ফেস্টুন, লাল ঝাণ্ডা লইয়া সাত হাজার ট্রাম শ্রমিকের এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি ধর্মতলা ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলেজ ষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রদক্ষিণ করিয়া দেশবন্ধু পার্কে আসিয়া শেষ হয়।

মিছিলটি যখন ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে তখন ট্রাম, বাস বন্ধ হইয়া যায়। রাস্তার দুধারে জনতা ভীড় করিয়া ট্রাম শ্রমিকের রণধ্বনি শুনিতে থাকে : "চুক্তি নয়, বিলাতী কোম্পানী বাজেয়াপ্ত কর।" কমপক্ষে ৫৫ টাকা মাগগী ভাতা চাই, ১৫ টাকা ঘরভাড়া চাই, তিন মাসের বোনাস চাই, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মানিয়া লও, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই প্রভৃতি দাবির উপর বিভিন্ন রঙের পোস্টার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ট্রামস্বেচ্ছাসেবকরা কলিকাতার নাগরিকদের প্রতি ট্রামশ্রমিকদের আবেদন পত্র বিলি করিতে থাকেন। আগ্রহ সহকারে সকলেই এই আবেদনপত্র পড়িতে থাকেন, ট্রামে বাসে এই আবেদন পত্র নিয়া কাড় কাড়িপড়িয়া যায়। দোতলা বাসের যাত্রীরা আবেদন পত্রটির জন্য চীৎকার করিতে থাকেন।

রাস্তার দুধারের জনতার মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়, মোড়ে মোড়ে তাঁহারা ভীড় করিয়া ট্রাম শ্রমিকদের কথা আলোচনা করিতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের পর ট্রাম শ্রমিকদের এতবড় মিছিল অনেকের মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কেহ কেহ বলিতে থাকেন : আবার ট্রামশ্রমিক লড়াইয়ে নামিয়াছে।

দেশবন্ধু পার্কে যখন মিছিলটি আসিয়া

শেষাংশ ৫ম কলমে

উদ্বাস্তুদের সাহায্য বন্ধ

বর্দ্ধমান, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বর্দ্ধমানে জিলা উদ্বাস্তু অধিকার রক্ষা কমিটির দপ্তর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, জিলা [illegible] অফিসার ঘোষণা করিয়াছেন যে আজ হইতে কেবল সরকারী ক্যাম্পে অবস্থিত উদ্বাস্তুগণ ছাড়া আর কাহাকেও [illegible] দেওয়া হইবে না। উক্ত অফিসার নাকি জানাইয়াছেন যে অর্থাভাবের জন্যই এই ব্যবস্থা করিতে হইতেছে এবং উপরওয়ালার নিকট হইতে ভিন্ন আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

ফলে জিলার অধিকাংশ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে। উদ্বাস্তু সাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৮ম কলমের পর

পৌঁছিল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ট্রাম শ্রমিকদের প্রিয় নেতা শ্রীবীরেন মজুমদার সেখানে সমস্ত শ্রমিকের সম্মুখে ঘোষণা করেন যে, বিদেশী ট্রাম কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করার জন্য ট্রাম শ্রমিকদের লড়াই আজ হইতে শুরু হইল; আইন সভায় বিধান সরকার যে আইনই পাশ করিয়া নিক না কেন, বিদেশী ট্রাম কোম্পানী বাজেয়াপ্ত না করা পর্য্যন্ত ট্রাম শ্রমিকদের লড়াই থামিবে না।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

স্বাধীনতা

শুক্রবার, ৪ঠা আশ্বিন

খাদ্য চাই

আইন সভার সদস্যদের সামনে খাদ্য সমস্যা নিয়া আলোচনা করিবার সাহস খাদ্যমন্ত্রীর হয় নাই। তাই আইন সভা হইতে পালাইয়া খবরের কাগজ মারফৎ বিবৃতি দিয়া সেন মহাশয় দেশবাসীর সামনে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক লম্বা বিবৃতি দিয়া তিনি বাংলার মানুষকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বিধান, নলিনী, প্রফুল্ল রাজত্বে কংগ্রেসী শাসনের মহিমায় দেশের মানুষের কোন অভাব নাই। তাঁহাদের এই রামরাজত্বে অনাহারে একটি মানুষও মরে নাই। দেশের সব মানুষই খাদ্য পাইতেছে। সুতরাং আর ভাবনা কি?

ভারতের শাসকশ্রেণীর পক্ষে সত্যের অপলাপ আজই নূতন নয়। কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ ভাষণ দিতে ইংরেজ ...

টাকার উপর, মন্ত্রী মহাশয় অঙ্কের হাজার কসরৎ দেখাইয়াও এই সত্যকে ধামাচাপা দিতে পারিবেন না। অবশ্য চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সুতরাং কংগ্রেসী শাসকদের কাছে যুক্তি তর্ক মিথ্যা।

দেশবাসী খাদ্য চায়। অনাহারে তাহারা শেয়াল কুকুরের মত মরিতে রাজী নয়।

রাজী নয় বলিয়াই আজ চারিদিকে অনাহারী মানুষের অভিযান শুরু হইয়াছে। অভিযান চলিতেছে জিলায় জিলায়।

কিন্তু আজ আর শুধু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অভিযান নয়। চাই সমস্ত বামপন্থী দলের মিলিত খাদ্য অভিযান। চাই দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত অনাহারী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

কলিকাতায় আগামী কাল ২২শে সেপ্টেম্বর যে খাদ্য সমাবেশ আহূত হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়া বুভুক্ষু মানুষের সহস্র সহস্র কন্ঠের বিক্ষোভ ধ্বনিত হউক। একই মঞ্চে গুলিয়া উঠুক সকল দলের মিলিত কন্ঠ। এই দিন হইতে শুরু হউক দেশব্যাপী মিলিত খাদ্য অভিযান।

সে অভিযানের সামনে টলিয়া উঠুক দেশদ্রোহী শাসকদের সিংহাসন। ক্ষুধিত মানুষের খাদ্যের পথ প্রসারিত হোক।

ফ্রান্সে

জীবনযাত্রার ব্যয়

শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি

প্যারিস, ১৩ই সেপ্টেম্বর, বিলম্বে প্রাপ্ত, ফরাসী দেশে জীবন যাত্রার ব্যয় গত এক বছরে সরকারী হিসাবেই শতকরা ১৪ ভাগ বাড়িয়াছে।

ফরাসী সংখ্যাতত্ত্ব সংসদের হিসাব উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি আর্থনীতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ফাঁস নুভেল' পত্রিকা দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের জুন মাসের তুলনায় এই বছর জুন মাসে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নলিখিত শতকরা হারে: বাড়িভাড়া ৫৬, ডাকখরচ ৪, চলাচল ৪৬, ধোপা ৫০, জুতা মেরামত ৩৮, চুলছাঁটা ৭২, চিকিৎসা ৫৬, আমোদপ্রমোদ ৬৪ ইত্যাদি।

আতিসংঘের আর্থনীতিক কমিশনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে যে, সারা ইউরোপে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য আরও বাড়িবে।

—টেলিপ্রেস

জাপান সম্পর্কে সোবিয়েট শান্তি-নীতি (৩)

জঙ্গীবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা রোধ করা চাই

গণতন্ত্র ও শান্তির ভিত্তি জাপানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথ

['প্রাভদা' হইতে তাস্ কর্তৃক প্রেরিত]

(সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে সোবিয়েট প্রতিনিধি গ্রমিকোর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া মার্কিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাপানী দ্বীপে নূতন যুদ্ধের ঘাঁটি গ্রহণ করিয়াছে। তবুও, জাপানের ও সারা এশিয়ার মানুষ তাহা গ্রহণ করে নাই। তাই গ্রমিকোর যে বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব শান্তির শত্রুরা গোপন করিয়া গিয়াছে, তাহারই এই তৃতীয় অংশ আমরা আজ প্রকাশ করিতেছি। বাঃ সঃ)

জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে মূল প্রশ্ন এই যে, এই চুক্তির ভিত্তি হিসাবে কোন নীতি অবলম্বন করা উচিৎ। জাপান আবারও আক্রমণমুখী হইয়া না উঠিতে পারে; যে জঙ্গীবাদীরা ইতিমধ্যেই মাথা তুলিতে শুরু করিয়াছে এবং বর্বর লক্ষ্য সম্পর্কে খোলাখুলিই কথা বলিতে শুরু করিয়াছে তাহাদের হাতে আবারও জাপানের ভাগ্য গিয়া না পড়ে, তাহা সুনিশ্চিত করা যায় কী করিয়া? জাপান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিতে যে নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহাই যদি এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব। এইসব নীতি কার্যে পরিণত করা হইলে জাপানী জঙ্গীবাদের পুনরুজ্জীবন বন্ধ করা সম্ভব।

১৯৪৩ সালে কায়রো ঘোষণা, ৪৫ সালে পট্‌স্‌ডাম ঘোষণা এবং ৪৫ সালে ইয়াল্টা চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, চীন সোবিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ করিবার সম্পর্কে এবং জাপানের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কে ও তাহাকে শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য যে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন, ...

পশ্চিম জার্মানিতে

মার্কিন অঞ্চলে ব্যাপক ধর্মঘট

হেসেনে জয়: অন্যত্র প্রসার

বার্লিন, ১৩ই সেপ্টেম্বর, (বিলম্বে প্রাপ্ত)। পশ্চিম জার্মানীর মার্কিন অধিকৃত হেসেনে ধাতু শিল্পের ১৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট সংগ্রাম চালাইয়া দাবি আদায় করিয়াছেন। ৯০টি কারখানার মালিক ঘন্টা প্রতি ১২ ফেনিং মজুরি বৃদ্ধি মঞ্জুর করায় ধর্মঘটের জয়যুক্ত অবসান হইয়াছে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য অঞ্চলেও ধর্মঘট সংগ্রাম প্রসারিত হইতেছে। এসেন ও রাইনল্যাণ্ডের ৩০ হাজার ধাতু শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। হামবুর্গ ও ব্রেমেনে কমিউনিস্ট পার্টি ৭০ হাজার শ্রমিককে ধর্মঘট করিবার দাবি আদায় করিবার ডাক দিয়াছেন।

জার্মান গণতন্ত্রী রিপাবলিকের "উইল হেলম পীক" খনি ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা হেসেনের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য ২৮ হাজার মার্ক চাঁদা তুলিয়াছেন। জার্মান গণতন্ত্রী রিপাবলিকের অন্যান্য শ্রমিকেরাও সমর্থনে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শান্তিপূর্ণ উৎপাদন হ্রাস: শ্রমিক বেকার

বার্লিন, ১৩ই সেপ্টেম্বর বিলম্বে প্রাপ্ত পশ্চিম জার্মানিতে যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে অধিকতর পরিমাণে ...

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপেষু

মাথাভাঙ্গা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খোলা চিঠি

মহাশয়,

দুঃখের সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে কতগুলো গুরুতর অভিযোগ আনা হচ্ছে। টিনের কেলেঙ্কারী আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। একথা অতি সহজ ও সত্য কথা যে, কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিরাই শুধু টিন পাবে' এই নীতি গ্রহণ করায় বহু উপযুক্ত ব্যক্তিকে টিনের পারমিট থেকে বঞ্চিত ক'রে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে টিনের পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলে অনেকেই পারমিটের টিন বিক্রয় ক'রে ফেলেছে। মাথাভাঙ্গাতে ডি, সি যখন এসেছিলেন তখন আপনাদের দুইজনেরই দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এই বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত করতে। কিন্তু আপনারা দুইজনেই এই জিনিষটি চাপা দেবার জন্য অনুরোধ করেন। আপনি এর পূর্বেও আমাকে এই বিষয়ে চাপা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে যাতে আর কোন কেলেঙ্কারী না হয় সেই দিকে আপনার সজাগ দৃষ্টি থাকবে। কিন্তু কোনো দুর্বলতাই আপনার সজাগ ...

সরকার বিরোধী মনোভাব এটা জাগ্রত হয়েছে এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন কি?

মিঃ হাজরার অনুমোদনে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি গার্লস হাইস্কুলের জন্য যে ৩০০০ (তিন) হাজার টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিল সেই টাকা আপনি দিতে নারাজ কেন আমি ভেবে পাই না! মিঃ হাজরা নিশ্চয়ই কোন বিদেশী গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি ছিলেন না। আপনি জানেন অর্থাভাবে গার্লস হাইস্কুলের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হ'য়ে উঠছে। অন্ততঃ চাঁদা তুলেও যদি গার্লস হাইস্কুলের সুবন্দোবস্ত করার চেষ্টা করিতেন তা'হলে বুঝা যেত স্থানীয় মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আপনার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে পরিচয় এখনও পাই নাই। গার্লস হাই স্কুলের প্রাপ্য টাকা আপনাকে মঞ্জুর করতে হবে এটা জনসাধারণের দাবি যদি এ দাবি পূরণ করতে আপত্তি অক্ষম হন তা'হলে স্থানীয় জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে আর একটি দিনও 'রাজ্য' চালাবার অধিকার আপনার নাই। ইতি—

প্রীতীশ চন্দ্র রায়

প্রচুর ইচ্ছা

বিজ্ঞানসম্মত সোবিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার বিরাট উৎকর্ষ

এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে সভায় ডাঃ উকিলের বিশদ বর্ণনা

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র

সমস্ত সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র মারফৎ বয়স্কদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সাম্যবাদী শিক্ষা দেওয়া হয়। ডাঃ উকিল বলেন, বিদ্যাগার এবং পার্কগুলি সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র হইয়া ...

উচ্চ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত

বিজ্ঞান শিক্ষায় আলোকিত নূতন মানুষ

আর আমাদের দেশ

বিনা বেতনে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা

বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা

সাধারণ শিক্ষা

মধ্য বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস

বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়

সন্ধ্যাকালীন উচ্চ শিক্ষালয়

মাধ্যমিক পরীক্ষা

পূজা বোনাসের দাবি

হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের সভার প্রস্তাব

ভারত-জাপ সুহৃদ সমিতি

'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব বোধ

কণ্টাইরোড ষ্টেশনে যাত্রীদের অসুবিধা

ধান্যকুড়িয়ায়

রেশন বন্ধের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত ভুখ মিছিল

জনসভায় মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য ঃ সর্ব্বশ্রেণীর জনতার অনশনে গণমৃত্যুর পথ পরিষ্কার

জীবন ধারণোপযোগী রেশনের জন্য দাবি

ধান্যকুড়িয়া 'বসিরহাট',—১২ই সেপ্টেম্বর, বসিরহাটে চালের দর ৮০ টাকায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলেও চালের দর ৮০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। তাহার পরে অবশ্য দর কমিয়া ৬০ টাকায় নামে; কিন্তু ঠিক এই সময়েই নাম মাত্র রেশন যাহা দেওয়া হইতেছিল আধসের আটা ও আধসের চাল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সিনেমা মাঠ হইতে প্রায় ২ হাজার লোকের এক মিছিল বাহির হয়। পরে উক্ত মিছিলকে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিয়া মৌটিয়া মাদ্রাসায় এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় গ্রামবাসিগণ তখন তাঁহাদের শোচনীয় দুরবস্থার কথা বিবৃত করিতেছিলেন, তখন অনেকেই কাঁদিয়া ফেলেন। কোন একটী শ্রেণী নয়। সর্বশ্রেণীর জনতার সপ্তাহ ব্যাপী অনশনের মধ্য দিয়া [illegible]

ভারত এয়ারওয়েজ

কর্ম্মচারীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার

প্রতিবাদে ইউনিয়ন সভাপতির বিবৃতি

ভারত এয়ারওয়েজ ওয়ার্কম্যানস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "বিড়লার ভারত এয়ারওয়েজের ঘাটতি আর পূরণ করিবার জন্য ভারত সরকার বাৎসরিক [illegible] টাকা দেন। ইহা দ্বারা অনেকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য ঐ টাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহার ফলে জাতীয় অর্থনীতি একটি সুস্থ রাস্তায় চালিত হইতেছে। কিন্তু সত্য ঘটনা ইহা নয়। ভারত এয়ারওয়েজ আজ অদক্ষ উচ্চ বেতন ভুক ব্যবস্থার জন্য দুর্নাম কিনিয়াছে, ইহার ফলে অজস্র টাকা অপব্যয় হইতেছে।"

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, "যে কেহ এই কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর অত্যাচার ও শোষণের মধ্যযুগীয়, অবস্থা দেখিবেন তিনি নিশ্চয়ই ভারতের এই প্রয়োজনীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ ও জাতীয় আর্থিক জীবন সম্বন্ধে ভীত হইয়া উঠিবেন।

পাটের নিম্নতম দর ৫০ টাকা চাই

রেশনিং বন্দীমুক্তি ও জমিদারী উচ্ছেদের দাবিতে খাটুরা বাজারে জনসভা

বনগ্রাম (২৪ পরগণা) ১৯শে সেপ্টেম্বর। গত ১০ই সেপ্টেম্বর বিকালে কৃষক সভার উদ্যোগে খাটুরা বাজারে এক জনসভা হয়। সভায় বারাসাত, বসিরহাট বনগ্রাম মহকুমা আঞ্চলিক প্রগতিশীল সংহতির শ্রীহরেন রায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতার পর (১) অবিলম্বে গ্রামে পুরা রেশনিং (২) মাথাপিছু ১৫ গজ (অন্তত) কাপড় (৩) খানা কর্ডন তুলিয়া জেলা কর্ডন প্রবর্তন ৪) পাটের নিম্নতম দর ৮০ টাকা [illegible] স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন ৬। অজিত গাঙ্গুলী তথা সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং ৭। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ দাবি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় বসিরহাট, বারাসত, বনগাঁ মহকুমা আঞ্চলিক প্রগতিশীল সংহতির নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সভার পূর্ব্বে "কর্ডন তুলে নাও" পুরা রেশন চালু কর" কৃষকনেতা অজিত গাঙ্গুলীর মুক্তি চাই" প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে একটি শোভাযাত্রা খাটুরা ও গোবরডাঙ্গার [illegible]

কাছাড় চা-শ্রমিক ধর্মঘট স্থগিত

আসাম সরকারের সালিশী প্রস্তাব

শিলচর, ১৯শে সেপ্টেম্বর, জেলার ডেপুটি কমিশনারের হস্তক্ষেপের ফলে কাছাড় চা বাগানের শ্রমিক ধর্মঘট স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আসাম সরকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিশী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। এই বোর্ডে শ্রমিক ও মালিকদের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার ইহার সভাপতি হইবেন। শ্রমিক ইউনিয়ন সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর বোর্ডের বৈঠক বসিবে।

শ্রমিকদের দাবি হইতেছে পূর্বে সস্তা [illegible]

বালিগঞ্জ ক্যাম্পে ১৫ শত বাস্তুহারার পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ

ভাড়া আদায়ে চাপ সৃষ্টির জন্য পঃ বঙ্গ সরকারের অমানুষিক কার্যক্রম

১৫নং বালিগঞ্জ ময়দান ক্যাম্পের পূর্ববঙ্গ বাস্তুহারা সমিতির সম্পাদক শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একটি বিবৃতিপ্রসঙ্গে জানাইতেছেন যে, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনা নোটিশে এখানকার পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ কমিশনার শ্রীহিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় আই সি এস স্বয়ং এই নির্দেশ জারি করেন। [illegible]

সহিত দেখা করিতে বলেন। ঘটনার দিনই রিলিফ কমিশনারের সহিত দেখা করিতে চেষ্টা করিয়া প্রতিনিধিগণ ব্যর্থ হন। পরদিন সকাল ১১টা হইতে রাইটার্স বিল্ডিংএ ধর্না দিয়া বিকাল ১-৩০ মিঃ সময় রিলিফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। রিলিফ কমিশনার ভাড়া দেওয়া হয় না [illegible]

ফিলিপাইন প্রেসিডেন্টের গোপন সফর

পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা

রেশনের লরী হইতে ধান পাচার

সাহায্যের জন্য গৃহস্থদের নিকট আবেদন

মানভূম জেলা সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লক গঠিত

সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে একাবদ্ধভাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত

ওয়েলিংটন জুটমিলে

তিনটি সর্দ্দার লাঞ্ছিত

তেজপুরে

নির্ব্বাচিত খাদ্য কমিটি না মানিয়া ভুঁইফোড় কমিটী বহাল

রেশন কমাইয়া দেওয়ায় ও পাটের মন্দা বাজারে ঘরে ঘরে হাহাকার

পূজা বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি

গৌরীপুর মিল ওয়ার্কস্ কমিটির নির্ব্বাচন

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বাটা কোম্পানীর জুলুম

উদ্বাস্তু জনদের দুর্দ্দশা

মাদ্রাজে মাত্র দুই মাসের খাদ্য আছে

চলচ্চিত্র ও নাট্য আলোচনা

"আনন্দ মঠ"

নূতন উৎকর্ষের পথে সোভিয়েট চলচ্চিত্র

'৪২ প্রসঙ্গে

সভা সমিতি

বাগবাজারে জনসভা

৪ঠা আশ্বিন ... বাগবাজার ... সভাপতি শ্রীনির্মল ঘোষ। প্রধান বক্তা শ্রীনাগ বিহারী ঘোষ। ...

যুগধর্ম্মের শরৎ জন্মবার্ষিকী

'শ্রীমন্ত সাহাকার', 'মহাকালী সংঘ' 'পল্লী ভারতী' ও 'সবুজ সংঘের' মিলিত উদ্যোগে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ... পল্লী ভারতীর (মুরারিপুকুর, হাওড়া) প্রাঙ্গণে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী পালন করা হইবে।

জাতীয় সংস্কৃতি সংসদ

জাতীয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ... আহূত সভা ... অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। উক্ত সভা আগামী ... রবিবার বৈকাল ৫ টায় ... শ্যামবাজার ... কলিকাতায় আহ্বান করা হইয়াছে। শ্রীদেবী প্রসাদ সিংহ।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সভামাত্রের এজেন্ট গ্রাহক ও পাঠকদের জানান যাইতেছে যে আগামী ...শে সেপ্টেম্বর, শনিবার অনিবার্য কারণে সভামাত্র প্রকাশিত হইবে না। ...

এ-আই-এফ-এফ একাদশের ১-০ গোলে জয়লাভ

দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যার্থ খেলায় আই-এফ-এ পরাজিত

দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যকল্পে আজ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সম্মিলিত মাঠে এ, আই, এফ, এফ সভাপতির একাদশ ও আই, এফ, এ সভাপতির একাদশের মধ্যে এক চ্যারিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বিভাগীয় খেলা শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এবং মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে একটি উত্তেজনাপূর্ণ চ্যারিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে আজও বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে মাঠের অভ্যন্তরে ও বাহিরে র‍্যামপার্টের উপর অগণিত নরনারী উৎসুক হইয়া খেলাটি দেখেন।

এ, আই, এফ, এফ সভাপতির একাদশ ১-০ গোলে আই, এফ, এ সভাপতির একাদশকে পরাভূত করে।

প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত হইলেও প্রথমার্দ্ধে খেলাটি মোটেই উপভোগ্য ও উত্তেজনাপূর্ণ হয় নাই। মনে হইতেছিল যে, উভয় পক্ষই ফেস্টিভ্যাল ম্যাচের অনুরূপ নিস্পৃহভাবে খেলিতেছিলেন এবং নিজনিজ ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখাইতে ব্যস্ত। দ্বিতীয়ার্দ্ধে খেলাটি জমিয়া উঠে এবং উভয় দলের ও দর্শকদের মধ্যেও উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

উভয় দলের গোলরক্ষক ভাল খেলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অনেকবার বিপক্ষ দলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইয়াছে। বিজয়ী দলের রক্ষণভাগে বড়ুয়া, রতন সেন এবং আক্রমণভাগে সাত্তার, দাসগুপ্ত ও গুহ ঠাকুরতা ভাল খেলেন। বিশেষভাবে শেষার্দ্ধে দাসগুপ্তের বল লইয়া দুইবার দৌড়ান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

বিজিত দলের রক্ষণভাগে খাটিয়া খেলেন চন্দন সিং ও মহাবীর। আক্রমণভাগে ভেঙ্কটেশ, আপপারাও, আহমেদ ও নন্দী মোটামুটি ভাল খেলেন। আহমেদ ও আপপারাও কয়েকবার নিজ নিজ চাতুর্য্য প্রদর্শনে দর্শকদের তৃপ্তি দেন।

খেলার বিবরণ

খেলার শুরুতে এ, আই, এফ, এফ দল কিছুক্ষণ বিপক্ষ দলকে চাপিয়া ধরে। নবম মিনিটে মেওয়ালালের একটি শট ঘটক মুষ্টি দিয়া প্রতিহত করেন। পরক্ষণেই দাসগুপ্তের সেন্টার হইতে গুহঠাকুরতার শট বারের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আই এফ একাদশ আক্রমণধারা রচনা করে। নন্দীর পাস হইতে ভেঙ্কটেশ শট করিলে বল গোলের পোস্টের বাহির দিয়া চলিয়া যায়।

আঠার মিনিটের সময় বিপক্ষ দলের প্রতিহত বলের প্রচেষ্টায় চন্দন ব্যানার্জী বলবাজের সহিত সংঘর্ষে আহত হন। মিনিট খানেক বিরতির পর তিনি ফিরিয়া আসিলে আবার খেলা শুরু হয়। কয়েক মিনিট বাদে গুহঠাকুরতার নিকট হইতে বল পাইয়া ... মেওয়ালাল শট করেন কিন্তু ঘটক তাহা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ধরিয়া ফেলেন। দুই মিনিট বাদে সাত্তারের একটি শট ঘটক ডাইভ করিয়া কর্ণারে ঠেলিয়া দেন। বাবু কর্ণার শট করেন এবং মেওয়ালাল হেড করিলে ঘটক তাহাও আটকান।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে খেলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। আহমেদের একটি শট ব্যানার্জী আটকাইয়া বলটি কর্ণারে ঠেলিয়া দেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ষষ্ঠ মিনিটের সময় আহমেদ ও আপ্পারাও চমৎকার আক্রমণ ধারা রচনা করেন। আপপারাও এর পাস হইতে আহমেদ মাটি ঘেঁসিয়া চমৎকার শট করেন, কিন্তু ব্যানার্জীর ক্ষিপ্রতাকে ভেদ করিতে পারে না। পর মুহূর্ত্তেই আবার আহমেদের নিকট হইতে বল পাইয়া নন্দী আবার আমেদকে পাস করেন। কিন্তু আহমেদের এবারের শটও বেশ দূর দিয়া চলিয়া যায়। চৌদ্দ মিনিটের সময় লতিফ মেওয়ালালকে ফাউল করিলে সান্না সোজা গোলে শট করেন; কিন্তু ঘটক চমৎকারভাবে সেই তীব্র শট প্রতিহত করেন। ভেঙ্কটেশের কর্ণার হইতে মহাবীর সুন্দর শট করেন কিন্তু ব্যানার্জীকে পরাভূত করিতে সক্ষম হন না। আপপারাও সেন্টার হইতে বিপক্ষদলকে কাটাইয়া বিপক্ষ গোলে শট করেন কিন্তু ব্যানার্জী তাহাও আটকান। খেলা শেষ হইবার মাত্র তিন মিনিট আগে বকম দাসগুপ্তকে ফাউল করেন। বদি যে ফ্রীকিক করিলে মেওয়ালাল গোটবল পাইয়া গোলের খুব নিকট হইতে শট করিয়া ঘটককে পরাভূত করেন এবং জয় নির্দ্ধারক গোল করেন ১-০

খেলার শেষে ডাঃ এস, কে গুপ্ত উভয় দলের খেলোয়াড়দের একটি করিয়া স্বর্ণ। কলম পুরস্কার দেন।

আই, এফ, এ, ঘটক, এ নাগ ও বকম, লতিফ, চন্দন সিং, মহাবীর, ভেঙ্কটেশ, আপপারাও, নবাব, আহমেদ ও এস নন্দী।

এ, আই, এফ, এফ - সি, ব্যানার্জী, পি, বড়ুয়া ও সান্না, রতন সেন, মোহিনী ব্যানার্জি ও রবি দে, বাবু, গুহঠাকুরতা, মেওয়ালাল, সাত্তার ও এ, দাসগুপ্ত।

২৫শে অক্টোবর বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাঃ৫ই অক্টোবর বর্ত্তমান পার্লামেন্টের আয়ু শেষ

যুদ্ধবাজ চার্চিলের সহিত ডেলী ওয়ার্কারের সম্পাদকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

লণ্ডন, ১৯শে সেপ্টেম্বর আজ রাত্রে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৫শে অক্টোবর বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। আগামী ৫ই অক্টোবর পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং ৪ঠা অক্টোবর লর্ডসভা ও কমন্স সভার যুক্ত অধিবেশন হইবে। নূতন পার্লামেন্ট ৩১শে অক্টোবর আহূত হইবে এবং রাজা ৬ই নভেম্বর নূতন পার্লামেন্টের উদ্বোধন করিবেন। বর্ত্তমান পার্লামেন্টে লেবার পার্টির মাত্র ৫জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

এবার রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চিলের সহিত 'ডেলী ওয়ার্কারের' সম্পাদক মিঃ জে, আর, ক্যাম্বেল উডফোর্ড নির্বাচক মণ্ডলীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

পার্টির সহকারী সভাপতি রজনীপাম দত্ত লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে রক্ষণশীল সদস্য ডাঃ হেনরী ব্রুকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

পুস্তিকায় লেবার পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে আরও বিপদ গোপন রাখার অভিযোগ আনা হইয়াছে। পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, আসল বিপদ হইতেছে মার্কিণ দেশগুলির দারিদ্র্য এবং অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা।

— পি, টি, রয়টার

বিভাগপন্থীদের নির্ব্বাচনী প্রচার শুরু

...

নেপাল কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

...

অন্ধ্র প্রদেশ গঠন

শীঘ্রই সে সম্বন্ধে ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লী, ১৯শে সেপ্টেম্বর — আজ জানা গিয়াছে যে, অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্পর্কে শীঘ্রই এক ঘোষণা করা হইবে।

গত কয়েকদিন কতিপয় অন্ধ্রনেতা শ্রীনেহরু ও রাজাগোপালাচারীর সাথে সাক্ষাৎ করার পর বলেন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সম্মতি পাইলেই উভয়ে বিষয়টি মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক।

তামিলনাদ ও কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগণ প্রধান মন্ত্রীকে নূতন প্রদেশ গঠনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে অন্ধ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। তামিলনাদ ও কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় সরকার তদুপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। — পি, টি

বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব

বৃহস্পতিবারের জনসমাবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রমিকদের দাবিদাওয়া এডজুডিকেশনে প্রেরিত

বোম্বাই, ২০শে সেপ্টেম্বর আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য বোম্বাই-এর ২৫ হাজার মেথর ও ঝাড়ুদার আজ এক জনসমাবেশে মিলিত হইবেন। গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের দাবিগুলি এডজুডিকেশনে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কামগড় সংঘ, বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল সার্ভেণ্টস্ ইউনিয়ন এবং বোম্বাই সুইপার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে।

যুক্ত কর্মপরিষদের মুখপাত্র শ্রী জে, ডি, সানে আজ সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বলেন যে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে তিনটি ইউনিয়নের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টিপাত না করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজেদের মত অনুসারে শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার বিষয় এডজুডিকেশনে পেশ করিয়াছে।

গতকাল প্রকাশিত এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, তাহারা মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের ২৬টি দাবি এডজুডিকেশনে পেশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাকী দাবিগুলি অযৌক্তিক ও অসৌক্তিক।

পি, টি, আই

রেশনে চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সস্তা কাপড়ের জন্য আওয়াজ তুলুন

- জমিদার-জোতদারদের মজুদ ধান-চাউল উদ্ধার কর
- বন্ধু চীনের শর্তহীন সস্তা চাউল আমদানী কর
- গ্রামাঞ্চলের ঘাটতি এলাকায় পুরা রেশনিং চালু কর
- দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারীর জন্য উপযুক্ত রিলিফের ব্যবস্থা চাই
- চোরাবাজারী কণ্ট্রোলদের পরিবর্তে সস্তাদরে কাপড় চাই
- খাদ্য-বস্ত্র আন্দোলনের জন্য ধৃত সকল রাজবন্দীর মুক্তি-চাই
- জনগণের খাদ্য-বস্ত্র কমিটি মারফৎ কংগ্রেসী সরকারের দুর্ভিক্ষনীতি পরাস্ত কর

২২শে সেপ্টেম্বর শনিবার ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে বিরাট সমাবেশে যোগ দিন

কোচবিহার তদন্ত

নির্দেশ ছাড়াই পুলিস সুপার গুলী বর্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন

ডি-সি'র সাক্ষ্য ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার

[স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর কোচবিহার গুলিচালনা তদন্তে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে আজ কোচবিহারের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীএইচ, এ রায় বলেন যে, ভুখ-মিছিলের উপর গুলিচালনার আদেশ তিনি দেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশ ছাড়াই পুলিস সুপার উক্ত আদেশ দিয়াছিলেন। বিচারপতির এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বরং স্বীকার করেন যে, ঘটনার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল।

শ্রীযুক্ত রায়ের কৌঁসুলী শ্রীঅরুণ মুখার্জি আজ তাঁহার জেরা শেষ করেন।

শ্রীযুক্ত মুখার্জীর জেরার উত্তরে সাক্ষী জানান যে, গত ১৩ই জানুয়ারী জেলা অফিসারদের এক সম্মেলনে ধান সংগ্রহের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে সেই পরিমাণ সংগ্রহ করা যায় নাই। তাহা সত্ত্বেও সংগ্রহ নিষ্ফল হইয়াছে, তিনি এরূপ মনে করেন না।

সাক্ষী বলেন, ডাইরেক্টর অব রেশনিং কোচবিহারে এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, গরীব চাষীদের নিকট হইতে জোর করিয়া যাহার কাছেই ধান মজুত আছে, তাহার নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

তিনি বলেন, সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের মনোভাব বিরূপ ছিল।

কোচবিহারে ২১শে, এপ্রিল ভুখ মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল। সাক্ষী বলেন যে ২০শে এপ্রিল তিনি খাদ্য দপ্তর হইতে কোচবিহারের 'শহর ও গ্রামের 'খ' শ্রেণীর লোকদের জন্য সংশোধিত রেশন চাল করার নির্দেশ পান।

পুনরায় সাক্ষী জানান যে এপ্রিল মাস হইতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোচবিহারে গোলযোগ লাগিয়াই ছিল। খাদ্য শাসন ব্যবস্থা কার্য্যত অচল হইয়াছিল।

১৯শে ২০শে এপ্রিল যে ভুখ মিছিল আসিয়াছিল, তাহার বিবরণ ...

পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিল

বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারা গৃহীত

নয়াদিল্লী, ২০শে সেপ্টেম্বর, আজ পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিলের ... নং ধারা গৃহীত হইয়াছে। এই ধারাটি বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারা। আইন সচিব ডাঃ বি, আর আম্বেদকর সমালোচনার উত্তরে বলেন যে, হিন্দু সমাজকে যদি আগাইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে এই আইনের একান্ত প্রয়োজন। ... হিন্দু সমাজের বিবাহের আদর্শ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্বাধীনতা ... নয়। স্বামী যতই খারাপ হউক না কেন, নারীর কোন অবস্থাতেই তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের অধিকার নাই। শাসনতন্ত্রের আদর্শ পূরণ করিবার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা পুনর্বত্তনের প্রয়োজন।

আইন সচিব রাম সীতার কাহিনী সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করিলে পার্লামেন্টে দারুণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য বলেন যে, হিন্দু আইনের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইলে সমাজের নৈতিক কাঠামোই ধ্বংস হইবে।

...

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরোধিতা

...

কংগ্রেসী দলের মধ্যে আপোষ

...

মহিলা সম্মেলনের দাবি

...

সরকারী ইচ্ছা

...

ভারতের প্রতি মার্কিন 'অনুগ্রহ'

নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লী, ১৯শে সেপ্টেম্বর – ভারত সরকার ও মার্কিন সরকারের মধ্যে বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এ চুক্তি অনুসারে ভারতের নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সমূহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবে।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত চতুর্থ দফা সাধারণ চুক্তি অনুসারে ঐ সাহায্য প্রদান করা হইবে। মার্কিন ব্যুরো অব রিক্লামেশনের মারফতই ঐ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল তথ্যাবলী পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরীক্ষা এবং বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শদানই হইবে ঐ সাহায্যের প্রধান অঙ্গ। চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার বিভিন্ন তথ্য ও সমস্যা সহ তাঁহাদের নিজেদের ইনজিনীয়ারদের ব্যুরো অব রিক্লামেশন পাঠাইতে পারেন।

ব্যুরো যন্ত্রপাতি ও পরামর্শ দ্বারা ঐ সকল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবেন। ...

উক্ত চুক্তিতে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী শ্রীএ, এন, খোসলা। মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করেন মার্কিন দূতাবাসের উপদেষ্টা মিঃ বদেভ ডি, পরিয়ার। মার্কিনবার্তা

এলেনবেরীর শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে জনসভা

কংগ্রেসী সরকারের জনবিরোধী দুর্নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন

'স্বাধীনতার রিপোর্টার'

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর—এলেনবেরীর ৩০০শত ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগের দাবিতে এবং সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির তীব্র বিরুদ্ধতা করিয়া আজ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার হাজরা পার্কে দক্ষিণ কলিকাতা কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ... প্রফুল্ল ...

সভাপতি ডাঃ ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, এই সরকারের পরিবর্তন না করিলে কোন সমস্যার সমাধান নাই, এ সরকার পুঁজিপতি দোস্ত এবং তাহাদেরই স্বার্থরক্ষা করে,

সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নকে শক্তিশালী হইয়া জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, এবং জনসাধারণকে এই মনে স্থির করিতে হইবে যে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে এই শ্রমিক কৃষক জনসাধারণ বিরোধী কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত না করিলেই নয়, যেজন্য বামপন্থী প্রতিনিধিরা যাহাতে জয়লাভ করিয়া জনগণের নিজস্ব সরকার কায়েম করেন তাহার জন্য জনগণকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। ...

বিপ্লবী বিপ্লবী কিষাণ পার্টির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ জোয়ারদার এলেনবেরীর শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে বলেন যে যেদিন কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান চিরতরে ঘটানো যাইবে, সেই দিনই এই ধরণের মালিক ও সরকারী জুলুমের প্রকৃত জবাব দেওয়া হইবে। ... শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, ... শ্রীমনি চক্রবর্তী, ... শ্রীচিত্ত সরকার, ... শ্রীহেমেন মজুমদার প্রভৃতি শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা করেন। সভায় একটি প্রস্তাবে পেট ... এলেনবেরী কারখানার ৩০০ শত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং ... কলিকাতা নাগরিকদের পক্ষ হইতে তাহাদের পুনর্বহাল দাবি করিয়া এবং সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব ...

পশ্চিম বঙ্গ আইন-সভা

১ম পৃষ্ঠার পর

উপভোগ করিতে ও জনাব মুরশিদকে "বসুন", "বসুন" বলিয়া উৎসাহিত করিতে দেখা যায়।

আজ বিরোধী দলের পক্ষে শ্রীমন্মথ নাথ ব্যানার্জী, শিবনাথ ব্যানার্জীও বিলটির তীব্র বিরোধীতা করিয়া বক্তৃতা করেন।

স্পীকার সিডিউলএর উপর সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে বিরোধী দলের সদস্যগণ ইহার বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। কিন্তু স্পীকার তাহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

অতঃপর ধারাগুলি নিয়া আলোচনা হইলে দ্বিতীয় আলোচনার সময় বিরোধীদল তিনবার ডিভিশন দাবি করেন। প্রথমবার ৪৭-১৩ ভোটে এবং দ্বিতীয়বার ৪৬-১২ এবং তৃতীয়বার ৪৬-১২ ভোটে উহা অগ্রাহ্য হয়।

অধিবেশন আগামী কাল পর্য্যন্ত মুলতুবী করার আগে স্পীকার সমস্ত সদস্যকে সংযত এবং শান্ত ভাবে ভবিষ্যতের আলোচনা চালাইবার জন্য আবেদন জানান। অতঃপর আগামী কাল বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী থাকে।

আজ কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ ... দর্শকদের গ্যালারী হইতে সারাক্ষণ পরিষদের আলোচনা ও বিতর্ক শোনেন।

কলিকাতায় ছাত্র-ধর্ম্মঘট

১ম পৃষ্ঠার পর

করেন। উত্তর কলিকাতার কেশব একাডেমী, কমলা বিদ্যালয়, তারকনাথ ইনষ্টিটিউট ও দক্ষিণ কলিকাতার সাউথ পয়েণ্ট, ভেজ্জা, দেশপ্রাণ প্রভৃতি স্কুলগুলি পূর্ণ ধর্মঘট করে। দমদম মতিঝিল কলেজ ও কুমার আশুতোষ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করেন। স্কুল ছাত্রদের একটি ছোট মিছিল দমদম হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার অবধি আসে। সাদবপুর সন্নিহিত বাসুদাহা ও নাগা মটীন এই দুইটি বাসুদাহা স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়া এক সভা করেন, মুরলীধর কলেজের ছাত্রীরা কলেজের অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি উপস্থিত করেন।

৩য় কলমের পর

এই সব ঘটিবে তাহা তিনি আশঙ্কাই করেন নাই।

বিচারপতি এ কথা কি সত্য যে, গুলীচালনা যাহাতে বন্ধ করিতে পারেন এইরূপ ... হাতে ... ঘটনাস্থলে ...

সাক্ষী গুলীচালনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার সেখানে আগে অথবা পরে যাওয়ায় কিছু আসিয়া যাইত বলিয়া আমার মনে হয় না।

বিচারপতি– আপনি বলিয়াছেন যে, এস, পি'কে আপনি বিপন্ন দেখিয়াছেন। অবস্থাবনাবির আপনার নিজের হাতে গ্রহণ করার উহাই কি যথেষ্ট কারণ ছিল না।

সাক্ষী হাঁ, আমি তাহার জন্য উপস্থিত ছিলাম।

বিচারপতি—কিন্তু অবস্থার দায়িত্ব কি আপনার হাতেই ছিল।

সাক্ষী আমি বলিব যে ছিল।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীবি সি সেন অতঃপর সাক্ষীকে জেরা করেন। তাহার জেরা শেষ না হইতেই আদালতের কাজ শেষ হয়।

পূজার চাঁদা লইয়া দুই দলে বিরোধ

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর এখান হইতে ২৫ মাইল দূরে এক চা বাগানে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। কয়েক জন মহিলাসহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জানা গেল প্রায় ৬ জন আহত হইয়াছে। পূজার চাঁদা আদায় লইয়া এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। পি, টি, আই

সম্পাদক - শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ... কর্তৃক ... প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ... প্রকাশিত

Telegram : Mazdurchari : Calcutta.
Press Tele : Daily Swadhinata : Calcutta.

বিমানডাকে অতিরিক্ত দুই পয়সা

Regd. No. C. 3969 [Phone—P. K. 1068

Just out ! Just out !
Zamoskhin's "The Popular Aspect of Soviet Art."
National Book Agency Ltd,
12, Baukim Chattarjee Street,
Calcutta—12

স্বাধীনতা
SWADHINATA

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—জ্যোতি বসু, এম-এল-এ

নব পর্যায়—২য় বর্ষ ৮২তম সংখ্যা (সপ্তম বর্ষ—১২১তম সংখ্যা) : কলিকাতা—১লা মে '৫২ : বৃহস্পতিবার, ১৮ই বৈশাখ '৫৯ : Calcutta 1st. May '52 : মফঃস্বল—২রা মে '৫২ : শুক্রবার, ১৯শে বৈশাখ '৫৯ মূল্য—{ ভারতে—ভারতীয় মুদ্রায় : দুই পয়সা; পাকিস্তানে—পাকিস্তানী মুদ্রায় : দুই পয়সা

নববর্ষের উজ্জ্বল আলোতে "জনতার মুক্তি পথ" হোক—আলোকিত, আগামী দিনগুলির উজ্জ্বল আলোকে।
আধুনিক পরিচ্ছদের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও সকলপ্রকার জুতার জন্য
"জনতা ষ্টোর্স"
৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অস্ত্র অর্পণের শর্ত
কমিউনিষ্ট নেতা মকদুম মহিউদ্দীনের বিবৃতি

হায়দরাবাদ, ৩০শে এপ্রিল—কমিউনিস্ট নেতা মকদুম মহিউদ্দীন আজ এখানে বলেন যে, কমিউনিস্টরা অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিতে প্রস্তুত; তবে গভর্ণমেন্টকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, ইহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এবং আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হইবে।

কমিউনিস্টদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিতে বলিয়া হায়দরাবাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার জবাবেই মকদুম মহিউদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন যে, কমিউনিস্টরা সংগ্রাম প্রত্যাহার করিবার পর হইতে রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। উহার পর রাজ্যে কোন হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হয় নাই। বরং শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, এইরূপ উদাহরণ তাঁহাদের নিকট আছে। —পি, টি, আই

দাসপাড়া ক্যাম্প

বাস্তুহারাদের সত্যাগ্রহ : গেটে পুলিস মোতায়েন

গতকাল উলটাডাঙ্গা দাসপাড়া বাস্তুহারা ক্যাম্পের চারশত জন মহিলা সরকারী ক্যাশডোল বন্ধ করার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করেন।

এ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ করিবার জন্য বাস্তুহারাদের এক প্রতিনিধিদল ... হাউসে শ্রীকে, কে, রায়ের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি কোনরূপ প্রতিশ্রুতি তো দেনই না এবং প্রতিনিধি দলকে ... করিয়া বিদায় করিয়া দেন। উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় আড়াই মাস এই ক্যাম্পের মধ্যে বাস্তুহারা পরিবারের ক্যাশ ডোল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ক্যাম্প তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত

আগামী ২রা মে এই ক্যাম্পটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। পূর্ব্বে এই ক্যাম্পটিতে যে আড়াই হাজার বাস্তুহারা ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধেককে ইতিমধ্যেই অন্যত্র পাঠান হইয়াছে। বাকিদেরও ২রা মে রাণাঘাটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। বাস্তুহারারা রাণাঘাটে যাওয়ার পরিবর্তে পুনর্ব্বসতি দাবি করিতেছেন।

গত মঙ্গলবার হইতেই বাস্তুহারাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিবার জন্য ক্যাম্পের সামনে এক পুলিসবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।

মার্কিন ইস্পাত শিল্পে ধর্ম্মঘট
ফেডারেল কোর্ট কর্তৃক সরকারী পরিচালনা বিধিবহির্ভূত ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

ওয়াশিংটন, ৩০শে এপ্রিল—আমেরিকার ওহাইও রাষ্ট্রের ক্লীভল্যাণ্ডের পিটস্‌বার্গে বৃহৎ ইস্পাত কারখানার ৭০ হাজার শ্রমিক আজ ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসেন।

নিজেদের দাবি অনুযায়ী ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি ব্যতিরেকে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধিতে ইস্পাত শিল্পপতিরা নারাজ হওয়ায় ধর্ম্মঘট আসন্ন হইয়া উঠিলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের আদেশে ইস্পাত শিল্পে যে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, তাহাকে আজ মার্কিন ফেডারেল কোর্ট হইতে বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিবার ফলে মার্কিন ইস্পাত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিলিপ মারে বলেন যে, ধর্ম্মঘট ছাড়া গত্যন্তর নাই, এবং সরকারী পরিকল্পনা কায়েম হইবার পূর্ব্বেকার 'ব্যবস্থা' ফিরাইয়া আনিবার জন্য কোর্টের আদেশ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মঘট হইয়া যায়। —পি, টি, আর

কুকবণ্ডে ট্রাইব্যুনাল
মূল তিনটি দাবিই বাদ দেওয়া হইল

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—সুদীর্ঘ দেড় মাস টালবাহানার পর কুকবণ্ড শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার উপর ট্রাইব্যুনাল বসাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের মূল তিনটি দাবিই ট্রাইব্যুনালের বিচার্য্য দাবি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সেই ৩টি দাবি হইল : ১। ১৯৪৯ সালে যে সমস্ত ইউনিয়ন নেতাদের ছাঁটাই করা হইয়াছিল তাহাদের পুনর্নিয়োগের প্রশ্ন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। ২। নির্দ্দিষ্ট রেট তুলিয়া দিয়া ...

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক মে-দিবস উপলক্ষে আগামী ১লা মে তারিখে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকিবে। এই কারণে ২রা মে কলিকাতায় ও ৩রা মে মফঃস্বলে 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হইবে না।

—সম্পাদকমণ্ডলী

জলদস্যুদের বিপদ
কোরিয়ার শক্তিশালী উপকূল রক্ষাব্যবস্থা

লণ্ডন, ২৯শে এপ্রিল—কমনওয়েলথ ... মাসে বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার গত সপ্তাহে কোরিয়ার পূর্ব্বউপকূলে সংযম এলাকায় জনগণতন্ত্রী কোরিয়ার উপকূলস্থ কামানের গোলায় আহত হয়। দুই জন নাবিক নিহত হয়।

বৃটিশ নৌ-বাহিনীর দপ্তর হইতে এই সংবাদ দিয়া বলা হইয়াছে যে, জনগণতন্ত্রী কোরিয়া উপকূল রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

২৮শে এপ্রিল মার্কিন সামরিক সদর ঘাঁটি হইতে বলা হয় যে, জনগণতন্ত্রী কোরিয়া খাদ্য ও বস্ত্রাদিতে ৫০—৫১ সালের ঘাটতি মিটাইয়া বে-সামরিক জনগণের জন্য বেশিও আছে। —পি, টি, আর

ভারতীয় প্রতিনিধি দল পিকিং-এ
এশিয়ায় শান্তির সহায়ক : অভ্যর্থনার ঘোষণা

বৃহৎ, ২৯শে এপ্রিল—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় চীনের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী চাং হান ফু বলেন যে, চীন-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের এই আগমন সারা এশিয়া ও সারা দুনিয়ার শান্তি রক্ষার্থে বিশেষ সহায়ক হইবে।

পিকিং-এ পৌঁছিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন যে, পারস্পরিক বুঝাপড়া ও বন্ধুত্ব কামনা নিয়াই প্রতিনিধিদলের এই সফর।

২৯শে এপ্রিল পিকিং-এ শ্রীযুক্তা পণ্ডিত যে-বিবৃতি দেন, নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত সেই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইতিহাসের সূচনায় চীন ভ্রমণের ফলে যেরূপ ফল ফলিয়াছিল এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সফরও অনুরূপ কার্যকারী হইতে পারে। বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন যে, চীন ও ভারত যে ভাবে হাজার হাজার বছর ধরিয়া শান্তিতে রহিয়াছে, অন্য কোন পরস্পর প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে সমগ্র ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। —পি, টি, আই

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

কাটোয়া, ২৯শে এপ্রিল—২৮শে এপ্রিল রাত্রে কাটোয়া শহরের ... পাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র চন্দ্র নামক একজন দুঃস্থ মধ্যবিত্ত অভাবের তাড়নায় গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। —সংবাদদাতা

মাস-মাহিনার রীতি চালু করা অথবা রেট এমন ভাবে পরিবর্তন করা হউক যাহাতে শ্রমিকদের নিম্নতম দৈনিক আয় ... হয়। ৩। ইউনিয়নকে স্বীকার করা। এই সম্পর্কে কুকবণ্ড মজদুর ইউনিয়নের অফিস সম্পাদক শান্তি ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন : দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, বর্ত্তমান সরকারের শ্রমদপ্তর মালিকদের তোষণ করিতেই ব্যস্ত। শ্রমিকদের দাবি ঠিক সময়ে মানো সত্ত্বেও তাহারা মালিককে যুক্ত আলোচনায় বাধ্য করাইতে পারেন নাই।

শ্রমিকদের চাপে মালিক আলোচনায় রাজী হয়, কিন্তু কোন দাবি মানিতে অস্বীকার করে। তখনই আমরা ট্রাইব্যুনাল বসাইবার দাবি করি। কিন্তু সেই ট্রাইব্যুনাল বসাইতে অযথা দেরী করা হয়। যে সমস্ত দাবি আমরা মনে করি ট্রাইব্যুনাল মারফৎ সুবিচার পাইতে পারে সেই সমস্ত দাবিকেই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা মনে করি মালিকের সুবিধার জন্যই এই দাবিগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। —সংবাদদাতা

খাদ্য সংকট নহে !

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোট মারফৎ জানাইয়াছেন যে, চাউলের ষ্টক অত্যন্ত কম এবং উহা বাড়ানো সম্ভব নহে কিন্তু গম যথেষ্ট আছে। অতএব বর্ত্তমান অবস্থাকে খাদ্য সংকট বলা চলে না।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্ব্বদলীয় সভা ডাকুন
মুখ্য মন্ত্রীর নিকট কমিউনিষ্ট সদস্যদের অনুরোধ

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—কমরেড রণেন সেন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের অন্যান্য কমিউনিস্ট সদস্যরা পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে সমস্ত নির্ব্বাচিত এম, এল, এ ও এম, পি-দের লইয়া এক সর্ব্বদলীয় সভা আহ্বান করিয়া রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি বিবৃত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, হাড়োয়া-সন্দেশখালি হাসনাবাদ, প্রভৃতি স্থান হইতে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বার্লিনে ফরাসী বিমান ছুশিয়ারি অমান্য করিয়াছিল
সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষের ঘোষণা

প্যারিস, ৩০শে এপ্রিল—বার্লিনে সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, ...

যুদ্ধ-বন্দী ও যুদ্ধ-বিরতি পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কে উদ্ধত মার্কিন প্রস্তাব
খাস মার্কিন শর্ত্তেই কোরিয়া সমস্যার "সমাধান" দাবি

ওয়াশিংটন, ৩০শে এপ্রিল—কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে রয়টার জানিতে পারিয়াছেন যে, কোরিয়া চীনা পক্ষ শতকরা মাত্র ৬০ জন যুদ্ধ-বন্দী ফেরৎ নিতে রাজী হইলে মার্কিন পক্ষ যুদ্ধবিরতিকালে উত্তর কোরিয়ায় বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞার জিদ ছাড়িতে পারেন।

যুদ্ধবিরতি পর্য্যবেক্ষক দলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিংবা মার্কিন মনোনীত অন্য যে-কোন রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে রাজী হইলে তবে মার্কিন পক্ষ সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মতি দিবেন।

এই তিনটি বিষয়ে মতবিরোধের ফলেই কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি আলোচনা অচল অবস্থায় আসিয়া পড়ে।

ইহাকেই মার্কিন পক্ষ হইতে "সামগ্রিক সমাধানের" পন্থা বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে।

কোরিয়া-চীনা পক্ষ জানাইয়াছেন যে, বেসামরিক বন্দীদের সম্পর্কে "স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্ত্তনের" কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু সৈনিক বন্দীদের প্রত্যেককেই ফেরৎ দিতে হইবে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পিকিং রেডিও হইতে সম্প্রতি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া বহু বন্দীর গায়ে 'ফিরিতে চাহি না' উল্কি বসাইয়া দিয়াছে।)

যুদ্ধ বিরতি পর্য্যবেক্ষক কমিশনে মার্কিন পক্ষের মনোনীত নাম জানাইয়া তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। ইহা গৃহীত হইলে কমিশনের নাম হইতে "নিরপেক্ষ" কথাটি বাদ যাইবে। পি, টি, আর

সুদানে সাধারণ ধর্ম্মঘট
শ্রমিকনেতাদের মুক্তির দাবি

খার্তুম, ৩০শে এপ্রিল—শ্রমিকনেতাদের মুক্তির দাবিতে গতকাল সুদানে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যাপক সাধারণ ধর্ম্মঘট শুরু হয়।

পুলিস জনতার উপর গ্যাস ছাড়িয়া ... তিনটি মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ৬ জন আহত হয়; গ্রেপ্তার হয় ৭৫ জন।

সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে, ১লা মে'র মধ্যে কাজে যোগ না দিলে সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হইবে।

সুদান শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতি 'বণ্ড' দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাদের যে-গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহারই প্রতিবাদে এই ধর্ম্মঘট।

ধর্ম্মঘটকে 'বেআইনী' বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে, ১লা মের মধ্যে যে সব সরকারী কর্মচারী কাজে ফিরিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। —পি, টি, আর

শিয়ালদহ বিভাগ
পূর্ব্বজোনে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—শিয়ালদহ ডিভিশনকে উত্তর-পূর্ব্ব জোন হইতে সরাইয়া আনিয়া পূর্ব্ব জোনে স্থানান্তরিত করার রেলমন্ত্রী দপ্তরের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রেল শ্রমিক কর্মচারীদের সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রীকিরণ চৌধুরী এক বিবৃতিতে সমগ্র বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কমিটিতে দিবার জন্য পুনর্ব্বার দাবি করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, উত্তরবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং কলিকাতা অঞ্চলের মধ্যে যাহাতে বিনা বাধায় পাট, চা, তামাক, কাঠ ও খাদ্যদ্রব্য, লৌহ, কয়লা, ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে আনা-যাওয়া করিতে পারে, তাহার জন্য সমগ্র রেলপথটি একটি পরিচালনাধীনে রাখিবার উদ্দেশ্যে ...

প্রতিবাদ সভা

শিয়ালদহ ডিভিশনের পূর্ব্ব জোনের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে ও গোরক্ষপুরের রেল শ্রমিকদের উপর গুলিচালনার প্রতিবাদে আজ ১লা মে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বৈঠকখানা রেলইনষ্টিটিউট ময়দানে সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

ভাগ্যবান !
(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পার্সোনাল এ্যাসিস্টেণ্ট শ্রীসৌরেন সেনকে অতি শীঘ্রই বহু বড় পদে প্রমোশন দিয়া একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইবে।

শ্রী সেন খুব শীঘ্রই রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে বহাল হইবেন। ... তিনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের পার্সোনাল এ্যাসিস্টাণ্ট হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং গত চার বৎসর 'ফ্রভিডেন্ট' ... কাজ করিয়াছেন। ... শ্রীযুক্ত সেন এখানে প্রায় ৫০ জন সিনিয়র সি, সি, এস, অফিসারকে ডিঙ্গাইয়া এক লাফে ডেপুটি সেক্রেটারীর উচ্চপদটি পাইয়াছেন।

এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যপালের দপ্তরে একজন সেক্রেটারী ও একজন ডেপুটি সেক্রেটারী আছেন।

পাঠক ও গ্রাহকদের প্রতি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আগামীকল্য ১লা মে বৃহস্পতিবার হইতে বিমান ডাকে প্রতি কপি 'স্বাধীনতা'র মূল্য দুই পয়সা বৃদ্ধি করা হইল।

—প্রচার বিভাগ
"স্বাধীনতা"

রেলকর্ম্মচারীদের সংগ্রাম
লালঝাণ্ডা শ্রমিক নেতার অভিমত

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—রেলওয়ে পুনর্বিভাগে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বর্দ্ধিত কার্য্যকরী কমিটির বিশদ আলোচনা হইয়াছে। প্রকাশ, ৭ই মে'র ঘোষিত ধর্ম্মঘটের কার্যক্রম লইয়াই এই আলোচনা হয়। ...

লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের জনৈক রেল শ্রমিক নেতার সঙ্গে 'স্বাধীনতা' প্রতিনিধির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একথা যখন নিশ্চিত সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা চূড়ান্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং 'কোন কর্মচারী ছাঁটাই হইবে না' এবং 'কাহাকেও অনিচ্ছায় বদলি করা হইবে না' প্রভৃতি মিঃ আয়েঙ্গারের আশ্বাস তাঁহারা কোনক্রমেই বোঝা ...

মে-দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন

অদ্য সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির অফিসে (৬৪-এ লোয়ার সার্কুলার রোড) 'মে-দিবস' উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হইবে। পার্টি সভ্য ও দরদীদের ...

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

... ব্যতীত অন্য কোনভাবে মিটে অক্ষম, তখনই সংগ্রাম ব্যতীত কোন পথই তাঁহাদের সম্মুখে খোলা নাই। ... পুনর্বিভাগের নামে কর্মচারীদের উপর এই হামলায় প্রত্যেকটি সৎ মানুষ ক্ষুব্ধ হইবেন এবং তাঁহাদের সংগ্রামে সমর্থন করিবেন।

রেল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের পার্শ্বে দাঁড়ানো শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থে। একই রেলওয়ে বোর্ডের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজনও তাঁহারা বোঝেন। কিন্তু মিঃ আয়েঙ্গারের আশ্বাস যে প্রকৃতই ধোঁকাবাজি এবং প্রকৃত যে কলিকাতা বনাম গোরক্ষপুরের মত নিছক প্রাদেশিক প্রশ্নই নহে, একথা শ্রমিকদের সর্বতোভাবে জানা দরকার। লালঝাণ্ডার প্রতিনিধি বলেন, এখনো সময় আছে শ্রমিকদের কাছে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাদের প্রশ্নগুলি বুঝিতে হইবে এবং তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় স্থির না করা পর্য্যন্ত কোন নেতৃত্ব তাঁহাদের ঘাড়ে ধর্ম্মঘটের বোঝা চাপাইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রমিকদের দাম না দিয়া তাঁহাদের উপর কোন ...

(৪-এর পাতায় দেখুন)

সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী সাফাইর প্রতিবাদ
২৪ পরগনা জেলা কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে ২৪ পরগনা জেলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্ত্তী (পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যা), শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায় এম, এল, এ, শ্রীরাসবিহারী ঘোষ সম্পাদক, ২৪ পরগনা জেলা কৃষক সমিতি, শ্রীহেমন্ত ঘোষাল এম, এল, এ, সম্পাদক ২৪ পরগনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সরকারী বিবৃতির সমালোচনা করিয়া তাঁহারা বলেন, প্রায় একমাস পূর্ব্বে ২৪ পরগনার বামপন্থী এম, এল, এ গণ ও কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার এবং কৃষক সমিতির এক যুক্ত প্রতিনিধিদল সরকারকে সন্দেশখালি, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, ক্যানিং থানার বিস্তৃত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে জানাইয়া অবিলম্বে রিলিফ প্রভৃতি পাঠানোর দাবি করেন, কিন্তু সরকার কিছুই করেন নাই।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গয়া জেলায় দুই সহস্রাধিক কৃষকের ভুখ মিছিল
দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য এস, ডি, ও'র নিকট দাবি পেশ

নওয়াদা (গয়া), ২৯শে এপ্রিল—গতকাল নওয়াদা মহকুমার পাখরি-বরওয়াম ও ওয়ারশালিগঞ্জ থানার দুই সহস্রাধিক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষক এখানে ভুখ মিছিল করেন। শোভাযাত্রীরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করেন এবং "রুটি, রুজি, বস্ত্র দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও," "দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য কর," "খালের জলের খাজনা মকুব কর" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকেন। সংযুক্ত ...

(৪-এর পাতায় দেখুন)

= এবারের মে-দিবস =

ছাঁটাই ও বেকারির বিরুদ্ধে : স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য : সোবিয়েৎ ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের দাবিতে : যুদ্ধবাজদের খতম করার জন্য

আজ ১লা মে বিকাল ৫টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে বিরাট শোভাযাত্রা	সপ্তাহব্যাপী সকল এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রা	৩রা মে মনুমেণ্টের নিচে জনসমাবেশ

Our May Day Selection of Marxist Classics.

	Rs.As.P.
V. I. Lenin's Selected Works Vol I Part I	1-14-0
Marx-Engels-Marxism	1-14-0
The History of the C.P.S.U. (B)	1- 2-0
What is to be done ?	0-12-0
The State & Revolution	0- 9-0
"Left-Wing" Communism, an infantile disorder	0- 9-0
One Step Forward, Two Steps Back	0- 9-0
Foundations of Leninism	0- 5-0

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS
3/2, Madan Street
Calcutta—13.

জয়-লাল-ভারত—
বিশ্ব-শ্রমজীবিদের প্রতি
"১লা মে'র"—
নমস্কার—
বসু ফ্যাক্টরী
ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও লেদার স্যুটকেস
৭২/১, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা

Omega sea-master & other selected rare varieties of quality watches
Chowdhury's
OFFICIAL AGENTS FOR OMEGA · Tissot
1, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1
still available

চাঁদার হার
ত্রৈমাসিক ... ৯
ষাণ্মাসিক ... ১৮
বাৎসরিক ... ৩৬
* ঠিকানা *
স্বাধীনতা
১১১নং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭
(পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর নিকট)

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের পবিত্র অধিকার।

ভারতের সংবিধানে সকল প্রকার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত না হওয়া অবধি আমাদের সংগ্রাম থামিবে না।

স্বাধীনতা

বৃহস্পতিবার, ১৮ই বৈশাখ

মে-দিবসের ডাক

মে-দিবস, ১৯৫২ সাল। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী, তথা মেহনতী মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ শপথ গ্রহণের দিন—পহেলা মে। জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রুটি, শ্রমের মর্যাদা ও নিরাপত্তার জন্য অগণিত শহিদের রক্তরাগে গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি তর্পণের দিন—পহেলা মে।

ভারতবর্ষের মেহনতী জনতা ও আজ এই দিনে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হইয়া, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া পৃথিবীর সহযাত্রীদের মিছিলের দিকে তাকাইবেন।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মানব জাতির এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই মুক্তি অর্জন করিয়াছেন। সেখানে বেকারি চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হইয়াছে, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দেশের অজস্র সম্পদ প্রত্যহ উদ্ধার ও ব্যবহৃত হইতেছে, অবাধ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ দেশনির্মাণের কাজে ব্যবহারের ফলে মরুভূমি পর্যন্ত শস্য শ্যামলা মাতৃভূমিতে রূপান্তরিত হইতেছে, সৃষ্টি ও সংস্কৃতির জয়গানে মুখরিত সোনার পৃথিবী নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে মানব সমাজের অগ্রগামী বাহিনী।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যেকটি দেশেই যখন এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর মেহনতী মানুষের মনে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে অনিবার্য জয়ের আন্দোলন—শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুদের তাহাই মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বিস্তার করিয়াই তাই তাহারা অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে নিস্তার পাইতে চায়। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াই তাহারা তাই মুক্ত এক-তৃতীয়াংশ মানব জাতিকেও আবার অন্ধকারে ডুবাইতে চায়।

কিন্তু যুদ্ধবাজদের সেই আকাঙ্ক্ষাও নিষ্ফল করিবার শক্তি দেশে দেশে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষেও [illegible] বিপুল পরিবর্তনের তোড়জোড় চলিতেছে। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন [illegible] বর্তমানে—বিপুল [illegible]

নির্বাচন ইহাও প্রমাণিত করিয়াছে যে, শতকরা ৬০ জন দেশবাসীর ভোট হইতে বঞ্চিত হইয়াও তাহারা যে রাষ্ট্র শাসনের গদি দখল করিয়াছেন, উহা কেবলমাত্র তথাকথিত গণতন্ত্রের জাল গঠনতন্ত্রের মারফতই।

দুইশতাধিক বৎসর ধরিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ লুণ্ঠনকারীর দল দস্যুতা করিয়া আমাদের সোনার দেশকে কাঙ্গাল বানাইয়াছে, আজ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সেই বৃটিশ লুটেরাদের অবাধ লুণ্ঠনকেই আবার ছাড়পত্র দিয়াছে। দেশের মাটির উপর রাজা-মহারাজা-জমিদারের একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ।

জমির অভাবে কৃষক নিঃস্ব, বাজারের অভাবে শিল্প অচল, কাজের অভাবে শ্রমিক বেকার।

কিন্তু তবু মানুষ অমর। ভারতবর্ষের বুকেও মে-দিবসের আহ্বানকারী জন সমাবেশ নতুন শক্তি, নতুন দৃষ্টি, নতুন কালের আহ্বান লইয়া প্রস্তুত। লাল পতাকা আকাশে উড়াইয়া তাঁহারাও দৃপ্তপদে অগ্রসরমান।

ভারতবর্ষের রাজপথে আজ যে মে-দিবসের মিছিল বাহির হইবে তাঁহারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুমহান শিক্ষাতেও প্রদীপ্ত।

মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে আজ যাঁহারা প্রাণ বিলাইয়া দিতেছেন, আমরা জানি, তাঁহারা মুক্তিকামী ভারতবাসীরও পরম মিত্র।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে মালয়ের অরণ্যে ভারতীয় ও মালয়বাসী শ্রমিকের যে রক্তস্রোত একত্র মিলিয়াছে, আমরা জানি, তাহা সারা পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শোষণের আয়ুকেই কাড়িয়া নিতেছে।

ভারতবর্ষের রাজপথে আজ যেসব যে যে মিছিল নামিবে, তাঁহারা আরও দাবি তুলিবেন সোভিয়েৎ ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের। নিঃস্বার্থ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে জাতীয় শিল্পোন্নতির পথে বেকারি ও দারিদ্র্য হটাইবার দাবিতেও মুখরিত হইয়া উঠিবে—ভারতবর্ষের মানুষ। কমিউনিজমের পথে এক-তৃতীয়াংশ মানবসমাজ অগ্রসর হইবার পথে অনগ্রসর দেশগুলিকেও পায়ে দাঁড়াইবার যে শক্তি যোগাইয়া চলিয়াছে, আমাদের সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে, আমরা তাহাও স্মরণ করিব।

এই বিপুল শক্তিতে দৃঢ় আস্থা লইয়া ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ, পহেলা মে নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঘুচাইবার শপথও গ্রহণ করিবে।

শ্রমিকশ্রেণীর অনৈক্যই এই দুর্বলতার মূল উৎস। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছে এই অনৈক্যকে ঘুচাইতে না পারিলে তাঁহাদের মুক্তি নাই।

কাজেই রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক, অথবা যদি কেহ রাজনীতি নাও করেন, দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের সম্মিলিত সংগ্রামই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার।

শ্রমিক-ঐক্যের শত্রুদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া তাহাদের মুখোশ টানিয়া ফেলিয়া সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ মজদুর সভা, 'জাতীয়' টি, ইউ, যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও অন্যান্য সকল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছাঁটাই ও বেকারির বিরুদ্ধে, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মালিকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান,—ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ১৯৫২ সালের মে-দিবসের ইহাই প্রধান আহ্বান।

আলোচনা

জমিদারের কায়েমী স্বার্থ ও শাসক-শ্রেণীর জনবিরোধী নীতি কংগ্রেসী নেতাদের কত অন্ধ করিয়া দিয়াছে, প্রকৃত সত্যকে চাপিয়া রাখিবার কি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা আসিয়া দিয়াছে, তাহার অন্যতম প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয় সন্দেশখালি সম্বন্ধে তিনি দিবা-নেত্রে দেখিতে পাইয়াছেন 'সংবাদপত্রে 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা' বলিয়া প্রকাশিত গ্রামগুলি" সম্বন্ধে "কলিকাতার দৈনিক সমূহে যে সংবাদ ও চিত্র সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত।" শুধু বামপন্থী পত্রিকাগুলিই নয়, কলিকাতার প্রধান দৈনিকগুলি, [illegible]

অবশ্য কংগ্রেসী নেতারা জনতার ছোঁয়াচের বাইরে। তাই, তাঁহাদের জগতে, তাঁহাদের শাসনে, অনাহারে লোক মরিলেও দুর্ভিক্ষ হয় না।

লোকে যদি খাদ্যের অভাবে ঘাসের বিচি-কেঁচো খায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, ঘরবাড়ি বেচে, হাল-বলদ বেচে, মেয়েরা ভিক্ষুকে পরিণত হয়, দেহ-বিক্রয়ে বাধ্য হয় তাহা হইলেও কংগ্রেস সম্পাদকের মতে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না। শত সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের চাক্ষুষ বিবরণেও তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এমনকি জীবন্ত চিত্র-ফোটো তুলিয়া আনিলেও সে ফোটো পর্যন্ত "অতিরঞ্জিত" হইয়া যায়। সে আমলের বুনো বৃটিশ আমলাদের বিবৃতিও কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয়ের বিবৃতির কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

*

বিলিফ মন্ত্রী মহাশয়ও কম ভাওতার কথা বলেন নাই। "গত পর দুই বছর শস্যহানি হইলেও ঐ এলাকায় সরকারী অধাম ভর্তি সঞ্চিত খাদ্যশস্য ছিল।" এত খাদ্যই যদি সেখানে থাকে, তবে খাদ্যাভাব ঘটিল কেন? ঘরে ঘরে অনাহার দেখা দিল কেন? মুখের সামনে খাদ্য রাখিয়া কি বিলিফ মন্ত্রী মহাশয়ের সরকার লোকের সাথে মৃত্যু নিয়া রসিকতা করিতেছিলেন? মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। সরকারের দোষ কি! "প্রচুর খাদ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও লোকে খাদ্য কিনে নাই বলিলেই চলে।" কারণ, "খাদ্য কিনিবার মত পয়সা লোকের ছিল না।"

*

বিলিফ মন্ত্রী মহাশয়কে আমরা সহজ একটি প্রশ্ন করিব,—কনট্রোল দরে চাল বিক্রির কোন ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কি? আর ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কন্ট্রোলের ১৭৷৷ মণ দরে অর্থাৎ ৷৵ সের দরে চাল যদি এক দানাও বিক্রি না হয়, এই দরেও চাল কেনার অবস্থা কাহারও না থাকে, তাহা হইলে সেই এলাকার অবস্থা যে কি ভয়াবহ, সংকট যে কত মারাত্মক—সে কথা কি বিলিফ মন্ত্রী মহাশয়ের সরকার একবারও চিন্তা করিয়াছিলেন? সেই মুহূর্তে একেবারে নিঃস্ব লোকদের জন্য বিনামূল্যে বা অতি নিম্ন মূল্যে চাল বিলিফ ব্যবস্থা ও নিঃস্বদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য পথঘাট তৈরি, বাঁধ বাঁধা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? কেন ব্যাপক আকারে কৃষিঋণ, বলদ কেনার ঋণ প্রভৃতি সরকার দেন নাই? কয়েক দিন আগে এক সরকারী ইস্তাহারে এই এলাকায় কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে পথঘাট তৈরি ও বাঁধ বাঁধার এক লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িল না কেন? চাল বিক্রি হইল না কেন? সে টাকা গেল কোথায়? গত [illegible] সরকার দিন, দুর্ভিক্ষের জন্য যে, সরকারই সর্বতোভাবে দায়ী, সে কথা ঢাকিবার কোন পথই নাই।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও কোরিয়া জনগণের সংগ্রাম

'লাষ্টিং পীস' পত্রিকায় কিম-ইর সেনের প্রবন্ধ

জাপানী দস্যুদের কবল হইতে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন কর্তৃক মুক্তিলাভ হইতে শুরু করিয়া আজ মার্কিন দস্যুদের বর্বর আক্রমণের বিরোধেও দুনিয়াব্যাপী গণতন্ত্রী শিবির কীভাবে জনগণতন্ত্রী কোরিয়াকে সৌভ্রাত্ৰমূলক সমর্থন ও সাহায্য দিয়া আসিয়াছে তাহার প্রসঙ্গে বর্ণনা কোরিয়া জনগণতন্ত্রী রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী ও কোরিয়ার 'পার্টি অব লেবর'-এর সভাপতি কিম ইর-সেন 'লাষ্টিং পীস' পত্রিকার ২০শে এপ্রিলের সংখ্যায় 'শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও কোরিয়ার জনগণের সংগ্রাম' শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ মঙ্গোলিয়া, চীন, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান গণতন্ত্রী রিপাবলিক, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার জনগণের নানা রকমের ঔষধাদি, চায়ের দান ইত্যাদি সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া কোরিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবিদ পাঠাইয়াছেন।

কোরিয়ার খাদ্য সমস্যার মধ্যে আমরাও শুনিলাম যে ৫০০হাজার টন [illegible]

এদেশে পবিত্র এমন ঐতিহাসিক দিনটি দুনিয়ার শ্রমিক ও মেহনতী [illegible] প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনি কোরিয়ার ঘটনাবলীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শত্রু-মিত্র উভয়ের [illegible]

পবিত্র মে-দিবসের কথা

আজ ১লা মে—পবিত্র মে-দিবস। আজ থেকে ৬৩ বছর আগে ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে এক প্রস্তাবে বলা হল, ১৮৯০ সালের ১লা মে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসাবে পালিত হবে। তারপর থেকে প্রতিবছর শ্রমিক শ্রেণী মে-দিবস পালন করেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের সর্ববিধ দমন, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ, নরহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিপক্ষে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী প্রতিজ্ঞার দিন হিসাবে—শ্রম, সৃষ্টি ও জীবনের পূজারী শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্যের মহড়া হিসাবে।

গত ৬৩ বছরে দুনিয়ার সমাজ ও সভ্যতার ভূগোলে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে ১৯১৭ সালে বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর একাংশ রুশ সাম্রাজ্যের শ্রমিকরা গড়ে তুললেন এমন এক রাষ্ট্র, যা সমাজকে সর্ববিধ শোষণ-পীড়নের হাত হইতে মুক্ত করল। গড়ে তুলল এমন এক সমাজ ও সভ্যতা, যেখানে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও জাতিতে জাতিতে বিরোধের অবসান ঘটল।

সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের জন্মের পরে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যে দিবসে শুধু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞাই ঘোষণা করেন না। তারা সোভিয়েতের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর ঘোষণাও করে থাকেন। কারণ, সোভিয়েৎ দেশ তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে আশার আলো ও ভরসার দুর্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানব সমাজের ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের পরাজয় সাধনে সোভিয়েৎ দেশের গৌরবময় অগ্রণীর ভূমিকা সারা বিশ্বে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তিকে অনেকগুণ শক্তিশালী করে তুলেছে। পূর্ব ও মধ্য ইওরোপে নয়াগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম এবং বিশেষ করিয়া চীনে নয়াগণতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ফলে আজ দুনিয়ার আশিকোটি মানুষ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের দানবীয় সভ্যতার কবল থেকে মুক্ত। তাঁরা সমগ্র শক্তি ও সাধনা দিয়ে গড়ে তুলছেন প্রাচুর্যের সম্ভার—সভ্যতা ও শান্তির দুর্গ। কাজেই, যুদ্ধ তাঁরা চান না শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার মনিব মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও ঠিক এই কারণেই সোভিয়েৎ ও নয়াগণতন্ত্রী দেশগুলোকে ধ্বংস করতে চাইছে। তাই তারা আরম্ভ করেছে উন্মাদ যুদ্ধায়োজন। কিন্তু দিগ্বিদিক ও মরিয়া যুদ্ধবাজদের চেয়েও আজ দুনিয়ার শান্তি ও মানবের বৃদ্ধিকামী জনতার শক্তি প্রবল। সোভিয়েৎ ও নয়াগণতন্ত্রী দেশের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এবং মার্কিন-বৃটিশ দুনিয়ার ক্রমগভীর সংকট—সোভিয়েৎ ও গণতন্ত্রী দুনিয়ার শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আগ্রহ এবং মার্কিন-বৃটিশ শাসকদের যুদ্ধ-প্রসারের মত্ততা বিশ্ববাসীর শান্তির আগ্রহকে এমন শক্তিশালী করে তুলেছে যে, আজ বিশ্বশান্তি আন্দোলন শুধু দুনিয়ার অপর বৃহৎ শক্তি হিসাবেই গণ্য হচ্ছে না—শান্তি সৈনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছেন যে, ১৯৫২ সাল হচ্ছে যুদ্ধবাজের বিপক্ষে শান্তি-কামীর চূড়ান্ত জয় ঘোষণার বছর। তাই বিশ্বশান্তি আন্দোলন দ্বিগুণ জোরে শান্তির সমাবেশ গড়ে তুলছে দেশে দেশে।

এবার মে-দিবসের কর্তব্য কি? লাস্টিং পীস পত্রিকার ২০শে এপ্রিল তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তার স্পষ্ট জবাব দিয়েছে।

"নূতন যুদ্ধের প্ররোচক ও হামলাবাজদের বিরুদ্ধে শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে দুনিয়ার প্রতি কোণে কোটি-কোটি সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ মানুষ ঐতিহাসিক মে-দিবসের পবিত্র দিনকে, মেহনতী জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্যের দিবসকে, সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সৌভ্রাত্রের এই দিনকে অভিনন্দন জানাবেন।"

* * *

জনগণের ইতিহাসে এল কি দিনে? তার ইতিহাসটা কি?

১৮৭৭ সালে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট করে দাবি আদায় করেন: এখন থেকে সমস্ত সরকারী কাজে শ্রমিককে দৈনিক ১০ ঘণ্টার বেশি খাটানো যাবেনা। এই জয়ে শ্রমিকরা দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ১৮৮৬ সালে উইলিয়াম সিলভিসের নেতৃত্বে আমেরিকার ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রতিজ্ঞা করল দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করতে হবে।

এলো ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখ। আমেরিকার সমস্ত বড় বড় শহর ও শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথে নামলেন—তাঁদের পতাকায় চিহ্নিত ছিল তিনটি বড়ো বড়ো আট। আট ঘণ্টা খাটবো—আট ঘণ্টা দৈনিক বিশ্রাম করবো আর আট ঘণ্টা চাই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আমোদ প্রমোদের জন্য।

শিকাগো শহরটাই ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। মার্কিন শাসকরা এখানেই শ্রমিকদের উপর আঘাত হানলেন। শ্রমিক শোভাযাত্রা আটকে নেতাদের করা হল গ্রেপ্তার। প্রতিবাদে হে-মার্কেটে হ'ল বিক্ষোভ সভা। পুলিশ শান্তিপূর্ণ সভায় করল হামলা—শহীদ হলেন চারজন শ্রমিক। আরো চারজনকে শাসকেরা আইনের প্রহসন করে দিলেন ফাঁসি আর পরাণ জনকে দিলেন নির্বাসন।

১৮৮৮ সালে সেন্টলুইসের সভায় আমেরিকার শ্রমিকরা ঠিক করলেন, ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখে আবার তাঁরা আট ঘণ্টার দাবিতে লড়াই শুরু করবেন। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে আমেরিকার শ্রমিকদের এই ঘোষণাকেই স্বীকার করে নিয়ে দিবসটিকে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত শত্রুর বিপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

০ ০ ০

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও তার আন্দোলন যেদিন থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর [illegible] বিশ্বব্যাপী [illegible] সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিন থেকেই এদেশেও মে-দিবসের পতাকা তুলে শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও যুদ্ধের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে আসছেন। ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা সগৌরবে মে-দিবস পালন করলেন।

রেশন্যালাইজেশনের বিরুদ্ধে ১৯২৮ সালে এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের ক্রিমিনাল গ্রুপের শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করেন তাতে পুলিশের গুলিতে পরশুরাম যাদব শহিদ হন। ফলে বোম্বাইয়ের দেড়লাখ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করলেন। সেবার মে-দিবসের মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চলল। কিন্তু তার ভেতর থেকেই জন্ম নিল ৬০ হাজার সূতাকল শ্রমিকের লালঝাণ্ডা গিরনী কামগার ইউনিয়ন।

১৯৩০ সালের মে-দিবসে কোলকাতার বিখ্যাত গাড়োয়ান ধর্মঘট নূতন ইতিহাস রচনা করল রক্তের অক্ষরে।

১৯৩৪ সালে মে দিবসে বোম্বাই সূতাকল মজুরদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হবার কথা। শোলাপুরের শ্রমিকরা ২৩শে তারিখেই ধর্মঘটে নেমে পড়লেন। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল বোম্বাই শহরে। লাঠি গুলি চলল যথারীতি—জারি হল ১৪৪ ধারা। ১লা মে তারিখে ১৪ জন শ্রমিক-নেতা সহ বহু শ্রমিককে করা হল গ্রেপ্তার। কিন্তু ধর্মঘটিরা মে-দিবসের প্রস্তাবে স্থিরনিশ্চিত—ধর্মঘট চলল অবিচলিত ভাবে।

১৯৩৬ সালে মে-দিবসে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন—আর সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খলে জর্জরিত কৃষকের সহিত মৈত্রী গড়িয়া মুক্তি সংগ্রামের কর্মসূচী হাজির করেন।

তারপর প্রতিবছর শ্রমিকশ্রেণী এই প্রস্তাবই ঘোষণা করে এসেছেন এমনকি ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরও মূলতঃ এই প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হয় নি।

০ ০ ০

এবার মে-দিবসের দিনে মস্কোতে এবং পিকিং-এ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও গণতন্ত্রী জনতার অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এখানে শ্রমিক শ্রেণী যখন আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সোভিয়েৎ চীন মৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করবেন, ঠিক সেই সময়েই সোভিয়েৎ ও চীন দেশের শ্রমিকরা ভারতের প্রতিনিধিদলকেও তাঁদের মধ্যে হাজির দেখবেন। এবারকার "মে-দিবস" তাই সবদিক থেকেই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা।

সমমর্যাদা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে শর্তহীন বাণিজ্য প্রস্তাব চাই

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে সোবিয়েৎ প্রতিনিধি মঃ নেস্টেরভের উদাত্ত আহ্বান

[আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে সোবিয়েৎ বাণিজ্য সমিতির সভাপতি মঃ নেস্টেরভের বক্তৃতার প্রথম অংশ গত কাল প্রকাশিত হইয়াছে। আজ উহার দ্বিতীয় অংশ প্রদত্ত হইল।]

"যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরের কয়েক বৎসরে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সম্পর্কাদি সাফল্যের সঙ্গে পুনপ্রবর্তিত এবং সম্প্রসারিত হইতেছিল। ১৯৪৬ হইতে '৪৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে সুইডেন, গ্রেট বৃটেন, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ড কর্তৃক নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনই ইহার সাক্ষ্য।"

সম-মর্যাদা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্ভাব চাই

"সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুষ্ট করিবার ইচ্ছা বর্তমানে অনেক দেশের ব্যবসায়ী মহলেই প্রকাশ পাইতেছে। বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রস্তাব যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম-মর্যাদা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে হয়, যদি উভয় পক্ষের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়, যদি কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শর্তাদি আরোপিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ ঐ প্রস্তাব অভিনন্দিত করিবে। ইহার অর্থ এই যে কোনরূপ স্বতন্ত্র বিশেষের শর্ত বিযুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে প্রস্তুত। এই ধারা অনুযায়ী বাণিজ্য সম্প্রসারণের কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব বিবেচনা করিতে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রস্তুত।

[illegible] সমিতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

"সোবিয়েৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুষ্ট করিবার যথার্থ অভিপ্রায় অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ী মহলের আছে, ইহা ধরিয়া লইলে সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাণিজ্য বাড়াইতে প্রস্তুত।

"এই দিকে কতটা সাফল্য অর্জন করা যায় সেই সম্পর্কে সোবিয়েৎ বাণিজ্য সমিতি নির্দিষ্ট সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ করিয়াছে।

"পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কাছ হইতে সোবিয়েৎ বহির্বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদি এমন পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে যাহার ফলে উক্ত দেশগুলির সঙ্গে আগামী

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বারাসত ও আমডাঙ্গা থানায় কলেরা ও বসন্ত

মহাশয়,

গত কয়েকদিন যাবৎ বারাসাত এবং আমডাঙ্গা থানার কাশিমপুর ভাতাবেড়িয়া ও বোদাই ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে প্রচণ্ডভাবে কলেরা এবং বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বিশেষভাবে কাশিমপুর এবং বামনগাছি গ্রামের কয়েকটি পাড়ায় প্রায় ঘরে ঘরে প্রত্যেকে কলেরা অথবা বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে; ইতিমধ্যে ৩ জন মারা গেছে এবং আর কয়েক জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। গরিব চাষীর ঘরে ডাক্তার পথ্য দূরের কথা একটা ইনজেকশন পড়ে না। ঠাকুরের জলপড়া বদ্যির চূর্ণ টোটকা হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়ে ভাগ্যের উপর ফেলে রাখে আর শেষে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রুগী চোখ বোঁজে তা কেউ জানতে পারে না। মৃতদেহ দাহ করার টাকা জোটে না, পাড়ি গড় বন্ধন দিয়ে ও তাই ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পচতে থাকে। আমাদের গ্রাম থেকে যে কংগ্রেসী সদস্য রাস্তা আর টিউবওয়েল করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে দাঁড়ালেন তাঁকে এ সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে কোন সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক এই সব মৃতব্যক্তিদের জন্যে এক ফোঁটা সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বলে আমরা শুনিনি কিংবা এ পাপচক্ষে দেখিনি। তাই বিশেষ করে প্রগতিশীল সদস্যদের আজ দায়িত্ব সমধিক। কমপক্ষে এই সমস্ত উপদ্রুত এলাকায় এবং তার আশেপাশের গ্রামে প্রতিষেধক ঔষধ এবং ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানের স্যানিটারী ইনস্পেক্টরের অধীনে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মচারি আছেন তাঁদের সংখ্যা আরও কিছু বাড়িয়ে অর্থাৎ নতুন লোক দিয়ে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠান দরকার তারা থেকেও রক্ত কাজ এ মহামারী [illegible] তাকে দূর করা। বর্তমানে যে দু'তিন মাইল অন্তর জলের জল আছে তার বেশির ভাগ বছরের বেশির ভাগ সময় অথবা বা ২।৩ বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়ে থাকে। তাই এ গুলি মেরামত করা এবং আরও বহু নূতন জল বসান জরুরী প্রয়োজন আছে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে সরকারী সাহায্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

সুদর্শন ... শ্রমিক নাই, কাজেই গ্রামবাসীদের দুর্দশার অন্ত নাই। এবিষয়ে মাননীয় সরকারের কি বলবার আছে তা জানবার ও প্রতিকার দাবি করার অধিকার গ্রামবাসীদের আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস,
বোলপুর, শান্তি নিকেতন।

হৃদয়রঞ্জন পাল,
বারাসত, ২৪ পরগনা।

মহিষবাথানে জেটি প্রয়োজন

মহাশয়,

খ্রামবাগান হইতে কুলটি পর্যন্ত কৃষ্ণপুর খালে যে মোটর লঞ্চ চলাচল করে, স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কলিকাতায় যাতায়াত করিবার উহাই প্রধানতম রাস্তা। কিন্তু লঞ্চে উঠিবার জন্য খালে কোন জেটি না থাকায় এতদ অঞ্চলের অধিবাসীরা বহু বৎসর যাবৎ ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। খালে জল কমাইয়া দিলে এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া যাত্রীসাধারণের বিশেষ করিয়া মহিলাদের যে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা অবর্ণনীয়। সম্প্রতি মহিষবাথান গ্রামের কতিপয় উৎসাহী তরুণ যুবকের প্রচেষ্টায় এখানে একটি জেটি নির্মিত হইয়াছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ক্যালকাটা ক্যানেল সার্ভিসেস কর্তৃপক্ষ মহিষবাথান ইউনিয়ন বোর্ড মারফৎ উহা তুলিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন। ইহাদের এই খামখেয়ালীর অর্থ জনসাধারণের বোধগম্যের অতীত সুতরাং ক্যালকাটা ক্যানেল সার্ভিসেস কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, অবিলম্বে মহিষবাথানে উক্ত জেটিটি নির্মাণ করিবার নির্দেশ দিন। এ বিষয়ে সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদারের শুভদৃষ্টি বিশেষভাবে সত্বর আকর্ষণ করিতেছি।

—শ্রীখগেন্দ্র কুমার প্রামাণিক,
মহিষবাথান, কৃষ্ণপুর,
২৪ পরগনা।

সিউড়ির সাংড়া ইউনিয়নের হাসপাতালের দুরবস্থা

মহাশয়,

গত ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার অন্তর্গত সাংড়া ইউনিয়নে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়।

ফাঁকা মাঠের ভিতরে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে সমস্ত কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়ে দশখানি ঘর তৈরি করা হয়।

গত ২২শে এপ্রিল বৈকাল ৩টা ৩০ মিনিটের সময় যে প্রবল ঝড় ও বারিপাত হয় তাতে বাসবাটির সব খড়গুলিই একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং কর্মচারীদের সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে প্রায় পাঁচশত টাকার ক্ষতিতে পরিণত হয়। হাসপাতালের দালানে দৌড়ে গিয়ে কোনমতে তারা প্রাণ রক্ষা করে—তা সে দালানের ছাদ দিয়েও টুপটুপ করে জল পড়ে। বর্তমানে তাঁদের ফাঁকা মাঠই এক মাত্র সম্বল, এবং এর পরে যেদিন কড়বৃষ্টি হবে (এখানে প্রায়ই বৈকালের দিকেই অল্প বিস্তর ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে) সেদিন যে তাদের কি অবস্থা হবে তা এক মাত্র ভগবানই জানেন। এ-তিন বছর গত দিনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং এবারেও বড়দাদের ভিতরেও কোন ব্যবস্থা হওয়ার লক্ষণ দেখছি না।

তারপর এই ইউনিয়নে প্রায় ছয় হাজার লোক বাস করে—তাদের অধিকাংশই গরিব এবং অশিক্ষিত চাষী—যাদের অসুখ [illegible]

উদ্বাস্তু কর্মীর অকাল মৃত্যু

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল—গত ২৪শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ১-৩০ ঘটিকার সময় জল দেওয়া নিখিল কোরের সংগঠক সম্পাদক ও নিঃ বঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদের সদস্য পাইকপাড়ার বিশিষ্ট উদ্বাস্তু কর্মী শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যু হইয়াছে। শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। বহু বিশিষ্ট উদ্বাস্তু নেতা উপস্থিত ছিলেন।—সংবাদদাতা

আজই পড়ুন
১। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী
২। নেহরু সরকারের স্বরূপ
৩। নেহরু পাঁচশালা পরিকল্পনার স্বরূপ
— প্রাপ্তিস্থান —
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জুলিয়াস ফুচিকের
ফাঁসীর মঞ্চ থেকে
পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
সুচিত্রিত, লিপির ভাষায়, প্রচ্ছদ ... ম্যান্ডেল
সুন্দর ছাপা, বোর্ড বাঁধাই
সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট
দাম: ১৷৷০
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
কলিকাতা
এই বই ১৯৫০ সালে বিশ্বশান্তি পুরস্কার পেয়েছে

আর্থিক প্রসঙ্গ

—অরুণ বসু

★ ট্রামের উন্নতির টাকা আসবে কোথা থেকে?

★ জাহাজ-নির্ম্মাণ কেন্দ্রে জোড়া-তালির কারবার।

কিছুদিন হ'ল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার বিভিন্ন প্রদেশ সরকারগুলির উপর ট্যাক্স বাড়াবার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছেন।

২৪'এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের "আর্থিক প্রসঙ্গে"আমরা এই সমস্যার আলোচনা করেছিলাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রদেশ সরকারগুলির মোট রাজস্ব যে পরিমাণে বাড়া উচিৎ ছিল, সে পরিমাণে বাড়েনি। অবশ্য রাজস্ব বেড়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ টাকা মাথাভারী শাসন ব্যবস্থা ও কিছুটা দুর্ভিক্ষ নিবারণের খাতে খরচ হয়ে গেছে। এখন সমস্যা হ'ল প্রদেশ সরকারগুলির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার টাকা নেই। মাদ্রাজ ও পশ্চিম বাংলা সরকারের অবস্থা এদিক দিয়ে বিশেষ খারাপ।

কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছেন যে, বোম্বাই'এর মত মাদ্রাজ ও পশ্চিম বাংলাতেও বিক্রয় কর আরো চড়া হারে আদায় করা হোক। দাবি করছেন যে, নতুন নতুন সেচ-কর অলকর ইত্যাদি বসানো হোক।

কিন্তু প্রদেশ সরকারগুলি ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অতীতের আন্দোলন ও গত বছরের বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের আন্দোলনের কথা স্মরণ করে চমকপ্রদ ভাবে ট্যাক্সের বোঝা বাড়াতে সাহস করছেন না।

৩০শে মে তারিখের "কমার্স" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়ে জানা গেলো, মাদ্রাজ সরকার প্রস্তাব করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে দেউলিয়া প্রদেশ সরকারগুলিকে সাহায্যদান করুক। প্রবন্ধতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্যান্য প্রদেশ সরকারের প্রতিনিধিরাও মোটামুটি এই দাবি সমর্থন করেছেন।

"কমার্স" পত্রিকার এই খবর কতদূর সত্য আমরা জানিনা। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, সামরিক খাতে অত্যধিক খরচ কমিয়ে দিয়ে প্রদেশগুলিকে আরো বেশি সেচকর ও বিক্রয় করের কবল থেকে রক্ষা করা খুবই সমিচীন। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে মোট খরচের অর্দ্ধেক [প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকা] সামরিক খাতে খরচ করে থাকেন।

"কমার্স" পত্রিকার খবর সঠিক হোক আর না হোক, সামরিক খাতে উল্লেখযোগ্য ভাবে খরচ কমাবার দাবি শান্তি সংগ্রামের দাবি হিসাবে জনমতের সমর্থন পেয়েছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির পর এই দাবি দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। [illegible] ... এক বক্তৃতায় ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার চিন্তামন দেশমুখ এই দাবির কথা উল্লেখ করে জোর গলায় ঘোষণা করেছেন যে, "আগামী দশ বছরের মধ্যে সামরিক খাতে খরচ কমার কোনও সম্ভাবনা নেই;" হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকা, ২৬-৬-৫৩। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি হ'লে সৈন্য সংখ্যা কমানো যেতে পারে কিন্তু সামরিক ভারী যন্ত্রের কারখানা গুলিতে আরো বেশি খরচ করা হবে। অর্থাৎ মোট খরচ কমবেনা—যদিও ছাঁটাই সৈন্যরা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। বলা বাহুল্য "ভারী সামরিক যন্ত্রের কারখানাগুলিতে বৃটেন থেকে আমদানিকরা "পার্টস"এর জোড়াতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। অতএব এদের পিছনে বেশি খরচ করার ফলে জাতীয় শিল্প প্রসার লাভ করার চেয়ে বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পকেট ভারী করার ব্যবস্থাই হ'বে।

বোঝা গেল, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতাদের অসন্তুষ্ট করতে নারাজ। প্রদেশ সরকারগুলিও চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ট্যাক্স বাড়াবার কাজে কোমর বেঁধে লেগেছেন। নতুন ট্যাক্স বসাবার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

* * *

গত হপ্তায় আমরা কলকাতা'র ট্রাম কোম্পানির হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখেছিলাম যে, ১৯৫১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির জোরে ট্রামের বৃটিশ মালিকরা অভূতপূর্ব্ব হারে মুনাফা লুট করেছেন। ৩০-৭-১৯৫৩ তারিখের 'ষ্টেটসম্যান পত্রিকায়' প্রকাশিত কোম্পানির ১৯৫২ সালের কাঁচা হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালেও বৃটিশ মালিকরা শতকরা ১১ ভাগ হারে মুনাফা লুট করেছেন।

অথচ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ১লা আগস্ট তারিখের বিবৃতিতে এবং কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ ডি, ই, ওয়েব তাঁর ২রা আগস্ট তারিখের বিবৃতিতে আবার নতুন করে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করার পক্ষে যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন। এবার তাঁরা ১৯৫৩ সালের কাঁচা হিসাবের উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভাড়া বৃদ্ধি না করে উপায় নেই। বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য ট্রাইবুনালের ওপর চাপ দেবেন।

তাঁদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে, নাগরিকের সুবিধার জন্য তাঁরা ট্রামের রক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও ট্রাম লাইনের সম্প্রসারণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। এর জন্য টাকার দরকার। এসপ্লানাডে নতুন ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগবে (টাকার হিসাবটা তাঁরা দেন নি)। ডালহাউসিতে নতুন ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে (তার জন্য ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন)। তাছাড়া শ্রমিকদের বোনাস দিতে অনেক খরচ হয়ে গেছে।

এই ধরনের নতুন ব্যবস্থা করা যে একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নেই। নতুন ব্যবস্থা করতে গেলে খরচ হবে একথাও সবাই বোঝে [যদিও বৃটিশ মালিকরা এই ফাঁকে ভারতের কারখানাগুলিকে বঞ্চিত করে বৃটেনে বিস্তর অপ্রয়োজনীয় টাকা খরচ করবেন]।

কিন্তু এই সব খরচের টাকা কি ভাড়া বৃদ্ধি না করে তোলা সম্ভব নয়?

বৃটিশ মালিকরা বর্তমানে যে মুনাফা আদায় করেছেন গত দশ বছরে কখনও এত মুনাফা আদায় করেন নি। তাঁদের মুনাফা কমিয়ে টাকা তোলা হবে না কেন? গত দু'বছর তাঁরা আদায় করা মুনাফার অর্দ্ধেক জমিয়ে রাখবেন, [illegible] অন্ততঃ এই অর্দ্ধেক মুনাফা তাঁরা ছেড়ে দেবেন না কেন?

এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য বলে ডাঃ রায় এবং মিঃ ওয়েব উভয়েই তাঁদের বিবৃতিতে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুনাফার পরিমাণ কমানো সম্ভব নয়, কারণ ১৯৫১ সালের চুক্তির ভিত্তিতে যে আইন গৃহীত হয় সেই আইন অনুসারে বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মুনাফা কমিয়ে দেবার কোনও আইনসঙ্গত উপায় নেই। কিন্তু এটা একটা যুক্তি নয়। এই কুখ্যাত আইন যদি এরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায় তো সহজ উপায় হচ্ছে আইন বাতিল করে দেওয়া। কংগ্রেসী সদস্যদের একাংশ যদি মত দেন তো এই ঘৃণিত আইন অতি সহজে বাতিল করে দেওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ এই কংগ্রেসী আইনেরও প্রথম 'সিডিউলে'র ৪ নং ধারার "ই" উপধারা অনুসারে ট্রামের রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য টাকা না থাকলে মুনাফা বিতরণ করা স্থগিত রাখা সম্ভব। কংগ্রেস সরকার ইচ্ছা করলে এই উপধারার জোরে বৃটিশ মালিকদের এক বছরের জন্য মুনাফা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারেন। অতএব আইন দেখিয়ে ধাপ্পা দিয়ে কিছু লাভ নেই।

অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী যদি একান্তই তাঁর হাতে লেখা বৃটিশ স্বার্থে রচিত আইনের ফাঁকগুলি না দেখতে চান তো আরেকটা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আছে। ১৯৫১ সালের হিসাব অনুসারে কোম্পানির হাতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ডের [প্রায় ২ কোটি টাকা] "রিসার্ভ" তহবিল ছিল। ১৯৫২ সালে আরো ৮০,০০০ পাউণ্ড (সাড়ে দশ লক্ষ টাকার ওপর) "রিসার্ভ" তহবিলে জমা হয়েছে। এই "রিসার্ভ" তহবিল থেকে ১০।২০ লক্ষ টাকা বের করে এনে খরচ করা হবে না কেন?

যদি কেউ তর্ক করেন যে, "রিসার্ভের" টাকা এ ভাবে খরচ করা যায় না তা হলে বলব: "রিসার্ভ" যদি রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য না খরচ করা হয়, যদি শ্রমিকের একান্ত প্রয়োজনীয় বোনাসের জন্য খরচ করা না হয়—তো "রিসার্ভে" টাকা রাখবার কি প্রয়োজন? "রিসার্ভ" তহবিল কি প্রকাশ্য শতকরা ১১ ভাগ হারে মুনাফা লুট করার ব্যবস্থার ওপর লুকিয়ে চুরিয়ে আইন ফাঁকি দিয়ে গোপনে আরো বেশি মুনাফা লুট করার ব্যবস্থা?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার ট্রামের বৃটিশ মালিকরা মাদ্রাজের ট্রামেরও মালিক। সম্প্রতি মাদ্রাজেও জনতা সমর্থিত ট্রাম শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের স্মরণীয় লড়াই হয়। মীমাংসার জন্য একটি ট্রাইবুনাল বসানো হয়। ট্রাইবুনাল রায় দিয়েছেন যে, "রিসার্ভের" অর্দ্ধেক টাকা শ্রমিকদের প্রাপ্য এবং এই টাকা তাদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে [ইষ্টার্ণ ইকনমিস্ট" পত্রিকা ১৭-৭-৫৩]।

তাহ'লে এত টাকা "রিসার্ভে" জমা থাকা সত্ত্বেও এবং মুনাফা একচুল না কমা সত্ত্বেও কলকাতার ট্রামের ভাড়া বাড়বে কেন?

* * *

ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রমাণ হিসাবে বিশাখাপাটনামে ভারত সরকারের "হিন্দুস্থান" জাহাজ-নির্ম্মাণ করার কারখানার নাম প্রায়ই শোনা যায়।

এই কারখানা থেকে সম্প্রতি শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধর্মঘট উপেক্ষা করে, ভারত সরকার শ্রমিকদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে ৮০০ শ্রমিক ছাঁটাই করেন। তখনই আন্দাজ করা গিয়েছিল যে, কারখানার অবস্থা ভাল নয়। শ্রমিকদের প্রতিবার জন্মের এক ধমকে ছাঁটাই করা [illegible] এবারে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন।

ভারতের একমাত্র জাহাজ-নির্ম্মাণ করার কারখানার এই দুর্দশার কারণ কি?

২০-৭-১৯৫৩ তারিখের "কমার্স" পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, এই কারখানায় আদৌ জাহাজ তৈরি করা হয় না। প্রধানতঃ বৃটেন থেকে আমদানীকৃত "পার্টস-এর" জোড়া-তালীর কাজ এই কারখানায় করা হয়। আমদানীকৃত ইস্পাতের টুকরায় বল্টু আঁটা; হাতুড় দিয়ে কাঠের কাজ ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই এই কারখানায় করা হয় না। সব ধরনের মেশিন, ইলেক্‌ট্রিকের ফিটিং, বয়লারের ফিটিং, তামার পাইপ ইত্যাদি সব কিছু বৃটেন থেকে আমদানী করা হয়।

এই "পার্টস"গুলি আমদানী করা হয় চড়া দরে। বৃটিশ প্রভুরা স্বভাবতই আকাশচুম্বী দর হাকেন। তা'ছাড়া বৃটিশ "বিশেষজ্ঞদের" মোটা মাইনের ব্যাপার আছে। সব মিলিয়ে "স্বদেশী" জাহাজের দাম এত বেশি হয় যে, বিদেশী জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় "স্বদেশী" জাহাজ পেরে ওঠে না। এই অবস্থায় তদন্ত করে সত্যি সত্যি জাহাজ-নির্ম্মাণ করার কাজে অগ্রসর হবার কথা না ভেবে ভারত সরকার ছাঁটাই করে কাজ গুটিয়ে আনবার কথাই ভাবছেন।

আমেরিকাবাসীদের প্রতি

৩য় পাতার পর

আপনাদের হুকুমমত রায় লিখিতে রাজী নহেন তাহাদের গতবুদ্ধি জেলে পাঠান। কিন্তু মনে রাখিবেন, রোজেনবার্গদের হত্যাকারীদের হাতে পাশ্চাত্যজগতের নেতৃত্বভার আর আমরা তুলিয়া দিব না।

রোজেনবার্গ দম্পতিকে হত্যা করিয়া আপনারা নরবলির রক্তে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডাকিনীবিদ্যা ডাকিনীশিকার, নরবলি। এইবার আমরা আসল কথায় আসি তেছি। আপনাদের দেশ আজ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আজ আপনাদের সকলকেই ভয়। সোভিয়েতকে ভয়; চীনকে ভয়, ইওরোপকে ভয়; নিজেদের বোমার জামাকে পর্যন্ত আপনারা ভয় করা শুরু করিয়াছেন।

রোজেনবার্গ দম্পতি আমেরিকান ছিলেন। তাই আমাদের বুকে আজ যে ক্ষীণ আশাটুকু জাগিয়া আছে তাহার কারণ এই যে, যে দুইটি নির্দোষ নরনারীকে আপনারা হত্যা করিলেন, তাহাদের জন্ম আপনাদের দেশেই।

হয়ত একদিন এই সহজ বিশ্বাসই আপনাদের ভয় ঘুচাইবে। আশাকরি তাই হোক, কারণ আমরা আপনাদের ভালবাসি।

আপনার গণ-সংগঠনের বা
আপনার ব্যবসার
★
যাবতীয় ছাপার কাজ
গণশক্তি প্রিণ্টার্স-এ
দিন!
★
৩৩, আলীমুদ্দীন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
ফোন: ২৪—১৮৪৭

ভারতে বেকার সমস্যা

—রাখাল ভট্টাচার্য্য

আজ সারা ভারতে কল-কারখানায় ব্যবসা-বাণিজ্য মুখরিত নগর ও বন্দরের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে একটা রব উঠিয়াছে, "লোক কমাও"। কর্মচারী ও শ্রমিকশ্রেণী এই উদ্ধত ছাঁটাইর হুকুমকে নির্বিচারে মাথা পাতিয়া দিতেছেন না, ফলে কারখানায় প্রতিরোধ শুরু হইয়াছে, ছাঁটাইর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী সভা সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মঘট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছেন। অন্যদিকে মালিকরাও বেগতিক দেখিলে কারখানার তালাবন্ধ করিতেছে। গত মে মাসের হিসাবে দেখা যায়, শ্রম-বিরোধের ফলে ২৩৭৫২৬টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরবর্তী মাসগুলিতে সংখ্যা আরও বেশি হইবে।

সরকারী উদাসীন্য অবস্থাকে চরম বিপর্য্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবনে বেকারি ও অনাহারের দুঃস্বপ্ন নামিয়া আসিয়াছে। সারা ভারতে ছাঁটাইর বিরুদ্ধে যে খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ই আগস্ট নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক বেকারিবিরোধী দিবস ঘোষণা করিয়াছেন।

বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে সার্থকভাবে সংগ্রাম করিতে হইলে বেকার সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বেকারসংখ্যা বা কর্মে নিয়োজিত মানুষের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। এই সংখ্যার উপর যে মোটেই নির্ভর করা চলে না, তাহা পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করেন। [illegible] ... দেখা যায় যে, ১৯৪৭ হইতে অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে যাইতেছে।

লিভ রেজিষ্টারে তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা

		কারিগরী	কেরানী	অদক্ষ	মোট
ডিসেঃ	১৯৪৭	৪২১৯৪	৪৪৪৬৮	৮৪৯৪২	১৭১৬০৪
"	১৯৪৮	৩৫০১২	৬২৩২০	৮৬৩৫৬	১৮৩৮৭৮
"	১৯৪৯	৪১১১৫	৬৩৫১৯	১১৭৬৭৬	২৩২৩১০
"	১৯৫০	৪৫৬২৩	৭৭৭৪৫	১৬৪১০৮	২৮৭৪৭৬
"	১৯৫১	৪১৪৬৯	৮৫০৫৭	১৬২৪৪৫	২৮৮৯৭১
মার্চ	১৯৫২	৪৩৯৪৭	৮৮৫৬৬	১৬৮৬৮২	৩০১১৯৫
জুন	১৯৫২	৪৭৮৬৮	১১০৯৭০	১৭৬৮১৪	৩৩৫৬৫২
অক্টো:	১৯৫২	৪৯৮৭৯	১২০২২১	১৯৪৫৭৯	৩৬৪৬৭৯

এই তালিকা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কংগ্রেস শাসনের পাঁচ বৎসরে বেকারসংখ্যা আড়াই গুণ বাড়িয়াছে। অন্যদিকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারসংখ্যার হিসাব এইরূপ:—

	মোট রেজেষ্ট্রী
১৯৪৮	৮৬৮৭৮৭
১৯৪৯	১০৬৬০৫১
১৯৫০	১২১০৩০৮
১৯৫১	১৩৭৫৩০১
১৯৫২	১৪৭৬৬৯৯
১৯৫৩ (জানুঃ জুন)	৬৯৫০২৭

এই সংখ্যাতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণী না দিয়াও একথাই বলা যথেষ্ট যে, ক্রমাগত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির মুখে কর্মসংস্থানের পরিমাণ সংকুচিত হইতেছে। সাধারণতঃ বলা হয়, কারিগরী বেকারের শতকরা ১২ ভাগ এবং অদক্ষদের শতকরা ৩ ভাগ কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মারফৎ কাজ পায়। কিন্তু শেষোক্ত হিসাবে উক্ত সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে শতকরা ৮ ও শতকরা ১'৫ হইয়াছে। আজকাল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারদের সম্পর্কে সরকার ও মালিকশ্রেণী অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকেন। গত নভেম্বর মাসে বিশেষ তদন্তে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ভারতে এক লক্ষ ম্যাট্রিকুলেট ও ১৮০০০ গ্রাজুয়েট কর্মপ্রার্থী হিসাবে কর্ম বিনিময়কেন্দ্রে নাম লিখাইয়াছে। শেষোক্ত আঠার হাজারের মধ্যে ৮০০ জন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে এই গ্রাজুয়েটদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, "দেশে যে সময় এধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হয়, সেই অবস্থায় এই সংখ্যা মারাত্মক রকমের বেশী।" অন্যদিকে সরকার টেকনিক্যাল শিক্ষার অভাবকেই বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু একমাত্র এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হাতেই অর্দ্ধ লক্ষ টেকনিক্যালিস্টের রিজার্ভ আর্মি সব সময় মজুত রহিয়াছে।

উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহাতে ভারতে বেকারসমস্যার ভয়াবহ আকৃতির কোন পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। কমরেড ডাঙ্গে তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় শহরে বেকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ (তাঁত শিল্প সহ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কর্মচ্যুত বেকার অর্থে এই সংখ্যা যে অর্দ্ধ কোটির কাছাকাছি, এসম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞই একমত। তদুপরি অদৃশ্য বা disguised বেকারী রহিয়াছে। কর্মচ্যুতের সংখ্যা ৫০ লক্ষ হইলে অদৃশ্য বেকারসংখ্যা স্বভাবতঃই ইহার দ্বিগুণ হইবে। এইভাবে মোট শহরে বেকারের সংখ্যা দেড় কোটি ধরা যায়। বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ। তাহা ছাড়া ভারতের গ্রামীন অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে দেখা যায় যে, কমপক্ষে আমাদের এক তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম কৃষিজীবী বেকার রহিয়াছে। যুদ্ধে, মন্বন্তরে, দুর্ভিক্ষে, মহাজনের শোষণে, জমিদারের উৎপীড়নে গ্রামের চাষীরা ক্রমাগত জমি হারাইয়াছে এবং এইভাবে যে বিরাট কৃষক শ্রেণী (মোট কৃষিজীবী জনতার দুই তৃতীয়াংশ—১৯৫১ সালের আদমসুমারী) অর্থাৎ ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর পরিণত হইয়াছে। তাহাদের জন্য কোনো বিকল্প বৃত্তির ব্যবস্থা হয় নাই।

পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯১১ সাল হইতে ৪২ বৎসরে কৃষিজীবী জনতার শতকরা ৩ ভাগ মাত্র অকৃষি উপজীবিকা গ্রহণ করিয়াছে।

এই বিরাট সমস্যাকে জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ পরিস্থিতি হইতে বিচ্ছিন্ন [illegible]

বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যায়, বৎসরে ১৫ লক্ষ লোক কলকারখানা হইতে ছাঁটাই হইতেছে এবং ইহার পথপ্রদর্শন করিতেছেন স্বয়ং কংগ্রেস সরকার। পণ্ডিত নেহরু তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, উৎপাদন বাড়িলেই সমস্যার সমাধান হইবে। বহু শিল্পে উৎপাদন বাড়িয়াছে, কিন্তু তবুও কলকারখানায় অনবরত ছাঁটাই চলিয়াছে, বর্দ্ধিত উৎপাদনের শিকার হইয়াছে উৎপাদনকারী স্বয়ং। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মন্দাতে কাঁচামালের দর আকস্মিকভাবে কমিয়া যাইবার ফলে এখন পর্য্যন্ত কয়টি বৃহৎ শিল্পই কম করিয়া কাঁচামাল কিনিয়া এবং শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া উৎপাদন অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু শিল্পের মুনাফার হার পড়িতে শুরু করিলেই বেকারসংখ্যা অপরিমিত হারে বাড়িতে থাকিবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ পরিণামে তিনটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এক দুষ্টচক্র সৃষ্টি হইয়াছে। ১। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ২। শ্রমিক ছাঁটাই, ৩। ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস। ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের ফলে বর্দ্ধিত দ্রব্য মূল্যের মুখে শিল্প সংকটগ্রস্ত হইতে বাধ্য এবং ইতিমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের সর্বনাশ হইয়াছে, তাঁত শিল্প কার্যত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বৃহৎ শিল্পেও যে এই সংকট স্পর্শ করিয়াছে, শিল্পপতিদের সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলিই তাহার প্রমাণ।

এইভাবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষদংষ্ট্রা যে সময় পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিতেছে এবং যে সময় মানুষের জীবিকা ও জীবনের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিরোধ আরম্ভ করিয়াছে, কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার চুপ করিয়া না থাকিয়া নূতন বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে আর সরকার এগারদফা ত্রাণ-সূচী ঘোষণা করিয়াছেন।

ইহাতে বলা হইয়াছে,(১) এক বা একাধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে সরকার সাহায্য করিবেন, [২] যে সকল শিল্পে বর্তমানে লোক ঘাটতি রহিয়াছে, তাহার কলাকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা, [৩] রাজ্য সরকার কর্তৃক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় [৪] প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (৫) পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন, [৬] সদরপথে পরিবহনের উন্নতি [৭] বস্তি সংস্কার ও শহরে গৃহনির্মাণ, [৮] বেসরকারী ক্ষেত্রে গৃহ-নির্মাণে উৎসাহ দান, [৯] উদ্বাস্তু উপনগরীতে আর্থিক সাহায্য দান, (১০) বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ দান, [১১] এইসব কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্রসমূহে বিশেষ শিক্ষা শিবির স্থাপন।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, আজ সারা ভারতে কল-কারখানায়, সরকারী ও সওদাগরী অফিসে যে ব্যাপক

২ এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধোত্তরকাল ও সাম্প্রতিক সমস্যা

ভারতের বেকারসমস্যার প্রকৃতি ভয়াবহ। চলতি শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখার মত এবং সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়ার মত ক্ষমতা বা সঙ্গতি এদেশের মানুষের নাই। আধা ঔপনিবেশিক দেশ হিসাবে আমাদের অর্থনীতি ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী দ্রব্যের (fluctuating) অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং এইভাবে ১৯১৮ সালের পর হইতে এপর্যন্ত স্বাভাবিক যুদ্ধের অবস্থা ব্যতীত সবসময়ই বেকার সমস্যা গুরুতর থাকার কারণ করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে সৈন্যবাহিনী ছাড়া পাইল। যুদ্ধাঙ্গনে যাহারা প্রাণ দিল না, সরকার তাঁহাদের দায়িত্ব নিলেন না। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার জন্য এদেশের যে সব শিল্পোত্তম ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যুদ্ধান্তে তাহা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। যুদ্ধ ভারতের এক বৃহৎ অংশে গ্রামীন অর্থনৈতিক জীবনকে বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। বহু কৃষক নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সরকার কতকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাহির হইল। ইহাকে সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে প্রচার করা হইল। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে উপস্থিত করা হইল। কিন্তু বেকারসমস্যার সমাধান করিবার কোন প্রতিশ্রুতি ইহাতে ছিল না, শুধু ঘোষণা করা হইল "ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানই পরিকল্পনার লক্ষ্য।" তাঁহাদের ঘোষণায় দেখা গিয়াছিল যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কল্যাণে পাঁচবৎসরে মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ লোক অর্থাৎ বৎসরে ১৫ লক্ষ হিসাবে কাজ পাইবে। আড়াই

খবরের ওপিঠ

পুরন্দর—

কলকাতার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন বিলেতেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জনৈক বন্ধু 'বৃটিশ ডেলি এক্সপ্রেস' থেকে একটি কাটিং পাঠিয়েছেন। উক্ত কাগজের প্রতিনিধি সেফটন দেলমার কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় তখন আন্দোলন পুরোদমে চলছে।

ভদ্রলোক বিমানঘাঁটি থেকে কলকাতার প্রথম নম্বরের দৈনিক পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' আফিসে গিয়ে 'অনেক বাঙালী সহঃ সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছেন।' পথে তিনি 'দাঙ্গাকারীদের কার্যকলাপ' স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন "দাঙ্গাকারীরা একটা প্রাইভেট গাড়ি উল্টে দিয়েছে: দোকান পাটের দরোজা সব বন্ধ। রাস্তার মোড়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে তাদের উৎকণ্ঠা।" এসব দেখে ভদ্রলোক স্বভাবতই খুশি হতে পারেন নি। খুশি হতে পারেন নি আরও এই কারণে যে, আন্দোলনটা ছিল বিদেশী ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে। ভদ্রলোক আরও চটেছেন এই কারণে যে, আন্দোলনের সামনে সরকারকে শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আপাতত স্থগিত হয়েছে।

দেলমার সাহেব লিখেছেন: "কোরিয়ার সন্ধি দূর প্রাচ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একমাত্র সন্ধি নয় পণ্ডিত নেহরু এবং বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাঁর কংগ্রেসী বন্ধুদের ও কলকাতায় এ ধরনের একটা সন্ধি করতে হয়েছে।"

পণ্ডিত নেহরু মাঝে মাঝে আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কথা বলে থাকেন। দেলমার সাহেব তাই এ সুযোগে পণ্ডিত নেহরুকে একহাত নিতে ছাড়েন নি। দেলমার সাহেব লিখিয়াছেন, "গত চার সপ্তাহ ধরে তিনি (পণ্ডিত নেহরু) কলকাতার যে হাঙ্গামা এবং সশস্ত্র আক্রমণ চলছে তাকে নিন্দে করছেন।" বলছেন এ রকম অবস্থা কোন আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন গভর্ণমেণ্টেই বরদাস্ত করতে পারে না। সেই সঙ্গে আরও উচ্চ কণ্ঠে মাউ মাউ "দেশ প্রেমিকদের" বিরুদ্ধে বৃটিশের দমননীতির নিন্দা করছেন।

দেলমার সাহেব রাগের মাথায় একটা সত্য কথা বলে ফেলেছেন। তথাকথিত মাউ মাউ আন্দোলন যে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র নয়—একটা গণআন্দোলন—প্রকারান্তরে দেলমার সাহেব তা স্বীকারই করেছেন। দেলমার সাহেব মাউ মাউ আন্দোলনকে কলকাতার ট্রাম আন্দোলনের সংগে তুলনা করেছেন। কলকাতার ট্রাম আন্দোলন যে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র নয়, গণআন্দোলন তা প্রমাণ করার জন্য জায়গার অপব্যয় করা অনাবশ্যক।

দেলমার সাহেব অবশ্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের সংগে পাল্লা দিয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। পুলিশী অত্যাচারের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে, জনতার প্রতিরোধকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলে রটনা করেছেন। কমিউনিস্ট বোমা হজনেওয়ালারাই নাকি একমাত্র ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির বিরোধিতা করেছে। দেলমার সাহেবের নিবন্ধে তার নিজ দেশের লোক হয়ত ভুলতে পারে। কিন্তু এদেশের মানুষের মনে সমস্ত ঘটনা এখনও এতো তাজা আছে যে—এ কুৎসারও জবাব না দিলে চলে। [illegible] ভালো ভালো কথাই।

কিন্তু দেলমার সাহেব নিজেই নিজের 'দেশ' কাঁচিয়ে দিয়েছেন; 'কলকাতার সাংবাদিক বন্ধুদের বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করতে গিয়ে। দেলমার সাহেব লিখছেন, খবরদার, কমিউনিস্টদের খাটো করে দেখ না যেন। "আজকের দাঙ্গা খবর মাত্র—কাল তা ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে।"

দেলমার সাহেব আরও লিখছেন: ঘটনা হচ্ছে এই যে কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক উপসর্গ।"

"কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্টদের ও অন্যান্য বামপন্থীদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ট্রাম আন্দোলন জয়ী হওয়ায় এখন কমিউনিস্টদের পক্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের সমর্থন লাভ করা সহজ হবে।"

নিশ্চয়ই হবে। দেলমার সাহেব চান আর না চান—সংগ্রামী জনতার একতা দিন দিন ব্যাপকতর হবেই। আর ঐক্যবদ্ধ জনতা একদিন না একদিন জুলুমশাহীর অবসান ঘটাবেই।

কিন্তু তবে যে দেলমার সাহেব এতক্ষণ বলছিলেন, সবই নাকি কমিউনিস্ট বোমাছুঁড়নেওয়ালাদের কাণ্ড!

সপ্তাহের রঙ্গলোক

—নটসূত্রকার

নতুন নাট্যকের অভাব

নাট্যোৎসাহী মাত্রেই অভিজ্ঞতা হচ্ছে, গত বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতার মঞ্চগুলিতে নতুন নাটকের অভাব, রকমহল তো ক্রমাগতই হাত পাল্টাচ্ছে। মিনার্ভা "ঝিন্দের বন্দী"র পর থেকে প্রায় বন্ধ। শিশিরবাবু এখন বিশিষ্ট অভিনেতাদের নিয়ে যুক্ত অভিনয় রজনী চালিয়ে যাচ্ছেন পুরনো নাটক নিয়ে। একমাত্র ষ্টারে মহেন্দ্রগুপ্ত তবু নতুন নাটক মঞ্চস্থ করছেন মাঝে মাঝে।

থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অনবরতই মঞ্চের দুর্দশার জন্য দায়ী করেন উপযুক্ত দর্শকের অভাবকে। এ অভিযোগ যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ সম্প্রতি "ঝিন্দের বন্দী"র দুর্বল নাট্যরূপেও টাকা আনা পাই এর দিক থেকে সাফল্য। আসলে নাটকের বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ও নতুনত্বের অভাবই দায়ী বর্তমান দুর্দশার জন্য (অন্যান্য কারণও অবশ্য আছে)। উনবিংশ শতকে বাংলা মঞ্চের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল নতুন নতুন নাটক সৃষ্টির সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে। বিকাশের সেই আন্দোলন আজ গতিরুদ্ধ। এব্যাপারে থিয়েটার কর্তৃপক্ষরা নজর দিন। দর্শকগোষ্ঠীকেও এগিয়ে আসতে হবে নতুন নতুন নাটকের দাবিতে।

বিষবৃক্ষের ফল

বছর তিনেক আগেকার কথা। কলকাতার একটি ষ্টুডিওতে বসে বাংলা চলচ্চিত্রের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ষ্টুডিওরই কার্য্যাধ্যক্ষ বিশিষ্ট এক টেকনিশিয়ানের সাথে। সেদিন আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যুদ্ধের মরশুমে আঙুল ফুলে কলাগাছ বোম্বাই-এর চিত্রনির্মাতারা উঠে পড়ে লেগেছে বাংলা দেশকে বোম্বাই-মার্কা ছবিতে ছেয়ে দিতে। তার পরের ইতিহাস প্রত্যক্ষ। ক্রমে ক্রমে বসুশ্রী, রূপবাণী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহগুলিও নিয়মিত বোম্বাই ছবির "শুভমুক্তির" সাইনবোর্ড টানাতে শুরু করেন। কিন্তু এর আড়ালে যে অশুভ চক্রান্ত চলছিল তার ধাক্কা বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে সামলে উঠতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু বোম্বাই চিত্রের পরিবেশকগোষ্ঠী নিজেদের তৈরী ভেড়ো বড়ি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিলতে বাধ্য হচ্ছেন। বিষবৃক্ষে ফল ধরেছে। গত ৩০শে জুন এখানে সাংবাদিকদের কাছে বিশিষ্ট চিত্রপরিবেশক শ্রী জালান প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের বিরুদ্ধে "আত্মসর্ব্বস্বতা ও প্রোটেকশন মনির মাধ্যমে অসহযোগিতার" অভিযোগ করেছেন।

এই "প্রোটেকশন মনি" খুব দিয়েই সেদিন বোম্বাই ফিল্ম বাংলা দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু দর্শক বলে যে বিরাট ও সম্ভাবনাময় জিনিসটি আছে [illegible] স্বার্থের দিকে সেদিন নজর [illegible] প্রয়োজন মনে করেনি এরা। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শকদের অসহযোগিতাই বর্তমানে বোম্বাই ফিল্মের ক্রমিক দুরবস্থা টেনে আনছে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বল্প পুঁজি নিয়ে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সেদিন নিজগৃহেও পরবাসী হবার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা ছবির উৎকর্ষ দর্শকদের সহযোগিতা পেয়েছে। আজ তাই ক্রমে বাংলা ছবির প্রযোজকগোষ্ঠী ক্রমেই অনুকূল আবহাওয়ার পক্ষে তরণী চালনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

আজ তাই অশুভ চক্রান্তের পথ ছেড়ে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে ভারতের চিত্রশিল্পের বিকাশের জন্য। বোম্বাই ছবির সংগ্রাম মোটেই বাংলার প্রযোজক বা প্রদর্শকদের বিরুদ্ধে নয়; বাংলার সংগ্রামও বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে নয়। উভয়ের যুক্ত সংগ্রাম প্রয়োজন সুস্থ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সুস্থ, সুন্দর ও প্রগতিশীল চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনের জন্য; তাঁদের যুক্ত সংগ্রাম হলিউড মার্কা কুৎসিৎ, অবক্ষয়মূলক প্রতিটি ফিল্মের বিরুদ্ধে।

বিষবৃক্ষের ফল পেকে ওঠার আগেই এ সংগ্রাম শুরু হোক; দর্শকগোষ্ঠীর সহানুভূতি তাঁরা পাবেন। আর এদের সুস্থ সবল আদর্শের সংগ্রামের সামনে "প্রোটেকশন মনি" নামে চোরাবালিও অবলুপ্তি মোটেই অসম্ভব কোন স্বপ্ন নয়।

শেষ সংবাদ

ভারতীয় সঙ্গীত কলাকার মণ্ডল আকাশবাণীর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা ব্যবস্থা ও উত্তর ভারতীয় জুরি নিয়োগের ত্রুটির বিরুদ্ধে তাঁদের তিনমাসকাল বয়কট আন্দোলন গত বুধবার প্রত্যাহার করেছেন।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মণ্ডলের সদস্য হওয়ার "অপরাধে" কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্ভাব্য শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেতার শিল্পীদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং মণ্ডলকে সুষ্ঠু সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন নিয়োগ করেছেন।

বেতার জুরি প্রথা সম্পর্কে গত সপ্তাহের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক পাঠকের একটি চিঠি এসেছে। চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

বের হ'ল

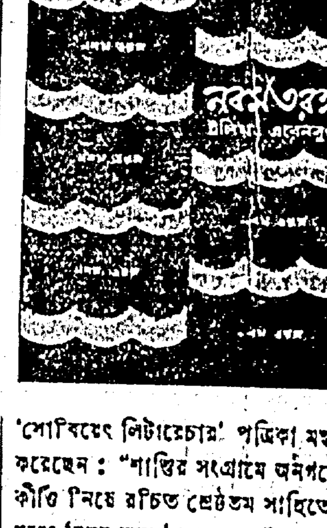

'সোভিয়েৎ লিটারেচার' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন: "শান্তির সংগ্রামে জনগণের কীর্তি নিয়ে রচিত শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের মধ্যে 'নবম তরঙ্গ' অন্যতম।" অনুবাদ করেছেন শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

দাম: সাড়ে চার টাকা

প্রগতি প্রকাশনী
২, পাম প্লেস, কলিকাতা-১৯

বার্ণপুর শ্রমিকদের সংগ্রামী একতাকে অভিনন্দন

ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ফেডারেশনের সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিদলের বিবৃতি

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা)

বার্ণপুর, ৮ই আগস্ট—বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীলের শ্রমিকদের দীর্ঘ স্লো-ডাউন ধর্মঘটে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া সংগ্রামী সৌভ্রাত্র জ্ঞাপনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ গত ৬ই আগষ্ট এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। গত তিন দিনে এখানকার শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ফেডারেশনের পক্ষ হইতে অ্যাকসন কমিটির হাতে ২৫ টাকার প্রতীক সাহায্য জমা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে ফেডারেশনের সম্পাদক মহম্মদ ইলিয়াস এবং অপর দুইজন সভ্য সুশোভন রায় ও আবদুল মালেক নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

ইঞ্জিনীয়ারিং ফেডারেশনের পক্ষ হইতে আমরা গত ৬ই আগস্ট তারিখে বার্ণপুর যাই এবং অ্যাকশন কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এবং অন্যেক নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সাধারণ শ্রমিকের সাথে আলাপ করি। আলাপ আলোচনার মারফৎ এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বার্ণপুর শ্রমিকদের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। সরকার, কোম্পানি ও শ্রীমাইকেল জনের অনমনীয় মনোভাবই বার্ণপুরের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। ইঞ্জিনীয়ারিং ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ৬২টি ইউনিয়নের প্রায় ৫৫ হাজার সভ্যের পক্ষ হইতে আমরা দাবী করিতেছি যে, বার্ণপুর শ্রমিকদের যুক্তিযুক্ত দাবী অবিলম্বে মানিয়া লওয়া হউক। অন্যথায় আমরাও বার্ণপুরের শ্রমিকদের সমর্থনে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইব।

যে অপূর্ব্ব ঐক্য ও সংগ্রামী মনোভাব আমরা বার্ণপুর শ্রমিকদের মধ্যে দেখিয়াছি তাহাতে আমরা সত্য, মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা বার্ণপুর শ্রমিকদের আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আবেদন করিতেছি: আপনারা আপনাদের সংগ্রামকে আরো জোরদার করুন। যে সরকার আপনাদের সাত ভাইকে খুন করিয়াছে, আরো ৮৩ জনের উপর মামলার খড়্গ ঝুলাইয়া রাখিয়াছে এবং ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, যে কোম্পানী আপনাদের বহু ভাইকে ডিসচার্জ করিয়াছে এবং আপনাদের অতি ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে আজো সম্পূর্ণ উদাসীন, কলিকাতা ও দিল্লী হাটাহাটি করিয়া তাহাদের হৃদয় গলান যাইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। একমাত্র জোরদার সংগ্রামই সরকার ও কোম্পানিকে দাবি মানিতে বাধ্য করিতে পারে। আপনাদের এই সংগ্রামে সারা বাংলার ইঞ্জিনিয়ারীং শ্রমিক তথা অন্যান্য সমস্ত শ্রমিকদের সমর্থন পাইবেন। আপনাদের সংগ্রামে সারা বাংলার শ্রমিকদের সামিল করিয়া আনিবার জন্য আপনারা অ্যাকশন কমিটিতে কর্মক্রম গ্রহণ করুন। বিভিন্ন যায়গায় আপনারা আপনাদের দল টিমার পাঠান। সকলের নিকট হইতে সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করুন। জয় আপনাদের অনিবার্য্য।

হাওড়া ময়দানে খাদ্য সমাবেশ

দুই সহস্র লোকের সভায় সম্মিলিত আন্দোলনের আহ্বান

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৮ই আগস্ট—আজ হাওড়া ময়দানে দুই সহস্র লোকের খাদ্য সমাবেশে শ্রীগণেশ ঘোষ ও শ্রীবীরেন ব্যানার্জ্জী বলেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের মতই খাদ্য আন্দোলনে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীগণেশ ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার যেমন মূল্য বৃদ্ধির মত গুরুতর ব্যাপারে বিধান সভার অভিমত পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে বলিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গে খাদ্যে ঘাটতি কমন হইয়াছে। আসলে এই সরকার বরাবরই খাদ্যের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। সরকারকে খাদ্যের দায়িত্ব লইতে বাধ্য করিতে হইলে শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন যথেষ্ট হইবে না, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে, দুর্ভেদ্য বামপন্থী ঐক্য গঠন করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে খাদ্য আন্দোলনে ঐক্য ছিল না। কলিকাতা প্রতিরোধ আন্দোলনে দেখা গিয়াছে, ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে দুর্বিনীত সরকারকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ তাই আজ বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করা। কারণ বর্তমান কংগ্রেস ও তদীয় সরকারের সাধ্য নাই আজ বিপুল ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলনের দাবি ঠেকাইয়া রাখে। জনসাধারণের আর একটি কাজ হইতেছে, স্থানীয় কংগ্রেসী এম-এল-এ'দের ঘেরাও করা, হয় তাঁহারা সরকারকে দিয়া খাদ্য দাবি স্বীকার করান অথবা নিজেরা কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করেন।

শ্রীবীরেন ব্যানার্জ্জী বলেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় আমাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রেশনের দাম কমানোর জন্য আন্দোলন হইবে কিনা। সেই আন্দোলন আজ শুধু সহর নয়, গ্রামের কৃষকদের স্বার্থেও শুরু হইতেছে। কারণ ধান যাহারা ফলান, গ্রামের সেই কৃষক আজ বুভুক্ষু। আজ তাই সহর ও গ্রামের লোককে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের মতই বামপন্থী ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্রী ব্যানার্জ্জী, শ্রমিকদের পূজা বোনাস-এর জন্য আন্দোলন করিতে আহ্বান জানান।

সভায় বার্ণপুর, কলিকাতা, যাদবপুরে পুলিশ অত্যাচারের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় ও বিহার শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদণ্ড মকুবের দাবি করা হয়। সভায় বাম শ্রমিক নেতা পুলিন মুখার্জ্জী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅমর ব্যানার্জি, শ্রীনমাই মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বালী ইনষ্টিটিউট অফ কমার্শ

গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত।

বালী বাজার

অল্প টিউশন ফির বিনিময়ে অল্প সময়ের মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটিং, কমটোমিটার শিখিবার একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ষ্টুডেন্টস্ কনশেসন টিকিট পাবেন।

প্লান্টার্স টী হাউসের নিবেদন।

চা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া চায়ের কারবার শুরু করিতেছি—আমাদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট সহযোগীতা ও সহানুভূতি কামনা করি। দোকানের ঠিকানা:—২২।৩ রাজা মণীন্দ্র রোড দত্তবাগান (পাইকপাড়া) প্লান্টার্স টী হাউসের পক্ষে অধীর ধর, গৌরবিনোদ রায় ও সন্তোষ ঘোষ

ভাষা শিক্ষা নিকেতন

আগষ্ট হইতে নূতন সেশন। চীনা, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান হিন্দী, উর্দ্দু, পার্শিয়ান ও পোলিশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্ত্তি ফি: ৫৲ মাসিক ফি: ৫৲। অবিলম্বে ভর্ত্তি হউন। অনুসন্ধান ও ভর্ত্তি হইবার স্থান—১১ এ বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট (সকাল ৮টা—১১টা ও বিকাল ৫টা—৭টা) ও হিন্দু একাডেমী, ৫০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (সন্ধ্যা ৬৷০ টা—৮টা)

একশিরা

কোষবৃদ্ধি, হাত-শিরা, ফাইলেরিয়া যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন, "মিশারের তৈল" ও সেবনীয় ঔষধে ১ দিনেই বাথা ও যন্ত্রণা দূর করিয়া ১ সপ্তাহে স্বাভাবিক করে। মূল্য—৭৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ১৲ টাকা। কবিরাজ এস্ কে চক্রবর্ত্তী (খা) ১২৬।৩, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলি:

বন্দী অবস্থায় মৃত্যু

বিক্ষোভের আশঙ্কায় জব্বলপুরে ধরপাকড়

জব্বলপুর, ৮ই আগস্ট—গত ২২শে জুলাই জব্বলপুরের কামারা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর বিক্ষোভ সম্পর্কে ধৃত একজন বন্দী গতকাল জেলের মধ্যেই মারা গিয়াছেন বলিয়া মধ্য প্রদেশ সরকার প্রচারিত প্রেসনোটে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই ব্যাপার লইয়া জব্বলপুরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে, এই অজুহাতে কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড পি, কে, ঠাকুর সহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। —পি, টি, আই

আজ জাতীয় শিক্ষা কনভেনশন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জননেতাদের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আজ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেলা ১টায় জাতীয় শিক্ষা কনভেনশন হইবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের দুরবস্থা ও বিভিন্ন দাবি এবং রাজ্যের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে কনভেনশনে আলোচনা হইবে।

এই কনভেনশন অনুষ্ঠানের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি সভামণ্ডপ করা হইয়াছে। প্রবীন সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা কনভেনশনে বক্তৃতা করিবেন।

বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারি সমিতি এই কনভেনশনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় সমিতির পক্ষ হইতে কনভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শিক্ষক ও সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন।

যুব-শক্তি এক হও

প্রথম পাতার পর

যুব-ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

কাশীপুর ও বরাহনগর অঞ্চল

কাশীপুর, বরাহনগর ও চৌৎপুর আঞ্চলিক যুব উৎসব আজ হইতে শুরু হইবে। সকাল আটটায় প্রদর্শনী উদ্বোধন ও প্রতিনিধি সম্মেলন হইবে।

বেলগাছিয়া অঞ্চল

বেলগাছিয়া ও সিঁথি অঞ্চলের যুব উৎসব গত ২রা আগস্ট হইতে শুরু হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে আজ বিশ্বনাথ কলোনীর পার্কে, মহাজাতি মিলন সংঘ কর্তৃক ব্রতচারী ও বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হইবে এবং সন্ধ্যা ৭টায় বরেন্দ্র-ভবন-রোমে নটনাট্যম কর্তৃক 'দুই পুরুষ' নাটক অভিনীত হইবে।

দক্ষিণ কলিকাতায় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত

গত ৬ই আগস্ট লেক অঞ্চলের বিভিন্ন যুব প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া 'শান্তি ও মৈত্রীর' জন্য আঞ্চলিকভাবে উৎসব করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভা হইতে একটি আঞ্চলিক উৎসব কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আগামী ১৪ই আগস্ট লেক অঞ্চলে উৎসব করা হইবে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় উৎসব কমিটির অফিস খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন ক্লাবকে বিস্তারিত খবরের জন্য অফিসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

উৎসব কমিটি অফিস ৩৬এ, যতীন দাস রোড। অফিস সকাল ৮টা হইতে ১০টা ও বিকাল ৬টা হইতে ৯টা অবধি খোলা থাকিবে।

রী-ডালেস চুক্তি

[১ম পাতার পর]

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক, গ্রীস, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, কলম্বিয়া, ফিলিপাইনস ও লুক্সেমবুর্গ। কোরিয়ার শান্তি চুক্তির পর ২৭শে জুলাই ওয়াশিংটনে যে ঘোষণা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে কোন দেশের নাম না করিলেও, উহা চীনের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছে বলিয়া ইহা নিশ্চিত।

সহি দিয়াছি, মত দেই নাই

লণ্ডন, ৭ই আগস্ট—উপরোক্ত স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম রাষ্ট্র হইয়াও বৃটেন আজ রাত্রিতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, কোরিয়ার বিরুদ্ধে হুমকিতে সহি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে কোন মত দেওয়া হয় নাই। —রয়টার

পার্কসার্কাস মহিলা সভা

গত ৫ই আগস্ট—পার্কসার্কাস মহিলা সমিতির উদ্যোগে মহিলাদের এক সভা হয়। এই সভায় ডেনমার্ক প্রত্যাগত শ্রীযুক্তা পুষ্পময়ী বসু ও শ্রীযুক্তা সুধারায় কোপেনহেগেন-এ বিশ্বনারী সম্মেলনের সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভায় শ্রীযুক্তা নীহারকণা সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নেতৃবৃন্দের ঘোষণা

মাদ্রাজ, ৭ই আগষ্ট—গতকাল অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীএম, এন গোবিন্দন নায়ার, আর, এস, পি নেতা শ্রীটি, কে, দিবাকরণ এবং কেরলা সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রী এ, পি চুপর ঘোষণা করেন যে, এই রাজ্যে খাদ্য ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এই তিনটী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবেন ও আন্দোলন চালাইবেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন যে, ঐক্য-কেরল গঠন, পুলিশ জুলুম বন্ধ, রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতেও তাঁহারা একত্রে আন্দোলন চালাইবেন। —পি, টি

ফটোগ্রাফার নীলমণি রায়ের কৃতিত্ব

বুখারেষ্টে ডিপ্লোমা লাভ: সারা ভারত পর্য্যটন করিয়া নিপীড়িত মানবতার চিত্রগ্রহণ

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা)

কলিকাতা, ৮ই আগষ্ট—বুখারেষ্ট বিশ্ব যুব উৎসবে ১৫টি দেশ হইতে যে সমস্ত ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতায় গিয়াছে, উহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত শ্রীনীলমণি রায়ের ৯ খানি ফটোগ্রাফ পুরস্কার ও ডিপ্লোমা লাভ করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। শ্রীনীলমণি রায় পাসপোর্ট না পাওয়ায় বুখারেষ্ট যাইতে পারেন নাই। শ্রীরায়ের প্রেরিত ৯খানা ফটোগ্রাফ সবই ভারতের নিপীড়িত অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের প্রতিচ্ছবি। নেপালী মেয়ে সুন্দরী, সাওতালী সুর, খেলার সাথী, রাখাল ছেলের অবকাশ, চাষীর ঘর্ম, একশো কুড়ি বছরের বুড়ী, পাহাড়ী শিশু, ধানকাটা এবং ক্ষেতের কাজ সবই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

শ্রীনীলমণি রায় বাওয়ার সালিখানিবাসী প্রখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক শ্রীকিশোরী রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতের বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত জনপদ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। শিলিগুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের বহু স্থান ও আরও বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাঁওতাল, কোল, ওরাও, মুণ্ডা, পাহাড়ীয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে জঙ্গলে ঘুরিয়া তিনি তাঁহাদের জীবন প্রবাহকে ফটোগ্রাফীতে রূপ দিয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

৮ই আগস্ট, শনিবারের 'স্বাধীনতা'য় বুখারেষ্টের সংবাদে অনবধানতাবশতঃ ফটোগ্রাফার শ্রীনীলমণি রায়ের স্থলে 'ব্যায়ামবিদ শ্রীনীলমণি রায়' ছাপা হইয়াছে। হেডিং-এও অনুরূপ ভুল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'ব্যায়ামবীর' নীলমণি বাবুর নাম নীলমণি দাস এবং তিনি বুখারেষ্টের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন নাই। এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

দুইটি নূতন স্বয়ংক্রিয় একচেঞ্জের উদ্বোধন

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ৮ আগস্ট—আজ হইতে আরও দুইটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন [illegible] হইল। জোড়াসাঁকো ও এভিনিউ এক্সচেঞ্জ যথাক্রমে ৩০ ও ৩৪নং স্বয়ংক্রিয় একচেঞ্জ বলিয়া গণ্য হইল। রাজ্যপাল এই দুইটি এক-চেঞ্জের উদ্বোধন করেন।

তারাসুন্দরী পার্কে প্রতিরোধ কমিটির সভা

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ৮ই আগস্ট—আজ ৫নং ওয়ার্ড ট্রাম ও বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে তারাসুন্দরী পার্কে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ নারায়ণ তেওয়ারী।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কলিকাতায় পুলিশ অত্যাচারের নিন্দা করিয়া এই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করা হয়। জনগণের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে ট্রাইবুনাল নিয়োগ করার সরকারী পদ্ধতির নিন্দা করা হয়। ট্রাম শ্রমিকদের বর্দ্ধিত বেতন ও এক কিস্তিতে বোনাস দিবার দাবিও প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রফুল্ল সরকার কাপ

অভকার [illegible]

রেমেট কোলম্যানস একাদশ: [illegible] —পি, টি, আই

মূল্য কমে না কেন?

১ম পাতার পর

অন্যান্য রোগের ব্যাপক আক্রমণ ত আছেই।

দুধের জন্য সরকারী ৩৮টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শহরের ১৲ টাকা সের ভেজাল দুধ বন্ধ হয় নাই। 'সাগরিকা' 'বরুণা' প্রভৃতি সমুদ্রের মাছ ধরা জাহাজ সরকার বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে কিনিয়াছেন। মাছের যে দাম তাহাতে শতকরা ১০টি বাড়িতে মাছ রান্না হয় কিনা সন্দেহ। আজকার কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে মাছের দর নীচে দেওয়া গেল:

ইলিশ	৩৲—৩৷০ সের
পোনা [কাটা]	৩৷০—৩৸০ সের
পোনা [গোটা]	৩৲ টাকা সের
চিংড়ী ৩৷০, ভেটকি ২৷০।	

তরকারীর বাজার

তরকারীর দাম শুনিলে খাবার উৎসাহ উড়িয়া যায়। ঢ্যাড়শ সের উঠিয়াছে। দাম প্রতিসের বার আনা।

পটল—৸০ সের
আলু—৷৵০-৸০ সের
মূলা—এক আনা জোড়া
পুঁইশাক—।০ সের
কচু—।০ সের

ডাল-তেল-চিনি

ডাল, তেল, চিনি, মশলা কোন কিছুরই দাম কমিবার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

মুগ	৸	সের
মসুর	৷৵	সের
মটর	৷৵১০	সের
ছোলা	৷৵	সের
অড়হর	৷৵	সের
নারিকেল তেল ২৲		সের
সর্ষের তেল	১৸৵	সের
চিনি	৸৵	সের

মশলাপাতি

মশলাপাতি লইয়া পাইকারী ব্যবসায়ীর যে ফাটকাবাজী চালাইতেছে সরকার সে সম্পর্কে আজও চোখ বুজিয়া আছেন। সরকারী উদাসীনতা ও অক্ষমতার মাশুল প্রতিদিন জনসাধারণকে যোগাইতে হইতেছে।

লঙ্কা—৩৷০ সের
জিরা—৩৲ "
হলুদ—১৷০ "
ধনিয়া—১৲ "
সুপারি—৩৷০ সের

নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, তেল, মশলা, চিনি প্রভৃতির দর বৃদ্ধির জন্য দায়ী সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি। চিনির দর বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের পকেট কাটা গেল। আখ চাষীরা সর্ব্বস্বান্ত হইল। কিন্তু ভারত সরকারের কৃপায় কিউবার চিনি-কলের আমেরিকান মালিকরা ভারতে চিনি রপ্তানী করিয়া ধাঁও বসাইবার সুযোগ পাইবে। মাল আসিবার পূর্ব্বে দেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীরাও ফাটকাবাজি করিয়া জনসাধারণকে শুষিয়া 'লাল' হইতেছে। মাছের চালানের ব্যাপারেও সরকার জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪ পরগনার মাছের ভেড়ীর মালিক-জমিদারদের স্বার্থেও মাছের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের পাপচক্রকে সমর্থন করিয়া সরকার বাঙালীকে প্রিয়তম খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। বিশেষতঃ যখন খাদ্যশস্যের ঘাটতি চলিতেছে তখন এই অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন খাদ্য বিকল্প খাদ্য হিসাবে দেশবাসীকে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দিত।

ছোট দোকানীর বিপদ

এইভাবে দর বৃদ্ধি হওয়ায় একদিক হইতে মুদীর দোকানে কম বিক্রয় হইতেছে অন্য দিক হইতে দোকানে খরিদ্দারদের 'বাকী' বাড়িতেছে। পাড়ার দোকানদারেরা চক্ষু লজ্জায়, মন্দা ব্যবসায় বাড়িতেও গরীব বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ 'বাকী'তে মাল দিতেছেন। কিন্তু আর্থিক ক্রমাবনতি ও দরের ক্রমবৃদ্ধির ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ক্রেতারা তলাইয়া যাইতেছেন। ফলে দোকানদারদেরও মার খাইতে হইতেছে। কলিকাতার ও শহরতলীর সহস্র সহস্র মুদী দোকানী কংগ্রেস রাজত্বে সাধারণ মানুষের 'বাস্তু' ভাঁড়ারের যে দৃশ্য প্রতিদিন লক্ষ্য করেন তাহা মর্ম্মান্তিক। ভাত-মাছ-দুধ বাঙালীর রান্নাঘর হইতে হরণ করা হইয়াছে। সামান্য সুক্ত-ডালনা, ভাজা-বড়াও দুর্মূল্য দেশ ছাড়া হইয়া যায়।

গণতান্ত্রিক আইনজীবী সঙ্ঘ

১-এর পাতার পর

সাহায্য দিয়া থাকেন, আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাহা করা হয় না।

শ্রীমুখার্জ্জী প্রস্তাব করেন যে, আইনের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও তাত্ত্বিক আলোচনায় জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা উচিত। তিনি বলেন, এই বিশেষজ্ঞরা আদালতে ওকালতি না করিয়া কেবল মাত্র আইনের গবেষণায় রত থাকিবেন।

সংঘের খসড়া গঠনতন্ত্র উত্থাপন করিয়া শ্রীঅরুণ প্রকাশ চাটার্জ্জী এডভোকেট বলেন, দলমত ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত আইনজীবী এই সংঘের সভ্যপদের অধিকারী হইবেন।

আগামী ১১ই আগষ্ট ২৭নং বেকার রোড, আলিপুরে বিকাল ৫টায় সঙ্ঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ট্রাম শ্রমিকদের ডেপুটেশন

প্রথম পাতার পর

বলেন যে, বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষে শ্রমিকদের অধিক দুর্গ ও বিবেচনা করিয়া মানবতার খাতিরে এমাসে তাঁহাদের পূর্ণ বেতন দেওয়া উচিৎ।

শ্রমমন্ত্রী উহার জবাবে শুধু বলেন যে, কোম্পানি অগ্রিম দিলে সরকারের কোন আপত্তি নাই।

বার্ষিক বোনাস সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রী কোম্পানির আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কথা উল্লেখ করিয়া জানান যে, সে কারণেই এক সময়ে পুরা বোনাস দিতে কোম্পানি অক্ষম। পূজার আগে অর্দ্ধেক টাকা এবং পরে দুই দফায় বাকী টাকা দিবার জন্য কোম্পানির কাছে প্রস্তাব করিতে পারেন বলিয়া শ্রমমন্ত্রী জানান। শ্রমিক প্রতিনিধিদ্বয় কোম্পানির অস্বাচ্ছল্যের অজুহাতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ত্রিদলীয় বৈঠকে তাঁহারা হিসাব-নিকাশ দিয়া কোম্পানির এই ফাঁকিকে দেখাইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, সামনাসামনি আলোচনার জন্য কোম্পানীকে ত্রিদলীয় বৈঠকে ডাকা হউক। শ্রমমন্ত্রী এরূপ বৈঠক ডাকিতে অস্বীকার করেন। শ্রমিক প্রতিনিধিদ্বয় শ্রমমন্ত্রীকে স্পষ্টই জানাইয়া দেন যে, পূজার আগে টাকা না পাইলে শ্রমিকদের দুর্দশা চরমে উঠিবে এবং সে-দুর্দশা তাঁহারা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ। শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্য শ্রমিক প্রতিনিধিদ্বয় শ্রমিকদের কাছে পেশ করিবেন।

শ্রীগোপালনের নিকট স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পত্র

মালাবারের মহামারী সম্পর্কে তদন্তের প্রতিশ্রুতি

নয়াদিল্লী, ৮ই আগস্ট—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীএ, কে, গোপালনের নিকট লিখিত এক পত্রে এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়াছেন যে মালাবারে নূতন ধরণের রোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন।

সম্প্রতি শ্রীগোপালন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন তাঁহার জবাবেই রাজকুমারী অমৃত কাউর উক্ত পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত স্মারকলিপিতে শ্রীগোপালন বলেন যে, মালাবারে আমাশয়ের মত এক নূতন ধরণের রোগের ফলে বহু সংখ্যক লোক বিশেষ করিয়া শিশুদের মৃত্যু ঘটিতেছে। এই মহামারী প্রতিরোধের জন্য তিনি বিশেষ সাহায্যের আবেদন জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁহার জবাবে বলেন যে, মাদ্রাজ রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টরকে তিনি এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অর্থ থাকিলে কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে সাহায্য দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার হাতে অর্থ নাই। তবে এসম্পর্কে তদন্ত চালাইবার প্রয়োজন হইলে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, শ্রীগোপালনের স্মারকলিপি তিনি রাজ্য সরকারকে জানাইতেছেন।

বরোদায় অদ্ভূত রোগ

বোম্বাই, ৭ই আগষ্ট—জানা গেল, বরোদা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে নাদিয়াদে এক অদ্ভূত ধরণের রোগ দেখা দিয়াছে। এই রোগে ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রায় সহস্রাধিক লোক আক্রান্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসক মহলের মতে গত বছর কোরিয়ায় এই ধরণের রোগ দেখা দেয়। —পি, টি

মিথ্যা অভিযোগ টিকিল না

ভূপালের কমিউনিষ্ট নেতৃদ্বয়ের মুক্তিলাভ

ভূপাল, ৮ই আগস্ট—গতকাল ভূপাল মধ্য ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি সাকির আলি এবং ভূপাল রাজ্য কিষাণ সভার সভাপতি মিঙ্খিলাল দুবে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত ১লা জুন রাজ্যের ৪ জন হিন্দুমহাসভা ও জমিয়ত ইসলামি নেতৃবৃন্দের সহিত সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্যের অভিযোগে উক্ত নেতৃদ্বয়কে আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

আটকবন্দীদের কাগজপত্র এ্যাডভাইসরী বোর্ডের নিকট প্রেরিত হইলে বোর্ড মন্তব্য করেন যে, উক্ত কমিউনিষ্ট নেতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে আটক রাখিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। —পি, টি,

---

চলিতেছে—আর্ট প্রোডাকসন্সের

যোগ বিয়োগ

মিনার-বিজলী-ছবিঘর
৩-৬-৯ ৩-৬-৯ ৩-৬-৯

অগণ্যের মধ্যে অনন্য !!!

সগৌরবে চলছে

পোদ্দার পিকচার্সের সামাজিক ছবি

বাস্তব

রূপায়ণে—প্রগতি, পদ্মা; সুনীল, শিবা, কবিতা

—একযোগে—

৩, ৬ ও ৯টা

রূপবাণী ও অরুণা ভারতী

২৬ রূপ রিলিজ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নূতন নাটক

আজ-কাল

আগামী ১৬ই আগস্ট রবিবার সকাল ৯টায়

রঙমহল

অনুষ্ঠিত হইবে।

গণনাট্যের সভ্য ও দর্শকরা প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করুন ৪৬ ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে।

মিনার্ভা থিয়েটার

বি, বি: ৫২৮৯

ব্যর্থ দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে ও মফঃস্বলবাসীর সুবিধার্থে শেষ সম্মিলিত অভিনয়

—অদ্য ৯ই আগস্ট ম্যাটিনী ৪টায়—

চরিত্রহীন

বেহারী—নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র
শতীশ-সিধু গাঙ্গুলী রাখাল-কৃষ্ণধন মুখোঃ
সতীশ—ধবি বিশ্বাস
হারাণ-শিবকালী চট্টোঃ ঠাকুর-আশু বোস
উপেন—কমল মিত্র
জমুনাথ-সুনীল রায় শশাঙ্ক-মণি মজুমদার
বাউল—কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)
বিপিন-রাধারমণ পাল মতিলাল-দুর্গা সেন
ডাক্তার—সন্তোষ সিংহ
বাকোবাবা-বিভূতি দাস ভূতো-মিলন দত্ত
দিবাকর—মিহির ভট্টাঃ
সাবিত্রী—নাট্যাধিরাজ্ঞী নলিনা দেবী
মহেশ্বরী—রাজবালা (ছোট)
মোক্ষদা—উষাবতী (পটল)
কিরণী—শান্তি গুপ্তা
সরোজিনী—পূর্ণিমা দেবী
সুরবালা-লীলাবতী কি-বীণা ঘোষ
জগত্তারিণী—সর্জা-স্নেহলতা রানীবালা
শিবপ্রসাদ—মহেন্দ্র গুপ্ত

অপূর্ব্ব সামাজিক চিত্র!

রবীন দেব প্রযোজিত সবিতা কথাচিত্রের

চিরন্তনী

পরিচালনা—বিনায়ক

—রূপায়ণে—

অহীন্দ্র, ধীরাজ, ছায়া, পদ্মা, শোভা, অমিতা, রঞ্জিত, কবি, সন্ধ্যা চক্র:

একযোগে

বীণা - বসুশ্রী

৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯

আলোছায়া (বেলিয়াঘাটা) পার্ব্বতী (হাওড়া) নবরূপম (হাওড়া)
মিত্রুরূপ (বরাহনগর) জ্যোতি (চন্দননগর)

রবিবার সকাল ১০।০
বসুশ্রী—MY FAVORITE
বীণা—[illegible]
—মীনা বিশ্ব রিলিজ—

মধ্য কলিকাতার অভিজাত চিত্রগৃহ

অঞ্জনা

শুভ উদ্বোধন প্রতীক্ষায়

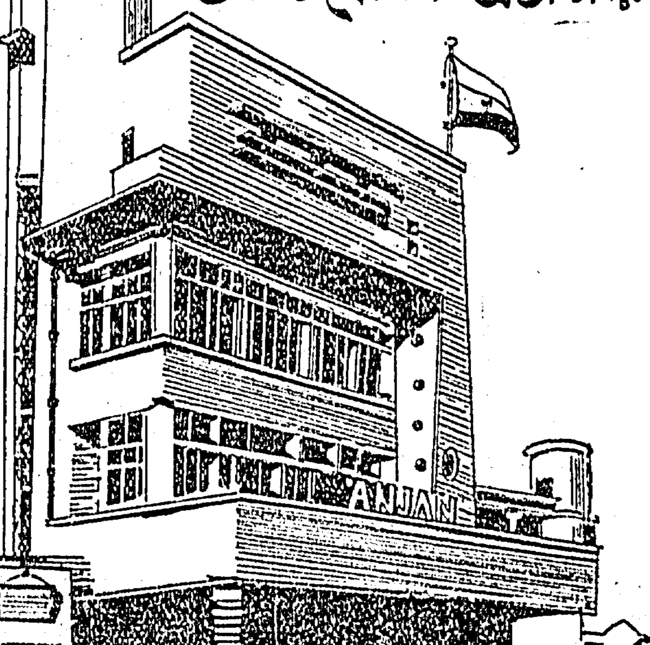

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নারায়ণপূজা ও পাঁচালী পাঠ

বাংলা চিত্র জগতে এর পূর্ব্বে এমন জাঁকজমকপূর্ণ পৌরাণিক ছবি হয় নাই

শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ

পূর্ণ - পূর্ণশ্রী - প্রাচী অলকা (শিবপুর) শোসমাধা (হাওড়া)

৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ ২-৪৫, ৫-৪৫, ৮-৪৫

পার্কশো - শ্রীকৃষ্ণ - লীলা - জয়শ্রী - মানসী - সুচিত্রা - মীনা
(নারিকেলডাঙ্গা) (বালী) (দমদম) (বরাহনগর) (শ্রীরামপুর) (বেহালা) (পানিহাটি)

রবিবার সকালে ১০।টায়—PURNA—The Garden of Allah

ঐ টা—LONE STAR. পূর্ণশ্রী—Radar Patrol vs Spy King

—অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন—

ভুলতে পারি না

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

ভুলিনি। ১৬ই জুলাই-এর সে রক্ত দেখা ভুলবো না, ভোলা যায় না। সূর্যাস্তের রক্ত ছিল না, সেদিন সারা আকাশ জুড়ে ছিল বৃষ্টি। আর বুকের রক্ত ছিল মাটিতে।

টেলিফোনের ডাক পেয়ে ছুটতে ছুটতে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম সে জায়গাটা শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট আর রমানাথ কবিরাজ লেনের মোড়। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর গ্যাসের স্তিমিত আলোয় যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা কানে লাগে। আমাদের কাছে যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কিশোর, যুবক এবং দু'একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। কেউ হকার, দোকানদার, কেউ বা ছাত্র, কেউ বেকার। চাপা উত্তেজিত গলায় আলোচনা আর অত্যাচারের বর্ণনা চলে। বলে গুলি করেছে কংগ্রেস; হাঁ কংগ্রেস।

গ্যাসের আলো ততদূর পর্যন্ত আসছিল না। দেশলাইএর কাঠির অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল একজোড়া পরিত্যক্ত স্যাণ্ডেল। আর তার পাশে কালো পীচের রাস্তার ওপর দিয়ে ড্রেনের দিকে গড়িয়ে গেছে টকটকে লাল কয়েকটি তরল রেখা। দুটি ধারায় তখনও তা নিশ্চিহ্ন হয়নি। ২২ বছরের তরুণ ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে এসেছিল এক সরকারী মেমোরাণ্ডাম: "বিদেশী পুঁজির পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য....প্রস্তাবে ফুটে উঠেছে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণ করার প্রজ্ঞা...."

"বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবাহকে স্বাগত" জানানোর কংগ্রেসী ঘোষণা ভুলিনি।

ভুলিনি সরকারী বিবৃতি: "বিদেশী মালিকদের উপযুক্ত মুনাফা নিশ্চিত করা আজকের সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য"।

প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করেছেন—ভুলবো না।

* * *

কেমন ক'রে ভুলব সে বুড়ী মাকে। সারাদিন না খাওয়ার পর মুড়ি কিনতে এসে জোয়ান ছেলের চুলের মুঠি বাঁধা পড়ল পুলিসের মুঠোয়। কান্না, চীৎকার, অনুনয় পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। ঘা খেয়ে ভেজা অজগর মত বীভৎস মুখগুলি থমথম করে। মুড়ি কেনা ছেলের পরে লাঠির ঘা আর বুড়ী মায়ের আর্তনাদের জবাবে বুটের লাথি—ভোলা যায় না।

মুসলমান পাড়া লেনের হাতভাঙা বাচ্চা মেয়েটি। নিষ্পাপ শিশুর ভাঙা হাত ভোলা যায় না।

৯ই জুলাই-এর সন্ধ্যা। "ডেকার্সলেন" [illegible] সামনে জনতা আর [illegible] [illegible]

[illegible] ডালহৌসী স্কোয়ার, শশিনারে, চট; কলরব নেই; প্রতিবাদে ডালহৌসী মৌন, নীরবতার মধ্যে শক্ত প্রতিরোধ মূর্ত।

জেলগুলো পিঁপড়ের শিবিরপুরে। বাটা আর বজবজ, তারও সীমা ছাড়িয়ে বিষ্ণুপুর নিস্পন্দ; কাশিমবাজার আর দমদম, ব্যারাকপুর আর মেটেবুরুজ, মাহেশ আর শ্রীরামপুর, হাওড়া শিবপুর আর বেলেঘাটা—মাইলের পর মাইল জুড়ে কারখানা অচল; শ্রমিকের হাতের ছোঁয়া লাগেনি—মেশিনের ঘুম ভাঙলো না।

গাঁইতি ফেলে বুক টান করে এই প্রথমবার কয়লাখনির দু'লাখ শ্রমিক বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলেন শহীদ ভোলা পালের সহকর্মী বার্ণপুরের ১৪ হাজার শ্রমিক।

খুলো অচল না বড়বাজারে। সারা কলকাতা শহরতলী, হাওড়া তারও সীমা ছাড়িয়ে সারা বাংলা দেশ হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজ বন্ধ। দোকানে ঝোলানো মোটা তালার জবাব স্পষ্ট ও নির্ভুল।

দিন ভরে কাঁদল ফাঁকা রেল লাইন। হাওয়াই জাহাজও চলল না। সারাটা বাংলা দেশ রাগে পাক খেয়ে

কলিকাতার রক্তাক্ত রাজপথ

বুকের রক্ত একটা স্পষ্ট স্বাক্ষর আর অঙ্গীকার হয়ে জ্বল জ্বল করছে।

মৃতদেহের সৎকার হয়নি। পা ধরে টেনে হিঁচড়ে কংগ্রেসী পিশাচেরা তা কী করেছে কেউ জানে না।

নেবুতলার ছেলেরা ভোলেনি। একটা অস্ফুট শাক খাওয়া অব্যক্ত রাগ গুমরে ওঠে। বলে, হা, কংগ্রেস। বলে আর রাগে তাদের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। সে রাগ শেষ হওয়ার নয়।

* * *

ভুলিনি ১৯৪৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। রূপালী ষ্ট্রীটের কিশোর আজমীরীর বুকখানা গোরা মিলিটারির গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। লুটিয়ে পড়ার এক মুহূর্ত আগেও হুঙ্কার দিয়ে সে বলেছে: হাঁ, আংরেজ। লিনটন ষ্ট্রীটের ছেলেরা আজমীরীকে কবরে শুইয়ে এসে ভয়ঙ্কর একটা চাপা রাগে দাঁতে দাঁত ঘসে বার বার বলেছে: হাঁ, আংরেজ।

আজমীরীকে ভুলিনি, ভোলা যায় না।

* * *

নাম না জানা সে বালককে ভুলিনি। রাস্তার উপরে ব্যারিকেডের পাশে নিজের বাহিনীকে সে পরিচালনা করছে। সেনাপতির ভঙ্গীতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তারে ভঙ্গীতে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি চ্যালেঞ্জ: হু আর ইউ?' জীবনের কঠোর দারিদ্র্য ছাপ এঁকেছে সারা দেহে, তবু মুখখানা কঠিন হয়ে উঠতে পারেনি; পত্রিকা বিক্রীর পেশা একদিনের মত স্থগিত রেখে প্রতিরোধে নেমেছে। বললে, পুলিসকে আর ঢুকতে দেবো না। অসহ রোষে মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার শুনে আবার কোমল [illegible]

ভুলতে পারিনি ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী। ১৪ বছরের মেয়ে সরোজিনী আর তার ছোট ভাই ১১ বছরের রতন রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে বাড়ীর বারান্দায় খেলতে খেলতে মিলিটারীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ে। ডুরে শাড়ী পরা সরোজিনীর কপালে রাঙা সিঁদুরের মত রক্ত প্রলেপ, তাকে ভুলিনি।

* * *

শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুলিনি। কতটা 'মৃত্যু' সে লাঠির ঘা খাতে মাথা ফেটে একদিনে লোক মরে যায়। নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে সাদার চাদরা মৃতদেহ শকুনীর মত আগলে রেখেছে পুলিস—দেখেছি। ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথ শেষ হল না। —শেষ কথা না বলা রইল। "টাকা নইলে সংসার অচল" -এর জবাব দেওয়া হল না।

শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোমরা ভুলো না

ভুলো না সন্ন্যাসী সর্দারকে। টিটাগড়ের কারখানার মজুর—সে ছিল ইউনিয়নের একজন। মাত্র ছ'মাসের চাকরি, তবু তার মধ্যেই সন্ন্যাসী বুঝেছিল অনেক কিছু। দেশী শিল্পের প্রসারের জন্য তার ইউনিয়ন লড়াই করত। সেই বেদনাতেই বিলাতী ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে রাগে আগুন হয়ে উঠেছিল সন্ন্যাসী সর্দার। ১৫ই জুলাই স্ট্রাইক করেছে ১১ লাখ লোকের সঙ্গে। অনেক মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে সন্ন্যাসীও নেমেছিল। [illegible]

গুম হয়ে রইল। ভুলিনি।

তারপর ১৬ই জুলাই-এর সরকারী ইস্তাহার—হরতাল হয়নি, ধর্মঘট ব্যর্থ।

ভুলি নি ২৯শে জুলাই—
১৯৪৬ সাল;
ভুলব না ১৫ই জুলাই—
১৯৫৩ সাল।

ভুলিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নেমে আসা সন্ধ্যা; কংগ্রেস অফিস থেকে এল বোমা আর লাঠি চলল অবিশ্রান্ত। টিয়ার গ্যাসে চোখ জ্বালা করে, নাম না জানা পথিকের মাথা ফাটে, হাত ভাঙে। ফটোগ্রাফার অজিত সোম মার খান।

তারপর যা—তাও ভুলিনি। সারা মধ্য কলকাতা জুড়ে ব্যারিকেড নামল। গ্যাস পোস্টগুলো নিবে নেমে আসা অন্ধকার যেন হাত দিয়ে ধরা যায়। ব্যারিকেড দিরে আগুন জ্বলে আর অন্ধ ক্রোধ ফেটে পড়ে ট্রাম গাড়ির লাইনে। ইস্পাতে লোহার ফুলকি জ্বলে। [illegible] জানোয়ারের মত তীর বেগে [illegible] পুলিস ট্রাক। বিক্ষোভ ফেটে পড়ে রাস্তায়, ট্রামের গুমটিতে, লাইনে। বে-হিসাবী রাগে ফেটে পড়তে চায় সারা কলকাতা। আর চট পাথরে কলকাতায় যে চাপা আলোর [illegible] আছে, তা' থেকে আগামী [illegible] পড়ে। টিয়ার গ্যাসের জ্বালা দূর হয়—জলের [illegible] [illegible] প্রলেপ; অন্যান্য [illegible] যুক্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতি আর ভালোবাসারই অন্ধকারে পথ দেখায়। অন্তর—অথচ মহিমাময় সে রাত্রি ভুলিনি।

বিধান রায়ের সে হুকার—কলকাতাকে তাঁরা জনগণের হাতে ছেড়ে দেবেন না।

তারপর একের পর এক করে তিন হাজার লোকের জেলে যাওয়া।

ভুলিনি ১লা আর ২রা জুলাই-এর প্রতিরোধ। সেদিনও ক্লাসে আধা দেশী আদায় হল না। ৫ই জুলাইএর পরের দিনগুলি। শূন্য, যাত্রীহীন ট্রাম গাড়ির আনাগোনা—বিলাতী বয়কট আর স্বদেশ প্রেমের মহৎ মর্যাদা। বৌবাজারের মোড়ে ছাতা হাতে পক্ক কেশ বৃদ্ধের গর্জন মনে আছে। চীৎকার করে বলেছেন: ১৯০৫ সালে বিলাতী বয়কট [illegible] আবার সেই পথ নিয়েছে। ভুলিনি তাঁকে।

পথে পথে মিছিলের মত যাতায়াত, শূন্য ট্রাম ছেড়ে মান্থলী টিকেট পকেটে নিয়ে জনাকীর্ণ বাসে প্রাণ হাতে করে চলাচলের সে মহিমা ভুলিনি।

কলকাতার বুকে নামল মিলিটারী। কিন্তু কলকাতা ঠাণ্ডা হল না। ব্যারিকেডের সংখ্যা চলল বেড়ে। ভয়ের রাজত্ব কায়েম করতে মিলিটারি ঘুরে বেড়াল রাস্তায়। ভুলিনি।

ভুলিনি ১৯৪৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারির শ্রীজওহরলাল নেহরু আর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের উক্তি:

"পুলিসের গুলি চালনার নিন্দা করিয়া অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। একথা সত্য যে কোন [illegible] ... গুলি চালাইতে হইবে।"

আবশ্যক সৈন্যবাহিনী আমাদের অধীনে আসিতেছে না, উহা বৃটিশের অধীনেই থাকিবে। কিন্তু এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদেরও হয়ত সৈন্যদের সাহায্য লইতে হইবে। তখন আমরা কি বলিব?"

প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করলেন। ভুলবো না।

ভুলিনি ২০শে জুলাই। রিপোর্টার চোখ মোছের উপর আঘাত আমাকেও আহত করেছে। আর ভুলতে পারি না ২২শে জুলাই-এর ময়দান। রক্তবর্ণ চোখ আর বিশৃঙ্খল চুলে ঢাকা মুখের ক্রুর দৃষ্টি না আর... তার, পাশাপাশি [illegible] বাঙালী যুবক—পুলিস [illegible] পুলিসের পোষা গুণ্ডার প্রৌঢ় বীরত্বের চিবুক কেটে রক্ত ঝরছে—দেখেছি: পথচারীর উপর হিংস্র শ্বাপদের মত আক্রমণ ভোলা যায় না।

ভুলিনি অনিল ভট্টাচার্য, সুশীল সেনগুপ্ত, হীরেন মিত্র, সুনীল মুন্সী, বিশ্বা মুন্সী, আর সত্য চক্রবর্তীকে। বিকাশ সোম, গণেশ মিত্র আর জামালদাসকে ভুলিনি। [illegible] কাটা গতের বেদনা [illegible]

ভুলিনি [illegible] সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবমাননা।

ভুলিনি ১৯৫০ সালের ৭ই জানুয়ারী। এমনি করে প্রাদেশিক টেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জনসভায় পুলিসের উন্মত্ততা।

মনে আছে "পীক ক্লাব—ইউ, এস, এ।" পর রোজগারের গানের [illegible] মার্কিন [illegible] আমেরিকান পদ্ধতির

কংগ্রেসী নমুনা। ২২শে জুলাই ভুলিনি।

ভুলিনি ১৭ই জুলাই। কলকাতার রাস্তায় ট্রাম চলে না। কংগ্রেসী মন্ত্র অচল। মিলিটারীর হুমকি ট্রামের চাকা নড়ায় না। প্রলোভনে কান দিল না ট্রামের দশ হাজার মজুর।

ডিপোয় ডিপোয় বিলাতী সম্পত্তির প্রহরায় বেয়নেটধারী ফৌজ। ১৯৪৬ সালের আজমীরীকে ভুলিনি। সেদিনের কিশোরের কথার পুনরাবৃত্তি শুনেছি রাজাবাজারের ঘটনায়: হাঁ, আংরেজ। অ.জও আংরেজ। [illegible] হাঁ আংরেজ [illegible]

[illegible] হয়েছেন সরকার। [illegible] মানুষের সঙ্গে আমিও জয়ী। পরাজিত কংগ্রেস আর "আংরেজ।"

অতএব ভয়ের গর্জেও ভুলিনি ৯ই জুলাই। "আংরেজ" কোম্পানির বড় আমলা বলেছিল, কলকাতায় ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে, তবু ভাড়া কমানো হবে না।

২৪শে জুলাইকে ভুলিনি। বিজয়ী মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। প্রতিরোধের আঘাতে আবার অর্জন করা হল—কথা বলার সে অধিকার।

ভুলিনি ২৩শে জুলাই-এর কংগ্রেসী স্পর্দ্ধা: "শহরের অবস্থা শান্ত না হইলে, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হইবে না।"

ভুলিনি ২৯শে জুলাই। পতাকায় পতাকায় দীপালি; মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা ডালহৌসী আর হ্যারিসন রোড; বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মিছিল আর জনসমুদ্র দুলছে।

* * *

ভুলবো না ৩১শে জুলাই। লাল পতাকা বাঁধা ট্রামের নিকট কান পেতে শোনে পথচারী আর বাস্তব ছেলে-মেয়েরা। ফুলের মালা গলায় ট্রাম শ্রমিক যাট লক্ষ মানুষের ভালোবাসা [illegible]

ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়ানো মিষ্টি নরম হাসি মুখ। বন্দুকের গুলিকে পরোয়া করে না। ১২।১৪ বছরের কচি মুখগুলি সদর্পে এগিয়ে যাবে। টিয়ার গ্যাস এলেই কিন্তু ছুটে পালায়। তারপর তারও দাওয়াই তৈরী হল: নুন আর জল। তখন এগিয়ে এসে ওরা বলে: নিন, একটু মুখে নিন, দেখবেন আর জ্বালা করবে না। ওরা ভালোবাসে বুক ভরে, তারই প্রেরণায় ব্যারিকেড গড়ে তোলে। পুলিসের লাঠি আর গুলি তুচ্ছ করে; জান দেয় তবু [illegible]

[illegible] তাদের বাঁশের লাঠি পড়ে, তাড়া করে হ্যারিসনের বাড়ির নিচে। দেখা যায় না। অসহ্য ক্রোধে পেশী শক্ত হয়। তবু রিপোর্টারের পেন্সিল আর নোট বই নিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করি: কী নাম—কোথায় বাড়ি। খবর লিখি: এতজন আহত, এতজন গ্রেপ্তার। কিন্তু ভুলি না। মমতায় মাখানো কচি মুখগুলি ভোলা যায় না।

ভুলিনি জুলাই-এর কলকাতা। আহত কলকাতার রক্ত ঝরেছে—তবু উন্নত শির কলকাতা গৌরবে, দীপ্তিতে, জয়ে অমর। এ কলকাতার মৃত্যু নেই। এ দৃপ্ত কলকাতা আমার, তোমার, আমাদের সকলের। এ কলকাতাকে ভুলিনি—ভুলতে পারি না।

হুল [illegible] ছড়া

[illegible] দত্ত

রামরাজত্বে স্বাধীনতা
দেউলে পিদিম জ্বলছে তো মিট মিট
তার উপরে ঝড় নে' এলো
বাড়তি লোভের চার পয়সা টিকিট!
এই নেভে কি সেই নেভে রে,
ব্যর্থ-প্রয়াস পুলিস-মিলিটারীর
প্রতিরোধের আগুন পোড়া
আবর্জনা বৃটিশ-খয়েরদারীর!

[২]

কিল ঘুসি চড় লাঠির আওয়াজ
লোকে বলল,—কি?
গোবেচারা রিপোর্টারকে
ধরে' ঠেঙাচ্ছি!
পেন-ঘড়ি-ব্যাগ-চশমা-হাতা?
লুটবো না তো কি!
অহিংসায় গদগদ হাতে রাইফেল
বিচারের ল্যাঠা নেই কালা আইনে জেল!
কী রাম রাজত্ব চেয়ে
দেখ গান্ধীজী!!

[৩]

মহেশতলা মহেশতলা কপালে তোর কি?
জনগণের রায়ের রাঙা তিলক পরেছি!
পুলিস মিলিটারীর জোরে হলো না বিজয় নন্দ
ভীম-জনতার আঘাতে ভাঙ্গিয়াছে দুঃশাসন!
মরছে আরো মরবে কংগ্রেস বোঝাবোঝা কি
এই কথাটা স্মরণ রাখুন দোহাই পণ্ডিতজী!!

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৬০।

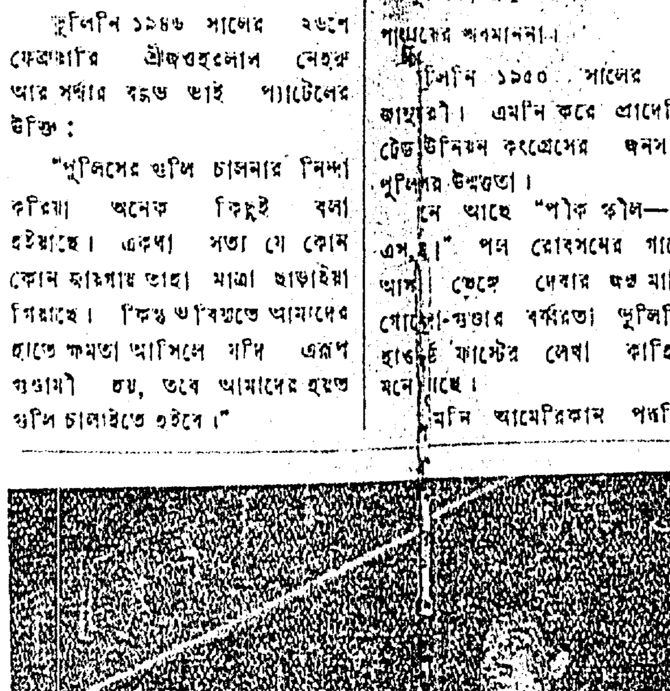

বুদাপেস্টে বিশ্ব-শান্তি পরিষদের অধিবেশনে বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ও অনিল বিশ্বাস।

আমেরিকাবাসীদের প্রতি

এই হত্যার রক্ত মার্কিন জাতির সর্বাঙ্গে [illegible]

—জ্যাঁ পল সাঁর্তে

[সমগ্র ইওরোপের উদ্বেলিত জনমতকে উপেক্ষা করিয়া যখন নিরপরাধ রোজেনবার্গ দম্পতিকে হত্যা করা হইল, তখন বিখ্যাত ফরাসী লেখক জ্যাঁপল সার্ত্রে আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই খোলা চিঠিটি লেখেন। উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যে ও দর্শনে কমিউনিস্ট-বিরোধিতার জন্যই মঃ সার্ত্রে এতদিন পর্যন্ত ইওরোপে ও আমেরিকায় পরিচিত ছিলেন। মার্কিন কর্তৃমহলে ও সংবাদপত্র জগতে তাঁহার কদরও ছিল যথেষ্ট।]

রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনারা সকলেই, সমবেতভাবে। কেহ এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছেন, কেহবা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিতে দিয়াছেন। আমেরিকাকে এক নতুন ফ্যাসিজমের সূতিকাগারে পরিণত হইবার পথ আপনারা প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যু বিচারের ছলে নিরীহের অন্যায় হত্যা। এই হত্যার রক্ত একটা সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গে লাগিয়াছে। এই হত্যার মধ্য দিয়া সন্দেহাতীতভাবে চিরদিনের মত প্রমাণিত হইয়া গেল আটলান্টিক চুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা, পাশ্চাত্য জগতকে পরিচালিত করিবার চরম অক্ষমতা। আপনারা কি আজও বুঝিতেছেন না, রোজেনবার্গ দম্পতির পক্ষ হইতে কেন আমরা পুনর্বিচার চাহিয়াছিলাম। যখন আমরা সুবিচার ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তখনও এই কথাই জানাইতে চাহিয়াছিলাম, সুবিচার রক্ষার দায়িত্বকে আপনারা আপনাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করুন।

আপনাদের নিকট যখন আমরা এই দুইটি জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তখন আপনাদের উদ্দেশ্যে একথাও বলিতে চাহিয়াছিলাম আপনারা নিজেদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনারা আজ আমাদের আপনাদের মিত্র হইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাই রোজেনবার্গ দম্পতির ভাগ্যের দর্পণে আমরা নিজেদের ভবিষ্যতের ছবি দেখিতেছি। আপনারা বলিয়া থাকেন, আপনারা পৃথিবীর অধীশ্বর। নিজেদের অন্তরের কতখানি অধীশ্বর আপনারা, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ আপনাদের আসিয়াছিল। কিন্তু যে নির্বুদ্ধিতার পাপপঙ্কে আপনারা আজ পা দিলেন, আগামীকাল তাহা আমাদের এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধের অতল গহ্বরে টানিয়া নামাইবে।

আপনাদের ছলনার ফাঁদে ইউরোপের কেহই পা দেন নাই। প্রত্যেকেই বুঝিয়াছিলেন, রোজেনবার্গ দম্পতিকে বাঁচানো অথবা মারার মধ্য দিয়া আমেরিকা শান্তি অথবা বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ধরা পড়িবে।

ম্যাকার্থীদের মারামারি ভাঁড়ামি, ইহুদী উপর বোমাবর্ষণ আমরা

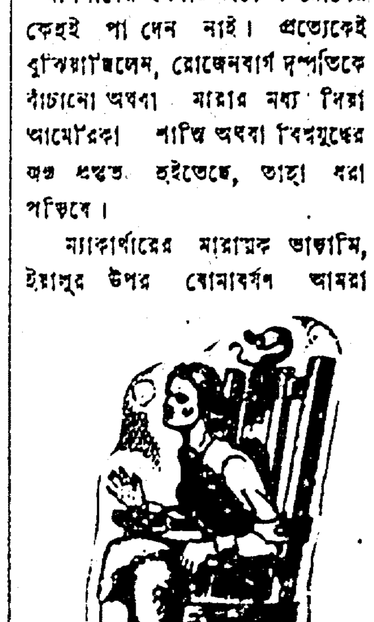

বৈদ্যুতিক চেয়ারে এথেল রোজেনবার্গ

দেখিয়াছি। প্রতিবারেই ইউরোপকে আপনারা বঞ্চনা করিয়াছেন। তবু, আপনাদের বন্ধুদের বুকে একটু আশা জাগিয়াছিল।

নিজেদের অনৈক্যের জন্য আমাদের সংবাদেরা স্পষ্টভাবে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স ইংল্যান্ডের পাশে দাঁড়ায় নাই; ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের পাশে তাঁহাদের জনসাধারণ দাঁড়ায় নাই।

কিন্তু গভর্ণমেন্ট, জনতা, পুরোহিত, মন্ত্রী, রাষ্ট্রনায়ক সকলকে লইয়া সমগ্র ইউরোপ এক বিরাট সর্বব্যাপী অভ্যুত্থানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, [illegible] ইউরোপ হইতে [illegible] একটি আবেদন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা আপনাদের কাছে ডলার চাহি নাই, অস্ত্র চাহি নাই, সৈন্য চাহি নাই—শুধু দুইটি নিরীহ নির্দোষ জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম।

এই অসাধারণ ঘটনার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির খবর আপনারা রাখেন কি? শ্রেণীসংগ্রাম অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, পুরাতন কলহ-সংঘর্ষ আপাততঃ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। রোজেনবার্গদম্পতি ইউরোপের ঐক্যকে ঘটনায় পরিণত করিয়াছিল।

আপনাদের একটি কথায় অনেক কিছু হইতে পারিত; আপনারা নিজেরাও লাভবান হইতে পারিতেন। লাভবান হইতে পারিতেন এই ঐক্যের ফলে। সারা ইওরোপের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিতেন আপনারা। কিন্তু আপনারা জবাব দিলেন "জাহান্নমে যাক্ ইওরোপ।" বেশ, তাই হোক। কিন্তু আর আপনারা আমাদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা বলিবেন না। মিত্ররা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে; পরস্পরের পরামর্শ গ্রহণ করে; পরস্পর-পরস্পরের জন্য কিছুটা ত্যাগ করে।

নিজেদের মর্যাদাকে এইভাবে অকারণে কলঙ্কিত না করিতে আপনাদের আমরা অনুরোধ জানাইয়াছি। আপনারা যদি এই অনুরোধে কান না দেন তবে, কি করিয়া বিশ্বাস করিব, অন্যান্য সকল বড় বড় সমস্যা সম্পর্কে আপনারা আমাদের বক্তব্য বলিতে দিবেন?

আপনাদের মিত্র আমরা। বেশ। আমাদের সরকারেরা ত আজ আপনাদের বশংবদ ভৃত্য। আগামী কাল আমাদের জনসাধারণ আপনাদের শিকারে পরিণত হইবে। এই সহজ সত্য বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। নিশ্চয়ই আপনারা এই নির্লজ্জ অজুহাত দিবেন। আপনাদের প্রেসিডেন্ট রোজেনবার্গদের প্রাণদণ্ড মকুব করিতে পারেন নাই। কারণ, কোরিয়া ব্যাপারে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এ ব্যাপারে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে তিনি পারেন নাই। কোরিয়া! চিকইত! তাঁহাদের সেখানে তাঁহার নিজের সেনাপতিরা ও বুড়া সিংম্যান রী রোজই ঠাট্টা করিতেছে।

এ কেমন দেশ, যে দেশের রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধ বন্ধ করিবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নরবলি দিয়া। আপনাদের চোখে আমরা যে কি, আজ তাহা জানিলাম।

আপনাদের তুলাদণ্ডের একদিকে সারা দুনিয়া, অন্যদিকে ম্যাকার্থি। রোজেনবার্গ দম্পতি যখন বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তখন ভারী হইয়াছিল 'ম্যাকার্থি'র দিকেই।

আপনারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন আমরা ম্যাকার্থির জন্য মরিতে যাইতেছি? তাহাকে ইওরোপীয় সেনাবাহিনী উপহার দিবার জন্য নিজেদের রক্ত দিতে চাহি? আপনারা কি [illegible] 'ম্যাকার্থি'র [illegible] 'উইচহান্ট' [illegible] এই রক্তপায়ী শকুনদের প্রচণ্ড যন্ত্রের ইন্ধন যোগাইবার জন্য, আপনারা কি মনে করেন, আমরা ইওরোপকে যুদ্ধ ও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হইতে দিব?

নির্দোষকে আপনারা যতখুশি হত্যা করুন, যে বিচারপদ্ধতির

৫-এর পাতায় দেখুন

অলকা
কেশ তৈল
সাত দিনের
মাথা চুল উঠা বন্ধ করে
কৃষ্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৬১ পার্ক স্ট্রীট • কলিকাতা-১৭

★ STATE AND REVOLUTION ★

V. I. Lenin.

The State and Revolution.	200 pages	0 9 0
Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution.	228 pages	0 6 0
Proletarian Revolution and Renegade Kautsky	190 pages	0 3 0
The State	38 pages	0 1 0
Lecture on the 1905 Revolution	35 pages	0 1 0
Letters from Afar ...	85 pages	0 2 0
The April Thesis	108 pages	0 2 0

J. V. Stalin

Once More on the Social Democratic Deviation in our Party	208 pages	0 3 0

Current Book Distributors
3/2, Madan Street, Calcutta-13

গল্প

স্ফুলিঙ্গ

—অমল ভৌমিক

লোকটি হন্‌হনিয়ে চলছে। [illegible] প্রভাতী পাখীর কিচির-মিচির।

রাস্তার গ্যাসের আলো নেভেনি, জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ করে। আবছা আবছা অন্ধকারের আবরণ—ছেঁড়া-ছেঁড়া, পাতলা। কর্পোরেশনের লোক তখনো রাস্তায় হোস্‌পাইপ খোলেনি। [illegible]

[illegible]

দাদু, আপনি এঁকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন, পাশের এক ভদ্রলোক বললে, এতো আর ভাড়া বাড়ায়নি। এতো মাত্র তার ডিউটি করছে।

কানাইয়ের কানে আসে ইউনিয়ন অফিসের বেঁটে লোকটার স্বর। মালিক চাইছে, আমাদের সংগে পাবলিকের ঝগড়া বাধে; তা'হলে ওদের সুবিধে। পাবলিকের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়াও আদায় হ'বে, আর আমাদের বোনাসটাও বেমালুম চেপে যাওয়া চলবে। তখন আমরা কোনো লোকের সহানুভূতি পাব না। সাবধান! পাবলিক যা' ইচ্ছে তা বলুক, যত খুশী গাল দিক। বোবা সেজে থাকবেন। বেশী ভাড়া দিলে টিকিট দেবেন, নয়তো চুপ।

আপনার টিকিট?—কানাই আরোহীদের কাছে হাত বাড়ায়। [illegible]

[illegible]

কার কাছে রোজ রোজ ধার চাইবে। এইতো সেদিনও এনেছে কয়েক টাকা ধার মেয়েটার অসুখের সময়। মাইনে পেতে না পেতেই দশ-দিনের মধ্যে উড়ে যায় সব। মনটা বিষিয়ে ওঠে রামলালের।

* * *

নীলচে বাল্বের আলোর ঢেউ খেলছে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। উইলিয়ম সাহেবের মন উড়ু উড়ু। মদের গ্লাসটা টেবিল থেকে তুলে চুমুক দেয় উইলিয়ম্‌। নেশার চোখে তাকায় একবার পাশে সোফায় বসা 'ডার্লিং'-এর দিকে, পরে চোখ মেলে দেয় জানলা দিয়ে বাইরের দিকে।

ও! হাউ নাইস, ডার্লিং, ইনডিয়া ইজ্‌ এ বিউটিফুল প্লেস—নাইস।

[illegible] দিক হাত বাড়ায়। গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়ায়। একটি গ্লাস এম্‌টি! চমকে ওঠে উইলিয়ম। কখন যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে গ্লাসের শেষ ফোঁটা মদ, খেয়াল নেই সাহেবের। জানলা দিয়ে তাকায় আবার। বাইরে জমাট অন্ধকার। যেন গ্রাস করতে চাইছে কোন রাক্ষসী। ভয়ে আঁতকে ওঠে উইলিয়ম্‌।

হাউ ন্যাস্টি ইন্‌ডিয়া। ড্যাম্‌, ব্লাডি,—

কানে বেজে ওঠে ফোনের শব্দ। অন্যদিকে হ্যালো। নো প্যাসেঞ্জার ইন্‌ সেকেণ্ড ক্লাশ।

পরের পরের দিন। বাড়তি-পয়সা যারা দিচ্ছে না তাদের নামিয়ে দিচ্ছে রাস্তায়। ট্রাম ফাঁকা। পুলিশের সন্ধানী চোখ ঘুরছে চারদিকে। ধরপাকড় চলছে পাইকারী রেটে। হাতের সামনে যাকে পায় তাকেই ধরছে। তবু টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। সন্ধ্যার দিকে রিপোর্ট দেয় ইউনিয়নের বেঁটে মতো লোকটি। মেজদা বলে তাকে সকলে ডাকে। চেনে। খবর আসে ওয়ার্কারদের যেন লক্‌আপ করেছে পুলিশ। দু'চার জন ইউনিয়নের কর্মীকে-ও অ্যারেস্ট করেছে।

আমাদের এদিকে মাইনে বাড়াবার কথা বললে হ'বে না, মেজদার গলা উত্তেজনায় কাঁপে। যা' দেয় তাতে তো মাত্র দশদিন। অথচ দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা লুটছে উইলিয়মের দল। তারপর আবার এক পয়সা করে ভাড়া বাড়াচ্ছে। আরো প্রায় বিশ হাজার লাভ হবে। আর বলছে কিনা বোনাস বন্ধ। ডিউটি বেশী করতে হবে। হাত পা' নেড়ে বলে চললো মেজদা আবেগ দেওয়া কণ্ঠে। আগুনের কণা যেন ঠিকরে পড়ছে চোখ থেকে। বলে চলছে, গভর্ণমেণ্টও ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বলতে গেলে গভর্ণমেণ্টই করছে এ কাজটা। নইলে স্টেট বাসের ভাড়া যে বাড়ানো চলবে না। অসুবিধে হয়। আর এদিকে গাড়ির হাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। স্পিড্‌ গেছে কমে। বলছে কিনা ড্রাইভার কনডাক্টাররা কাজে গাফিলতী দেখায়। আমাদের সংগে পাবলিকের একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে চায় এ সব করে। তাহ'লেই ওদের কাজ হাঁসিল। বেশী ভাড়াও আদায় হবে। আমাদের বোনাস-ও ছাঁটা চলবে। মাইনে বাড়ানোর দরখাস্তও চাপা পড়বে। কারণ ওরা জানে তখন আমরা যদি কিছু করি তবে পাবলিক সাপোর্ট পাবো না। অতএব ফেলিওর হ'বো। আর গভর্ণমেণ্টও মজা পিটবে। স্টেটবাসের টাকা পেটার সুযোগ হবে।

আর এদিকে রেশনের দাম দিয়েছে বাড়িয়ে। কাপড়ের বাজারে আগুন। চাকুরির বাজারের তো কথাই নেই। একবার ছাঁটাই হ'লেই হ'লো। উপোস। ফেমিলীসহ উপোস।—মেজদা থামলেন। ডান হাতটাকে বুলালেন ঘাম মুছলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, পুলিশের লোক ঘুরছে ছদ্মবেশে। সিভিলিয়ান ড্রেসে। ওয়াচ করছে আমরা টিকিট চাই কি না। আর এই যে, দেখছেন যারা টিকিট কাটে সেকেণ্ড ক্লাশে তাদের মধ্যে ফিফটি-পার্সেণ্ট-ই পুলিশের লোক। জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ধরাবার জন্যে এ চাল। আর ধর-পাকড় তো আছে-ই। যাকে-পাচ্ছে তাকে-ই। আসুন, আমরা সুযোগ নিই।

এটাই সুযোগ। পাবলিক সিমপ্যাথীও পাবো। মেজদার চোখে উত্তেজনার ঢেউ। অন্যান্যদের চোখে আগুনের ছোঁয়াচ। আমরা ধর্মঘট করবো। ধর্মঘট-ই আমাদের দাবি আদায়ের পথ। কাল থেকে সেই হবে আমাদের কাজ।

সকালে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার-কনডাক্টর-ইনস্পেক্টর সকলে। [illegible]

পুস্তক পরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্য

[illegible] করিতেন। সে উদ্দেশ্য হয়ত এবার সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী তাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে উদাসীন হইতে পারেন না।

কার্জনী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নাড়াচাড়া পড়িয়াছিলে ডাঃ প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রাজত্বের' শেষদিকে; যাহা অন্তত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কানা কথা ছিল, তাহা তখন প্রমাণিত কথা হইয়া দাঁড়ায়: অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি-বাকরি প্রভৃতি 'মুনাফার' বিষয়গুলি চিরদিনই গোষ্ঠীগত বা দলগত, পরীক্ষায় উচ্চস্থান গুলিও অনেক সময়ে বংশগত। আনুষঙ্গিক যেই সব 'কেলেঙ্কারী'ও প্রকাশিত হইতে থাকে তাহাও কম নয়। হিসাবের খাতাপত্র লইয়া টানাটানি পড়িতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগে—যেন মাড়োয়াড়ী কারবার! চিঠিপত্র নানা জিনিস তবু চাপা দেওয়া যায় নাই। দেখা গেল—হিসাব-বিভাগ, প্রেস-বিভাগ, পরীক্ষা-বিভাগ—ভাইস্‌-চ্যান্সেলর, কনট্রোলার, অধ্যাপক, কর্মচারী কতজন কতভাবে যে, হয় লুণ্ঠন ও অসাধুতা, নয় অন্যায়-বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নানা রূপ ক্ষতিকর কাজের সহিত জড়িত তাহার ঠিকানা নাই। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বসাইতে হয় বি-এল-মিত্র কমিটি। বহু পরিশ্রম করিয়া সেই আইনজীবী প্রবীণ অনুসন্ধানকারীরা 'রিপোর্ট' ও সুপারিশাদি করেন। তৎপূর্বেই প্রায় এক আইনজীবী [illegible] তকেও ভাইস-চ্যান্সেলর পদে প্রতিষ্ঠিত করাই হইয়াছিল—স্যার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার পরের অধ্যায় সুবিদিত—একদিকে বি, এল, মিত্র মহাশয়দের রিপোর্ট (রাজ্যপালের প্রতিশ্রুতি ভাঙিয়া) ধামাচাপা দিল বিধান রায় মুখুজ্জে-বাড়ুজ্জে চক্রের সিনেট সিণ্ডিকেট; অন্যদিকে বিচারক-পণ্ডিত ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয় সানুচর সদানিয়মে নিযুক্ত হইলেন ছাত্র-ফেল করার মহৎ ব্রতে।

শিক্ষিত সাধারণ এই "ফেলকরা" নীতির তাড়নায় এখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, বি, এল, মিত্র কমিটির আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ ধামাচাপা পড়িলেও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই ফাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শাশ্বত দুর্নীতি তেমনি চলিতেছে—টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলায় বাধা নাই, প্রেসে এখন গবেষণার গ্রন্থ ছাপা বাদ পড়ে, চুক্তিমত গবেষণা গ্রন্থ ছাপা হয় না। পরীক্ষায় মেডেলগুলি পর্যন্ত কৃতী ছাত্ররা পায় না। অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ পরিবারের অপদার্থ ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় তেমনি উচ্চস্থান অধিকার করেন, অধ্যাপকদের নিকট তেমন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে, বিশেষ ছাত্র ছাত্রী; যাহাদের নামে কাজের শেষ নাই, তাহাদেরই জোটে যা সম্মান, পদমর্যাদা, পুরস্কার।

শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব তথ্য কতকাংশে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ সহিত উদ্ধৃত। বি,এল মিত্র কমিটির চাপা দেওয়া রিপোর্টের অনেক কথাও তাই জনসাধারণ এই গ্রন্থে জানিতে পারিবেন। এই সব কারণে এই গ্রন্থকে আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়, তাহা জানা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব—শুধু আইন সভার নয়।

এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে বলিব—'একটি প্রেরণা' অংশ [illegible]

অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা জানিলে স্বীকার করিতে হইবে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ভালো, অন্ততঃ তাহার ছাত্ররা নিন্দার্হ নয়। বাঙলার জনমত ও শিক্ষিত জনমত নিস্তেজ নয় বলিয়াই অবশ্য এখনো এইটুকু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বলা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষিত জনমতের অধিকার তাই প্রতিষ্ঠিত না হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আশানুরূপ হইতে পারে না। ততক্ষণ এদিকে জনমতকে সজাগ ও সচেতন করাই প্রধান কাজ—এই গ্রন্থ সে বিষয় বিশেষ সহায়তা করিবে ভুল নাই।

—গোপাল হালদার

নতুন নাটক

"মোহনলাল"—অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র; "বিপ্লবী"—বিভূতিভূষণ নন্দী; "যুগসন্ধ্যা"—মহাদেব সরকার; "ছেঁড়াতার"—তুলসীদাস লাহিড়ী; "ব্ল্যাক মার্কেট"—ফণী দে [illegible]; "শকুন্তলা রায়"—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা দেশে নতুন নাটকের অভাব প্রতিটি নাট্যামোদীই অনুভব করেন; পেশাদার মঞ্চগুলির কর্তৃপক্ষ এই অভাবের অজুহাতে অনেক সময় নিজেদের দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করেন এবং সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নিশ্চয় সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীগুলি। সে দিক দিয়ে আলোচ্য নাটকগুলির প্রকাশ নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য।

প্রথম তিনটি নাটক ঐতিহাসিক। "মোহনলাল" ও "যুগসন্ধ্যা" ইংরেজের বাংলা দেশ দখলের পটভূমিকায় এবং "বিপ্লবী" মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। তিনটি নাটকেই চিরাচরিত চালু ঐতিহাসিক "সত্য" থেকে সরে এসে বাস্তব ঘটনার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা হয়েছে। এদিক দিয়ে "মোহনলাল" সার্থক। সমগ্র নাটকটির বক্তব্য সিরাজের দরবারকে কেন্দ্র না করে জনসাধারণের অবস্থানের কোণ থেকে বলবার চেষ্টা হয়েছে। প্রচেষ্টার দিক থেকে অন্য নাটক দুটিও প্রশংসার্হ। তবে সিরাজ থেকে মিরকাশিম পর্যন্ত ব্যাপক পটভূমিকা টেনে আনায় "যুগসন্ধ্যায়" নাটকীয় বাঁধুনী সংহত থাকেনি। "বিপ্লবী"র সমাপ্তি সুরটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুরে অনুরণিত।

"ছেঁড়াতার" বহুল অভিনীত অতি পরিচিত নাটক। অভিনয়ের গুণে নাটকটি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। উত্তর বঙ্গের এক চাষীর জীবনের দুঃখ দৈন্য, গ্রাম্য গোষ্ঠীর চক্রান্তকে কেন্দ্র করে নাটকটির বিস্তার।

অনুরূপভাবে পূর্ববঙ্গের সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর জীবনকে কেন্দ্র করে "ব্ল্যাক মার্কেট" নাটকের সৃষ্টি। সম্পূর্ণ নতুন লেখকের এই নাটকটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় সিরাজগঞ্জে বহু রজনী অভিনয় হয়েছে বলে প্রকাশ। এবং সাধারণ মানুষ এই নাটকের পাত্রপাত্রী হওয়ায় জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। কিন্তু "ছেঁড়াতার" ও "ব্ল্যাক মার্কেট" প্রবীণ ও নবীন দুই নাট্যকারের দুটি নাটকেই দুঃখ দৈন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় অনুপস্থিত। বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিক থেকে নাটক দুটিরই একই দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতাই "ব্ল্যাক মার্কেটে" ব্যক্তিগত প্রতিশোধের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে এনে হাজির করেছে। গণ-আন্দোলনের বিস্তার ও লেখকের পরিণতি নিশ্চয় তাঁর পরবর্তী নাটকে আরও সুষ্ঠু পূর্ণাঙ্গ পরিণতির দিকে প্রভাব ফেলবে।

"শকুন্তলা রায়" উপন্যাসের "হেড্‌ডা গ্যাবলার" নাটকের অনুসরণে রচিত।

ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই নাটকগুলি জনসাধারণের সাদর অভ্যর্থনা পাবে নিশ্চয়। প্রায় প্রতিটি নাট্যকার নূতন বলেই তাঁদের কাছে বাংলার নাট্যজগত আরও পরিণত নাটক আশা করবে; দাবি করবে জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে রচিত নতুন নতুন নাটক।

"লুঠতরাজ"—সুনীল দত্ত।

এটি একটি একাঙ্ক নাটক। বিষয়বস্তু নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আহরিত। ভারতের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি ও তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এই নাটকটির বিষয়বস্তু। নতুন লেখকের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা ও নির্মাণ কৌশলের দুর্বলতার ফলে নাটকটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বটে; [illegible]

—শৈলেন চৌধুরী।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

—দ্বারিক গুপ্ত

ইতিহাস বড়ই কৃপণ। সহজে সে কাহারও নাম নিজবক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রাখিতে চাহে না, তবু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের নিকট মানব সভ্যতার ঋণ অপরিমেয় বিস্মৃতির কোন কালো পর্দাই সে নামগুলি ঢাকিয়া দিতে পারে না, ইঁহাদেরই অন্যতম হইলেন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদাতা অপূর্ব প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস বা কোপার্নিক।

কোপার্নিকাসের জন্ম ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি। তিনি পোল না জার্মান সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে একথা ঠিকই যে, তিনি অন্য কোন ভাষা শিখিবার পূর্বেই পোল ভাষায় কথা বলিতে শিখিয়াছিলেন। এবং সেই হিসাবে তাঁকে পোলই বলা যাইতে পারে, কিন্তু কোপার্নিকাসের ভাষা-জ্ঞান একটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাতটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিবার পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। লাতিন ছিল তাঁর চিন্তা এবং রচনার মাধ্যম।

কোপার্নিকাসের আবির্ভাব এক বিশেষ যুগ সন্ধিক্ষণে। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এবং চার্চের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া নব্য বিজ্ঞান তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে শুরু করিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুক্তি বিজ্ঞানের যে ক্ষীণ দীপশিখাটি কম্পিত ভাবে আলোকবিতরণ আরম্ভ করিয়াছিল, কোপার্নিকাসের সময় ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সর্বত্রই তাহা তখন দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। "সামন্ততন্ত্রের ভাঙন এবং শিল্প-বিজ্ঞানের" এই যুগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী সেদিন সারাবিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের কামনায় উন্মুখ। পুরাতন, জীর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা তাহার অগ্রগতির পথে যে শৃঙ্খলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ছিন্ন করিতে সে বদ্ধপরিকর।

এই রেনেসাঁর বা নবজাগরণের প্রবল তরঙ্গ কোপার্নিকাসের জন্মনগরী তোরাণ শহরেও পৌঁছিয়াছিল। কোপার্নিকাসের মাতুল লুকাস ওয়াটজেনরোড সেই যুগের একজন বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী এবং বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই মাতুলই তাঁহার অভিভাবক হইয়া দাঁড়ান। তাঁহারই উৎসাহে কোপার্নিকাস ১৪৯১ সালে ক্রেকোভ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিলেন। এই স্থানে তিনি গ্রীক, লাতিন, সাহিত্য, গণিত, চিত্রাঙ্কনে বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু এখানেই তাঁর জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। কোপার্নিকাস ইতালিতে চলিয়া আসিলেন, এবং সুদীর্ঘ নয় বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন শহরে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁর বিষয় পরিধি এবং বিশালতা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একই সঙ্গে তিনি আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন এবং গণিত তাঁর পাঠ্যবিষয় হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন। কাব্যচর্চাতেও তাঁর কম উৎসাহ ছিল না। কবি হিসাবে তাঁর নাম ছিল, অর্থনীতিতেও তিনি সমান ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল কোপার্নিকাসের একান্ত নিজস্ব জগৎ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা প্রকৃতি বিজ্ঞানের জনক হিসাবেই তিনি চিরস্মরণীয়।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে তত্ত্ব কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত সর্বত্র প্রচলিত ছিল তাহার উদ্ভাবক ছিলেন আর্য্য মিশরীয়, আর্য্য গ্রীক পণ্ডিত টলেমি। এই তত্ত্বের মতে বিশ্বজগতের কেন্দ্রে পৃথিবী স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহার চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহতারা। ইহারই ফলে হইতেছে দিন ও রাত্রির আবির্ভাব। টলেমির এই তত্ত্ব চার্চ ও মধ্যযুগীয় ভূস্বামীদের নিকট সাদর আসন পাইয়াছিল। আর তার কারণও ছিল। এই তত্ত্বে কল্পিত হইয়াছিল মহাজাগতিক কেন্দ্রে পৃথিবী অনড়, অচল; এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকল গ্রহ উপগ্রহের আবর্তকেন্দ্র। এবং এ থেকেই তাঁরা মহাজাগতিক কেন্দ্রে পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠত্বের" সংগে সংগে পৃথিবীর বুকে নিজেদের "শ্রেষ্ঠত্বের" কথা সদম্ভে ঘোষণা করিয়া যাইতেন। পৃথিবীর অচল, অপরিবর্তনীয় অবস্থার কাহিনীর দ্বারা তাঁরা নিজেদের প্রভুত্ব ক্ষমতা ও সমাজ ব্যবস্থার চিরস্থায়িত্বের কথা জনসাধারণকে বুঝাইতেন।

কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর সময় হইতেই টলেমির এই তত্ত্বের ত্রুটি নানা গণনা সংক্রান্ত বিষয়ে ধরা পড়িতে থাকে। বিশেষ করিয়া [illegible]

[illegible] থাকিতেছিল না, কোপার্নিকাস তাঁর পাঠ্যকালেতেই [১৪৯৭] জ্যোতির্বিজ্ঞান লইয়া চর্চার কালে চন্দ্রের গতি সম্পর্কিত টলেমি তত্ত্বে ভ্রম আবিষ্কার করিলেন। এবং আরও দেখাইলেন চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধির যে কোন কালেই পৃথিবী হইতে চন্দ্র সমদূরত্বে অবস্থান করে। এই ভাবেই কোপার্নিকাস টলেমি তত্ত্বের উপর শুধু সন্দেহের অবকাশ রাখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাহার এতাংশকে ভুল প্রতিপন্ন করিলেন।

কিন্তু কোপার্নিকাসের আসল কাজ শুরু হইল পাঠ সমাপ্ত করিয়া ফ্রোমবোর্ক নগরীতে অবস্থানের সময়; টলেমি তত্ত্বের মায়াময় কাল্পনিক প্রকৃতি তাঁকে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রেরণায় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখনও আকাশ-বিহারী গ্রহ তারকা নিরীক্ষণের কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রই আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ তো সপ্তদশ শতাব্দীর আবিষ্কার। তাহা হইলে কি হইবে, নিকোলাস কোপার্নিকাস কয়েকটি সেকেলে যন্ত্র লইয়াই জগৎ সম্পর্কে মৌলিক তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। (কোপার্নিকাসের সেই মানমন্দির আজও রক্ষিত আছে।) এবং এই গবেষণার মধ্য দিয়া আবিষ্কার করিলেন মহাজাগতিক কেন্দ্রে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি করিতে পারে না। অন্যান্য অনেক গ্রহের মতই সূর্য্যকে ইহা বৃত্তাকার পথে আবর্তন করিতেছে। অপরদিকে চন্দ্র আবর্তন করিতেছে পৃথিবীকে। আবার শুধু তাহাই নয়। পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়েই তাহাদের মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করিয়া যাইতেছে।

কোপার্নিকাস তাঁর এই নূতন তত্ত্বের বৈপ্লবিক চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি আরও ভাল করিয়া বুঝিতেন চার্চ এবং ভূস্বামীদের তরফ হইতে এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কি প্রবল ঝড় উঠিবে। আর সেই জন্যেই তিনি তত্ত্বটিকে বারবার পরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যেই কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক তত্ত্বের কথা ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইলেও পোপ হইতে শুরু করিয়া ছোট বড় সকল চার্চই কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল। এমন কি লুথারও বাদ যাইলেন না। কিন্তু অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক মহলেও সাড়া পড়িয়া গেল। কোপার্নিকাসের সংগে বিদেশের অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরই যোগাযোগ ছিল, তাঁহারা সকলেই কোপার্নিকাসের নূতন তত্ত্ব জানিতে সবিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন, ক্রমবোর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ জোয়াচিম রেটিকুস কোপার্নিকাস তত্ত্ব পাঠ করিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং দুই বৎসর ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে তাহা পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্তির পর তিনি এতদূর উৎসাহিত হইলেন যে, তিনি এই বিপ্লবী তত্ত্বের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য কোপার্নিকাসের প্রাথমিক রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। সেই পুস্তকের প্রথমেই ঘোষিত হইল অলেসিনিউসের এক বাণী "দার্শনিক হইতে হইলে স্বাধীনচেতা হইতে হইবে।" এই ঘোষণা কোপার্নিকাস তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সঠিকভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

রেটিকুসের উদ্যোগে কোপার্নিকাসের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মতামত বিশ্লেষণ করিয়া মূল গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে, রেটিকুস যাঁর উপর পুস্তক প্রকাশের ভার দিয়াছিলেন—তিনি লেখকের ভূমিকাটি চাপিয়া দিয়া স্বরচিত একটি ভূমিকা জুড়িয়া দিলেন। যাহাই হউক আসল পুস্তকটিতে পাতার পর পাতা জুড়িয়া বিজ্ঞানাচার্য্য কোপার্নিকাস টলেমি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়া নূতন সঠিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমবোর্কে যখন পুস্তকটি আসিয়া পৌঁছাইল—গ্রন্থকার তখন মৃত্যুশয্যায়। ক্ষীণ হস্তে কম্পিতভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন তাঁর আজীবনের সাধনা। সেই বৎসরেই বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের এক মহাসন্ধিক্ষণেই কোপার্নিকাসের এই তত্ত্ব সভ্য সমাজের ইতিহাসে দেখা দিল। [illegible]

হস্ত স্রোতের মুখ হইতে সামন্ততান্ত্রিক জগদ্দল পাথরকে অপসারিত করিয়া দিলেন, তাহাকে জীবনদান করিলেন।

দাবানলের মতই হু-হু করিয়া কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বিজ্ঞানী সমাজ সাদরে তাহা বরণ করিয়া লইলেন। কোপার্নিকাসের মহাপ্রয়াণের পরেও গবেষণা চলিল সর্বত্র। চার্চও বসিয়া রহিল না। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে এই কথা বলার অপরাধে ব্রুনো জীবন্ত দগ্ধ হইলেন। মহামতি গ্যালিলিওর নির্য্যাতনের শেষ রহিল না। তবু কোপার্নিকাসের তত্ত্ব জয়যুক্ত হইল। অন্ধ কুসংস্কারের উপর মুক্তিবিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড়িল।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে এবং বিজ্ঞানের প্রাথমিক অনুন্নত স্তরের জন্য কোপার্নিকাসের তত্ত্বে যে ত্রুটি ছিল না তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের একটি দিককে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আলোকে ভাস্বর করিয়া গিয়াছিলেন। কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন আর আইনস্টাইন কোপার্নিকাসের ত্রুটি গুলিকেই পরে সংশোধন করিয়া মহাবিশ্ব সম্পর্কে মূল তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করিয়া তুলিলেন, ভবিষ্যতে হয়তো আরও সংশোধিত হইতে পারে।

কোপার্নিকাস ধূমকেতু সম্বন্ধেও একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধুনা এটি আর পাওয়া যায় না। সীজারের আমল হইতে যে ক্যালেণ্ডার প্রচলিত ছিল তাহার সংশোধনের জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন। কোপার্নিকাস সীজারীয় ক্যালেণ্ডারের সংশোধনের অপরিহার্য্যতা বুঝিলেও উক্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কেননা তাঁর মতে নূতন ক্যালেণ্ডার সৃষ্টি করার মত তখনও যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই।

ইহা ব্যতীত কোপার্নিকাস তৎকালিন রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতও বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মুদ্রাসংস্কার সম্পর্কে তিনি আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ, "খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে দূর করিয়া দেয়"—অর্থনীতি শাস্ত্রের গ্রেশাম-নীতি বলিয়া পরিচিত এই আইনটিকে প্রাথমিকভাবে কোপার্নিকাসই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক একাধারে বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক গণিতজ্ঞ এবং কবি হিসাবে খ্যাতি, সম্পন্ন এই বিরাট প্রতিভা সেই যুগেরই এক বিশেষ অভিব্যক্তি। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার হইতে মুক্তির সংগে সংগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। মানবমন সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপুল প্রতিভা বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। এবং প্রকৃত বাস্তববাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

রক্তচক্ষু যুগ চার্চের অকথ্য পীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া আবির্ভাব নির্বিশেষে অগণিত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস প্রদর্শিত পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে বাস্তব পরীক্ষাই ছিল তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ।

আজও প্রকৃত সত্য জানিবার কামনায় বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার অন্ত নাই। মধ্য যুগের চার্চের মত এই যুগেও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞানভীতি কমে নাই। ব্রুনো, গ্যালিলিওর মত আজও প্রকৃত সত্য অর্জনের অপরাধে বিজ্ঞানীর নির্য্যাতনের সীমা নাই। আর সেই জন্যেই দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত নির্ভীক বস্তুবাদী বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসকে স্মরণের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই বৎসর তাঁহার ৪১০তম মৃত্যুবার্ষিকী। বিশ্বশান্তি কংগ্রেস জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও প্রকৃত জনগণের প্রতিভূস্বরূপ কোপার্নিকাসের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়াছেন।

আমরাও আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের জন্মদাতা অপূর্ব প্রতিভাশালী বিজ্ঞানাচার্য্য নিকোলাস কোপার্নিকাসকে স্মরণ করি।

শীঘ্রই বের হচ্ছে

* ম্যালেনকভের রিপোর্ট

* মাও সে-তুং- শৈশবে ও যৌবনে —এমি সিয়াও

* শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা —মাও সে-তুং

* এশিয়ার বিদ্রোহী কৃষক সমাজ [illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা-১২

বারবারের স্বাধীনতা পাতা

'স্বাধীনতা' ও আপনি

কয়েক মাস আগে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে 'স্বাধীনতা'র পাঠকদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এই কাজে পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞ 'স্বাধীনতা'র কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে তাঁদেরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শ অনুসারে মতামত সংগ্রহ করার কাজ পরিচালিত হয়। 'স্বাধীনতা'র বন্ধু এই বিশেষজ্ঞরাই এই উদ্দেশে একটি বিশেষ প্রশ্নপত্র রচনা করে দেন। দেশের মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর ও সামাজিক স্তরের মধ্যে, যাঁদের বিভিন্ন পেশা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'স্বাধীনতা'র বিপুল পাঠকগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছেন। সংগৃহীত মতামতে 'স্বাধীনতা' পাঠকদের প্রত্যেক অংশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যেক অংশের পাঠকদের মধ্য থেকে বাছাই করা নামের একটি তালিকা স্থির করা হয় এবং ওঁদের নিকট প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে তাঁদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও, প্রশ্নপত্রটি 'স্বাধীনতা'র পাতায় ছাপা হয়, এবং যাঁরাই মতামত দিতে চান, তাঁদের সকলকেই প্রশ্নপত্রটি পূরণ করে পাঠাতে অনুরোধ জানান হয়। তদুপরি, যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে পাঠক সাধারণের মধ্যে প্রশ্নপত্র বিলি করা হয় এবং মতামত পাঠাতে আহ্বান জানান হয়।

এই ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কয়েক শত প্রশ্নপত্র লোক মারফৎ পাঠকদের কাছ থেকে পূরণ হয়ে আসে ও বিশেষজ্ঞদের বিষয়গুলি ও পরিবেশনের ধরণ সম্পর্কে এবং সম্পাদনা সম্পর্কে তাঁরা সাধারণ ভাবে মতামত জানান। প্রশ্নগুলির যেসব প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তর নেতিবাচক হয়েছে—সেগুলি সম্পর্কে একটু বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। শতকরা [illegible] পাঠক মনে করেন যে, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ 'স্বাধীনতা'য় বাদ পড়ে যায়। শতকরা [illegible] মনে করেন যে, 'স্বাধীনতা'র ভাষা তাঁদের নিকট একটু কঠিন বোধ হয়।

মতামত পাঠানোর আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা মতামত পাঠিয়েছিলেন তাঁদের শতকরা ষাটভাগেরও বেশী পাঠক উপরোক্ত দুটি বিষয় বাদে, অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ইতিবাচক উত্তর দেন। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রবন্ধ থাকা উচিত কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে শতকরা [illegible] জন সম্মতি দান করেন। শতকরা [illegible] জন মত প্রকাশ করেন যে, 'স্বাধীনতা'র রবিবাসরীয় পাতায় ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া উচিত।

এ ছাড়া সাধারণ কথা: যে সব উত্তর এসেছিল [illegible] বিশদ বিশ্লেষণ দেওয়া প্রয়োজন:

প্রশ্ন	ইতিবাচক উত্তর সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত উত্তরের শতকরা ভাগ
প্রকাশিত সংবাদের সঠিকতা সম্পর্কে ...	৮৮	৮৬'০
জরুরী সংবাদ বাদ পড়া সম্পর্কে ...	৫৬	৫৫'১
সংবাদ বন্টনের আলোচিত বাছাই সম্পর্কে ...	৮১	৭৯'৮
'স্বরচনা' ভাষা সাধারণ সম্পর্কে ...	৩৫	৩৩'১
মোটামুটি সংবাদ দেবার পদ্ধতি ভাল লাগা সম্পর্কে ...	[illegible]	[illegible]
সম্পাদকীয় ভাল লাগা সম্পর্কে ...	৮২	৮০'৪
সম্পাদকীয় ও সংবাদ সমূহ ... হওয়া সম্পর্কে ...	৩২	৩০'৮
ভাষা বুঝতে অসুবিধা হওয়া সম্পর্কে ...	১৫	১৪'৭
লাল কাগজে ছাপ পুনঃ প্রকাশের ঔচিত্য সম্পর্কে ...	৭৪	৭২'২
নূতন বাংলা বই প্রকাশনার ঘোষণা প্রকাশ ...	৫৭	৫৫'৯
নারী প্রভৃতি সম্পর্কে আলাদা পাতা ...	৮৬	৮৪'৩
সরকার ও সরকার-বিরোধী দলের খবর বেশী দেওয়া সম্পর্কে ...	৮১	৭৯'৪
খেলাধুলা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত খবর দৈনিক প্রকাশ সম্পর্কে ...	৮৩	৮১'৪
শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত মৌলিক প্রবন্ধ ...	১০০	৯৮'০
আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করা সম্পর্কে ...	৫৭	৫৫'৯
রবিবারের পাতায় [illegible] শিক্ষা ...	৬৬	৬৪'৭
রবিবারের পাতায় 'আন্তর্জাতিক' ঘটনা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ...	৯৭	৯৫'১
রবিবারের পাতায় ভারতের অর্থনীতির বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ...	১০০	৯৮'০

হয়, বিবরণ ভাবেই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছায়—সেগুলিকে বিশেষজ্ঞ দপ্তর [illegible] বিশেষ করে হয়। বলে রাখা প্রয়োজন যে, 'স্বাধীনতা'র অজানা বহু পাঠক বন্ধু, যাঁদের তালিকা আমাদের কাছে নাই, তাঁরাও সাদা কাগজে 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডাকযোগে, এমনকি সরাসরি, আমাদের দপ্তরে এসেও পৌঁছে দিয়ে যান। সামগ্রিক বিশ্লেষণের সময় এইসব মতামতেরও সাহায্য নেওয়া হয়।

'স্বাধীনতা' সম্পর্কে পাঠকদের কী অভিমত পাওয়া যায়?

বেশীর ভাগ প্রশ্ন সম্পর্কে বেশীর ভাগ পাঠকদের উত্তর ইতিবাচক হয়। অর্থাৎ, "স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত সংবাদ

আপনাদের অভিমত ও 'স্বাধীনতা'র জন্য দুই লক্ষ টাকা তহবিলের অভিযান

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 'স্বাধীনতা'র পাঠকদের মতামত বুঝতে, তাদের মতামত সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করে দেওয়ার কাজে যে বিশেষজ্ঞ বন্ধুরা সাহায্য করেছেন, আর সম্পাদকমণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেসব পাঠক তাদের মতামত পাঠিয়ে 'স্বাধীনতা'র কর্মীদের নিজেদের কাজের মূল্য যাচাই করতে সাহায্য করেছেন সেই বিশেষজ্ঞ বন্ধুদের এবং পাঠকদের 'স্বাধীনতা'র কর্মীদের পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। 'স্বাধীনতা'কে আরও সমৃদ্ধ, উন্নত করার লক্ষ্য নিয়েই এই মতামত সংগ্রহ করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে 'স্বাধীনতা'কে পর্যাপ্ত সংবাদ-

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বি-টেক্স পাঁচড়া মলম
চুলকণা, হাজা, ও দাদের মহৌষধ
ইহা ছাড়া শীতের ফাটা, একজিমা, কড়া, ক্ষত, দুষ্টব্রণ, পাঁচড়া, পোড়া ঘা, ধেঁতল যাওয়া, স্ত্রীলোক ও শিশুর মাথার চুলকণা বা ঘা, গায়ে দুর্গন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় চর্মরোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ (কাপড়ে দাগ লাগে না)
বি-টেক্স অয়েন্টমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ
কলিকাতা শাখা ৭১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কামরা নং ডি-১০৯ কলিকাতা-১

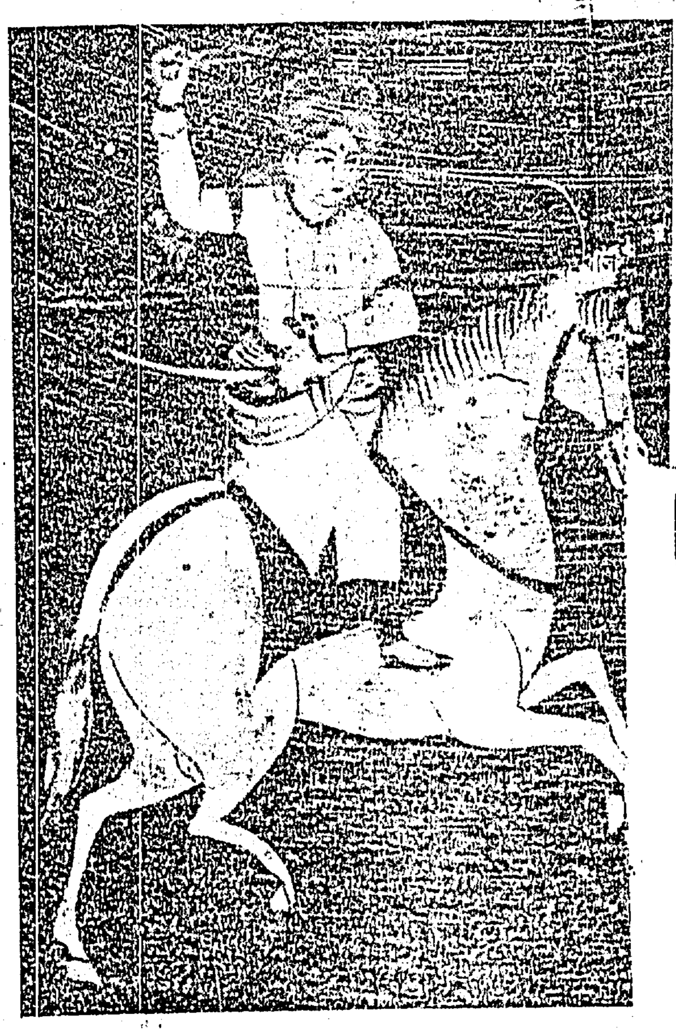

ঝাঁসীর রানী

ঝড়ের মত হিম্মত নিয়ে লড়েছে রানী,
ঝাঁসীর রানী।
বুরুজে বুরুজে কামান বসায়ে লড়েছে রানী,
ঝাঁসীর রানী।
কামানে কামানে জাহান্নামের আগুন ঝরায়ে
লড়েছে রানী
ঝাঁসীর রানী।
সিপাহীরে দিয়ে পিঠে ও মেঠাই
নিজে খেয়ে ছাতু লড়েছে রানী,
ঝাঁসীর রানী।
তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে তবু
একফোঁটা জল পায়নি রানী,
তবুও লড়েছে মরদের মত
হিম্মত নিয়ে আমার রানী,
ঝাঁসীর রানী।

[পি-দি জোশী সংগৃহীত মারাঠী লোকগাথার বাংলা তর্জমা করেছেন সরোজ কুমার দত্ত]

পশ্চিম বাংলার উপজাতি সমস্যা

—সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, এম-এল-এ

উপজাতিদের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মত না হ'লেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রদেশে উপজাতীয় লোকদের মোট সংখ্যা হ'ল ১১,৬৫,[illegible]। উপজাতিগুলি হ'ল যথাক্রমে সাঁওতাল ৮,৪৫,৩৯৫; ওরাওঁ ১,১৫,[illegible]; মুণ্ডা ৮২,৯২৩; ভূটিয়া ১৯,০০০; লেপচা ১৩,০০০; মেচ ১২,০০০; মাল-পাহাড়িয়া ৩০০০; টোটো ৩৫০। সাঁওতালদের সংখ্যা সব চাইতে বেশী মেদিনীপুর জেলায় [illegible] এবং তারপর যথাক্রমে বাঁকুড়া ১,৩৭,৬৪৯; বর্ধমান ১,২৭,৪৪১; বীরভূম ৭৮,৯৪০; পশ্চিম দিনাজপুর ৯৬,৯১০; মালদহ ৭২,৮০০; [illegible] ৩৮,৯৬০; চব্বিশপরগণা ২৩,[illegible]; জলপাইগুড়ি ২১,৯২৮; মুর্শিদাবাদে ২১,৮৫৩। ওরাওঁদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ১,১৫,১৭৬ জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে এবং তারপরেই পশ্চিম দিনাজপুরে ২০,৬৭৪ ও দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায়। মুণ্ডাদেরও [illegible] জলপাইগুড়িতে ৩৯,৬৯০; [illegible] পরগণায় ১৭,৬২১। ভূটিয়ারা দার্জিলিং জেলার [illegible] মেচদের শতকরা ৯৯ [illegible] ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে। [illegible] এই অঞ্চলের চা-বাগানে কাজ করে। টোটোদের [illegible] পশ্চিম ডুয়ার্সে ভূটান পাদদেশে।

সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা ও মাল-[illegible]দের আদিবাসস্থান বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগে। সেখান থেকে সাঁওতালেরা বিহারের সীমান্ত-জেলাগুলিতে এসে প্রধানতঃ কৃষিজীবী হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছে। কয়লাখনি ও চা-বাগানে শ্রমিক হিসাবেও কিছু আমদানী করা হয়। ওরাওঁ ও মালপাহাড়িয়াদের চা-বাগানের কুলী হিসাবে আনা হয়েছে। কিন্তু সেই [illegible] বাস করছে কয়েকপুরুষ [illegible] ভূটিয়া, লেপচা, মেচ ও [illegible] বর্তমান বাসভূমিতে তারা [illegible] রয়েছে।

[illegible] হিসাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা [illegible] সেই অনুসারে পশ্চিম বাংলার [illegible] প্রধানতঃ দুইটি স্তরে পড়ে [illegible] কৃষিজীবী এবং চা-বাগান ও খনি শ্রমিক। তার মধ্যে শতকরা ৭৯ জন হল কৃষিজীবী এবং শতকরা ১৫ জন শ্রমিক। কৃষিজীবীদের ভিতর শতকরা ২২ জন নিজের জমির মালিক এবং শতকরা ৪১ জন অন্যের জমিতে বর্গাদার বা ক্ষেত মজুর রূপে কাজ করে। [illegible] এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা ১ জন, ব্যবসাদার [illegible] শতকরা ৪ জন এবং যানবাহন ও অন্যান্য বৃত্তিতে [illegible] জন কাজ করে। [illegible] সব চাইতে অনুন্নত [illegible] অবলম্বন হ'ল পশুপালন, শিকারের সাথে বাণিজ্য এবং অদক্ষ শ্রমিকের কাজ।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উপজাতি বা আদিবাসীদের সমস্যা অর্থনৈতিক বিচারে কৃষক ও শ্রমিকের বৃহত্তর সমস্যারই অঙ্গ। আর প্রধানতঃ তাদের প্রশ্ন হ'ল জমির প্রশ্ন। কিন্তু এইটুকুই সব নয় কেননা তাদের আরো অনেকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে।

ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতির দিক থেকে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে অগ্রসর জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক বেশী। এই পার্থক্যের আবার দুইটি দিক আছে। একটি হ'ল তুলনামূলক অনগ্রসরতা। আর দ্বিতীয়টি, হ'ল যে, ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং সামাজিক সংগঠনের বিচারে উপজাতিদের একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দুটোরই পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কারণ। ইংরাজ আমলের আগে পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার বছরের বেশী সময় ধ'রে বিভিন্ন উপজাতিরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সেই সুদীর্ঘকাল ধ'রে তারা নিজেদের অরণ্য ও পার্বত্য বাসভূমিতে আদিম অর্থনীতি এবং কৌমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো মোটামুটি অব্যাহত [illegible] পরিবর্তন ঘটেনি। যোগাযোগ এবং যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি, সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা মৃগয়া এবং সীমান্তরক্ষার তাগিদ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ভেঙ্গে তাদের একেবারে হঠাৎ টেনে আনলো ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের আবর্তে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার বনিয়াদ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। শিকার, বনজসম্পদের ব্যবহার এবং কৃষি এই তিনটি ছিল উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। বন ও জমি দুইটি ছিল কৌমের যৌথ সম্পত্তি। কিন্তু ইংরেজের আইনে দুইয়ের উপর থেকেই ক্রমশঃ নানা ভাবে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা ক্রমে বিদেশী ও দেশী মুনাফাশিকারী পণ্য, চা ও কফি বাগিচার মালিক, বনজঙ্গলের ইজারাদার ও ঠিকাদার, মহাজন এবং জমিদার প্রভৃতির খপ্পরে প্রত্যক্ষে বাধা হয়েছে। তাদের সঙ্গে উপজাতির বাইরের লোকদের প্রথম পরিচয় যেভাবে ঘটেছে তাতে পরবর্তীদের সম্বন্ধে ওদের মনে একটা গভীর সন্দেহ এবং বিরূপ মনোভাব খুব স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে। সেই শোষণের প্রক্রিয়া ত' আজও অক্ষুন্ন আছে কাজেই সন্দেহের ব্যবধান ভাঙ্গার মত অবস্থাও সৃষ্টি হয় নাই। এই পরিবর্তন তাদের পুরাতন জীবনের স্থানে নতুনের সন্ধান দেয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের জনসাধারণের এই অংশটির বিশেষ সমস্যা সংবিধান রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপজাতি উন্নয়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং সংবিধানে কয়েক বৎসরের জন্য তাদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। সেই অনুসারে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে উপজাতি কল্যাণদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে প্রতি বৎসর এই বাবদ টাকা বরাদ্দও করা হয়ে থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা ভারতের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে ৪৭ কোটি টাকা। এই টাকা শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়।

সরকারী প্রচেষ্টা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছে বা করে নাই তার কোন সর্বাঙ্গীন চিত্র পাওয়া যায় না। এ কথা ভারত সরকারের তপশীলী [illegible] উপজাতিদের [illegible] উপজাতিদের দুই-আড়াই হাজার বছরের বিচ্ছিন্নতা ও অনগ্রসরতাকে অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে বর্তমান যুগের পরিবেশের উপযোগী করে তোলা। তারা যাতে স্বকীয়তা বজায় রেখে ভারতের জাতীয় জীবনের মধ্যে নিজেদের উপযুক্ত স্থান অধিকার করতে পারে এই হবে উদ্দেশ্য। উন্নয়নের গোড়ার কথা হ'ল তাদের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। উপজাতীয় কৃষকের জমির উপর স্বত্ব এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও জীবিকার মানের উন্নতি উপজাতি অঞ্চলে জমি ও বনভূমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি ইত্যাদি সে কাজের প্রধান অঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজের গঠন ও রীতিনীতি ইত্যাদি সংস্কারের কাজটিকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মননভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবেই আধুনিক চিন্তাধারা তাদের মনের দুয়ারে পৌঁছাতে পারবে এবং তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে যা [illegible] তা পরিত্যাগ হবে [illegible] ফলে যা কিছু কাজ হচ্ছে তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে। আর উপজাতিদের যারা প্রধান অংশ অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক তাদের মূল সমস্যা থেকে সম্পর্কশূন্য ভাবে অগ্রসর হওয়ার দরুন কল্যাণমূলক কাজের ভিত্তি খুব শক্ত হতে পারে নাই।

গল্প

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

॥ অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ॥

[illegible] নরক গুলজার, আমাদের [illegible] হেটৌলি-বিপ্লবের নরকগুলজার হোল, ঐ জেল হাসপাতাল। খাটনি নেই, ডায়েট ভালো। কিছু না হোক, এই একঘেয়েমি থেকেও তো একটু মুক্তি পাওয়া যায়।

এই স্বর্গে যাবার জন্যে, তাই কয়েদীদের সাধনার অন্ত নেই। একটু জ্বর, কি একটু সর্দি, কি একটু পেটের গোলমাল বাঁধাবার জন্যে কেউ বগলে রসুন চেপে রেখেছে, কেউ বর্ষার জলে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে, কেউ বা মুঠো মুঠো কাঁচা তেঁতুল পেশে হরদম্ চিবুচ্ছে।

কিন্তু কারো কারো কপাল থাকে, যাকে বলে পাথর-চাপা কপাল। যেমন ধরুন মধুয়ার। আজ দু'বছরের মধ্যে একদিনের জন্যে একটু জ্বরজ্বালা, না একটু পেটব্যথা, না একটু সর্দিকাশি! এদিকে ও আবার লাইফার!

দুত্তেরিকা! বিরক্ত হ'য়ে শেষে একদিন করলে কি, একটা আস্ত খোলা নিয়ে নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে কড়ে আঙুলটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে। ভিতরে গিয়ে ফুলে ফেঁপে সেটা নাকের গোড়ার দিকে সেঁটে বসে রইল। একটু খাঁও হোল বোধ হয় সেখানটায়। এখন 'থুঃ' করে থুথু ফেললেই রক্তের ছিটে বেরুচ্ছে। নাও, এবার কি করে ঠ্যাকাবে ঠ্যাকাও। ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল মধুয়া টি, বি, ওয়ার্ডে। এতদিনের সাধনার পর সিদ্ধিলাভ হোল।

[illegible] সেই স্বর্গবাসই কিন্তু ছুটে গেল আমাদের নেপালের কপালে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে। ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি:

জেলারের নাম কাজী সাহেব। আমরা বলতুম পাজী সাহেব। সত্যি, পাজীর পা-ঝাড়া লোকটা। ওর যত রোষ এই 'স্বদেশী' বাবুদের ওপর। কি করে আমাদের জব্দ করে, সারাক্ষণ শুধু এই চিন্তা। ফিমেল ওয়ার্ডের সেই কেলেঙ্কারীটার পর থেকে এই রোষটা যেন আরো বেড়েছে। ওর ধারণা জেলের ভেতরে হাঙ্গারষ্ট্রাইক করানো, এবং লাঠিচার্জ ইত্যাদির খবরগুলি বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের নাকি তলে তলে হাত আছে—বিশেষ করে নেপালের। নৈলে খবর-কাগজওয়ালা ব্যাটারা টের পেল কি করে?

নেপালকে সেই থেকে ঘানিঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে ঘানি টানতে। রেমিশান কেটে নিয়েছে ওর। তা'তেও মনে তৃপ্তি হয়নি, তাই এক দিন ঘানিঘরের মেট সামাদ মিঞাকে আপিসে ডাকিয়ে বললে, "সামাদ, ঐ যে হিন্দু ছোঁড়াটাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি,—নেপাল না ভুটান, কি যেন নামটা? ওকে একটু বেশ করে সাইজ্ করো দেখি। তবে বুঝবো তুমি সামাদ গুণ্ডা।"

কোলকাতার কলাবাগান বস্তি, এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর নিবেদন

আমাদের ৩/২ ম্যাডান ষ্ট্রীটের শাখা দোকান ঘরটি ক্ষুদ্র পরিসর ও অস্বাস্থ্যকর। আমাদের ক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীরা সেখানে বই কিনতে ও বাছাই করতে গিয়ে অসুবিধা ভোগ করেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে শাখা দোকানটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নিউসিনেমার সংলগ্ন ১৭২ নম্বর ধর্মতলা ষ্ট্রীটের (কলকাতা-১৩) বাড়ীর সুপরিসর দোতালায় স্থানান্তরিত হবে। দোতালার সিঁড়ি বড় রাস্তায়।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

আহিত্য ও আহিত্যিক

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

॥ কালিপদ সেনগুপ্ত ॥

যে কোন ভাষার সাহিত্যের বিকাশের পথে সংবাদপত্রগুলি সাময়িক পত্রপত্রিকা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশেও, ঐতিহাসিক বিচারেই, উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্র সমূহের বিরাট অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সাথে ইহাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, পত্রিকা বিশেষের প্রভাবে আবার সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির দৃষ্টান্তও কম নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ একটি সময় যখন "ভাস্কর", "সমাচার চন্দ্রিকা" ও "প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রভাবে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে এক দূষিত ও তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। দলাদলি ও পরস্পর কুৎসা রটনাই ছিল সংবাদপত্র পরিচালনার 'আদর্শ।' পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত "সোমপ্রকাশ"-ই সর্বপ্রথম এই বিষাক্ত প্রভাব হইতে সংবাদপত্র জগতকে মুক্ত করে। দ্বারকানাথই সংবাদপত্রকে সকল প্রকার দলাদলি ও কুৎসার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া সংবাদপত্র পরিচালনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। 'সোমপ্রকাশের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বাংলার সংবাদপত্র জগতে নবযুগের সূচনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার সাহিত্যাকাশে দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাব এবং তাঁহাদের রচিত নাটক ও উপন্যাস যখন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে নূতন ধারা, নূতন চিন্তা ও চেতনার প্রসার ঘটাইতেছিল ঠিক সেই সময়েই "সোমপ্রকাশের"ও অভ্যুদয় ঘটে। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা ও পরিচালনাই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সর্বপ্রধান কীর্তি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে [বাংলা ১২২৬-বৈশাখ] কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব পাঁচক্রোশ ব্যবধানে চাংড়ীপোতা গ্রামে দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] গুরুমহাশয়ের পাঠশালে [illegible] পর [illegible] সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করেন। ১৮[illegible] কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে [illegible] পরীক্ষায় দ্বারকানাথ [illegible] ছাত্রের মধ্যে প্রথম ও [illegible] পাইয়া "বিদ্যাভূষণ" [illegible] করেন। [illegible] ও [illegible] জন ছাত্রের মধ্যে দ্বারকানাথই উত্তীর্ণ [illegible] কলেজ হইতে পাশ করার [illegible] তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের [illegible] সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়ার কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সনের ১৪ই ফাল্গুন হইতে ১৮৫৫ সনের ১৫ই মে পর্যন্ত এই কলেজেই [illegible] ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের [illegible] নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়েই [illegible] কৈলাসচন্দ্র বসু নামক জনৈক শিক্ষকের সহিত স্বীয় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান বিনিময় করিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন কিছুদিন দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালের সহকারী হিসাবেও কাজ করিয়াছেন। ১৮৫৫ সালে তিনি সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই দ্বারকানাথ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

'সোমপ্রকাশ'

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি [illegible] 'সোমপ্রকাশ'। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপনাকালেই তাঁহার সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় [প্রথম সংখ্যা ১৫ই [illegible] নভেম্বর, ১৮৫৮, [illegible] ১২৬৫]। বাংলা সংবাদপত্র জগতে [illegible] প্রকাশের আবির্ভাব বাস্তবিকই যুগান্তকারী বিপ্লব—সংবাদপত্র জগতে [illegible] সংবাদপত্র পরিচালনার [illegible] দ্বারকানাথই প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীন [illegible] নীতির পথিকৃৎ। সকল [illegible] দলাদলির ঊর্দ্ধে সংবাদপত্রকে [illegible] বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ [illegible] জগতে একটি স্বচ্ছ, সহজ [illegible] পরিবেশ সৃষ্টির সাধনাই তিনি [illegible] মতবাদের দিক হইতে [illegible] উদার ও সংস্কারমুক্ত। [illegible] বংশে, পুরাতনকে আঁকড়ে [illegible] পক্ষপাতি তিনি ছিলেন [illegible] ব্যক্তি বিশেষ অথবা [illegible] দল বা গোষ্ঠীর সন্তোষ [illegible] জনসমাজে সমাদৃত হইবার [illegible] তাদের সংস্কার বা রুচি [illegible] সাহিত্য সৃষ্টি বা সংবাদপত্র [illegible] তিনি ঘোরতর বিরোধী [illegible] যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে যাহাকে [illegible] সঠিক বলিয়া মনে করিতেন,—[illegible] নিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাই 'অভয় নিঃশঙ্ক অকপট ভাষাতে' ব্যক্ত করিতেন" [শিবনাথ বিদ্যালঙ্কার]।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতের যে বিশেষ পরিবেশের মাঝে 'সোমপ্রকাশের' অভ্যুদয় ঘটে সে সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক্ষেত্রে নিশ্চই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাচ্য যুগে 'সোমপ্রকাশের' মত একখানি সংবাদপত্র এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মত একজন [illegible]-সম্পাদকের যে কতটা প্রয়োজন ছিল তাহাই আলোচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

এই যুগে দৈনিক-সংবাদ প্রচারের [illegible] গ্রহণ করিয়াছিল প্রধানতঃ 'প্রভাকর', 'ভাস্কর' 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্র। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত একটি তালিকা হইতে জানা যায় 'সংবাদ [illegible]', 'দর্পণ', 'চন্দ্রোদয়', [illegible], 'জ্ঞান দর্পণ', 'বঙ্গদূত', [illegible], 'জ্ঞানসঞ্চারিণী', 'রসসাগর', [illegible], 'বাঙ্গালহর', 'রসমুদ্গর', [illegible] 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' ও 'দুর্জন দমন মহানবমী' প্রভৃতি আরও অনেক সংবাদপত্রই এই যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেই যুগের পক্ষে [illegible] এবং এত অধিকসংখ্যায় সংবাদপত্র [illegible]

[[illegible] পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দেখুন]

স্বর্গারোহণ পর্ব

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

[illegible]

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

[illegible]

পুস্তক পরিচয়

কথাগুচ্ছ ঃ পুশকিন (অনুবাদক—শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য) দাম—তিন টাকা।

তৈমুর ও তার দলবল ঃ আর্কাদি গাইদার (অনুবাদক—গিরীন্দ্র [illegible]) দাম—এক টাকা সাতাশি নয়া পয়সা।

প্রকাশক ঃ ইস্টার্ণ ট্রেডিং [illegible] ৬৪এ, ধর্মতলা স্ট্রীট।

[illegible]

...সালা পরিকল্পনা থেকে ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যু পর্যান্ত যে কাল—আনা লুই স্ট্রং তার প্রত্যেকটি পর্যায় চোখে দেখেছেন। আর সেই দেখার সারবস্তু অনুসন্ধানী ভঙ্গীতে বর্ণনা করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর "স্তালিন এরা"। এই যুগ সম্পর্কে সাংবাদিক হিসাবে কিছু বলার যোগ্যতা ও অধিকার ৭২ বৎসর বয়স্কা আনা লুই স্ট্রং-এর খুবই বেশী, সন্দেহাতীত ; কাজেই "স্তালিন এরা" পাঠকদের একটি বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী এই বই-এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কিন্তু অনুবাদক আর একটু সতর্ক থাকলে ভাল হ'ত।

—শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্ধ দেবতা (উপন্যাস)— লেখক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী। নবগ্রন্থ-কুটীর, ৫৪।৫ এ, কলেজ স্ট্রীট। দাম- তিনটাকা

লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। সমাজের বিশেষ করে গ্রামজীবনের খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে লেখকের পরিচিতি ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ, বেশ বোঝা যায়। গ্রামাঞ্চলে নিখিলের কাছে এসে অনিরুদ্ধরা যেখানে এই খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে এসেছে সেখানকার চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোলকাতায় বিশেষ করে যেখানে গল্প উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা এমনকি শ্রমিকের চত্বরে প্রবেশ করল। তখন সেই সজীবতা অনেক ম্লান হয়ে পড়ে। চিত্র চরিত্র দুইই যেন রস ও বর্ণহীন এবং খানিক ছকে বাঁধা বলেও মনে হয়। প্রমাদী চরিত্র লেখকের সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু অনুপাতে অনিরুদ্ধ যেন ছকে বাঁধা—এমনকি তার মৃত্যুও মনে তেমন রেখাপাত করেনা। বিশেষতঃ, জমিদারও নিম্নমালিকদের প্রতি লেখকের যেন একটু অতিরিক্ত দরদ এবং পূর্ব্ব সংস্কারও আছে।

কাজেই যেখানে জমিদারী অত্যাচারের প্রশ্ন এসেছে সেখানে দেখি জমিদারই বড়ো ভাল লোক, নায়েবটাই পাজি, আর শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও ম্যানেজারটাই দোষী, মালিক তেমন নয়, এমি খানিক পলেস্তারা লাগানো। এমন কি মিলেইন নিঃ চৌধুরীও খানিকটা ছকে বাঁধা চরিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু প্রমাদী, পীতাম্বর, ঈশান মণ্ডল বা এমন কি নমিতা মজুমদারকেও তা মনে হয়না। কিন্তু এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও লেখকের দ্বিতীয় সৃষ্টিকে আমরা অভিনন্দন জানাবো এবং আশা করবো আরো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লেখা তাঁর কাছে। লেখকের ভাষা ও বাচনভঙ্গী ভাল—স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ চিত্র অনবদ্য। বইখানার ছাপা, বাঁধাইও ভালই হয়েছে। দামটা আরো কিছু কম হলেই ভাল হত। —হ, ন,

সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ (অভিযাত্রীর কাহিনী) লেখক ঃ বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—দুই টাকা।

পুস্তকের প্রাথমিক পরিচয় পেয়ে আপনি হয়তো ভাবছেন শ্রীবিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায় নিজেই অভিযান করে তাঁর অভিজ্ঞতা পরিবেশন করছেন পাঠকের কাছে। কিন্তু আসলে বিষয়টা তা নয়। অভিযাত্রী হলেন বিখ্যাত রুশ সার্ভেয়ার আর্সেনিভ। তাঁরই কাহিনীর ভাবানুবাদ করেছেন বিমলাবাবু। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশনা ব্যবস্থার অদ্ভুত নিয়মকানুনে তিনিই হয়ে গেছেন পুস্তকের লেখক।

আর্সেনিভের ভ্রমণকাহিনী সুখপাঠ্য এবং বিচিত্র। বিশেষতঃ তাঁর বর্ণনারীতি অনবদ্য ও অননুকরণীয়। বক্ষ্যমান পুস্তকে আর্সেনিভের সেই ক্ষমতা অনেক পরিমাণে অক্ষুন্ন আছে। বিমলাবাবুর ভাষা ও রচনা শৈলী ভাল সে তো জানা কথাই। পুস্তকের ছাপা-বাঁধাইও আকর্ষণীয়। তবে অনুপাতে দামটা বেশী ধরা হয়েছে। —হ, ন

কাব্যগ্রন্থ

দৃশ্যের দর্পণে ঃ রাম বসু। প্রকাশক ঃ দেবকুমার বসু, ৭তে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। দাম—একটাকা। পৃঃ-৩২

আলোচ্য বইখানি একজন খাঁটি কবির মননের প্রতিচ্ছায়া। ব্যক্তি এখানে সংশয়, চিত্তহর অধিভৌতিক, প্রেম প্রচণ্ড মানসদ্বন্দ্বের শিকারহীন। মগ্নমন হয়ে কবিতাগুলির রসাস্বাদন করেছি। সবকটি কবিতার মধ্যে তরুণ কবির এই সংহত বস্তু অর্থদৃষ্টি [illegible]। কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা দেখা যায় না। পাঠক মনে একটা রহস্যের আমেজ সৃষ্টি করে। অথচ দুর্বোধ্য নয়। অবচেতনিক প্রলাপ নয়। এখানেই কবির রচনা সার্থক হয়েছে। কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানী কবিমন রসবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে। এই ধরনের কবিতাগুলির গভীরতা বিস্ময়কর। অধিকাংশ আধুনিক কবিদের কাব্যে যেটা অনুপস্থিত। "দৃশ্যের দর্পণে" কাব্যরসিক সমাজে সমাদৃত হবেই। শ্রীগণেশ বসুর আঁকা প্রচ্ছদপটটি অর্থবোধক ইঙ্গিতের বাহক।

কায়েদা ঃ সুধাংশুকিরণ ঘোষ। প্রকাশক ঃ দ্বারিকা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্, উত্তরবাংলা, শিলিগুড়ি। দাম—এক টাকা চার আনা। পৃঃ—৬৪।

কবিতাগুলির মধ্যে বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রভাব সুস্পষ্ট। নজরুলের এই কবির আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। জনগণের প্রথম [illegible] অত্যাচারে [illegible] কবিমন বিক্ষুব্ধ। এই রেকর্ড [illegible] সার্থক কবিতা হয়ে ওঠেনি। তাসত্ত্বেও কবিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কবির ভাষা আছে, ছন্দ জ্ঞান আছে, অনুভূতিও আছে, সুতরাং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করবো।

নির্ঝর সঙ্গীত ঃ প্রোজ্জল-নীহার ভারতী। প্রকাশক ঃ গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩১এম, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা-৬। দাম—এগারো আনা। পৃঃ-৬।

গ্রন্থখানির পরিচায়িকায় কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, "লেখক একজন দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। ...আমরা যে ঢঙে, ভঙ্গিতে, ছন্দে ও ভাষায় একেকাল লিখে এসেছি, এগুলিতে তাই দেখতে পেলাম। সেই জন্যই বোধ হয় ভাল লাগলো।" আমরাও কবিতাগুলি পড়লাম। এগুলির উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনার প্রভাব লক্ষ্য করেছি। কয়েকটি কাহিনী-কবিতার মধ্যে কবি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য রচনাগুলিও সুলিখিত।

বর্ণালী ও আলিম্পন ঃ শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী ও শ্রীপূর্ণেন্দু সেন। প্রকাশক ঃ শ্রীমতী উত্তরা চৌধুরী, শ্রীদিব্যেন্দু গোস্বামী, নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ)। দাম দুই টাকা। পৃঃ ৪৮।

ডবল ক্রাউন ষোলো পেজী ফর্মার আটচল্লিশ পাতার বইয়ের দাম দু' টাকা অত্যন্ত বেশি। অথচ এই গ্রন্থের সংকলিত কবিতাগুলি খুবই দুর্বল রচনা। ভাষা, ভঙ্গী ও বক্তব্য মামুলী বিষয়বস্তুর মধ্যেও কোনো বৈচিত্র নেই। এই দুজন কবির মধ্যে গোবিন্দলাল গোস্বামীর রচনাগুলি মোটামুটি ভালো তবে প্রশংসার যোগ্য নয়। এই ধরনের কবিতা এখনকার প্রকাশ করার কি সার্থকতা বুঝলুম না।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

ন্যাশনালের প্রকাশন সূচী

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের
স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা
পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে।

ইলিন ও সেগাল লিখিত সহজ বিজ্ঞান কাহিনী—অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত।
মানুষ কি করে বড়ো হল
আগষ্টের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। ডবল ডিমাই, পাইকা টাইপে ছাপা।

রুশ দেহবিজ্ঞানী এ. এন. কাবানভের
মানুষের শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত
(Anatomy & Physiology Of A Human Being)
ডাঃ সমর রায়চৌধুরী অনূদিত। শরীর বিজ্ঞানের ছাত্র ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই উপযোগী। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে।

ভূপেশ গুপ্তের
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
— সমালোচনা —
আগষ্টের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিতব্য

উপন্যাস
ইলিয়া এরেনবুর্গের
প্যারীর পতন
পুস্তক অনুবাদ। লাইনো টাইপে ডবল ডিমাই কাগজে ছাপা। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে।

পূজার আগেই বের হবে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
প্রকাশিত অপ্রকাশিত নানা গল্পের সংকলন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২
শাখা : ৩/২ ন্যাডান স্ট্রীট, কলিঃ ১৩

ENROL NOW AS SUBSCRIBER to CHINA Reconstructs

FREE STAMP OFFER

CLOSING DATE AUGUST 31

choose your set from these 10

1. Defend World Peace (3 stamps)
2. First Anniversary of Chinese Republic (5 ,,)
3. Peaceful Liberation of Tibet (4 ,,)
4. Scientists of Ancient China (4 ,,)
5. National Emblems (5 ,,)
6. Tunghuang Murals (4 stamps)
7. Workers' Sports (5 ,,)
8. Ancient Inventions (4 ,,)
9. Relics of Ancient China (4 ,,)
10. Peking Views (5 ,,)

Rates : 1 YEAR : Rs. 2.50
2 YEARS : Rs. 4.50

SEND Rs. 2.50 AND CHOOSE ONE SET
SEND Rs. 4.50 AND CHOOSE TWO SETS

National Book Agency (P) Ltd., 12, Bankim Chatterji St., Cal-12
Society Publishers, 18, Baburam Seal Lane, Calcutta-12

Kamalalaya Stores Ltd., 156-A, Dharamtalla Street, Calcutta-13
Wu Cheng's Agency Ltd, Eastern Court (Top floor) P-20, Mission Row Extn., Calcutta
Modern Book Stall, Po. Kalimpong, Dist. Darjeeling.

গ্যাসাকিউ

অম, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, ডিসপেপসিয়া ও পেটের যাবতীয় পীড়ায় অব্যর্থ। সহস্র উন্নত লোকের অনুমোদন করুন।

এল. আম্বারলারন এণ্ড কোং

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

পর্যবেক্ষক

রয়টারের একটি সংবাদ :
দখলের পর ওমানের নিজোয়া দুর্গটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। [illegible]

[illegible]

... আক্রমণ সম্প্রসারণ চক্রান্তের অংশীদার, দেশ থেকে পলাতক আবিদ শিশাকলির সহযোগিতায় মার্কিন চক্রান্তবলে সিরিয়ার স্বাধীন বর্তনীতিসম্পন্ন সরকার উচ্ছেদের চক্রান্ত চলছিল। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সিরিয়ার ফেঁসে গোয়েন্দাগিরিকার্যে লিপ্ত কিছু অপরাধীরও বিচার চলছে। তবে, কলকাতার স্টেটসম্যানের মতে, এসব কিছুই না—আসল "চক্রান্ত" খুঁজতে হবে অন্য জায়গায় এবং সে হল সিরিয়ায় কমিউনিস্ট প্রভাব, আর সিরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিঃশর্ত সাহায্যের ব্যবস্থা।

তাদেও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিবৃতিতেও আরব জনমতের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, আরব জনমতের মতো সোভিয়েট সরকারও বাগদাদ সামরিক জোটটিকে আরব রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার বিপদ বলে মনে করেন।

সোভিয়েট অর্থনৈতিক সহায়তা সম্পর্কে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের দুয়ার আরব জাতিগুলির জন্যে সদাই উন্মুক্ত, সোভিয়েট ইউনিয়ন কোন কোন আরব রাষ্ট্রকে সাহায্য দিচ্ছেন এবং যে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য চাওয়া হবে তা দেওয়াও হবে।

হালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার আলোচনা আর সফরে সিরিয়ার একটি সরকারী প্রতিনিধিদল ঐ দুই দেশ থেকেই প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ নিঃশর্ত সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করে এসেছেন। ঐ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য সিরিয়ার সেনানীমণ্ডলীর

বৈঠকে কোন কোন প্রতিনিধি বলেছেন "নিরপেক্ষতাই বাগদাদ চুক্তির নিকৃষ্ট শত্রু।"

কিন্তু, 'স্টেটসম্যানে'র মতে, নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য খুঁজতে হবে নাকি কমিউনিস্ট মহলে ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে হবে। তবে, চোর যে ডাকাত দেখে অন্য লোককে দেখিয়ে "ঐ চোর" বলে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করে, তা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সবারই নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা।

আজ যা লণ্ডন টাইমস পত্রিকার পৃষ্ঠায়, আগামীকাল তা বৃটিশ সরকারী মন্ত্রী দিগুলোর মুখপাত্রের মুখে।

ওমানের ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য-প্রসঙ্গে সেই টাইমস পত্রিকা বৃটিশ সরকারের সামরিক শ্বেতপত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার প্রথম বাক্যটি এই :

"মধ্য প্রাচ্যের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে; তা ছাড়াও, এটা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার দক্ষিণ পার্শ্বের পাহারা এবং আফ্রিকা মহাদেশের দ্বারপথ।"

টাইমস-ই বলেছেন, "উপজাতিতে-উপজাতিতে দ্বন্দ্ব ও জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্ব, এই দুই-ই বাইরে থেকে অনেক ব্যাপক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়"—যেমন, পারস্য উপসাগরে বৃটেনের তৈল-সাম্রাজ্য রক্ষাকার্যে সর্ব-অগ্রগণিত বৃটিশ আক্রমণের অজুহাত হিসাবে —পর্যবেক্ষক।

এইসব উদার পিণ্ডিই তাঁরা বুধোর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে থাকেন।

টাইমস'এর আর একটি মন্তব্য :

"অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা আর বাইরে থেকে অনুপ্রাণিত নাশকতামূলক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য বোঝা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে"। —টাইমস অবশ্য পোলাণ্ড, হাঙ্গেরির ঘটনা কিংবা মস্কটের পুতুল সুলতানের কথা না বলে "দৃষ্টান্তস্বরূপ ওমানের ইমাম সহজেই বাইরের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারেন" বলিয়া শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন।

পেট্রোল আগুন

বৃটিশ সরকারের সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী এবং বোমারু বিমানবহর পাঠিয়ে ওমান দখল প্রচেষ্টার "যৌক্তিকতা" হিসাবে টাইমস বলেছেন :

[illegible] (১ম কলমে দেখুন)

ভারতে সাইকেল-শিল্প প্রবর্তক।
ইণ্ডিয়া সাইকেল

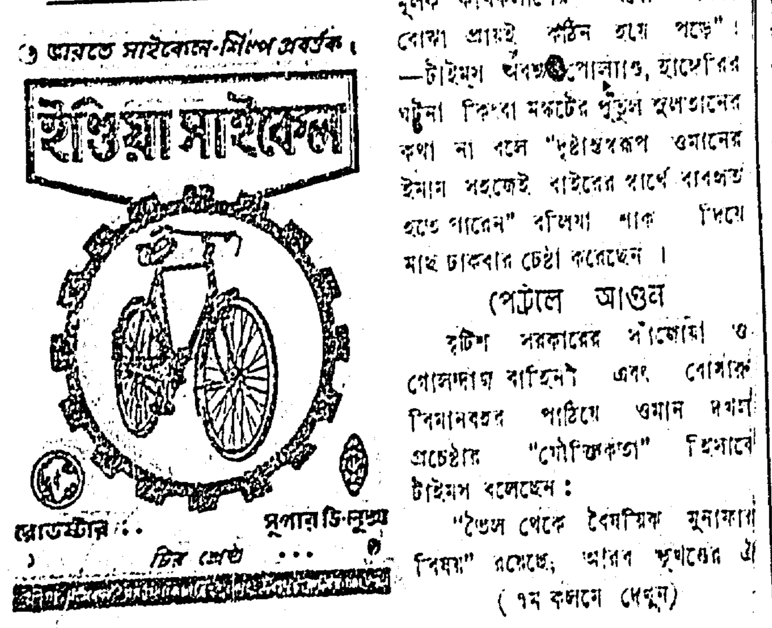

আরামবাগের কাহিনী

॥ [illegible] কুমার দাশ ॥

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বুকেই জন্মেছেন বাংলার প্রাণের যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, ভারতের জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়, বৈষ্ণব চূড়ামণি অভিরাম গোস্বামী, বিজ্ঞানাচার্য ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, কলুষাতের [illegible] উপাচার্যদ্বয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী এবং বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞান ঘোষ।

বাংলার গৌরব বীর [illegible] সিংহের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠ বিজড়িত "গড়মান্দারণ" আজও আরামবাগকে বর্তমান বলে সাক্ষ্য দেয়। ১৮৭২ সালেও আরামবাগ ছিলো রাজপথের কেন্দ্রস্থল।

বৃটিশ শাসন গেল, এল কংগ্রেসী শাসন। নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে ছিলো মহকুমার সন্তানগণ। ভেবেছিলো এইবার আসবে আমাদের সুদিন। কিন্তু সেই মহকুমা আজ কংগ্রেসী শাসনের অনাচার পরিণাম হিসাবে কালিমাহাটা, দুর্নীতি, মহামারী, অত্যাচার, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় ম্লানপ্রভ।

১৯২০-৩০ সালে জাতীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন মহকুমার তপশীলি সম্প্রদায় হতে আরম্ভ করে ছোট-বড় কৃষক-মধ্যবিত্তগোষ্ঠী নির্বেচিয়ে জাতীয় মুক্তির আশায়। তার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধনী-নির্ধনী অনেকেই জমি-জমা, বাড়ীঘর হারিয়েছে। অনেকে বিনা বিচারে কারাবরণ করেছিলেন। সেদিনের আরামবাগের রূপ ছিল অন্য প্রকার। আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে শ্রীপ্রফুল্ল সেনও ছিলেন অন্য রকম। সে সময় জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র রূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যারা তাদের মধ্যে কিছু অংশ আজ কংগ্রেসী রাজত্বে জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ অংশীদার রূপে।

"আমার সাধের আরামবাগের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কংগ্রেসকে ভোট দিন"—এই কথা বলেছিলেন নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গিয়েছিল আরামবাগের শহর, গ্রাম, রাস্তাঘাট। আরামবাগের অবস্থা কী?

জনসাধারণের অবস্থা কি?

কংগ্রেসী শাসনের দশ বৎসর। [illegible] পিয়ে গিয়েছে বহু ঘাত-প্রতিঘাত। গিয়েছে অনাহার, অর্দ্ধাহার। হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমি হস্তচ্যুত। জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে মহামারীর ন্যায় কলেরা, বসন্ত। হয়েছে কি মহকুমার কয়েক সহস্র শিক্ষিত বেকারের চাকুরীর সংস্থান? প্রায় ১৪ সহস্র গরীব কৃষি পরিবারের জমি বাবদ কি লাভ হয়েছে? সাড়ে ১০ হাজার ভূমিহীন কৃষি পরিবার বৎসরের মধ্যে ৯ মাস থাকে নিরন্ন। হয়নি তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। মহকুমার ৫০ সহস্রাধিক তপশীলি সম্প্রদায়ের জীবনে পরিবর্তন সামান্যই এসেছে। মহকুমার অগ্রগতি দীর্ঘ বৎসরে মধ্যে কতখানি হয়েছে মানুষ ও যানবাহন চলার যোগ্য? হয়নি জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা অথবা খাল নদীনালা সংস্কার। মহকুমার ৪২১৭০ বিঘা অনাবাদি জমির মধ্যে কত হয়েছে চাষযোগ্য?

তাহলেও কি আরামবাগের কিছুই উন্নতি হয়নি? কিছু হয়েছে বৈকি! মহকুমার স্কুল কিছু বেড়েছে। কিছু বেকার যুবক চাকরীও পেয়েছে। আরামবাগ শহরে বিজলী বাতি হয়েছে, হয়েছে কাঁচা পাকা কিছু রাস্তাঘাট। হয়েছে এন, ই, এস ব্লকের মাধ্যমে কিছু পানীয় জলের ব্যবস্থা। কিন্তু জনসাধারণের জীবনে তো আসেনি কোন পরিবর্তন। কংগ্রেসী ও সরকারী মতে এতো হলো—! তবুও জিজ্ঞাসা, মানুষের জীবনের স্বীং কেন তবে নড়ছে? এর কি উত্তর?

খাদ্যসংকট-রোধে সরকারী ব্যর্থতা

১৯৫৬ সালে দামোদর পরিকল্পনার সাফল্য রূপায়ণের ব্যর্থতা নিয়ে নেমে এল বন্যা। মহকুমাবাসীর জীবনে এল আর এক চরম আঘাত। কিছু বাড়ীঘর গেল, গরুবাছুরও গেল। আর তারই সঙ্গে গেল খাদ্য এবং অর্থকরী ফসল। তারপর থেকেই আরামবাগ মহকুমা চরম খাদ্যসংকটের মুখে। ইতিমধ্যে আরামবাগ ও খানাকুল থানার ২টি খাদ্যাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অচিরে হয়তো আরো এরকম খবর শোনা যাবে। জানিনা সরকারী দপ্তরে হতভাগ্যদের মৃত্যুর কথা স্বীকৃত হবে কিনা। মহকুমার প্রায় ১০২ খানা গ্রামের তথ্য গ্রহণ পাওয়া গেল যে শতকরা ৭০টির পরিবারের ঘরে কোনই খাদ্য নাই। প্রতিকারের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু [illegible]

ফলেই [illegible] দিচ্ছে। সর্বনিম্নকারীদের [illegible] দেমাগুম উঠেছিল যে "বাংলাদেশে খাদ্য অভাব নেই।" এবং সহগামী জনৈক চাটুকারেরা প্রায় ৭০টির মিষ্টান্নভাণ্ডারের দোকান খোলা [illegible] মানুষের [illegible] এই [illegible] নিঃস্ব [illegible]। এই [illegible] সুযোগ [illegible]

মধ্যবিত্ত [illegible] কৃষকদের ঘরে [illegible] তীব্র আকারে [illegible] একটি চাষের [illegible] মধ্যে যান, [illegible] টাকার চালের [illegible] ৪০।৫০ টাকায় [illegible] চেহারা আরো [illegible] অধিকাংশ [illegible] থেকে নিম্নলিখিত [illegible]—

১৯৫৬ সালে — [illegible]
১৯৫৭ „ [illegible]
১৯৫৬ „ [illegible]
১৯৫৭ (৬ মা[illegible])

আরামবাগ [illegible] বেশী প্রায় [illegible] সব দলিল প্রায় সব [illegible] দায়-কবলা হিসাবে [illegible] হচ্ছে, এবং প্রায় শতকরা দলিল মধ্যবিত্ত ও মা[illegible], বাকী তার শেষ সম্বল [illegible]।

কৃষকদের ভাই মাঝে বোরো ধানের চাষ, [illegible] গেছে। আমদোগ, দুরুরা সেকশনে ২৭টি বাঁধের [illegible] ২০ সহস্রাধিক বিঘা জমি চাষের দ্বারা প্রায় ৬০% লোকের খাদ্যের সং[illegible] অনেক টানবাগানের পরী[illegible] হল, প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় [illegible] কিন্তু শোনা যায় সরকার দ্বারা জলাভাবে কিছু ১॥ মণ ধান্য উৎপন্ন হবার জায়গায় তাও হয়নি।

যে সব অঞ্চলে রবিষই সমস্ত বৎসরের আয়ের [illegible] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে [illegible] ও সাবকরিমপুর ইউ[illegible] [illegible]টি ১৩৩টি পরিবারে [illegible] টাকা পরিবার পিছু [illegible] প্রায় ২,২৬,৫০০ টাকার রবি[illegible] হয়ে গিয়েছে। এতেই বুঝে যায় কি চরম অবস্থা।

চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ই[illegible] ১৫০-২০০ ইউনিট খয়রাতি করা হচ্ছে। টেস্ট রিলিফে কাজে কিছু লোক অংশ গ্রহণ [illegible] এই খয়রাতী সাহায্য [illegible] বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু হচ্ছে [illegible]

সরকারী ঋণ-সাহায্য

সরকারী ঋণ বন্টনে [illegible] কৃষকগণ চূড়ান্ত [illegible] অর্থাভাবে এবার [illegible] সমাধা করা অনিশ্চি[illegible] ঋণের হিসাব—১[illegible] বন্টন হয় ১৯০,০[illegible] (বর্তমান বৎসরে [illegible] গো-ঋণ বন্টন [illegible] টাকা, ১৩৬৪[illegible] যে বৎসর [illegible] দেওয়া [illegible] মার্কেলে [illegible] আরাম[illegible] [illegible] ৪০ জোর [illegible] মাত্র [illegible] গোরু[illegible]গার ধার এই যে, গড়ে প্রতি ইউনিয়নে ১ হাজারের কিছু বেশী টাকা বন্টন হবে। প্রতি চাষে কমপক্ষে ১০০ টাকা ধরলে ও দাবী দিয়ে মাত্র ১০।১১ জন সাহায্য পারেন।

সরকারী গৃহ নির্মাণ

বন্যা প্লাবিতদের [illegible] নির্মাণ ঋণ দেওয়া [illegible]। নির্বাচনের সময় জনসাধারণের চাপ দেওয়া হয়েছিলো। টা[illegible] লোভে কিছু লোক এতে [illegible] গিয়েছিলেন। এরই একেবারে সেন মহাশয়ের নির্বাচন [illegible] পার হওয়া সহজ হয়ে যা[illegible]। ঋণের জন্য নির্বাচনের সময় [illegible] আবেদন করা হ[illegible]। বর্তমান[illegible] যায় যে, খানাকুল থানার [illegible] অফিসে ৪ হাজারের মত [illegible] পড়েছে। কিন্তু ৬০ হাজার মাত্র বিলি করা হবে। [illegible] অপ্রত্যেক দরখাস্ত পিছু মাত্র ১৩০ [illegible] পড়বে। কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রচার করা হয়েছে যে প্রতি পরিবা[illegible] ১০০০ টাকা ঋণদান করা [illegible] এখন শোনা যাচ্ছে যে প্রতি ইউনি[illegible] [illegible]

দেওয়া হবে। এই হচ্ছে সরকারী ব্যবস্থা।

গৃহনির্মাণ খয়রাতি

আরো মজার ব্যাপার এই যে, ছন্দ বন্যার্তদের মধ্যে গৃহনির্মাণের জন্য সরকার হইতে ৫০ টাকা হিসাবে বিতরণ করা হবে। পক্ষপাতিত্বমূলক বিতরণের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনে ভোট পাওয়ার সুযোগ করে নিয়ে ছিলেন। এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে বর্তমানে শত শত দরখাস্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন হতে সরকারী দপ্তরে এসে পৌঁছচ্ছে। বালিপুর, সতীবপুর, চিংড়া, ২৪পুর, বলাইচণ্ডী, [illegible] ইউনিয়ন ও গ্রাম হতে খয়রাতি বণ্টনে কংগ্রেস এবং সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করানো সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নীরব।

কংগ্রেস সরকারের সাধের "আদর্শ পল্লী" নির্মাণের জন্য ডেভেলাপমেন্ট অফিস হতে সরকার যে কয়লা সরবরাহ করেছেন তাহা নাকি ৪২ ঘন ফুটের স্থলে ৩২ ঘনফুট হিসাবে ১ টন ধরা হয়েছে। অথচ ৪২ ঘনফুট কয়লায় ১ টন হয়। প্রতি টনে ৮ ঘনফুট কয়লা প্রায় সাড়ে ৩ মণ কম দেওয়া হয়েছে। এই কয়লা কোথায় যাইতেছে? আরামবাগ উন্নয়ন বিভাগের এই হচ্ছে কর্মপরিচিতি। হায়রে সরকারী ব্যবস্থা।

জন-স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একই অবস্থা। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই প্রতি ইউনিয়নের গ্রামগুলিতে মহামারীর ন্যায় বসন্ত রোগের প্রসার এই প্রথম বলা যায়। জনৈক কংগ্রেসী ইউ: বোর্ড সভাপতির মতে আরামবাগ থানাতেই ৫ শতাধিক লোক এই রোগে মৃত্যু বরণ করেছে। শোনা গেল, খানাকুল থানার পোল গ্রামে ৪০।৫০ জনের জীবন হানি ঘটেছে। মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গাফিলতিই নাকি এই রোগ প্রসারে সাহায্য করেছে।

মহকুমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। আপনি সেই সব কেন্দ্রে রুগী নিয়ে যান এবং যদি রুগী ভর্তি করতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার খুব পিতৃপুণ্যের ফলেই তা হল। কেন্দ্রগুলিতে রুগীকে চিকিৎসা [illegible] আপনার শেষ সম্বল পর্যন্ত খুইয়ে টাকা, যা দিয়ে রুগীর জন্য কিনতে হবে ঔষধ এবং পথ্য।

এই সব দেখে একটা স্থানীয় কাগজ দুঃখ করে লিখেছিলো যে, বিগত নির্বাচনের সময় যারা ভোট ভিক্ষা করেছেন তারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসেন। যো হবেনই। প্রথমতঃ টেষ্ট রিলিফ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হবেন যে মাষ্টার [যে হেতু কংগ্রেসী?] বোর্ডের সম্পাদক এবং সভাপতির আত্মীয়স্বজন হবেন ঠিকাদার। অর্থাৎ মোট মজুরীর কিছুটা প্রথমে পকেটে এল এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে পকেটে কিছুটা ঢুকেছে। তারপর ওভারশিয়ার, ক্লার্ক-এর মারফৎ আরো কিছুটা পকেটে এল। মোট বন্টনের কয়েক পার্সেন্ট যদি ৩ জনকেও দেওয়া যায়, তাহলে টেষ্ট রিলিফের কাজ না করেও ট্রেজারী থেকে টাকা পাওয়া যাবে।

দানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা, নীচতা, ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের ফলে অনেকেই সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্বার্থপরতার দরুন যাদের পাওয়া উচিত তারা পায়নি। দল বাড়াবার জন্য যোগ্য পাত্রকে অবহেলা করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারী সাহায্যে অনেক কংগ্রেসী পাণ্ডাই অংশ গ্রহণ করেছেন। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বন্যাপ্রপীড়িত সব নারীদের সাহায্য [illegible] বস্ত্র সরকার কিছু কিছু দান করেছেন। অর্থাৎ মাথা পিছু ৫০ টাকা। কিন্তু এমনই আমরা নীচ যে ঐ সব সর্বহারাদের সাহায্যেও আমরা অংশ গ্রহণ করেছি। কারো কাছে নিয়েছি ১০ টাকা, কারো কাছে ১৫ টাকা, কারো কাছে বা ২৫ টাকা।"

"কাপড় এসেছে দান হিসাবে। তাও আমরা সবসময় সমস্ত কাপড় বন্টন করিনি। বন্যার্তদের ঘর বাড়ী নির্মাণ বা মেরামতের জন্য সরকার টাকা দিয়েছেন। সে টাকা নিয়েছেন ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, সম্পাদক, সভ্য তাঁর আত্মীয়। অনুসন্ধান [illegible] করা হয় সেখানে দেখা যাবে সেখানে অন্যায় অবিচার। দিতে হবে প্রণামী। মণ্ড করতে হবে চোখ রাঙানী। বলদ কেনার ঋণ—সেখানেও দেখবেন পক্ষপাতিত্ব। যাদের পাওয়া উচিত নয়, যাদের না পেলেও চলবে অর্থাৎ যারা ঐ টাকা নিয়ে রেডিও বা রেডিওর ব্যাটারী কিনবে তারাই পেল [illegible], আর যে হতভাগারা সভা, সম্পাদক [illegible] নীচের চামড়া তুলে ফেললো তারাই রইল বঞ্চিত।"

"মাতব্বর পদ সকল; জলকর রেহাই, মৎস্য চাষের জন্য ঋণদান তাদেরই দেওয়া হয় যারা পুরাতন রাজভক্ত, যারা হঠাৎ কংগ্রেসী। যারা সকল কংগ্রেসী, বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য সরকারী সাহায্যে পাঠানো, উচ্চপদের জন্য চাকরীতে নিয়োগ ইত্যাদির সুযোগসমূহ তারাই পান যারা মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের প্রিয়।" [একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

এই হচ্ছে আরামবাগের কাহিনী। কাহিনী অফুরন্ত। এই কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে মহকুমার গ্রামে গ্রামে, আনাচে-কানাচে। মহকুমার দুঃস্থ, গরীব, মধ্যবিত্তের অভাব-অনটনের মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মিশ্রিত প্রচুর কাহিনী। যার শেষ নেই।

আশু উন্নতিকল্পে সরকারী ব্যর্থতা

মহকুমার সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে প্রথমেই ভাবতে হবে প্রায় ৬৮ সহস্র কৃষি পরিবারের কথা। জমিতে উৎপাদনের পথ তাদের সামনে খুলে দিতে হবে। কৃষি পরিবারগুলির হাতে যে উৎপাদন উপকরণ রয়েছে তা থেকে জমিতে ফসল বাড়িয়ে প্রথমে খাদ্য সংকট রোধ করে খাদ্যে স্বচ্ছলতা আনতে হবে। তবেই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে মনোনিয়োগ করতে পারবে। এতে কৃষকদের হাতে আসবে পয়সা। এই ভাবে এগোতে থাকলে মহকুমার সাড়ে দশ হাজার দুর্ভাগা ভূমিহীন কৃষক বৎসরের মধ্যে ৮।৯ মাস বেকার থাকার হাত হতে বেঁচে যাবে—পাবে কাজ।

তার জন্য সরকার কর্তৃক সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিনামূল্যে জল সরবরাহ করতে হবে। সেই জন্য নিয়োগ করতে হবে সেচ বিশেষজ্ঞ। মূল সেচ সমস্যার সমাধানে বিলম্ব ঘটলেও আশু প্রতিকার কল্পে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাগুলিকে অচিরে কার্যকরী করতে হবে। তার জন্য সরকারী অর্থব্যয় কম হবে, উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়বে।

বৎসরের মধ্যে কোন সময় কৃষি পরিবারের উৎপাদন উপকরণগুলি যেন নিষ্ক্রিয় না থাকে। তার জন্য বিভিন্ন রকম ঋণ সরবরাহ করতে হবে। তাহবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিশোধ্য। প্রয়োজনের খাতিরে বকেয়া ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্তি দিতে হবে। তার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত বীজসমূহ ও সার সরবরাহ করা এবং পতিত জমিগুলি উদ্ধার করে ফেলতে হবে। এইভাবেই [illegible] জীবনের মোড় ফিরবে কৃষি পরিবারগুলির।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সমাপ্তি বৎসরের শেষে হিসাবে দেখা যায় মহকুমার সাড়ে ২৬ হাজার একর জমি মাত্র আংশ ও পুরা সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। পতিত জমি ৩১৬৭ একর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। ইহা ব্যর্থতারই পরিচায়ক।

ইহার সঙ্গে মহকুমার পশু-কয়েক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বাড়িয়ে ঐগুলিকে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাবলম্বী করে তুলতে হবে।

একথা প্রথমেই ভাবতে হয় যে বিংশশতাব্দির মধ্যভাগেও বহির্জগত হতে এই মহকুমা আজও বিচ্ছিন্ন। যার জন্য মহকুমাবাসীদের অন্তরের চাহিদা তাদের দাবীর মধ্যে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। সে দাবী হচ্ছে রেললাইন প্রতিষ্ঠা। আজ যেকোনো সভ্য দেশে উন্নতির কথা ভাবতে গেলেই রেললাইন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই রেললাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ব্যবসা প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। সেই জন্য এই মহকুমায় সরকারের সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন রেললাইন প্রতিষ্ঠার দিকে।

তাছাড়া স্থানীয় রাস্তাগুলিকেও সংস্কার এবং পাকা করার ভিতর দিয়ে বৎসরের সমস্ত সময় মানুষও যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে।

চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ প্রয়োজন অত্যাধিক, যাতে দুঃস্থ, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই বিনামূল্যে চিকিৎসা হতে বঞ্চিত না হয়। তার জন্য ঔষধ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। এবং মহকুমার ৪টি থানায় কমপক্ষে ৪টা চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ খুলতে হবে। যক্ষারোগীদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কিছু "বেড"এর ব্যবস্থা রাখা, এবং মাতৃসদন স্থাপন করা।

মহকুমায় অগ্নিনির্বাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, শহরে পাম্প মারফৎ জল সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা ও তার সম্প্রসারণ, দুঃস্থ ছাত্রদের সরকারী সাহায্য, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাগুলি আশু প্রয়োজন।

এইসব কর্তব্যগুলি সমাধা করার ভিতর দিয়েই আরামবাগের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য হবে পদক্ষেপ। তারজন্য দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে সরকারী দপ্তরকে। সাহায্য ও সহানুভূতি গ্রহণ করতে হবে মহকুমার সৎ মানুষদের।

এইভাবেই হবে আরামবাগ মহকুমার [illegible]

স্বাধীনতা ও আপনি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পত্রে পরিণত করার জন্য, 'স্বাধীনতা'কে আট পৃষ্ঠার কাগজ করার জন্য এবং নিয়মিত আশানুরূপ সংখ্যায় প্রকাশ সম্ভব করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ রোটারী মুদ্রণ যন্ত্রের জন্য আমরা আগামী দিনে দুই লক্ষ টাকা তোলার এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এক লক্ষ টাকা তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আপনাদের সমস্ত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছি।

'স্বাধীনতা'কে আট পৃষ্ঠার কাগজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনোত্তর যুগের বর্ধিত রাজনৈতিক দায়িত্বের কথাও যেমন আমাদের অনুভব করতে হয়েছে তেমনি আপনাদের স্বীকৃতিও আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করেছে।

'স্বাধীনতা' সম্পর্কে আপনাদের যে অভিমত তুলে ধরা হয়েছে, এতো থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন যে চার পৃষ্ঠার কলেবরের মধ্যে তার আলোচন সহজ করা সম্ভব নয়। আমাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। কিন্তু সব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারলেও (এবং ইহার জন্য যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি) আপনাদের সমস্ত সামগ্রিক ক্ষুধা বর্তমান অবস্থায় নিরসন করা সম্ভব হতে পারে না।

তাই 'স্বাধীনতা'কে আট পৃষ্ঠার কাগজে পরিণত করার সংগ্রামে 'স্বাধীনতা' সমস্ত পাঠকবর্গের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য 'স্বাধীনতা'র কর্মীদের পক্ষ থেকে আমরা আবেদন জানাই।

বার বছর পূর্বে তদানীন্তন বৃটিশ শাসকবর্গ ও তাঁদের এদেশীয় তাঁবেদার কায়েমী স্বার্থের কুদৃষ্টি প্রতিকারী সাংবাদিকতার জগতে চার পৃষ্ঠা কলেবরে 'স্বাধীনতা'র আবির্ভাব জনসাধারণের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। আজ বার বৎসর পরে স্বাধীন ভারতে নির্বাচনোত্তর কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চার পৃষ্ঠার গণ্ডী খুবই সঙ্কীর্ণ। 'স্বাধীনতা'কে আট পৃষ্ঠা করতেই হবে। আপনাদের দানে ও অর্থাদি সংগ্রহে আর আপনাদের সহযোগিতায় আবার 'স্বাধীনতা'র ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবেই।

—সম্পাদকমণ্ডলী
"স্বাধীনতা"।

(২য় কলমের পর)

এর্যাবৎ যেকোন একটি দেশের ঘটনার উপর "প্রত্যেকটি দেশ ও ২৭টি স্থানীয় ও স্বাধীন শাসনের সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এরা সবাই "বৃটেনের রক্ষণাধীন"—বৃটেন মস্কটের সুলতানকে "সাহায্য" না দিলে বৃটেনের উপর সকলেই আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। শিকলের প্রত্যেকটি গ্রন্থি সুনিশ্চিত করা চাই, কেননা, এক্রেনের আশ্রিত রাজ্যগুলিতে অভূতপূর্ব বিদ্রোহ ঘটলে হাজার মাইল দূরে পারস্য উপসাগরের তৈল সমৃদ্ধ শেখ রাজ্যগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত দহন ঘটাতে পারে।"

ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনারের দপ্তরের বৃটিশ ইনফর্মেশন সার্ভিস লণ্ডনের নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমাদের দেশে প্রচার করেছেন, ষষ্ঠ বিশ্ব-যুব-ছাত্র উৎসব দেখে মনে হচ্ছে যে, "বিশ্বের পিছনে পড়ে থেকে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতি থেকে সমবেত নওজোয়ানেরা যেন তাদের বক্তব্য যার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করছেন সেই ঐক্যই লাভ করেছেন। কিন্তু, "ঐ প্রচার মতে তা সত্য নয়" : কিন্তু ঐ প্রচার মতে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত জাতির নওজোয়ানের এই ঐক্য হল সোভিয়েট সরকারের "ঠাণ্ডা যুদ্ধের একটি অস্ত্র"!

উদ্দেশ্য-বিধেয়

ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনারের দপ্তরের উপরোক্ত প্রচারেই বলা হয়েছে :

"আফ্রিকা ও এশিয়ার রাজনৈতিক বিদেশী পদানতার জন্য অভি[illegible] যানের মধ্যে [illegible] সন্দেহ নাই।

"বিরাট প্রচেষ্টা দ্বারা এবং কূটনীতির হাজার খুঁটিনাটিতে অতি সতর্ক মনোযোগ দিয়ে তবে পশ্চিমের এই প্রবৃত্তির অতিক্রম করতে পারেন। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে জনগণের জন্য অনেক কিছু—

কমিউনিস্টরা যা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু; কিন্তু নন্দ মনস্তত্ত্ব ও অহমের ফলে আমরা ক্রেমলিনকে নূতন জাতিগুলির প্রধান সমর্থক হিসাবে জাহির হতে দিচ্ছি।"

এশিয়া-আফ্রিকার রাজনৈতিক নেতাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবটিকে যে "বিরাট প্রচেষ্টা দ্বারা এবং কূটনীতির হাজার খুঁটিনাটি দিয়ে অতিক্রম" করবার যে কার্যক্রমের কথা আমাদের দেশে বৃটিশ হাইকমিশনারের দপ্তর থেকে প্রকাশ্যেই প্রচার করা হচ্ছে তাহাতে [illegible] খবরটা তাতে স্টেটসম্যানের বক্তব্য যাহাই হোক না কেন, আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে খোঁজ নতুনত্ব নেই। এই নাশকতামূলক কার্যকলাপ যে অপরাধস্থিতে "নির্দোষ" প্রচার থেকে সিরিয়ার মত প্রত্যক্ষ চক্রান্তের রূপ ধারণ করতে পারে, তাও আর সবাই প্রত্যক্ষ করছে।

মস্কো থেকে বাংলা ভাষায়
রুশ সাহিত্যের অমর সৃষ্টিসম্ভার
পুশকিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
ক্যাপ্টেনের মেয়ে
১৭৭৩ সালের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় রুশ সাহিত্যে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনধর্মী চিত্রের আবির্ভাব পুশকিনের লেখনীতে। বিদ্রোহী নায়ক পুগাচেভ যে দুর্গটিকে অবরোধ করেছিল সেখানকারই অধিনায়কের মেয়ে মাশা আর অফিসার গ্রিনেভের প্রেমকাহিনী এ উপন্যাসের উপজীব্য। দাম ১৷৴০ (১৩০ ন. প.)
মস্কো প্রকাশিত আরো বাংলা বই
ম্যাকসিম গর্কির মানুষের জন্ম তিনটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। দাম ১৷৴০
অস্ত্রভস্কির বেলুগিনের বিবাহ পঞ্চাঙ্ক কমেডি দাম ১৷৴০
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২
শাখা : ৩২ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিঃ ১৩

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানে। যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত
বাকলা
রেজিষ্টার্ড নং ৩৭৬৫
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মলাধিক্য, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন তাঁরাও একবার সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ তোলার প্রতি কৌটা ২৷৷ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা ৭ টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—বরিশাল (পূর্ব পাকিস্তান) শাখা—১৪৯, হ্যারিসন রোড, [illegible]

কিশোর সভা

প্রতিষ্ঠাতা—সুকান্ত

আমাদের কিশোর ভাইবোনেরা

আমাদের এই 'কিশোর সভা'র নামের সঙ্গে যাঁর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, সেই কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৩১তম জন্মদিবস ছিলো গত ৩০শে শ্রাবণ। গত দিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সুকান্ত-র জন্মদিবস পালন করেছেন বাংলাদেশের মানুষ। একথাটি ভাবতে আমাদেরও গর্ব, আমাদেরও আনন্দ। আমাদের এই 'কিশোর সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, সুকান্ত আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঠাঁই পেয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের মনে তাঁর আসন অবিচল হয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালদের সঙ্গে এতে আমাদের চেয়ে আর কারই বা গর্ব হতে পারে?

কিন্তু সুকান্ত কেন আমাদের দেশের—সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে ভাস্বর প্রতিভাধরদের বাংলাদেশে—মানুষের এতো আপনার হয়ে উঠলেন? এ-প্রশ্ন কখনও কখনও তোমাদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তার একটি-মাত্র কারণই আমরা বলতে পারি। সুকান্ত তাঁর অল্পদিনের জীবনে যা কিছু লিখেছেন তার সবটুকুই সাধারণ মানুষের মনের কথা। সাধারণ মানুষের 'দলের পিছনে' দাঁড়িয়ে সুকান্ত কাব্যে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের কথাকে সহজ করে জোরালো গলায় বলতে পেরেছেন। সুকান্তর প্রতি বাংলাদেশের মমতা তাই আত্মীয়ের, বুকের পুজা দেবার বিস্ময়-মেশা বিমুগ্ধতা নয়। যেদিন মানুষের জন্যে ওঁর প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশী, ইংরেজের ঘৃণিত রাজত্বের সেই রক্তক্ষয়ী দিনে সুকান্ত-র মতো আর কোন বাঙালী কবি তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের জ্বালা-ধরা বুকের গরল ঢেলে লোককে তাতিয়ে তুলতে মাতিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন? অবাক বিস্ময়ে বিদেশী শোষণ শাসনের পরাক্রম সহ্য করার বিরুদ্ধে আর কোন কবির গলা অমন করে বাংলাদেশের আকাশ মাটিকে তোলপাড় করে দিতে পেরেছিলো? সুকান্তর বুকে ছিলো বাংলাদেশের, বাংলার মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা—তাই তাঁর কণ্ঠে বেজেছে পরাধীনতার শেকল ভাঙার গান, তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তাঁর বুকের ভালোবাসার সুতীব্র জ্বালা। দেশকে আর দেশের মানুষকে ভালোবাসা থেকেই যে সমস্ত সাহিত্যের শুরু—সুকান্তর জীবন তারই এক মহাভারত। আমাদের বন্ধু, আমাদের আত্মীয়, আমাদের সাথী সুকান্তকে তাই আমাদের জন্য জানাবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার বোঝা আমাদের ভার করে তোলে। মনে হয় আজকে স্বাধীন ভারতে সুকান্ত যদি থাকতেন তাহলে সাধারণ মানুষের বুকে বাঁচবার আগ্রহ আর দীপ্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারতেন তিনি। বাংলাদেশের সুকান্তকে আমাদের বেদনা-মেশানো অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা উজাড় করে দিই আজ।

আজকে সন্ধ্যায় আমাদের সতীর্থ-সতীর্থারা সুকান্তর জন্ম-উৎসব পালন করছে। যাঁর কাছে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন কৃতজ্ঞতায় মেশা, তাঁকে স্মরণ করে আজকের [illegible] প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

তোমাদের

কিশোরভাই

২৭শে শ্রাবণ, ১৮৭৯ শকাব্দ
১লা ভাদ্র, ১৩৬৪ সাল

"রাগে ধাগে গি সু"

(ভুটানী রূপকথা)

॥ চিন্ময় ঘোষ ॥

শেয়াল পায়ে পায়ে নিজের পথ ধরল। চিতা বাঘ দিতে লাগল থো দিতেই লাগল। বেলা বারোটা বেজে এক-দুই ও গড়িয়ে গেল। কোথায় বা খাবার আর কোথায় বা কিছুই? দারুণ খিদেয় চিতার তো অবস্থা কাহিল। সারা দিন ধুলোবালি উড়ে উড়ে মুখের খোলা জায়গায় লেগে এখন ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। "দূরোর ছাই" বলে ঝাটা-টাটা ফেলে চিতা ছুটল খাবার সন্ধানে।

পথে যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে চিতা দেখল কাঠ কেটে কেটে এক শেয়াল ঘোড়ার পিঠে বসবার এক 'জিন' বানাচ্ছে। চিতা ওকে দেখেই চোখ পাকিয়ে, দাঁত বের করে বলে উঠল—"ওগো সোনার চাঁদ, খুব যে মনোযোগ দিয়ে জিন বানানো হচ্ছে। বলি, আমাকে খুব বোকা বানিয়ে এলে, কি বল?" হাত দিয়ে এক ধাক্কা দিল শেয়ালের পিঠে। শেয়াল তখন এক হাত জিব বের করে বলল—"রাজা বাহাদুর, আমি তো এই জিন বানানো শেয়াল। এই আমার কাজ। আপনাকে বোকা বানিয়েছে অন্য কেউ।" চিতা বলল—"তবে সে বেটা কে পাই কোথায়? তবে, তা তুমি বসে বসে এ করছ কেন শুনি?" শেয়াল জবাব দিল—"এটা বানাচ্ছে এক সময় একটা সুন্দর ঘোড়া আসবে, তখন তার পিঠে চড়ব এই জিন চাপিয়ে।" চিতা বলল—"বটে, বটে? যা যা তুই সরে যা আমি বানাই।" শেয়াল বলল—"রাজাবাহাদুর, তবে আমার আরামটা—" "আর একটি কথা বলেছ কি জানপ্রাণ শেষ করে দেবো। ভাগো শিগ্গির এখান থেকে।" চিতা গর্জে উঠল। বেচারি শেয়াল আর কি করে, বোকা বোকা হয়ে চলে গেল সেখান থেকে। জিন বানাতে বানাতে চিতার গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল, আবার খিদেও লেগেছে প্রচুর। কোথায় বা ঘোড়া আর কোথায় বা কি? কারো দেখা নেই। শেষে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চিতা সেখান থেকে রাগতে রাগতে চলে গেল।

অনেক দূর যাবার পর চিতা দেখল পাহাড়ের [illegible] কাপড় বোনে। সেই এই বারে তো সেই বারে ভঙ্গিতে বলে উঠল—"ওরে হারামজাদা, ফাঁকি দেবার আর লোক পেলি না? আমার সংগে মস্করা? জানিস আমি কে? ঘোড়ার জিন বানাতে বানাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল, তা তোকেই খাবো আজ।" শেয়াল হাত জোড় করে বলল "প্রভু, দেবতা, আমার কথাটা শুনুন আগে। আমি তো কাপড় বানানেওয়ালা শেয়াল। এই আমার কাজ। আপনাকে যে ঠকিয়েছে সে তো ঘোড়ার জিন বানায়। এখন প্রভুই বিচার করুন আমার দোষ কি।" চিতা বলল—"সে তো ঠিক কথা, কিন্তু সেই জিন বানানেওয়ালা পাজীটার খবর জান কি? তবে একবার পেলে আস্তই খাবো। হাঃ, ভাল কথা, তা তুমিই বা বসে বসে কাপড় বুনছ কেন হে?" শেয়াল সবিনয় নিবেদন করল—"প্রভু, এই কাপড় বোনা যখন শেষ হবে, তখন কাপড় কিনতে লোক আসবে অনেক খাবার নিয়ে। মহারাজে খাওয়া যাবে তখন।" চিতা বলল—"আমার তো ভয়ানক খিদে লেগেছে—তুমি সরে যাও বাপু, আমি কাপড় বানাই, আর তো দেরী সইছে না।" শেয়াল বিনীত হয়ে বলল—"তা হোলে আমার কি হবে প্রভু? আমি যে খিদেয় মরে যাবো।" চিতা রেগে উঠল—"যা বলছি, তাই কর। কথা বাড়িয়েছ কি মরেছ।" শেয়াল কি করে ভয়ে ভয়ে হাঁটা শুরু করল। কিন্তু সে এবার বেশী দূর গেল না। এক জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখতে লাগল সব। চিতা সেই কাপড় বোনার তাঁতে বসেছে, অমনি তাঁত ছিঁড়ে হাজার হাজার ফুট নীচে পড়ে মরে গেল। জঙ্গলের আড়াল থেকে শিয়াল মহারাজ হাসতে হাসতে মরে আর [illegible] যে [illegible] সঙ্গে আপনা করে [illegible] বেঁধে রেখেছিল সারা [illegible]। —(শেষ)

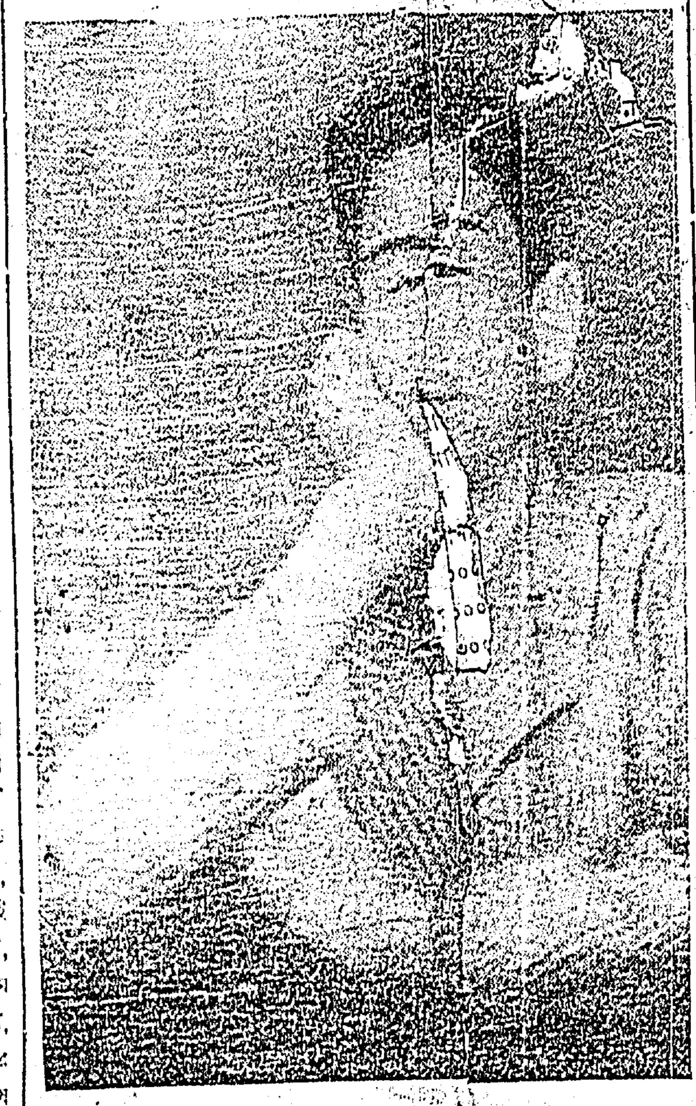

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম : ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল মৃত্যু : ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল

সুকান্ত-র একটি অপ্রকাশিত

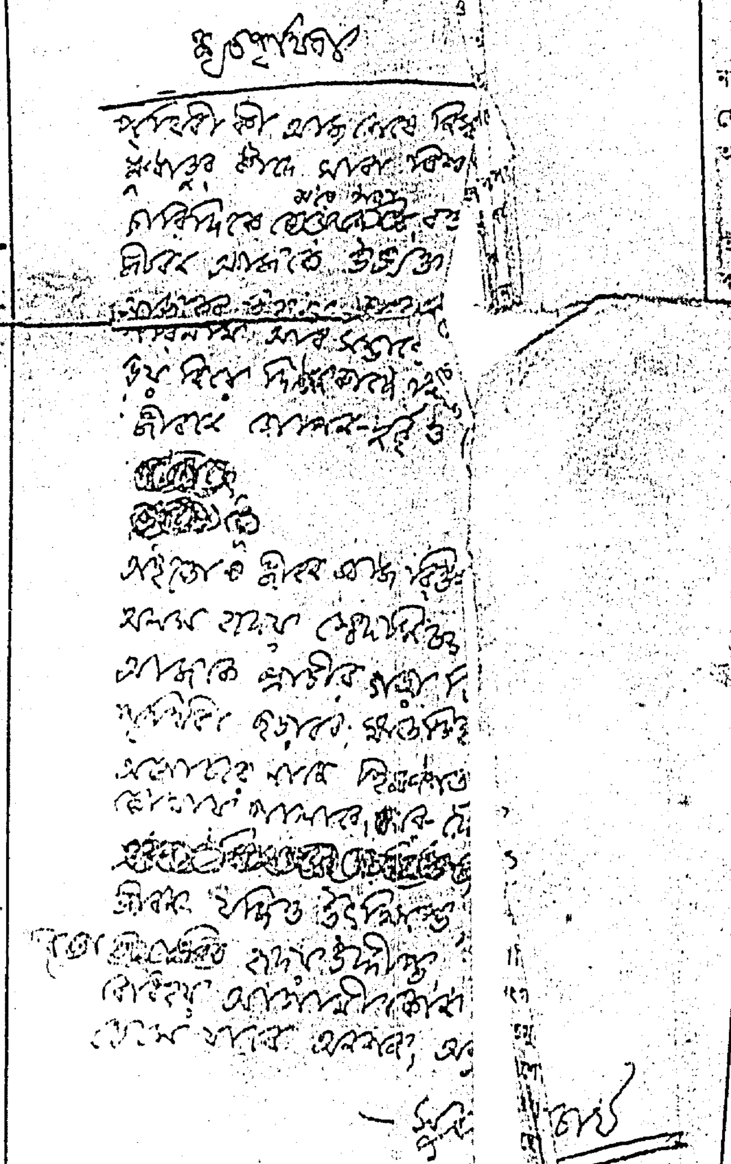

(শ্রীমতী [illegible] সরকারের সৌজন্যে)

আলো বুলিয়ে ছবি চললো গবেষণা

॥ অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

(গত সপ্তাহের পর)

অতিপুরে কেটে গেছে কতকাল। এর মধ্যে আমরা ধরেই নিতে পারি যে মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলো না। আলো বুলিয়ে ছবি পাবার যে ঝোঁক মানুষের চেপেছিলো, সে ঝোঁক একেবারে কেটে যাবার কথাও নয়। যত কিছু আবিষ্কার এ পর্যন্ত মানুষ করেছে, তার ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় যে কোনও কিছুর সামান্য সূত্র একবার পেলে তার শেষ পর্যন্ত দেখা না অবধি মানুষ থামেনি। ফটোগ্রাফীর আবিষ্কারও তার ব্যতিক্রম নয়।

আজ থেকে ২৩০ বছর আগে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডাঃ জে, হারমান সুলৎসে ফটোগ্রাফীর আবিষ্কারক বলে অনেকে দাবি করেন। ডাঃ সুলৎসে তাঁর আবিষ্কারের সূত্র কিন্তু পান নিতান্তই হঠাৎ। একদিন তিনি সিলভার নাইট্রেট আর খড়িমাটির দ্রাবন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো যে এই দ্রাবনের যে-যে অংশে সূর্যের আলো লাগছে, সেই অংশ কালচে হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার কাজে এমনি করে সুলৎসে একটি নতুন সূত্র যোগাড় করে দিলেন।

এই সূত্র ধরে গবেষণা চালালেন ইংলন্ডের ডাঃ লুইস নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লুইস-এর মৃত্যুর পর তাঁর গবেষণার কাগজপত্র বিখ্যাত ইংরেজ মৃৎশিল্পী যোশিয়া ওয়েজউড্-এর হাতে এলো। ডাঃ লুইস্-এর চিসহোম নামে এক সহকারীর সঙ্গে যোশিয়া এই নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন যোশিয়ার রুগ্ন ছেলে টমাস্ ওয়েজউড্। বলতে গেলে টমাস্-ই বেশীর ভাগ কাজ করলেন।

সাদা কাগজ বা চামড়ায় সিলভার নাইট্রেট-এর দ্রাবন মাখিয়ে এঁরা ছবি ফোটাতে আরম্ভ করলেন তার ওপরে। অবশ্য এ-ছবিগুলো হোতো খুবই অস্পষ্ট।

তা ছাড়া আর একটা মুস্কিলেও তাঁদের পড়তে হোলো। যে-কাগজ বা চামড়ায় সিলভার নাইট্রেট-এর প্রলেপ এঁরা লাগাতেন, বারবার করে জলে ধুয়েও তার সব নাইট্রেটটুকু ধুয়ে যেতোনা। ফলে ঐ কাগজ বা চামড়ায় যে ছবি উঠতো, তার সাদা অংশগুলো দিনের আলোটুকু লাগলেই কালো হয়ে যেতো। কাজেই বাতি জ্বেলে আধো অন্ধকারে ছাড়া এ-ছবি দেখা যেতোনা। এই বৈজ্ঞানিকদের কাজ তাই খুব বেশী এগোতে পারলোনা।

অথচ একটা কথা ভাবলে এখন আশ্চর্য লাগে। এ-কথা আজ প্রায় সবাই-ই জানে যে ফটো কাগজে ছাপবার পর "হাইপো" মেশানো জলে ভিজিয়ে ছবিকে রাখতে "পাকা" হয়। এই "হাইপো" আবিষ্কার হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। বোঝা যায় যে টমাস ওয়েজউড বা তাঁর সহযোগীরা এই জিনিষটির সন্ধান পাননি। পেলে হয়তো তাঁদের পরীক্ষা আরও সফল হোতে পারতো।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ভগ্নদেহ টমাস মারা গেলেন। ইংলণ্ডে গবেষণার কথা সেই শেষ শোনা গেলো। তারপর জানা গেলো ফরাসী-দেশেও এই নিয়ে গবেষণা চলছে।

(আসছে বারে আরও)

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

চৈত্রের পরিচয়ে তুমি সূর্য্য হতে চেয়েছো।
তোমার যক্ষ্মা হয়েছে?
তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,
বাঁচা গেল, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।
তোমার যক্ষ্মা হয়েছে?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের,
উনায় যারা আজ দুর্য্যোগ ঘটালো।
বুলেট ছেঁদা করে দিচ্ছে তোমার উলঙ্গ ছেলেটার বুক
তোমার বুক কুরে খাচ্ছে টি-বি কীট।
দুর্য্যোগের ঘন কালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোজ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত?

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর খ্যাতি যদিও উপন্যাসিক ও গল্প লেখক হিসাবে, তাঁর কবিতা গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, ওপরের কবিতাটি তার একটি অকাট্য প্রমাণ। কবিতাটি সুকান্ত-র মৃত্যুর মাত্র নয় দিন আগে (২০শে বৈশাখ, ১৩৫৪) "স্বাধীনতা"য় প্রকাশিত হয়।]

আজকের "সুকান্ত-জন্মোৎসব"

—সভাপতি—
শ্রীগণেশ চক্রবর্ত্তী

—প্রধান অতিথি—
জনাব গোলাম কুদ্দুস

স্থান :
ক্রেম ব্রাউন হল (শিয়ালদা)

॥ নাটিকা ॥

ঝড় :
রচনা : শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা : শ্রীমতী কালিন্দী সেন; আলোক সম্পাত : শ্রীতাপস সেন; নৃত্য পরিকল্পনা : শ্রীকালুশঙ্কর; আবহ সঙ্গীত : শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, শ্রীমায়া মজুমদার ও শ্রীরাণু বন্দ্যোপাধ্যায়।

—অংশগ্রহণ করবে—
মিঠু চক্রবর্ত্তী, প্রমা ব্যানার্জ্জী, বাণী ব্রহ্মচারী, অভিজিৎ সেন, তানিয়া হালিম, বনানী মনসুর, মিনতি গাঙ্গুলী, স্বপন গুপ্ত, রঞ্জনা মজুমদার, অর্চ্চনা ভাদুড়ী, দীপালি গাঙ্গুলী, তানিয়া রায়, অঞ্জলি গাঙ্গুলী, সংঘমিত্রা সেন ও আরও অনেকে।

দেবতাদের ভয় :
রচনা : সুকান্ত ভট্টাচার্য; পরিচালনা : শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়; আলোক সম্পাত : শ্রীতাপস সেন।

—অংশগ্রহণ করবে—
এখলাসউদ্দীন আহম্মদ, ইকবালউদ্দীন আহম্মদ, দুলাল মৈত্র, শান্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মান্না, অনিল বিশ্বাস, বাণেশ্বর চৌধুরী, বিপ্লব হালিম, সুমন মুখোপাধ্যায়, নীলা ভাদুড়ী, জয়ন্ত রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে।

॥ আবৃত্তি-বিচিত্রা ॥

সুকান্ত-র ছাড়পত্র :
পরিকল্পনা ও পরিচালনা : শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়; আবহ সঙ্গীত : শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত ও শ্রীপ্রিয়দা রায়।

—অংশগ্রহণ করবে—
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালি গাঙ্গুলী, মমতাজ, রুণকী রায়, শান্তা বণিক, কৃষ্ণা ঘোষ, জয়ন্ত রায়চৌধুরী, রঞ্জিত চক্রবর্ত্তী, মীরা মুখোপাধ্যায়, রবীন রায়, বন্দনা ভাদুড়ী, [illegible] বল ও আরও অনেকে।

॥ নৃত্য ॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর :
নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা : শ্রীকালুশঙ্কর।

—অংশগ্রহণ করবে—
শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রত্না সেনগুপ্তা।

॥ ইন্দ্রজাল ॥
যাদুকর রাজেন রায়।

আজ সন্ধ্যা ৬টায়

মাথা তোলে আজ 'বিশ্বচক্র',
দুর্ভিক্ষের খাদ, ভাঙে শিকল,
গোলামির চাকা হয় বিকল
পরাভূত।

'নতুন খবর' হয় ছড়ো,
'চিনেরা' খুয়েছে ঘড়ঘড়ো,
মনে 'প্রাণী'রা—হাওয়া খড়ো—
অনাহূত।

ছোট 'চারাগাছ' (বিরাট প্রাচীন ভেঙে ফুঁড়বার) মহীরুহ আজ
'মোরগেরা' হাসে, কারা হোলো আজ
প্রাসাদচ্যুত!

—কানাই নিয়োগী
(প্রাক্তন সতীর্থ)

কল্পনার মরীচিকা কভু কোনদিন
পারেনি বাঁধিতে তোমা। উর্ধ্বশ্বাসহীন
দুঃখ দেরে ভাব নাই মুক্তা মনোহর;
প্রভাতের পিচঢালা নামে পেলে ঘর।
কেন অন্ধকারা-মাঝে ধ্বনিছে ক্রন্দন,
কেন লক্ষ বক্ষ হতে ঝরিছে বেদন,
হে কিশোর সন্ধানি, তুমি করেছ সন্ধান
সেই গূঢ় রহস্যের, সেই তব দান॥
চারিদিকে শ্রাবণের ঘন অন্ধকার:
মনে পড়ে তোমারে-ই আজি বারবার॥

(১৩১৩)

তুমি ছিলে সাইরেন-ধরা ঘুম ক্লান্তে,
ক্ষুধার বেদনায় কাতর জনতা
লোকে জানে চলে গেছ দূর দেশ প্রান্তে
আমি জানি আজো আছ আমাদের
অন্তরে॥

তাই কানে বাজে মোর 'দুরন্ত ছেলে'
গান'
'হাতে রণ বৌয়াকের' দুর্জয় অভিযান।
মনে 'প্রিয়তমাসু'র রাগী বীণা ঝংকার
বুকে ব্যাপ্ত 'সাইরেন বেগ রণ-হুংকার
যেখানে আলোর দেশ জীবনের মুক্তি।
আমিও সেখানে যাব নহে অযুক্তি
সে দেশ সমর পার বাধা যেথা ক্লান্ত।
মনে হয় সেথাকার আমিই, সুকান্ত॥

—শেখ আবদুল জব্বার
(১৩৮৫)

কিশোর সভা'র জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আজ সকাল ৭॥০টায় ক্রেমব্রাউন হলে আমাদের অনুষ্ঠানের পূর্ণ মহড়া হবে। অংশগ্রহণকারীরা ঠিক সময়ে ক্রেমব্রাউন হলে এসো। যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম দিতে চাও তারাও ঐ সময়ে হলে উপস্থিত থেকো।

—কিশোর ভাই

সুকান্তের ছবি

আজ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সুকান্তের ছবি ক্রেমব্রাউন হলে কিনতে পাওয়া যাবে।

বিশেষ ঘোষণা

আজকের অনুষ্ঠানে সমস্ত সতীর্থ-সতীর্থা ও তাদের অভিভাবকদের আমরা সাদরে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।

সেই সঙ্গে আমাদের অনুরোধ যে সবাই যেন ঠিক ৬টার মধ্যে আসন গ্রহণ করেন।

—কিশোরভাই

ক্রেম ব্রাউন হল—এ যেতে হলে

শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে সার্কুলার রোড ধরে উত্তরমুখে রাজাবাজারের দিকে খানিকটা এগোলেই ডান দিকে প্রথমে যে রাস্তাটা পড়বে, তার নাম "কাইজার ষ্ট্রীট"। এই রাস্তাটি আমজাদিয়া হোটেলের ঠিক উলটো দিকে। এই রাস্তা ধরে একটু এগোলেই পাওয়া যাবে ক্রেম ব্রাউন ইনষ্টিটিউট।

[illegible] সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য ৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২০ [illegible] বৈশাখে ৩০ বৎসর চলিতেছে ১৩৬৪

প্রকাশের অপেক্ষায়

একদিন যারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই তেলেঙ্গানার বীর কৃষকদের জীবন-সংগ্রামের অমর গাথা কিষাণ চন্দর-এর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

এ মহাজাগর

(মূল উর্দু থেকে অনুবাদ)

সদ্য প্রকাশিত

[illegible] অত্যাচারে জর্জরিত গাঁয়ের [illegible] কেমন করে বর্গীদের প্রবল বাধা দিতে এসে তারই কাহিনী। [illegible] নাগ দাস রচিত মশাই [illegible]

ভগবদ্বিশ্বাসী চন্দন কবিয়াল সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে কেমন করে চারণ কবিতে পরিণত হয়েছিল তারই কাহিনী। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস রচিত নবজন্ম (নাটক) দাম: দেড় টাকা

[illegible] ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড ১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সোমবার বের হবে
সুকান্ত সংখ্যা
আ গা মী

সুকান্তকে জানতে হলে, বুঝতে হলে এই সংখ্যাটি পেতেই হবে। এতে আছে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ-মিত্র, জগন্নাথ মিত্র, নীরেন চক্রবর্ত্তী প্রমুখের সুকান্ত সম্পর্কে রচনা আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি গল্প এবং প্রবন্ধ।

এ ছাড়া আছে :
অমল দাশগুপ্ত, মিহির সেন, ভবতোষ প্রমুখের লেখা এবং নিয়মিত সব বিভাগ।

দাম : আট আনা

কাছের বইয়ের দোকানে অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আগামী
[illegible]

॥ ছোটদের নতুন বই ॥

[illegible] পড়ে শোনাবার মতো, উপহার দেবার মতো—
কথা-সাহিত্যিক আন্তন চেখভের লেখা

কাশতানকা

[illegible] এক কুকুর আশ্রয় পেল সার্কাসের এক ক্লাউনের বাড়িতে। [illegible] থেকে খাবার রকম খেলা শিখে ভালো খেয়েদেয়েও সে [illegible] পারেনি তার পুরনো মনিব গরীব [illegible] কথা—সার্কাস [illegible] গিয়ে ফেরে তারই কাছে ফিরে গেল আবার। মজার মজার [illegible] সুন্দর ছাপা তিন রঙা মলাট এ-বই ছোটদের পড়া [illegible] বড়দের উচিত তাদের পড়ানো। রুশ থেকে অনুবাদ [illegible] অনিমেষ পাল॥ দাম : এক টা

[illegible] যে সব নতুন বই আমরা পেতে দিয়েছি :

[illegible] কি করে [illegible] হল | মানুষ কি করে গুণতে শিখল | ইলিন ও সেগালের কল-কবজার গল্প

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২ :: শাখা : ৬/১এ, [illegible] ষ্ট্রীট কলিঃ-১৩

সর্বজনপ্রিয় মন্টুর জর্দ্দা

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া
শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

আশীর্বাদের আড়ালে অমোঘ অভিশাপ

কে[illegible] বিরোধী মনোভাবের [illegible] চরিত্রের বুনিয়াদের আসল চেহারাটি কি তা এবার একটু দেখে নেওয়া দরকার। সে সম্বন্ধেই কিছু আপনাদের জানাতে ইচ্ছে করে।

অরুণ দাশগুপ্ত

কেরালার কামিদের [illegible] 'মালিকশ্রেণী কায়েমের পাকা ও সাম্প্রদায়িক দলের "[illegible] সংগ্রাম"কে [illegible] মসনদ থেকে আর কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের পক্ষ থেকে 'গণ অভ্যুত্থান' বলে আশীর্বাদ জানান হয়েছে। কিন্তু এই আশীর্বাদের আড়ালে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের ওপর যে অমোঘ অভিশাপ নেমে আসছে আমি কেরালায় বসে, তা বুঝতে পারছি। সারা ভারত তো বটেই, সারা বিশ্বময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুও প্রচার করেছেন যে, কেরালার সরকার যে পার্টির পরিচালিত সে কমিউনিস্ট পার্টি নাকি জনসমর্থন হারিয়েছে। এবং এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ঐ পার্টি-পরিচালিত সরকার-বিরোধী। এতদিন কপচাবার আড়ালে কি ঘটছে তার একটু হদিশ পাঠক বন্ধুদের দিতে চাই। নিজের কথায় নয়, বিরোধীদের কথায়। কেরালার মালাবারের মুখপত্র "মালাবার মেল"-এর একটা সংবাদ দেওয়া যাক। সংবাদের মর্ম হচ্ছে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আমন্ত্রণে শ্রীমান্নাথ পদ্মনাভন, শ্রীপত্তম থাণু পিল্লাই, শ্রী শ্রীকান্তন নায়ার (আর-এস-পি) ও জনাব মহম্মদ কোয়া (মুসলিম লীগ) দিল্লীতে যান। কংগ্রেসের উচ্চতম মহল নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছেন যে যদি মধ্যকালীন নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হয় তবে [illegible] দিয়ে যেন [illegible] না বাধে। কংগ্রেসের উচ্চতম নেতারা তাঁদের কাছে একেবারে নিকৃষ্ট অভিমত পেশ করেন। যদি বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর আসন নিয়ে ঝগড়া শুরু করে তবে পুনর্নির্বাচন হলেও তারা মন্ত্রিসভা দখল করতে পারবে না। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই কি এক চরম আঘাত আসবেনা? সেজন্য এ বিরোধীদলগুলোর মধ্যে উচ্চতম কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যস্থতায় একটা বোঝাপড়ার জন্য তাদের ডাকা হয়।

'মালাবার মেল'-এর মতে কংগ্রেস শিরোমণিরা কিছু প্রস্তাবও পেশ করেছেন। কংগ্রেস দলেরই লোকদের বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতে হবে, যাতে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পায়। এবং কংগ্রেসই যেন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য যে কোন দলের লোক নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করা যেতে পারে। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা অসম্ভব। তবুও মুসলিম লীগকে এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে কোন অকমিউনিস্ট মন্ত্রিসভাকে তারা সমর্থন করে যাবে। কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআর শঙ্কর "কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা" গঠনের প্রশ্ন সম্পর্কে স্বীকৃত সাংবাদিক সম্মেলনে চুপ রইলেন কেন তা "মালাবার মেল"-এর কাছে "বিশেষ তাৎপর্যময়"।

শ্রীপদ্মনাভন দিল্লীতে তাঁর এক অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। সেটাও পাঠকদের জানিয়ে দিই।

তার বক্তব্য হচ্ছে:

১। পি-এস-পি নেতা শ্রীপত্তম থাণু পিল্লাই-এর মত অমন পণ্ডিত ও দক্ষ মানুষ আর হয় না। উচ্চতম কংগ্রেস নেতারা শ্রীপত্তমকে কোন প্রদেশের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত করুন না কেন?

২। পি-এস-পির এম-এল-এ শ্রী [illegible] জনার্দনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ না করে মানে মানে বসে পড়ুন।

৩। শ্রীচাকো [illegible] মুখ্যমন্ত্রী হবে অন্য কোন আপত্তি না দেখান। [illegible] কংগ্রেস বা কংগ্রেসের বাইরে [illegible] আপত্তিজনক নয়।

৪। মুসলিম লীগের সঙ্গে 'হৃদ্যতা' চলবে না। [illegible] মন্ত্রিসভার [illegible] হতে পারে।

আর, আর-এস-পি'র নাকি "[illegible]" তাই শ্রী শ্রীকান্তন নায়ার নাকি বলেছেন, "[illegible] (ত্রিবান্দ্রম, প্রাক্তন মন্ত্রী) মন্ত্রিসভা থেকে হটাবার জন্য আমি [illegible] দল সম্পর্কেই [illegible] নীতি [illegible] যে কোন অকমিউনিস্ট মন্ত্রিসভার প্রতি আমাদের সমর্থন [illegible]।"

[illegible] শিরোমণিদের [illegible] হয়েছে কিনা [illegible] এক বড় "গণ অভ্যুত্থান" [illegible] বিরোধী দলগুলোর [illegible] "[illegible]" কংগ্রেসের নির্দিষ্ট [illegible]। শ্রীমান্নাথ [illegible] শ্রীপত্তম থাণু পিল্লাই [illegible] (পি এস পি) [illegible] উপাধিও [illegible] করেছেন [illegible] কেরালার যেকোন নায়ার বড়ুকে জিজ্ঞাসা করলেই এ কথার সন্ধান পাওয়া যায়। কেরালার পি-এস-পির ও আসলে শ্রীপত্তম থাণু পিল্লাই অর্থাৎ নায়ার-সম্প্রদায়। সেজন্য জাত-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তমকে দেখাবেন না করলে প্রকৃত নায়ার-নেতা শ্রীপদ্মনাভনের স্থান কোথায়? তাছাড়া ভবিষ্যতের মন্ত্রিসভাকে যে নায়ার-প্রধান করতে হবে। আর সে মন্ত্রিসভাকে চলতে হবে শ্রীমান্নাথ পদ্মনাভনের ইশারায় ইঙ্গিতে।

একদল ক্ষমতালোভী মানুষকে [illegible] কংগ্রেসী নেতারা [illegible] করেছেন [illegible] যে [illegible] কেরালার কংগ্রেস সমাধি লাভ না [illegible] বিনাস [illegible] এই জোতদার [illegible] কমিউনিস্টদের [illegible] হাতে [illegible] কৃষি ভূমি সম্পর্ক বিলের [illegible] হাত দিয়ে কিছু নিবার সাহস পায়নি।

আর সেই হেতুই কমিউনিস্টদের [illegible] চরম রূপ।

কেরালার [illegible] কল্যাণের, [illegible] [illegible] [illegible] পি-এস-পি, মুসলিম লীগ, আর-এস-পি আর শ্রীমন্নথের [illegible] নীতি: আইন সভার আসন নিয়ে মিলেমিশে পাওয়া যায় কিনা, যদি তোমাদের [illegible] তবে সারা ভারতে 'কমিউনিজমে'র বন্যা রোধ করা যাবে না।

১৫ লক্ষ অনুন্নত খৃষ্টান

কেরালায় প্রায় ১৫ লক্ষ অনুন্নত খৃষ্টান আছেন। সাধারণ হরিজন ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ খৃষ্টান ধর্মান্তরিত হলে তাঁদের অনুন্নত খৃষ্টান বলা হয়। এই খৃষ্টানগণ নানারকমের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য "অনুন্নত খৃষ্টান [illegible]" মারফৎ কাজ চালান। বছরখানেক আগে এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। এই [illegible] বিখ্যাত [illegible] সাধারণ সম্পাদক মিঃ [illegible], কমিটি সদস্য মিঃ [illegible] ও তাঁদের একজন পাদ্রী এম-জ্যাকেরিয়া এই আলোচনায় যোগ দেন।

মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য জানাচ্ছি:

কেরালায় "বিমোচন সমর সমিতি"র লোকেরা হিন্দু ও খৃষ্টান হরিজনদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অত্যাচারের মূলে জাতিভেদই প্রধান কারণ। এই "বিমোচন সমর" শুরু হবার আগে নিরাপদে আক্রমণ চালিয়ে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হরিজনদের হত্যা করা হয়। হরিজনরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর হিসেবে পরিচিত। নিরাপদের এই হরিজন ক্ষেতমজুরদের "[illegible]" যোগ দেবার জন্য যথারীতি প্ররোচিত করা হয়। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করায় তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রায় ৭ বছর [illegible] হরিজন [illegible] এই [illegible]। এখন "বিমোচন সমর সমিতির" পালা সেই ব্যাপার নিয়ে বড়াই করে বেড়ায়।

"তারপরের মাস [illegible] আক্রমণের স্থান [illegible] পুল [illegible] হরিজন ক্ষেতমজুরদের গ্রাম। সেখানে বারবার তিনবার সংগঠিত আক্রমণ চালান হয়েছে। "বিমোচন সমর সমিতির" লোকেরাই সে আক্রমণ চালিয়েছে। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত আক্রমণের বহু ঘটনা আছে।

"আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে কেরালার বর্তমান সরকারই আমাদের একমাত্র সহায়। এই সরকারের সহৃদয়তার উপর আমাদের অস্তিত্বটুকুও নির্ভর করে। সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে গ্রামে গ্রামে হরিজনদের উপর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে তারা ইতিমধ্যে তার করেছেন।

"নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও "বিমোচন সমর সমিতির" নেতা শ্রীমান্নাথ পদ্মনাভন একসভায় বলেছিলেন যে কেরালা মন্ত্রিসভায় একজন হরিজন মন্ত্রী (শ্রীচাথান) থাকায় তিনি কেরালায় থাকতে লজ্জাবোধ করেন। তাছাড়া শ্রীপদ্মনাভন নাকি সরকারী অফিসের যেখানেই যান সেখানেই হরিজন অফিসার দেখেন। আগে এসব ছিলনা। শ্রীপদ্মপন্থী গোবিন্দ মেনন প্রকাশ্য জনসভায় উপহাস করে বলেছিলেন 'কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা চাথান মন্ত্রিসভা'। এভাবে তিনি শুধু মন্ত্রিসভার হরিজন মন্ত্রী শ্রী পি কে চাথানকে অপমান করেছেন তা নয়—সমস্ত হরিজনদের নিয়েই উপহাস করেছেন। নেতারা করছেন উপহাস আর চেলারা হরিজন নিধনে মেতেছেন, ফলে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা 'বিমোচন সমরে'র পাণ্ডাদের হাতে প্রতিমুহূর্তে বিঘ্নিত।

"সেজন্য হিন্দু হরিজন বা খৃষ্টান হরিজন আজ সমভাবে বিপন্ন। পণ্ডিত নেহরুর কাছে আমাদের আবেদন এই যে আমাদের ব্যক্তি বলতে তেমন কিছু নেই, শিক্ষা-দীক্ষার কোন বড়াই করতে পারি না, কিন্তু প্রাণে বেঁচে থাকার অধিকারও কি হরিজন স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধদের নেই?"

অনুন্নত খৃষ্টানদের কাছ থেকে

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলা—কেরালাকে

॥ অসিতবরণ হাজরা ॥

কেরালা! আমার অনন্ত প্রাণের প্রণাম নাও;
সাবাস! সাবাস! [illegible], তুমি এগিয়ে যাও!
রক্তে তোমার সেই জানি ভয়,
[illegible] ভাষা পতাকা যে বয়,
আঘাত তোমারে করে নির্ভয়-জানি যে তাও;
সাবাস বন্ধু! [illegible], তুমি এগিয়ে যাও!!

পেট ভরে ওরা ক্ষুধার কথন দেবে না ডেকে,
[illegible] ওরা শয়তানী বুদ্ধি রেখেছে ঢেকে!
[illegible] ওরা সন্ধানী,
হয়তো পড়েছে বড় টানাটানি—
তাই বলে যেতো [illegible] ছুঁবার থেকে;
[illegible] ওরা শয়তানি রেখেছে ঢেকে!

এখানে [illegible] সবাই চায়,
[illegible] এখানে ওপার ওরা যে বিকালো হায়!
এখানে যে দাম পড়া ও লেখার
তা'র দৌড় গেলো কত না বেকার,
এপারে [illegible] ওখানে কেতার কে গান গায়;
ওপার ওখানে এখানে জীবন বিকালো হায়!!

সাদারা ওখানে [illegible] উপরে রেখেছে টন,
'[illegible]' নামে [illegible] তাই তো [illegible]!
'[illegible]'-এর নামেতে করকরে টাকা,
যেটা [illegible] ভাগের চাকা—
তার-পরে চলে না [illegible] দুনিয়া জবর জং;
"[illegible]" তাই কি লেগেছে নতুন রং?

[illegible] বাড়ে [illegible] পাটকেল, বারুদে আঁচ,
এই দিয়ে বুঝি [illegible] গড়বে "নয়া সমাজ" (!)
কেউ যদি করে প্রতিরোধ তবে
মহাপাতকের অপরাধ হ'বে,
এখানে-ওখানে ওরা যে চাচাবে "গেলো স্বরাজ",
[illegible] চায় নয়া সমাজ!!

সোনার বাংলা যদি মিশে হলো দেখি শ্রীহীন,
অবাক বন্ধু! ভাবছি এখানে এলো কি দিন!
তোমার মাটিকে আপনার ব'লে
যা'রা কাঁদে গেলো যা'র তা'র দলে,
আজ প্রস্তুত আমরা সকলে,—দেহ যে ক্ষীণ,
নতুন ক'রেও ভাববো বন্ধু—এলো কি দিন!!

তুমি বুক বাঁধো! আমরা দিয়েছি বুক পেতে,
তোমায় বাঁচাবো, কাঁদবোনা বৃথা দুঃখেতে!
কিছু দিয়ে পাবো অনেক কিছুকে,
তাই হাসি ফোটে আমাদের মুখে,
আমাদের চাওয়া শান্তি ও সুখে থাক মেতে;
আমরা তোমার সাথী সুখে ও দুঃখেতে!!

([illegible], নদীয়া)

কথা-সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ প্রসঙ্গে

॥ সুশীল চৌধুরী ॥

বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদের পরিচয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নূতন করে দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যদিও তাঁর সাহিত্য চর্চার মাধ্যম হিন্দী ও উর্দু ভাষা, তবুও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা এবং বহু বিদেশী ভাষাতেও তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যের বলিষ্ঠ [illegible] যে [illegible] মননশীল মনে [illegible] ঢেউ তুলেছে তা নয়, [illegible] দেশী ও বিদেশী [illegible] [illegible] "[illegible]", "[illegible]" ও "[illegible]" প্রেমচাঁদের তিনটি [illegible] বাংলার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রেমচাঁদের মতো এত শক্তিশালী ছোটগল্পের লেখক আর নেই।"......

প্রেমচাঁদের গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্যই হল গ্রাম নিপীড়িত অত্যাচারিত কৃষকশ্রেণী। তিনি নিজেও ছিলেন গ্রাম্য অতি দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর লড়াই করেই তাঁকে মানুষ হতে হয়। ভারতে শতকরা আশী জনেরও বেশী লোক কৃষিজীবী ও গ্রামে বাস করে। এদেরই দুঃখ বেদনা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী প্রেমচাঁদের লেখায় জীবন্ত হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং এদেরই দুঃখদুঃখের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য প্রেমচাঁদ লেখনী ধারণ করেছিলেন। "গোদান" ভারতীয় কৃষিজীবনেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। সমকালীন সাহিত্যে বোধহয় প্রেমচাঁদই একমাত্র লেখক, যিনি মানুষের দৃষ্টি অবহেলিত অন্নদাতা কৃষকের দিকে আকর্ষণ করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

• • •

প্রেমচাঁদের সাহিত্য বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রেমচাঁদ শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য চর্চা করেন নি। তিনি মূলতঃ কৃষক শ্রেণীকে সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন, তাদের রুচি ও জীবন রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার অংশীদারও হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্য বিহীন ছিল না, নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যহীন লেখার গতানুগতিক নীতিতে তিনি বিশ্বাসীও ছিলেন না। ১৯৩৪ ইং জানুয়ারী মাসে তাঁর সম্পাদিত হিন্দী মাসিক "হংস"-এ তিনি লিখেছেন, "সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হল জীবনের আদর্শকে উপস্থিত করা, যা পড়ে আমরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করতে পারি। যদি সাহিত্যে চলার পথের সঠিক সন্ধান না পাই, তবে সে সাহিত্যে প্রয়োজনই বা কি।"

সাহিত্য প্রচারের বাহন হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্ন বহু প্রাচীন এবং বিরক্তিকর। বিরক্তিকর এ কারণে যে, সাহিত্যিকেরা পরস্পরকে প্রোপাগাণ্ডিস্ট বলে গালিগালাজ করে থাকেন, অথচ সাহিত্যের জগতে মহৎ সৃষ্টি মাত্রই কোন না কোন আদর্শ বা চিন্তাধারার প্রোপাগাণ্ডা। প্রেমচাঁদের মতে "দুনিয়াতে যা কিছু সৎ ও কল্যাণকর-তার প্রতি মানুষের মনে প্রেমের ভাব জাগানো, এবং যা কিছু মন্দ অসত্য ও অকল্যাণকর তার প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মহান কর্তব্য।" তিনি ১৯৩৫ ইং জুন সংখ্যা "হংস"-এ এই প্রশ্নের উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে উপযোগিতার সামনে সমস্ত কলা মাথা নত করে। প্রোপাগাণ্ডা একটি নিন্দাসূচক শব্দ, কিন্তু বিচারশীল, শক্তিশালী প্রাণবর্দ্ধন সাহিত্য মাত্রই প্রোপাগাণ্ডা ছাড়া কিছুই নয়। এবং অন্য কিছু হতে পারে না ও হওয়া উচিত নয়। আর এইরূপ

প্রেমচাঁদ

প্রোপাগাণ্ডার জন্য সাহিত্যের চেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যমের প্রয়োগ এখনও সৃষ্টি করেন নি। এবং উপনিষদ ও বাইবেলে এরূপ দৃষ্টান্তে ভরা।" যে প্রোপাগাণ্ডা নিন্দাসূচক শব্দ, সাহিত্য প্রোপাগাণ্ডার বাহন হয়ে যাচ্ছে বলে যারা গেল গেল রব তোলেন, প্রেমচাঁদ সেই প্রোপাগাণ্ডাকে সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলে গেছেন। প্রেমচাঁদকে তাঁর সাহিত্যের সমালোচকেরা সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন বলে অপবাদ দিতেন। তার জবাবে প্রেমচাঁদ উপরোক্ত নির্ভীক উক্তি করেন।

আমাদের দেশে এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যারা মুখে নিরপেক্ষতার বুলি কপচিয়ে জাতীয় তুলনায় উক্তিতেও কাজেরও, লেখায় ও লেখার বেলায় সমস্ত ও স্বশ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রচার করে চলেছেন, এঁরা নিজেদের ভাবী চালাক মনে করেন। কিন্তু ইতিহাসের নিক্ষেপে, ঘটনার দুর্বিপাকে কখনও কখনও এদের সত্যকে অবগুণ্ঠিত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। প্রেমচাঁদ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আসলে কোন শিল্পই প্রচারের কবল হতে মুক্ত নয়— তা সৎ হউক আর অসৎ হউক। প্রেমচাঁদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, কোটি কোটি মানবাত্মার সুখ সমৃদ্ধি দেশে বিদেশী শাসন বজায় থাকতে হতে পারে না। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদের পাপ কবল হতে দেশকে মুক্ত করতে হবে, তবে অন্যকাজ। আর এ কাজ করতে হবে [illegible] সেই অবহেলিত [illegible] এগিয়ে আসতে হবে, [illegible] তাদের লাভ সবচেয়ে বেশী [illegible] অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত হয়ে দেশের সামনে [illegible] টোপ রাখেন, আমাদের দেশীয় নৃপতিরা ও জমিদার ও অন্য দালালেরা তাদের অভিনন্দন জানায়, প্রেমচাঁদ তখন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন "গরীবের একমাত্র উপায় স্বরাজ এবং এই স্বরাজের জন্যই সবাইকে জান-প্রাণ বাজী রেখে লড়তে হবে।"

• • •

পূর্বেই বলেছি প্রেমচাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য হল অবহেলিত মানবাত্মা। তিনি শুধু এদের জীবন-সংগ্রামের কাহিনীতেই সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন নি, দেশের রাজনীতিতেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

প্রেমচাঁদ প্রথম জীবনে সামান্য সরকারি চাকরে ছিলেন, এবং বৃটিশ শাসনের কবলে দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা কিভাবে খর্ব করা হত তা তাঁর ভালই জানা ছিল। সাহিত্যে কথা বলা লেখার জন্য তাঁকে সরকারের বিরাগভাজনও হতে হয়েছিল। "সজেবতন" তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিককার লেখা, এবং এটি উর্দু ভাষাতে লেখা হয়েছিল। এর প্রত্যেকটি কপি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। তখন হতেই প্রেমচাঁদ সতর্ক হয়ে যান এবং ধনপত রায় ও নবাব রায় প্রভৃতি যে সব ছদ্ম নামে তখন তিনি লিখতেন, সে সকল পরিবর্তন করে প্রেমচাঁদ নামে লেখা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে সমস্ত লেখাই তিনি প্রেমচাঁদ নামে লেখেন।

১৯৩০ এপ্রিল সংখ্যা "হংস"-এ তিনি লিখেছেন, "একথা অত্যন্ত সত্য যে, গরীবের বুকের হাড়ের উপর দুনিয়া দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রত্যেক আন্দোলনে তারাই এগিয়ে আসে। এই স্বরাজ আন্দোলনেও তারা এগিয়ে এসেছে এবং তা সঙ্গতও হয়েছে। কারণ স্বরাজে সব চেয়ে লাভবান তারাই হবে।" এটা ছিল অবশ্য তখনকার প্রত্যেকটি সত্যনিষ্ঠ, অকপট জাতীয়তাবাদী মুক্তিকামীর বিশ্বাস।

প্রেমচাঁদ সাচ্চা জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা কখনও সংকীর্ণতার চোরা গলি ধরে অগ্রসর হয় নি। আর আমরা জানি যে, সত্যকার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ কখনও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথে [illegible] সৃষ্টি করে না বরং আপন মাতৃ-ভূমির প্রতি দরদবোধ, অপরের মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। এই জাতীয় সৎ মনোভাব ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি মমত্ব বোধই তাঁকে ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন করে তোলে, এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

প্রেমচাঁদ নবেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে, কানপুর হতে প্রকাশিত উর্দু মাসিক "জমানা" সম্পাদকও প্রেমচাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু দয়ারাম নিগম তাঁকে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি লিখবার অনুরোধ জানান। তার জবাবে প্রেমচাঁদ দয়ারাম নিগমকে যে চিঠি লেখেন তার এক জায়গায় আছে, "আমি [illegible] বলশেভিক [illegible] কার্যাবলীতে তাদের প্রতি ক্রমশঃ প্রভাবিত হয়ে পড়ছি।"

(হিন্দী সাহিত্যের তাঁর মহাদেব সাহা কর্তৃক লিখিত বৌদ্ধ-মোত্তর সমালোচনা হচ্ছে)।

তিনি এক সময় দুঃখ করে লিখেছিলেন "শ্রমিক, কেরানী এমনকি ধনী, ব্যবসায়ী, জমিদারদের সংঘ সংগঠন আছে, কিন্তু কৃষকদের এমন কোন সংগঠন নেই। কৃষকরা একম চেষ্টা করতে গেলেই সরকার জমিদার, সরকারী কর্মচারী সমস্ত হয়ে ওঠে, এবং কমিউনিজমের ধুয়া তুলে তাকে বানচাল করে দেওয়া হয়।"

প্রেমচাঁদের বয়সকালেই নভেম্বর বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এবং জার আমলের প্রপীড়িত রুশ জনসাধারণ কেমন করে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার তিনি খবর রাখতেন। ক্রমশঃ তিনি তার [illegible] ও [illegible] হয়ে উঠেছিলেন।

"হংস"-এ তিনি ১৯৩৪ খৃঃ লিখেছিলেন—"সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আসছে। কমিউনিজমের প্রচার হউক আর না হউক কিন্তু সমাজের আদর্শ বদলে গেছে। ভারতের মতো কুসংস্কারের গোলাম দেশ আরও দশ বিশ বছর পারলৌকিক চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য সব দেশই এগিয়ে চলেছে। সত্য কথা বলতে কি, সাম্যবাদের অনীশ্বরতা যা কোন ধর্মীয় বংশপরম্পরাগত বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করে, তা ঈশ্বরেরই সমীপবর্তী।"

তার প্রগতিশীল চিন্তাধারা এতদূর এসেও বিরাম নেয় নি। তিনি মৃত্যুর ছ মাস পূর্বে "মহাজনী সভ্যতা শীর্ষক" যে প্রবন্ধ লেখেন

(৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই স্বাস্থ্যসম্মত প্রসাধনী তনুশ্রীর মলিনতা দূর ক'রে আপনার ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ বিকশিত করবে, আর আপনার ত্বকের কমনীয়তা ও মসৃণতার সম্বন্ধেও আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বোরোলীন সাধারণ প্রসাধনী মাত্র নয়। বোরোলীন আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ত্বকের পুষ্টির সহায়তা করে। বোরোলীনের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এর সুমিষ্ট সুগন্ধে সারাদিন আপনার মনকে ভরপুর করে রাখে।

আপনার
লাবণ্যের জন্য
বোরোলীন
পদ্ধতিই
সর্ব্বোত্তম

বোরোলীন

পরিবেশক:
জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন,
কলিকাতা-১

গল্প

টাকা

॥ মীরা সরকার ॥

নিসঙ্গ চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন তিনি। স্বয়ং সেক্রেটারীরই বাড়ি, নম্বরটা জল জল করছে রোদে।

পরাজিত মুখে একটা নিসঙ্গতা এনেছে এখন, ক্লান্ত রেখাকটা। তবু মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক অহংকার মুছে যাবার নয়। রগের কাছ ঘেঁসে কপালে রূপালী ছোপ ধরা চুল ঝিকিয়ে উঠেছে।

টাকা জিনিসটা দামী ঠিকই। খুব দামী। টাকা মানেই ঘরের ইজ্জত, টাকা মানেই ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ। এ সব কথা এমন করে কে জানতো আগে? নারায়ণ বাবু তো বিশ্বাসই করতেন না; সেই যখন তিনি দুনিয়ার এতো কাজ ছেড়ে সাগ্রহে স্কুল মাস্টারের কাজ বেছে নিয়েছিলেন যৌবনে।

এবং সার বাঁধা বেঞ্চে, সারা রোদের বেলা আটকে রাখা চঞ্চল তো মাষ্টারমশাই। এমন করে ভেবে কি লাভ!—নিজের হঠাৎ নিভে আসা মুখ আড়াল করে ছেলেটি তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নারায়ণবাবু। কেমন করে যেন জেনে গেছে ওরা, ছাত্রদের ব্যাপারে মাষ্টারমশাই বড়ো স্নেহ ব্যাকুল। অগাধ শ্রদ্ধা পেয়েছেন তিনি ওদের, পেয়েছেন গোপন লালিত মমতার ছোঁয়া। সেই পাওয়ার নেশাই কেমন করে ভুলিয়ে ছিল তাঁকে।

বিচিত্র শব্দগুলোয় রঙ চড়িয়ে, সুন্দর করে, ছাত্রদের স্বপ্ন অভিজ্ঞানের এজলাসে হাজির করতে গিয়ে, নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন শব্দের মায়ায়। যেন সেগুলো, কিংবা বলা যায় সে দার্শনিক বুলিবাকা গুলোও, তার চোখের সামনে ভিজে ভিজে বড়ো হয়ে ওঠা আরো ...

[illegible]

জোনো রকমে গিলে, মুখস্থ করে; তারপর পরীক্ষা উত্তরে হাঁফ ছেড়ে ভুলে যাওয়া। অসংখ্য বই আর অনন্ত নোটবই! সে যাক। আমাদের জন্যে 'এখনো' কেন ভাবেন বলুন ... চিংড়ি নিয়ে গেলেও তো গন্ধ হয় মাছের।

মাছের দোকানের সামনে। মাছওয়ালা চেঁচিয়ে কাকে যেন জবাব দিলে—'চার টাকা বাবু, গোটা চার, ...

[illegible]

নকল হইতে সাবধান

এতদ্বারা বিখ্যাত "বাকলা" ঔষধের ক্রেতা ও বিক্রেতা-বর্গকে জানান যাইতেছে যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাজারে বা দোকানে দোকানে যাইয়া অর্ডার সংগ্রহের জন্য আমাদের কোন রিপ্রেজেনটেটিভ্ নাই। আসল "বাকলা" পাইতে হইলে সরাসরি আমাদের নিকট অর্ডার পাঠাইবেন।

দুর্নীতিবাজ নকলকারীদের কেহ ধরাইয়া দিতে পারিলে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

দি বাকলা ঔষধালয়

১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

[illegible]

কথা সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ প্রসঙ্গে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে দুনিয়ার সব দেশে জনগণের একমাত্র এই ব্যবস্থা নিজেদের মুক্তি, সুখ, সমৃদ্ধি আনতে পারে এমত প্রকাশ করে গেছেন।

"মহাজনী সভ্যতা" থেকে নীচে খানিকটা অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হল।

"আজ এক নূতন সভ্যতার সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিয়েছে, যে সভ্যতা নাটকীয় মহাজনবাদ ও পুঁজিবাদের মূল শিকড় উৎপাটিত করে ফেলে দিয়েছে, যে সভ্যতার মূল সিদ্ধান্ত হল, প্রত্যেক ব্যক্তি যে শরীর ও মস্তিষ্কের পরিশ্রম করে কিছু উৎপন্ন করবে, সেই সমাজের পরম সম্মানিত সদস্য হতে পারবে, আর যে কেবল অন্যের পরিশ্রমের উপর বা বাপ-দাদার সঞ্চিত সম্পত্তির উপর বিলাসের জীবন যাপন করবে, সে হবে সমাজের নিকৃষ্ট ঘৃণ্য জীব ...

[illegible]

পুস্তক পরিচয়

সোবিয়েৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎপাদনাঙ্ক (১৯৬৫)—সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির একবিংশ কংগ্রেসে অনুমোদিত। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতাবাসের বার্ত্তা বিভাগ কর্ত্তৃক ১১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ হইতে প্রকাশিত। দাম—ত্রিশ নয়া পয়সা।

বইটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন এক মহাকাব্য পড়ছি। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো আজ সমগ্র বিশ্বে এক অভূতপূর্ব স্থান দখল করেছে। সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষ তো এদের সাফল্যে আনন্দিত হয়, শ্রদ্ধাও জানায়, এমনকি সমাজতন্ত্রের শত্রু মহলগুলোও তাকে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম না জানিয়ে পারেনা। সোবিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টির একবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত সাতসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য আবার পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলো থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এই সাতবছরে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এমন প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি ...

অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার বৈষয়িক ও আত্মিক সাধনা কত সহায়ক, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তুলনায় তা কত বেশী উদার এবং নিঃস্বার্থ!

কাজেই ভারতের শান্তিপ্রিয় ও দেশভক্ত মাত্রেই সোবিয়েতের সাতসালা পরিকল্পনাকে পরম উৎসাহ ও দরদভরা দৃষ্টিতেই দেখবেন সন্দেহ নেই। আর তাই এই বইয়ের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ তথ্য ও অঙ্ক আমাদের কানে এক উদ্দীপনাময় মহাকাব্যের মতই শোনাবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে। —অ, ন

প্রত্যাশিত সন্তান: শ্রীনির্মল আচার্য। প্রকাশক: নরেন্দ্র লাইব্রেরী, ৪০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম: পাঁচসিকা।

"নিশ্চয় পড়বেন," শিরোনামা ভূমিকায় "প্রত্যাশিত সন্তান" গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, "প্রত্যাশিত সন্তান লিখি চৌদ্দ বছর আগে।" অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি যে ঐ সময়ে গ্রন্থকার গ্রন্থখানা রচনা করেন। কিন্তু তখনি তিনি তা প্রকাশ করেন নি। কারণ লেখকের মতে "শিশুটিকে না লেখা পর্যন্ত তাকে সুধর জনতায় নেওয়া নিষিদ্ধ।" অবশ্য এক যুগ পরে তেরশ আটান সালে লেখক কিশোর গ্রন্থখানাকে যখন জনতায় নেওয়ার আদেশ দিলেন, তখন আমরা দেখলাম যে কিশোর শুধু পঙ্গু নয়, আকৃতিতে প্রকৃতিতে হাবা-গবা ও বীভৎস।

১৩৪৬ সালে, অর্থাৎ কুড়ি বছর আগের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখক কাহিনী শুরু করেছেন। যখন সমগ্র যুক্ত বঙ্গ যুড়ে কৃষক আন্দোলনে জোয়ারের বান ডেকেছিল, যখন ... কৃষক সন্তান বীরের মতো লড়াই করে আত্মদান করছিল সেই অগ্নিমুহূর্তে লেখক কিষাণ আন্দোলনের নেতা হিসাবে খাড়া করেছেন এক চোরকে—শুধু চোর নয়, সিঁদেল চোর।

সিঁদেল চোরটির মহাদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন, তারপর সংসারে সংঘাত সংঘর্ষ ঠোক্কর হোঁচা খেয়ে যৌবনে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে, এখানে সত্য মিথ্যা বা পাপ পুণ্য বোলে কিছুই নেই। আছে শুধু বেঁচে থাকার অপরিহার্য অধিকার। এবং এই দাবীকে যে পরিহাস করে চলে পাপ যদি থাকে তো সে তারই পাওনা। এখান থেকেই তার সত্যিকার জীবন আরম্ভ হলো। সে শুরু করলে চৌর্যবৃত্তি। এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই একজন নামজাদা সিঁদেল চোর বলে খ্যাতি রটলে, বড় চোর এবং ...

... সব চেয়ে মারাত্মক হল, লেখক অন্নদাতা কৃষক সমাজের শালীনতা-বোধ ও স্তভবুদ্ধির বিকৃত চিত্র পরিবেশন করেছেন। লেখক গ্রন্থের সঙ্গে অন্নপূর্ণা গোস্বামীর এক প্রশস্তি পত্র জুড়ে দিয়েছেন তাতে ...

... অন্নপূর্ণা গোস্বামী চিন্তাশীল সুলেখিকা ছিলেন, আমরা তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। —অ, চৌঃ

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের যুব সমাজঃ আজ, স্মির্নফ। দাম—২৫ নয়া পয়সা।

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়েছে—অর্থাৎ আমাদের মত পুঁজিবাদী ও পশ্চাৎপদ দেশের তুলনায় তো বটেই এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি পুঁজিবাদী অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায়ও তাই সোবিয়েৎ দেশ মানবেতিহাসের দৃষ্টিতে একটা পর্যায় এগিয়ে গেছে। তেমন একটি দেশের যুব সমাজ—অর্থাৎ যারা আগামী দিনের নেতা তাদের জীবনের পরিবেশ, অধিকার ইত্যাদি আমাদের মত দেশের যুবকদের পক্ষে তো অভাবনীয় বটেই—বৃটেন, আমেরিকার যুব-সমাজের পক্ষেও অচিন্তনীয়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক সোবিয়েৎ যুব সমাজের বিচিত্র উদ্যম ও উৎসাহপূর্ণ জীবনের আলেখ্য পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি—পারার কথাও নয়। কিন্তু শুধু তাতে যে রূপ-রেখা ফুটে উঠে—আমাদের যুব-সমাজ তা থেকে এবং পড়ে আশান্বিত এবং উৎসাহিত হবেন বলেই বিশ্বাস। —অ-ন

সংবিধান বিভ্রাট (ব্যাঙ্গ নাটিকা): লেখক: সুনীল দত্ত। দাম: ২৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১২।

কেরালার ঘটনা নিয়ে আজ ...

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

EPOCH MAKING BOOK!

BAHADUR SHAH II AND THE WAR OF 1857 IN DEHLI WITH ITS UNFORGETTABLE SCENES

by

DR. MAHDI HUSAIN, PH.D. (London) D.Lit. (Paris)

Price Rs. 20/-

The Book removes the gross misunderstandings created in the public mind in 1957 about the War of 1857 and proves convincingly that Bahadur Shah II was neither insincere nor unfaithful to the cause of the war.

Local Distributors:
Noor Library
12/1, Sareng Lane, Calcutta-14

পরীক্ষা পাশে অপরিহার্য্য

By General Editor: Prof. M. CHAKRAVARTI, M.A.

1. ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রশ্নোত্তরে) 2/8/-
2. ইংলণ্ডের ইতিহাস (প্রশ্নোত্তরে) 2/-
3. স্কুল ফাইনাল জিওগ্রাফী (প্রশ্নোত্তরে) 2/8/-
4. ভারতের শাসন-প্রণালী (প্রশ্নোত্তরে) 1/-
5. Rapid Readers: রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, ভারত-কল্যাণ, ছোটদের পথের পাঁচালী, গল্পগুচ্ছ। Robin Hood, Silas Marner, A Tale of Two Cities.

By Sudhir Kumar Bhattacharyya, M. A.

6. S. F. Bengali Second Paper 1/4/-

By General Editors: Profs. Roy & Chakravarty

7. পাঠ সংকলন শিক্ষা 2/12/-
8. S. F. Science (in Bengali) 1/8/-

By Profs. DUTTA & SINGHA.

9. Better English (Substance-Summary, Precis and Letter-Writing 2/-

By Prof. Kalyannath Dutta, M.A.

10. Better Essays 2/8/-

বিঃ দ্রঃ—অর্ডারের সহিত অগ্রিম পাঠাইবেন।

THE MODERN PUBLISHING CO.
5/1A, Nurmohammad Lane, Calcutta-9

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

॥ পর্যবেক্ষক ॥

৩০শে জুলাই জাকার্তা থেকে সংবাদ এসেছে—ইন্দোনেশিয়ায় নতুন 'নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ জাতীয় উপদেষ্টা সংসদে বিভিন্ন পার্টি থেকে গৃহীত ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে দু'জন কমিউনিস্ট: কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আইদিত এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিওতো।

৩০শে জুলাই বাগদাদের একটি অসমর্থিত সংবাদে জানা গেল—ইরাকের মন্ত্রিসভায় ... কমিউনিস্ট-সমর্থিত মন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীর মতভেদ ঘটেছে। মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট সমর্থক, সেটাই এখানে দেখবার বিষয়।

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে চাপি ফুটাতে না পারে, সেজন্যে জনগণের অভিভাবকত্ব সেখানে খুবই সতর্ক। এই সতর্কতা যখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, শিথিল ছিল, তখনই ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলি সুযোগ পেয়েছে—অন্ধ-কমিউনিস্ট বিদ্বেষ তখন জাতীয় স্বার্থানুযায়ী নীতির উর্দ্ধে স্থান পেয়ে গিয়েছিল। সরকারী মহল থেকে, ফৌজ থেকে, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা থেকে বিজাতীয় শক্তিগুলিকে অপসারণ করা হয়নি। সেই ভুলের জন্য ইন্দোনেশিয়াকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। তার নিদারুণ পরিণতি ঘটেছে প্রতিক্রিয়াপন্থী বিদ্রোহে। আবার বলে রাখা ভাল যে, বিজাতীয় ...

১৫ লক্ষ অনুন্নত খৃষ্টান

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছেন কিনা জানতে চাওয়ায় তাঁরা বলেন যে, খৃষ্টান সমাজের মধ্যে তাঁরা নিকৃষ্ট বলে গণ্য। গীর্জায় শেষ দিককার আসন থাকবে তাঁদের জন্য। মিশনারীদের কাছ থেকে তাঁরা কোন সাহায্য পান না। এই অনুন্নত খৃষ্টানদের গীর্জা ও "উন্নত" খৃষ্টানদের গীর্জা পৃথক। অনুন্নত খৃষ্টানদের ১৩০টি গীর্জা আছে। সেগুলোর অবস্থাও ক্ষীণ দশা। তাছাড়া চালা ঘরের মধ্যেও তাঁরা প্রার্থনা করেন। তাঁদের গীর্জাকে অর্থ সাহায্যও কেউ করেনা—একদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই খৃষ্টানদের সঙ্গে উন্নত খৃষ্টানদের বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্কও নাই, এমনকি একযোগে পানাহারও চলে না।

"কালাআদমী" আখ্যা দিয়ে হরিজনদের আক্রমণ করা হয়েছে বলে আমি যে সংবাদাদি পেয়েছি তা যাচাই করার জন্য তাঁদের কথাটা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা তা ...

বিকারগ্রস্ত শৈশব-কৈশোর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ...

...

২১,১৬,৪০০টি অপরাধ করে থাকে—অর্থাৎ দৈনিক অপরাধের সংখ্যা ৭,৬৬১। এগুলির মধ্যে শতকরা ৭১টি অপরাধ করে থাকে ১৩ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেরা। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বয়সের মতো ছেলে আছে তাদের পাচ ...

... যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু মন্তব্য করার দরকার করে না।

মুনাফা-শিকারীরা যে টাকার লোভে কিভাবে নিজেদেরই গোটা জাতির ভবিষ্যৎকে কবর দেয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উপরিলিখিত এই তথ্যগুলি।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করার উপায়

॥ এ, লিবক ॥

সোবিয়েৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য এ, এফ তুরের ক্লিনিকে অন্তঃসত্ত্বা নারীর ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করার গবেষণা এক অভূতপূর্ব সফল্য লাভ করিয়াছে। গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে গর্ভবতী নারীর রক্ত পরীক্ষার দ্বারা সন্তান পুত্র হইবে না কন্যা হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় ... বিশেষজ্ঞদের ... চিকিৎসাব্রতীদের আমরা আমাদের পদ্ধতিটি জানাইয়া দিতেছি। গর্ভাবস্থার কোন্ পর্যায়ে গর্ভবতীর রক্তের মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক ওয়াই, এ, ভেরেশচাগিন ৬০ জন গর্ভবতী নারীর রক্তের শ্বেত-কণিকার যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেন। সেই পরীক্ষার অধীন নারীরা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন না। তারপর তিনি ...

"যে ৩১ জন নারী কন্যা প্রসব করেন তাঁহাদের পরীক্ষার ফল :—

ক – ৪'৪ ; খ – ৫৮ ; গ – ৭'১ ; ঘ – ০'৩ ; ক + খ – ৬২'৪ ; ক + খ ÷ গ – ৮'৭৯।

...

পুস্তক পরিচয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

...

বিজ্ঞানের কথা

ঊর্দ্ধাকাশে প্রাণীবাহী দুইটি সোবিয়েৎ রকেট প্রেরণের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য (২)

ঊর্দ্ধাকাশে আরেকটি প্রাণীবাহী রকেট উৎক্ষিপ্ত

মস্কো, ১৩ই জুলাই—গত ১০ই জুলাই তারিখে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় সকাল ৮টা ৪৪ মিনিটে আরেকটি এক পর্য্যায়ের রকেট উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়। এই রকেট-বাহিত দুইটি কুকুর ও সমস্ত যন্ত্রপাতি প্যারাসুটের সাহায্যে এক পূর্ব্বনির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কুকুর দুইটির মধ্যে একটি—ওৎভাজনাইয়া—এই চতুর্থবার ঊর্দ্ধাকাশে প্রেরিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

রকেটের ভিতরে রক্ষিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীর অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ সম্পর্কে, উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট ও তড়িৎনিরপেক্ষ কণার সংযুতি সম্পর্কে এবং স্থির-তড়িৎক্ষেত্রের পরিমাপ সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। প্রাণী ও যন্ত্রপাতির ...

যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১০ই জুলাই তারিখে উৎক্ষিপ্ত এই সাম্প্রতিকতম রকেটের "পেলোড" ছিল ২২শত কিলোগ্রাম বা প্রায় ৪,৮৫০ পাউণ্ড। সাম্প্রতিক এই রকেটগুলিতে ক্রমেই বেশি বেশি করিয়া প্রাণী পাঠাইবার ফলে ভবিষ্যতে মানুষকে মহাশূন্যে পাঠাইবার লক্ষ্যে ক্রমেই অগ্রসর হওয়া যাইতেছে।

বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরবর্তী এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া মেঘাচ্ছাদিত অংশের যে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে তাহার ফলে পৃথিবীর তাপ বিকিরণের মাত্রা হিসাব করিতে সুবিধা হইবে। বিভিন্ন সময়ে রকেট ছাড়িয়া অনুরূপ আলোকচিত্র তুলিয়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর তাপ বিকিরণের মাত্রা নির্দেশ করিয়া এক সাধারণ "চার্ট" বা সারণী তৈয়ারী করা সম্ভব হইবে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ...

পৃথিবীর অবলোহিত বিকিরণের পরিমাণ সর্বপ্রথম নির্ণীত

...

উর্দ্ধস্তর হইতে গৃহীত এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া মেঘলোকের আলোকচিত্র। আয়নমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট ও তড়িৎনিরপেক্ষ কণাগুলির সংযুতি সম্পর্কেও বহু নূতন ও মূল্যবান তথ্য রকেটের ভিতরে রক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে।

রকেট-বাহিত যন্ত্রপাতি ও প্রাণীসহ আধারের ওজন ("পেলোড") ...

বায়ুমণ্ডলের সার্ব্বোচ্চ স্তরের গ্যাস-সংযুতি ও তড়িতাবিষ্ট কণার পরিমাণ

মস্কো—গত ২রা জুলাই তারিখে ও ১০ই জুলাই তারিখে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত দুইটি প্রাণীবাহী রকেট হইতে যে সব নূতন তথ্য পাওয়া

(২৪ পৃষ্ঠার দেখুন)

হ্যাঁ, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন..

গিন্নীর হাঁপানীর টান উঠেছে। বেচারা কষ্ট পাচ্ছেন। শুয়ে, বসে কোনরকমেই স্বস্তি নেই। শ্বাসকষ্টের এই দুঃসহ যন্ত্রণায় এ্যাজমলীন একশিশি তাড়াতাড়ি চাই। দেরী করবেন না, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।

এ্যাজমলীন

নূতন বা পুরাতন হাঁপানী, কাশি এবং যে কোন রকমের শ্বাসকষ্টের আশু উপশম করে আর নিয়মিত ব্যবহারে রোগের অবসান করে।

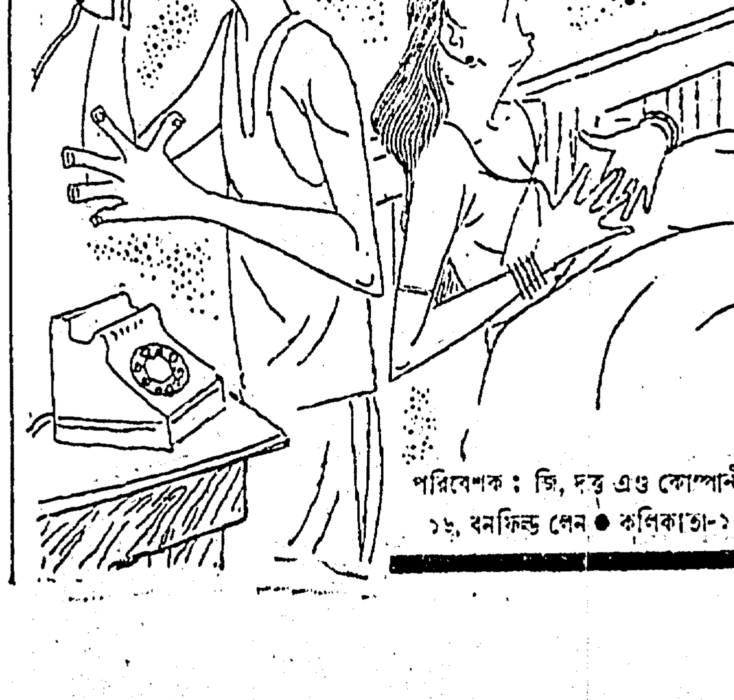

পরিবেশক : ডি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী
১৬, বনফিল্ড লেন ● কলিকাতা-১

...দের কিশোর ভাইবোনেরা

'কেরালায় কি ঘটছে?' তোমাদের কাছ থেকে এমন প্রশ্ন অনেক আসছে। আজকে তা-ই আলোচনা করি।

আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটে প্রতি রাজ্যে একটি করে বিধান-সভা নির্বাচিত করতে হয়। নিয়ম হলো যে-দলের লোক সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিধান-সভার আসন পাবে, সেই দলই সেই রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করবে। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কেরালা রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সমর্থিত স্বতন্ত্র সদস্যরা সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ায় কেরালা রাজ্যে তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর আগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভারতের কোনও রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি।

কিন্তু, দেশের সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হলেও, কেরালা রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ব্যাপারটাকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা এবং কেরালা রাজ্যের দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা, জমিদার-মহাজনরা আর ক্যাথলিক গির্জার মোহন্তরা খুব ভালো চোখে দেখলোনা। তারপর আবার কেরালা সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা এমন সব আইন-কানুন বানাবেন যার বলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-সরকারী চাকুরীয়া-শিক্ষক প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোক উপকার পাবেন, তখন তাদের আতঙ্ক চরমে উঠলো। তারা মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাই চেষ্টা করতে লাগলো যে-কোনও উপায়ে এই মন্ত্রিসভাকে খতম করার।

এ-কথা সবাই জানতো, কেরালারও সরকার জানতেন। তবু তাঁরা দৃঢ়ভাবে এমন কতকগুলো আইন তৈরি করলেন যার বলে (১) ক্যাথলিক গির্জার অধীন সমস্ত স্কুলসহ রাজ্যের সমস্ত বে-সরকারী স্কুল নিয়ন্ত্রণ করার ভার সরকারের হাতে এলো এবং যার ফলে বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মাইনে তো বাড়লোই, তাদের চাকরী যখন-তখন চলে যাবার ভয় আর রইলো না, (২) জমিদারদের অধিকার কমিয়ে জমির ওপর কৃষকের অধিকারের ব্যবস্থা হোলো, (৩) কল-কারখানা-বাগিচা প্রভৃতির শ্রমিকদের বেতন, বোনাস, ছুটি প্রভৃতি ছাড়াও অন্যান্য অনেক অধিকার বজায় হোলো। তা-ছাড়া আরও কতকগুলো আইনের খসড়া করে কেরালা সরকার বিধান-সভায় উপস্থিত করলেন যার ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের অধিকারের মাত্রা আরও অনেক বাড়লো।

এই যে আইন-কানুন যার বলে রাজ্যের বেশির ভাগ লোকের সুবিধা বা অধিকার-লাভ হোলো, তা কংগ্রেসের শাসনাধীন অন্য রাজ্যগুলিতে করা সম্ভব হলেও এ-যাবৎ তা করা হয়নি। এ-জন্যেও বটে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করে যারা পুঁজি মোটা করে তাদের স্বার্থে ঘা পড়লো বলেও বটে, কেরালা রাজ্যে রকমারী দল একসঙ্গে জোট বেঁধে কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম শুরু করে দিলো। স্কুল পুড়িয়ে, সরকারী আপিসে [illegible] উপদ্রব করে, বাস পুড়িয়ে [illegible] দাবীর ইস্তাহার [illegible] পুঁজিপতিদের লুটে-পুটে খাওয়াতে বাধ সাধলে তারা নিঃশব্দে তা মেনে নেবেনা, পৃথিবীর কোনও দেশে তা নেয় নি।

এত করেও যখন দেখা গেলো কেরালা সরকারকে টলানো সম্ভব হোলো না তখন এগিয়ে এলেন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। তাঁদেরই পরামর্শে গত ৩১শে জুলাই তারিখে কেরালার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে রাজ্যের সমস্ত শাসনক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

এমনি করেই ভারতের প্রথম সৎ, জনপ্রিয় ও জনকল্যাণকারী সরকারের সাধারণ মানুষের উপকার করার প্রচেষ্টার পথে বাধা পড়লো। ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই অশুভ সূচনা ঘটলো কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে।

তোমাদের সবাইকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

ইতি
তোমাদের
কিশোরভাই

১১ই শ্রাবণ, ১৮৮১ শকাব্দ
১৬ই শ্রাবণ ১৩৬৬ সাল।

কিশোরসভা

লোভী শেয়াল

লেখা: নন্দিনী মিত্র
আঁকা: রবীন রায়

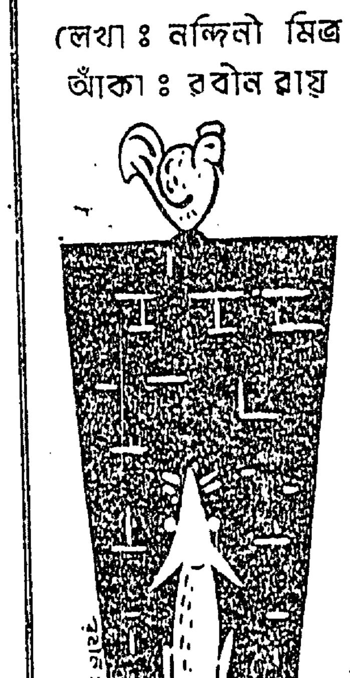

দখিন হাওয়া ফুরফুর
মুরগীর গন্ধ ভুর ভুর।
সামনে একটা দেয়াল—
ভাবছে বসে শেয়াল:
"মুরগী ধরা সহজ নয়"!
শেয়ালের তাই ভাবনা হয়।

সতীর্থ আসর সংবাদ

নদীয়ার পলাশীপাড়ায় 'পলাশীপাড়া সতীর্থ আসর' প্রতিষ্ঠার খবর অনেক দেরীতে এসে পৌঁছেছে। আসরের সম্পাদক [illegible] নির্বাচিত হয়েছেন [illegible] ও [illegible]।

দমদমে লালগড় কলোনীতে গত ২১শে জুলাই এক কিশোর সম্মেলনে "লালগড় সতীর্থ আসর" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রায় ৯০ জন কিশোর কিশোরী ও অভিভাবকের সমাবেশে "কিশোর সভা"র পক্ষে বক্তৃতা করেন শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৬ জন সতীর্থ-সতীর্থার এই সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হয় প্রাণগোপাল মজুমদার, সহকারী নেতা মনোজ চক্রবর্তী ও জ্যোৎস্না চক্রবর্তী। শ্রীশচীন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে গঠিত কার্যকরী সমিতিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীযতীন চন্দ্র সরকার, শ্রীহিমাংশু ধর শর্মা ও শ্রীচিত্তরঞ্জন বক্শী।

যারা সতীর্থ হোলো

৩১১৬। নিমাই চন্দ্র দাস (আড়িয়াদহ)
৩১১৭। সুপ্রভাত চক্রবর্তী (কাসুন্দিয়া রোড)
৩১১৮। দেবেন্দ্রনাথ পাল (মামজোয়ান)
৩১১৯। প্রতিভা উপাধ্যায় (ঘাটশিলা)
৩১২০। বিজয় কুমার উপাধ্যায় (ঐ)
৩১২১। সঞ্জয় সরকার (ভাটপাড়া)
৩১২২। মানস কুমার দেবদাস (ঐ)
৩১২৩। দিলীপ কুমার সরকার (কোলাঘাট)
৩১২৪। সন্তোষ গোবিন্দ সেন (সাঁইথিয়া)
৩১২৫। নন্দলাল ব্যানার্জী (শ্যামনগর)
৩১২৬। কালীকিঙ্কর শর্মা (ঐ)
৩১২৭। আশুতোষ দেব (ঐ)
৩১২৮। অরবিন্দ সরকার (ঐ)
৩১২৯। কৃষ্ণা বর্দ্ধন (সাঁইথিয়া)
৩১৩০। অসীম কুমার বিশ্বাস (পলাশী)

উদ্দেশ্য-সংগঠন

সম্মিলন সতীর্থ আসর একটি ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উচ্চতা চার ফিট দশ ইঞ্চি। প্রবেশ মূল্য এক টাকা। প্রতি দলে সাতজন খেলোয়াড় অংশ নিতে পারবে। নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই আগস্ট। নাম পাঠাবার ঠিকানা: সম্মিলন সতীর্থ আসর, খলিসা-কোটা পল্লী, সুলতানপুর, চব্বিশ পরগনা।

অরুন্ধতী সতীর্থ আসরের মুখপত্র "নবাঙ্কুর"-এর নবম সংখ্যার জন্য ১০ই আগস্টের মধ্যে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি চাই। পাঠাবার ঠিকানা: অরুন্ধতী সতীর্থ আসর, ৩১বি, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫।

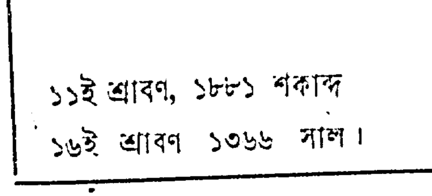

১২৩

১। কেরালা রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি কেরালার শাসনভার হাতে নিলেন সংবিধানের কোন্ ধারা অনুসারে?

২। 'টোকা' কথাটার ক'টা অর্থ হয়?

৩। রাজস্থান রাজ্যের রাজধানী কোথায়?

৪। "ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে,
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
(ওরা) যতই রাগে মারবে তাই
(মোদের) তত্তই ছুটবে"
কার লেখা?

নাম ও সতীর্থনম্বরসহ উত্তর ৬ই আগস্টের মধ্যে পৌঁছানো চাই। পোস্টকার্ডে উত্তর দিলেও চলবে।

উত্তর

১। শিল্পী সলিল চৌধুরী।
২। ম্যানোলিস গ্লেজোস।
৩। ৯৬৩ সাল। (গত ১লা বৈশাখের 'কিশোর সভা'য় এই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিলো। সেটা তোমরা আবার পড়ে নিতে পারো।)
৪। সলিল চৌধুরীর একটি জনপ্রিয় গানের অংশ।

তিনটি নির্ভুল উত্তর:

মৃণালকান্তি নাথ (২৪৫৭), প্রণবেশ কান্তি নাথ (৩০৫২), রবীন্দ্র নাথ গুহ (২৭৫৯), গৌরী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (৩০৭১), পরিমল কুমার গাঙ্গুলী (৩৫৭১), কার্ত্তিক চন্দ্র রায় (৩০৪৯), দিলীপ কর্মকার (২৮৩৮), সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস (৩০৭৫), নির্মল

জরুরী ঘোষণা

আজ বিকেলে ৪টেয় আবৃত্তি-বিচারের পূর্ণ মহড়া পরিচালনা করবেন সবিতাব্রত দত্ত। যারা এখনও নাম দাওনি, তারা আজকে যথাসময়ে "স্বাধীনতা" অফিসে উপস্থিত হবে।

আগামী মঙ্গল ও বুধবার বিকেল ৫টা থেকে নাটকের মহড়া হবে। নাটকে অংশগ্রহণকারীরা ঠিক সময়ে হাজির হবে।

আজকে আবৃত্তির মহড়ার পরেই "অনুষ্ঠান কমিটি"র একটি জরুরী সভা হবে। কমিটির সব সদস্যের উপস্থিত থাকা চাই-ই।

—কিশোরভাই

বসু (৩০৭৪), আশুতোষ দেব (?), অরবিন্দ সরকার (?), সুশীল কুমার সারদেল (৩০৭৩), নন্দলাল ব্যানার্জী (?), ফণিভূষণ সাহা (৩১২৯), শক্তি প্রসাদ পাল (৩১২৬)।

দুইটি নির্ভুল উত্তর:

সুব্রত ঘোষ রায় (৩০৬৯), সুস্মিতা ঘোষ রায় (৩০৭০) সুজিৎ দত্ত (?), অনন্ত বিমল মুখোপাধ্যায় (২২৫৩), পঙ্কজ কান্তি ঘোষ (৩৪৩৩), নিতাই চন্দ্র ঘোষ (২১১৭), সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (২২৭৪), বিষ্ণুপদ ঘোষ (৩০৬৬), দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৪৩৪), জয়কৃষ্ণমল মুখোপাধ্যায় (৩৩৪০), কল্যাণী বসু (৪৬২), দেবযানী বসু (৩২৯০), ইন্দ্রাণী বসু (৩১৯৪)।

একটি নির্ভুল উত্তর:

সাধন মণ্ডল (২৪৮০), প্রসূন মাধব চট্টোপাধ্যায় (৩০৯৮); বিকাশ বিশ্বাস (১০৭১); অমিয় কুমার পাল (২০৮০); আনন্দ কিশোর পাল (২০৮১), দিলীপ কুমার শীল (৩০৪৯), সরোজ গাঙ্গুলী (৩২৩৪) অশেষ সেন (৩২৮০)।

শ্রীনাম্বুদিরিপাদের দৃপ্ত ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাইতে না দেবার জন্য, কিংবা সংবিধানের মর্ম উপেক্ষা করিয়া একটি রাজ্যসরকারকে বাতিল করিয়া দেবার জন্য কেবল আমরা দুঃখিত নহি, অধিকন্তু আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ হইল যে এই কার্য্যক্রম কেরালা রাজ্যে জটিল রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিলতর করিবে এবং সারা ভারতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু অগ্রগতি বিপন্ন হইবে।

গত দুইমাসে কেরালায় যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে এবং যেজন্য শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহাতে একটি সহজ প্রশ্ন লোকের মনে জাগিয়াছে। প্রশ্নটি হইল—কোন সরকার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও এবং বিরোধীদল সমূহের "শাসন অচল করিবার" যত আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা কম শক্তি প্রয়োগ করা হইলেও সেই রাজ্য সরকারকে বাতিল করিবার জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চলিতে পারে কি না।

বহুবারই আমাদের বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইন সভাসমূহের সিদ্ধান্তগুলি অলঙ্ঘনীয়; এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন, বিক্ষোভ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রভৃতি বরদাস্ত করা হইবে না। বোম্বাই রাজ্যে দ্বিভাষিক রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজ্যে আরও বহু আন্দোলন এই যুক্তিতেই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া দৃঢ় ও কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। যে সকল রাজ্যে কংগ্রেস সরকার রহিয়াছে কেবল সেই সকল রাজ্যেই কি পার্লামেন্ট বা বিধান সভাসমূহের সিদ্ধান্ত [illegible] বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে এই [illegible] এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন থাকিবে সেসব রাজ্যেও একই নীতি প্রযোজ্য হইবে?

"গণ-অভ্যুত্থান" সম্বন্ধে যতই প্রচার করা হউক না কেন, এই সত্য কোন প্রকারে চাপা দেওয়া যাইবে না যে, যে-সকল ঘটনাবলীর পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফৎ সেইসব ঘটনা সৃষ্টির জন্য প্রথম হইতেই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল। ইহা সর্বজন বিদিত যে, উটকামণ্ডে কেরালা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সহিত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতাদের কয়েকদফার আলোচনার পরই কেরালায় প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেরালা বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীচাকো বলিয়াছেন যে, শ্রীঢেবর এক বিবৃতির ভিত্তিতেই কেরালা কংগ্রেস আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও বলা হইয়াছে যে, শ্রীঢেবর-বিবৃতি সম্বন্ধে "কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি" হইয়াছে, তবে একথা সত্য যে, কোন না কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে উটকামণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কংগ্রেস বাহ্যত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, অন্যেরা যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে তাহা শান্তিপূর্ণ ও অহিংস রাখিবার জন্য কংগ্রেসও যোগ দিবে। কিন্তু কেরালা কংগ্রেসের নেতারাও অস্বীকার করিতে পারেন না যে, তাঁহারা বহু বিবৃতিতে আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখিবার কথা বলিয়াও সরকারকে অচল করা আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। একথাও তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, সরকারী বাসে, স্কুলে পিকেটিং করা, সরকারী অফিসসমূহে গণ-পিকেটিং, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও অন্যান্য ভারতীয় কংগ্রেস নেতারা [illegible] করিলেও কেরালা কংগ্রেস ও কংগ্রেসীদের এই ধরনের পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণে বাধা দেন [illegible]। গণ-পিকেটিং এমন জঘন্য রূপ [illegible] করিয়াছিল যে, পিকেটাররা [illegible] করিয়া সরকারী অফিসে ঢুকিয়া পড়িত, কর্মচারীদের বাধা দিত, এমন কি পি এস পি ও অন্যান্য বিরোধীদলের পতাকা সমূহ জেলা আদালত ও [illegible] সরকারী অফিসসমূহে উত্তোলন হইত। কংগ্রেসসহ বিরোধী দলসমূহ এই ধরনের [illegible] সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল

তাহারা সেক্রেটারিয়েটে গণ-অভিযান করিবেন এবং সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচিত রাজ্য-সরকারের কার্যকলাপ অচল করিয়া সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য না করা পর্যন্ত কিংবা পরিচ্যুত না করা পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটে অবস্থান করিবেন। "শান্তিপূর্ণ ও অহিংস" বুলি আওড়াইয়া অন্যান্য দলকে যে কংগ্রেস নেতারা সর্বদা বক্তৃতা দিয়া থাকেন তাঁহাদের এই ধরনের কার্যকলাপ কোন প্রকার যুক্তিদ্বারাই আদৌ [illegible] সমর্থন করা যায় না।

কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলসমূহ যখন "রাজ্যসরকারের শাসনকার্য অচল করিবার" জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে তখন ব্যাংকমালিক সমিতি জাতীয় স্বার্থবিরোধী পন্থা গ্রহণ করেন [illegible] জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য সরকার জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ঋণ চাহিলে তাহা দিতে অস্বীকার করেন। একই পন্থা অনুসরণ করিয়া কুট্টানাদের জমিদাররা এক বৎসরের জন্য একলক্ষ একরের বেশী জমি পতিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নেতারা সকল সময়েই বলিয়া থাকেন যে, জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচী সকল প্রকার রাজনীতির ঊর্দ্ধে, অথচ কেরালায় কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাংকমালিক ও জমিদারের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে যাইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দকে যে সহজ ও সরল প্রশ্নটির জবাব দিতে হইবে তাহা হইতেছে: কেরালায় বিরোধী দলগুলির এই সব কার্য্যকলাপ [illegible] নীতি ও বক্তব্য [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দ কি এই সব কার্য্যকলাপ অনুমোদন করেন; যদি না করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে নিন্দা করেন নাই কেন? অন্যদিকে কেন তাঁহারা কেরালায় নৃশংস "দমননীতি" সরকারের পক্ষ হইতে "হিংসা" সম্পর্কে জোর গলায় চীৎকার করিতেছিলেন? অথচ বস্তুতঃ সংবিধান অনুসারে কার্যরত সরকারের উপর এই ঐক্যবদ্ধ হামলার সম্মুখীন হইবার জন্য যে পরিমাণ বল প্রয়োগ হইয়াছে তাহা অন্যান্য কয়েকটি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে যে বল প্রয়োগ করা হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক কম।

ইহা সুবিদিত যে, কংগ্রেস ও অন্যান্যদের যে সমস্ত কার্যাকলাপকে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া মনে করে তাহা আন্তরিকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে এই আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে উঠা দূরে থাকুক, আদৌ আন্দোলন শুরু করাই সম্ভব হইত না। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রত্যেকেই উহা করিতে অস্বীকার করায় কেরালা কংগ্রেস ও বিমোচন সমিতির মধ্যেকার তাহাদের মিত্ররা এই সমস্ত সমাজবিরোধী কার্যাকলাপ পরিচালনায় সাহস পাইয়াছে। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই সমাজ-বিরোধী কার্যাকলাপকে দৃঢ়তার সঙ্গে বন্ধ করার চেষ্টা করিবার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কেরালা সরকারের উপরই আক্রমণ চালাইয়াছে। বিরোধীদের এই চালাও স্বাধীনতা দান ও পরিণতি হিসাবে অবস্থার আর অবনতি ঘটিতে দেওয়া যায় না অজুহাতে রাজ্য সরকারকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমাদের সংবিধানের যাহা কিছু গণতান্ত্রিক তাহাকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই প্রথম ভুল পদক্ষেপ যদি সময়মত সংশোধিত না হয়, যদি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড অন্ততঃ এখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কেরালায় যাহা ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ না করে, তাহা হইলে কংগ্রেস সংগঠনের গণতান্ত্রিক ভান সম্পর্কে কোন সৎ লোকের আর কোন আস্থা থাকিবে না। সেইজন্য আমাদের দেশে গণতন্ত্র রক্ষা করিতে আগ্রহী প্রত্যেকের কর্তব্য হইতেছে প্রাদেশিক স্ব-[illegible]শাসনের উপর ও বিধানমণ্ডলীর [illegible] কোন অকংগ্রেসী দলের সরকা[illegible]

অধিকারের উপর এই প্রথম বিরাট আঘাতকে পরাস্ত করা এবং যে অধিকার অন্য দল ভোগ করেনা সেই অধিকার কংগ্রেসও ভোগ করিবে না এই নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আমাদের গোটা দেশের গণতান্ত্রিক জনমতের বিরাট অংশ এই বিপদ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা কৃতজ্ঞ। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। আমরা স্থির নিশ্চয় যে, এই গণতান্ত্রিক জনমত আরও শক্তিসঞ্চয় করিবে এবং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের উপর অনুরূপ নগ্ন আক্রমণ হইলে এই জাগ্রত জনমত উহার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এই সুযোগে আমি কেরালা ও বাহিরের সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যাঁহারা গত আটাইশমাস ধরিয়া আমাদিগকে বন্ধুত্বমূলক আশীর্বাদ ও সমর্থন জানাইয়াছেন। কোটি কোটি ব্যক্তি ও হাজার হাজার সংগঠনের এই সমর্থন আমাদিগকে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে সহায়তা করিয়াছে। আমরা তাঁহাদের সকলকেই আশ্বাস দিতেছি যে, মন্ত্রিত্বেই থাকি কিংবা বাহিরেই থাকি, যে আদর্শের জন্য আমরা সারা জীবন ধরিয়া ও বিশেষতঃ গত আটাইশ মাস ধরিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছি সেই আদর্শের জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে থাকিব। কেরালার সরকারী কর্মচারীদের,—যাঁহাদের সহযোগিতা আমাদের বিপুল সহায়ক হইয়াছে, সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ না করিলে আমার কর্তব্যের ত্রুটি হইবে। আমরা কেরালার কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা হইল, [illegible] প্রশাসনিক এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া কাজ করিতে হইয়াছে যাঁহারা এই সমস্ত সমস্যা মিটাইবার কাজ করিয়া থাকেন। সরকারী চাকুরিয়াদের পক্ষেও নিশ্চয় শাসন বিভাগের কর্তৃত্বে আমাদের প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকট 'অপরিচিত' পদ্ধতিতে কাজ করিবার ব্যাপারে চিন্তা করিতে শিখাইতে আমাদের দেখিয়া নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে সংগ্রাম প্রায়ই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে অ-ফসারদের উপর প্রচুর চাপ ও খাটুনি পড়িয়াছে। জনগণের প্রতি অনুগত সেবার ভাবধারা লইয়া আমাদের সঙ্গে কাজ করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইতেছি:

এবিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় যে, শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পূর্বে ও গত আটাইশ মাসে কেরালার যে জনসাধারণের আমরা সেবা করিয়াছি বলিয়া দাবি করি, তাঁহারা গত আটাইশ মাসে আমরা যে কাজ করিয়াছি তাহা দ্বারাই আমাদের বিচার করিবেন। আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন (যেমন শিক্ষা আইন ও কৃষি সম্পর্ক আইন) প্রণয়ন করিয়াছি এবং শিল্প সম্পর্ক বিল, পঞ্চায়েৎ বিল, জেলা পরিষদ বিলের মত কয়েকটি বিল এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সমস্ত আইন প্রণয়ন ছাড়াও আমাদের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কয়েকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছি। আমি গর্বের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী কার্যকরী করিতে সরকারী শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা আমাদের শাসন কালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা দুঃখের বিষয় যে, যখন আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতেছিলাম তখন আমাদের চলিয়া যাইতে হইল। ইহা সত্ত্বেও জনসাধারণকে জানাইতে চাই যে, আমরা সরকারের বা সরকারের বাহিরে যেখানেই থাকি না কেন, গত ২৮ মাসে যে কাজ আমরা করিয়াছি তাহাই উত্তরোত্তর করিয়া যাইব। জনসাধারণের নিকট হইতে এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং উহা পাইব বলিয়া আশা করি।

হাজার হাজার পার্টি সদস্য ও পার্টি দরদীদের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ কার্যের ফলে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের কর্মের দ্বারা পারদর্শিত হইলেও, নতুন নতুন বিপদ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও এবং বিরোধীরা সংগ্রামের কায়দাকানুন পাল্টাইলেও আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। অন্যদিকে আমাদের সরকার ও পার্টির সমর্থনে এবং কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জনমতের ব্যাপক অভিব্যক্তি ও শুভেচ্ছা আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সকল দলের গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন লক্ষ লক্ষ লোককে সমবেত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহাদের সহিত আমাদের একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে, আরও দৃঢ় ঐক্য-সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যে শত্রুরা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের পথ রোধ করিতে হইবে।

উপসংহারে আমি আমাদের পার্টির সদস্য ও বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। গত কয়েক সপ্তাহে তাহারা যে অপরিসীম সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব। তাঁহাদের আদর্শ সংযমের ফলে ব্যাপক গণতান্ত্রিক জনমত আমরা লাভ করিয়াছি। আশা করি আগামী দিনের বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যে অসহনীয় পরিস্থিতিতেও তাঁহারা অনুরূপ সংযম দেখাইবেন। তাঁহারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, গণতান্ত্রিক জনমত বিরুদ্ধ দলসমূহকে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে দিবে না।

মার্কিন "সহায়তার" উত্তম 'প্রদর্শনী'

ওয়াশিংটন, ৩১শে জুলাই—ভারতের একটি সুতাকল বিশেষজ্ঞ দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুতাকল পরিদর্শন করিতে গিয়া কোন সুতাকলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।

মার্কিন "আন্তর্জাতিক সহযোগিতা" সংস্থার "কারিগরী সহায়তা" বিভাগই বিশেষজ্ঞদলটিকে লইয়া গিয়াছিলেন; ঐ বিভাগের একজন কর্তা বলিয়াছেন, দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতাবাসের "একটা ভুলের জন্যে" এমন ঘটিল। [illegible] নেতা বোম্বাইয়ের প্রভু মেহতা বলিয়াছেন, সুতাকলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা জাপানই ভারতের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু জাপানে সুতাকল দেখিতে এই বিশেষজ্ঞ দলটি কোন বাধা পান নাই। —রয়টার

জামশেদপুর ষড়যন্ত্র মামলা সাহায্য তহবীলে ওয়া বন্দীদের ৫০ টাকা দান

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

জামশেদপুর, ১লা আগষ্ট—জামশেদপুর ষড়যন্ত্র মামলা সাহায্য তহবীলে দান করার জন্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও এ-আই-টি-ইউ-সির পক্ষ হইতে যে আবেদন করা হইয়াছে তাহাতে সাড়া দিয়া ওয়া হত্যা মামলার বন্দীরা ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক দিন পূর্বে ধলা বীর শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ইউনাইটেড মিনারেল এই তহবীলে দান করিয়াছে।

জামশেদপুর মজদুর ইউনিয়ন ও বিহার টি-ইউ-সির পক্ষ হইতে দেশের প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক মানুষ ও সংগঠনের নিকট জামশেদপুর ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন।

মেটিয়াবুরুজে আবার ১৪৪ ধারা জারি

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট—মেটিয়াবুরুজ এলাকায় আজ হইতে পুনরায় দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে।

গত ২৬শে জানুয়ারীর এক হাঙ্গামা উপলক্ষ করিয়া ছয় মাস ধরিয়া এই এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৪৪ ধারা জারি ছিল। মাত্র গত ১৩ই জুলাই হইতে গত ১৯ দিন এই এলাকা ১৪৪ ধারা হইতে মুক্ত থাকিবার পর আজ হইতে পুনরায় হঠাৎ ইহা জারি করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে উক্ত অঞ্চলে কোন হাঙ্গামা, শান্তিভঙ্গের কোন ঘটনা না ঘটা সত্ত্বেও এবং অদূর ভবিষ্যতে শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে এই দমনমূলক ধারাটি ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া শ্রমিকেরা মনে করিতেছেন।

বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষার পাশের হার

[স্বাধীনতার রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১লা আগষ্ট—এই বৎসরের বি-এ এবং বি-এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে শতকরা ৬২ এবং ৫১ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাশ করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। শনিবার সিণ্ডিকেট সভায় ইহা আলোচিত হয়। ফলাফল আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

বিজ্ঞানের কথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দিয়াছে, সেগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া ১০ই জুলাইয়ের "প্রাভদা" ও "ইজভেস্তিয়া" সংবাদপত্রে নিখিল সোভিয়েৎ বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি আলেকজান্ডার নেস্মেয়ানভ পূর্ণ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

নেস্মেয়ানভ যেসব তথ্য বিবৃত করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হইল: এই রকেট দুইটির ভিতরে রক্ষিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সর্বপ্রথম সঠিক ভাবে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরের গ্যাস-সংযুক্ত ও বৈদ্যুতিক কণার পরিমাণ হিসাব করা গিয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের যে-অংশ পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা, সেই অংশে দুই হইতে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে ধনতড়িতাবিষ্ট কণার পরিমাণ হইল এক ঘন-সেণ্টিমিটারে [illegible] হাজার কিলোমিটার দূরত্বে (পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা অংশে) এর পরিমাণ পূর্বোক্ত পরিমাণের এক তৃতীয়াংশে কমিয়া আসে।

ইহার বেশি দূরত্বে ক্রমেই ধনতড়িতাবিষ্ট কণার পরিমাণ কমিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু আবার ২১ হাজার হইতে ২২ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে এই পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের পরিমাণের সমান।

দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা বায়ুমণ্ডলীয় অংশে ধনতড়িতাবিষ্ট কণার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটার স্থানে তিনশত হইতে চারশত কণা।

ইতিপূর্বে মহাকাশে আয়নিত গ্যাসের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ হইতে পরোক্ষ উপায়ে মাপা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই রকেট দুইটির সাহায্যে ইহা মাপা হইল প্রত্যক্ষ ভাবে। সেইজন্য এই হিসাবকেই সঠিক বলিয়া সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন।

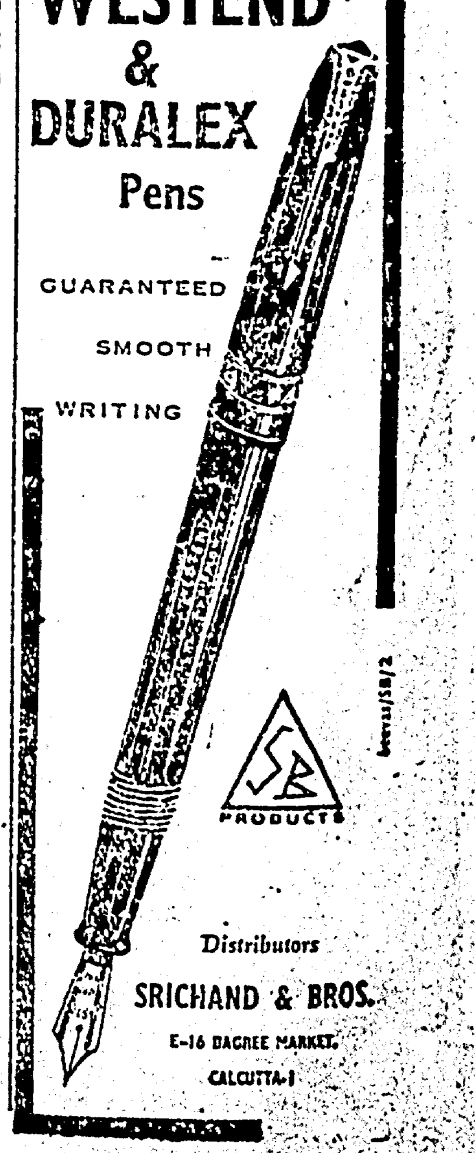

বিশেষ সংখ্যা

রেজিষ্টার্ড "মঙ্গল ঘট" ট্রেডমার্ক
গৃহলক্ষ্মীদের শোভা সিঁথিতে সিঁদুর
স্বদেশী
"অক্ষয় সিঁদুর"
ব্যবহার করুন
এম্. সি, জি, পি, ওয়ার্কস্
২১বি, নিবেদিতা লেন :: কলিকাতা ৩

স্বাধীনতা

SWADHINATA

Regd. No. C. 2969
Phone :: 24-1847
Address :: 33, Alimuddin Street, Cal-16
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভূপেশচন্দ্র গুপ্ত

যত উঁচু দরের কলমই হোক না কেন, ভাল কালি না হলে চ'লবে না।
প্রেসিডেন্ট কালি সেই অভাব পূরণে অদ্বিতীয়।
প্রেসিডেন্ট ইঙ্ক
রেজিষ্টার্ড
প্রেসিডেন্ট কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৭৩, গোরাচাঁদ বসু রোড :: কলিকাতা—৬

নব পর্যায়—৩য় বর্ষ—১৮৩তম সংখ্যা
অষ্টম বর্ষ—২২৯তম সংখ্যা
কলিকাতা—১৫ই আগষ্ট '৫৩ : শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ, '৬০ : Calcutta, 15th August ... —১৬ই আগষ্ট '৫৩ : রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ '৬০ মূল্য—
ভারতে ও পাকিস্তানে : দুই আনা
বিমানডাকে পাকিস্তানে : দুই পয়সা

কোয়ে দ্বীপে কোরীয়-চীনা রেডক্রস কর্ম্মীদের উপর আক্রমণ

বন্দীশিবির পরিদর্শন-কালে কাঁদুনেগ্যাস প্রয়োগ

রাজনীতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্বে আমেরিকার আপত্তি

গত ৯ই আগস্ট মার্কিন ও কোরীয়-চীনাপক্ষীয় যুক্ত রেডক্রসদল কর্তৃক কোয়ে দ্বীপে বন্দীশিবির পরিদর্শনকালে কোরীয়-চীনা কর্মীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া হয়। এই আক্রমণ চালাইবার পূর্ব্বে মার্কিনপক্ষীয় কর্মী ও রক্ষীদের গ্যাস মুখোশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৪ই আগষ্ট নূতন চীন সংবাদ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত এই সংবাদের সহিত রয়টার সিউল হইতে জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সিংম্যান রী বলিয়াছেন—যতশীঘ্র সম্ভব উত্তর কোরিয়া আক্রমণই তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং তাঁহার 'প্রধান মন্ত্রী' বলিয়াছেন—অস্ত্রবলে ছাড়া কোরিয়ার ঐক্যসাধন সম্ভব হইবে না।

জাতিসংঘে প্রধান মার্কিন প্রতিনিধি ক্যাবট লজ ১৩ই আগষ্ট রাত্রে নিউ ইয়র্কে বলিয়াছেন যে, কোরিয়া সম্পর্কে রাজনীতিক সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণ করা চলিবে না। তিনি বলেন—সোভিয়েট ইউনিয়ন ... করিতে পারেন।

পি-টি-আই'এর বিশেষ সংবাদদাতা নিউইয়র্ক হইতে জানাইয়াছেন যে, কোরিয়ায় মার্কিন পক্ষে যে ১৬টি দেশের ফৌজ লড়িয়াছে তাহাদের প্রতিনিধিদের বৈঠকে অধিকাংশের ...

সেনেটার পিয়ারসন ১৩ই আগষ্ট অটোয়ায় বলিয়াছেন যে, রাজনীতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি থাকেন, ইহাই কানাডার ইচ্ছা। ...

—রয়টার

ফ্রান্সে ৪০লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্ম্মচারীর ধর্ম্মঘট অব্যাহত

প্যারিস, ১৪ই আগস্ট—মজুরিবৃদ্ধির জন্য ও জনগণবিরোধী সরকারী আর্থনীতিক ব্যবস্থাবলী প্রত্যাহারের দাবিতে ফ্রান্সে ৪০ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘট আজও অব্যাহত রহিয়াছে। —রয়টার

মাত্র চার টাকায় শিশু বিক্রয়ের চেষ্টা

'স্বাধীন' ভারতের ক্ষুধিত মাতা-পিতার বাঁচিবার চেষ্টা

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

জলপাইগুড়ি, ১৩ই আগস্ট—কোতয়ালী থানার শিকারপুর গ্রামের শ্রীবিচরণ সর্দারের স্ত্রী ময়না দাসী ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া গত ৭ই আগস্ট তাঁহার শিশু কন্যা দেড় বৎসরের প্যারুলকে ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যান্ত শিশুটিকে তিনি ৪৲ টাকায় বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্রেতা পান নাই।

উক্ত বিচরণ সর্দার পূর্ব্ব পাকিস্থানের ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চল হইতে আগত উদ্বাস্তু কৃষক। তিনি ৩ বৎসর পূর্ব্বে জলপাইগুড়ি আসেন এবং সরকারী ...

চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া বন্দী আটক

বাঙ্গালী ও অবশিষ্ট দলের খেলা অমীমাংসিত

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে ৬ লক্ষ লোক রেশন লইতে অসমর্থ

মূল্যবৃদ্ধি ও দ্রুত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের পরিণতি

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—গত কয়েক সপ্তাহে বৃহত্তর কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশন দোকান এবং গভর্ণমেণ্ট ষ্টোরগুলিতে রেশনকার্ডধারীদের প্রতি দশজনের একজন রেশন তুলিতেছে না বলিয়া জানা গেল।

এইভাবে মোট ৬০ লক্ষ রেশন-কার্ডওয়ালা লোকের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ লোক সপ্তাহের রেশন তুলিতেছেন না।

ব্যাপারটি এত গুরুতর অবস্থা ধারণ করিয়াছে যে পূর্ব্বে যেখানে একসঙ্গে ২ সপ্তাহ রেশন না তুলিলে রেশন দোকানেই কার্ডগুলি বাতিল করা হইত, এখন খাদ্য-বিভাগের বিশেষ নির্দেশক্রমে এই সরাসরি কার্ড বাতিল করা পদ্ধতি নাকচ করা হইয়াছে। তৃতীয় সপ্তাহে রেশন কার্ডধারীদের পত্রোত্তরে রেশন না তুলিবার কারণ দর্শাইতে বলা হইতেছে। এবং চতুর্থ সপ্তাহেও রেশন অফিস হইতে পুনরায় রেশন কার্ড 'রিনিউ' করিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

(৮-এর পাতায় দ্রঃ)

লণ্ডনে ভারত-বিদ্বেষী ফিল্ম

প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিবার দাবি অগ্রাহ্য

বিরোধ মীমাংসা সম্ভব

পাক প্রধানমন্ত্রীর আশা প্রকাশ

করাচী, ১৪ই আগস্ট—পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী আগামী রবিবার দিল্লী যাত্রা করিবেন। তাঁহার সঙ্গে যাইবেন পাক-পররাষ্ট্র সচিব মহম্মদ আকরাম খাঁ এবং দুইজন কাশ্মীর-বিশেষজ্ঞ। ... নিকট আরেকটি বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। উহার মর্মার্থ গোপন রাখা হইয়াছে।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আজ মহম্মদ আলী বলেন, পাক-ভারত বিরোধের মীমাংসা সম্ভব বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন।

তিনি বলেন যে, যদিও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন, তথাপি শেখ আবদুল্লার অপসারণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ... —রয়টার

জরুরী অবস্থা ঘোষণায় সিংহলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব

সাড়ে বার আনা দরে চিনি সরকার কর্তৃক সরবরাহের আশ্বাস

১১ হাজার উজানীয়া জাহাজীর ধর্ম্মঘট

২ হাজারের শোভাযাত্রা : ছাঁটাই ও বেকারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—আজ ক্যালকাটা রিভার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ২৮টি জাহাজ কোম্পানির ১১ হাজার উজানীয়া জাহাজী শ্রমিক বেলা ১১টার পর প্রতীক ধর্মঘট করেন। ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে এবং ট্রাইব্যুনালে শুনানী শুরু করায় গভর্ণমেণ্টের ঢিলামির প্রতিবাদে শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের বিক্ষোভ আজিকার ধর্মঘটে রূপ লয়।

ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দিয়া ম্যাকনীল বেরী, আই, জি, এন্ড আর, এন, ম্যাকেন্টোস জাহাজ, ... প্রভৃতি জাহাজ কোম্পানীগুলির দাঁড়ি, মাঝি প্রভৃতি ১১ হাজার শ্রমিক আসিয়া আসেন। বহু ঘাট হইতে বাণিজ্যিক পর্যান্ত সমস্ত চটকলের মাল ওঠা নামা বন্ধ হইয়া যায়। সমুদ্রগামী জাহাজে ও মাল ওঠা বন্ধ হয়।

২ হাজারের শোভাযাত্রা

ধর্মঘটী শ্রমিকরা বেলা ১টায় প্রিন্সেপঘাটে জমায়েত হন। বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া দুই হাজার শ্রমিকের সংঘবদ্ধ শোভাযাত্রা ডালহৌসী অঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানির ...

পূর্ণ উৎপাদনের জন্য নোটিস

বার্ণপুর শ্রমিকদের উপর গুণ্ডামী

নারী সহ ১১ জন আহত : ১৭ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার

['স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা]

বার্ণপুর, ১৩ই আগস্ট—পুলিস প্ররোচনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানির বার্ণপুর কারখানার কর্তৃপক্ষ এক নোটিস দিয়া জানাইয়াছেন, ১৫ই আগষ্ট হইতে শ্রমিকদের কারখানায় পূর্ণ উৎপাদন করিতে হইবে।

[৮-এর পাতায় দেখুন]

বার্ণপুরে ১৮ হাজার শ্রমিকের সভায় শ্লো-ডাউন জারি রাখার ঘোষণা

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা)

বার্ণপুর, ১৪ই আগস্ট—গতকাল এখানে বারো ময়দানে বার্ণপুর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আঠারো হাজার শ্রমিকের এক বিশাল সভায় বিভিন্ন বক্তা বার বার ঘোষণা করেন যে, সমস্ত দাবি না পাওয়া পর্যান্ত 'শ্লো-ডাউন' ধর্মঘটের অবসান হইবে না। সভায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং মিঃ রসের কার্যাকলাপের নিন্দা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীছোটেলাল ব্যাস।

কারখানার শ্রমিক এবং এ্যাকশন কমিটির নেতা শ্রীপশুপতি পাণ্ডে শ্রীঅনিল গুহ, শ্রীঅবোধ বিহারী মিশির, জনাব তাহের হোসেন, জনাব সিরোজুদ্দিন, শ্রী টি, কে, ব্যানার্জী, জনাব জাফর আলম এবং শ্রীরাম গোয়াঙ সভায় বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা হইতে আগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সৌভ্রাতৃমূলক প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ট্রাম ও বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা জনাব মহম্মদ ইসমাইল, শ্রীক্ষেত্র নারায়ণ মিশির ও শ্রীসুরজিত সিংহ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের বক্তৃতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বার্ণপুরের ইস্পাত শ্রমিকেরা যখন তাঁহাদের ন্যায্য দাবির সংগ্রামে জীবন পণ করিয়াছে এবং যে সংগ্রামের সূত্রপাতে পুলিস অহেতুকভাবে শ্রমিকদের হত্যা করিয়া বার্ণপুরের

[৮এর পাতায় দেখুন]

"অলকা" সাত দিনের মধ্যে চুল উঠা বন্ধ করে!
ইহা স্নানের পর পাঁচ মিনিট কাল ঘষিয়া লাগাইলে চুল উঠা চিরদিনের মত বন্ধ হয়।
"অলকা" সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।
KRISHNA CHEMICAL WORKS CAL-17

'গণ-সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষে

আজ ময়দানে বিকাল ৪॥টায় সম্মিলিত জনসমাবেশ

আহ্বায়ক :—কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টি, বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি, বলশেভিক পার্টি, সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড, রেড ফ্রন্ট, ইউনাইটেড মার্ক্সিষ্ট লীগ, সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি

বিভিন্ন স্থান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া সমাবেশে যোগ দিন

≡ ১৫ই আগষ্ট ≡
আজ স্বাধীনতার ষষ্ঠ বার্ষিকী দিবসে আমরা সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

মিনিয়েচার জাপানীক অলঙ্কারে
বৈচিত্র্যে
এইচ্. এল. সরকার এণ্ড কোং

স্বাধীনতা

শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ

পবিত্র সঙ্কল্প

ভারতের কপালে কলঙ্কের কালিমা আঁকা ১৫ই আগস্ট আজ আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। আজ জাতির জীবনে পরম লজ্জা ও গ্লানির দিন। কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার দিন।

এই দিনটিতেই কংগ্রেসী নেতারা জাতির শত্রু, দেশের শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মাটিতে ক্ষয়োন্মুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম রাখিবার জন্য আপস-রফা করিয়াছিলেন। ভারতের গলায় কমনওয়েলথের লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছিলেন।

হীন বিশ্বাসঘাতকতার এই চক্রান্ত গোপনে আড়াল করিয়া সেদিন দেশপূজ্য নেতারা স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন ও পীড়নে পীড়িত দেশবাসীর মনে আশার আলো জাগিয়াছিল। ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়াছিল। বিজয় নিশান উড়িয়াছিল।

ভরসা জাগিয়াছিল, দুঃখের রাত্রি এবার প্রভাত হইল বুঝি। ভরসা জাগিয়াছিল, খাদ্য, বস্ত্র ও চাকরি মিলিবে। জমি মিলিবে। শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশ শ্রীযুক্ত হইয়া উঠিবে।

একের পর একটি করিয়া ১৫ই আগস্ট পার হইয়াছে, আর একের পর একটি করিয়া সমস্ত আশা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। উৎসবের আড়ালের কুৎসিৎ রূপ নগ্ন ও বীভৎসভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

স্বাধীনতার তেরঙা ঝাণ্ডা ও স্বাধীন ভারতের অশোকস্তম্ভের আড়াল হইতে বৃটিশ লুণ্ঠনকারীর দল হিংস্র থাবা বাড়াইয়াছে।

চটকলে, কয়লাখনিতে, লোহা কারখানায়, চা-বাগিচায়, বিজলীতে বিলাতী মালিকের লুণ্ঠন অব্যাহত রহিয়াছে। ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির ভিতর দিয়া বৃটিশ লুণ্ঠনকারী দস্যুর সর্বগ্রাসী মূর্তি উলঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কংগ্রেসী শাসকরা যে বিশ্বাসঘাতকতার উপর আবরণ টানিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সে আবরণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জাতীয় স্বার্থ পদদলিত করিয়া, বিলাতী মালিকের স্বার্থে দেশের মানুষের বুকের রক্তে বন্যা বহাইয়া এই সরকার সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন, এই কংগ্রেসী সরকার বিলাতী সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের পাহারাদার। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের শুভদিনের মুখোশ এমনি করিয়াই টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসী শাসনের ছয়টি বছরে মানুষ পেট পুরিয়া খাওয়া দূরে থাক, আধপেটাও খাইতে পায় নাই। দেশ জুড়িয়া নামিয়াছে খাদ্য সংকট। কংগ্রেসী শাসকরা খাদ্যের একচেটিয়া মালিক জমিদার ও বড় জোতদারদের লুণ্ঠন ও শোষণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। দেশবাসীকে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। কৃষককে জমিহারা, গৃহহারা করিয়াছেন। ইহার ফলে এই সরকার একটি কথাই প্রমাণ করিয়াছেন, এই সরকার জন-স্বার্থ বিরোধী সরকার। মুষ্টিমেয় সামন্ত শোষকদের ধ্বজাবাহী সরকার।

বিপুল সম্পদে ভরা ভারতভূমি বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী শাসকদের কল্যাণে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে।

সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের কৃপায় দেশে শিল্পায়ন হইতেছে না। জাতির মঙ্গলে দেশের সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে না। সাম্রাজ্যবাদী রথচক্রে [illegible] চরম পরিণতি [illegible] এবং সর্বত্র [illegible] দেশ ডুবিতেছে। [illegible] কাটা যাইতেছে। কর্মচারীর চাকরি যাইয়া [illegible] বেকারীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

ছয়টি বছরের কংগ্রেসী শাসনের ইহাই অভিশাপ। কিন্তু মানুষ আজ আর অভিশাপ মাথা পাতিয়া মানিয়া নিতে চায় না। তাই ছয় বছর আগে কংগ্রেসী শাসনের উদ্বোধনের দিনে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জয়ধ্বনি করিয়াছিল, তাহাদেরই কণ্ঠে আজ কংগ্রেসী শাসনের প্রতি ধিক্কারের বজ্রধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে।

১৫ই আগস্টের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বারুদের স্তূপ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। জুলাইয়ের কলিকাতা ইহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কলিকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন আগামী দিনের বিপুল আন্দোলনেরই ইঙ্গিত।

কলিকাতার অমর আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে আজিকার দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি জাগ্রত করে শ্রমিক শ্রেণী। ১৫ই জুলাইয়ের ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট ও পরবর্তী দিনগুলির বীরত্বপূর্ণ ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট সেই নূতন পথেরই দিক্‌নির্ণয়।

শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, মহিলা—সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামিলে যে, শক্তি কত দুর্বার হইয়া উঠে, জুলাইয়ের কলিকাতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে। গণতান্ত্রিক দলগুলি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইলে সে-আন্দোলন কত প্রবল হয় কলিকাতার প্রতিরোধ আন্দোলন তাহারই পথ-নির্দেশ করিয়াছে।

আন্দোলনের আগুনে যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সুসংহত ও প্রসারিত করিয়াই আজ গণ-শক্তিকে নব নব জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শহর ও গ্রামের ঐক্য; শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য; শ্রমিক, কর্মচারী, মধ্যবিত্ত—সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক ঐক্যের পথেই আজ যাত্রা করিতে হইবে। এই পথেই খাদ্য, চাকরি ও জমির জন্য দেশব্যাপী বিরাট গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে।

ইহারই জন্য চাই আন্দোলনের অগ্রণী শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর একতা, ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য। চাই—শ্রমিকের পরম মিত্র, আন্দোলনের প্রধান শক্তি কৃষক সমাজের ভিতর ঐক্যবদ্ধ কৃষক সংগঠন। গণ-আন্দোলনের ইহাই হইবে প্রধান দুর্গ।

১৫ই আগস্ট বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী নেতারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে পতাকা ধুলায় লুটাইয়া দিয়াছেন, কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নিশ্চিতভাবেই সে পতাকা আজ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

১৫ই আগস্ট ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির সেই নব সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের অবসান চাই। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার চাই। ইহারই জন্য দেশব্যাপী প্রবল গণ-আন্দোলন গড়িবার সঙ্কল্প গ্রহণের দিন আজ।

আজিকার এই দিনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠুক: বিধান সরকার গদি ছাড়ো। ভারত সরকার কমনওয়েলথ ছাড়ো।

নূতন মার্কিন প্রতিবন্ধক

ডালেস কর্তৃক 'ব্ল্যাক্‌মেইলে'র পন্থা গ্রহণ

কোরীয়-চীনা পক্ষ "অসংখ্য" মার্কিনপক্ষীয় বন্দীকে "আটক রাখিতে চাহিতেছে", এই ধুয়া তুলিয়া মার্কিন ফৌজের মন্ত্রী ১২ই আগস্ট সিউলে সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে, এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নাই, কিন্তু যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

রয়টার জানাইয়াছেন, তিনি আরও বলেন যে, যথেষ্ট সংখ্যায় মার্কিন ফৌজ আরও কয়েক বছর কোরিয়ায় থাকিবে।

রয়টারই জানাইয়াছেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পিকিং রেডিও বলিয়াছেন—বন্দী প্রত্যর্পণের ব্যাপারে মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া এইভাবে ব্ল্যাক্‌মেইলের পন্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

যে সব যুদ্ধবন্দী বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিচারাধীন রহিয়াছে কিংবা দণ্ড ভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ না করিবার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক জেনেভা চুক্তিতেই আছে।

ডালেস বলিয়াছেন, কোরীয়-চীনা- [illegible]

কাশ্মীরে সংস্কার ব্যবস্থা

অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে কমিউনিষ্ট নেতার আহ্বান

জলন্ধর, ১৩ই আগস্ট—গত মঙ্গলবার কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসুন্দরাইয়া এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের নিকট ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর চক্রান্তের ফলে কাশ্মীর উপত্যকাকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করার হাত হইতে রক্ষা করার দাবি জানান।

সুন্দরাইয়া বলেন যে, প্রথম ধাপ হিসাবে সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকরী করা হোক, জনগণের অধিক দুর্গতি মোচন করা হোক। ইহার পর তাহাদের দেখা উচিত কাশ্মীরের জনগণ কি রায় দেন এবং তিনি বলেন, ইহা নিশ্চিতরূপে ভারতের সপক্ষে যাইবে। কাশ্মীর সংকটের অতীত পর্যালোচনা করিয়া সুন্দরাইয়া বলেন, জাতিসংঘের পক্ষ হইয়া বৈদেশিক চরেরা কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং তাহাদের চক্রান্ত শুরু করিয়া দেয়। শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তার ও পদচ্যুতি এই চরদের কার্যকলাপেরই পরিণতি।

সুন্দরাইয়া আরও বলেন যে, সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিতে গণতান্ত্রিক কাশ্মীর সরকারের সভ্যিকারের প্রচেষ্টাকে যদি ভারত সরকার দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন তাহা হইলে দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী তাহাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়াও কাশ্মীর জনগণ নিশ্চিতরূপে ভারতের সহিত থাকিবার পথ বাছিয়া লইবে। —পি টি আই

জামসেদপুরে বেকারী বিরোধী দিবস

ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের সিদ্ধান্ত

[নিজস্ব সংবাদদাতা]

জামসেদপুর, ১৩ই আগস্ট—সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আগামী ১৫ই আগস্ট যে বেকারী বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন সেই উপলক্ষে জামসেদপুরের বারী ময়দানে এক গণ-সমাবেশ হইবে। এই সভা আহ্বান করিয়াছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সিংভূম জেলা কমিটি, ফরওয়ার্ড ব্লক, জামসেদপুর মজদুর ইউনিয়ন ও [illegible] টিনপ্লেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সিংভূম জিলা কমিটির সম্পাদক শ্রীবারীন দে এক বিবৃতিতে বিভিন্ন দল ও ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের নিকট এক আবেদনে বলেন, এই সংযুক্ত মোর্চা ১৫ই আগস্ট দিনটিকে কেবলমাত্র বেকারী বিরোধী দিবস হিসাবেই পালন করিবে না—ইহা হইবে বেকারী ও ছাঁটাই এবং বেতন কমানোর বিরুদ্ধে বোনাসের দাবিতে জামসেদপুরে যে যে বৃহত্তর সংযুক্ত গণ-সমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে তাহারই [illegible]

মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের শৃংখল ভাঙ্গার দিন আসিয়াছে

গোটা জুলাই মাস ধরিয়া প্রতিরোধ আন্দোলনের বিপুল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লইয়া এ বছরের '১৫ই আগস্ট' আসিয়াছে। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের কমনওয়েলথ-মার্কা কংগ্রেসী শাসনের জাতিদ্রোহী স্বরূপ আর কোনদিন এতো প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

ছয় বছর কংগ্রেসী শাসনের চূড়ান্ত পরিণতিতে আজ সমস্ত জাতি জাতীয় আন্দোলনের সকল ঐতিহ্য সঙ্গে লইয়া কংগ্রেস-বিরোধী একটি যুক্তফ্রন্টে সমাবিষ্ট হইয়াছে। মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রগতিশীল শক্তি একদিকে, আর একদিকে জনসমর্থনহীন কংগ্রেসী পুলিসের লাটি-গুলি ও [illegible] বর্বর রাজত্ব। প্রতিক্রিয়ার পশুশক্তিকে ভ্রূকুটি করিয়া [illegible] গণ-ঐক্যের অমোঘ শক্তি মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের শৃংখল [illegible] যাইতেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের প্রতিবাদে পুঞ্জীভূত ঘৃণার বারুদস্তূপ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় আন্দোলন অমোঘ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সেদিন জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। সেদিনও কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করে নাই। "ভারত কোন পথে?" পুস্তকে ১৯৩৩ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নিজেই লিখিয়াছিলেন—"বিদেশী সরকারের বদলে যদি দেশী একটি সরকার গদীতে আসীন হন এবং তাঁহারা কায়েমী স্বার্থগুলিকে যথারীতি বাঁচাইয়া রাখেন, তবে উহাকে স্বাধীনতার ছায়া বলিয়াও অভিহিত করা যাইবে না।"

গত ছয় বছরের শাসনে কংগ্রেসী শাসকেরা জাতীয় আন্দোলনের সেই মূল অবর্জনীয় শপথকেই বর্জন করিয়াছেন।

১৯৪৭ সালে ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের প্রধান কর্মসচিব লর্ড ইসমে বলিয়াছিলেন— '৪৭ সালের মার্চ মাসের ভারতবর্ষ ছিল সমুদ্র মধ্যে একটি অগ্নিপ্রজ্বলিত জাহাজ। অগ্নিশর্মা-বারুদের গুদাম ছিল তীরে। একটি মাত্র প্রশ্নই তখন ছিল যে, বারুদের অগ্নিস্পর্শ হইবার আগেই জাহাজের আগুন নিভানো যাইবে কিনা। প্রকৃতপক্ষে যাহা আমরা করিয়াছিলাম উহা ছাড়া [illegible] করা যাইত না।" [illegible] দের আগুন তীরে মুক্তিকামী গণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিবিধভাবে মিশিয়া যাইবার আগেই কংগ্রেস নেতাদের শরণ লইয়াছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ১৫ই আগস্টের কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার মহড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

বৃটিশ শোষকদের লুণ্ঠনকে বাঁচাইয়া দিবার শপথ লইয়াই যে কংগ্রেসীরা গদীতে আরোহণ করিয়াছিলেন দিনের আলোর মত তাহা ক্রমে আরও বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিদেশী লুটেরাদের স্বর্গ [illegible]

[illegible]

খনিজ দ্রব্য (কয়লা বাদে)	৭৩
কয়লা	৬২
রবার বাগিচা	৩৪
ফাইনান্সিং	৪৬
বিদ্যুৎ	৪৩
কফি	৩৭
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩২

প্রভৃতি।

'৫১ সাল পর্যন্ত উহার খুব সামান্য যে রদবদল হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে।

বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা বিদেশে চালান

ভারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বছরে কত টাকা নিংড়াইয়া নেয় উহার একটি সর্বনিম্ন হিসাব ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর "ক্রস রোডস" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিয়োজিত মূলধনের সুদ লভ্যাংশ প্রভৃতিতে ৪০ কোটি টাকা, আমদানী বাণিজ্য যোগ করিলে ৬০ কোটি টাকা এবং তদুপরি রপ্তানি বাণিজ্যের লাভ যোগ দিলে কয়েকশত কোটি বিদেশীদের মুনাফা দাঁড়ায়।

মাউন্টব্যাটেন চুক্তি অনুসারে বিলাতের ১৬২০০ জনকে ভারতের কোষাগার হইতে পেনশন দেওয়া হয়।

লেখক:
জ্যোতি দাশগুপ্ত

'৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের অর্থসচিব দিনের [illegible] বার্ষিক খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

বিদেশে সংরক্ষিত ব্যাংকগুলি আমদানীরপ্তানী বাণিজ্য হইতে বার্ষিক মুনাফা করেন কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা।

এভাবেই ছয় বছর কংগ্রেস শাসনের পর ভারতবর্ষ হইতে বছরে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা যে বিদেশীরা লুণ্ঠন করে তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের কাছে কংগ্রেসী শাসকদের আত্ম- [illegible]

পশ্চিম বাংলা সরকারের দেশদ্রোহী চুক্তির দাসখতটি ভারত সরকারের উপরোক্ত চুক্তিগুলিরই সগোত্র ও সমতুল্য।

ভয়াবহ পরিণাম

ভারতের সম্পদ ও ভারতবাসীর শ্রমকে সস্তায় এভাবে বিদেশী শোষকদের লুণ্ঠন করিতে দিবার জবাবদ পরিণাম দেশের প্রত্যেকটি ঘরে দারিদ্র্য, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, বেকারী ও রোগশোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কমপক্ষে দেড়শত কোটি টাকা বার্ষিক বিদেশে চালান দিবার সুযোগ দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসী শাসকেরা প্রচার করিতেছেন যে, নিজেদের তথাকথিত "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"র জন্যও "দেশে টাকা নাই।" এই ধুয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের কাছে আরও আত্মসমর্পণের কাজেই ব্যবহার করা হইতেছে। তথাকথিত "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"র শতকরা ৩০ ভাগ মূলধনই বৃটিশ মার্কিন মূলধনীদের উপর নির্ভরশীল। দেশদ্রোহিতার বিষাক্ত চক্র সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়াছে। কংগ্রেসী শাসকদের এই হীন জাতিদ্রোহী সর্বনাশকে চাপিয়া রাখার কোন উপায় নাই।

সমগ্র জাতি কংগ্রেস শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সামিল হইয়েছে। শ্রীনেহরুরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন ভারতের মানুষেরা। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শক্তি সমাবেশের মধ্যে কংগ্রেসী শাসকদের স্থান আজ তাই দেশদ্রোহীদের শিবিরে।

[illegible]

নূতন ব্যবস্থার তাৎপর্য্য

নূতন কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্যাখ্যা

শ্রীনগর, ১৩ই আগস্ট—কাশ্মীর প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ আজ গ্রামাঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় সম্মেলন কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দেন।

প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের কাছে গত রবিবার বেতার ভাষণে ঘোষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং নূতন ব্যবস্থা সমূহকে কার্যে রূপদান ও গ্রামাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানান।

এখান হইতে তিনমাইল দূরে আজ একদল জনতার সহিত পুলিসের সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিস গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। উপত্যকার অন্যান্য অংশ হইতে শান্ত অবস্থার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আবদুল্লাপন্থীদের চেষ্টা ব্যর্থ

পি, টি, আই সংবাদ দিয়াছেন যে, নূতন কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে আবদুল্লা পন্থী ও পাকিস্তান সমর্থকদের যুক্ত ফ্রন্টের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা হয় যে উপত্যকার জন্য স্বাধীনতার দাবি অনেকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া কোন কোন বিরোধী মহল নূতন সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগের জন্য আবেদন করিবার [illegible]

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত

ইউনিয়ন অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ

এলাহাবাদ, ১৩ই আগস্ট—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ধর্মঘট আজ দ্বিতীয় দিনেও পুরাপুরি অব্যাহত থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থনে আজ শহরের ক্রিশ্চিয়ান ও সি-এম-পি ডিগ্রী কলেজের ছাত্ররাও ধর্মঘট করেন। ছাত্রদের দাবি কর্তৃপক্ষ মানিতে অস্বীকার করায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে এই ধর্মঘট চলিতেছে। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ইউনিয়ন গঠনতন্ত্রের মূলনীতি সমূহ নির্ধারণ করার জন্য কমিটি নিয়োগ করেন। ইউনিয়ন মনে করেন, কর্তৃপক্ষের এই কাজ ইউনিয়নের স্বাধীন সত্তা ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এবং তাঁহারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকেন। ৬ই আগস্ট হইতে অনশনকারী তিনজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিও ইউনিয়ন জানাইয়াছেন।

বিকালে ইউনিয়নের এক সাধারণ সভায় দাবি সমূহ না মিটানো পর্যন্ত ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত হয়। পরে ছাত্রদের এক মিছিল লাইব্রেরী বিল্ডিং পর্যন্ত গিয়া বিক্ষোভ [illegible]

[illegible]

জুলাইয়ের পথ

[illegible]

ছাঁটাই

[illegible]

লোকসভায় প্রশ্নোত্তর

রাজনৈতিক ভাতার প্রশ্ন

[illegible]

উড়িষ্যায়ও বন্যার প্রকোপ

[illegible]

সবরী উপনদীতে প্লাবন

[illegible]

আঘাত হানিতে হইবে

[illegible]

মর্ডার্ন ডিপোতে ধর্মঘট ও ছাঁটাই

[illegible]

নূতন নূতন দাসখত

[illegible]

যুব-ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী খেলা

[illegible]

খণ্ডিত দুর্দশাগ্রস্ত অংশ পশ্চিম বাংলা

[illegible]

বেকার সমস্যা কত ব্যাপক ?

—উৎপল ভাদুড়ী

ভারতের বেকার সমস্যার প্রকৃত চেহারা কত ব্যাপক, কতখানি ভয়াবহ ?

সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না। আমাদের সরকার বেকারের হিসাব রাখা প্রয়োজন মনে করেন না, বরং অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ যাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেস শাসকেরা অগণিত দেশবাসীর কর্মক্ষম হাত অকর্মণ্য রাখিয়া, গোটা সমাজজীবনকে পঙ্গু করিয়া, ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, সরকারের সেই সর্বনাশা দেশদ্রোহী স্বরূপ তাহা হইলে যে দেশের মানুষের নিকট আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

তবুও সরকারী ও আধা সরকারী অসম্পূর্ণ ও আংশিক তথ্যের মধ্য দিয়াই যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

বেকারীর দরুন জাতির প্রতি বছর ১০০০ কোটি টাকার ক্ষতি

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অর্থনৈতিক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রফেসার আরদারকার '৪৯ সালের ২১শে ডিসেম্বরে এক বেতার বক্তৃতায় ভারতের বেকার সমস্যার ভয়াবহতা এবং তাহার দরুন জাতীয় ক্ষতির পরিমাণের যে চিত্র তুলিয়া ধরেন তাহা নিম্নরূপ :

"১৯৪৫ সালের জুলাই হইতে (অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ হইতে) ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যে ৩০ লক্ষ বেকার নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন তাহার মধ্যে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষের কার্যসংস্থান হইয়াছে। অবস্থা আরো খারাপের দিকেই যাইতেছে।

"যুদ্ধের পর সৈন্য বাহিনী হইতে ১০ লক্ষ লোক বেকার হইয়াছেন, যুদ্ধজনিত বিভিন্ন গঠনকার্য্য (কনট্রাক্টস্যাল) বন্ধ হওয়ায় ৪ লক্ষ এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক শিল্প প্রভৃতি বন্ধ হওয়ায় আরো পাঁচ লক্ষ বেকার হইয়াছে।

"......ইহার সহিত যদি ৭.৮ লক্ষ বেকার উদ্বাস্তুর সংখ্যা যোগ দেওয়া হয়, যাহাদের মধ্যে কম করিয়া ২।৩ লক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাহা হইলে বোঝা যায় যে আমরা কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি।

"...আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, জনসাধারণের বর্তমান স্তরের কম কার্যক্ষমতা ধরিয়াও ভারতে বেকারী এবং অর্ধ-বেকারীর জন্য প্রতি বছরে এক হাজার কোটি টাকারও উপর ক্ষতি হইতেছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবৎসরের বাজেটের অর্থ একত্র করিলে যে পরিমাণ অর্থ হয়, বেকারী ও অর্ধ বেকারীর দরুন জাতির প্রতি বৎসরের ক্ষতি তাহা অপেক্ষাও বেশী।"

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ৮০ লক্ষ বেকার রেজিষ্ট্রীকৃত

বেকারদের তালিকাভুক্ত করার একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান, "এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ'। বলা বাহুল্য, গ্রামের অগণিত বেকার বাসিন্দার নাম এই এক্সচেঞ্জগুলিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ এক্সচেঞ্জগুলি সহরাঞ্চলেই অবস্থিত। সহরাঞ্চলের বেকারদেরও একটি নগণ্য অংশমাত্র নিজেদের নাম এখানে তালিকাভুক্ত করেন।

"স্বাধীনতা" পাওয়ার পর গত ছয় বৎসরে অর্থাৎ '৪৭ সাল হইতে ৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত গোটা ভারতে এই রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০ লক্ষে। ইহার মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ২০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ গত ছয় বছরে ৬০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করিতে সক্ষম হয় নাই।

বর্তমানে প্রতি বছর যে ১৪।১৫ লক্ষ লোক এক্সচেঞ্জে নাম লিখাইতেছে তাহাদের সকলের চাকুরী দিবার দায়িত্ব কিন্তু এক্সচেঞ্জের নাই। রেজিষ্ট্রী করার দুই মাস পর পুনরায় কর্মপ্রার্থীর পরিচয় স্বরূপ কার্ডটি পুনরায় কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া 'রিনিউ' অর্থাৎ নূতন করিয়া না লইলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হইয়া যায়। এইভাবে প্রতিমাসেই অসংখ্য কার্ড বাতিল হইয়া গিয়া এবং যাহাদের কর্মসংস্থান করা হইল তাহা বাদ দিয়া যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাহা 'লিভ-রেজিষ্টার' নামক খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সরকার হইতে এই সংখ্যাটিই প্রচার করা হইয়া থাকে। এই লীভ রেজিষ্টারভুক্ত বেকারদের সংখ্যাও যে প্রতি বছর ও মাসে কি ভাবে বাড়িয়া জুন মাসে পৌনে পাঁচ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে তাহা সঙ্গের তালিকাটি হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

গত তিন বৎসরে কোন্ শ্রেণীর বেকারদের সংখ্যা কিরূপ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে।

শিক্ষিত বেকার

'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রিকার হিসাবে, ভারতে সমস্ত রাজ্যে বর্তমানে প্রত্যেক বৎসর ৩ লক্ষ ছাত্র স্কুলফাইন্যাল শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করে এবং ইহার অর্দ্ধেক ছাত্র আর পড়াশুনা না করিয়া কাজের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু যত ছাত্র স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করে, তাহা অপেক্ষাও বেশী ছাত্র টেষ্ট পরীক্ষা ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করে। এই ফেলকরা ছাত্রদের মধ্যে খুব কম অংশই পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়। প্রতি বছর ৫০হাজার ইন্টার মিডিয়েটের ছাত্র পড়া ছাড়িয়া দিয়া কাজের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়ে। আরো প্রায় ৫০ হাজার গ্রাজুয়েট প্রত্যেক বছর চাকুরীপ্রার্থীতে পরিণত হয়। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা অবধি না পৌঁছাইয়াই বিভিন্ন ক্লাশ হইতে যাহারা স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাজের ক্ষেত্রে আরো ভীড় জমায় তাহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষ। প্রায় ৫ লক্ষ ছাত্র প্রতি বছর কারিগরী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সওদাগরী অফিস, পাব্লিক সারভ্যাণ্টের কাজ এবং ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী প্রভৃতির কাজে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে না বলিয়া ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট মন্তব্য করেন [১০ই জুলাই এর পত্রিকা]।

উক্ত তথ্য দিবার পর ১৭ই জুলাই-এর পত্রিকায় ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট ১৯৪৮-৪৯ সালে পাশকরা ছাত্রের নিম্নলিখিত সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন :—

ম্যাট্রিকুলেশন—২ লক্ষ, ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছে —১,০১,৭২৭ ; পাশ করিয়াছে —৫৩,৬৪১ ; ডিগ্রী পরীক্ষায় মোট পাশ করিয়াছে—৬৬৪৩২। ইহার মধ্যে কলা ও বিজ্ঞান—৩১৩৭৪, আইন ৩৩৭৪, ডাক্তারী—১৭৮৪, ইঞ্জিনিয়ারিং ১২২৭, শিক্ষাদানের শিক্ষা (বি, টি, প্রভৃতি) ২৩৩৬, কৃষি ১০০৯, টেকনলজি ২৩৩, বাণিজ্য ৪৯১০।

উক্ত হিসাব দিয়া ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট বলিয়াছেন, প্রতি বছর এই আড়াই লক্ষ পাশকরা শিক্ষিত ব্যক্তির অর্দ্ধেকও কাজ পাইলে বাকী সওয়া লক্ষ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টের পূর্বের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে বিভিন্ন অবস্থায় পড়া ছাড়িয়া, পাশ করিয়া ও ফেল করিয়া প্রতি বছর ১৫ লক্ষ ছাত্র চাকুরীর ক্ষেত্রে ভীড় করে এবং ইহাদের মাত্র সওয়া লক্ষ কাজ পান।

লীভ রেজিষ্টারভুক্ত বেকার সংখ্যার বিশ্লেষণ

	জানুয়ারী '৫১	জানুয়ারী '৫২	জানুয়ারী '৫৩
তত্ত্বাবধায়কমূলক কাজ	৩,৮০০	৩,৫০০	৪,৩০০
দক্ষ শ্রমিক	৪৩,৮২০	[illegible]	[illegible]
কেরাণী	৭৯,০০০	৮৩,৪০০	১,১৩,৪০০
অদক্ষ শ্রমিক	১,৭৭,০০০	১,৫৮,৬০০	২,২১,৮০০
শিক্ষাদানের কাজ	৫,০০০	৪,৫০০	৬,৬০০
অন্যান্য	৩৮,৫০০	৩২,৯০০	৪১,৮০০

বেকার কৃষক

সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর জীবনের চিত্র সম্পর্কে যত টুক্‌রো-বা তথ্য ইত্যাদি পাওয়া যায়, দেশের শতকরা ৮০ জনকে লইয়া গঠিত বিরাট সংখ্যক কৃষকসমাজ সম্পর্কে তাহাও পাওয়া যায় না। ইহার কারণও অবশ্য স্পষ্ট। কৃষিতে বেকার সমস্যার ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতার সমাধান বর্তমানের গোটা সমাজ ব্যবস্থারই মূল ধরিয়া টান দেয়।

বিলাতের বেকার বিশেষজ্ঞ গ্রেবোর হিসাবে ভারতের আমাদের কেবল কৃষি মজুর বেকারের সংখ্যা পাঁচ কোটি।

শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে (ইনি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনেরও ভাইস চেয়ারম্যান) গঠিত "অধিক খাদ্য ফলাও তদন্ত কমিটির" ১৯৫২ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "...কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার ৫ভাগের ৪ভাগ বৎসরের একতৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ সময় কৃষির কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ সংখ্যা উহার দ্বিগুণ সময় কাজে নিযুক্ত থাকেন।"

ইহা হইতে বলা যায়, ভারতের মোট কৃষি জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৯১ লক্ষের চার-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১৯ কোটি ৯২ লক্ষের বছরে মাত্র সাড়ে তিন মাস কাজ থাকে এবং অবশিষ্ট ৪ কোটি ৯৮ লক্ষের কাজ থাকে ৭ মাস।

অর্থাৎ বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না করিয়া কৃষিতে মোট ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ লোক নিয়োজিত থাকিতে পারে, অবশিষ্ট ১৬ কোটি ১৪ লক্ষ কৃষিতে অতিরিক্ত।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী আরো বলিয়াছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ "প্রতি বছর নির্দিষ্ট ৩০ লক্ষ লোক" কৃষিতে গিয়া ভীড় জমাইতেছে।

শিল্পে বেকারী

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীএস, এ ডাঙ্গে বলিয়াছেন, বর্তমান শিল্প ক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা ২০ লক্ষ।

প্রজা-সোশ্যালিষ্ট দলের নেতা শ্রীঅশোক মেহতা বলিয়াছেন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৪ লক্ষ করিয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেশের কয়েকটি প্রধান শিল্প এবং সংকট কবলিত শিল্পের বেকারীর নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

সুতাকল

বেসরকারী ফ্যাক্টরীর মধ্যে ভারতের সুতাকল শিল্প সর্বপ্রধান। ইণ্ডিয়ান লেবারইয়ার বুকে ['৪৯-'৫০] প্রদত্ত হিসাবের ভিত্তিতে দেখা যায় সারা ভারতে ১৯৪৯ সালে সুতাকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার। ১৯৫০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৭১ হাজারে। অর্থাৎ এই সময়ে সুতাকল বন্ধ হওয়ায় এবং ছাঁটাই হওয়ায় বেকার হইয়াছেন ৬৩ হাজার শ্রমিক। ইহার পর '৫০-'৫১ সালে পাকিস্তানের তুলা আমদানী যুক্তভাবে হ্রাস পাওয়ায় বহু সুতাকল বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের দরুন ১৯৫২ সালে উৎপাদিত বস্ত্র জমিয়া যায় এবং শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। ফলে আরো কিছু শ্রমিক বেকার হন। '৫২-৫৩ সালে একমাত্র বোম্বাই-এর সুতাকলসমূহে রাশনালাইজেশনের দরুণ ৩০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছেন এবং সৌরাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল বন্ধ হওয়ার দরুন এবং ছাঁটাই হওয়ার দরুন আরো ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছেন।

চটকল

চটকলের নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ১৯৪৮ সনের হিসাব অনুযায়ী তিন লাক্ষের কিছু উপর। ১৯৪৯ সালে শতকরা সাড়ে বার ভাগ তাঁত বন্ধ করিয়া দিয়া সাত হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। চটকল মালিকদের সংগঠন আই, জে, এম-এর হিসাবে দেখা যায় যে, '৫২ ও '৫৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছেন।

চা-শিল্প

চা শিল্পে মোট নিয়োজিত

৬-এর পাতায় দেখুন

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কাজের খোঁজে বেকারের ভীড়

কমনওয়েলথ-মার্কিন পন্থা ও ভারত

—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

"কমনওয়েলথ" ও মার্কিন "গণতন্ত্রের একই আদর্শগুলির" সংরক্ষণে কমনওয়েলথ-আমেরিকান মৈত্রী ও সমস্ত [illegible] এই প্রশ্নের জবাবে [illegible] নেহরু গত ১২ই জুন লণ্ডনে চার জন নেতৃস্থানীয় বৃটিশ সাংবাদিককে বলেছিলেন : "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে, "যেমন চীনের প্রশ্নে" পার্থক্য দেখাবার পর আরেকটি প্রশ্নের জবাবে শ্রীনেহরু "কমনওয়েলথ" প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনকে "স্বাধীন সমাবেশ" নামে অভিহিত করে বলেছিলেন যে, "কমনওয়েলথ" সংস্থাটি অতি-রাষ্ট্রের প্রকৃতি ধারণ করতে পারে, কিংবা সংস্থাটি ভেঙে পড়তে পারে, এমন প্রশ্ন সেখানে উত্থাপন করা চলে না ; তা তিনি উত্থাপন করেননি।

এবং "মত পার্থক্য সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনার" সুষ্ঠু নীতির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই "কমনওয়েলথ" রূপী বৃটিশ সাম্রাজ্যিক বন্ধন অটুট রাখবার "প্রয়োজন" ঘোষণা করেছেন। "কমনওয়েলথ" মার্কিন "গণতন্ত্রের আদর্শের" প্রতি "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই" সমর্থনও তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

প্রকৃতপক্ষে, "কমনওয়েলথ"-রূপী বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতে বজায় রাখাই শ্রীনেহরুর নির্দিষ্ট ভূমিকা। তা ভাঙবার মতো প্রশ্ন উত্থাপন করা বা তেমন পথ ধরা তাঁর কাজ নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সে ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে, ভারতে সাবেক প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ বজায় রাখা যখন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত আইন অনুসারেই মাউণ্টব্যাটেনী সমাধানের যে ব্যবস্থা বর্ণিত বৃটিশ সরকারের 'অভিপ্রায়ে "দায়িত্বশীল ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর" করা হয়েছিল। 'বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংকট' নামে বইতে রজনী পাম দত্ত একে বলেছেন : "...সাম্রাজ্যবাদের নিজ স্বার্থরক্ষার অনুকূল রূপের শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কর্তৃত্ব স্থাপন।"

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতে তা করা হয়েছে। সে হল—উপনিবেশে আর্থনীতিক শোষণ; মূল কৌশলের ক্ষেত্রে আধিপত্যের সঙ্গে হুকুমবরদার সাম্রাজ্যবাদী জোটে দেশটিকে বজায় রাখা, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটির স্বার্থে এই শর্তগুলি পালন করবার উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখা। এই মূল বিষয়গুলি বজায় থাকলে—কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিকরূপে তা করা হয়, সে প্রশ্ন গৌণ।

এই তিনটি বিষয়েই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মূলত বজায় আছে।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেনী "মীমাংসার" পর চার বছরে কিছু [illegible] ভরসা পায়নি। কিন্তু, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ভারতে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নতুন বৃটিশ মূলধন নিযুক্ত হয়েছে। এবং ১৯৫২ সালে দেখা যায় ভারতে বৃটিশ পুঁজির পরিমাণ হল ১৯৪৮ সালে বিদেশে মোট বৃটিশ পুঁজির এক-চতুর্থাংশ।

১৯৪৮ সালে কতকগুলি সরকারী ঘোষণায় জাতীয়করণের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী পুঁজিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ভারতে মার্কিন মূলধনও আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বৃটিশ পুঁজি থেকে তার পরিমাণ অনেক কম হলেও, ১৯৪৮ সালের হিসাবে ভারতে দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজির শতকরা ৮০ ভাগ বৃটিশ এবং শতকরা প্রায় ৬ ভাগ মার্কিন। এইভাবে ভারতে নিযুক্ত মোট ব্যক্তিগত পুঁজির শতকরা ৬৪'৭ ভাগ বিদেশী। কিন্তু এমন শর্তে এবং এমন ক্ষেত্রে সে-পুঁজি নিযুক্ত আছে যে তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের।

বিদেশী পুঁজির এই শোষণ ব্যবস্থাই চীনে শেষ হয়েছে। বিদেশী পুঁজির শোষণ থেকে অর্জিত মুক্তি রক্ষা করবার জন্য প্রতিরোধ চালিয়েছে ভিয়েৎনাম গণতন্ত্রী রিপাবলিক। মালয়ে বৃটিশ পুঁজির শোষণের স্বর্গ বিপন্ন। সারা আফ্রিকাও আজ সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই যখন সুনির্দিষ্টভাবে ভাঙতে শুরু করে ঠিক তখনই ভারতেও তার চরম সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য এসেছিল মাউণ্টব্যাটেন ব্যবস্থা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভিত্তিতে হলেও, তখনকার মতো তাঁরা কৃতকার্য্য হয়েছেন।

এই শোষণ পুনঃস্থাপন করবার আশায়ই কোরিয়ায় মার্কিন যুদ্ধ; চীনের বিরুদ্ধে নিত্য নূতন চক্রান্ত; ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কাঁধে ভর ক'রে মার্কিন একচেটিয়া কারবারিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা। এবং এই শোষণই তারা কৌশলে বজায় রেখেছে ভারতে—সেই মাউণ্টব্যাটেনী "মীমাংসা"র মাধ্যমে।

তখনকার দিনে বিলেতের ডেইলী মেইল পত্রিকার সম্পাদক বলেছিলেন—প্রত্যক্ষ ভাবে এই শোষণ বজায় রাখতে হলে "৫ লক্ষ সৈনিকের দখলদার বাহিনী বজায় রাখতে হত।" কিন্তু অন্যত্র বৃটেনের সামরিক প্রয়োজন বিবেচনায় তা অসম্ভব ছিল। এবং পাঁচ লক্ষ সৈনিকের দখলদার বাহিনীও তা করতে পারত কিনা সন্দেহ, ঠিক তাতাই করা হ'ল "দায়িত্বশীল ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের" সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে।

১৯৩৩ সালে শ্রীনেহরু বলেছিলেন "কোন স্থানীয় সরকার যদি বিদেশী সরকারের স্থান গ্রহণ করে এবং সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখে, তাহলে তাহা মুক্তির ছায়াও বলা যায় না।' এবং প্রত্যেকটি অক্ষর আজ প্রধান মন্ত্রী নেহরুর "স্থানীয় সরকার" সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু, উপরে-উল্লিখিত বইয়েই রজনী পাম দত্ত লিখেছেন:

"[illegible] ভারত ও পাকিস্তানের [illegible] মাউণ্টব্যাটেনী মীমাংসাটিকে চূড়ান্ত বা স্থায়ী মনে করলে ভুল হবে। এর দ্বারা এই দুই দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থগুলির মধ্যে যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে হল এই অঞ্চলটিকে আধা-ঔপনিবেশিক অঞ্চল হিসাবে সামরিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের শেষ দুর্বল প্রচেষ্টা এবং জনগণের বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান স্রোতের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ দুটির সাধারণ স্বার্থ ও সুযোগসুবিধাগুলি রক্ষা করার চেষ্টা। কিন্তু আভ্যন্তরিন ও বাইরের যে সব বিরোধ ও চাপ এই মীমাংসাটিকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছে তা ক্রমেই আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে।"

তাই, কোরিয়ায় মার্কিন যুদ্ধে সমর্থন জানিয়ে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী জোটেই স্থান গ্রহণ করলেও, সেই কোরিয়াযুদ্ধ উপলক্ষেই ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমত যে বিপুল শক্তি নিয়ে দেখা দিল, তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। এবং আজ শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে কোরিয়াযুদ্ধ অবসান করবার জন্য শান্তিকামী শক্তিগুলির প্রচেষ্টায় ভারতও ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মুখপত্র 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন : "জাতিসংঘে কিংবা অন্যত্র কোন গৌণ প্রশ্নে ছাড়া আমরা কমনওয়েলথ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারি না।" এবং মোটের উপর সেই নীতিই অবলম্বিত হলেও প্রশান্ত দেশের জনমত উপেক্ষা করতে না পেরে, এবং বিশেষ করে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির অপরিমেয় শক্তিবৃদ্ধির মাঝে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণভাবে মাউণ্টব্যাটেন "মীমাংসার" দুর্বল ছকে আবদ্ধ থাকতে পারেনি।

এবং ভারতে পূর্ণ স্বাধীনকামী, শান্তি ও গণতন্ত্রকামী জনগণও সারা এশিয়ায় আফ্রিকায় শান্তি ও মুক্তির জন্য সংগ্রামে সমমনের সাথিদেরই স্থান গ্রহণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এই একই সময়ে। আবার, মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধবাজদের চূড়ান্ত মরীয়া প্রচেষ্টার এই সময়টিতেই দুনিয়াজোড়া শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবিরের শান্তি প্রচেষ্টাকে আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও উপেক্ষা করতে পারছে না।

এই সমস্ত পরিস্থিতির মাঝে সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে যে, ভারতকে তারা আর যুদ্ধ পরিকল্পনার মাঝে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে গণনা করতে পারছে না।

কিন্তু, তবুও, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের [illegible] পারেনি—পঞ্চশীল শান্তি নীতি গ্রহণ করেনি। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই" ব'লে কমনওয়েলথ-মার্কিন "গণতন্ত্রের আদর্শের" প্রতি যে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, তাতেও ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকার ১৯৪৮ সালে ঘোষিত সেই কমনওয়েলথ মার্কিনপন্থারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

কাজ চাই

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

গ্রাজুয়েট, আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে অথবা যে কোন শর্তে একটি টিউশনি চায়"।— পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছোট ছোট অক্ষরে রোজ এমন কত খবর প্রকাশিত হয় তাহার খোঁজ পত্রিকার কতজন রাখেন। এ সংবাদের লেখকরা পয়সা পান না। উল্টো নিজেদের পয়সা খরচ করিয়া তাঁহাদের এই লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হয়। আর যে বস্তু তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা কম—তাহা পয়সা।

১০ই আগষ্টের "আনন্দবাজার পত্রিকা"। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দুটি 'সংবাদ'।

"ইংরাজী ও গণিতে এম-এ পাশ মহিলা (বয়স ২৪।২৫ বৎসর)...সকল বিষয়ে পড়াইতে চান।"

"সেলাই বোনার কাজে বিশেষ পারদর্শিনী মহিলা...ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সেলাই-এর কাজ শিখাইতে চান। সামান্য পারিশ্রমিক দিলেই চলিবে।"

বেশী দাবী করিবারও অবস্থা নাই। অভাবের তাড়নায় সামান্য পারিশ্রমিক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কাজ মেলে না।

কাজের আশায় সংবাদপত্রে পয়সা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হয় "দশ বছরের অভিজ্ঞ ফার্ষ্ট ক্লাশ এম, এস, সি, ফিজিক্সের অধ্যাপক"কে।

শুধু শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নয়, বেকারী সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। টাইপিষ্টরা চাকুরীর বাজারে মূল্য হারাইয়াছেন। ১০ই আগষ্টের "ষ্টেটসম্যান"এ তাই বিজ্ঞাপন দেখা গেল :

"বি, এস, সি, পাশ, অভিজ্ঞ টাইপিষ্ট...কাজ চান।"

চাকুরী পান না অভিজ্ঞ একাউণ্ট্যাণ্ট।

৯ই আগষ্টের "ষ্টেটসম্যান"এ বিজ্ঞাপন দেন" বি-কম পাশ। ১২ বছরের অভিজ্ঞ একাউণ্ট্যাণ্ট"। ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স-এরও কাজও জানা, তবু কাজ জোটেনা।

"দশ বছরের অভিজ্ঞ বাঙ্গালী যুবক একাউণ্ট্যাণ্ট—টাইপ করিতে জানেন। সেলসট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্সএর কাজ জানা" তবু অমৃতবাজার পত্রিকায় 'চাকুরী চাই' বিজ্ঞাপন দিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

টেকনিক্যাল শিক্ষার অভাবকেই দেশের বেকার সমস্যার প্রধান কারণ বলিয়া সরকার প্রচার করেন। সরকারী প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াই 'চাকুরী চাই' বিজ্ঞাপন বাহির হয় ষ্টেটসম্যানে, যুগান্তরে, অমৃতবাজার পত্রিকায়।

"টেকস্টাইল টেকনোলজিষ্ট, আধুনিক প্রণালীতে সুতা, সিল্ক উল ইত্যাদির ধোলাই, রঙন, ছাপানো, ফিনিশিং প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পার্ট, ফুল টাইমে কাজ বা শিক্ষকতা করিতে চান।"

"ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার।...চটকল ও সুতাকলে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে।"

"১৭ বছরের অভিজ্ঞ ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার" এরও কাজ জোটে না। "অবিলম্বে কিছু একটা" তাঁহার চাইই।

চাকুরীর প্রত্যাশী "এম, বি, বি, এস, ডাক্তার, মিশন হাসপাতালে আড়াই বছর কাজের অভিজ্ঞতা লইয়া" তিনি বেকার।

চাকুরী চান "মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার পাশ করা গ্রাজুয়েট।"

"১৫ বছরের অভিজ্ঞ মোটর ড্রাইভারকে" আজ চাকুরীর সন্ধানে পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আশ্রয় লইতে হয়।

বেকারীর ধাক্কা শিল্পীর জীবনেও সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। "এনায়েৎ খাঁ সাহেবের নিকট দশ বছরের শিক্ষায় শিক্ষিত সেতারী রথেশ্বর নন্দী "সেতার শিক্ষা" দিয়া সমস্যার কিছুৎ সমাধান করিতে চান। তাঁহাকেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠার স্তম্ভ খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে।

আর "দশম শ্রেণীতে পড়িতেছিল" যে দরিদ্র আশ্রয়হীন বালক—পেটের দায়ে তাহার যে কোন [illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। সেই প্রয়োজনেরই পরিচয় ১ই আগষ্টের "যুগান্তরের" ২য় পৃষ্ঠার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত লাইন।

প্রতি লাইন পিছু কমপক্ষে আট আনা খরচ করিয়া সকলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার সঙ্গতি থাকে না। এমন লোকের পরিচয় শুধু গণিতের কতগুলি সংখ্যায়। তাঁহারা আছেন

[৬-এর পাতায় দেখুন]

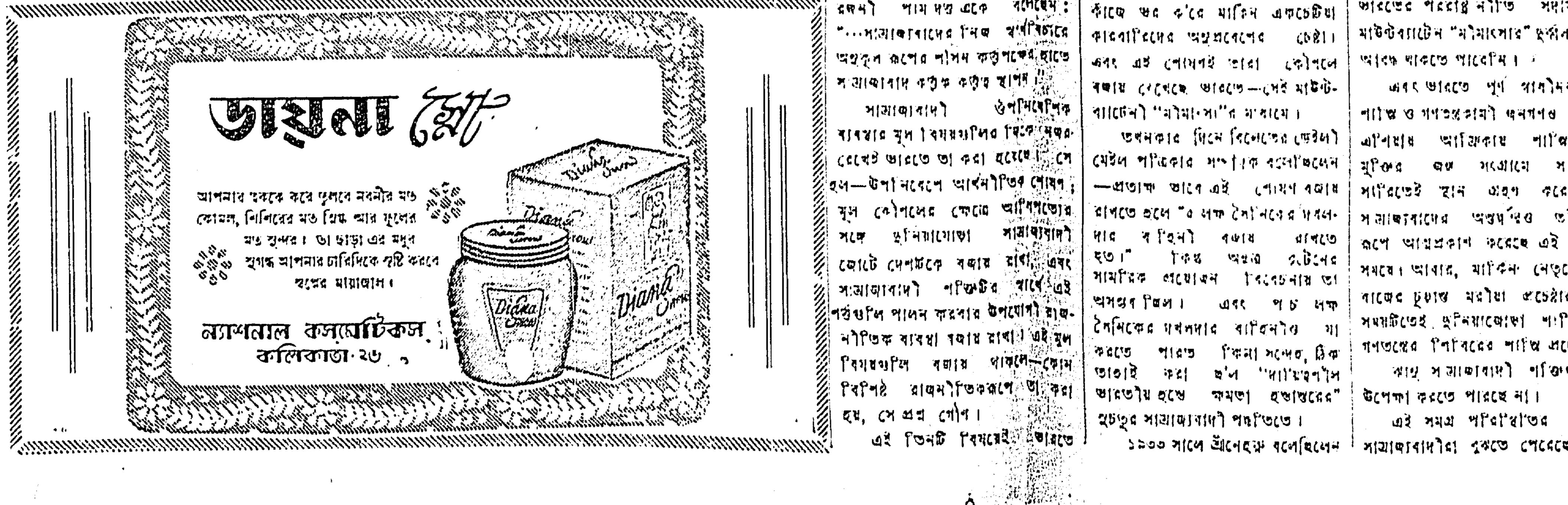

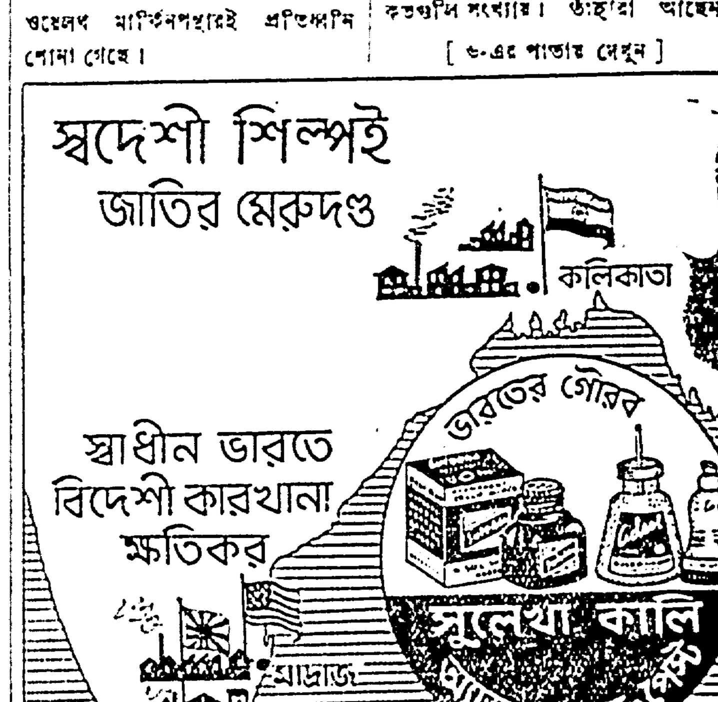

খাদ্য সঙ্কটের আবর্তে পশ্চিম বাংলা

—বিভূতি গুহ

ছয় বছর আগে ১৫ই আগস্টের এই দিনটিতে মানুষ জয়ধ্বনি করিয়াছিল। কংগ্রেসী শাসকদের প্রতি ভরসা করিয়াছিল বৃটিশ লুণ্ঠনের অমানিশা বুঝি শেষ হইল। এইবার পরণে কাপড় জুটিবে। মাথা গুজিবার স্থান মিলিবে। দুই বেলা ভরপেট খাদ্য জুটিবে।

উৎসবের দীপমালা নিভিতে না নিভিতেই মানুষের পেটের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেই খাদ্যের জন্য মানুষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। হাওড়ার ডোমজুড়ে চালের দর উঠিল ২৬ টাকা। মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় ধান উঠিল সাড়ে দশ টাকায়। বহরমপুরেও ২৩ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি হইতে লাগিল।

বাংলার মানুষের জীবনে কত বড় সঙ্কট নামিয়াছে তাহারই নিশানারূপে সেদিন দেখা গেল এই দরেও চাল কিনিবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাই। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্টের "স্বাধীনতা"য় ডোমজুড় হইতে কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এক পত্রে লিখিয়াছেন, "ডোমজুড়ে চালের দর ২২৲ হইতে ২৬৲। তাহাও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। চাষী, মজুর ও সাধারণ মধ্যবিত্ত আধপেটা খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না।" তবু সেদিন মানুষ আধপেটা খাদ্য কোন রকমে যোগাড় করিতে পারিত।

কিন্তু একটির পর একটি করিয়া কংগ্রেসী শাসনের বছর পার হইতে লাগিল, আর খাদ্য সঙ্কটও পাকাপাকি ভাবে কায়েম হইয়া বসিল। চারিদিকে খাদ্যের দাবি উঠিতে লাগিল। ১৯৫০ সালে খাদ্যের দাবিতে বহরমপুরে ১০ হাজার লোকের মিছিল হইল। কংগ্রেসী শাসকরা লাঠি ও টিয়ারগ্যাস চালাইয়া জানাইয়া দিলেন, খাদ্যের জবাবে ইহা ছাড়া তাঁহাদের জনতাকে দিবার আর কিছু নাই।

১৯৫১ সালের ৩ এপ্রিল কোচবিহারে চালের দর আকাশে উঠিল। হাজার হাজার নরনারী খাদ্যের জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। সেদিন কংগ্রেসী শাসকরা কচি বুকের রক্তে হাত লাল করিয়া ইহার জবাব দিলেন।

কিন্তু সঙ্কট কমিল না। ১৯৫২ সালে সঙ্কট আসিল আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়া। সুন্দরবনে মন্বন্তর নামিল। সর্বত্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল। ইহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে ১৯৫৩ সালেও।

খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি

কংগ্রেসী শাসনের এই ছয় বছরে সারা ভারতে কিভাবে খাদ্যের দর ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার হিসাব ধনপতি বিড়লার মুখপত্র "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট"এও দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৭-১৯৫৩ সালের সূচক সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

১৯৪৭-৪৮—৩০৬
১৯৪৮-৪৯—৩৮৩
১৯৪৯-৫০—৩৯১
১৯৫০-৫১—৪১৬
১৯৫১-৫২—৪৯৯
১৯৫৩ (জুন)—৩৯৯
(জুলাই)—৪০৬

সোজা ভাষায় বলা যায় যে, খাদ্য মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৯ সালে ছিল ১০০৲ টাকা, তাহাই আজ চার গুণ বাড়িয়া ৪০০ টাকায় উঠিয়াছে।

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশন চালু থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর খাদ্যের খরচা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব পঃ বঙ্গ সরকারের "মান্থলি ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ডাইজেস্ট" মিলিবে। এই হিসাবের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। তবু সরকারী হিসাবেও খরচ বৃদ্ধির কথা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৯ সালের খরচের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিয়া ১৯৪৬-৪৭ হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কলিকাতার শ্রমিকের প্রতি বছরের খরচ নিম্নরূপ দেখানো হইয়াছে:

১৯৪৭—৩০৯
১৯৪৮—৩৩৯
১৯৪৯—৩৪৮
১৯৫০—৩৪৯
১৯৫১—৩৭০

১৯৫২ সালে অবশ্য ৩৩৯ হইতে ৩৩৭ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কলিকাতার মধ্যবিত্তরাও রেশনে খাদ্য পাইয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও শুধু খাদ্যের জন্য মধ্যবিত্তদের খরচ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার হিসাবও ঐ সরকারী পুস্তকেই মিলিবে। ১৯৩৯ সালের সূচক সংখ্যা ১০১ ধরিলে ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৩ সালের হিসাব নিম্নরূপ:

১৯৪৭—৩৫৯
১৯৪৮—৩৭৬
১৯৪৯—৩৯০
১৯৫০—৪০১
১৯৫১—৩৯৭
১৯৫২—৩৬৬
(জানুয়ারি-মে) হইতে ৩৮১।

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের বাহিরে যে এই সূচক সংখ্যা অনেক বেশী সেকথা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই মিলিবে।

এই প্রবল খাদ্য সঙ্কটের ফলে মানুষ যেমন অনাহারে মরিতেছে, তেমনি যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে তাহারাও পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তি হারাইতেছে। "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট"র একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "প্রতি মানুষের খাদ্যের পরিমাণ সরবরাহের ব্যাপারে ভারত দুনিয়ার সর্ব দেশের নিম্নে।" ঐ পত্রিকার ১৯৫২ সালের বাৎসরিক সংখ্যায় একটি হিসাবে দেখানো হইয়াছে যুদ্ধের পূর্বে ভারতের মানুষ দৈনিক গড়ে মাত্র ১৯২০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করিত। ১৯৪৯-৫০ সালে এই সংখ্যা নামিয়া দাঁড়ায় ১৬২০। আর ১৯৫০-৫১তে একেবারে ১০৭০-এ নামিয়া গিয়াছে। মানুষের বাঁচিবার জন্য যত ক্যালোরি খাদ্য দরকার, ইহা তাহার প্রায় অর্দ্ধেক। এত কম ক্যালোরি খাদ্য দুনিয়ার কোন দেশের মানুষ খায় না।

উৎপাদনে সঙ্কট

কংগ্রেসী শাসনের ছয়টি বছর মানুষের মুখে খাদ্য যোগাইতে পারে নাই। উৎপাদন বাড়াইতে পারে নাই। কংগ্রেসী শাসনে পঃ বাংলার খাদ্য উৎপাদন জাতির ইতিহাসে কলঙ্ক চিহ্নরূপেই বর্তমান। খাদ্য উৎপাদনের পঙ্গুতা চরম কৃষি সঙ্কটেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

১৯৪৭ সালে কংগ্রেসী শাসকরা মসনদ দখল করিতে বসেন, তখন পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৯ লাখ এবং মোট খাদ্য উৎপন্ন [বীজ বাদে] হইয়াছিল ৩২ লাখ ৩৬ হাজার টন। আর ১৯৫২ সালে যেখানে লোকসংখ্যা আড়াই কোটি, সেখানে খাদ্য উৎপাদন (বীজ বাদে) ছিল মাত্র ৩০ লাখ ২৪ হাজার টন। এই সমস্ত লোককে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে ১৯৪৭ সালে মাথাপিছু এক বছরে পড়িত ৪ মণ এবং ১৯৫২ সালে পড়িত ৩ মণের কিছু বেশী। প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। অবশ্য একথাও সকলের জানা, কংগ্রেসী সরকার কখনও এই খাদ্যও সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের হার ও প্রয়োজন সরকারী মতেই নিম্নরূপ। প্রয়োজন ধরা হইয়াছে মাথাপিছু বছরে সওয়া চারমণ হিসাবে।

হাজার টনে

বছর	উৎপাদন	প্রয়োজন	ঘাটতি
১৯৪৭	৩২৩৬	৩৪১৯	১৮৩
১৯৪৮	৩১৯৯	৩৪৯৭	২২৮
১৯৪৯	৩০১৫	৩৬২২	৬০৭
১৯৫০	৩৩২৬	৩৮৪১	৫১৫
১৯৫১	৩৬৩৫	৩৮৭২	২৩৭
১৯৫২	৩০২৪	৩৮৩৩	৮০৯

হিসাবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ১৯৪৭ সালে যেখানে ঘাটতি ছিল ১ লাখ ৮৩ হাজার টন, তাহাই ১৯৫২ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৮ লাখ ৯ হাজার টনে। উৎপাদন কোন বছর কিছু বেশী ও কোন বছর কিছু কম হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে উৎপাদনের অবস্থা গম্ভীর সঙ্কটজনক। ঘাটতি পূরণের কোন ব্যবস্থা নাই।

সরকার অবশ্য "খাদ্যফসল বাড়াও" নামে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সে টাকায় ফসল বৃদ্ধি হয় না। "খাদ্যফসল বাড়াও" কার্যটি ঠিক মত চলিতেছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি কমিটি বসান। কমিটি তদন্ত শেষে রায়ে বলিয়াছেন, "[১] অর্থকরী ফসলের একর প্রতি ফলন বাড়িয়াছে। এবং [২] খাদ্যফসলের ব্যাপারে সর্ব্ব ক্ষেত্রে উৎপাদন নিয়মিত বাড়েও নাই, কমেও নাই।" অথচ ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত এই খাতে সারা ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ৬২ কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির খরচতো আছেই।

তদন্ত কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে একটি কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে অর্থকরী ফসলের দর কমাইয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে লুণ্ঠন করিতে চায়, সেই ফসল বাড়াইবার দিকেই সরকারের নজর বেশী। খাদ্যউৎপাদনে সে নজর নাই, তাই দেখা যাইবে খাদ্য উৎপাদন না বাড়িলেও পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে সারা-ভারতে সাড়ে ষোল লাখ গাঁট পাট উৎপন্ন হইত, ১৯৫১-৫২ সালে তাহাই প্রায় ৪৭ লাখ গাঁটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কৃষকের সুবিধা না হইলেও বিলাতী পাট মালিকদের ষোল আনা সুবিধা হইয়াছে।

সমাজজীবনে সংকট

খাদ্য সঙ্কট ও কৃষি সঙ্কটের ফলে জাতীয় জীবনে সংকট দেখা দিয়াছে। ইহারই দুর্বিপাকে পড়িয়া যেমন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের জীবনে দুর্দশা নামিয়াছে তেমনি কৃষকের সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। ক্ষেত মজুর, ভাগচাষী ও জমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৪০ সালে ৫ একরের কম জমিওয়ালা কৃষকের সংখ্যা ছিল মোট কৃষকের শতকরা ৫৬ ভাগ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে এই সংখ্যাই বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৭১ ভাগ কৃষকেরই নিম্নতম আয়ের জমিটুকুও নাই।

তেমনি ১৯৪০ সালে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল মোট কৃষিজীবীর শতকরা ৩৫ ভাগ। ১৯৫১ সালে ইহাই বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৫ ভাগ।

কি বিপুল বেগে কৃষকরা জমিহারা হইতেছে সরকারী রেজিষ্ট্রী অফিসের হিসাবেই তাহারও ভয়াবহ প্রমাণ মিলিবে। জমিজমা বিক্রির রেজিষ্ট্রী সংখ্যার হিসাবটি নিম্নরূপ:

১৯৪৮—২ লাখ ৪৮ হাজার
১৯৪৯—৩ লাখ ৩০ হাজার
১৯৫০—৩ লাখ ৫০ হাজার

এই ভয়াবহ সঙ্কটের ধাক্কায় বন্ধক দিয়া গ্রামের গরীব কৃষক জমি জমা, থালা বাটি বেচিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে। ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া এক মুঠি ভাতের জন্য শহরের পথে পথে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।

কিন্তু মানুষ দেখিয়াছে অনেক। শিখিয়াছেও অনেক। অনাহারে মুখ বুজিয়া মরিতে সে আর রাজী নয়। খাদ্য সমস্যার মূলে রহিয়াছে সামন্ত জমিদারী-জোতদারীপ্রথা ও ঔপনিবেশিক পশ্চাৎপদ অর্থনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। একথা আজ মানুষের চোখের সামনে পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। তাই বিনা খেসারতে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ ও বিনামূল্যে কৃষকদের ভিতর জমি বিলির আওয়াজ লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে। খাদ্যের দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেসী শাসনের ছয়টি বছরের ইতিহাস শুধু একটানা দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দনের ইতিহাস নয়। জাগ্রত জনতার ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনেরও ইতিহাস।

১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত খাদ্য ও ফসলের ভাগের জন্য, সামন্ত খাজনা দেনার বোঝা হইতে বাঁচিবার জন্য কৃষকরা গৌরবময় আন্দোলন চালাইয়াছেন কাকদ্বীপে, হাঁটালে, বড়া কমলাপুরে। ১৯৫০-৫১-৫২ সাল জুড়িয়া জিলায় জিলায় ভুখা-মিছিল, খাদ্য সমাবেশ, কোথাও বা হরতাল হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ১২ই জুলাই খাদ্যের দাবীতে কলিকাতায় শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের অপূর্ব ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছে।

আজ কংগ্রেসী শাসকরা অনেক বেশী কোনঠাসা। জনতার শক্তি অনেক প্রবল। গণতান্ত্রিক শক্তি অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ। ঐতিহাসিক ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনের দীপ্ত আলোক তাহারই নিশানা দিয়াছে। এই আলোকে পথ দেখিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্য-অভিযানেও অগ্রসর হইবে, এই বলিষ্ঠ আশাই দেশবাসী পোষণ করে।

প্রিমিয়ার অপ্টিক্যাল কোং
কথায় বলে চক্ষুরত্ন। এই বেকারীর যুগে চোখের কোন রোগকে অবহেলা করবেন না। গরীব ও শোষিতদের চোখ দেখানো বা দরকার মত চশমার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।
★
২৮৭নং বোবাজার ষ্ট্রীট : কলিকাতা

উপহারে ও ব্যবহারে
কাননের জুতাই সুন্দর!
কানন এণ্ড কোং
জনপ্রিয় পাদুকা প্রতিষ্ঠান
৭০, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(শীতলা মন্দিরের পার্শ্বে)

নেপালের দিনমজুর
(জনৈক নেপালী শিল্পীর পেন্সিল স্কেচ)

সপ্তাহের রঙ্গলোক

—নটসূত্রকার

১৫ই আগস্ট ও শিল্প-সংস্কৃতি

আজ সেই পনেরই আগস্ট যেদিনটিতে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠি "স্বাধীনতা দিবস" বলে বাহবা স্লোগানের তুফান চালাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু এ কার এবং কিসের স্বাধীনতা? বিদেশী পুঁজি এবং স্বদেশী একচেটিয়া মালিক ও সামন্তপ্রভুদের রথচক্রে যাঁরা এদেশের মেহনতী মানুষ অমানুষিক গঞ্জনায় জর্জ্জর। শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়। সাংস্কৃতিকক্ষেত্রেও সেই একই অচল অবস্থার জের।

তাই প্রবীণ শিশিরকুমার আন্তরিক ভাষায় "আজ দুঃখের দিন—স্বাধীনতা দিবস নয়। স্বাধীনতা কোথায়?......১৯৪৭ সালে যেমন বলেছিলাম তেমনি আজও বলছি আমরা আইনতঃ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রজা—স্বাধীন দেশের লোক নই।" পাঁচ বছরের এই জাতীয় দুর্গতিকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন শিশিরকুমার গত বছর ১৫ই আগস্ট। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনি: "আমাদের দেশে আমেরিকার লোক এসে যদি অপরাধ করে তাহলে তাদের নাকি এদেশের আইনে বিচার করা চলবে না। একে কি স্বাধীন দেশের আইন বলে?"

এই তো সেই "স্বাধীনতা" যার সামনে দেশের মঞ্চের কণ্ঠরোধ করে আছে আজও সেই বৃটিশ যুগের ১৮৭৬ সালের নাট্য প্রযোজনা আইনের নাগপাশ। শিশিরকুমারের বক্তব্যই শুনুন: "আইনের প্রসঙ্গে মঞ্চের কথা মনে পড়ে। ইংরাজের আমলে পুলিশ, দারোগার উপর নাটক বিচারের ভার ছিল—আজ পাঁচ বছর "স্বাধীনতার" পর সেই আইন পুরামাত্রায় বজায় আছে কেন?"

সাংস্কৃতিক বিকাশ ও তার আন্দোলনের মূল বনিয়াদ শিক্ষা। "স্বাধীন সরকারের সেই শিক্ষানীতিও আজ শিশিরকুমারের ভাষায় আসলে তামাসা—আত্মীয়-স্বজন পোষণের ব্যবস্থা এবং শিক্ষার বদলে নতুন আমলাতন্ত্র সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।" শিক্ষক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন: "এই যে সব কমিটি, কোড, প্ল্যান হচ্ছে এর মধ্যে শিক্ষার উন্নতির কোন ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা সুস্থ জীবন, ছবি, গান, শিল্পের সৌন্দর্য্য ও সুষমার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হবে?"

স্বভাবতঃই সরকারী নীতির ফলে মঞ্চেরও সেই দুর্গতি। আর তাই সেই অভিজ্ঞতাই শিশিরকুমারের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন তোলে: "প্রায়ই শুনতে পাই আমাদের দেশের মঞ্চে উন্নতি হচ্ছে না কেন? কিন্তু এমনি সামাজিক অবস্থায় কি কোন জিনিসের উন্নতি সম্ভব?" উপসংহারে তিনি বাংলার মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, আর কতদিন এই সরকারকে তাঁরা বরদাস্ত করবেন?

শিশিরকুমারের অভিজ্ঞতা আজকে বাংলা দেশের প্রতিটি শিল্পীর, নাট্যকারের, কলাকুশলী ও নাট্যামোদীর অন্তরের অভিজ্ঞতা। কিন্তু শুধু প্রশ্ন নয়, এই সরকারের পতনের জন্য, সুস্থ, সবল ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সর্বশ্রেণীর মেহনতী মানুষের আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেই মাত্র এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার প্রকৃত জবাব আদায় করা সম্ভব।

শুধুই প্রতিশ্রুতি!

এই পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমীর সম্পাদিকা কুমারী নির্মলা জোশীর সাম্প্রতিক এক প্রতিশ্রুতির বিবেচনা করতে হবে। অনেক বড় [illegible] কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "আর একটি বিপুল প্রয়োজন হচ্ছে আরও বেশি থিয়েটারের...সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীগুলির পক্ষে নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য স্থান পাওয়া প্রায় দুষ্কর।"

উত্তম কথা! কিন্তু প্রশ্ন করি: গত দু'বছরে "স্বাধীন সরকার" বাংলার স্থায়ী মঞ্চগুলিকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের উন্নতির জন্য কি করেছেন? আবার মনে পড়ছে শিশিরকুমারের ক্ষুব্ধ কণ্ঠের ভাষণ, দ্বিতীয়তঃ, সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীগুলির যে নাটক অভিনয়ের জন্য প্রমোদকর দিতে হয়, সে সম্পর্কে শ্রীমতী জোশী নীরব। ব্যবসায় সম্পর্ক রহিত সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীগুলির জন্য এত যে দরদ, তা বাংলাদেশে সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীগুলির ওপর প্রমোদকরের বোঝা চাপানো কোন সভ্য দেশে সম্ভব কিনা, আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এ বিষয় মনে জাগত।

শ্রীমতী জোশীর প্ল্যান শুধু শুভেচ্ছাই থেকে যাবে যদি সরকার [একাডেমী সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যপুষ্ট] স্থায়ী মঞ্চগুলিকে নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা না করেন; সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীগুলির অনুষ্ঠানের জন্য অবিলম্বে টাউনহল ও মিউনিসিপ্যাল হলগুলির দ্বার উন্মুক্ত না করেন এবং তাদের প্রমোদকরের হাত থেকে রেহাই না দেন।

আকাশবাণী : প্রশ্নের জবাব

গত ২১৮।৫৩ তারিখে "বেতার জুরি প্রথা ও বাংলার শিল্পী সমাজ" প্রসঙ্গে আলোচনায় "কুখ্যাত জুরিদল" আখ্যায় আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন জনৈক পাঠক। তিনি লিখেছেন: এঁদের বিচারে অনেক শিল্পীর পদোন্নতি ঘটেছে বলে দাবী রাখি।

জুরিদের যোগ্যতা সম্পর্কেই বলি। উত্তর ভারতের জুরিদের মধ্যে মাত্র পণ্ডিত রতনঝনকর ও পণ্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্দ্ধনেরই কণ্ঠস্বর বিচারের যোগ্যতা আছে। বাকীদের কি যোগ্যতা আছে বোঝা দুষ্কর। যেমন মহামহিম পণ্ডিত [illegible] মালিক হওয়াই কি [illegible] জুরি হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা? কতিপয় জুরি অনেক শিল্পী সম্পর্কে বিদ্বেষ অজ্ঞতা জানিয়েছেন বলে প্রকাশ।

তাছাড়া পক্ষপাতিত্বের ফলে জুরি বিচারের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিল্পী ক্ষেত্রে সাধারণ মানের তবলাবাদক শ্রী[illegible]র পদোন্নতি ঘটেছে। অথচ জাতীয় সোপ্রামে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী আহমদ রাজা ও ইমতিয়াজ আহমদের কোন উন্নতি ঘটেনি।

প্রবীণ সারেঙ্গী বাদক সগুর খানকে নিম্নমানের শিল্পী বলে ধরা হয়েছে; অথচ ডি, জি যোগকে সম্পূর্ণ পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওস্তাদ চাঁদখানের সঙ্গে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করায় তিনি বেতার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এমনও দেখা গেছে, জনৈক শিল্পীকে প্রথমে "গ" শ্রেণী ভুক্ত করে পরে পুনরায় কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে সেই একই জুরি তাঁকে সর্বোচ্চ মানের শিল্পী বলে ঘোষণা করেছেন।

এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেখানে শুধুমাত্র বন্ধু বা শিষ্য বলে বহু শিল্পীকে জুরি মহড়া পরীক্ষা থেকে রেহাই দিয়েছেন, অথচ প্রখ্যাত শিল্পীকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছেন।

এই খামখেয়ালীর বিরুদ্ধেই বোম্বাই শিল্পীরা বয়কট আন্দোলন করেছিলেন। এরই জন্য বেতার জুরি দলকে "কুখ্যাত" আখ্যা দিয়েছি। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে আছে। এরই বিরুদ্ধে সমস্ত বেতার শিল্পীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করছি।

দুর্জয় নেপাল

—সুনীল মুন্সী

তেরাই-এর দুর্ভেদ্য অরণ্য, হিমালয়ের একটি ছোট ও ছটি প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু পর্বতমালা অতিক্রম করে যেখানকার চন্দ্রগিরি থেকে উত্তরে বিরাট কাটমাণ্ডু উপত্যকা চোখে পড়ে। ভূগোলে লেখা আছে গগনচুম্বি হিমালয়ের কোলে এই অপূর্ব উপত্যকাটি নাকি কোন একদিন এক বিস্তীর্ণ তুষার প্রবাহে ঢাকা ছিল। দুর্জ্ঞেয় ইতিহাসের এক পরবর্তী অধ্যায়ে গলিত তুষার প্রবাহে সৃষ্টি হল জলাশয়ের। নেপালী কিংবদন্তিতে বলে স্বয়ং বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রথম জলরাশি ভেদ করে বর্তমান কাটমাণ্ডুর গোড়াপত্তন করে।

আট হাজার ফুট উপর থেকে কাটমাণ্ডুকে ছবির মত দেখায়। চারিপাশে অফুরন্ত সবুজ পাহাড়গুলি গাঢ় খাই রং থেকে নীল হয়ে আকাশ ও মেঘের সাথে মিশে আছে। উত্তরের তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশিখর মৌসুমী মেঘে প্রায় সর্বক্ষণই ঢাকা।

চন্দ্রগিরি থেকে থানকোট হয়ে বাসে কাটমাণ্ডু শহরে ঢুকে কিন্তু এ ছবি যায় মিলিয়ে। থাকে নোংরা কর্দমাক্ত দুর্গন্ধময় কতগুলি ইটবেলা গলি ও আলো বাতাসহীন সারি সারি জরাজীর্ণ বাড়ি। শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলে পচা জল ও ময়লায় দূষিত বাতাস শ্বাস রোধ করে আনে।

দুটি নদী শহরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ঝর্ণা নামে। কিন্তু শহরে জল মেলে না। রাস্তার ধারে এদিকে ওদিকে কয়েকটি জলের কল। সেখানে এক হাঁটু কাদা ও বহুদিনের জমা নোংরা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্নান করা, পানীয় জল ধরা—সবই চলে। বিদ্যুৎ প্রবাহের ব্যবস্থা একই প্রকার। অধিকাংশ এলাকাই অন্ধকার ও আলোহীন। বিদ্যুৎ যেখানে মেলে সেখানেও দিনে ৫ বার করে লাইন খারাপ হয়।

রাস্তার দু'পাশে খোলা ড্রেন। অপূর্ব সুন্দর কাঠের কারুকরা বেশির ভাগ বাড়িগুলি যাদুঘরের প্রদর্শনী হতে পারে, কিন্তু বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

অধিকাংশেরই মেঝে মাটির—সিমেন্ট দুষ্প্রাপ্য। ঘরগুলি স্যাঁতসেতে ও অন্ধকার। এরই মধ্যে লোক থাকে দিনের পর দিন। শুনলাম নেপালে ক্ষয় রোগের প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব। অবশ্য সরকারের খাতে দুর্ভাবনার কোন বালাই নাই। এসবের হিসাব তাঁরা পূর্বেও রাখেন নাই, আজও রাখেন না। কাটমাণ্ডুর পথেও দেখেছি গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে কলেরায়। জনমানবহীন গ্রামে রাত্রি কাটাতে ভরসা পাই নাই।

কাটমাণ্ডু শহরে প্রায় ৪ লাখ লোকের বাস। তাছাড়া কাটমাণ্ডু উপত্যকায় ৫।১০ মাইল দূরে দূরে আরও তিনটি শহর গড়ে উঠেছে—পাটন, ভক্তপুর ও কীর্তিপুর। কিন্তু কোন যানবাহন নাই। দু' ট্যাক্সি অথবা পদযুগল ভরসা। রাণা'রা চলেন নিজস্ব মোটর গাড়িতে। কিছু লোকের সাইকেল আছে। আর প্রায় ৯০ ভাগ লোককে মাইলকে মাইল উঁচু নীচু রাস্তা হেঁটে সারতে হয়।

আজও স্থলপথে একটিমাত্র প্যাঁচালো রাস্তা কাটমাণ্ডুর সাথে বহির্জগতের সংযোগ রক্ষা করে। ভীষণ দুর্গম রাস্তা। হাঁটাই প্রায় অসম্ভব। কাটমাণ্ডু যাবার পথে চিসাপানিগড়ির শুল্কবিভাগের অফিস পার হয়েই হঠাৎ নজরে পড়ল কয়েকটি আনকোরা নতুন মোটর গাড়ি। হকচকিয়ে গেলাম। নেপালী বন্ধুরা জানালেন রাণা ও রাজাদের গাড়ি এইভাবে ৩০।৪০টি লোকের কাঁধে করে তিন তিনটি পাহাড় ডিঙিয়ে কাটমাণ্ডু নেওয়া হয়।

অবশ্য সমস্ত কাটমাণ্ডু শহরটাই এমন নয়। শহরের একটি মাত্র পিচঢালা রাস্তা 'নিউ রোড' বৃটিশ ও আমেরিকান রিডিং ক্লাবের গা ঘেঁষে চলে গেছে। এখানে আউটরামের আমলে অপরূপ বিভিন্ন জঙ্গ বাহাদুরদের মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়ান। শহরের ভীড় এড়িয়ে চারিপাশের উন্মুক্ততার মধ্যে রাণাদের প্রাসাদ। ইংরাজ, আমেরিকান ও ভারতীয় দূতাবাসগুলিও প্রাসাদ বিশেষ। বর্তমান ভারতীয় দূতাবাসে মোটর চালিয়ে চারতলায় উঠা যায়।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীগোখলে জানালেন শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের নতুন বাড়িতে উঠে যাবেন। অর্থাৎ ভারতীয় দূতাবাস যাবে বৃটিশ দূতাবাসে, আর বৃটিশ দূতাবাসের জন্য তৈরি হবে—এক নয়া প্রাসাদ, জমি কেনা হয়ে গেছে, জমিতে যারা চাষ দিত তাদের অজান্তে। পরে ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় প্রায় ৩০০ চাষী সেই জমিতে ধুটা রোপন করে আজও জোরদখল করে আছে।

এরই মধ্যে একদিন এক সমসের জঙ্গ বাহাদুরের বাগান ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হ'ল। দেশের অর্থ কোথায় যায় স্বচক্ষে দেখলাম। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। সমস্ত বাগানটা জুড়লে আমাদের ইডেন গার্ডেনের মত একটি খেলার ময়দান হতে পারে। রাণাসাহেব সৌখিন ব্যক্তি। তিনি বাগানটিকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন—৬টি ঋতুর নামে। দেশ বিদেশ থেকে গাছ গাছড়া এনে ঋতু উপযোগী ভাগ করে বাগানে রোপন করা হয়েছে। প্রতি বাগানে একটু করে বিশেষ ইমারৎ—তার গায়ে গ্রীষ্ম, শীত অথবা বসন্ত লেখা। এমনি আরও কত কি! নেপালী বন্ধুরা জানালেন, কোন কোন রাণার সখের বাগানে গণ্ডার পর্যন্ত পোষা হয়।

নেপালে, বিশেষ করে কাটমাণ্ডু উপত্যকায় জনসাধারণের বাসস্থান অপেক্ষা বোধ হয় মন্দিরের সংখ্যা বেশি। ছোট বড় অসংখ্য মন্দির ও বুদ্ধ স্তূপ চারিদিকে ছড়ান। চমৎকার কারুকার্য্য করা কাঠের দেওয়াল রূপা অথবা সোনার পাতে মোড়া। লক্ষ লক্ষ টাকা এতে জমান আছে। মন্দিরগুলি ছোট বড় জমিদারীর মালিক। সেই আয়ে আজও কাজ চলে।

নেপালের প্রায় সমস্ত জমি রাজা, রাণা ও সরকারী কর্মচারীদের দখলে। অনেক সরকারী কর্মচারী টাকার বদলে মাহিনা হিসাবে জমি উপভোগ করেন। আমাদের যেমন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নেপালে তেমনি গভর্ণর। তবে, আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মাহিনা পান, আর নেপালী গভর্ণর জমির হর্তা, কর্তা ও বিধাতা।

তেরাই ও কাটমাণ্ডু উপত্যকায় ধানই প্রধান শস্য। পাহাড়ে ভুট্টা। এমন চমৎকার সুগন্ধি চা'ল অনেক কাল খাইনি। কিন্তু যারা এই চাল উৎপাদন করে তারা কালেভদ্রে একবারও এর স্বাদ পায় কিনা সন্দেহ। শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পর্যন্ত উৎপন্ন শস্য জমিদার দখল করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০ ভাগ পর্যন্ত। এরই সাথে চলে অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক আদায়, বেগার ইত্যাদি। জমিতে চাষীদের কোন আইনী অধিকার নাই। গত সশস্ত্র সংগ্রামের পর তেরাই-এর জমিদাররা আজকাল কিছু কিছু ট্রাক্টর এনে জমি থেকে চাষীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছে। বহু অংশে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ। কাটমাণ্ডুর পথে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধ মায়ের সাথে আলাপ হল। দুটোর [illegible] প্রতিদিন মেলে না। ওদিকে চাল রপ্তানি হয় ভারতবর্ষে। আর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা 'স্বাধীন' নেপাল ভারতবর্ষের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন দেশে চাল রপ্তানি করতে পারে না।

নেপাল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। তামা, লোহা, মাইকা, কয়লা, তেল অজস্র পরিমাণে ছড়ান। এর অতি সামান্যই কাজে লাগে। একমাত্র কয়লাখনি এক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কব্জায়। তামা, লোহা, মাইকা ও তেল আজও অব্যবহৃত।

নেপালে কল-কারখানা নাই বললেই চলে। কেবল বিরাট নগরে প্রায় ৭০০০ মজুর চটকল, কাপড়ের কল, চিনি ও দিয়াশলাই-এর কারখানায় কাজ করে। কারখানাগুলির অধিকাংশই ভারতের ধনকুবের সিংহানিয়া ও চামাড়িয়ার। এদের লাভের উপর নির্ভর করে উৎপাদনের হার। তাই ভারতবর্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান আমদানির ফলে বীরগঞ্জের একমাত্র কাপড় ও কাঁচের কল সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে। কাপড় আমদানির ফলে প্রায় ৫০০০ মেয়ে তাঁতি বেকার হয়ে পড়েছে। এমন কি নেপালী লোকের পোষাক পর্যন্ত তৈরি হয় বোম্বাই-এর [illegible]। কয়লা, কাঠ, পাট ইত্যাদির বেশির ভাগই ভারতবর্ষে রপ্তানি হয়ে যায়। বদলে ভারতে প্রস্তুত জিনিসপত্র নেপালের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। নেপালের গর্ব তামার বাসন আমাদের এলুমিনিয়মের ধাক্কায় আজকাল দুষ্প্রাপ্য। আমেরিকান কিউরিও প্রেমের সম্মুখে পুরাণ সৌখিন জিনিসের দোকানে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজে এগুলি এখন ব্যবহৃত হয়।

নেপালে শ্রমিকদের স্বার্থে কোন আইন নাই। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে যতদিন পারে কাজ করে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে। কলকারখানায় শতকরা দশভাগ শিশু। বড়'রা দিন এক টাকা করে পায় (নেপালী ১ টাকা=ভারতের দশ আনা), মেয়ে ও শিশুরা পায় তা'থেকে অনেক কম।

নেপালে শিক্ষার ব্যবস্থাও শোচনীয়। কাটমাণ্ডুর পথে হিমালয়ের গায়ে ছোট শহর ভিমফেডিতে এক রাত্রি ছিলাম। স্থানীয় নেতা সংবাদ দিলেন, এখানে একটিও হাই স্কুল নাই। ছেলেদের সাথে সাথে জনসাধারণ অনেকদিন থেকে আন্দোলন করছে আমাদের স্কুলের জন্য। মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন গেছে। তাঁরা বলেছেন—স্কুলের জন্য বাড়ি নেই,

[৬-এর পাতায় দেখুন]

অর্দ্ধমূল্যে বিতরণ মাত্র ৫৲
আদি অপরিবর্তিত ডাকমাশুল ২৲
ও আসল—দে ব্রাদার্স
হিন্দুপ্রেসের
কালীপ্রসন্ন মহাভারত
১১১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিলম্বে হতাশ হইবেন
নাটক, নভেল, ধর্মগ্রন্থ, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্কুল, কলেজের যাবতীয় পুস্তকের একাধারে একমাত্র পরিবেশক।

থিয়েটার
নৃত্য • নাট্য • সঙ্গীত
নতুন নাটক
রঙরুট
(বরেন বসুর বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ)
এ সংখ্যার বিশিষ্ট আকর্ষণ
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
এখনই অর্ডার দিন
২২, হসা রোড : কলি ২৬

কাশ্মীরে মার্কিন-চক্রান্তের স্বরূপ ধরা পড়েছে
কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ভীমচক্রান্ত, তার সাম্রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের আনুপূর্বিক সমস্ত তথ্য যদি জানতে চান তা হ'লে পড়ুন:—
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর লেখা
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ
দাম পাঁচসিকা মাত্র
আমাদের নতুন বই
জর্জি ম্যালেনকভের রিপোর্ট—দাম ৷৵০
শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা—মাও সে-তুং—৷৷০
প্রেসে রয়েছে
★ মাও সে-তুং—শৈশবে ও যৌবনে
★ এশিয়ার বিদ্রোহী কৃষক সমাজ
★ সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশল : ভারতবর্ষ
রজনী পাম দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শাখা : ২৬, আলীমুদ্দিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পশ্চিম বাংলায় ছয় বছরের কংগ্রেসী শাসনের রক্তাক্ত ইতিহাস

"স্বাধীনতার" এই কয় বৎসরে কংগ্রেস শাসন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শত সহস্র শহীদের জীবনদানের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসকে পদদলিত করিয়াছে। এই ৬ বৎসরের দিনগুলি দমননীতির বর্ব্বরতার কালিমা লিপ্ত। স্বাধীনতার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের ঘরে ঘরে যে স্বপ্ন ও আশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে কংগ্রেসী শাসকরা তাহা ধূলায় মিলাইয়া দিয়াছে। ঘরে ঘরে আজ পুত্রহারা মাতার ক্রন্দন, স্বামীহারা স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস, গুলি, লাঠি ও টিয়ারগ্যাসে আহতের যন্ত্রণা। পবিত্র স্বাধীনতাকামী দেশভক্তের দল কারাগারে নিক্ষিপ্ত। গ্রামে গ্রামে পুলিসী সন্ত্রাস, পাড়ায় পাড়ায় লাঞ্ছিত ও অপমানিতের ক্ষোভ।

ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্কিত রক্তস্রোতে দেশভাগের লজ্জার মধ্য দিয়া যাহারা বৃটিশের ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছে, সেই শাসকশ্রেণী আজ জনতার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের "জারজ সন্তান" রূপে ধিকৃত। এই ক্ষমতা লোভীর দল গত ৬ বৎসরে জাতির প্রতি পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করিবার পরিবর্তে আমাদের সুজলা সুফলা সোনার বাংলায় শ্মশানের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষুধার অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, চাকরি নাই, শিক্ষা নাই, শিশুর পথ্য নাই, রোগীর ঔষধ নাই; আছে কেবল কংগ্রেসী শাসনের ভাওতা বিভিন্ন পরিকল্পনা আর প্রচণ্ড দমননীতি। যাহারা ক্ষুধার অন্ন চাহিয়াছে, বাঁচিবার অধিকার দাবি করিয়াছে আর এই জনবিরোধী শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছে তাহাদের স্তব্ধ করিতে চাহিয়াছে গুলি, লাঠি ও বেয়নেটের আঘাতে। এই কুৎসিৎ ক্ষমতাধিকারীর দল কায়েমী স্বার্থ ও বিদেশী পুঁজির চৌকিদারীতে এবং নিজেদের লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অহিংসার ধ্বজা ধরিয়া যাহা করিয়াছে তাহাতে হিংসার ইতিহাসও লজ্জিত। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বঞ্চিত কংগ্রেসী শাসকবর্গ পুলিসকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া ক্ষমতার আসনকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫০-এর ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত মাত্র তিন বৎসরে ভারতে কংগ্রেসী শাসনের অভিশাপরূপে পুলিস ও সৈন্যের গুলিতে নিহত হইয়াছে ৩,৭৮৩ জন, আহত ও পঙ্গু হইয়াছে ১০ হাজার, জেলে নিহত হইয়াছে ৮২ জন, গুলি চলিয়াছে ১৯৮২ বার, জেলে আটক হইয়াছে ৫০ হাজার। কেবলমাত্র আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই ৬ বৎসরে [৩১শে জুলাই, ১৯৫৩ পর্য্যন্ত] পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন ১২৮ জন, ইহাদের মধ্যে ৪৮ জন নারী।

দমননীতির বাজেট

যুক্ত বাংলায় ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনের সময় বাজেটে পুলিসের জন্য ব্যয় ছিল ৩ কোটি টাকা; ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার বৎসর বাজেটের পুলিস খাতে ছিল ৪ কোটি টাকা। কিন্তু যুক্ত বাংলার এক তৃতীয়াংশে কেবল মাত্র পশ্চিমবাংলায় যখন দাঙ্গা নাই—বিদ্রোহ নাই সেই সময় ১৯৫১ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পুলিসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন ৫।০ কোটি টাকা। একই বাজেটে প্রসূতি ও শিশু মঙ্গলের জন্য ২ লক্ষ টাকা, হাসপাতাল উন্নয়নের জন্য মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা ও গ্রাম্য স্বাস্থ্য ইউনিটের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩ সালের বাজেটে বিরোধী দলের সমস্ত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া পুলিসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে সওয়া ৬ কোটি টাকা। দুর্ভিক্ষখাতে পঃ বাংলায় ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে জনপ্রতি ৷৵০ আনা অর্থাৎ ২৯ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। কংগ্রেস সরকার পুলিসের জনপ্রতি ব্যয় করে সংখ্যার মাথা পিছু ২ টাকা ৪ আনা, আর শিক্ষার জন্য মাত্র ১ আনা। এই বাজেটই সাক্ষ্য দিতেছে পঃ বঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিদের নীতি মানুষের অন্ন ও শিক্ষা হরণ করিয়া পুলিস পোষণ করা; জনকল্যাণের পরিবর্তে গদি ও কায়েমীস্বার্থের কল্যাণ। জনমতের কণ্ঠরোধের জন্য তাই শিক্ষাখাত অপেক্ষা ৬ গুণ বেশি বরাদ্দ করিয়া দমননীতির বাজেট প্রস্তুত করিয়াছে।

ধান ও জমি চাওয়া অপরাধ

ক্ষমতায় বসিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস কৃষকদের ভোট আদায় করিয়াছিল জমি ও ধানের আশ্বাস দিয়া। সরল কৃষক শতাব্দীর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্তির স্বপ্নে, দুমুঠো অন্নের জন্য বাঁচিবার আশায় সংঘবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসী শাসকদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিল। দাবি করিল ধান, কায়েমীস্বার্থের যেজোখেরা উঠাইয়া ধানের জমি। দাবি পূরণের পরিবর্তে দারিদ্র্য পীড়িত কৃষক নরনারীর রক্তে ধানের ক্ষেতে রক্তস্রোত বহিল। কংগ্রেসী পুলিস বন্দুক গর্জনে ঘোষণা করিল জমি ও ধান দাবি করা অপরাধ। গ্রামে গ্রামে বসিল পুলিস ক্যাম্প, পাইকারী জরিমানা, কৃষক বধূদের অপমান, কৃষকের সম্পত্তি লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাস। পুলিস গুলি চালাইল।

১৯৪৮ সালে বড়াকমলাপুর, নড়াইল, চন্দনপিড়ি, দ্বারবাসী, ডোঙ্গা জোড়া, শাঁখরাইল, ডুবিরভেড়ী গ্রামে।

১৯৪৯ সালে কাকদ্বীপ, মাসিলা, চন্দ্রকোণাপুর, বাইমান, জগৎবল্লভপুর, হাটাল গ্রামে।

১৯৫০ সালে কেয়াপাড়া, শালিমপুর গ্রামে।

১৯৫১ সালে দেওলি ও কুলিতে। ১৯৫২ সালে চাংমারী ও বনদামপুর গ্রামে।

বন্দী হত্যা!

১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্সী জেলে গোবর্দ্ধন দাশ, দমদম জেলে সুমথ চক্রবর্ত্তী, মুকুল চক্রবর্ত্তী, প্রভাত কুণ্ডু বন্দী অবস্থায় গুলিতে প্রাণ হারাণ।

আলিপুর জেলে অনশন ধর্ম্মঘটে মিহির দাশের মৃত্যু ঘটে।

দমদমের রাজপথে বন্দী গাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীকে হত্যা করা হয়।

খাদ্য চাহিলে বুলেট!

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের খাদ্যের দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করিতে পারে না। অনশন অর্দ্ধাশন ও অনশনে মৃত্যু সভ্য দেশে শাসকদের অযোগ্যতার প্রমাণ। কিন্তু কংগ্রেসী রাবণ রাজত্বে শ্রীবিধান মন্ত্রিদের নিকট খাদ্যের দাবি করা অথবা খাদ্যের চোরাকারবার প্রতিরোধ করা অপরাধ।

১৯৪৯ সালে চোরাবাজারীরা বেশি মুনাফার লোভে সমস্ত লবণ লুকাইয়া ফেলে। শ্রমিক ও জনসাধারণ চোরা গুদাম হইতে লবণ বাহির করিতে গেলে গুলি বর্ষিত হয় এবং ২ জন নিহত হয়।

বাজারে চিনি উধাও হইয়া গেলে কলিকাতার গৃহস্থ পরিবারের মহিলারা মিছিল করিয়া চিনির দাবি জানাইলে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চলে।

১৯৫০ সালে বহরমপুরে ১০ হাজার মানুষ খাদ্যের দাবিতে মিছিল করিলে কাঁদুনেগ্যাস ও লাঠি চলে।

১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্যের দাবিতে ভুখ মিছিল করিলে পুলিস গুলি চালাইয়া ৩ জন বালিকা সহ ৫ জনকে হত্যা করে।

মন্ত্রিদের নিকট খাদ্যের দাবি জানাইতে হাওড়া ও হুগলী হইতে আগত ভুখ মিছিলের উপর চলে লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস। ৩৫ জন নরনারী আহত।

মজিলপুর হইতে আগত ভুখ মিছিলের উপর লাঠি চার্জ।

অসংখ্য গ্রেপ্তার

১৯৫২ সালে কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকদিনব্যাপী লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস, ঘোড়সওয়ার পুলিসের আক্রমণ ও গুলি পর্য্যন্ত চলে। ৩১০ জনের অধিক গ্রেপ্তার ও ১ শতাধিক আহত।

ইহারই নাম কংগ্রেসী গণতন্ত্র!

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসী জেহাদ

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসী শাসকদের জেহাদ সারা দেশে যথেষ্ট কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মজুরি ও ভাতা কাটা, ছাঁটাই, শ্রমিকের ইউনিয়নগুলির উপর হামলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখনই শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিয়াছে তখনই কংগ্রেসী পুলিসের বে-পরোয়া গুলি, লাঠি চলিয়াছে; শত শত শ্রমিক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

১৯৪৮ সালে বাসন্তী কটন মিলে গুলি চলে, বহু শ্রমিক গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৯ সালে পটারী কারখানা ও বিড়লার টেক্সম্যাকো কারখানার নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়া রামলক্ষণ গুনিয়া ও সুবোধ মজুমদারকে হত্যা করে।

১৯৫১ সালে উত্তরপাড়ায় বিড়লার হিন্দমোটরস কারখানায় শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। গণেশ ব্যানার্জ্জি ও মানিক দাশ নিহত ও বহু আহত হন।

১৯৫৩ সালে (জুলাই পর্য্যন্ত) জলপাইগুড়ির বড়দিঘী চা-বাগানের শ্রমিকগণ সপ্তাহের বেতনের দাবি করিলে লাঠি ও গুলি চলে। সুন্দর মাঝি নিহত ও ৩ জন আহত হন।

আসানসোলে "স্লো-ডাউন" ধর্মঘটের বন্দী নেতাদের মুক্তি দাবিতে শান্তিপূর্ণ শ্রমিক মিছিল এস, ডি, ও'র নিকট উপস্থিত হইলে পুলিস গুলি ও বেয়নেট চালায়। ৭ জন হত, ৫ জন নিখোঁজ ও অসংখ্য আহত হন। ৩ শতাধিক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি কলকারখানা অঞ্চলে ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তার ইত্যাদি কংগ্রেস মন্ত্রিদের টাটা-বিড়লা ও বিদেশী মালিক তোষণ নীতির পরিমাপে দমননীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বাস্তুর পরিবর্তে মৃত্যু

দেশ ভাগের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা বুকে লইয়া পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা মানুষ আসিয়াছে কংগ্রেস রাজত্বে সম্মানের সাথে বাঁচিবার আশায়। কংগ্রেস নেতাদের বাগাড়ম্বরকে তাহারা সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু:

১৯৪৮ সালে কাশীপুরে জমিদারের স্বার্থে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করিবার জন্য পুলিস হামলা চালায়। একটি বালক মারা যায়, ৭—৮ জন মহিলা আহত হন।

১৯৪৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী একদল বাস্তুহারার উপর শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে লাঠি ও টিয়ারগ্যাস চালায়। এই দমননীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বাহির করিলে কলেজ ষ্ট্রীটের নিকট গুলি চালায়। ১১ জন নিহত হন।

১৯৫০ সালে যাদবগড় কলোনিতে বাস্তুহারাদের উচ্ছেদের জন্য পুলিস হামলা চালায়। গুলিতে অন্তঃসত্ত্বা বীণাপাণি মিত্র প্রাণ হারাণ।

দুবুলিয়া ক্যাম্পে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিসের গুলিতে অনুকূল ব্রহ্ম নিহত হন।

মাহেশে উদ্বাস্তুদের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চলে।

১৯৫১ সালে রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে পুলিসের গুলিতে ১৭ বৎসর বয়স্ক পরেশ দাশ নিহত হন।

১৯৫২ সালে পানিহাটিতে শত শত পুলিস বাস্তুহারাদের জবরদস্তি উচ্ছেদ করে।

১৯৫৩ সালে কুপার্স ক্যাম্পে বাস্তুহারাদের উপর লাঠি চার্জ্জ করে।

চণ্ডনীতির কবলে সংবাদপত্র ও সংস্কৃতি

সংবাদ পত্র সম্পর্কে কংগ্রেস যে আইন গ্রহণ করিয়াছে তাহা বৃটিশের কুখ্যাত আইনগুলির আদর্শে রচিত। বৃটেনের প্রেস আইনের গণতান্ত্রিক ধারাগুলি তাহারা গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিয়াছে ১৯২০ সালের সরকারী গোপন দলিল আইনের আদর্শকে। ভারতীয় প্রেস আইন যাহাতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ হয় তজ্জন্য বে-সরকারী ভাবে গঠিত প্রেস আইন কমিটির সুপারিশের মধ্যে ৫টি প্রস্তাব ... পর্য্যন্ত ৪০টি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে (১৯৫৩) কলিকাতার ময়দানে অধিকাংশ দৈনিকের ১৯ জন রিপোর্টার ও প্রেস ফটোগ্রাফার প্রহৃত ও গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৯ সালে সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আহূত এক জনসভা শেষে মিছিলের উপর গুলিবর্ষণে ১জন নিহত হন।

"তুমি নাই", "সিঁ ডিফেন্স হার কানট্রি" প্রভৃতি প্রগতিশীল ফিল্মের উপর সেন্সর হয় ও প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে।

কবি বিমল ঘোষের "ন.নদিং" কবিতা পুস্তক ও গণনাট্য সঙ্ঘের কয়েকটি নাটক বে-আইনী করে।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ করিয়া রাখে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক গোপাল হালদার প্রমুখ বহু কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিককে বিনাবিচারে আটক করে।

হিংস্র কালা কানুন—গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ

১৯৪৭ সালে নিরাপত্তা আইন-বিরোধী বিক্ষোভকালে সেবাব্রতী শিশির মণ্ডল কংগ্রেসী বুলেটের প্রথম শিকার।

এই কুখ্যাত আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগে ১৯৪৮ সাল হইতে পঃ বঙ্গে সন্ত্রাসরাজ শুরু হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও বহু সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করে। পিপলস রিলিফ কমিটির মত সেবা প্রতিষ্ঠানকেও রেহাই দেয় না। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অফিস তালা বন্ধ করে।

পশ্চিমবাংলার প্রধান বিরোধী দলের নেতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ, আবদুর রেজ্জাক খান সহ শত শত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখে।

১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থের স্কুল, মেডিকেল কলেজ, দক্ষিণ কলিকাতা নির্দ্দিষ্ট শোভাযাত্রায় ছাত্র ও নাগরিকদের উপর গুলি চলে। বহু নিহত ও আহত হন।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি দেশপ্রিয় পার্কে তরুণ শিশির ভাদুড়ী পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারায়।

বৌবাজার ষ্ট্রীটে রাজবন্দীদের মুক্তির গণতান্ত্রিক দাবিতে মহিলাদের এক মিছিলে পুলিস গুলি চালাইয়া ৪ জন মহিলা ও একজন যুবককে [বিমান দত্ত] হত্যা করে।

১৯৫৩ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্যাপক জনবিক্ষোভ ও আইন সভায় বিরোধীদলের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া বহু নিন্দিত এই নিরাপত্তা আইনকে তাহাদের অবলম্বনরূপে আবার গ্রহণ করিয়াছে।

আজো কংগ্রেসী জেলে আর, সি, পি, আই-এর নেতা পান্নালাল দাশগুপ্ত ও অন্যান্য অনেকে আটক আছেন। '৫২ সালের নভেম্বর হইতে '৫৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৮মাস সময়ের মধ্যে ৪৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জাগ্রত জনতার রায়

জুলাই মাসে বৃটিশ ট্রাম কোম্পানি কর্তৃক ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রত জনতাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রী ও তাহাদের পোষ্য পুলিসবাহিনী যে জানোয়ার সুলভ হিংস্রতার পরিচয় দিয়াছে ইহাতে আরো নগ্নভাবে তাহাদের স্বরূপ চিনিয়াছে। কলিকাতা ও আসানসোলে শান্তিপূর্ণ নাগরিক ও শ্রমিকের উপর যে বর্ব্বর হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে তাহাতে বিদেশী পুঁজির চৌকিদাররূপে ইহাদের আসল চেহারা ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্যই একমাত্র কংগ্রেসের জবরদস্তি মূলক কালা-কানুনের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জুলাই মাসে কলিকাতার বিক্ষুব্ধ জনতা রায় দিয়াছে, "কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ কর।" পঃ বাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা এই অযোগ্য ও দুর্নীতি পূর্ণ জুলুমশাহীর অবসান ঘটাইতে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন কামনা করিতেছে। বজবজ ও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মহেশতলা উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং মহেশতলায় ১৮ হাজার ভোটে মিলিত বামপন্থী সমর্থিত কমিউনিস্ট প্রার্থীর জয় আরো স্পষ্টভাবে জনমত ঘোষণা করিয়াছে।

জাগ্রত জনতার এই রায়ের পর একমাত্র কালা-কানুন, পুলিস ও হিংসাকে আশ্রয় করিয়া কংগ্রেসের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নাই।

রক্তাক্ত জুলাই

বিদেশী পুঁজির প্রহরী কংগ্রেস মন্ত্রীদের আদিম বর্ব্বরতার নিদর্শন

নিহত: ১২ জন, নিখোঁজ ৫ জন।

কলিকাতা—সন্ন্যাসী সর্দ্দার, দমদমের বৃদ্ধা মা, ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, শৈলেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল—ভোলা পাণ্ডে, রামদেও, শিবচরণ, জগন্নাথ সোনার, কানাইলাল সাহা, ১১ বৎসরের বালক, ৮ জন নিহত, ৫ জন নিখোঁজ।

গুলি: ১০ বার, ৮৮ রাউণ্ডের উপর।

আসানসোল ১ বার, ১৮ রাউণ্ড; কলিকাতা ৯ বার ৭০ রাউণ্ডের উপর।

গ্রেপ্তার—৪৩২৬ জনের অধিক (আসানসোলে ৩০৪ জনের অধিক)

লাঠি ও টিয়ার গ্যাস—অসংখ্য বার।

আহত (চিকিৎসাধীন)—সহস্রাধিক

কলিকাতা, শহরতলী ও আসানসোলে ১৪৪ ধারা জারি।

কলিকাতার রাস্তায় মিলিটারী আমদানী।

গৃহস্থদের বাড়ীতে জবরদস্তি প্রবেশ, গৃহ-বধূদের লাঞ্ছনা।

জেল, জরিমানা, প্রহার।

সাংবাদিক দলনের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত—

পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার ও প্রহৃত সাংবাদিক—২১ জন

আহত ক্যামেরাম্যান—৪ জন

ক্যামেরা ভঙ্গ—৪টি

এই অত্যাচারের তদন্ত চাই—বিচার চাই—শাস্তি চাই!

জাগ্রত জনমত-কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগে বাধ্য করুক।

উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ—(৪)

● নীল বিদ্রোহ ●

—সুনীল সেন

বৃটিশ শাসকশ্রেণী রক্তের বন্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ দমন করবার মাত্র দু'বছর পর ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নীল চাষীদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ এক ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। ইতিপূর্ব্বে যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। নীল বিদ্রোহ উনিশ শতকের প্রথম কৃষক আন্দোলন যা সে যুগের উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক প্রভাবশালী অংশের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সারা দেশে যেন এক দুরন্ত ঝড় সৃষ্টি করেছিল। শহর, গ্রাম, গঞ্জে লোকের মুখে মুখে কৃষকের এই সংগঠিত প্রতিরোধের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। দূর গ্রামের কৃষক চাষ করতে করতে আপন মনে গান গেয়ে যেত:

"নীল-বাঁদরে সোনার বাঙলা
করলে এবার ছারে খার।
অসময়ে হরিশ মল,
লং এর হল কারাগার—
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।"

"নীল-বাঁদরের" অত্যাচার

এদেশে যন্ত্রচালিত শিল্প স্থাপনের অনেক আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কফি, তুলা এবং নীল রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটেছে। রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীলের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। আর সারা পৃথিবীতে যত নীল উৎপন্ন হত তার তিন চতুর্থাংশ আসতো বাংলা দেশ থেকে। স্বভাবতই নীল রপ্তানি ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার সুপরিচালনার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুদূর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে অভিজ্ঞ নিগ্রো-শিকারীদের এদেশে আমদানি করলো; মুলধনও যোগাল কোম্পানি। বলদের গুঁতির মত দেশ ছেয়ে গেল নীলকুঠিতে।

নিলকরদের ভীষণ অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাটুর সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—"মানুষের রক্তে রঞ্জিত না হয়ে নীল ইংলণ্ডে পৌঁছায় না।" আসলে সমস্ত নীল ব্যবসাটাই ছিল দাস-শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইওরোপ

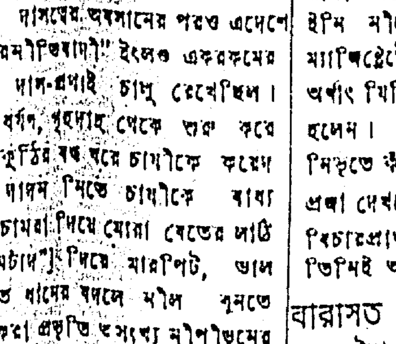

দীনবন্ধু মিত্র

থেকে নিগ্রো দাসদের অবসানের পরও এদেশে "উদারনীতিবাদী" ইংলণ্ড একরকমের বর্ব্বর দাস-প্রথাই চালু রেখেছিল। মারী ধর্ষণ, গৃহদাহ থেকে শুরু করে নীল কুঠির বন্ধ ঘরে চাষীকে কয়েদ রাখা, দাদন দিয়ে চাষীকে বাধ্য করা, চামড়া দিয়ে মোড়া বেতের লাঠি ["শ্যামচাঁদ"] দিয়ে মারপিট, ভাল জমিতে ধানের বদলে নীল বুনতে বাধ্য করা প্রভৃতি অসংখ্য নীলচাষীদের প্রধান ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট (১৮৬০), স্যার. এস্. সি ইডেনের মিনিটস্ অব. এভিডেন্স পিটার গ্র্যান্টের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। এসবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সেযুগের দুজন বিশিষ্ট বাঙালীর এই বিষয়ে মতামত এবং বেসুরো উক্তি সম্পর্কে কিছু বলবো। ১৮২৯ সালে নীল করদের সপক্ষে ভারতে তাঁদের কাজের সাফাই গেয়ে "ব্রাহ্মমিনস্ এণ্ড পারিয়াস" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তাঁরা দু'জন ভারতীয়কে তাঁদের পক্ষের উকিল হিসাবে খাড়া করেছিলেন। তাঁদের নাম—রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ উভয়েই নীল চাষ প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন। এটা নাকি নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কেননা নীলচাষ প্রথার বীভৎসতার স্বীকৃতি সরকারী দলিলেই মেলে।

রামমোহন রায়ের যুগেই (১৭৭২-১৮৩৩) স্বয়ং বড়লাট একটি হুকুমনামায় নীলকরদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ উত্থাপন করেন—১। হিংসামূলক কার্য্যকলাপ ("এ্যাক্টস অব ভায়োলেন্স"), ২। প্রজাদের অবৈধভাবে কয়েদ রাখা, ("ইল্লিগাল ডিটেনশন"), ৩। অবৈধভাবে শাস্তিদান। (গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলস সার্কুলার, ১৩ই জুলাই ১৮১০ সাল)। বলা বাহুল্য, সার্কুলারে কোন কাজই হয় না এবং নীলকরদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলে। দ্বারকানাথের যুগে [১৭৯৪-১৮৪৬] এদের অত্যাচার এবং জুলুম আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এর কারণও রয়েছে। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের পর সাহেবরা এদেশে প্রথম জমিজমা কিনে ব্যবসা চালাবার অধিকার পান। তখন থেকেই সাহেবরা একসঙ্গে নীলকর এবং জমিদার হয়ে বসেন। ইতিপূর্ব্বে তারা ছিলেন কুঠির ম্যানেজার। দ্বারকানাথ স্বয়ং কয়েকটি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪ সালের পর তাঁর কুঠিগুলি বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ দ্বারকানাথ তখন ইংরেজদের উদ্দেশে বলেছিলেন... যে তাঁরা "এদেশের লোকদের সবই আত্মসাৎ করবে—তাঁদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি।" শেষ জীবনে দ্বারকানাথ বৃটিশ শাসন সম্পর্কে সম্ভবতঃ মোহমুক্ত হয়েছিলেন। এই উক্তিতে সেই কারণেই তিনি প্রবল উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

বাংলার লাট হ্যালিডের আমলে [১৮৫৪-৫৮] নীলকরদের দাপট এবং অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। এই সাহেবটিকে সে যুগে "সন্ত্রাসের রাজা" বলে অভিহিত করা হত। ইনি নীলকর সাহেবদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করলেন। অর্থাৎ যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হলেন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতে লাগলো। হতভাগ্য প্রজা দেখলো—যার বিরুদ্ধে সে বিচারপ্রার্থী বিচারকের আসনে তিনিই আসীন।

বারাসত ধর্ম্মঘট: সুরু বিদ্রোহ

ঘটনা প্রবাহ কিন্তু ইতিমধ্যে ভিন্নখাতে বওয়া শুরু করেছে। বিচারকদের বিচারের ভার নীলচাষীরা নিজেদের হাতেই গ্রহণ করলো। শুরু হল নীল বিদ্রোহ, উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হল।

[৬এর কলমে দেখুন]

কংগ্রেসী দুঃশাসনে দেশভক্ত হত্যার খতিয়ান

১৯৪৭	১ জন
১৯৪৮	৩২ জন
১৯৪৯	৬৪ জন
১৯৫০	৪ জন
১৯৫১	১২ জন
১৯৫২	১ জন
১৯৫৩	১৪+৫ জন (নিখোঁজ ৫)।

(কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১২৮ জন হত ও ৫ জন নিখোঁজ হইয়াছে।)

মাতৃহন্তা!

[নিহত নারীর অসমাপ্ত তালিকা]

অহল্যা— কাকদ্বীপ
সরোজিনী— „
লতিকা সেন—কলিকাতা
প্রতিভা গাঙ্গুলী— „
অমিয়া দত্ত— „
গীতা সরকার— „
কানন বালা দাসী—মাসিলা
মনোরমা ও লক্ষ্মী— „
বন্দনা— কোচবিহার
বকুল তালুকদার— „
কবিতা বসু— „
বীণাপাণি মিত্র—যাদবগড়

★ একমাত্র পঃ বাংলায় আজ পর্য্যন্ত ৪৮ জন নারীকে পুলিস গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

এই নারীঘাতী রাবণ-রাজ জাতির লজ্জা

পুত্রহারা জননী, যাদবপুর ও আসানসোলের শ্রমিকদের স্ত্রী ও মায়ের বুক ফাটা আর্ত্তনাদ আজ সারা বাংলার অভিশাপরূপে ইহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে।

দমদমের বৃদ্ধা মাতা পশ্চিম বাংলার নারী ও শিশু রক্তের কলঙ্ক চিহ্ন ইহাদের সারা অঙ্গে; জাতীয় স্বার্থের অপমানকারী রূপে কংগ্রেসী শাসকবর্গ দেশবাসীর নিকট নিন্দিত।

পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে শান-বর্গানামে ইহারা কৃষকের ভিক্ষার লাভ করিয়াছে। গৃহস্থের খোরাকীর ধান জবরদস্তি কাড়িয়া, কেড়িয়ে দাবে গ্রেপ্তার করিয়া দুর্ভিক্ষের হাহাকার শ্মশানের অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে।

On Peace

They are Betraying Peace —By Jean Cathala
(cloth Bound) 232 Pages 1-2-0

The Truth about American Diplomats. —By Annabelle Bucar
197 Pages 0-6-0

In the Name of Peace —By Archie Johnstone
152 Pages 0-3-0

On Eliminating the Danger of a New War and Strengthening the Peace and Security of Nations —By A. Y. Vyshinsky
42 Pages 0-1-0

Current Book Distributors
3/2, Madan Street, Calcutta-13

স্বাধীনতার ষষ্ঠ বৎসর

ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের স্মরণীয় দিনটি আবার ফিরে এলো। আজকের গৌরবময় উৎসবটিকে ঘরে ঘরে মধুর ও সরস করে তুলবে

ভারতের জাতীয় পানীয় চা

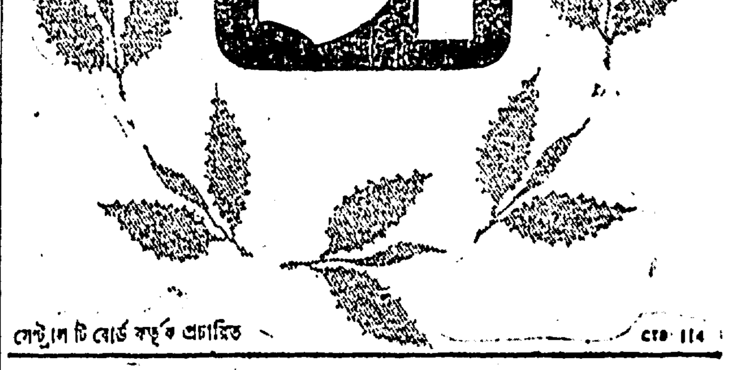

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

আর্থিক প্রসঙ্গ

—অরুণ বসু

- বেকার সমস্যা ও ভারতীয় শিল্পপতিদের মতামত
- কংগ্রেসের বৃটিশপ্রীতির বিরুদ্ধে টাটা-বিড়লাগোষ্ঠীর নালিশ

বেকারি'র মাথা বাথায় পীড়িত অবস্থায় কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব পালন করতে যাচ্ছেন।

১৫ই আগষ্টের সভা-সমিতিতে কংগ্রেসী পক্ষ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা রচিত "বেকার সমস্যা সমাধানের ১১ দফা পরিকল্পনা" প্রচার করা হবে।

দুঃখের বিষয় কংগ্রেস সরকারের দৃঢ় সমর্থক বড় বড় ভারতীয় পুঁজিপতিরা পর্যন্ত মনে করেন না যে, কংগ্রেস সরকারের বর্তমান নীতি চালু থাকলে বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হবে। বেকারি ব্যাপারে শিল্পপতিরা এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে, এসম্পর্কে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিকল্প প্রস্তাব হাজির করেছেন।

"হেটাস ইণ্ডাস্ট্রীস লিঃ"-এর সভাপতি শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন তাঁর ৭ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে এক চমকপ্রদ হিসাব হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বর্তমানে ভারতে প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকার এমন সরাসরি শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয় যার বেশির ভাগই আমাদের দেশে তৈরী করা সম্ভব। তিনি বলেন, শ্রমিকের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় যদি ১,০০০ টাকা হারে ধরা হয় তো এই ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানি না করে দেশে তৈরী করলে বছরে ২০ লক্ষ শ্রমিক কাজ পেতে পারে।

শ্রীজৈন অবশ্য খুবই কাঁচা হিসাব করেছেন। আমাদের দুই কোটি-পতিরা মোটের ওপর সত্য কথা বলবার সময়ও শ্রমিকদের চোখে ধুলা না দিয়ে পারেন না—মজুর ঠকানো তাঁদের পেশা কি না! ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানি না করে দেশে তৈরি করলে সব টাকাটাই মোটেই শ্রমিকের পকেটে সোজা চলে আসবে না। পুঁজিপতিরা যতদূর সম্ভব ভাগ বসাবেন—শ্রীজৈনের মত বড় বড় শিল্পপতিরা তো বটেই। দ্বিতীয়ত: উৎপাদন বাড়লেই যে সেই অনুপাতে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োজিত হবে এমন কোনও কথা নেই। শিল্পপতিরা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন "র‍্যাশনলাইজেশন" করে পুরানো শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত খাটিয়ে নিতে।

যাই হোক, শ্রীজৈনের হিসাবের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক গলদ যাই থাকুক না কেন, তাঁর মূল বক্তব্যটা সঠিক। আমাদের দেশে প্রচুর জিনিস আমদানি করা হয়, যে সব জিনিস দেশে তৈরি করা সম্ভব। এবং একথাও ঠিক যে এই অপ্রয়োজনীয় আমদানি বন্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হার সীমাবদ্ধ করে দিলে এবং মুনাফাখোরী "র‍্যাশনালাইজেশন" নীতি বে-আইনী করে দিলে বেকারির ক্রমবর্দ্ধমান সংকট যথেষ্ট পরিমাণে রোধ করা যাবে।

• • •

কংগ্রেস সরকার কিন্তু সুপ্রচুরভাবে বিদেশী মালের আমদানির সুবিধা করে দিচ্ছেন এবং এদেশেও বৃটিশ পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দিচ্ছেন। দিল্লীর দরবারে তাঁরার নালিশ করেও ভারতীয় শিল্পপতিরা কিছু করে উঠতে পারছে না।

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় সাবান উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ভারত সরকার বৃটিশ "লিভার ব্রাদার্স" কোম্পানিকে তাদের কারখানা সম্প্রসারণ করার অনুমতি দিয়ে ভারতীয় কারখানাগুলির ভবিষ্যৎ বিপন্ন করেছেন।

৭-৮-১৯৫৩ তারিখের "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ পড়ে জানা যায় যে, ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীটাটা সম্প্রতি "টাটা অয়েল মিলস"-এর সাধারণ সভায় ভারতীয় সাবান উৎপাদকদের উপরোক্ত বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন। এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মনে রাখতে হবে যে দিল্লীতে টাটাগোষ্ঠী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ টাটাগোষ্ঠীর সঙ্গে শক্তিশালী মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে (সম্প্রতি তাঁরা একজোট হয়ে বোম্বাই শহরের বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রকে প্রসারিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন)। তাছাড়া বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গেও টাটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তেল-সাবানের শিল্পে টাটার সঙ্গে শক্তিশালী বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের টক্কর লেগেছে এবং নেহরু সরকারের ওপর টাটার যতই প্রভাব থাকুক না কেন, বৃটিশ "লিভার ব্রাদার্সের" প্রভাব আরো বেশি।

• • •

কুখ্যাত বিড়লা গোষ্ঠীরও একই অবস্থা। কংগ্রেস নেতাদের ওপর তাঁদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব টাটার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। কিন্তু তাঁরাও বৃটিশ চাপে গৃহীত মোটরগাড়ি শিল্প সংক্রান্ত সরকারী রায়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

আবার শ্রী আর, ডি বিড়লা ("হিন্দ সাইকেল কোং"এর সভাপতি) তাঁর ৩-৮-১৯৫৩ তারিখের বক্তৃতায় অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমানের আর্থিক সংকটের দরুন সাইকেলের চাহিদা পড়ে গেছে, অথচ ভারত সরকার অতিমাত্রায় বিদেশী সাইকেল আমদানির ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। ফলে যেখানে ১৯৫২ সালে ১,৩০,০০০ সাইকেল "হিন্দ সাইকেলের" কারখানায় তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে ১৯৫৩ সালে ১,২০,০০০ বা তারও চেয়ে কম সংখ্যায় সাইকেল তৈরি করা হবে। একটি "শিফ্‌টে"র কাজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ১২১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। অবশ্য শ্রীবিড়লা হিসাব দিয়ে এমন কথা প্রমাণ করতে পারেননি যে, মুনাফার হার ও সাইকেলের দর কমিয়ে দিয়েও উপস্থিত সংকট সামলানো যেত না। প্রমাণ করেননি যে ছাঁটাই করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু যাই হোক কোনও সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেস সরকারের বৃটিশপ্রীতিই "হিন্দ সাইকেলে"র সংকটের জন্য প্রধানত: দায়ী।

বোম্বাই'র প্রভাবশালী শিল্পপতি শ্রীচুনিলাল মেহতা ও সম্প্রতি অনুরূপ অভিযোগ করেছেন "ন্যাশনাল ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ" এর সাধারণ সভায় ৩০-৬-১৯৫৩ তারিখে প্রদত্ত ভাষণে তিনি অভিযোগ করেন যে, দেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করার যোগানগুলিকে উপেক্ষা করে কাম-বেআইনীভাবে আমদানি করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন কংগ্রেস সরকার ["ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট" পত্রিকা ৭-৮-১৯৫৩]।

• • •

শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রস্তাব ছাড়া আরো কিছু প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছে।

৭-৮-১৯৫৩ তারিখের "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খাদ্যমূল্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। লেখক দাবি করেছেন যে, ভারত সরকারের তহবিলের কিছু টাকা সস্তাদরে শহরগুলিতে গম এবং চাল বিক্রয় করবার জন্য খরচ করা হোক। লেখক বলেছেন যে, ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে গম ও চালের দর কমানোর জন্য যে সরকারী খরচ করা হ'ত সে খরচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন ভরসা দেওয়া হয়েছিল যে ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে গম-চালের দর পড়ে যাবে; কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব পুনরায় সরকারী টাকায় ক্রেতাদের কাছে সস্তাদরে গম ও চাল সরবরাহ করা উচিত। লেখক মনে করেন যে, এর ফলে শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত কিছুটা তুষ্ট হবেন। শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধির তাগিদ কমে যাবে, ফলে শিল্পের উন্নতি হবে। লেখক অনুমান করেন ১৫ কোটি টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট হবে।

লেখক কৃপণের হিসাব করেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু সস্তা দরে গম ও চাল বিতরণ করার অধিক ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

লেখক আরো প্রস্তাব করেছেন যে, মোটর বাসগুলির উপর পেট্রোল ট্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন ট্যাক্স কমিয়ে দিলে বা উঠিয়ে দিলে অনেক মোটর-গাড়ি (তাঁর হিসাব অনুসারে ২০,০০০) আবার চলবে যেগুলো বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। লেখক অনুমান করেন এর ফলে এখুনি ১ লাখ বেকার শ্রমিক কাজ পাবে।

'ইষ্টার্ণ' ইকনমিষ্টে'র সম্পাদক মনে করেন খাদ্যের জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ করলে এবং মোটর ট্যাক্স ও পেট্রোল ট্যাক্স তুলে দিলে ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

সমস্যাটা অবশ্য ঢের বেশি গভীর। কিন্তু শিল্পপতিদের এইসব ছোটখাট নানান রকমের অভিযোগ ও প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা সবাই মনে করেন যে, কংগ্রেস সরকার বিবৃতি দেওয়া ছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আর কিছুই করছেন না।

মধ্যবিত্ত

২য় বর্ষ — ২য় সংখ্যা

গল্প, কবিতা ও রসরচনায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইল।

১২।১ ডি, চৈতন সেন লেন, কলিকাতা—১২

বেকার সমস্যা

৩য় পাতার পর

শ্রমিক সংখ্যা ৯ লক্ষ। চা বাগান বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুন এবং চালু বাগানে ছাঁটাই হওয়ার দরুণ এই শিল্পে '৫২-'৫৩ সালে ১ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কিছু বাগানে সম্প্রতি পুনরায় চালু হওয়ায় এবং অন্যান্য চালু বাগানগুলিতেও কিছু শ্রমিক নিয়োগের ফলে বেকারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যুদ্ধের সময় নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৫১ হাজার। যুদ্ধের পর হইতে এই শিল্পে ছাঁটাই শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইবুনাল মন্তব্য করেন যে, এই শিল্পে ব্যাপকভাবে ছাঁটাই আরম্ভ হইয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হইয়া যাইবেন। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং ফেডারেশনের মতে যুদ্ধের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই শিল্পের এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছেন।

লাক্ষাশিল্পে

পৃথিবীতে লাক্ষা উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। প্রধানতঃ বিহার ও পশ্চিমবাংলায় এই শিল্প সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লাক্ষা শ্রমিক সম্মেলনে বলা হয় যে, এই শিল্পে নিযুক্ত মোট ১লক্ষ লাক্ষা শ্রমিক ও উৎপাদনকারীর (গ্রোয়ার) মধ্যে ৫০ হাজারই বেকার। বিহারের অর্দ্ধেক শেলাক ফ্যাক্টরী অর্থাৎ ১০০টিরও বেশী ফ্যাক্টরী এবং ২০০টি লাক্ষা ফ্যাক্টরী ১৯৫২ সালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কয়্যার ম্যাট বা নারিকেল ছোবড়া শিল্প

কয়্যার ও ম্যাট শিল্প ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সহ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান শিল্প। এই শিল্পটিও প্রায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রদেশের ছয় লক্ষ লোক এই শিল্পে নিয়োজিত এবং এই শিল্পই তাঁহাদের একমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায়। আরো প্রায় তিন হাজার পরিবার শিল্পটির আনুষঙ্গিক কাজে নিযুক্ত।

১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাবে প্রকাশ, উক্ত প্রদেশে শিল্পটির ফ্যাক্টরীসমূহে ৩০ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই শ্রমিক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৫০—'৫১ শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ হাজার।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের মোট ৯২টি ফ্যাক্টরীর মধ্যে ৬৪টি ছোট ফ্যাক্টরী এবং ইহাদের অধিকাংশই '৫১ সালে বন্ধ হইয়া যায়। এই চিত্র হইতে দেখা যায়, শিল্পটিতে বেকারীর সংখ্যা ৪ লক্ষাধিক।

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশে এই শিল্পটির প্রায় সমস্ত কাজই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং ফলে আরো কয়েক লক্ষাধিক বেকার হইয়াছেন।

তাঁত শিল্প

১৯৪১ সালের হিসাবে প্রকাশ যে, ভারতে মোট তাঁতের সংখ্যা ২৫ লক্ষ। ইহাতে ২৪ লক্ষ তাঁতী সহ মোট শ্রমিক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫২ সালে তাঁত শিল্পে যে ব্যাপক সংকট দেখা দিয়াছে, তাহাতে এ পর্যন্ত শতকরা ৫০ জন বেকার হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁতশিল্পে বেকারীর সংখ্যা বর্তমানে ৩০ লক্ষ।

ভারতের সাবান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগ বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে না। শিল্পটির শতকরা ৬০ ভাগ কুটির শিল্প এবং ইহা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাইকেল, কাঁচ, কালি ও পেন্সিল, চামড়া, প্লাষ্টিক, পটারী, রেশম ও পশম, প্রভৃতি বহু দেশী শিল্পই সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। এই সমস্ত শিল্পের বহু কারখানা বন্ধ হইয়াছে অথবা চালু কারখানাগুলিতেও শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে।

ভারতের বিরাট বেকার সমস্যার ইহা একটি আংশিক চিত্র মাত্র। এই সমস্যার কারণ এবং উহার সমাধানের উপায় বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ—(৪)

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নীল বিদ্রোহের সূচনা ২৪ পরগনার বারাসত থেকে। তখন বারাসতের কালেক্টর ছিলেন ইডেন সাহেব। ইণ্ডিগো কমিশনের সামনে প্রদত্ত তাঁর জবানবন্দীতে এই বিদ্রোহের বিবরণ রয়েছে। বারাসতের বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি [বি আই-সি] সে যুগের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী নীলকুঠি। এই কুঠির ম্যানেজার মিঃ লরেমোর-এর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বহুদিন থেকেই নীলচাষীরা বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁরা ইডেনের কাছে এক আবেদনে জমি থেকে জবরদস্তি করে উৎখাতের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করলেন। নীল বুনতে অস্বীকার করলেই কিংবা সবচেয়ে ভাল জমিতে নীল না বুনলেই প্রজাদের জোর করে লাঠিয়াল দিয়ে মারপিট করে জমি থেকে উৎখাত করা হত। ইডেনের বিখ্যাত পরোয়ানায় ঘোষণা করা হল—নীল বুনতে প্রজা বাধ্য নয়, নীল বোনা তাঁর ইচ্ছাধীন [ইডেনের পরোয়ানা, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ সাল]। এই পরোয়ানার বাংলা অনুবাদ প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হল। মুহূর্তের মধ্যে যেন এক বিপ্লব ঘটে গেল। বারাসতের সব কটি নীলকুঠি বন্ধ হয়ে গেল। প্রজারা নীল বুনতে একযোগে অস্বীকার করে বসলেন। বিদ্যুতের মত এই সংবাদ যশোহর এবং কৃষ্ণনগরে ছড়িয়ে পড়লো। সেখানেও প্রজারা নীল বুনতে অস্বীকার করলেন। সমগ্র নিম্নবঙ্গে লক্ষ লক্ষ নীল চাষীর এই ধর্মঘট সংগ্রাম প্রসারিত হল। ভারতের ইতিহাসে চাষীর ধর্মঘট এই প্রথম।

বাবু শিশির কুমার ঘোষ ["অমৃতবাজার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা] নদীয়া জেলার বিদ্রোহের এক বিবরণী দিয়েছেন। শোনা যায় যে, "নীল দর্পণের" মালমশলা দীনবন্ধু নদীয়ার বিদ্রোহ থেকেই প্রধানতঃ সংগ্রহ করেছিলেন। শিশির কুমার ঘোষ লিখেছেন—"তখন বাংলার নীলকরেরা স্বেচ্ছাচারী রাজার মত প্রতাপে দেশ শাসন করিতেন। ছোটলাট হ্যালিডে প্রকৃত ব্যাপার অবগত ছিলেন না। ...নদীয়া জেলায় চৌগাছা গ্রামে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস—ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ব্যক্তি বাস করিতেন। উভয়েই পূর্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন; নীলকরের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কর্ম ত্যাগ করেন। ইহারা বুঝিলেন, প্রজা "মরীয়া" হইয়া উঠিয়াছে; সামান্য চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে। ইহারা বাংলার নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন" (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)।

দীনবন্ধুর পুত্র শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছেন—"প্রজারা নীলকরদের জমি বুনিবার কাজে বাধা দিয়েছে। আমীন, খালাসী এবং গোমস্তারা বন্দী হল। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হল। শস্য নষ্ট করা হল। নীলকুঠি ভস্মীভূত হল। সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ পোড়ান হল। ঢাল, সড়কি, তলোয়ার, লাঠিতে সজ্জিত হয়ে নীল চাষীরা বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হতে লাগলেন" ["ইণ্ডিগো ডিস্টার্বেন্সেস"]।

শৃগালের মত নীলকরেরা "গেল গেল" রবে একযোগে চীৎকার শুরু করলো। সরকারের কাছে রেডিও অসংখ্য স্মারকলিপিতে তাঁদের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হল। ছোটলাট লিটার গ্রান্ট প্রজাদের আশ্বাস দিলেন এই বলে যে, নীল সম্পর্কে একটি কমিশন বসবে। আর নীলকরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হুকুমনামা জারি করে ঘোষণা করা হল যে—চুক্তিবদ্ধ প্রজাদের চুক্তির শর্ত পালন করতেই হবে, যারা তা করবে না তাদের শাস্তি হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটদের হাতে বিদ্রোহ দমনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হল [১৮৬০-এর আইন; ৪ঠা এপ্রিল]। বিদ্রোহের ঘাঁটিগুলিতে সশস্ত্র ফৌজ ছুটলো।

নীল-বিদ্রোহ এবং সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী

নীল বিদ্রোহের ঘটনা প্রবাহের তরঙ্গ শীর্ষে অবস্থান করছিল "নীল-দর্পণ।" ১৮৬০ সালে [বাংলা ১২৬৭। ২রা আশ্বিন] "নীল দর্পণ" প্রকাশিত হল ঢাকা থেকে "কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং" এই ছদ্ম নামে। সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন মাত্র এক রাত্রির মধ্যে নাটকটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিলেন। ১৮৬১ সালে রেভারেণ্ড লং এই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। নাটকটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকর মহলে হুলুস্থূল পড়ে গেল। লং-এর বিরুদ্ধে তাঁরা মামলা শুরু করলেন। বিচারালয়ে প্রতিদিন বহু লোক ভীড় করতেন। লং-এর এক মাস জেল এবং হাজার টাকা জরিমানা হল। সেযুগের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ হাজার টাকা নিজেই দিয়ে দিলেন। "নীলদর্পণ"এর প্রভাব স্মরণ করে অনেক লেখক একে মিসেস "আঙ্কল টমস কেবিন" (টমকাকার কুটির)এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"নাটকখানি বঙ্গ সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম।... ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গ দেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।"

আর একজন মহাপুরুষ নীল বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চাষীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তিনি "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"এর সম্পাদক শ্রীহরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নীলকরদের অত্যাচার, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ প্রভৃতি খবরের

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কাগজে প্রকাশ করে তিনি নীলচাষীদের আন্দোলনের পক্ষে বাংলার জনমত জাগ্রত করেছিলেন। তিনি খবর সংগ্রহ করতেন চাষীদের কাছ থেকে। তাঁর ভবানীপুরের বাড়ি চাষীদের জন্য সব সময় উন্মুক্ত থাকতো। তিনি তাঁদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন অকৃপণভাবে। পরামর্শ এবং সাহস দিয়ে চাষীদের তিনি আপনজন করছিলেন। নীলকরেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে ["হিলস্ কেস"] তাঁর বসতবাটী পর্যন্ত নীলামে চড়িয়েছিল। তবু তিনি তাঁর আদর্শে অবিচল রইলেন মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত।

নীল চাষীদের আংশিক জয়

ইণ্ডিগো কমিশনের রায়, কিংবা সরকারের দমননীতি—কিছুই নীলচাষীদের আন্দোলন দমাতে পারলো না। চাষীদের একতা এবং সংগঠনশক্তি কেমন অটুট ছিল তার বর্ণনা করেছেন স্বয়ং লাট সাহেব গ্রান্ট। কালীগঙ্গা এবং কুমার নদীর পথে পাটনা যাবার সময় তিনি দেখলেন যে, নদীর তীরে তীরে ষাট সত্তর মাইল পর্যন্ত অগণিত চাষী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলবেঁধে অপেক্ষা করছেন সরকারের কাছে তাঁদের অভিযোগ জানাবার জন্য (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)। আন্দোলনের কতখানি ব্যাপকতা থাকলে এই রকম সংগঠিত জনসমাগম সম্ভব তা বোঝা শক্ত নয়।

অবশেষে ভারত সরকার গ্রান্টের সুপারিশ মেনে নিয়ে ২২শে সেপ্টেম্বর এক হুকুমনামা জারি করলেন। এতে বলা হল যে—"চাষী, যদি পুরোপুরি চুক্তিবদ্ধ না হয়, তবে তাঁরা নীল বুনতে বাধ্য নয়।" অর্থাৎ ইডেনের পরোয়ানা এতদিন পর কার্যতঃ গৃহীত হল। আন্দোলনের শক্তিতে কৃষকের দাবি আদায় বৃটিশ আমলে এই প্রথম ঘটলো। কালে "সিনথেটিক ডাই" (ঘটিত রঞ্জক) আবিষ্কারের পর নীলচাষই উঠে গেল।

• • •

নীল-বিদ্রোহের পর কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে। তবুও নীল বিদ্রোহের স্মৃতি আনিকাশ শিখার মত বাঙ্গালীর অন্তরে আজও জ্বলছে। নীল চাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধ এবং ধর্মঘট সংগ্রাম আজও বাংলার কৃষক গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে। দীনবন্ধু-মাইকেল-কালি প্রসন্ন-শিশির কুমার যে ভাবে একটি কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন তা অনুপ্রাণিত করবে আজকের কবি, সাহিত্যিক, তথা সমগ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে। ন্যায় এবং সত্যের জন্য আত্মত্যাগের যে মহান ঐতিহ্য হরিশচন্দ্র এবং হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রভাকর, সোমপ্রকাশ সৃষ্টি করে গেছেন তা বহন করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আজকের সাংবাদিকদের।

খবরের ওপিঠ

—পুরন্দর

গত ১৭ই জুন পূর্ব বার্লিনে যে হাঙ্গামা হয়েছিল তার জের এখনো মেটে নি। পূর্ব বার্লিনে অবশ্য শান্তি ফিরে এসেছে। যাঁরা সীমান্তের ওপারে স্বর্গরাজ্য ভেবে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতে তাঁদের অনেকেরই ভুল ভেঙেছে। এখন আবার দল বেঁধে তাঁরা ফিরে আসছেন। শুধু তারাই নয়, পশ্চিম জার্মানির বাসিন্দারাও অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে এ দিকে আসছেন। বলা বাহুল্য, ঘটনার এবম্বিধ পরিণতি মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের মনঃপূত নয়। না হবারই কথা। তাঁরা বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, আর দেরি নেই—সমাজবাদ ভেঙে পড়লো বলে। সুতরাং, তাঁরা নতুন করে প্ররোচনা সৃষ্টির কাজে নেমেছেন। আর এবারকার প্ররোচনা সৃষ্টি চেষ্টা হচ্ছে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের নামে।

কিন্তু কিছু লোককে সব সময় বোকা বানানো সম্ভব হলেও সব লোককে সব সময় বোকা বানানো সম্ভব নয়। মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের দুরভিসন্ধি পূর্ব বার্লিনবাসীর কাছেও আর গোপন নেই। পশ্চিম জার্মানির খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলি তাই শূন্যই থেকে যাচ্ছে। পূর্ব বার্লিনবাসীরা যা কয়েক মোড়ক খাদ্য ঐ সব বিতরণ কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এখন আবার তা ফেরত যাচ্ছে পশ্চিম জার্মানির বেকার এবং ক্ষুধার্তদের মধ্যে। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগে মার্কিন নীতিতে ক্ষুব্ধ এক জনতা [রয়টারের মত হয় হাজার কিন্তু মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইউ-পি-এ'র মত দুই হাজার] পশ্চিম জার্মানির তথাকথিত খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে হানা দেয়। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যারা "পূর্ব বার্লিনবাসীদের উপর সোভিয়েট দমননীতিতে" কেঁদে ভাসিয়ে ফেলেছিলেন সেই পরম অহিংসাব্রতী মার্কিন মেষ শাবকেরা নখদন্ত প্রকাশ করতে কিছু কসুর করেন নি আর তাতে রক্তের দাগও কারোর চোখ এড়ায় নি।

কিন্তু তা'হলে কি হয়, কাক যেমন চোখ বুজে খাবার খুঁজে খেয়ে মনে করে কেউ দেখতে পায়নি, তেমনি মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদেরও ধারণা যে, তাদের কুকীর্তি কারোর চোখে পড়বে না। তাই তারা এখনো তোতা পাখীর মত আউড়ে যেতে কসুর করছেন না যে, পূর্ব জার্মানির ঘটনা সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত। অবশ্য পশ্চিমী শক্তিগুলিকে হাতে রাখতে গেলে মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে এ ধরনের বুলি না আউড়ে উপায় নেই। পশ্চিমী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে যেরকম খাওয়াখাওয়ি লেগে যাচ্ছে তাতে জুজুর ভয় না দেখালে তাদের শান্ত করা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় আমাদের দেশের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির শিশুসুলভ বিশ্বাস প্রবণতা দেখে।

কিংবদন্তী আছে কামাখ্যার ডাকিনীমন্ত্রে মানুষ নাকি ভেড়া হয়। এ কিংবদন্তীর সত্যাসত্য অবশ্য পরখ করে দেখা হয় নি। কিন্তু ভুলার দুমদুমির নিকষে স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও যে ভেড়া বনে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। অন্তত সংবাদপত্র আপিসগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে যে এর উদাহরণ পেতে হলে বেশি হাতড়াতে হবে না তা' নির্ভয়েই বলা যায়।

নইলে ও-সব পত্রিকা আপিসে যে সব বিদেশী পত্রিকা আসে তা থেকেই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষের পক্ষে বর্লিনের ঘটনার আসল স্বরূপ বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এখানে আমি মাত্র দুটি উদ্ধৃত দেব।

বিলাতের "নিউ ষ্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেশন" পত্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছে:

"...মনে রাখা দরকার আর-আই-এ-এস, মুক্ত ইউরোপ বেতার কেন্দ্র এবং পূর্ব জার্মানিতে "গুপ্ত আন্দোলনের কেন্দ্র" স্থাপন করতে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছে। এই ঘটনাটা যে (পূর্ব বার্লিনের হাঙ্গামা) প্রকৃত শ্রমিক বিক্ষোভের বিস্ফোরণ এবং মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদরা যে তাকে ব্যবহার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত মনে রাখা দরকার যে, বে-আইনী কার্যকলাপ সংগঠিত করার এবং প্রয়োজন হলে আশ্রয় নেবার জন্য সোভিয়েৎ জার্মানির মধ্যস্থলে পশ্চিম বার্লিনের মত যদি একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি না থাকতো তাহলে এসব কোন কিছুই ঘটত না।" (২৭শে জুন)

এলাহাবাদের নেহরুর কাগজ বলে পরিচিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা 'পলা ডাইকিং' আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন:

"পশ্চিমী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদেই বলা হয়েছে পশ্চিম বার্লিন থেকে ১৫ হাজার ইস্পাত শ্রমিক পূর্ব বার্লিনবাসীদের "সাহায্য" করার জন্য পূর্ব বার্লিন অভিযান করেছে। পশ্চিম জার্মান পুলিস বাধা দেয় নি" (২৮শে জুন)।

এর পরেও যারা পূর্ব বার্লিনের ঘটনাকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক বিক্ষোভ বলবেন তাদের শিশুসুলভ বিশ্বাস প্রবণতাকে সন্দেহের চোখেই দেখতে হয়। পূর্ব বার্লিনে হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা অবশ্য পরিষ্কার হয়ে যায় আমেরিকার 'নিউজউইক' পত্রিকার নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে।

পূর্ব জার্মানিতে কম্যুনিষ্ট দুর্গের নিরাপত্তা সম্পর্কে মন্তব্য করে 'নিউজউইক' লিখেছে: ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও প্যারিসে এই সংবাদে বিশেষ সাড়া জাগে নি। কিন্তু বনে পশ্চিম জার্মান গবর্ণমেণ্টের সদর দপ্তরে এই সংবাদে আতঙ্কের একটা শীতল অনুভূতি বয়ে যায়। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন জার্মানির ঐক্য বিধান সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটা সম্মেলনের প্রস্তাব করার জন্য তৈরি হচ্ছে—পশ্চিম জার্মানরা এই ঘটনার মধ্যে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছে। কমিউনিষ্টদের এই চালে চ্যান্সেলর আডেনয়ারের রাজত্বের এবং জার্মানির ঐক্য বিধানের পূর্বে পশ্চিম জার্মানিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনার সর্বাধিক ক্ষতি হতে পারে। রুশদের এই প্রস্তাবে ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনাই ভেঙ্গে যেতে পারে এবং এর ফলে আগামী সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে আডেনয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের জয়ের আশা অনেকখানি বেড়ে যেতে পারে।

'নিউজউইক' এই মন্তব্য করেছিল ৮ই জুন আর বার্লিনে ঘটনা ঘটেছে ১৭ই জুন। বার্লিনে মার্কিন-আডেনয়ার চক্রান্ত সম্পর্কে এর পরেও কি আর কোন প্রমাণ উপস্থিত করার দরকার হয়?

কাজ চাই

[৬য় পাতার পর]

সরকারী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায়।

বেকারীর আঘাত আজ প্রত্যেকটি সংসারকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু এই বিপর্যয়ের পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবার স্থান খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় সঙ্কুলান হয় না। সরকারী সংখ্যা এই বিপর্যয়ের ভগ্নাংশের সীমানাও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

দুর্জ্জয় নেপাল

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

পয়সাও নেই। অথচ এই তিনকোটির দু'ধারে দুটি প্রকাণ্ড বাড়ি ভারতীয় ফৌজী মিশনের দখলে খালি পড়ে আছে।

কাটমাণ্ডুর ট্রাইডেন্টের ময়দানে বসে কয়েকটি নেপালী যুবকের সাথে কথা হচ্ছিল। তাঁরা বললেন, নেপালে না আছে কলকারখানা, না অফিস কাছারী—যেখানে চাকরি মেলে। ফলে বেকারি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি নেপাল সরকার চার নম্বর পরিকল্পনা ও কলম্বো প্ল্যান অনুসারে কিছু ছাত্রকে শিল্প শিক্ষার জন্য বাহিরে পাঠাচ্ছেন কিন্তু তাদের ভবিষ্যতেরও ঐ এক অবস্থা। বহু নেপালী যুবক আজকাল চাকরির সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এসে হাজির হচ্ছেন। সেখানেই বা কাজ মেলে কোথায়?

বেকারি, খাদ্যাভাব ও নানাবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেপালী জনসাধারণের বিক্ষোভ আজ ফেটে পড়ছে। কৈরালা সরকার সেই আন্দোলনকে বিনষ্ট করার কাজে সহায়তা লাভ করেছে ভারতীয় ফৌজী মিশনের। নেপালের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ভারতীয় ফৌজেরা পাহারা দেয়।

কাটমাণ্ডুর একমাত্র বিমানঘাঁটির পাশে ভারতীয় ফৌজের কুচকাওয়াজ দেখে বিস্মিত হই নাই। অন্যদিকে তেরাই-এর গণ-আন্দোলনের সম্মুখে সবচেয়ে বড় বিপদ ভারতীয় সৈন্য বাহিনী। এখানে কোন আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখলেই নেপাল সরকার ভারত সরকারের কাছে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতীয় সৈন্য উত্তর প্রদেশ অথবা বিহার থেকে নেপালে প্রবেশ করে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করে।

নেপালে তাই আজ আওয়াজ উঠেছে 'ভারতীয় ফৌজী মিশন নেপাল ছাড়', 'নেপালে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ হোক'।

ভারতীয় ছাত্র প্রতিনিধি দলের সাথে মাত্র ১১ দিনের জন্য নেপালে গিয়েছিলাম। ভারতের জনসাধারণের প্রতি নেপালী জনসাধারণের গভীর বন্ধুত্ববোধ ও প্রীতির পরিচয় পেয়েছি। তাঁরা বলেছেন: 'ভারতবর্ষ ও নেপালের মধ্যে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শান্তির বন্ধন অক্ষয় হোক। কিন্তু স্বাধীন নেপালে বিদেশী হস্তক্ষেপ চলবে না।'

ভারতীয় ফৌজি মিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিসের গুলিতে নিহত বিরাটনগরের ৬ জন শ্রমিক প্রমাণ করে গেছেন সেই জাতের স্বাধীনতার আকাঙ্খা।

Read, Learn & Grow !

J. Stalin
ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIALISM IN THE U. S. S. R.
As. 4.
ঐ [হিন্দী ও উর্দু] ... চার আনা
[বাংলা] ... আট আনা

G. Malenkov
REPORT TO THE XIX CONGRESS, C.P.S.U. (B)
As. 4.
ঐ [বাংলা অনুবাদ] ... নয় আনা

M. Saburov
REPORT ON THE DIRECTIVES TO THE FIFTH FIVE-YEAR PLAN (1951—55)
As. 2.

Communism & What it Means to the People
Great Construction Works of Communism and the Remaking of Nature By Kovda As. 3.
The Dawn of the Great Project By Galaktinov & Agranovsky As. 15.

Guard Against War-conspiracy
THE TRUTH ABOUT AMERICAN DIPLOMATS by Annabelle Bucar As. 6.
IN THE NAME OF PEACE by Archie Johnstone As. 6.

National Book Agency Limited.
12, Bankim Chatterjee Street, Cal-12
Branch: 26, Alimuddin St. Cal-16

আপনার গণ-সংগঠনের বা আপনার ব্যবসার
★
যাবতীয় ছাপার কাজ
গণশক্তি প্রিণ্টার্স-এ
দিন !

৩৩, আলীমুদ্দীন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
ফোন: ২৪—১৮৪৭

১৫ই আগষ্ট

আজ 'গণ সংগ্রাম দিবস'

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের কর্ম্মসূচী

আজ ১৫ই আগস্ট 'গণ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে সভা ও শোভাযাত্রা হইবে :

উত্তর কলিকাতার কমিউনিস্ট পার্টি, পি, এস, পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যুক্ত উদ্যোগে সকাল ৬৷টায় বিডন পার্ক হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

সকাল ৭-৩০ টায় বালী সিংহ পার্কে ৬-এর পল্লীর নাগরিকদের এক সাধারণ সভা হইবে। সভাপতি অমর বসু এম, এল, এ। আহ্বায়ক : কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, ট্রাম এণ্ড বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

সকাল ৭টায় ইটালীর দেব নারায়ণ বাবুর বাজার সংলগ্ন ময়দানে হইতে বিভিন্ন শ্রমিক ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে সম্মিলিত মিছিল বাহির হইবে। মিছিলের পর সকলে সকাল ৯টায় পটারীর জনসভায় যোগ দিবে।

বেলা ৩॥০টায় ওয়েবলেটন কোয়ার হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ময়দানের সভায় যোগ দিবে।

সকাল ৭টায় বিড়াসা মুচিপাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করিবে।

ময়দানের সম্মিলিত সমাবেশে যোগদানের জন্য বেলা ২টায় টেম্পারারী পার্ক হইতে একটি শোভাযাত্রা হাজরা পার্কের সম্মিলিত শোভাযাত্রায় যোগদান করিবে।

সকাল ৭॥০ টায় হরিশ পার্ক, চেতলা পার্ক, ও গুরুদ্বার পার্কে জমায়েত হইয়া ভবানীপুর, চেতলা ও শানগর অঞ্চলে শোভাযাত্রা পরিভ্রমণ করিবে। বিকাল ৩॥০ টায় হাজরা পার্কে সমবেত হইয়া বিভিন্ন পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা ময়দানের সমাবেশে যোগ দিবে।

সকাল ৮টায় বেহালার সমস্ত বামপন্থী দল ও কারখানার সমস্ত ইউনিয়নের উদ্যোগে মার্টিন মাঠ [বেহালা] হইতে প্রাচীর পত্র ও পোষ্টার নাটিকা সহ এক শোভাযাত্রা বাহির হইবে। আহ্বায়ক সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট, বেহালা।

বিকাল ৫টায় মুনিয়াদী কবর" ডাঙ্গা ময়দানে [মেটিয়াবুরুজ] কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি, বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের সম্মিলিত উদ্যোগে এক জনসভা হইবে। বেলা ২টায় রাণী কুঠিরের সম্মুখে ও বেঙ্গল ল্যাম্পের মাঠে জমায়েৎ হইয়া যাদবপুর এলাকা হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ময়দানের সভায় যোগদান করিবে।

বিকাল ৫টায় বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে বিজয়গড় কলোনী ময়দানে সম্মিলিত জনসভা হইবে।

পানিহাটি [২৪পরগনা] মিউনিসিপ্যাল ময়দানে বিকাল ৫টায় সম্মিলিত প্রতিবাদ সভা হইবে। বিকাল ৪টায় নৈহাটি সরকার বাড়ীর মাঠে কমিউনিস্ট পার্টি, বলশেভিক পার্টি, আর এস পি, এস আর পি, পি এস পি ও এফ বি'র উদ্যোগে সম্মিলিত সভা হইবে।

বিকাল ৫টায় বালী [হাওড়া] স্কুল মাঠে জনসভা হইবে।

চুঁচুড়া [হুগলি] ময়দানে সন্ধ্যা ৬টায় কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর, এস, পির উদ্যোগে জনসভা হইবে।

অন্যান্য সভা

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা আজ বিকাল ৫টায় উত্তানী জাহাজী ও বোট মাঝিদের প্রিন্সেপ ঘাটে এক জনসভা হইবে।

সাধারণ সম্পাদক, প্রিন্সেপ ঘাট, শিবপুরে যুব উৎসব উপলক্ষে কর্মসূচী :—আজ বিকাল ৫ টায় তরুণ সাধনা সমিতির মাঠে সমিতির সভা ও সভ্যগণ কর্তৃক ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন। আগামীকাল ১৬ই আগস্ট সকাল ৬টায় বিভিন্ন সঙ্ঘ-সমিতির উদ্যোগে তরুণ সাধনা সমিতির ময়দান হইতে বাহির হইয়া সম্মিলিত রুট মার্চ করা হইবে। এই দিন বিকাল ৫ টায় কাছে শিবপুর ইন্দু স্মৃতি মন্দির যুব সমাবেশ হইবে।

সুকান্ত জন্মদিবস—আগামী রবিবার ৩১শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৬টায় নারিকেল ডাঙ্গা হাই স্কুলে [৫০ চক্রডাঙ্গা রোড], দলে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ২৮তম জন্মদিবস উদযাপিত হইবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণেন্দ্র নাথ মিত্র বক্তৃতা করিবেন। সঙ্গীত, নৃত্য,

৮ম কলমে দেখুন

বঞ্চনার দিন

—সুনীল সেনগুপ্ত

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

"১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট যে স্বাধীনতা লাভের আনন্দে আপনি দেশের কোটি কোটি মানুষের সাথে উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন, ছয় বৎসর ব্যবধানের পর আজ আপনি সে স্বাধীনতা সম্পর্কে কি মনে করেন।" দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্যের বিবরণী 'স্বাধীনতা'য় লেখবার ভার পড়েছিল আমার উপর।

অফিস থেকে নেমে প্রথমেই যার সাথে আমাদের চায়ের দোকানটায় আলাপ হয়েছিল—সে বারো, তেরো বৎসরের এক কচি ছেলে। বাপ মায়ের অনেক সখ করে রাখা নাম 'স্বপনকুমার' ওর বাবা বৃদ্ধ, কর্ম্মশক্তি রহিত; ভাই শ্রীরামপুরে এক কাপড়ের কলে শ্রমিক। স্বপন শিবপুর স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ত। ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল ও। ওর শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টোতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বড় সংসার, দাদার সামান্য মজুরিতে চলে না। তাই ছয় মাস হ'ল ১২ বছরের কচি ছেলে, ইস্কুলের ফার্স্ট বয় স্বপনকুমারকে পড়া ছেড়ে নামতে হয়েছে জীবনধারণের সংগ্রামে। ও এখন আমাদের চায়ের দোকানটায় সারাদিন চা যোগান দেয়। ১২ বছরের বাচ্চা স্বপনকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করব নাকি, "ভাই, ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতায় তুমি কি পেয়েছ?"

কিছুদিন আগের কলকাতার একটা জনসভার কথা আমার মনে পড়ে। বক্তা স্কুলের একজন শিক্ষক। উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন কোরছিলেন জনতার কাছে, "আপনারা এখানে যাঁরা আজ উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে একজনও যদি থাকেন তবে বুকে হাত দিয়ে বলুন ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা কি আপনার জীবনে কোন সুখ, কোন শান্তি এনেছে?" বক্তৃতার নোট টুকতে টুকতে তখন উপস্থিত মানুষের দিকে তাকিয়েছিলাম। লাঠি হাতে ৬০,৬৫ বৎসরের পক্ককেশ বৃদ্ধ, সাদা সার্ট বা পাঞ্জাবী পরণে বিভিন্ন বয়সের যুবক, হাফ প্যান্ট পরণে তরুণ কিশোর, টকটকে সিঁদুর কপালে প্রৌঢ়া নারী, বই হাতে কলেজের ছাত্রী—নানা বর্ণের, নানা বয়সের সমাবেশ সে সভায়। অস্তমান সূর্যের শেষ আলো পড়েছিল তাদের চোখে মুখে। সেই জ্বলে-ওঠা চোখ মুখগুলিতে সেদিন ঐ বক্তার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। কী পেয়েছেন ঐ পক্ককেশ বৃদ্ধ? যার শৈশব, যার যৌবন, যার প্রৌঢ়দশা নির্মম পরাধীনতার পেষণে কাটল, তাঁর বার্দ্ধক্যে ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা শান্তি এনেছে কি? ঐ তরুণ, ঐ যুবকেরা যারা অধীর আগ্রহে এই সভায় এসেছেন, ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা তাঁদের জীবনে কি এনেছে—বেকারী আর ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা ছাড়া? ঐ কালোপেড়ে মোটা শাড়ী পরনে মা—কি পেয়েছেন তিনি ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতায়? এমনই কি বা তার আকাঙ্ক্ষা ছিল? "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"—এই তো বাংলার মায়ের চিরন্তন কামনা। ১৫ই আগস্টের পর এই কামনা পূরণ হোয়েছে না কি বাংলার মায়ের? এই প্রশ্নেরই জীবন্ত উত্তর হিসাবে সভার এক কোনে দাঁড়িয়েছিল মুড়ি, বাদামের ঝুড়ি মাথায় দশ বৎসরের কচি ছেলেটা। মুড়ি, বাদাম বিক্রী কোরতে কোরতে ঐ বাচ্চাটাও কখন দাঁড়িয়ে গেছে 'মিটিং' শুনতে।

"১৫ই আগস্টের স্বাধীনতায় কি পেয়েছ?" এই প্রশ্ন নিয়ে কার কাছে হাজির হব?

'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার হিসাবে দেশের মানুষকে দেখবার সুযোগ কিছুটা পেয়েছি। আজ তাদেরই মুখগুলি মনে পড়ে।

সেদিন সুন্দরবনের হাড়োয়া গ্রামের যে কৃষক বধূ আর বেওয়ারা আমাদের দিকে প্রশ্ন কোরেছিলো, "দেশে মানুষ, গরু গুলিও ফুরিয়ে গেল, কি খাব বোলতে পার?"—তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন কোরব নাকি ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতায় তোমরা কি পেয়েছ, না প্রশ্ন কোরব 'দখিনের' সেই অন্নদাতা কৃষকদের কাছে যারা মহানগরীর রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে তাদের 'অনভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে' দেয় দুমুঠো অন্নের আশায়।

দুই বাংলার মধ্যে পাসপোর্ট হবার পর পূর্ব বাংলা থেকে ছুটে-আসা যে ঘরহারা মানুষের স্রোতের সাথে বনগাঁয়ের সীমান্তে দেখা হয়েছিল, রেলওয়াগনের নীচে বাসা বেঁধেছে এমন যে পরিবার গুলির সাথে দেখা হোয়েছিল, তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরব নাকি, "স্বাধীনতা তোমাদের কি দিয়েছে?"

বালির প্রাইমারী স্কুলের যে উপবাসী প্রধান শিক্ষক কয়েক মাস আগে তাঁর কিশোর ছাত্রদের কাছে হাত পেতেছিলেন কিছু সাহায্যের জন্য, তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন কোরব নাকি, "স্বাধীনতা লাভের পর আপনার জীবন কি রকম কাটছে?" না প্রশ্ন কোরব সেই অনুভূতিপ্রবণ কচি শিশুদের কাছে যারা সেদিন চোখের জল মুছতে মুছতে তাদের টিফিনের পয়সা তাদের মাস্টার মশাইর হাতে তুলে দিয়েছিল।

গত বৎসর বাংলা বিহারের সীমান্তে মিহিজাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে বার তের বৎসরের ছেলেটাকে দেখেছিলাম, নেতিয়ে পড়া বোনটাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা কোরতে—যাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, কারখানা থেকে তার বাবা ছাঁটাই হয়ে যাবার পর "দুর্নীতি দমন" পাঠ ছেড়ে সে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তাকে কলকাতা থেকে খুঁজে বের কোরে প্রশ্ন কোরব, "স্বাধীনতা তোমাকে কি দিয়েছে?"

ডাস্টবিনের আবর্জনা ঘেঁটে ছেঁড়া কাগজ আর ভাঙ্গা শিশি, টিন সংগ্রহরত মাথায় জটপাকানো চুল আর শতছিন্ন একটা খাকি হাফ প্যান্ট পরনে যে পনর বছরের কিশোরকে সেদিন তার কাছে পাশা দিয়ে জীবনী সংগ্রহ কোরেছিলাম, তার বস্তির ঠিকানাটা খুঁজে বের কোরে জিজ্ঞাসা কোরব?

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট; ও তখন নয় বৎসরের বালক। পাড়ার স্কুলে সাজানো টাকে চড়ে ও সেদিন বোধহয় খুশী ঝলমল মুখে স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়ে বোলেছিল, "জয় হিন্দ!"। কোথায় কার কাছে প্রশ্ন কোরব ১৫ই আগস্টের এই প্রতারণার কথা। এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে বেকার বাহিনীর জন্য দীর্ঘায়িত 'কিউ' এর কাছে গিয়ে প্রশ্ন কোরব, না প্রশ্ন কোরব ক্লাইভ স্ট্রীটের বিলাতী সওদাগরী অফিসগুলির কেরানী বাহিনীর কাছে যারা ঠিক ঠিক আগের মতই মুখে ফুটো ভাত গুঁজে, ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে পৌঁছে ফাইলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

বিলাতী চটকল মালিকদের মুনাফা বাড়াবার জন্য বাংলার যে ৩ লাখ চটকল শ্রমিকের ২০ হাজার শ্রমিককেই গত ১ বছরে ছাটাই করা হোয়েছে তাদের কাছে প্রশ্ন কোরব, না প্রশ্ন কোরব বাংলার সেই ২লাখ চা-বাগানের মজুরকে—সাহেব মালিকের হুকুমে যাদের সপ্তাহ রেশন পর্য্যন্ত বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছে।

আমার দেশের কোন মানুষ বোলবে, "১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা আমার ঘরে সুখ এনেছে, এনেছে শান্তি"?

এই স্বাধীনতা পালনের জন্য বাংলার কোন ঘরে উঠবে পতাকা, কোন ঘরে জ্বলে উঠবে উৎসবের বাতি?

* * *

এই স্বাধীনতায় কোন গৃহেই কি উৎসবের বাতি জ্বলে উঠবে না?

যে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির পেক্‌স সাহেব কিছুদিন আগে কর্মচারীদের সার্কুলার মারফৎ হুমকি দিয়ে বোলেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতার নামে তোমাদের বোলছি তোমরা ধর্মঘটে যোগ দিও না"—স্বাধীন ভারতের ধ্বজাধারী সেই পেক্‌স সাহেবের সুরম্য অট্টালিকায় উঠবে না স্বাধীন ভারতের পতাকা?

উৎসব হবে লাট সাহেবের ভবনে আর ফিরপো ও গ্রান্ডে। সেখানে জোনসন্স ওয়ার্কার, ব্রিজ মোনিস আর স্মিথ সাহেবদের দল হয়তো আমাদেরই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে নেচে উঠবেন আর টপ হ্যাট পড়া লাল সুরাতে চুমুক দেবার আগে পরস্পরের গেলাস ঠেকিয়ে অট্টহাসি তুলে বোলবে, "স্বাধীন ভারত" আর তাদেরই বেশ টেঁসে সাদা খদ্দরে আবৃত কালা চোরের দল বত্রিশ পাটি দাঁত বের কোরে বোলবে, "দীর্ঘজীবী হোক"।

* * *

প্রশ্ন কোরেছিলাম সেদিন দক্ষিণ কলিকাতার একজন প্রধান শিক্ষককে, "আপনাদের স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালন কোরবেন না?" শিক্ষক মহাশয় তাঁর স্বভাব শান্ত কণ্ঠে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টের কথা বলেন, "সেদিন বড় গর্বভরে স্কুলের মাথায় এমন উঁচু ক'রে পতাকা টাঙিয়েছিলাম যাতে অনেকদূর থেকে তা দেখা যায়; স্কুলময় ফ্লাস লাইটের ঝটায় রাত্রি দিনে পরিণত হোয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনায় সারারাত জেগে ছিলাম।" আর আজ? "আজ সামান্য মহার্ঘ ভাতার দাবীতে শিক্ষক সমাজকে ধর্মঘটের পথে প্রস্তুত হোতে হোয়েছে।" ক্ষোভ তাঁর কণ্ঠে। অনেক সখ কোরে কেনা ঐ সিল্কের পতাকা তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে ইস্কুলের কোন আলমারির কোনায়। কে তার খোঁজ রাখে?

একই বিক্ষোভ নিয়ে জবাব দেন গেস্টকীন উইলিয়ামসের শালিমার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শ্রমিক সুরমা সিং, আমিরু, ধীরেন সরকার, রাম উপকারী, রাম হজুর।

১৯৪৬-এ তাদের যে ৩ হাজার শ্রমিক ভাই ছাঁটাই হোয়েছিল—বড় আশা ছিল স্বাধীনতার পর নতুন কলকব্জায় তাদের চাকরী হবে। তারা ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল তাদের কলের চিমনীর মাথায়। ছয় বৎসর গেল—কোথায় সেই নতুন কল? তাদের উপর কাজের চাপ বাড়ল। গেস্টকিনের সাহেবের মুনাফা লাখ লাখ টাকা ফি বছর সাগরপারে এখনও যায়। সাহেবেরা সব লুটেপুটে নেবার পর মজুরেরা ফি হপ্তা ১৪।১০ টাকা মাত্র পেয়ে রেশন কিনে ঘরে ফেরে—তা ঘরেরও এমনি হাল যে সে রেশনের গন্ধে ইঁদুরে ভাগ বসায়। শুধু "শ্বেত ইঁদুর" নয় কালো নেংটি ইঁদুরেরও দৌরাত্ম্য। শ্রমিকেরা মুনাফার উপর বোনাস চেয়েছিল—তা ওয়ার্কস ডিরেক্টর মার্শ সাহেবের এখনও কি সাহস? বলে "বিলাতী কুত্তাদের বেশী খাওয়াব তবু তোমাদের বোনাস দেব না"।

বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন শালিমারের ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকেরা।

এই বিক্ষোভ ছাত্রের কণ্ঠে, এই বিক্ষোভ উদ্বাস্তুর কণ্ঠে। এই বিক্ষোভ কর্মচারী-দোকানী সবার কণ্ঠে।

"চায়ের বাক্স" আর "প্লাই উডের" ব্যবসার একজন বিশিষ্ট মালিক বলেন, "বিদেশী মালের সাথে প্রতিযোগিতা কোরে আমরা পারি না, তার উপর নূতন কোরে আরও বিলাতী কোম্পানি আমাদের দেশে জেঁকে বসেছে। নূতন ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পত্তন হোচ্ছে যেন"—বিক্ষোভ তাঁর ও কণ্ঠে।

* * *

তাই তো প্রতিদিন দেখি মিছিলের পর মিছিলে এই বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠছে। শ্রমিকের মিছিল, কৃষকের মিছিল, মায়েদের মিছিল, ছাত্রের মিছিল, মধ্যবিত্তদের মিছিল, বেকারের মিছিল. শিক্ষকের মিছিল—কত অসংখ্য মিছিলের দৃপ্ত ধ্বনিতে শুনেছি আমার প্রশ্নের উত্তর। কত অসংখ্য উদ্যত বাহুতে দেখেছি আমার জিজ্ঞাসার স্পষ্ট জবাব।

* * *

স্বাধীনতার মাঝে প্রতারণা ও [illegible] জনকে এক নিমেষে চিনতে পেরেছি। আর এক নিমেষে প্রকট হোয়ে উঠেছে এই স্বাধীন সরকারের মূর্ত্তি, যারা বিলাতী ট্রামকোম্পানীর মালিকদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে দেশের শ্রমিক, শিক্ষক ও ছাত্রকে খুন কোরেছে।

সেদিন ১৫ই জুলাই সমুদ্রের মৌনের মত নিস্তব্ধ ধর্মঘটী বাংলার বুকে কী কথা ধ্বনিয়ে উঠেছিল তা আজও স্পষ্ট শুনতে পাই। ১৬ই জুলাই—মানুষের সহসা ফেটে পড়া বিক্ষোভের আওয়াজ আজও স্পষ্ট শুনতে পাই। সেদিন উদ্যত রাইফেলধারী সশস্ত্র ফৌজের বিরুদ্ধে ঠেলাগাড়ী আর ডাস্টবিনের ব্যারিকেড রচনা কোরে যে তরুণ ও যুবকের দল মরণজয়ী সাহস নিয়ে রুখে উঠেছিল—তাদের গর্জনে এই বক্তব্যের জবাব শুনতে পেয়েছি।

যে কিশোর ছেলেটা পড়াশুনার সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হোয়েছে খবরের কাগজের হকারী কোরে জীবন সংগ্রাম কোরতে, তাকে সেদিন নেবুতলার মোড়ে দেখেছিলাম—পাঁচের গাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেলধারী পুলিসদের সাথে মোকাবেলা কোরতে। অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কী আক্রোশ—তা সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আগুনের রক্তিম আভায়, ওর জ্বলেওঠা চোখমুখে।

"স্বাধীনতার নামে বঞ্চনা বাংলার মানুষ আর সহ্য কোরবে না"—এই শপথ ঘোষণা কোরেছে জুলাইয়ের বাংলা।

সেদিন যাদবপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের রক্তের দাগ অনুসরণ কোরতে কোরতে পৌঁছেছিলাম সেই জায়গাটায়, যেখানে গুলিবিদ্ধ শ্রমিক সন্ন্যাসী সর্দার আঘাত খেয়ে আর্তনাদ কোরে উঠেছিল। সন্ন্যাসী সর্দারকে আর দেখিনি কিন্তু দেখেছিলাম মাটিতে তার জমাট বাঁধা রক্ত আর রক্তমাখা সন্ন্যাসীর কারখানার পরিচয় পত্র। হপ্তা ৯৲ টাকা বেতনের শ্রমিক সন্ন্যাসীর সেই রক্তে সেদিন এই শপথের ডাক শুনেছিলাম।

সেদিন বিলাতী অধরী হ্যামিলটনের বাড়ীর নীচে আমাদেরই দেশের যে তরুণদের তাজা রক্তের ছাপ দেখেছিলাম বৃষ্টি আর ধুলোর তাড়নায় তার চিহ্ন এতদিনে মুছে গেছে।

কিন্তু সে রক্ত বাংলায় মানুষের [illegible]

ভ্রম সংশোধন

গত ১৩ই আগস্টের 'স্বাধীনতায়' সুতাকল শ্রমিকদের ২ মাসের বোনাস দাবি শীর্ষক সংবাদে সভার সভাপতি হিসাবে ভ্রম ক্রমে শ্রীবীরেন ব্যানার্জির নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজেশ্যাম সুতাকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীসুবল রায়। ইউনিয়নের সভাপতিও শ্রীবীরেন ব্যানার্জি মহেশ, সভাপতি হইতেছেন শ্রীধিরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

[বাঃ সঃ]

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—কাঁচা পাট :—ভারী মালের বাজার মন্দা থাকায় মিলগুলি আদৌ পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখায় নাই। আজ মিলগুলি নিম্নলিখিত দরে অল্প পরিমান পাট কেনে : নূতন ফসল আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডেলিভারীর শর্তে করবেনগঞ্জ বটম্‌স—২৮৲ এবং মিডল্‌স—৩১৲, পুরাতন ফসল এক মাসের মধ্যে ডেলিভারীর শর্তে দেশী বটম্‌স—২৩।০ এবং মিডল্‌স—২৬৷০

পাটজাত মাল : আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডেলিভারীর শর্তে বর্দ্ধা ২০ হাজার বেল হে, সীজ ক্রয়ের খবর ফলাও করিয়া প্রচার সত্ত্বেও দর পড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয় নাই। জুলাই মাসে উৎপাদন বাড়িয়াছে। বলিয়া বাজারে দর পড়তির দিকে ছিল। চড়াদরের ফাটকাবাজিরা মাল ছাড়ায় বাজারে দর কমে। পাকা ডেলিভারী অর্ডার : ৪০" × ১০ আঃ ৪৫৸০ এবং বি টুইল্‌স ১০৩।৶০।

অক্টোবর-ডিসেম্বর : ৪০" × ১০ ৪৫৸০ এবং বি, টুইল্‌স ১০০৲।

	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	
চট ৪০" × ১০ আঃ	৪৫৸৶০	৪৫৸৶০
,, ৪০" × ৮ আঃ	৩৬৷০	৩৬৷০
,, ৪০" × ৭॥ আঃ	৩৩৸৶০	৩৩৸৶০
বি, টুইল্‌স	১০৪৲	১০৪৷০
হে, সীজ, গ্রীন	১০৪৲	১০৪৷০
কর্ন স্যাক্‌স	১০৩৸০	১০৪।০
ফিউবান্‌স	১২৮৷০	১২৯৲
এ, টুইল্‌স	১২৪৲	১২৪৷০
লিভারপুল টুইল্‌স	১১৭৷০	১১৭৷০
ডি, ডব্লিউ ফ্লাওয়ার	১১৮৲	১১৮৷০
চোষের ব্যাগ	১১০৲	১১০৲
সুতলী	৩৪৲	

সোনা-রূপার দর

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট :—

পাকা সোনা—প্রতিভরি		৮৭৸/০
বন্ডেল বার		৮৭৸০
গিনি	প্রতিখানা	৫৭৸০
রূপা	শতভরি	১৫২।৶০
রূপা (চুরো)		১৫২৸/০

—প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

বার্ণপুর পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাঃ রায়ের পরস্পরবিরোধী ঘোষণা

৩৩০ জন শ্রমিক ইচ্ছা করিলেই কাজে যোগ দিতে পারেন, না উৎপাদন বাড়িলেই তবে কাজে পুনর্ব্বহাল হইবে?

বার্ণপুর শ্রমিকদের হত্যার তদন্ত, মৃত-আহতদের পরিবারে ভাতা এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবি সম্পর্কে নীরবতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বার্ণপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কারখানার শ্রমিকদের দীর্ঘ ৭ মাসের স্লো-ডাউন ধর্মঘটের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। ডাঃ রায়ের এই বিবৃতি পরস্পরবিরোধী ও ভ্রান্তিমূলক। তিনি বলেন "আমি জানিতে পারিয়াছি হটমিলের ৩৩০ জন শ্রমিক কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাহারা ইচ্ছা করিলে কাজে পুনরায় যোগ দিতে পারে।" বিবৃতির অপর এক স্থানে তিনি আবার বলেন, "আমি জানি, পরিচালকমণ্ডলী উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিক হইলে কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্ব্বহাল করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।…গত মঙ্গলবার আমি সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণকে উক্ত শর্ত পুনরায় জানাইয়া বলি যে, তাহারা উৎপাদন বাড়াইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলে আমি পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা কর্ম্মচ্যুত সমস্ত লোককে পুনরায় বহাল করাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়ার পূর্ব্বে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগ চাহেন।"

ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে স্বীকার করেন যে, দিল্লীতে আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা মিঃ জন, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী এবং অন্যান্যদের সহিত আলোচনার পরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সকলেই এক কথা বলিতেছেন।

ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে ইউনিয়নের নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে গুলিচালনা সম্পর্কে তদন্ত, এবং মৃত-আহত শ্রমিকদের খেসারত, এবং সমস্ত মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এসেম্বলীর বিরোধী দলের সদস্য ডাঃ অতীন বসুর বিবৃতির জবাব দিতে গিয়া প্রথমে জানাইয়াছেন যে, বার্ণপুরের ইস্কোতে ১১,০০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। অতীন বাবুর বিবৃতিতে ১৬ হাজারের উল্লেখ থাকায় ডাঃ রায় অহেতুক খোঁচা দিয়াছেন। তিনি বলেন, বরখাস্ত মোট সংখ্যা ৪০০ নহে, প্রায় ৩৬৬ জন। ডাঃ রায়ও সঠিক তথ্য না দিয়া "প্রায়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মতে "হট মিল সেকশনের যে ৩৩০ জন কর্মী কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কাজে পুনরায় যোগ দিতে পারেন।" ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা অনেক বার কাজের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার উল্লেখ ডাঃ রায় করেন নাই।

ডাঃ রায় বলেন, "ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং উহার নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, অতি সত্বর কর্মীদের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে উহার তারিখ ঘোষণা করা হইবে।"

"আমার এবং লোকসভার প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর বিবৃতি দুইটি প্রায় সদৃশভাবাপন্ন হইয়াছে—এই ব্যাপার অদ্ভুত কিছু বলিয়া আমি মনে করি না। বার্ণপুর কারখানার অবস্থা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে আমরা আলোচনা করি এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমরা মনে করি দেশের উন্নয়নের প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই জন্যই কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিও অবশ্য প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রমিকদের বিরোধের বিষয়টি স্থগিত রাখা যাইতে পারে।"

অতঃপর ডাঃ রায় বিস্তারিতভাবে অ্যাকশন কমিটির সহিত আলোচনার বিবরণ দেন। ডাঃ রায়ের বিবৃতির পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে তিনি কি অবিলম্বে হট মিলের ৩৩০ জনকে কাজে যোগদানের সুযোগ দিয়া বাকী ৩০ জনের জন্য বাধা সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, না উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে কেহই কাজে যাইতে পারিবেন না এই শর্ত দিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হয় নাই।

ডাঃ রায় বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়ার পূর্ব্বে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগ চাহেন।"

বিবৃতির শেষে ডাঃ রায় জানান যে, ইউনিয়নের নির্ব্বাচন আগামী ৭ দিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হইবে এবং অ্যাকশন কমিটি ইচ্ছা করিলে বার্ণপুরের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে লেবার অফিসার নিযুক্ত হইবে।

ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে গুলিতে যে সমস্ত শ্রমিককে হত্যা করা হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ বা তদন্তের কথা নাই। মামলা প্রত্যাহারের কথাও তিনি বলেন নাই।

বিলাতী মালিক ঘেরাও

বোনাসের দাবীতে গেষ্ট কীন শ্রমিকদের ৩ ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

গেস্টকীন উইলিয়ামস-এর শ্রমিকরা বিলাতী মালিককে গত ১০ই আগস্ট ৩ ঘণ্টা যাবৎ ঘেরাও করিয়া রাখিয়া বোনাস ও বকেয়া পাওনা দাবি করেন। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী ২০শে আগস্ট ওয়ার্কস কমিটির প্রতিনিধিদের সহিত ওয়ার্কস ম্যানেজার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এক সভায় মিলিত হইবেন বলিয়া এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোম্পানির ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ক্যাটলো বিলাত হইতে গত ১০ই আগস্ট কারখানা পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু শ্রমিকদের নিকট এই খবর চাপিয়া রাখা হয়। কিন্তু খবর ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা জড়ো হইয়া চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করেন।

তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। ওয়ার্কস কমিটির প্রতিনিধিরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যর্থ হন।

অতঃপর ছুটির পর কারখানার সমস্ত শ্রমিক চেয়ারম্যানের ঘর ঘেরাও করেন। প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত এইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিতে থাকে। শেষপর্য্যন্ত ২০শে আগষ্ট সাক্ষাৎ করা হইবে বলিয়া নোটিশ দিলে শ্রমিকরা চলিয়া যান।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রমিকরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকিলেও দুই গাড়ী পুলিস আসিয়া কারখানা গেটে হাজির হয়। পুলিসের সঙ্গে পুলিসের গাড়ীতে চাপিয়া হাওড়ার সহকারী লেবার কমিশনারও আসেন। ১১ই আগস্ট সকালেও কারখানা গেটে পুলিস বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়।

ধর্ম্মঘট স্থগিত

কলিকাতা চিড়িয়াখানা মজদুর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে ১৫ই আগষ্ট হইতে চিড়িয়াখানায় যে ধর্ম্মঘট হইবার কথা ছিল, তাহা বর্তমানে হইবে না।

—সংবাদদাতা

লালা শ্রীরাম ঘেরাও

জয়া কারখানার শ্রমিক পুনর্ব্বহালের দাবি

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—জয়া এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার যে ৪ জন শ্রমিককে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে তাহাদের অবিলম্বে কাজে পুনর্নিয়োগের দাবিতে শ্রমিকেরা গত ১২ই আগস্ট মালিক লালা শ্রীরামকে [ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের সভাপতি] ঘেরাও করেন।

উক্ত ৪ জন শ্রমিক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর তিনি বিষয়টি বিবেচনা করিবেন বলিয়া জানাইলে শ্রমিকেরা আরও বিক্ষুব্ধ হন। অতঃপর লালা শ্রীরাম ১৩ই আগস্ট উক্ত ৪ জন শ্রমিকের সহিত আলাপ করেন। সেইখানে ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ হইতে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে লালা শ্রীরাম বলেন যে, তাঁহার বিচারকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে এই মর্ম্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। শ্রমিকেরা সরাসরি ঐ ধরনের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হন নাই।

কারখানার ভিতরে ইউনিয়ন সভাপতিকে আমন্ত্রণ

১৪ই আগস্ট কোম্পানির অনুরোধে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কারখানায় আসিয়া ৪ জন শ্রমিকের পুনর্ব্বহালের বিষয়ে আলোচনা করেন। কোম্পানির পক্ষ হইতে মালিক লালা শ্রীরাম, ও ম্যানেজার গুপ্ত আলোচনা চালান। এই আলোচনার সময় কারখানার ১৬ শত শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়া আসিয়া অফিস ঘেরাও করেন।

অফিসের সম্মুখে শ্রমিকদের উদ্দেশে মালিক পক্ষ ও ইউনিয়ন পক্ষের প্রতিনিধিরা নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন।

শেষপর্য্যন্ত শ্রমিকদের চাপে স্থির হয় যে, উক্ত শ্রমিকদের পুনর্ব্বহালের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ও ৪ জন মালিক প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইবে।

ইউনিয়ন স্বীকারের প্রশ্ন

সংবাদে আরও জানা যায় যে, ইউনিয়ন স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থাদির বিষয়ে [illegible] ইউনিয়ন সভাপতি শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সহিত আলোচনা করেন।

কমরেড শান্তা মুখার্জ্জি

আকস্মিক মৃত্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শোক প্রকাশ

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী কমরেড শান্তা মুখার্জ্জীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কিসান সভার সম্পাদক কমরেড এম, এ রসুল ও কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড সামসুল হুদা বিবৃতি দিয়াছেন।

কিসান সভা

পশ্চিমবঙ্গ কিসান সভার সম্পাদক কমরেড এম, এ, রসুল বিবৃতিতে বলেন, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী, আজীবন সমাজসেবী কমরেড শান্তা মুখার্জি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে যোগদানকালে ভিয়েনায় হাসপাতালে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে পঃ বঃ কিসান সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। বিবৃতিতে তিনি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে গভীর সমবেদনা জানান।

কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড সামসুল হুদা সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহঃ সভাপতি কমরেড শান্তা মুখার্জির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

কমরেড শান্তা মুখার্জির অকাল বিয়োগে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী আজ এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সর্ববৃহৎ সংগঠন এ, আই, টি, ইউ-সির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে দক্ষিণতার ও একনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

এই গভীর শোকে আমরা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জানাইতেছি।

বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা সপ্তাহে জনসভা

সরকারী শিক্ষা নীতির সমালোচনা

আড়ংঘাটা, (নদীয়া) ১২ই আগস্ট—৭ই আগস্ট শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আড়ংঘাটা হাইস্কুলে শ্রীসুবোধচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়।

সভায় শিক্ষক জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী শিক্ষা ও শিক্ষকদের অবস্থা প্রসংগে রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত উল্লেখ করিয়া বলেন, রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। সেখানে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, আবার টাকার অভাবও হয় না। সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ না করিলে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় হইতে পারে না। সভায় প্রধান শিক্ষক মোহিনী মোহন চক্রবর্তী, জানকী নাথ নিয়োগী, কমিউনিস্ট পার্টির সুধীর শিকদার, সতীপতি দত্ত, সন্তোষ ঘোষ, ছাত্রকর্মী নিরঞ্জন আচার্য্য, নরেশ নন্দী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সিউড়ি

সিউড়ি, ১০ই আগস্ট—শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ৮ই আগস্ট স্থানীয় সিউড়ি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গৃহে সিউড়ি শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় অধ্যক্ষ অরুণ কুমার সেন সভাপতিত্ব করেন।

সভায় শিক্ষকদের দাবী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীঅতনাথ চক্রবর্তী, রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, পশুপতি রায়, তরুণশংকর মুখার্জী, [illegible] মুখার্জি বক্তৃতা করেন।

ধুলিয়ান

ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ), ১০ই আগস্ট—শিক্ষা সপ্তাহে ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৮ই আগস্ট এক সভা হয়। সভায় শ্রীকালীকুমার গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

৯ই আগস্ট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গান্ধী আশ্রমের কিরণচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় শিক্ষক মদনমোহন ব্যানার্জি, প্রধান শিক্ষক হেমন্ত কুমার রায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির অপর্ণা কিংকর ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করে। সভায় শিক্ষক সমিতির প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

হাওড়া

ঝিখিরা (হাওড়া), ১০ই আগস্ট—শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে ৯ই আগস্ট ঝিখিরা বিদ্যালয়গৃহে আমতা থানা ভিত্তিতে এক জনসভা হয়। প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ের ৫০ জন প্রতিনিধিসহ চারিশতাধিক লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় গড়ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেরম্ব নাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন এবং ঝিখিরা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সভাপতি সিদ্ধেশ্বর রায় সভা উদ্বোধন করেন। সভায় শ্রীবিভূতিভূষণ পণ্ডিত বক্তৃতা করেন।

সভায় শিক্ষাবিদ শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম কলমের পর

তরজা, আবৃত্তি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হইবে।

আহ্বায়ক : সুকান্ত স্মৃতি কমিটি

প্রাদেশিক জুট ফ্র্যাকশনের সভা—আগামী ১৬ই আগস্ট রবিবার সকাল ৮ টায় প্রাদেশিক কমিটি অফিসে প্রাদেশিক জুট ফ্র্যাকশনের স্থগিত সভা পুনরায় হইবে।

—সম্পাদক, প্রাদেশিক জুট ফ্র্যাকশন, প্যাঃ কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

কলিকাতা কর্পোরেশন

অখাদ্য রেশন ও ভেজালখাদ্যের ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধির অভিযোগ

অগ্রিম বাবত ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—আজ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ মুলতবী সভায় মেয়র শ্রীনরেশ নাথ মুখার্জী ১৫ই আগস্ট উপলক্ষে এন্টালী ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের অর্দ্ধদিন ছুটি ঘোষণা করেন।

সভায় সংযুক্ত নাগরিক কমিটির সদস্য ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জি কতকগুলি অখাদ্য চাউলের নমুনার প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর কলিকাতার জন্মমৃত্যু হার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ মুখার্জি বলেন যে অখাদ্য চাউল পচা গম, ভেজাল তেল ও অন্যান্য ভেজাল খাদ্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে রোগ বিস্তারলাভ করিতেছে এবং তাহার ফলে মৃত্যুহার বাড়িয়া চলিয়াছে। স্ট্যান্ডিং একাউন্টস কমিটির সুপারিশ পেশ করিয়া কংগ্রেস সদস্য শ্রী কে কে চনচনিয়া জানান যে গত ৬ মাসে কর্পোরেশনের আদায় ৩৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। স্বভাবতই রাস্তা মেরামত ও নগর উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হইবে।

অগ্রিম টাকার হিসাব নাই

কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে খরচার জন্য যে সমস্ত টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় তাহার মধ্যে এখনও ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার হিসাব যথাযথভাবে দাখিল হয় নাই বলিয়া অবিলম্বে একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

আগাম টাকা দেওয়া সম্পর্কে কড়াকড়ি করিবার জন্য পুর্ব্বেকার পদ্ধতি সংশোধিত করা হয়।

বার্ণপুরে স্লো-ডাউন জারী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মাটি লাল করিয়াছে আজ সেই শাসকশ্রেণী আমাদের নিকট আসিয়া দাবি না পাইয়াই বিনাশর্তে কাজে যোগ দিতে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রমিকেরা যখন শান্তি ও একতার অপূর্ব্ব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তখন মিঃ জনের পক্ষ হইতে এবং কোম্পানির দালালেরা প্ররোচনা সৃষ্টি করিয়া এই ঐক্যকে ব্যাহত করার চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন না তাহাদের দাবি স্বীকার করা হইতেছে, যতদিন না সমস্ত শ্রমিককে কাজে লওয়া হইতেছে, যতদিন না সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইতেছে, যতদিন না হয়রানি বন্ধ হইতেছে, ততদিন এই ধর্মঘট চলিবে।

শ্রীপশুপতি পাণ্ডে যখন বলেন যে অনাহারে মরিয়া যাইব তথাপি আত্মসমর্পণ করিব না তখন প্রচণ্ড হাততালি পড়ে। পুনরায় শ্রমিকেরা হাততালি দিয়া অভিনন্দন জানান যখন অনিল গুহ বলেন, প্রয়োজন হইলে লক আউটের সম্মুখীন হইয়া আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। তাহারা ঘোষণা করেন যে, মীমাংসার সকল চেষ্টা আমরা করিয়াছি, এই ধর্মঘটকে চালাইবার জন্য আমরা সারা ভারতবর্ষের শ্রমিকদের নিকট ছুটিয়া বেড়াইব।

শ্রীগুহ আরও বলেন, দিল্লী-কলিকাতা করিয়া আমরা শ্রান্ত হইয়াছি, আমরা রুটি চাহিয়া গুলি পাইয়াছি। সভার শেষে শ্রমিকদের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনা এবং সংগ্রামের নূতন প্রেরণা অনুভূত হয়।

পার্কসার্কাস ময়দানে ছাঁটাই-বেকারির উপর জনসভা

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট—বৃষ্টি সত্ত্বেও পার্কসার্কাস মাঠে ছাঁটাই ও বেকারির উপর আর একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাঁটাই, বেকারী, খাদ্য ও ট্রাম শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। শ্রীপুলিন মান্না সভাপতিত্ব ও শ্রীঅপূর্ব দাসগুপ্ত, অজয় রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ছাঁটাই-বেকারির বিরুদ্ধে এক যুক্ত সমাবেশে আই-এন-টি-ইউ-সির অন্তর্গত গ্র্যান্ড ক্রেমস ইউনিয়ন যোগ দেন। ইণ্ডিয়া সাইকেল, ডি-ম্যাক্রেষ্টি, ইলেকট্রিক ও ট্রাম শ্রমিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উজানী জাহাজীদের ধর্মঘট

[১ম পাতার পর]

বেরী কোম্পানির অফিস বাড়ীর তিনতলা হইতে শোভাযাত্রার পিছনের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। অন্যদিকে মিছিলের পাশে পাশে পুলিশের গাড়ী ঘুরিতে থাকে। শ্রমিকরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বেঙ্গল ম্যারিনার্স ইউনিয়নের সম্পাদক তাঁহাদের শান্ত করেন।

অবিলম্বে ট্রাইব্যুনালের শুনানী শুরু করার দাবি

শোভাযাত্রার পর শ্রমিকদের এক সভায় জনাব মনসুর হিলালী বক্তৃতা করেন। গার্ডেনরীচ ও রাজাবাগানে ম্যারিন ওয়ার্কসে ছাঁটাই করার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ছাঁটাই বন্ধ করার দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, ট্রাইব্যুনালের শুনানী শুরু করিতে অনর্থক দেরী করা হইতেছে। অবিলম্বে এই সম্পর্কে সুব্যবস্থা না হইলে আগামী ৮ই অক্টোবর শ্রমিকরা আবার ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া সভায় ঘোষণা করা হয়।

সাড়ে বার আনা দরে চিনি

[১এর পাতার পর]

আজ সংবাদিকদের জানান যে সরকার পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ সাড়ে বার আনা সের দরে চিনি বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকার ব্যবসায়ীদের কাছে ২৯।২৯০ টাকা দরে মোট ৩০ হাজার টন চিনি দিবেন। উহারা ঐ চিনি খুচরা সাড়ে বার আনা দরে বিক্রয় করিবেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে ১২ই আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাম চাউলের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহ অপেক্ষা মোট ৸৵০ আনা কমিয়া গিয়াছে। ৫ই আগস্ট গতসপ্তাহে দর ছিল ২৸৵০ আনা, আর ১২ই আগস্টের সপ্তাহে সেই দর দাঁড়ায় ২৪৸০ আনা।

খাদ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে তাহারা গ্রামাঞ্চলে বহুস্থানে মডিফাইড রেশনিং প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়াই এইভাবে দর পড়িয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

চীন হইতে কলেরা নির্ব্বাসিত

বসন্ত রোগও প্রায় নির্ম্মূল

লণ্ডন, ১৪ই আগস্ট—উন্নততর স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপর সুষ্ঠু পরিদর্শনব্যবস্থার ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনে কেহই কলেরা রোগে আক্রান্ত হন নাই।

পিকিংয়ের আন্তর্জাতিক রেডক্রস কংগ্রেসে চীনের প্রতিনিধি একটি দোভিয়েট পত্রিকায় প্রবন্ধে ইহার সহিত আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ৪২ কোটি নরনারীকে বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে।

বড় বড় শহর ও বন্দরগুলি হইতে বসন্ত রোগ ইতিমধ্যেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন সম্পূর্ণতই এই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। —রয়টার

পূর্ণ উৎপাদনের জন্য নোটিস

১ম পাতার পর

তাহারই অজুহাতে পুলিশ ১৭ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আজ সকালে সাতটার সময় কেমারেল শিফটের শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিবার সময় কারখানার ভিতরেই একদল বাহিনী ছুরি ছোরা প্রভৃতি লইয়া কয়েকজন শ্রমিককে আক্রমণ করে। এই হামলায় দুইজন মেয়েসহ শ্রমিকসহ মোট ১১ জন শ্রমিক আহত হইয়াছেন, কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাটি ঘটার সময় জন সাহেবের ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী রাধানন্দন শর্মা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া আক্রান্ত শ্রমিকেরা বলেন। ঘটনাটি পুলিশকে জানান হইয়াছে এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত কয়েকদিন ধরিয়া বার্ণপুরের শ্রমিকদের উপর এই ধরনের হামলা চলিতেছে। পুলিশ "নিরপেক্ষ দর্শকের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমিকেরা মনে করেন যে, স্লো-ডাউন ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য এই ব্যাপারে কোম্পানির হাত রহিয়াছে। এ্যাকশন কমিটির নির্দেশে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ রহিয়াছেন।

বুখারেস্ট উৎসবে খেলাধূলা

[স্বাধীনতা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ভূপেশ গুপ্ত কর্তৃক প্রেরিত]

বুখারেস্ট:—যুব উৎসবের খেলাধুলায় ভারতবর্ষের কলিকাতা যুব অলিম্পিক টিম ফ্রান্সকে পরাজিত করিলেও ফুটবলের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল রুমানিয়ার বুকিনটির নিকট ৪-০ গোলে পরাজিত হন।

এই দিনের খেলায় দর্শক সমাগম হয় প্রচুর, ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার দিক দিয়াও কোন উৎকর্ষতার অভাব হয় নাই, প্রথমদিকে ইস্টবেঙ্গল দল ক্রমাগত আক্রমণাত্মক খেলিয়াও পরাজয় স্বীকার করে। ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক ঘটক কয়েকবার চমৎকারভাবে গোল ঠেকান।

খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইস্টবেঙ্গলকে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলিতে হয় এবং সংরক্ষণ রুমানিয়া ইস্টবেঙ্গল দলকে চাপিয়া রাখে।

খেলার শেষে রুমানিয়ার দর্শকগণ 'ভারত দীর্ঘজীবি হউক' বলিয়া ধ্বনি তোলেন, ভারতীয় খেলোয়াড় ও দর্শকগণ ও 'রুমানিয়া দীর্ঘজীবী হউক' বলিয়া ধ্বনি তোলেন।

ইহার পর রুমানিয়া হাঙ্গেরীর সহিত ফাইনালে খেলিবে।

ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণসংগ্রাম দিবস পালন করুন

বিভিন্ন বামপন্থী দলের বিবৃতি

আগামী ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক দল সমূহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণসংগ্রাম দিবস পালন করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে সমর্থন করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিবৃতি দিয়াছেন।

আর-সি-পি-আই

বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতের মেহনতি মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার গতিতে সন্ত্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ শাসন ভার তাহাদের অছি হিসাবে কংগ্রেসের উপর অর্পণ করে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসে পাওয়া এই স্বাধীনতা যে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা নয় তা মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে।

বিবৃতির উপসংহারে তাহারা ভারতের সত্যকারের জাতীয় মুক্তির জন্য জনসাধারণের নিকট নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছেন।

আর-এস-পি

আর, এস, পি'র প্রাদেশিক কমিটি প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসের ফলে গঠিত এই কংগ্রেসী সরকার জনতার জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারে নাই। বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলেন, এই সরকারের উচ্ছেদ ব্যতীত জনসাধারণের মুক্তির আর কোন পথ নাই।

সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার

সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ১৫ই আগস্ট ছাঁটাই, বেকারী, দুর্ভিক্ষ ও করভারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ লইবার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তাহাদের দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন অন্যান্য বামপন্থী দলের কর্মীদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে এই দিবস পালন করেন।

মধ্যকলিকাতা ফরওয়ার্ড ব্লক এক বিবৃতিতে এই দিন তাহার দলের কর্মীদের ময়দানে সমবেত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

গণনাট্য সংঘের বিবৃতি

পশ্চিম বাংলার ও কলিকাতার সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ও বামপন্থীদের ১৫ই আগস্টের আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানাইয়া গণনাট্য সংঘের কলিকাতা শাখা এক বিবৃতি দিয়াছেন। গণতন্ত্রকামী প্রতিটি শিল্পী ও সংস্কৃতি প্রেমিকের মহান কর্তব্য এই গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে কার্যকরীভাবে সমর্থন করা।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আবেদন

ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস, ছাত্র এসোসিয়েশন, বিপ্লবী ছাত্র ব্যুরো, পি এস ছাত্র ব্যুরো, এস, ইউ সি, ছাত্র ব্যুরো, পি, এস, এফ এস এস আর এস পি'র পক্ষ হইতে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি করিয়া এক বিবৃতিতে মিলিত সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছেন।

টকী শো হাউস—৩, ৬, ৯,
আগা খাঁ। পুত্রবধূ রিটা হেওয়ার্থ অভিনীত
এফেয়ারস ইন ট্রিনিড্যাড
অদ্য সকাল ১০-৩০টায় Dick Trecy's G MEN
রবিবার সকাল ১০-৩০—DAKOTA LIL

শুভ পুনরাবির্ভাব আজ !
সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঝিন্দের বন্দী
নাট্যরূপ : রবীন্দ্র মৈত্র।
সবার অভিনন্দনধন্য প্রধান শিল্পীবৃন্দ
ছবি বিশ্বাস, ... ,
অজিত বন্দ্যোঃ, সিধু গাঙ্গুলী,
পূর্ণিমা দেবী, গীতশ্রী, কেতকী
শিবকালী, মণি (এঃ), ... , সুশীল, ম্যালকম্, বিভূতি, ... , রাধারমণ, কালী চক্রঃ, লীলাবতী, বীণা ঘোষ, রাণীবালা (ছোট) ও আরো অনেকে !
: নাট্য পরিচালনা :
শ্রীছবি বিশ্বাস
আজকে ৪ টায় কালকে ৫ টায়
মিনার্ভা থিয়েটার

এইচ-এস-বি ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেডের—
পৌরাণিক চিত্র নিবেদন - - - -
দস্যু রত্নাকর
কাহিনী কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালনা হরিভঞ্জ
একমাত্র পরিবেশক ঃ
চিত্র বিতরক—৫৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১।

জাতীয় পতাকাকে প্রণাম করি
জাতীয় জীবনের পবিত্রতম শুভদিনে চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান বৎসরের শ্রেষ্ঠতম চিত্র আপনাদের আনন্দ দিক।
যোগ বিয়োগ
মিনার ৩-৬ ৯ বিজলী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৩-৬ ৯ ছবিঘর ৩-৬ ৯
কৃষ্ণ সিনেমা (বজবজ) ওয়েলিংটন (আন্দুল) নিউলাইট (শ্রীরামপুর)
ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) চিত্রবাণী (ব্যারাকপুর) অরোরা (মেদিনীপুর)
প্রযোজক আর প্রোডাকসন্স পরিবেশক নর্মদা চিত্র

একমাত্র পরিবেশক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
৫০ সিনেমা রোড ...

গৌরবোজ্জ্বল একযোগে দ্বিতীয় সপ্তাহ
শ্রী শ্রীসত্যনারায়ণ
সংলাপ : বীরেন্দ্র ভদ্র পরিচালনা : হরি ভঞ্জ
পূর্ণ ৩, ৬, ৯ প্রাচী ২-৫০, ৫-৪৫ ৮-৪৫ পূর্ণশ্রী ৩, ৬, ৯
অলকা (শিবপুর) শ্রীকৃষ্ণ (বালী) গোপনালা (হাওড়া) পারিজাত (শালকিয়া) মানসী (শ্রীরামপুর)
জয়শ্রী (বরাহনগর) লীলা (দমদম) সুচিত্রা (বেহালা) নীনা (পানিহাটী)
অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন। —শ্রীগোপাল পিকচার্স—
সকাল ১০॥টায় পূর্ণ (শনি ও রবি) কপালকুণ্ডলা ০ প্রাচী (রবি) বাগদাদ
পূর্ণশ্রী (রবি) Desperadoes of the West.

এভিএম প্রোডাকসন্সের
সাফল্যদীপ্ত চিত্র
বাহারের
উত্তর রথী
লড়কী
ভূমিকায়
বৈজয়ন্তীমালা ভারতভূষণ
কিশোর কুমার ওম প্রকাশ
পরিচালনা
এম. ভি. রামন
অনতি বিলম্বে মুক্তি লাভ করিবে
AVM PRODUCTIONS

আগামী শুক্রবার ২১শে আগষ্ট আরম্ভ !
শুধু ইতিহাসের পাতায় এতদিন যার বিচরণ ছিল সীমিত।
শিল্পীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তাই হয়ে উঠেছে সজীব !!

বসুশ্রী ঃ বীণা ঃ ছায়া ঃ আলোছায়া ও বিভিন্ন স্থানে

অগণিত দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন !
ভাবাবেগে উদ্বেলিত প্রেমের অপরূপ কাহিনী......

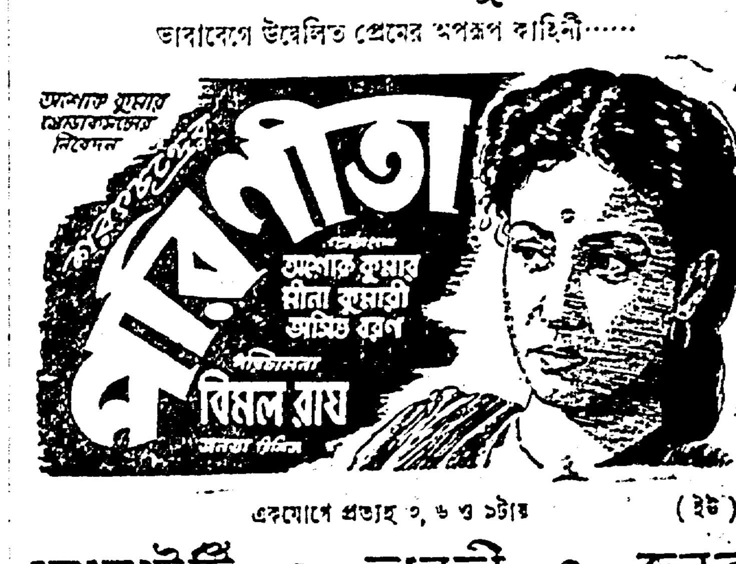

একযোগে প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টায় (২৬)
সোসাইটি ০ ভারতী ০ জনতা
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ)
রূপবাণী ০ অরুণা ০ ক্রাউন
অজন্তা (বেহালা) ও উদয়ন (শেওড়াফুলী)
অদ্য সকাল ১০॥০ ঘটিকায় জনতা সিনেমায়—'পরিণীতা'
আগামীকল্য সকাল ১০॥০টায় সোসাইটি ও জনতায়—'পরিণীতা'
জনতা সিনেমার সকালের প্রদর্শনীর হ্রাসপ্রাপ্ত প্রবেশমূল্য :—ব্যালকনি ১৷০, ১ম শ্রেণী ৸৵০, ২য় শ্রেণী ।৵০ ও ৩য় শ্রেণী ।৵১০

আজ ! আজ !
অনুপম সুরে গাঁথা অপূর্ব প্রণয়-মধুর চিত্র !

জ্যোতি - কৃষ্ণা - উত্তরা - রূপালী
৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ ২॥, ৫॥, ৯ ৩, ৬, ৯
লিবার্টি — কালিকা — দীপ্তি
৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯
চিত্রপুরী (শ্যামবাজার) — পিসন (মেটিয়াবুরুজ) — নিউসিনেমা (ব্যারাকপুর) — রূপশ্রী (ভাটপাড়া)

শুভমুক্তি ঃ শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট

চিকিৎসা সংকট
কাহিনী : পরশুরাম ★ পরিচালনা : বিনয় সেন
শ্রেষ্ঠাংশে : মলিনা, ধীরাজ, তুলসী চক্রবর্তী, নিভাননী, শহদল ও জয়ন্ত চৌধুরী
উত্তরা - পূরবী - উজ্জলা ও সহরতলীর অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে
পরিবেশক : কোয়ালিটি ফিল্মস্ লিঃ

Bulgaria Today
NO 16
Price -/4/-
Special features :—
—Marxism-Leninism in Action
—In the Land of Communism in Construction
National Book Agency Ltd.
12 Bankim Chatterjee St. Calcutta-12
Branch :—26, Alimuddin St. Cal-16

স্বাধীনতা

Regd. No. C. 2961
Phone :: 24-1847
SWADHINATA
Address ::
33, Alimuddin Street, Cal-16
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভূপেশচন্দ্র গুপ্ত

German Democratic Republic in Construction
NO. 3/4
Special features :—
—Medicines from Jena
—Co-operative Fishermen
—Miners' Life
Price 1/2/-
National Book Agency Ltd.
12 Bankim Chatterjee Street, Cal.—12
Branch :—26 Alimuddin St. Cal-16

কলিকাতা—২৯শে অক্টোবর '৫৩ ঃ বৃহস্পতিবার, ১২ই কার্ত্তিক, '৬০ ঃ Calcutta, 29th October '53 মফঃস্বল—৩০শে অক্টোবর '৫৩ ঃ শুক্রবার, ১৩ই কার্ত্তিক '৬০ মূল্য—

কোরিয়ায় যেন যুদ্ধবাদীরা পার পাইয়া যাইতে না পারে

এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বাত্মক অভিযানের জরুরী আহ্বান

মাঞ্চুরিয়া ও স্পেনের কথা স্মরণ করিয়া জেনারেল শোখের ঘোষণা

যুদ্ধ বিরতির বিরুদ্ধে অপচেষ্টা

কোরীয়-চীনা পক্ষের আগ্রহ

কোন কোন দেশ শান্তি চায় না

ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘ

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য ও জাতীয় সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধন গুপ্তের সমর্থনে ... বুধবার কলিকাতায় যে মিছিল বাহির হয় ... —ফটো স্বাধীনতা

সাধন গুপ্তের সমর্থনে দঃ কলিকাতায় বিরাট শোভাযাত্রা

ভিক্টোরিয়া আমলের আইনবলে কংগ্রেসী পুলিস কর্ত্তৃক মশাল ব্যবহার নিষিদ্ধ

বেকারী ও দুর্ভিক্ষের প্রতীক কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করার আহ্বান

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

অন্তত পাঁচটি হত্যাকাণ্ড

ঘিমাইয়ার বিবৃতি

বন্দীপ্রত্যর্পণনাশা অপচেষ্টায় মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাহায্য ঃ ভিশিনস্কি

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি

জাতিসংঘে চিয়াং ও তাঁর দালাল

চতুঃশক্তি বৈঠক প্রসঙ্গে

সুদানের নির্ব্বাচনী অভিযানে নির্লজ্জ বৃটিশ হস্তক্ষেপ

মিশরীয় মন্ত্রীর গুরুতর অভিযোগ

কোরীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে মার্কিন বাধায় অসহ্য বিলম্ব

উত্তর কোরীয় প্রতিনিধির ঘোষণা

কমিউনিস্ট পার্টি কর্ত্তৃক গণ-সমাবেশ আহ্বান

গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া পার্টির বিবৃতি

গায়নায় আটক নেতাদের অনশন ধর্ম্মঘট

সর্ব্বত্র পুলিসের হামলা ও সন্ত্রাসন

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাঃ জগন ভারত আসিতে পারেন

"ব্যক্তি ও জাতির সমান অধিকারের নীতি আজ কর্দমে পদদলিত।.....বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় নিক্ষিপ্ত। কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি আপনারা যদি জনসাধারণের অধিকাংশকে আপনাদের পাশে সমবেত করিতে চান, তবে এই পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আপনাদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। এই পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিবার আর কেহ নাই।"

—জে, ষ্টালিন

স্বাধীনতা

বৃহস্পতিবার ১২ই কার্ত্তিক

বিপজ্জনক পথ

কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারে অগ্রণী ...

নবদ্বীপ-পূর্ব কলিকাতার উপনির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত ... এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, ...

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন ভারত ও পাকিস্তানসহ সাতেরটি সরকারের প্রতিনিধি। ...

স্বৈরাচারী কংগ্রেসী শাসকগণ স্বহস্ত-রচিত সংবিধানকেও পায়ে দলিতেছে

দক্ষিণ কলিকাতা ও নবদ্বীপ কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরাসরি ও বর্ণচোরা প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিয়া স্বৈরাচারের মুখে পদাঘাত করুন

কংগ্রেসী শাসকেরা পথেঘাটে বলিয়া বেড়ান যে, তাঁহারা নাকি এদেশে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান জারি করিয়াছেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন চালাইতেছেন। আসলে এই উক্তিটাও শাসকগোষ্ঠির অন্য সমস্ত বোলাবাদির মতই শঠতাপূর্ণ।

কংগ্রেস-রচিত সংবিধানে শ্রমিক কর্মচারীর কাজের বা জীবন ধারনোপযোগী মজুরী দাবিবার কোনো নিশ্চয়তা নাই—...

... প্রকৃত সত্য হইল কংগ্রেস সমস্ত মাদ্রাজে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে এবং পেপসুতে একদল তাঁবেদারকে জড় করিয়া তথাকথিত এবং অস্থায়ী শাসনী জারি করিয়াছে। ...

পাকিস্তানের আর্থনীতিক পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন

বণিকসভা ফেডারেশনের সভাপতির বিবৃতি

করাচী, ২১শে অক্টোবর—পাকিস্তান বণিক ও শিল্প সভাসমিতির ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ আহমদ আজ বলেন যে, পাকিস্তানের আর্থনীতিক পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ...

—পি, টি

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট

পাক গণপরিষদে দফাওয়ারী আলোচনা শুরু

করাচী, ২২শে অক্টোবর—আজ পাকিস্তান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের দফাওয়ারী আলোচনা শুরু হয়। গতকাল রিপোর্টের উপর সাধারণ আলোচনা সমাপ্ত হয়। ...

—পি, টি

আন্তর্জাতিক কিষাণ কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব

নিউ-ইয়র্ক, ২৬শে অক্টোবর—আজ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অর্থনৈতিক কমিটিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ আমীর খান বলেন যে, অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক কিষাণ কংগ্রেস গঠন করা প্রয়োজন। ...

লণ্ডনের চিঠি

মার্কিন চাপে চার্চিলের পশ্চাদপসরণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

...

তীব্রতর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ

মার্কিন নীতি ও নির্দেশই চার্চিল মানিয়া নিতেছেন। ...

ভিয়েত্নাম প্রসঙ্গ

...

চীন দিবস ঃ লণ্ডন মজলিশ

গত ১৬ই অক্টোবর লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন লণ্ডন মজলিসের উদ্যোগে ... চীনের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত অংশ হইতে ছাত্রেরা যোগ দেন। ...

মাহেশ জুতাকলে জুলুমের রাজত্ব

পাঁচশত শ্রমিকের সভায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান

(স্বাধীনতার সংবাদদাতা)

মাহেশ, ২২শে অক্টোবর—বহেড়া ও রামপুরিয়া জুতাকলের শ্রমিকদের উপর মালিকেরা এক জুলুমের রাজত্ব শুরু করিয়াছে। ...

—অন্ধ্রের চিঠি—

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্বের ভিত্তি

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

...

তামিলনাদ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বান

মাদুরা, ২২শে অক্টোবর—আগামী ... শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য দিবস এবং সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দিবস হিসাবে উদযাপন করিবার জন্য আজ তামিলনাদ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। ...

পাঁচশত শ্রমিকের সভা

...

আলোচনা

...

কেনিয়ার ঘটনাবলীতে উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী যুব ইউনিয়নের প্রস্তাব

...

কংগ্রেসীদের অবৈধ হস্তক্ষেপে ক্যানিং-এ রিলিফ বণ্টনে বিভ্রাট

ডেপুটিমন্ত্রীর সহযোগিতায় রিলিফ কমিটিকে অস্বীকার

সভা ও সমাবেশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তি

খয়রাতী সাহায্যে বৈষম্যের অভিযোগ

রাজাবাজার কংগ্রেসী অফিসে প্রেসিডেন্ট ঠাকুর

কাটোয়া সহরে আর একজনের অনশনে মৃত্যু

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ঔদাসিন্যের শোচনীয় পরিণতি

এবছর যাঁরা বোনাস পেয়েছেন

শ্রমিকদের পাওনা ফাঁকি দিবার জন্য কারখানা বন্ধের নোটিস

বেলুড় গ্লাস ওয়ার্কস-এর মালিকের হীন চক্রান্তে ৬০০ শ্রমিকের বেকার হইবার সম্ভাবনা

২৭ জনকে জেলে রাখিয়া কারখানা চালু করার চক্রান্ত

ওরিয়েন্টাল ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকদের সমর্থনে ন্যাশনাল রাবার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

সুশীল চ্যাটার্জির সমর্থনে নবদ্বীপে পাঁচ হাজার লোকের সভা

উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক জনমত

জনগণের সেবায় ছাত্রসমাজ

ফেডারেশন কাউন্সিলের আগামী বৈঠকে কর্মসূচী গ্রহণের সম্ভাবনা

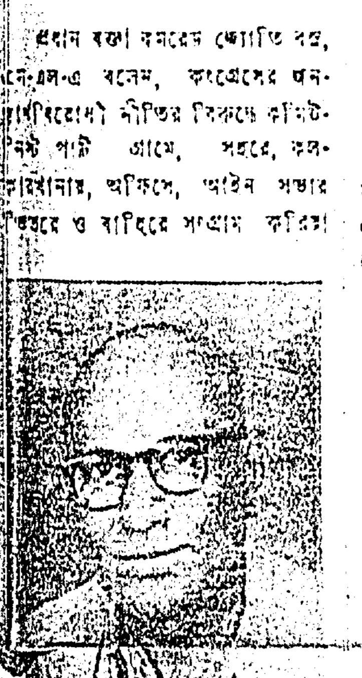

শ্রমিকের ছুটির মজুরী ফাঁকি দিবার কাজে চটকল কর্তৃপক্ষ

রিপোর্ট চাই

খিদিরপুরে পুলিশী তাণ্ডবের তদন্ত দাবি

মৃতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

হুকুমচাঁদে লক-আউটের ২১দিন

ছাঁটাই নীতি পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সকলকে কাজে লইয়া লক-আউট প্রত্যাহারের দাবি

প্রজা-সোশ্যালিস্ট নেতাদের ঐক্য বিরোধী কীর্তি

আগস্ট মাসে শ্রম বিরোধ

ন্যাশনাল মোলডিং কারখানার ধর্মঘটের ১৯ দিন

বোনাসের নামে একটি করিয়া ধুতি

গুদামে রেশন থাকা সত্ত্বেও লোকে পায়না

পাটের বাজার

পূর্বস্থলী হাসপাতালে চরম অব্যবস্থা

ধর্মঘটকালীন মজুরীর অর্দ্ধেক পাইবে

১৪ হাজার কারখানার শ্রমিকের বিরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

দিল্লীতে জীবিকা নির্বাহের ব্যয়মান বৃদ্ধি

ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক কলেরা

সোনা-রূপার দর

পাকা সোনা—প্রতিভরি		
গিনি		
রূপা (চাকা)		

উত্তর প্রদেশে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের সূচনা

প্রকাশিত ২৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধীদের ১৭টি আসন লাভ

এপর্যন্ত ৪টি আসনে কমিউনিস্ট ও সিটিজেনস্ ফ্রণ্ট প্রার্থীর জয়

লক্ষ্ণৌ, ২৮শে অক্টোবর—আজ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীরা বিপুল জয়লাভ করিয়াছেন। রাত্রি ১টা পর্যন্ত ২৬টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৭টি নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থী এবং ৯টি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন।

গাজিপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং মাউ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মসৌরী ও বারাউত মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের লইয়া গঠিত সিটিজেন্‌স্ ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের দুইজন প্রার্থী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ জেলার ৪টি শহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে ১টিতে সিটিজেন্‌স্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ২টিতে প্রজা-সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং ১টিতে কংগ্রেস জয়লাভ করিয়াছে।

২৬টির মধ্যে ১৭টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে কমিউনিস্ট ও সিটিজেন্‌স্ ফ্রন্ট ৪টি, প্রজা-সোশ্যালিস্ট পার্টি ৬টি স্বতন্ত্র প্রার্থী ৬টি ও জনসংঘ ১টি ...

আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্পের অবস্থা

ঘরোয়া সম্মেলনে শিফট বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের আশ্বাস

বোম্বাই, ২৮শে অক্টোবর—আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইর আহ্বানে আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিল মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক ঘরোয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার শ্রী ... এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মিল মালিকদের প্রতিনিধিরা, ... বলেন যে, ইহার ফলে শিল্পের সমস্যা অনেকখানি দূর হইবে। তাহারা আরও বলেন

যে, আমেদাবাদের যে ২৫টি মিলে শিফট বন্ধের নোটিস দেওয়া হইয়াছে, উহা যাহাতে প্রত্যাহার করা হয় তাহার জন্য তাহারা চেষ্টা করিবেন। —পি, টি

মোটর কারখানায় লক-আউট প্রত্যাহারের দাবি

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর— বিলাতী মালিকদের ... মোটর কারখানায় আজ ২৩ দিন যাবৎ ...

দুর্গত অঞ্চলে সরকারী সাহায্য

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর— আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক ...

ভারতের বন্যাপীড়িতদের প্রতি সোবিয়েৎ জনগণের সহানুভূতি

সোবিয়েৎ রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নেহরুর হস্তে ৩ লক্ষ টাকার চেক অর্পণ

নয়াদিল্লী, ২৮শে অক্টোবর—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ভারতে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রদূত মঃ এম, এ, মেনশিকভ আজ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর হস্তে তিন লক্ষ টাকার এক চেক অর্পণ করিয়াছেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের রেডক্রস ও রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটী প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সাহায্য ভাণ্ডারে এই টাকা দান করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীর হস্তে চেক অর্পণ করিতে গিয়া সোবিয়েৎ রাষ্ট্রদূত মেনশিকভ বলেন যে, এই অর্থ বিহার ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বন্যাপীড়িতদের প্রতি সোবিয়েৎ রেডক্রস সোসাইটির সহানুভূতির নিদর্শন।

জানা গেল, সম্প্রতি বিহার ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে বন্যা দেখা দেয়, সেখানকার অধিবাসীদের সাহায্যে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে। —পি টি

চার্চিল-আইসেনহাওয়ার ঘরোয়া আলোচনা

ওয়াশিংটন, ২৮শে অক্টোবর:— আজ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে ...

সোবিয়েৎ-ইতালি চুক্তি

আরও ১২ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি

রোম ২৭শে অক্টোবর—সোবিয়েৎ ও ইতালির মধ্যে ...

একই সময়ে যুদ্ধ ও শান্তির কপটতা

ফরাসী জাতীয় এসেম্বলীতে

বানরের পিঠাভাগ

ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘ

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বৃদ্ধি অভিযানে সামরিক শিল্পের সহায়তা

সোবিয়েতে এক বছরে শতকরা ১৮০৫ ভাগ বাড়তি বস্ত্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত

লণ্ডন ২৮শে অক্টোবর—নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য যাহাতে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয় সেজন্য নিত্যব্যবহার্য পণ্য-উৎপাদনকারী কারখানাগুলিকে আরও বেশী কাঁচামাল, আংশিকভাবে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, জালানি, বিদ্যুৎশক্তি ও অন্যান্য বহুবিধ কারিগরী সাহায্যদানে প্রাধান্য দেওয়া হইবে বলিয়া সোবিয়েৎ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সামরিক ও অন্যান্য বহুবিধ ভারী শিল্পকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যউৎপাদনকারী কারখানাগুলিকে সাহায্য করিতে হইবে। গতকল্য রাত্রে সোবিয়েৎ মন্ত্রীসভার কাউন্সিল এবং সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত "তাস" কর্তৃক মস্কো হইতে ঘোষিত হইয়াছে।

"তাস" কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে আরও উল্লেখ করা হয় যে, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, কারখানা নির্মাণের ভারী শিল্প, বিদ্যুৎ ও যানবাহন শিল্প, বিমান, রাসায়নিক, কাঠ, কাগজ, বিল্ডিং নির্মাণের দ্রব্য নির্মাণের কারখানা প্রভৃতি সকল ...

জেনারেল দোথের ঘোষণা

এবারও তাহারা পার না পায়

বিদেশে মার্কিন ফৌজের সংখ্যা বাড়িতেছে

আইজেনহাওয়ার কর্তৃক ঘোষণা

ওয়াশিংটন, ২৮শে অক্টোবর— প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার আজ ...

গারনার ম্যাটক নেতাদের অনশন

সন্ত্রাস-রাজ

বন্দীপ্রত্যর্পণ সম্পর্কে ভিশিনস্কী

ফালবিলম্বের সময় নাই

আটক নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা

উত্তর কোরীয় প্রতিনিধির ঘোষণা

সাধন গুপ্তের সমর্থনে শোভাযাত্রা

১ম পাতার পর

... শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ, জ্যোতি বসু, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, সাধন গুপ্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত, মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, অনিলা দেবী প্রভৃতি। ...

"বেকারী ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিন" "সাম্প্রদায়িকতা, ... কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিন" "পুলিশী রাজের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিন" "বিদেশী পুঁজির তোষামোদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিন" "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিন"।

ট্রাম ও বাস হইতে এবং রাজপথের দুইদিকের ফুটপাতে, বাড়ী ও দোকান ...

রাজা ও পাকিস্তানের খেলা অমীমাংসিত

চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতায় উভয় দলের ১টি করিয়া গোল

১ম টেস্টে ভারতীয় দল

পাহাড় চূড়ায় স্কুল

প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির বৈঠক

বিহারের কোচিন ও অন্ধ্র সম্পর্কে আলোচনা হইবে

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

হায়দরাবাদ সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা

হায়দরাবাদ, ২৮শে অক্টোবর— সরকারী সূত্রে জানা গেল যে, রাজ্য সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রায় ... জন আইনের মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। কমিউনিস্টদের পক্ষ হইতে গভর্ণমেন্টের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করার ফলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

... রাজনৈতিক বন্দীদের উপর হইতে প্রায় ... মামলা প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া জানা গেল। —পি, টি

অন্তত ৫টি হত্যাকাণ্ড

১ম পাতার পর

... —পি, টি, আই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী—

কমরেড সাধন গুপ্তের সমর্থনে

বিরাট জনসভা

স্থান ঃ দেশপ্রিয় পার্ক। তারিখ ঃ ১লা নবেম্বর

বিকাল সাড়ে ৫টা

এই সভায় কংগ্রেস রাজনীতি ও কুশাসনের বিশদ সমালোচনা হবে আর সকলের সামনে তুলে ধরা হবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আশু জনসাধারণের নিজস্ব রাজনীতি ও কর্মসূচী।

বক্তৃতা করিবেন কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, পি, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু এম-এল-এ এবং অনেকে।

আমাদের বিনীত নিবেদন দলে দলে এই সভায় যোগ দিয়ে পার্টির বক্তব্য শুনুন।

—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি।

দেখেছেন কি?

... আগে ...

বব এণ্ড স্যালি

হিন্দ ঃঃ ছায়া

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত]

সম্পাদক—শ্রীসন্তোষ কুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলি-১৬, 'গণশক্তি প্রিণ্টার্স' হইতে মুদ্রিত ও ঐ ঠিকানায় 'স্বাধীনতা' দপ্তর হইতে প্রকাশিত।

কাঠ বিড়াল !

ছাউনি (বড়া কার্য্যালয়)
২৩, আর, কি, কর রোড, (খালধার) কালকাতা-৪

Regd. No C. 2969
Phone :: 24-1147

রবিবারের
স্বাধীনতা
SWADHINATA

Address :
33, Alimuddin Street, Cal-16

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভূপেশচন্দ্র গুপ্ত

নবপর্য্যায়—৪র্থ বর্ষ—১৭৩৩ম সংখ্যা
নবম বর্ষ—২১৯৩ম সংখ্যা] কলিকাতা—১লা আগষ্ট '৫৪ ঃ রবিবার, ১৬ই শ্রাবণ ঃ '৬১ Calcutta, 1st August '54 মফঃস্বল—২রা আগষ্ট '৫৪ ঃ সোমবার, ১৭ই শ্রাবণ '৬১ মূল্য— [ভারতে ও পাকিস্থানে : দুই আনা
বিমানডাকে অতিরিক্ত দুই পয়সা

সুপ্রা কালি
দামী ফাউন্টেন পেনের জন্য Supra
সুপ্রা টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ

পর্ত্তুগীজ সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় কন্সালকে আটক করার চেষ্টা

মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভারতসরকারের হুঁশিয়ারি

আরও তিনটি গ্রাম মুক্ত ঃ নগর হাবেলির সদর শহর পরিবেষ্টিত

নয়াদিল্লী, ৩১শে জুলাই—গোয়াইস্থ পর্ত্তুগীজ কনসাল জেনারেল ও কনসাল নিরাপদে গোয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ সরকার গোয়াস্থ ভারতীয় কনসাল জেনারেল ও সহকারী কনসালকে আটক রাখে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের প্রতিবাদের ফলে পর্ত্তুগীজ সরকার তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা নিরাপদে ভারতীয় রাজ্যে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। ভারত সরকার আজ পর্ত্তুগীজ সরকারকে এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগীজ সরকার যদি তাহাদের হুমকি মত বলপ্রয়োগ করেন তবে গোয়াবাসী সহ সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ভারত সরকারের এই সতর্কবাণী আজ সরকারী ভাবে পর্ত্তুগীজ সরকারকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইতিমধ্যে উদা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গোয়ান পিপলস্ পার্টির কমিউনিস্ট পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবকগণ নগর হাবেলির অন্তর্গত লাহোরী এবং আরও দুইটি গ্রাম মুক্ত করিয়া ... গোদাবরী পারুলেকর এই অভিযান পরিচালনা করিতেছেন। নারলি মুক্তকারী আজাদ গোমন্তক দলের স্বেচ্ছাসেবকরাও নগর হাবেলির তৃতীয় বৃহত্তম গ্রাম খান্দওয়েল ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। নগর হাবেলির সদর সেলভাসা তিনদিক হইতে বেষ্টিত। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনদিক হইতে সেলভাসা অভিযান আরম্ভ হইতে পারে।

ভারত সরকারের বিবৃতিতে প্রকাশ, পর্ত্তুগীজ সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডারা কিছুদিন পূর্ব্বে গোয়াস্থ ভারতীয় কনসাল জেনারেলকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল।

লাহোরি গ্রামকে মুক্ত করিতে যে স্বেচ্ছাসেবকেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ওয়ালি আদিবাসীদের সংখ্যাই অধিক। স্বেচ্ছাসেবকরা সেলভাসার ৭ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন।

পর্ত্তুগীজ সরকার জানাইয়াছেন যে, ১লা আগষ্ট হইতে পর্ত্তুগীজ অঞ্চলে কোন ভারতীয়ের প্রবেশ করিতে হইলে তাঁহার পাসপোর্ট ও পর্ত্তুগীজ ভিসা লাগিবে।

ব্যর্থ চেষ্টা

নাইরবি, ৩১শে জুলাই—এখানকার পর্ত্তুগীজ কনসাল জেনারেল এক সভা ডাকিয়া পর্ত্তুগীজ সরকারের সমর্থনে প্রস্তাব পাস করাইবার চেষ্টা করিলে শ্রোতাদের মধ্য হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠে। শ্রোতারা বক্তাদের বার বার বাধা দেন এবং চীৎকার করিয়া জানাইয়া দেন

(৮ম পৃঃ ৬ষ্ঠ কলমে)

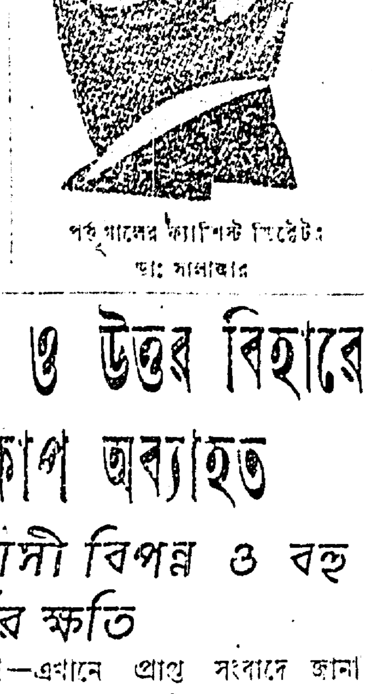

পর্ত্তুগালের ফ্যাশিস্ট ডিক্টেটর ডাঃ সালাজার

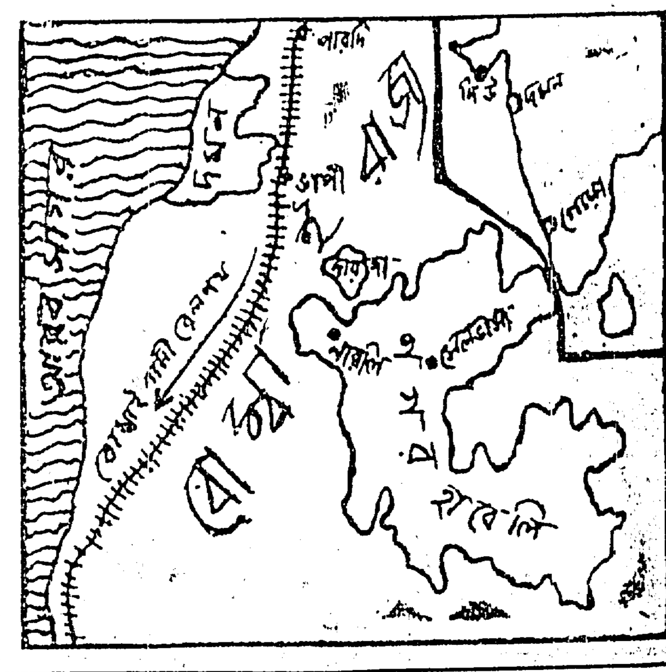

আজ ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি কমিশনের বৈঠক

নয়াদিল্লী, ৩১শে জুলাই—ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি কমিশনের তিন শক্তি ভারত, পোল্যাণ্ড ও কানাডার প্রতিনিধিরা আগামী কাল সকালে এখানে মিলিত হইবেন।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন।

ভিয়েৎনাম, প্যাথেট লাও ও ক্ষোরদেশের জন্য তিনটি স্বতন্ত্র কমিশন কি ভাবে গঠিত হইবে, এবং একটি অগ্রগামী দল যখন ইন্দোচীন যাত্রা করিবে তাহাই আলোচ্য বিষয়। ... এই ত্রিশক্তি আন্তর্জাতিক ... কাজ চলিবে। এই কমিশনে ভিয়েৎনামে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে এবং প্যাথেট লাও ও ক্ষোরদেশে ১৯৫৫ সালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

... আগামীকাল আলোচিত হইবে।

এই সারা সপ্তাহ ধরিয়া অন্যান্য অধিবেশনগুলিতে সদস্য দেশগুলি কমিশনে নিজ নিজ স্থায়ী ও বিকল্প প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবেন। —পি-টি-আই

বিদ্যালয়গুলি লোপের উদ্যোগ

একটি মার্কিন রাষ্ট্রে বর্ণ-বিদ্বেষের পরিণতি

জ্যাকসন (মিসিসিপি), ৩১শে জুলাই—শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নিগ্রোদের রাজী করাইতে না পারিয়া গবর্নর হোয়াইট বলিয়াছেন, মিসিসিপিতে নিগ্রোদের পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিই তুলিয়া দিবার জন্য আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রের বিধানসভার অধিবেশন বসিবে। মিসিসিপির প্রায় অর্দ্ধেক মানুষ নিগ্রো।

শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় ৯৫ জন নিগ্রোকে ডাকা হইয়াছিল। গবর্নরের আশা ছিল, সুপ্রীম কোর্টের রায় ফাঁকি দিবার কায়দা আবিষ্কার করিতে ইহাদের "স্বেচ্ছায়" পৃথক ব্যবস্থায় রাজী করানো যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের মত না পাইয়া তিনি বলিয়াছেন, "ইহাদের বিশ্বাস করা চলে না; ইহারা যতপরোনাস্তি একরোখা। আমি বিশ্বাস হারাইয়াছি।"

এইভাবে হতাশ হইয়া, এই গবর্নরটি সরকারী বিদ্যালয়গুলিই লোপ দিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। কারণ, বিদ্যালয় থাকিলে নিগ্রোরা একত্রেই পড়িবে। —রয়টার

শহরে কলেরা ও ডিপথেরিয়া

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

গতকাল শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে এগার জন কলেরা ও পাঁচজন ডিপথেরিয়া রোগীকে হসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

এশিয়ার সংহতির দাবিতে সেপ্টেম্বরে একমাসব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান

শান্তি সংসদের প্রতিনিধি সম্মেলন সমাপ্ত

বিদেশী সৈন্য অপসারণ, হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, মালয়ের যুদ্ধ বন্ধ ও বিদেশী অঞ্চলগুলির ভারতভুক্তির দাবি

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

গতকল্য নিখিল ভারত শান্তি সংসদের প্রায় সারাদিনব্যাপী বর্দ্ধিত অধিবেশনে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সান্ধ্য অধিবেশনে সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে চৌ-নেহরু বিবৃতিতে ঘোষিত এশীয় সংহতি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পাঁচদফা মূলনীতির সমর্থনে সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানান হয়। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিবার জন্য এবং সারা দেশে জনগণের সমস্ত স্তরের মধ্যে উক্ত মহান পাঁচটি নীতির সমর্থন গড়িয়া তুলিবার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসকে এশীয় সংহতির মাস হিসাবে পালন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

এশীয় সংহতির উপর মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বিশ্ব শান্তি সংসদের সদস্য শ্রী ভি, পরদেশরণ। অধ্যাপক নির্ম্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং সুপরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সপ্রভা মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়।

এশিয়ার মাটি হইতে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ ও আধিপত্যের বিলোপ, এবং মালয়ে উপনিবেশিক যুদ্ধের অবসান দাবি করিয়া বলা হয় যে, সামরিক জোট গঠনের মারফৎ এশীয় সংহতিকে ভাঙিবার জন্য নূতন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে এশিয়ার জনগণ সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। জাতি সংঘে চীনকে আসন না দিবার ফলে এশিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে উত্তেজনা বর্ত্তমান, চীনকে স্বীকার করিয়া সেই উত্তেজনার উপশম ঘটাইবার দাবি উত্থাপন করা হয়। ইন্দোচীনে বিদেশী হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া রাজনৈতিক মীমাংসা এবং কোরিয়ার প্রশ্নে নূতন করিয়া আলোচনার আহ্বান জানান। হয়। লোকসভা সদস্য শ্রী এন, দামোদরণ কর্তৃক আনীত এক প্রস্তাবে ভারতে অবস্থিত বিদেশী অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবিলম্বে ভারতে যুক্তির দাবি করা হয়।

হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর এক প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ নীহার কুমার মুন্সী, ডক্টর জগদীশ দাশগুপ্ত, শ্রীকানাইলাল। এই প্রস্তাবে হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধকরণ এবং এক আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির দাবি করা হয়। এই ব্যাপক মারণাস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার জন্য এক শক্তিশালী আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। অধ্যাপক অমরেশ প্রসাদ মিত্র কর্তৃক উত্থাপিত "অর্থনৈতিক যোগাযোগ" সংক্রান্ত আলোচনা সুপারিশ হিসাবে সভার সামনে উপস্থিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি সৈনিক মহান শিল্পী পল রোবসনের কণ্ঠস্বর

(৮ম পৃঃ ৫ম কলমে)

রবিবার সকাল নয়টায় রক্সি সিনেমা হলে শান্তি-সংস্কৃতি কর্মীদের অধিবেশন উদ্বোধন করিবেন প্রখ্যাত ... নাথ ঠাকুর ...

খাদ্য-দপ্তর কর্ম্মীদের বিকল্প কাজ

কংগ্রেস এসেম্বলী দলের কার্য্যকরী সমিতিতে আলোচনা

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ৩১শে জুলাই—আজ রাইটার্স বিল্ডিং-এর রোটাণ্ডা হলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসীদের কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠক বসে।

বৈঠকের আলোচনায় প্রকাশ, বর্ত্তমানে খাদ্য দপ্তরের মোট সাত হাজার কর্মচারীর বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করা সরকারের নিকট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। সরকার আশা করেন এদের সকলকেই অন্যত্র চাকরিতে বহাল করা সম্ভব হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানান, এই সাত হাজার লোককে বিকল্প কাজে নিযুক্ত না করা পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তর সমূহে কোন নূতন লোক নিয়োগ করা হইবে না।

বৈঠকে ইহাও আলোচিত হইয়াছে যে, খাদ্য দপ্তরের যে সব নন-ম্যাট্রিক কর্মচারী উচ্চ বেতনের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের অন্যত্র সমান মাহিনার কাজ দেওয়া সম্ভব হইবে না। অবশ্য এই ধরণের কর্মচারীর সংখ্যা নাকি বেশি নহে।

জাল-ভেজাল প্রসঙ্গ

খাদ্য ও ঔষধে জাল-ভেজাল কারবারীদের কঠোরতর সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন, সম্পর্কিত আলোচনায় বৈঠকে উপস্থিত সকলেই ... ১৫ই আগষ্ট বিধানসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত থাকায় এখনই অর্ডিন্যান্স জারি না করিয়া উক্ত অধিবেশনে একটি বিল আনার পক্ষেই সাধারণভাবে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

ইন্দোরে গণ আন্দোলন দমনে পৈশাচিক তাণ্ডব

[নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

নয়াদিল্লী, ৩১শে জুলাই—ইন্দোরের ঘটনাবলী ভারতে কংগ্রেস শাসনের ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজন করিয়াছে। গত ২২শে জুলাই ইন্দোরে পদার্পণ করিয়া যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি এবং যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভয়াবহ।

সমস্ত ইন্দোর শহর পুলিস ও ফৌজের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। গত ২১শে জুলাই পুলিসের আকস্মিক বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ফলে ১৭জনের অধিক লোক নিহত [সরকারী হিসাবে মাত্র ৭জন] ও ৩৯জন আহত এবং লাঠিচার্জের ফলে ১৭৭জন আহত হয়, ছয় শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, ছাত্রসহ বহুলোক এখনও নিখোঁজ।

হাই কোর্টের উপর হামলা এবং অগ্নিপ্রদানের ব্যাপারটির মধ্যে এক নিদারুণ চক্রান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়।

হোলকার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এইচ ঘোষের স্থানান্তরের আদেশের বিরুদ্ধে যে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় তাহা সকলেরই জানা আছে। এই বিক্ষোভের পশ্চাতে ছিল মধ্য ভারত সরকারের স্বৈরাচারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। স্বাধীনচেতা শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রতি সরকারের বিদ্বেষ পড়িয়াছিল এই কারণেই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। ইহারই বিরুদ্ধে ছাত্রদের যে বিক্ষোভ শুরু হয় তাহার পশ্চাতে ছিল ব্যাপক গণসমর্থন। গত ২০শে জুলাই জনসাধারণের বিরাট

৮ম পাতায় ৬ষ্ঠ কলমে দেখুন

পণ্ডিচেরীতে মাল প্রেরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পণ্ডিচেরী, ৩০শে জুলাই—ফরাসী ভারত মুক্তি আন্দোলনের সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক আজ পণ্ডিচেরীতে মাল প্রেরণ বন্ধ করিবার জন্য রেল লাইনের উপর শুইয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছেন।

অনুরূপ ভাবে পল্লী নেতালাগুর এবং নেতাপাক্কমেও রেল আটক করা হইয়াছে। —পি, টি, আই

ত্রিঙ্কোমালিতে বৃটিশ নৌঘাঁটি করার প্রশ্ন

কলম্বো, ৩১শে জুলাই—সিংহলের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সিংহলের অনুমতি ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ত্রিঙ্কোমালিকে বৃটিশ নৌবহরের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়ার কোন কথাই উঠে না।

একটি সংবাদপত্রে কিছুদিন আগে এই মর্ম্মে সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব অঞ্চলের বৃটিশ নৌবহরের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন যে, আগামী যুদ্ধে ত্রিঙ্কোমালি স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্বাঞ্চলে বৃটিশ নৌবহরের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে দেশরক্ষা মন্ত্রী উপরোক্ত ঘোষণা করেন। পি.টি.আই,

তিউনিসিয়ায় স্বায়ত্তশাসন

পরিকল্পনা লইয়া মেঁদে ফ্রাঁস তিউনিসে উপস্থিত

প্যারিস, ৩১শে জুলাই—ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পিয়ের মেঁদে ফ্রাঁস আজ সহসা তিউনিসে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিউনিসিয়াকে আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেওয়া হইতেছে।

অর্থ ও দেশরক্ষাব্যবস্থা ফ্রান্সের হাতেই থাকিবে।

ফরাসী মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই পরিকল্পনা অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে কেবল তিউনিসিয়দেরই লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে।

তিউনিসিয়ার বে'র সহিত তাঁহার গ্রীষ্মকালীন বাসগৃহে সাক্ষাৎ করিয়া মেঁদে ফ্রাঁস এই পরিকল্পনার সহিত জানাইয়াছেন যে, "সন্ত্রাসবাদীদের" কিন্তু কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে আজ প্রায় ৩৫ শত সৈনিক তিউনিস যাত্রা করিয়াছে ; আগামী ৫ই আগষ্ট আরও ২৮ শত যাইতেছে।

মেঁদে ফ্রাঁসের সঙ্গে গিয়াছেন মার্শাল যুঁয়া এবং তিউনিসিয়া ও মরক্কো বিভাগের মন্ত্রী। একজন নূতন রেসিডেণ্ট জেনারেলকেও ইতিমধ্যে তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পরিকল্পনা ঘোষণার সহিত বলা হইয়াছে যে, তিউনিসিয়ায় ফরাসী স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

তিউনিসিয়ায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ফরাসী নাগরিক নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পরিষদ নির্ব্বাচন করিবেন। এই পরিষদ সরাসরি রেসিডেণ্ট জেনারেলের নিকট দায়ী থাকিবে। শাসন ব্যবস্থার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

পরিকল্পনাটি বে'র দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই।

ইহার পর ফরাসী পার্লামেণ্টে ইহা অনুমোদিত হওয়া চাই।

পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও উত্তর বিহারে বন্যার প্রকোপ অব্যাহত

লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিপন্ন ও বহু অর্থের ক্ষতি

ঢাকা, ৩১শে জুলাই—এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, ব্রহ্মপুত্র নদে বন্যার ফলে ময়মনসিংহ জেলার প্রায় ১০ হাজার একর আবাদী জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে, রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং কয়েক শ গৃহ জলমগ্ন হইয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিসের যোগাযোগও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গত পঞ্চাশ বৎসরেও এরকম বন্যা দেখা যায় নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। সমস্ত জামালপুর মহকুমা জলময় হইয়াছে। মাঠে আউশ ও পাটের ফসল নষ্ট হইয়াছে, এবং ময়মনসিংহ ও গফরগাঁর মধ্যে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বন্যায় দুর্গতদের প্রতি গ্রটহালের সহানুভূতি

বার্লিন, ৩১শে জুলাই—গণতন্ত্রী জার্ম্মানির প্রধানমন্ত্রী অটো গ্রটহল ভারতের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিকট একটি তার পাঠাইয়াছেন। —রয়টার

উত্তর বঙ্গে বন্যার অবস্থার উন্নতি

কলিকাতা, ৩১শে জুলাই—আজ রাইটার্স বিল্ডিংএ জনৈক সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান যে,

(৮এর পাতায় ৪এর কলমে দেখুন)

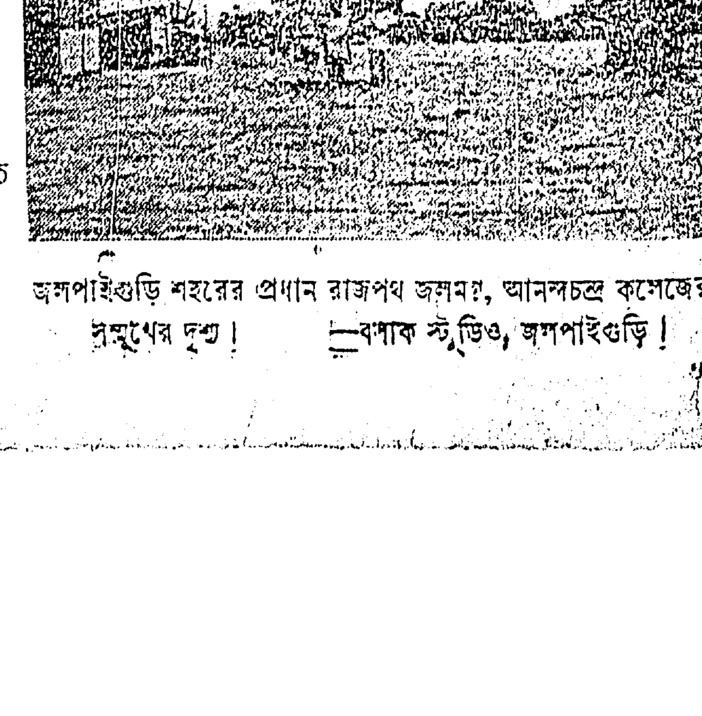

জলপাইগুড়ি শহরের প্রধান রাজপথ জলময়, আনন্দচন্দ্র কলেজের সম্মুখের দৃশ্য ! —বণাক স্টুডিও, জলপাইগুড়ি !

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনমন্ত্রিসভার পরাজয়

ত্রিবান্দ্রম, ৩১শে জুলাই—আজ বিচার বিভাগের খাতে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করার দাবি লইয়া ভোটাভুটি হইলে প্রজা সোস্যালিস্ট মন্ত্রিসভা ৩৪-১৪ ভোটে পরাজিত হন। ২৭জন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দেন। কমিউনিস্ট ও স্বতন্ত্র সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন। ভোট গ্রহণের পর কমিউনিস্ট ও স্বতন্ত্র সদস্যরা বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এই ভোট সরকারের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা। জবাবে স্পীকার জানান যে, এ সম্পর্কে সরকারই সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ মেনন মুখ্যমন্ত্রীকে এক লিখিত পত্রে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কংগ্রেসী দল মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জানাইতে চাহে না। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাজ্ঞাপনের প্রশ্ন উঠিলে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা ঘোষণা করিবে।

কমিউনিস্ট নেতা টি, ভি, টমাসের মতে বিচার বিভাগের অতিরিক্ত খাতে ব্যয় মঞ্জুর না হওয়াকে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। ভোটে পরাজিত হইবার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপট্টম থাণু পিল্লাই বলেন যে, যেহেতু একটি খাতে অর্থ মঞ্জুর করার সমগ্র দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি আর অন্য দাবি উপস্থিত করিবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিধানসভায় বিচার বিভাগের জন্য ১ লক্ষ ২৪

৮ম পাতায় ৪এর কলমে দেখুন

কাজল-কালি
ফাউন্টেন পেন কালি
"সলভেন্ট" যুক্ত
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা)-১

"ব্যক্তি ও জাতির সমান অধিকারের নীতি আজ কর্দমে পদদলিত।……বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় নিক্ষিপ্ত। কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি আপনারা যদি জনসাধারণের অধিকাংশকে আপনাদের পাশে সমবেত করিতে চান, তবে এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া আপনাদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিবার আর কেহ নাই।"

—জে, স্তালিন

স্বাধীনতা

রবিবার, ১৬ই শ্রাবণ

সালাজারের ধৃষ্টতা স্তব্ধ হইবে

চীন-বৃটিশ বাণিজ্য

এন্টনী ইডেনের বিবৃতি

লণ্ডন, ২৮শে জুলাই—বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এন্টনী ইডেন আজ বৃটেন ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ লাঘব করা সম্পর্কে কমন্স সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

তিনি বলেন: "সম্প্রতি চীনের একটি বাণিজ্য মিশন যুক্তরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং একটি বৃটিশ মিশন চীনে যাইবেন। সামরিক কারণে যে সকল পণ্যের বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য সকল প্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধে এই কথাবার্তা চলিতেছে।

"বিধিনিষেধ আরোপিত পণ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইবে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে। এই বিষয়ে আমার এখনই কিছু বলিবার নাই।"

—রয়টার

চীনবিরোধী দ্বিতীয় মার্কিন 'রণাঙ্গণ'

জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাশিয়ার কামনা

সোবিয়েতে শ্রমজীবী জনগণের সুযোগ দর্শনে শ্রী রামেশ্বরী নেহরু বিমুগ্ধ

"রুশেরা জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করেন", এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাধারণ সম্বন্ধ-সূত্র হইল, দুইই পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাকুক, এই কামনা পোষণ করে"—রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া গত বৃহস্পতিবার দিল্লী ফিরিবার পর শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

শ্রীমতী ইলা মিত্রকে ৫০১ টাকা সাহায্য দান

অনুন্নত দেশে সাহায্যের জন্য বিশেষ তহবিল

সুপারিশ প্রস্তাব গৃহীত

জেনেভা, ৩০শে জুলাই—জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের অর্থনৈতিক কমিটি আজ অনুন্নত দেশগুলির সাহায্যের জন্য এক বিশেষ তহবিল স্থাপন করিবার সুপারিশ করিয়াছে।

পাঞ্জাব-পেপসুর চিঠি

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

পাতিয়ালা, ২৭শে জুলাই—ভারতের মার্কিন প্রেমিক একদল লোক কিছুদিন যাবৎ হিমালয় সীমান্ত সম্মেলন নাম দিয়া চীনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে—ভারত চীন মৈত্রীকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে—কমিউনিস্টদের কবল হইতে এশিয়াকে মুক্ত করার পবিত্র দায়িত্ব নাকি ইহারা গ্রহণ করিয়াছে।

সম্মেলনে যোগ দেন কাহারা?

ভারত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ চাহে না

বেতার ভাষণে পানিক্করের ঘোষণা

হট্টগোল

ভারত তিব্বত চুক্তির সমর্থনে

কাহারা আসেন নাই

সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পি, এস, পি'র একটি গোষ্ঠী, সম্মেলনে

আলোচনা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি

ডাউন বনগাঁ লোকাল আটক

সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

('স্বাধীনতার রিপোর্টার')

জাপানী বর্ষাপানে লণ্ডন থাকিবেন

কলেজের বাহিরের ছাত্রদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার সুযোগ

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

নির্ভয়ায় ধর্মঘোষণা

অষ্ট্রেলিয়ায় পেট্রভ মামলা

আদালতে উপস্থাপিত দলিলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিপত্তি

পেট্রভ পাঁচ হাজার পাউণ্ড ঘুষ লইয়াছিল

(চারের কলমে দেখুন)

১৯৫৬ সালের আই-এ পরীক্ষার্থীদের অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক

By Prof. D. N. Ghosh, M. A.

Complete Notes on Prose Selections	Rs. 3-0-0
" " " Poetical Selections	Rs. 4-0-0
" " " A Book of Plays	Rs. 2-1-0
" " " Select Short Stories	Rs. 2-8-0
" " " Our Growing Human Family	Rs. 2-8-0
College Essays	Rs. 3-8-0

মডার্ণ বুক এজেন্সি
১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

নূতন বই
মনোরঞ্জন রায়ের
দর্শনের ইতিবৃত্ত
প্রথম পর্ব
(গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন)
বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাংলা ভাষায় গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকের বইখানি পড়া উচিত। ৬৮ পেজী ডিমাই, ৫১৬ পৃঃ বোর্ড বাঁধাই—মূল্য ৭৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মধ্যবিত্ত
২৯শে জুলাই সংখ্যা বাহির হইয়াছে।
★
: কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণীয় লেখা :
• মার্কসবাদ ও কবিতা—জর্জ টমসন
(ধারাবাহিক অনুবাদ এ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।)
• মধ্যবিত্তের সংকট—ভবানী সেন
(সংকটের স্বরূপ ও বাঁচার পথ কি?)
• চেখভের একটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ।
• অভাবিত অভ্যুত্থানের লাল তারিখ ২৯শে জুলাই—কমল সরকার।
• এ ছাড়া—দু'টি গল্প, কবিতা, সিনেমা, চলতি প্রসঙ্গে, ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগ বর্দ্ধিত আকার, দাম: চার আনা।
মধ্যবিত্ত
১২।১বি চৈতন সেন লেন, কলি-১২

For a Lasting Peace, for a People's Democracy !
No 41—'54
Special Features :
• Five years of People's Republic of China
• New Features In National Liberation Struggle of Colonial And Dependent Peoples
Price '/3/-
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Branch : 26, Alimuddin Street, Calcutta-16

স্বাধীনতা

Regd. No. C. 2969
Phone :: 21 - 1847
SWADHINATA
Address :
33, Alimuddin Street, Cal-16
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—ভূপেশ চন্দ্র গুপ্ত

News
No 19
Special Features :
• Wonderful Art of Indian People.
• Japan in the Vise of Economic Dependence.
• A Supplement
Price /4/-
National Book Agency Ltd.
12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Branch : 26, Alimuddin Street, Calcutta-16

কলিকাতা—২১শে অক্টোবর '৫৪ : বৃহস্পতিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক '৬১ : Calcutta, 21st October '54 মফঃস্বল—২২শে অক্টোবর '৫৪ : শুক্রবার, ৫ই কার্ত্তিক '৬১ : মূল্য— ভারতে ও পাকিস্তানে : ছয় পয়সা; বিমানডাকে অতিরিক্ত : দুই পয়সা

শান্তিএলাকাসম্প্রসারণকল্পেভারতের সহিত চীনের সহযোগিতার ঘোষণা

শ্রী নেহরুকে অভিনন্দন জানাইয়া চৌ এন-লাই'এর বক্তৃতা

শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতির প্রতি নেহরুর দৃঢ় আস্থা প্রকাশ

পিকিং, ২০শে অক্টোবর—"এশিয়ায় এবং সমুদ্র হইতে অন্যত্র শান্তির এলাকা প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টায়" ভারতের নীতির সমর্থনে আজ চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই তাঁহার দেশের সহযোগিতা ঘোষণা করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে ভোজসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য কামনা করিয়া চৌ এন-লাই বলেন : "আমরা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাই। সমস্ত বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এশিয়ায় শান্তির এলাকা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য ভারতের সহিত সংযুক্ত প্রচেষ্টায় আমরা অগ্রসর হইতে প্রস্তুত।"

আজ সায়াহ্নে নেহরু চীনের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন।

গতকাল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চৌ এন-লাই'এর সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলে। ২১শে অক্টোবর শ্রীনেহরু আবার চেয়ারম্যান মাও সে-তুংএর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিবেন।

চেয়ারম্যান মাও-এর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া অদ্যকার ভোজসভায় শ্রীনেহরু বলেন যে, আজিকার পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রয়োজন শান্তি; এবং তিনি ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন যে, ভারতের জনসাধারণের মতোই চীনের জনসাধারণ শান্তি রক্ষার আদর্শে অবিচল।

শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের গুরুত্ব পুনরায় উল্লেখ করিয়া নেহরু বলেন :

"কোনো জাতির ইচ্ছা বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি যদি অন্য জাতির উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হয় তবে সংঘর্ষ দেখা দিবেই এবং শান্তি বিপন্ন হইবে। এই কারণেই আমরা বরাবর এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের আধিপত্যের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছি।"

দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া

লণ্ডন, ২০শে অক্টোবর—পিকিং এর সমস্ত সংবাদপত্র আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চীন আগমনের সংবাদকে ফলাও করিয়া বড় শিরোনামায় প্রচার করে।

বিপুল জনতার সম্বর্দ্ধনা, মাও সে-তুং কর্তৃক নেহরুর অভ্যর্থনা, বিমানবন্দরে নেহরুর বক্তৃতা এবং নেহরুর সম্মানে চৌ এন-লাইএর ককটেল পার্টির সংবাদ সব পত্রিকারই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

নেহরুর চীন আগমনকে অভিনন্দন জানাইয়া কোয়াংমিং ডেইলী পত্রিকায় বলা হইয়াছে, চৌ এন-লাইর ভারত পরিদর্শনের পর চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, মার্কিন যুদ্ধগোষ্ঠি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক-চক্র তৈরী করিতেছে; ইহা দ্বারা এশিয়াতে বিভেদ সৃষ্টি করা হইতেছে এবং এশীয় দেশগুলির নিরাপত্তা ও শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে; চীন ও ভারতের ... সাধারণ সমস্যা।

পিকিং ডেইলী ওয়ার্কার পত্রিকার একটি প্রধান প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, নেহরুর চীন পরিদর্শনের ফলে চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কের বিকাশ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং এশিয়ার ও সমগ্র পৃথিবীতে উহা শান্তি রক্ষার সহায়ক হইবে। —রয়টার

১৯শে অক্টোবর পিকিংএর সমস্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাজোড়া শিরোনামা দিয়া নেহরুর চীন আগমনের সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে।

নেহরুর প্রতি অভ্যর্থনা জানাইয়া, ক্যান্টনে ও হ্যাংকাও-এ নেহরুর উপস্থিতির বিবরণ দিয়া সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিদর্শন সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্যও প্রচার করা হইয়াছে।

পত্রিকাগুলি নেহরুর চীন পরিদর্শনের বিরাট তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া ...

শ্রমের বাজারে সাইকেলে চড়িয়া একজন ক্রেতা আসিয়া দরদস্তুর করিতেছে।

একটি অভিনব বাজারের কাহিনী

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

মহানগরী কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মানুষের শ্রম বেচাকেনার একটি বাজার আছে। অবিশ্বাস্য মনে হইলেও ইহা সত্য। যে কেহ যে কোনদিন গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রমের সওদা লইয়া প্রতিদিন সকালে কয়েকশত মানুষ এখানে জড়ো হইয়া থাকেন। ক্রেতারা আসেন; বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতই এখানেও যোগান ও চাহিদা অনুসারে দরদস্তুর ও ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স এর বাড়ীটির ঠিক বিপরীত দিকে যে এক ফালি উন্মুক্ত জমি আছে সেইটি এই বাজারের নির্দ্দিষ্ট স্থান।

কোন অতীতে কীভাবে এখানটি বাজার হিসাবে গড়িয়া উঠে আর তাহা জানার উপায় নাই।

সাধারণতঃ গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিকরাই এই বাজারে শ্রম বেচিতে আসেন। ... অন্য লোক এবং মাটি কাটা হইতে শুরু করিয়া সর্ব্বপ্রকারের কায়িক শ্রমের জন্য ... লোক সবই এখানে পাওয়া যায়।

কোরিয়ায় বৃটিশ সামরিক বাহিনী

লণ্ডন, ১৯শে অক্টোবর—বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল আজ কমন্স সভায় বলেন, কোরিয়াতে বৃটিশ কমনওয়েলথের যে সব সামরিক বাহিনী আছে, কমাইয়া দিবার যে পরিকল্পনা তাহা ১৯৫৫ সালে প্রথম ... সমাপ্ত হওয়া উচিত।

ভারত-সোবিয়েৎ শিল্প সম্পর্ক স্থাপন বানচাল করার চক্রান্ত

শ্রীদেশমুখের মুখে সন্দেহজনক কথাবার্তা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ২০শে অক্টোবর—সোবিয়েৎ ইউনিয়ন অর্থ, যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সাহায্য দিয়া ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করার পরে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মহলে বিষম চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে এবং এই সব মহল হইতে সোবিয়েৎ প্রস্তাবকে বানচাল করার জন্য নানাভাবে চেষ্টাও চলিতেছে। লণ্ডনে ভারতের অর্থমন্ত্রী স্যার চিন্তামন দেশমুখের কার্য্যকলাপ ও উক্তি হইতে মনে হইতেছে যে, তিনিও সোবিয়েৎ প্রস্তাব বানচাল করার জন্য কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মহলের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন।

'হিন্দু' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা ডাঃ সেনভাস্করের প্রেরিত সংবাদ হইতে জানা যায়, গত ১৬ই তারিখ স্যার দেশমুখ লণ্ডনে ভারতীয় সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, সোবিয়েৎ প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে সোবিয়েৎ সাহায্যে ভারতে আর একটি ইস্পাত কারখানা খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা ভাল ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে স্যার দেশমুখ বলেন, ভারতের বর্ত্তমান ইস্পাত কারখানাগুলি তাহাদের উৎপাদন কিছু পরিমাণ বাড়াইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাছাড়া, ক্রুপ কোম্পানীর সাহায্যে একটি কারখানা খোলা হইতেছে। এবং সর্ব্বশেষে ... আর একটি কারখানা খোলার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই অবস্থায় সোবিয়েৎ প্রস্তাব সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে বলিয়া স্যার দেশমুখ বলেন। তিনি আরও জানান যে, তিনি ভারতে ফিরিবার আগে এসম্পর্কে ভারত সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না।

শেষ সংবাদ

লণ্ডন, ২০শে অক্টোবর—ধর্ম্মঘটে অচল বৃটেনের পাঁচটি বন্দরে শীঘ্রই ফৌজ লাগাইবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীসভায় আজ ব্যবস্থাবলী পর্য্যালোচনা করা হয়।

ইতিমধ্যে লণ্ডন এবং লিভারপুল ও বার্কেনহেডের ৪০ হাজার শ্রমিকের সহিত লিভারপুল, হাল, সাদাম্পটন, কার্ডিফ ও ... আরও কয়েক হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন।

বৃটিশ শ্রমমন্ত্রী বলিয়াছেন, ধর্ম্মঘট চলিলে দেশের "আর্থনীতিক জীবন বিপন্ন।" —রয়টার

ওয়াশিংটন, ২০শে অক্টোবর—এখানে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী তাঁহার আমেরিকা সফর অসমাপ্ত রাখিয়াই অবিলম্বে করাচি যাত্রা করিতেছেন।

লাওস সরকারের পদত্যাগ

প্যারিস, ১৯শে অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী সুভানা ফুমার পরিচালিত লাওস সরকার আজ যুবরাজ উয়াভাংএর নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়াছেন। —রয়টার

বিষক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধ অচৈতন্য

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

শ্রী নেহরুর চীন ভ্রমণ সম্পর্কে 'প্রাভ্দা'র ঘোষণা

লণ্ডন, ২০শে অক্টোবর—সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' আজ ঘোষণা করিয়াছেন, শ্রীনেহরুর চীন গমনের ঘটনাটি এশিয়ায় ও সারা দুনিয়ায় শান্তি সুসংহত করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শ্রীনেহরু-যে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেকটি দেশ অন্যান্য দেশের উপর নিজের নীতি বা আদর্শগত মতামত চাপাইবার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিলে শান্তি সুনিশ্চিত হইতে পারে", তাহার উল্লেখ করিয়া প্রাভদা বলিয়াছেন, মার্কিন সরকার জাতিতে-জাতিতে বন্ধুত্বের বিরোধী; এশিয়াকে বিভিন্ন যুদ্ধজোটে বিভক্ত ...

পশ্চিমী চতুঃশক্তি বৈঠক

প্যারিস, ২০শে অক্টোবর—...

ভারত-চীন বাণিজ্য প্রসারের বিশাল ক্ষেত্র বর্ত্তমান

বৃটিশ অপপ্রচার স্তব্ধ করিয়া চীনী বানিজ্যিক প্রতিনিধিদলের ঘোষণা

(নিজস্ব সংবাদদাতা, তার)

নয়াদিল্লী, ১৯শে অক্টোবর—চীনা বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদলের নেতা আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বর্ত্তমান বাণিজ্য চুক্তি হইতে এবং সদ্য স্বাক্ষরিত দুইটি কন্ট্রাক্ট হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ... সম্প্রসারিত হইতে পারে।

লণ্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকা সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, যেহেতু ভারত ও চীন অর্থনীতি একই ধরনের, অর্থাৎ প্রধানত কৃষিমূলক, সেই কারণে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারে না।

(৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দেখুন)

চীনের সহিত বাণিজ্যে সুফল

ভারতীয় রেশম ব্যবসায়ীর অভিমত

বোম্বাই, ২০শে অক্টোবর—চীন ...

১৯৩৮ সালের ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন

১লা অক্টোবর হইতে পশ্চিমবঙ্গে কার্য্যকরী

শহরের আবহাওয়া

র‍্যাশনালাইজেশনের জন্য সরকারী কর্পোরেশন

নয়াদিল্লী, ১৯শে অক্টোবর—কানপুর ইত্যাদি টেক্সটাইল কর্পোরেশনকে ...

লণ্ডন ধর্ম্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

বে-আইনী চেষ্টা

মিলজিনপ্রীমারের শ্রমিকদের ইজ্জতের জন্য সংগ্রাম

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

ভারত-চীন রেডিও-ফটো প্রেরণ ব্যবস্থা

বোম্বাই, ২০শে অক্টোবর—...

বোম্বাইয়ের আট সহস্র রেশম শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

বোম্বাই, ২০শে অক্টোবর—...

এবারের রবিবারের পাতায় থাকবে :

"ব্যক্তি ও জাতির সমান অধিকারের নীতি আজ কর্দমে পদদলিত।……বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় নিক্ষিপ্ত। কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি আপনারা যদি জনসাধারণের অধিকাংশকে আপনাদের পাশে সমবেত করিতে চান, তবে এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া আপনাদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিবার আর কেহ নাই।"

—জে. ষ্টালিন

স্বাধীনতা

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা কার্তিক

নিরস্ত্রীকরণের পথে মার্কিন বাধা

নয় বৎসর পূর্বে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার মার্কিন আক্রমণে যে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার জের সেইখানেই শেষ হয় নাই। যে পারমাণবিক মৃত্যুবীজ তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহার ফসল আজও ফলিতেছে। হিরোশিমার মার্কিন ধ্বংসভূমি হইতে যাহারা পঁচিশ মাইল দূরে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্য হইতে এক নারী তেজস্ক্রিয়তার রোগে মারা গিয়াছেন তিন দিন পূর্বে। মার্কিন পারমাণবিক মৃত্যু তাঁহার দেহে সংক্রামিত হইয়াছিল নয় বৎসর পূর্বে!

এমনই সুদূরপ্রসারী এই আণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ সমাধান। তদুপরি সেই অস্ত্র নিষিদ্ধ ও বিলুপ্ত করিবার …

সার্বভৌমত্ব যথেষ্ট পরিমাণে ছাড়িয়া দিতে হয়। এবং উহার সহিত মার্কিন প্রতিনিধির "মৌলিক পার্থক্য" তিনটির বিবরণী দিয়াছেন দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইবার মতো ক্ষেত্রেও তাঁহারা সমস্ত অবস্থাতে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ও বিধিবিধান না মানিয়া মার্কিন-বৃটিশ জোটের দলের হাতেই সমগ্র বিষয়টি তুলিয়া লইতে চাহিতেছেন। এইরূপ ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা জোটের জোরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা ও বন্ধ করিবার হুকুম জারি করিতে পারিবেন, স্বভাবতই সে স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া চলে না।

একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নেই পারমাণবিক শক্তি কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রয়োগ করা হইতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই আণবিক বোমার যুগ পার হইয়া প্রকৃত পারমাণবিক শক্তির যুগ শুরু হইয়াছে। ঠিক সেই সময়েই আণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার জন্য দুনিয়াজোড়া দাবি ও আন্দোলন ব্যাপকতম আকার ধারণ করিয়াছে। জাপানে মার্কিন আণবিক বোমার আক্রমণের সাংঘাতিক ফলাফল আজ নয় বৎসর পরেও ঘটিতেছে দেখিয়া, সেই জাপানেই মার্কিন হাইড্রোজেন বোমার তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার সুদূরপ্রসারী মারাত্মক ফলাফলের নমুনা দেখিয়া দুনিয়াজোড়া সেই জনমত প্রবলতর হইয়া উঠিবে। নূতন সোভিয়েত পরিকল্পনার অকাট্য যৌক্তিকতা সেই জনমতকে শক্তি যোগাইতেছে, সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইতেছে। দুনিয়ার সমস্ত শান্তিকামী মানুষের সহিত আমাদের দেশবাসীও লক্ষ্য রাখিবেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি এ বিষয়ে কি মনোভাব অবলম্বন করেন। মার্কিন-বৃটিশ আণবিক যুদ্ধবাদীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধকল্পে বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রতিনিধি সুস্পষ্ট ঘোষণা করুন—ইহাই …

আলোচনা

…

ধুবড়ী তেলকল শ্রমিকদের জয়

ধুবড়ী, ১৬ই অক্টোবর— … শ্রমিকদের জয় হইয়াছে।

কিছুদিন আগে ইউনিয়ন গঠিত হইবার পর মালিক কয়েকজন শ্রমিককে চার্জশিট দেয় এবং ইউনিয়নের সহ-সম্পাদককে ছাঁটাই করে। ইহার প্রতিবাদে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি লেবার ইনস্পেক্টরের মধ্যস্থতায় একটি মীমাংসা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর ইউনিয়নের স্বীকৃতি, ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ, ক্যাজুয়াল বন্ধ থাকার সময়ের অর্ধ বেতন প্রভৃতি শ্রমিকদের ১৪ দফা দাবি মালিক স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শ্রী … এবং শ্রী … আলোচনা পরিচালনা করেন। —সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গে পরিসীমন কমিশন

নয়াদিল্লী, ১৮ই অক্টোবর— পরিসীমন কমিশন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার লোক সভা ও বিধান সভার নির্বাচন ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব ও সে বিষয়ে আপত্তি বিবেচনা করিতে আগামী ২৯শে অক্টোবর দার্জিলিং-এ প্রকাশ্য বৈঠকে মিলিত হইবেন। তাঁহারা ১লা ও ২রা নভেম্বর এবং আবশ্যকবোধে আরও ২১ দিন কলিকাতার বিধান সভা ভবনে মিলিত হইবেন। …

…

সুরাটের মৎস্যজীবীদের সিদ্ধান্ত

সুরাট, ১৮ই অক্টোবর— …

তাঁহারা ইহাদের বাধা দিবেন এবং গ্রেপ্তার করিবেন।

তাঁহারা সমবেত মৎস্যজীবীদের এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহাদের যদি পর্তুগীজ এলাকা ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে সুরাটের মৎস্যজীবীরা তাঁহাদের আশ্রয় দিবেন। —পি, টি

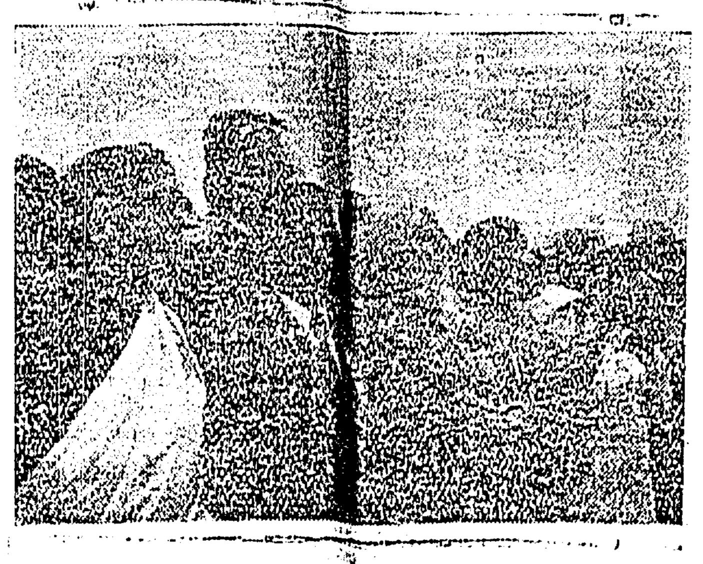

১লা অক্টোবর চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে পিকিং-এ তিয়েন-আনমেন'এ ভারতীয় প্রতিনিধিদল।

মহাচীনের রাজধানী পিকিং-এর রূপান্তর

বহু শতাব্দী থেকেই পিকিং চীনদেশের রাজধানী। কিন্তু অধুনা একে নতুন চীনের যোগ্য রাজধানী করবার কাজে চার পরিকল্পনা সমূহ উদ্যোগ, সৌন্দর্য ও শৌর্য বৃদ্ধি করেছে চলেছে।

নতুন পিকিং-এর সীমানা আজ এই সুপ্রাচীন মহানগরীর পুরানো প্রাচীর পেরিয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়েছে। শুধু গত বছরই এর উন্নয়ন কাজে এক কোটি সত্তর লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেকালে পিকিং-এর সীমানা ছিল প্রাচীর …

আগামী দিনে পিকিং-বাসীদের বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে এই অঞ্চল। তাই এখানে তৈরী হচ্ছে বহু স্যানিটোরিয়াম, হাসপাতাল ও বিশ্রামাগার। রাজকীয় গ্রীষ্ম প্রাসাদের কিয়দংশ ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

সংস্কৃতি কেন্দ্র

উত্তর-পশ্চিম শহরতলীতে তৈরি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার এক বড় কেন্দ্র। এখানে রয়েছে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী ও রাজনৈতিক শিক্ষা সদন এবং পাঁচটি গবেষণাগার। এর অনেকগুলি হয় তৈরি হয়ে গেছে, নয় তো শীঘ্র তৈরি হবে। …

শিল্পাঞ্চল

…

পুরানো শহর

পুরোনো শহরের উত্তর ও দক্ষিণে শ্রমিকদের বসতি। এ-অঞ্চলটি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজান হচ্ছে। সিনেমা, থিয়েটার, দোকান-পাট সব কিছুই তৈরী হচ্ছে। নতুন বাড়ি উঠেছে অনেক। পচা ডোবা-নালাগুলি পরিষ্কার করে নতুন করে তৈরী হয়েছে সুইমিং পুল। কোণে কোণে হয়েছে বাগান। পুরোনো এঁদো গলি মিলিয়ে দিয়ে হয়েছে প্রশস্ত পথ। রাস্তার পাশ সাজান হয়েছে গাছের সারি দিয়ে। জীবনযাত্রা ক্রমেই হয়ে উঠছে আরামপ্রদ।

এই নগর পরিকল্পনার প্রধান এবং প্রধান ভিত্তি হচ্ছে বাসিন্দাদের … ও জীবনযাত্রার সর্বপ্রকার সুখ …

প্রেস কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবি

মহীশূর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেস-সম্রাটদের বাধাদান নীতির সমালোচনা

বাঙ্গালোর ১৯শে অক্টোবর—প্রেস কমিশনের সদস্য ডাঃ সি, পি রামস্বামী আয়ার আজ মহীশূর সাংবাদিক সমিতির সম্মেলনে বলেন যে, সাংবাদিকদের উচিত অবিলম্বে প্রেস কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী …

… —পি, টি, আই

উত্তর আমেরিকার ঝড়ে ১৮০ জনের মৃত্যু

নিউইয়র্ক, ১৯শে অক্টোবর— উত্তর আমেরিকার প্রবল ঝড়ে …

—ইউ, পি, আই-এ, এফ, পি

এরোপ্লেনের জন্য ভারতের পেট্রল

পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়া প্রেরণের সুবিধা দান

…

—পি, টি

বীমা কর্মচারীদের মিছিল

…

সোভিয়েৎ দেশে জাতিভেদ আছে কি?

(আমাদের কতিপয় পাঠক প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্ব আছে কিনা। নিচের এই লেখাটি ঐ প্রশ্নেরই উত্তর।)

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কোনরূপ জাতিভেদ প্রথা নাই, অর্থাৎ এমন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী নাই যাহারা অপরের তুলনায় অধিক সুযোগসুবিধা ভোগ করে কিংবা কোনোও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। সোভিয়েৎ দেশে কোনো অস্পৃশ্য শ্রেণী বা পদানত শ্রেণী নাই, না আছে কোনো শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জাতি। সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত নাগরিক জাতি, সামাজিক উৎপত্তি, অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ নির্বিশেষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে। তাহাদের সকলেই রাষ্ট্রের যে কোনও প্রশাসনিক সংস্থা নির্বাচিত হইবার বা কাহাকেও নির্বাচিত করিবার অধিকারী এবং কাজ, বিশ্রাম, অবসর বিনোদন, শিক্ষা, বার্ধক্যে ভরণপোষণ ও কর্মক্ষমতা-লোপজনিত ভরণপোষণের ব্যাপারে সকলেই সমান অধিকারী।

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েরা পুরুষদের সহিত সমান অধিকার ভোগ করে, তাহাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে পুরুষদের সহিত তাহারা সমান হারে বেতন পায়। সোভিয়েৎ দেশে মেয়েরা জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাইবার সমান সুযোগসুবিধার অধিকারী।

সোভিয়েৎ আইনের চক্ষে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক সমান। …

—তাস

দুই মার্কিন তাঁবেদারের যুক্ত বিবৃতি

যুদ্ধজোট সম্পর্কে ইরাক ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়

…

—ইউ-পি-আই, এ-এফ-পি

সদলবলে ডালেসের ইওরোপ যাত্রা

ওয়াশিংটন, ১৯শে অক্টোবর— মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস আজ বিকালে প্যারিস যাত্রা করিয়াছেন। … —রয়টার

চীনের জাতীয় দেশরক্ষা কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন

প্যারিস, ১৯শে অক্টোবর— …

—ইউ, পি, আই ও এ, এফ, পি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চিঠিপত্র

নৈহাটী রেল কলোনীর অস্বাস্থ্যকর জীবন

মহাশয়,

আপনার কাগজ মারফত আমি নৈহাটী রেল কলোনীর অব্যবস্থা সম্পর্কে রেলকর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

নৈহাটী রেলকলোনী ইষ্টার্ণ রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের মধ্যে একটি বড় কলোনী। এই কলোনীতে প্রায় ১০ হাজারের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যা। কলোনীর চারিধারে কয়েকটি ডোবা কচুরি পানায় ভর্তি হয়ে আছে আজ কয়েক বৎসর ধরে। কাচা ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে মশা, মাছির জ্বালায় বাস করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সর্বদা দুর্গন্ধ ছড়াইয়া এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সমস্ত কলোনীতে রোগ বিস্তার করিতেছে।

নিম্নশ্রেণীর শ্রমিকদের কোয়ার্টারে পায়খানা না থাকার দরুন কয়েকটি সাধারণ পায়খানায় শ্রমিকদের স্ত্রী, পুত্রদের পায়খানা করিতে হয়। ইঞ্জিনের প্রথম ছাড়িয়া দিলেও এই পায়খানাগুলি এক একটি রোগ বিস্তার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এতো গেল কলোনীর অস্বাস্থ্যকর দিক। তারপর পানীয় জলের কথা ধরা যাক। তাও আরও মর্মান্তিক। অথচ এ ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ খুবই সহজেই সমাধান করিতে পারেন। শ্রমিকদের কোয়ার্টারে কোন জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা না থাকায় ফলে সাধারণ কল থেকে জল আনতে হয়। এই জল আনতে হলে কমপক্ষে বালতী হাতে করে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই জলকষ্ট গ্রীষ্মকালে আরও ভীষণ আকার ধারণ করে। অথচ কর্তৃপক্ষ অনায়াসে টাঙ্ক থেকে কয়েকটি টিউব বসাইলেই সমাধান করিতে পারেন।

গৃহ সমস্যা সমাধানের নামে যে কিছু 'এ্যাসবেষ্টসের' ঘর তৈরী হয়েছে সেগুলি বাসের অযোগ্য এবং অস্বাস্থ্যকর।

কলোনীর পাশে একটা ছোট পার্ক আছে। সে পার্কও এত অপরিষ্কার যে তাহা বেড়ান বা খেলাধুলার জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ইনষ্টিটিউটে প্রয়োজনীয় পত্রিকা, পুস্তকাদি, খেলাধুলার সাজ সরঞ্জাম না থাকার ফলে শ্রমিক কর্মচারী সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। ইতি —জনৈক রেল কর্মচারী

জাতির সেবায় রেল দপ্তর

মহাশয়,

উত্তর বাংলার এই অখ্যাত ও অজ্ঞাত স্থান শিলিগুড়ি আজ সর্বভারতীয় মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ এখানে বাইরে থেকে মাল আনানোর যে সুবন্দোবস্ত (!) করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশে মেলা ভার। বর্তমান বছরের কথা বলা হচ্ছে না, প্রাক-বন্যা কালেও এখান থেকে বানারহাট দুয়ার্স যেখানে যেতে রেলে দু-ঘণ্টা লাগে, সেখানে পার্শেল ট্রেনে দুসপ্তাহেও মাল পৌঁছোবে এমন নজিরের অভাব নেই। …

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

হায়দরাবাদ সরকারের রক্তচক্ষু

…

তেলের অপচয়

…

রবীন্দ্রনাথ ধাম সাময়িক ভাবে বন্ধ

…

Just Arrived From

U. S. S. R.

F. ENGELS.

The Housing Question — — 0-4-0

V. LENIN.

Imperialism, and the Split in Socialism — 0-1-0

Socialism: Petty Bourgeois and Proletarian — 0-1-6

Differences in the Working Class Movement of Europe. — 0-1-6

The Agrarian Question and the "Critics of Marx" — 0-6-0

J. STALIN.

On the Draft Constitution of the USSR. — 0-1-0

On the Great Patriotic War of the Soviet Union 0-6-0

The Party's Three Fundamental Slogans on the Peasant Question — 0-1-6

N. DUBOV.

Lights on the River (A Story) — 0-13-0

KOZHEVNIKOV.

Living Water — — — 2-10-0

Z. SMIRNOVA.

The Socio-Political and Philosophical Views of V. G. Belinsky — 0-2-0

CHERNYSHEVSKY.

Selected Philosophical Essays — — 3-0-0

A. SOBOLEV.

People's Democracy, a New Form of Political Organization of Society — 0-3-0

I. VIGDOROVA.

Diary of a School Teacher — — 1-4-0

National Book Agency Ltd.

12, Bankim Chatterjee Street. Calcutta-12

Branch: 26, Alimuddin St. Calcutta-16

সভা ও সমাবেশ

এ-আই-টি-ইউ-সি'র বিজ্ঞপ্তি

৩১শে অক্টোবর এ-আই-টি-ইউ-সি প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য ইস্তাহার ও পিন ব্যাজ ছাপা হইয়াছে, টি-ইউ-সির সহিত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমূহকে অবিলম্বে আমাদের দপ্তর হইতে লইয়া উহা বাহির করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। চার টাকা হাজার হিসাবে পিন ব্যাজ পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে যে প্রস্তুতি চলিতেছে আমাদের নিকট তাহার রিপোর্ট প্রেরণ করুন।

মহম্মদ ইলিয়াস, সাধারণ সম্পাদক, বি-পি-টি-ইউ-সি।

পঃ বঃ শান্তি সংসদের বর্দ্ধিত সভা

আজ সন্ধ্যা ৬॥০ টায় ৭, কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে উক্ত সভা হইবে। প্রত্যেক শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

হাওড়া জেলা কমিটির বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৪শে অক্টোবর বিকাল ৩টায় গোপাল বান্ধব মন্দিরে (নবকুমার কর লেন, সালকিয়া বটাধারী পার্কের নিকট) হাওড়া জেলার পার্টি সভা ও অগ্রণীদের বি-বি সভা হইবে। সমস্ত লোক্যাল কমিটি গুলিকে শনিবারের মধ্যে জেলা অফিস হইতে প্রবেশ পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।—সমর মুখার্জি, হাওড়া জেলা কমিটি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

অন্যান্য সভা

ব্যারাকপুর মহকুমা শান্তি সংসদের বর্দ্ধিত সভা: আজ সন্ধ্যা ৬টায় সোদপুর ষ্টেশন রোডে মুরারকা পেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফিসে হইবে।

বিজয়া সম্মিলনী: আজ সন্ধ্যা ৬টায় গিরিশ বসু রোডস্থ ইটালী একাডেমী প্রাঙ্গণে ইটালী লেখক ও শিল্পীসংঘ এবং রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগারের যুক্ত উদ্যোগে উক্ত সম্মিলনী হইবে।

আজাদহিন্দ সরকার দিবস উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা: আজ বিকাল পাঁচটায় হইবে। সভাপতি: ডাঃ কে, কে, ব্যানার্জী। সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইবে। বক্তা: শ্রীহেমন্তকুমার বসু, ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি, শ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতি। আজ ৭॥০ টায় ৬৬, কেশব সেন ষ্ট্রীটেও আজাদহিন্দ সরকার দিবস উপলক্ষে একটি সভা হইবে।

জয়নগরে জনসভা

আগামী ২৪শে অক্টোবর রবিবার বেলা ৩টায় জয়নগর স্কুলের মাঠে জনসভা হইবে। দমননীতি, খাদ্য, কাজ ও জরীপ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

বক্তা: জ্যোতি বসু, সাদ ঈমানী বেগ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ

হিন্দী 'স্বাধীনতা'

আজ সন্ধ্যা বেলা প্রকাশিত হইবে। আগামীকাল সকাল হইতে হিন্দী অফিসে ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ-এ পাওয়া যাইবে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—কাঁচাপাট: ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতা এবং মিল এলাকায় ৩,৬৪,১৪৩ গাট পাট আমদানী হয় (প্রতিটি বেল ৪০০ পাউণ্ড) তাহার মধ্যে ৩,০৩,৮৬০ গাট ভারতীয় এবং ৬১,০০৩ গাট পাকিস্থানী। জুলাই-সেপ্টেম্বরে মোট আমদানী হয় ৯,১৪,৪০০ গাট তাহার মধ্যে ৭,১৭,৩২৬ গাট ভারতীয় এবং ১,৯৭,০৭৪ গাট পাকিস্থানী।

বাজারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। অক্টোবর ও নভেম্বর চালানের শর্তে করদেশগঞ্জ দেশী বটম ২৬ টাকা মণ, আসাম বটম ২৪৪ টাকা, জঙ্গলী বটম ২৩৪০, জঙ্গলী মেস্তা বটম ২১০ হইতে ২২৫০ আনা, উত্তর ভারতীয় বটম ২৭টাকা, আসামে টোসা২৭॥০ টাকা মণ দরে এবং পাকিস্থানী জাট কাটিংস ৭০ টাকা গাট (৪০০ পাঃ) দরে মিলগুলি বেশী পরিমাণে কিনিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পাটজাত দ্রব্য:—আজ আমেরিকা হেসিয়ান কিনিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গতকাল বাজার বন্ধের সময় যে দর ছিল স্যাকিং সেই দরেই বেচাকেনা হয় এবং হেসিয়ানের বাজার একপ্রকারই ছিল। ফটকার বিক্রী বেশী হওয়ায় বি-টুইলস এর দর নামিয়া যায়। আগামী চালানের নির্দ্দেশ কম থাকায় স্যাকিং-এর দর খুব নামিয়া যায় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদিকে চালানের নির্দ্দেশ বেশী থাকায় হেসিয়ানের বাজার তেজী ছিল। বাজার বন্ধের সময় হেসিয়ানের দর তেজী ছিল আর স্যাকিং এর বাজার মন্দা ছিল।

পাকা ডেলিভারী অর্ডার: ৪০"×১০ আঃ ৪৩।৶০ এবং বিটুইলস ১১৫।৵০। 'আগুয়ারী'—নঃ ৪০"×১০ আঃ ৪৩ এবং বিটুইলস ১০৭।০। অক্টোবর ও নভেম্বরের দর নীচে দেওয়া হইল:

	অক্টোবর—নভেম্বর	
হেসিয়ান ৪০"×১০ আঃ	৪৩৸৶০,	৪৪।০
" ৪০"×৮ আঃ	৩৯৲	৩৭৸০
" ৪০"×৭॥ আঃ	৩৬৲	৩৬৸৶০
বি, টুইলস	১১৪৲	১১২৸০
হে, সীড ব্যাগ	১১৭।০	১১২৸০
কর্ণ স্যাকস	১১৫৸০	১১৪।০
কিউ ব্যাগস	১৪০৸০	১৪১।০
এ, টুইলস	১৪১।০	১৪০৲
লিস্তারপুল টুইলস	১৩৩৲	১৩২৲
ডি, ডব্লু, ফ্লাওয়ার	১৩৭।০	১৩৩৲
চিনির ব্যাগ	১২৮।০	
সুতলী	৩৮০	

সোনা রূপার দর

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—

সোনা:	খোলার দর	বন্ধের দর
মহীশূর	৮৮।০	৮৮।০
মিন্ট	৮৮।০	৮৮৲
এ্যাসিড	৮৭৷৶০	৮৬৸৶০
ফরওয়ার্ড	৮৮৶০	৮৭৸৶০
গিনি	৫৮।০	৫৮।০
রূপা:		
রেডি (বার)	১৬১৲	১৬১৲
" (চূড়া)	১৬১৶০	১৬১৶০
ফরওয়ার্ড	১৬১৲	১৬১।০

—সোনাপটি বুলিয়ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন।

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৮৮৶০
বড়াল বার	" "	৮৮।০
গিনি	প্রতিখানা	৫৮৸০
রূপা	শত ভরি	১৬০৸৶০
রূপা (চূড়া)	" "	১৬১।৶০

—প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড সন্স

সুয়েজে বৃটিশ ফৌজ ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা

স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশর চুক্তির ধারা

কায়রো, ১৯শে অক্টোবর—সুয়েজ সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে যে ইঙ্গ-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে ব্যবস্থা আছে "বাহিরের কোন শক্তি" তুরস্ক কিংবা অন্য কোন আরব দেশের উপর "সশস্ত্র আক্রমণ চালাইলে" বৃটিশ ফৌজ আবার এই ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিবে; তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বন্দরের সুযোগসুবিধা দিবে মিশর সরকার।

চুক্তিতে আরও ব্যবস্থা আছে যে, তুরস্ক কিংবা অন্য কোন আরব দেশের "বিপদ দেখা দিলে" বৃটেন ও মিশর সরকারের মধ্যে "সলাপরামর্শ" চলিবে।

যে-নূতন ইঙ্গ-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে ব্যবস্থা আছে যে, ১৯৫৬ সালের ২০শে জুনের মধ্যে সুয়েজ হইতে পাঁচ কিস্তিতে বৃটেনের আশি হাজার সৈন্য অপসারিত হইবে। কিন্তু, এই অপসারণের পর সামরিক ঘাঁটিটি মিশর সরকার ও "বে-সামরিক" বৃটিশ কন্ট্রাক্টরদের যুক্ত পরিচালনায় যথাযথভাবে বজায় রাখা হইবে। এবং উপরোক্ত রূপ পরিস্থিতিতে বৃটিশ ফৌজ আবার ফিরিয়া আসিবে, এবং যুদ্ধ থামিয়া গেলে "অবিলম্বে" আবার চলিয়া যাইবে। "যেসব বিষয়ে শেষ পর্যন্ত মতবিরোধ ছিল তাহার দুইটি হইল এই "অবিলম্বে" ও "বাহিরের শক্তি"র সংজ্ঞা লইয়া। —রয়টার

আকাশবাণী বেতার হিন্দী ও উর্দ্দু নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল

নয়াদিল্লী, ১৮ই অক্টোবর—আকাশ বাণীর অনুষ্ঠিত বেতার হিন্দী নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী নারায়ণ লাল তাঁহার স্বরলাগত নাটকের জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০০টাকা, শ্রীবিনোদ রাস্তোগী আঁধেরা কিসলান আওর গাঁও নাটকের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার৩০০টাকা এবং শ্রীরামকৃষ্ণন পাণ্ডিত "তোগোঁ পির ছাঁও মেঁ" নাটকের জন্য তৃতীয় পুরস্কার ১০০টাকা পাইবেন।

প্রতিযোগিতার জন্য ২২১ খানি হিন্দী নাটক পাওয়া গিয়াছিল। বেশী সংখ্যক নাটক আসিয়াছিল দিল্লী হইতে। ডাঃ নগেন্দ্র ও শ্রীভগবতী চরণ বর্মা হিন্দী নাটকগুলি বিচার করিয়াছিলেন।

উর্দ্দু নাটক প্রতিযোগিতা

আকাশ বাণীর উর্দ্দু নাটক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হইয়াছে।

ডাঃ মোহম্মদ হাসানের "দৈয়া উঁহু পরচাহেন", শ্রীকে, বি, বেদের "দুষার" ও শ্রীরেবতী শরন শর্মার "চিরাগ কী লয়" যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করায় ৫০০, ৩০০ ও ১০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।

উর্দ্দু ভাষায় মোট ৭৬টি নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। দিল্লী হইতেই সর্বাধিক অর্থাৎ ৪৭টি নাটক প্রেরিত হয়। অন্যান্য উর্দ্দু নাটকগুলি বোম্বাই, মাদ্রাজ লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পুনা, হায়দরাবাদ ও জলন্ধর হইতে পাওয়া যায়।

শ্রী এম, এস, বেগ ও শ্রীকুল ভূষণ উর্দ্দু নাটকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। —প্রেস নোট

বর্দ্ধমানে জরীপ সম্পর্কে অভিযোগ

বর্দ্ধমান, ১৮ই অক্টোবর—শ্রীখণ্ড গ্রামে জরীপের কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু নানা অবিচারের অভিযোগ আসিতেছে। কৃষকদের জমি-জমা রেকর্ড করাইবার পথে নানা অসুবিধা দেখা দিতেছে। শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীযোগজীবন ঘটক জানাইয়াছেন, যেখানে তাঁহার বসত-বাটি সেখানে তিনি তের বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতেছেন অথচ তাঁহার নাম রেকর্ড না করিয়া অন্যের নাম রেকর্ড করানো হইয়াছে। —নিজস্ব

টাকিতে রিক্সা শ্রমিকদের মিছিল

গুণ্ডামি ও পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ

টাকি (২৪ পরগনা), ১৮ই অক্টোবর—গত ১৬ই অক্টোবর টাকির সমস্ত রিক্সা শ্রমিক মিছিল করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এডমিনিষ্ট্রেটর ও থানা অফিসারের নিকট যান। তাঁহারা অবিলম্বে গুণ্ডামি ও পুলিস জুলুমের প্রতিকারের দাবী করেন।

প্রকাশ, গত ১৪ই অক্টোবর বারাসত ও হইতে রাত্রিতে কয়েকজন শ্রমিক মিছিল [illegible] কাজ করিয়া ফিরিবার পথে [illegible] হুট নামক স্থানে কতিপয় গুণ্ডা তাঁহাদের অর্থ বস্ত্রাদি ছিনাইয়া লয়। ইহার পর তাহাদের পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়া অভিযোগ [illegible] উল্লিখিত শ্রমিকেরা নাকি পাসপোর্ট পাকিস্থানে যাইতেছিল তখন পুলিসদল তাহাদিগকে [illegible] করে। ঐ সময় জনৈক [illegible] রিক্সা করিয়া জাড়ির [illegible] যাইতেছিলেন। তিনি ও [illegible] কয়েকজন পুলিশ জুলুমে [illegible] করিলে পুলিস ও জনতার [illegible] উত্তেজিত হয়। রিক্সা শ্রমিকেরা নাকি ফিরিবার সময় পুলিস ও গুণ্ডারা তাহাদেরও প্রহার [illegible]। ইহাতে শহরে রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

এদিকে কাঁথিতে গোবিন্দ শ্রমিককে ধরিয়া আনা হইয়াছে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। —সংবাদদাতা

উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যাবৃদ্ধি

আর্থিক সংকটই কারণ

করিমগঞ্জ, ১৮ই অক্টোবর—পূজার পর পূর্ববাংলা হইতে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা বাড়িতেছে। অগ্রগত দিয়া এসময়ে প্রায় ২ শত পরিবার আসাম প্রবেশ করিয়াছে। অপর সংবাদে জানা যায়, গোহাটিতেও বহু পরিবার ত্রিপুরায় পৌঁছিয়াছে। কয়েকটি মুসলমান পরিবারও ভারতের প্রয়োজনীয় অনুমতি লইয়া আসিয়াছে। আর্থিক কারণেই এই আগমনের কারণ বলিয়া বলা হইতেছে। —পি-টি-আই

পাত্রসায়রে উদ্বাস্তুদের আংশিক দাবি আদায়

কাজ অথবা রিলিফের দাবিতে সার্কেল অফিসারের গৃহের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন

কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর—ইউ-সি-আর-সি অফিস হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই অক্টোবর বাঁকুড়া জেলায় পাত্রসায়ার থানার উদ্বাস্তুরা সার্কেল অফিসারের গৃহের সম্মুখে কাজ অথবা রিলিফের দাবিতে সারা রাত্রি অবস্থান করেন। পরদিন বেলা ১২টায় সার্কেল অফিসার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া উদ্বাস্তুদের আংশিক দাবি মানিয়া লন এবং রিলিফ বাবদ সাহায্য দেন।

ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালিত অনুযায়ী ১২০টি উদ্বাস্তু পরিবার গত ১৯৫০ সালে পাত্রসায়রে পুনর্বাসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কাহারও পুনর্বাসনের সম্ভব হয় নাই। [illegible] কমিটির সুপারিশে বার্থ পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে নূতন ব্যবস্থা [illegible] কথা বলা সত্ত্বেও এযাবৎ ঐ অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে না।

তাঁহারা এবিষয়ে বারবার স্মারকলিপি পেশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা দাবি করিয়াছেন যে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কাজ বা রিলিফ দিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য কয়েকদিন উদ্বাস্তুকে মাত্র ১৫ দিনের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মাথাপিছু ২৲ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ১৲ হিসাবে রিলিফ দিতে রাজী হইয়াছিলেন।

গত ১৫ই অক্টোবর সার্কেল অফিসারের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে উদ্বাস্তুরা ৫৮০ জনের মধ্যে [illegible] জনের জন্য রিলিফ আদায় করিয়াছেন।

উদ্বাস্তুরা নিজেদের পরিবারের পুনর্বাসন দপ্তরে পেশ করিয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। —সংবাদদাতা

উদ্বাস্তুদের জমির দাবি স্বীকৃত

ইউ-সি-আর-সি'র নিকট সরকারের পত্র

কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইউ-সি-আর-সি'র নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, মেদিনীপুর জেলায় রঘুনাথ চক পুনর্বাসন কেন্দ্রে আগত ৩০টি উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারকে পরিবার পিছু ৯ বিঘা জমি দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রঘুনাথ চক পুনর্বাসন কেন্দ্রে কিছু উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁহাদের জন্য জমির ব্যবস্থা না করায় উক্ত কেন্দ্রটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাঁহাদের মধ্যে ৩০টি পরিবার বনগ্রাম মহকুমার সিন্ধানীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সম্প্রতি ইউ-সি-আর-সির নেতৃত্বে তাঁহারা মন্ত্রী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পরিবার পিছু ৯ বিঘা জমি ও কৃষিঋণের দাবি করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লিখিতভাবে প্রথম দাবিটি স্বীকার করিয়াছেন। —সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

বহরমপুর, ১৯শে অক্টোবর—মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৭ম বার্ষিক সম্মেলন এখানে গত ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবর ডাঃ নগেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী এম, এল, সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ শত ডেলিগেট এই সম্মেলনে যোগ দেন। শিক্ষামূলক সোভিয়েট চিত্র প্রদর্শন করা হয়। —পি

কোন্নগরে ১৩ শত শান্তি স্বাক্ষর সংগ্রহ

কোন্নগর (হুগলী), ২০শে অক্টোবর—গত দুর্গাপূজার সময় কোন্নগরে ১৩ শত শান্তি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে শ্রমিক এলাকা হইতে তিন শত স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর শ্রীনিখিল রায় চৌধুরী ৩০৩টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ইছাপাড়া স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা আরও পাঁচ শত সহি সংগ্রহ করেন। —নিজস্ব

গুপ্ত ঘাতকের ছুরিতে বার্ণপুরে ইউনিয়ন নেতা নিহত

বার্ণপুর, ২০শে অক্টোবর—বার্ণপুরের একজন শ্রমিককে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্বে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেল যে গত ১৬ই অক্টোবর মিঃ জনের ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য জনাব সফুর খাঁ কাজে যোগ দেওয়ার পথে গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। বুকের পাঁজর ভেদ করিয়া ১০" পরিমাণ গভীর ক্ষত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। বার্ণপুর হাসপাতালে পৌঁছাবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে জনাব সফুর চার জনের নাম করিয়াছে বলিয়া শোনা গেল, ইহাদের মধ্যে একজনের পিতাকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে কে বা কাহারা এইভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয় নেতা এক্‌শন কমিটির সভ্য শ্রীপ্রভুদপ্রসাদ মিশ্রকে হত্যা করিয়াছিল। গুপ্ত ঘাতকের হাতে এইভাবে পর পর শ্রমিক হত্যার এবং পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। —সংবাদদাতা

সরকার সমস্যার গুরুত্ব বোঝেন নাই

বিহারে বন্যা ও ভাঙন সম্পর্কে কংগ্রেসী এম, পি'র বিবৃতি

পাটনা, ১৯শে অক্টোবর—মুঙ্গের জেলার তেঘরা থানার ৮টি গ্রাম গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংস হইয়াছে। কংগ্রেসী এম-পি মথুরাপ্রসাদ মিশ্র ঐ এলাকা পরিদর্শন করিয়া সরকারী নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন গঙ্গার ভাঙনে নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। মথুরাপুর গ্রামের সর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু অংশ পুরনটোলার এক হাজারটির মধ্যে ৫০০টি পাকাবাড়ী ২০০ বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলে বর্তমান। গত তিনমাসের ভাঙনে ইহা প্রায় বেলুপ্তির পথে। এখন এই এলাকা আর চিনিয়া ওঠা যায় না। শ্রী মিশ্রের মতে মথুরাপুরের ১২০০ পরিবার গৃহহীন ও ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকা।

ইহাদের অবিলম্বে পুনর্বাসন প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া দরিদ্র হরিজন ও ভূমিহীনদের জন্য অবিলম্বে খয়রাতি সাহায্য চাই। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও একই অবস্থা। তিনি অভিযোগ করেন যে, বন্যার চাইতেও ভাঙনের ফলে ক্ষতি শতগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্তৃপক্ষ সমস্যার গুরুত্বই বুঝেন নাই। —পি-টি-আই

মস্কোতে টেলিভিশনের প্রসার

মস্কোর আকাশে প্রতিদিন বহু নূতন নূতন টেলিভিশন এরিয়াল দেখা দিতেছে।

গত ৭ মাসে নূতন ২৫ হাজার টেলিভিশন সেট বসিয়াছে মস্কোর ঘরে ঘরে। মস্কোর প্রদেশে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা ৭০ হাজার হইল।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মঘটের মীমাংসা কর

সহস্রাধিক গ্রামোফোন শ্রমিকের সভায় দাবি

(স্বাধীনতার সংবাদদাতা)

দমদম, ১৯শে অক্টোবর—হিজ মাষ্টার্স ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানির ধর্মঘটের ৬১তম দিবসে সহস্রাধিক শ্রমিকের সভায় গতকাল সিদ্ধান্ত করা হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী যে লিখিত প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহার ভিত্তিতে কোম্পানি ধর্মঘটের মীমাংসা না করা পর্যন্ত পুরাদমে ধর্মঘট চালাইয়া যাওয়া হইবে।

এই সভার দিন সকালে কোম্পানি পুলিসের সাহায্যে কিছু লোককে কারখানায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় প্রায় এক সহস্র শ্রমিক ভোরে কারখানা গেটে সমবেত থাকিয়া কোম্পানির চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেন।

ধর্মঘটের মধ্যে ছাঁটাই করা ৮ জন শ্রমিকের প্রশ্নটি বাদ দিয়া অন্যান্য প্রশ্নে ধর্মঘটের মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনায় যে প্রস্তাব কোম্পানি করিয়াছে সভায় তাহা পেশ করা হইলে শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু ইহাই নয়, ধর্মঘটের পর কাজ শুরু হইলে আরও কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করিতে হইবে বলিয়া কোম্পানি যে হুমকি দিতেছে সভায় তাহার উল্লেখ করা হইলে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে সকল শ্রমিককে কাজে লইয়াই ধর্মঘট মীমাংসার কথা বলা হইয়াছে। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, ২২ জন দারোয়ান এবং ৮ জন কর্মচারীর উপর হইতে ছাঁটাই নোটিস প্রত্যাহার করা না হইলে ধর্মঘট মীমাংসা কোনমতেই সম্ভব নহে।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে কারখানার প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকেরা একের পর এক দৃঢ় মত জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভার শুরুতে প্রবীণ ও বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভার শেষে গণনাট্য সংঘের দমদম শাখা এবং বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সকলকে আনন্দদান করেন।

পারমাণবিক মৃত্যুর মার্কিন বীজ

টোকিও, ১৯শে অক্টোবর—নয় বছর পূর্বে জাপানের হিরোশিমায় মার্কিন আটমবোমার যে আক্রমণ হইয়াছিল তখন পরোক্ষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত এক নারী গতকাল হিরোশিমায় মারা গিয়াছেন।

কাৎসু ইয়ামানে (৬৮) নামে এই নারী গত মার্চ মাস হইতে তেজস্ক্রিয়তায় রোগের আক্রমণে অসুস্থ বোধ করিতে থাকেন। এইরূপ পরোক্ষ তেজস্ক্রিয়তায় এ বছর হিরোশিমায় আরও ৯জন মারা গিয়াছেন।

হিরোশিমায় যখন মার্কিন আটমবোমা পড়ে তখন এই নারী সেখান হইতে পঁচিশ মাইল দূরে ছিলেন। —রয়টার

চীন পরিদর্শনের মধ্য দিয়া চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ়তর হউক

মাহেশে সুতাকল শ্রমিক সভায় প্রস্তাব

মাহেশ, ১৯শে অক্টোবর—লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির বর্দ্ধিত সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীন পরিদর্শনে যাত্রা করায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে এই পরিদর্শনের ফলে চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ়তর হইবে বলিয়া শ্রমিকেরা মনে করেন। এই সভায় শ্রমিকেরা আরও আশা করেন শ্রীনেহরু সোভিয়েৎ পরিদর্শন করিয়া চীন-ভারত-সোভিয়েৎ মৈত্রীকে দৃঢ়তর করিবেন। —সংবাদদাতা

পাটনা টেলিফোন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন

পাটনা, ১৯শে অক্টোবর—সারা ভারত টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মচারী ইউনিয়নের পাটনা ডিভিসনের বাৎসরিক সম্মেলন হয় সরকারী পূর্তবিভাগের পর গত ১৮ই অক্টোবর। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সি এস বসু। শ্রী রামানন্দ তেওয়ারী সভাপতি এবং শ্রীদিলীপ কুমার মুখার্জিকে সম্পাদক করিয়া আগামী বৎসর জন্য ইউনিয়নের কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। —সংবাদদাতা

সোদপুরে ২৫টি সংগঠনের উদ্যোগে গ্রামের যুব সম্মেলনের প্রস্তুতি

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—সোদপুরে গ্রামের যুবকদের সম্মেলনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। এযাবৎ এই অঞ্চলে ২৫টি সংগঠন লইয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উহাতে কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, গণনাট্য সংঘ, প্রভৃতির শাখা ও অন্যান্য স্থানীয় সংগঠন আছে। ইতিমধ্যে সোদপুর, পানশিলা, ঘোলা, তোমরা, প্রভৃতি গ্রামে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৭ই অক্টোবর তেঘরায় অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ডাঃ প্যারী মোহন রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভায় কলিকাতা যুব সংঘের নেতা শ্রীসুকুমার গুপ্ত, খড়দহ থানা গ্রাম যুব সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক শ্রীপরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় গ্রামের যুবকদের অবস্থা, খেলাধূলার সমস্যা, হাসপাতাল, শিক্ষা, ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আগামী সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সকলের নিকট আবেদন জানান হয়। —সংবাদদাতা

কুইনিনের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী

চীনে বিজ্ঞানীরা একটি নূতন অ্যালকালয়েড ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া রোগে এই ঔষধটি কুইনিন অপেক্ষা দশগুণ বেশি শক্তিশালী।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতি

বৃটিশ ধর্ম্মযাজকের কঠোর সমালোচনা

লণ্ডন, ১৯শে অক্টোবর—ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ ডাঃ ফিশার আজ এংলিক্যান চার্চের অন্তর্ভুক্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের এক সমাবর্তন সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে শেষ পর্যন্ত এক দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে বলিয়া তিনি সতর্ক করিয়া দেন। —রয়টার

চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভারত-পাক সম্পর্ক

বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের প্রস্তাব

কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর—বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাকিস্থানে তাঁহারা কোন ভারতীয় ফিল্ম রপ্তানী করিবেন না এবং পাকিস্থানে তৈয়ারী ফিল্ম তাঁহারা এদেশে আনিবেন না।

অপর এক প্রস্তাবে ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয় যে যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্থান ফিল্ম বাণিজ্য সম্পর্কে তাহার নীতি পরিবর্তন না করেন ততদিন পর্যন্ত ভারত সরকার ভারতীয় ফিল্ম পাকিস্থানে রপ্তানী করিবার ও বৈদেশিক ফিল্ম ভারতে আমদানী করার অনুমতি না দেন। —ইউ-পি-আই

কোচবিহারের বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামে ব্যাপক গো-মড়ক

তুফানগঞ্জ, ১৮ই অক্টোবর: খাসচাবাড়ি গ্রামে ব্যাপক গোমড়ক দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই ৩০টি গরু মারা গিয়াছে। এই গ্রামটি কয়েক বছরের বন্যায় একেবারে ধ্বংসের পথে। পলি মাটি পড়িয়া সমস্ত ঘাস ও ফসল নষ্ট হওয়ায় গরুর ঘাস মিলে না। রিজার্ভ ফরেষ্টে প্রচুর ঘাসপাতা থাকিলেও গরু চরাইবার অনুমতি মিলিতেছে না।

গ্রামটি কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোচবিহারের সাথে কোন যোগ নাই। জলপাইগুড়ি জেলা হইয়াও কোচবিহার যাইতে হয়। গ্রামের তিনদিক নদী বেষ্টিত গরুর ঘাস ভূষি বা খৈল সরকারী কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত এখানে পাঠান নাই।

শুধু যে গরুর খাদ্য বস্তুরই অভাব তাই নয়। গো-চিকিৎসারও কোন সরকারী ব্যবস্থা নাই। বন্যার দরুন এই গ্রামের বহু গরু অন্ধ হইয়া গিয়াছে গরুর চোখে গ্লানি পড়িতেছে। অথচ কোন চিকিৎসা হইতেছে না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে একটি গরুও আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

গরুর খাদ্যের একটা ব্যবস্থা হইতে পারিত। বিরাট রিজার্ভ ফরেষ্টে গরু চরাইবার অনুমতি দিলে নিশ্চয়ই গরুগুলি বাঁচিতে পারে। কিন্তু সরকার অনুমতি দিতে নারাজ। গত ২০শে সেপ্টেম্বর গ্রামবাসীরা ফরেষ্টে গরু চরাইবার অনুমতি চাহিয়া এস-ডি-ও ও বন কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। উপরন্তু গরু চরাইবার অপরাধে গ্রামবাসীদের ৪০।০০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। গত ১৮ই অক্টোবর পুনরায় গ্রামবাসীরা দরখাস্ত করিয়াছেন। —নিজস্ব

---

৩১ অক্টোবরের প্রস্তুতি

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

আগামী ৩১শে অক্টোবর সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য পশ্চিম বাংলার শ্রমিক অঞ্চলে বিশেষ প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে, ঐ দিন ইউনিয়ন সমূহে পতাকা উত্তোলন, সভা ধরণ এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হইবে বলিয়া বি-পি-টি-ইউ-সি হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, টি-ইউ-সি দপ্তরে খবর লইয়া জানা গেল প্রচার ইস্তাহার এবং পিন ব্যাজ ছাপার কাজ শেষ হইয়াছে। "ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বাহিরের আয়োজন চলিতেছে।

কয়েকটি অঞ্চলে খবর লইয়া জানা গেল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ঐতিহ্য যাহা এ-আই-টি-ইউ-সি ৩৪ বছর ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে এবং যে শ্রমিক ঐক্য গঠিত দৃঢ়তর আহ্বান বিগত ২৪তম কলিকাতা অধিবেশন দিয়াছে তাহার প্রতি যোগ্য মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এবছরের সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রমিকেরা প্রস্তুত হইতেছেন।

মালদহে নকল লোকসভা

মালদহ, ১৮ই অক্টোবর—গত সপ্তাহে অভিরামপুরে একটি নকল লোকসভার অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা হয়। সরকার পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের ভূমিকায় প্রায় ২০ জন অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল ভারতের পররাষ্ট্র নীতি। অধ্যক্ষের আসনে ছিলেন স্থানীয় উকীল শ্রীশিবেন্দু শেখর রায়। প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রভৃতি সরকার পক্ষে ও বিরোধী পক্ষের হীরেন মুখার্জী, অশোক মেহতা, কৃপালনী, এন, সি চ্যাটার্জী প্রভৃতির ভূমিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি অবতীর্ণ হন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। —নিজস্ব

ধান্য শস্যের ক্ষতি

বালাসোর, ১৮ই অক্টোবর—জেলার ধানী জমির প্রায় অর্দ্ধেকই অনাবৃষ্টির ফলে শুকাইয়া গিয়াছে। তাছাড়া পোকা মাকড়ের উপদ্রবে ধানের চারার বহু ক্ষতি হইয়াছে। —পি, টি

চিত্তরঞ্জন দর্শনে

কলিকাতা, ১৯শে অক্টোবর—ভারতস্থ কানাডীয় হাই কমিশনার এসকট রীড স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে লইয়া অল্পকালের জন্য আজ দিল্লি হইতে চিত্তরঞ্জন পরিদর্শনে গমন করিয়াছেন।

অর্ডন্যান্স কারখানা পুনর্গঠন কমিটির চেয়ারম্যান সর্দার বলদেও সিং এবং সদস্য পি, সি মুখার্জি আজ চিত্তরঞ্জন পরিদর্শন করেন। তাঁহাদের সহিত কমিটির অন্যান্যরাও ছিলেন;

তাঁহারা জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কারখানা ও অন্যান্য দ্রব্য বস্তু ও স্থান দর্শন করেন। অপরাহ্নে তাঁহারা কানপুর যাত্রা করিয়াছেন। —পি, টি

তাইওয়ানে মার্কিন আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনায় বাধা

জাতিসংঘে মার্কিন-বৃটিশ কারসাজি

নিউইয়র্ক, ১৯শে অক্টোবর—চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়টি সাধারণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে সোবিয়েৎ প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা দুই সপ্তাহ চাপিয়া রাখিবার জন্য যে বৃটিশ প্রস্তাব আসে তাহা আজ সাধারণ পরিষদের পরিচালনা কমিটিতে ১২—২ ভোটে গৃহীত হয়।

চীন সাগরে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজের উপর মার্কিন-চিয়াংপন্থী আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য যে সোবিয়েৎ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে তাহাও ৭-৫ ভোটে দুই সপ্তাহের জন্য চাপা দেওয়া হইয়াছে। ২ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। ...

আখের ও চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকারী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

নয়াদিল্লী, ২০শে অক্টোবর—আগামী ২৮শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে ভারত সরকার উত্তর প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এবং আখ চাষী ও গুড় প্রস্তুতকারকদের প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে গুড়, চিনি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কী নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা আলোচনা করা হইবে।

খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী ... —ইউ পি

মুক্ত হ্যানোইতে ডাক ও তার বিভাগের কাজ শুরু

...

সালাজারের নিকট আবেদন

...

বিদেশী পুঁজির জন্য ভারত সরকারের আগ্রহ

...

একটি অভিনব বাজারের কাহিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিনকাল বড়ই খারাপ সারা মাসে ৮।১০ দিনও কাজ পাওয়া যায় না— ...

দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

...

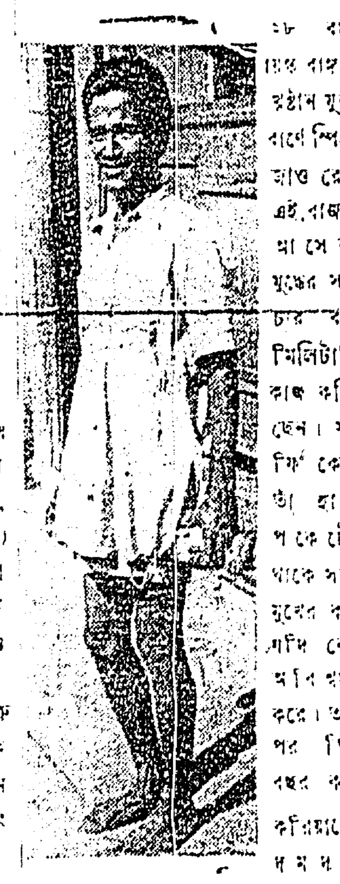

বার্গে পিলোজা

...

ভারতীয় মালিকের অভিমত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

...

মার্কিন সাহায্যে পাকিস্তানে চারটি আণবিক বেষণাগার

করাচী, ১৯শে অক্টোবর—আজ এখানে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী জনাব কাইয়ুম খাঁ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আণবিক গবেষণার ব্যাপারে পাকিস্তান খুবই পিছাইয়া। অবিলম্বে এই পরিষদের পরিচালনায় বে-সামরিক প্রয়োজনে আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই কাজের উপর পাকিস্তান সরকার গুরুত্ব দিতেছেন এবং ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ...

মেঁদে ফ্রাঁস-আদেনাউয়ার আলোচনা

প্যারিস, ১৯শে অক্টোবর—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একটি পুরাতন দুর্গে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঁ মেঁদে ফ্রাঁস ও পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার ডাঃ আদেনাউয়ার এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হইয়া সার অঞ্চলের ভবিষ্যৎ এবং জার্মানির পুনরস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। —রয়টার

দেশমুখের অপচেষ্টা

(১ম পাতার পর)

...

শ্রী নেহরুর কার্যক্রম

...

চৌ এন-লাই এর বক্তৃতা

১ম পৃষ্ঠার পর

দুই প্রধানমন্ত্রী গোয়া এবং ভারতস্থ অন্যান্য পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরো প্রকাশ, চৌ এন-লাই চীনস্থ পর্তুগীজ অঞ্চল ম্যাকাও সম্পর্কে আলোচনা করেন।

চীনের রাজধানীতে অবস্থান শ্রীনেহরুর খুবই ভালো লাগিতেছে। সকালে তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রায় সারা দিন গ্রীষ্ম প্রাসাদে যাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি এক কৃত্রিম হ্রদে নৌকা বিহার করেন।

গ্রীষ্ম প্রাসাদেই শ্রীনেহরুর সহিত কয়েকজন চীন ভ্রমণরত বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট সদস্যের সাক্ষাৎ হয়।

সংখ্যালঘুদের বিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী চীনের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের বিদ্যায়তন বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন: এই বিদ্যায়তনের ...

দালাই লামার সহিত সাক্ষাৎ

...

মাও সম্বর্দ্ধনা নেহরুর

...

ভারত-চীন বাণিজ্য

(১ম পাতার পর)

...

সামন্ততান্ত্রিক খামখেয়ালীর ফলে চন্দননগরে গুরুতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

নির্দলীয় কমিটির বিবৃতিতে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন

...

ইরানে হত্যাকারীদের স্বরূপ

দেশদ্রোহিতার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যাপক ফাশিস্ত নৃশংসতা

তেহেরান, ১৯শে অক্টোবর—গতকাল যে ৯ জন সামরিক অফিসার ও একজন বেসামরিক নাগরিককে "গোয়েন্দাগিরির" দায়ে সামরিক আদালতের রায় অনুসারে আজ হত্যা করা হইয়াছে তাঁহাদের মা-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা আজ মজলিশের (পার্লামেন্টের) স্পীকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পুলিস তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

এই মিছিল হইতে আওয়াজ ওঠে—"আমাদের স্বামী ও ভাইদের রক্তের প্রতিশোধ লওয়া হইবে।" তাঁহারা দাবি করেন, "আমাদের সন্তান-সন্ততিদের দেখিবে কে?"

মজলিশের সম্মুখে যখন এই মিছিলের উপর লাঠি চলিতেছিল, ভিতরে তখন তৈল চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল।

পি-টি-আই'এর এই সংবাদের সহিত উল্লেখযোগ্য যে, এই দশ জনকে যখন চল্লিশ জনের রাইফেল হইতে গুলিবিদ্ধ করা হয় তখন তাঁহারা ঘোষণা করেন, "মুক্ত ইরান আমাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।" ...

তুর্কীতে পাকিস্তান মিলিটারি মিশন

আঙ্কারা, ২০শে অক্টোবর—তুর্কী সফরে পাকিস্তানের যে মিলিটারি মিশনটি গিয়াছে, গত মঙ্গলবার রাতে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী আদনান মেন্দেরেস তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানান এবং দেশরক্ষা মন্ত্রী এথেম মেন্দেরেস ... —ইউ-পি-আই ও এ-এফ-পি

সোবিয়েতে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দল

...

ভারতে পর্তুগীজ দখলের পক্ষে ফরাসী মন্ত্রী

...

চীন-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি

...

ফিনল্যাণ্ডে নূতন গবর্ণমেন্ট গঠনের আয়োজন

...

মালয়ে হেলিকপ্টার

...

অভিনব প্রতারণার ফন্দী

...

মার্কিন আয়োজন

...

মৎস্য শ্পোটিং দল চতুর্থ রাউণ্ডে উঠিল

...

বেবী মলম
সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগে অব্যর্থ
মাধব এণ্ড কোং
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

Regd. No. C. 3686
Phone : 24-1847

রবিবারের স্বাধীনতা

SWADHINATA
Address : 3, Allimuddin Street, Cal-16
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি [illegible] চন্দ্র গুপ্ত

CHOWRINGHEE KARYALAYA
MANUFACTURER OF HOGLA BAMBOO MATS, CANE BASKETS & OTHER COTTAGE MATERIALS

নবপর্য্যায়—৫ম বর্ষ—১৮তম সংখ্যা
দশম বর্ষ— ৬৪তম সংখ্যা
কলিকাতা—২৭শে ফেব্রুয়ারি '৫৫ ঃ রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন ঃ '৬১ Calcutta, 27th Feb. '55 মফঃস্বল—২৮শে ফেব্রুয়ারি '৫৫ ঃ সোমবার, ১৬ই ফাল্গুন '৬১ মূল্য—
ভারতে ও পাকিস্তানে : দুই আনা
বিমানডাকে অতিরিক্ত : দুই পয়সা

এশিয়ার জন্য এটম বোমাই প্রথম অস্ত্র

ব্যাঙ্ককে ডালেসের ঘোষণায় নয়াদিল্লীতে উদ্বেগ ও বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির জন্য পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যোগ

নয়াদিল্লী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—দূরপ্রাচ্যে মার্কিন রণনীতি মূলতঃভাবে আটমবোমার ভিত্তিতেই রচিত, এবং আটমবোমাই এখানে তাঁহাদের "মামুলী" অস্ত্র—এই বলিয়া মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস গতকাল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে একটি বিবৃতি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে বলিয়া বিরোধী সদস্যরা আজ এখানে পরামর্শ করিতেছেন।

ডালেস গতকাল আরও বলিয়াছেন যে, দূরপ্রাচ্যে অ্যাটমবোমা তাঁহাদের "শেষ অস্ত্র" নহে; ইহা তাঁহারা "মামুলী" অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিবেন।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন মহল হইতে জানা গিয়াছে—দূরপ্রাচ্যে কী বিপুল পরিমাণ মার্কিন সামরিক শক্তি সমাবেশ করা হইয়াছে তাহার বিবরণী প্রসঙ্গে ডালেস দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশীয় সামরিক জোটের অপর সাত পররাষ্ট্রসচিবকে এই তথ্য জানাইয়াছেন।

ডালেসের উপরোক্ত ঘোষণার সংবাদ পাইয়া নয়াদিল্লীতে বিস্ময় ও ক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

সরকারী মহল হইতে এখনও [illegible] অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে ভারতের মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সব অস্ত্রের উপর যখন পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞাই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তখন এরূপ ঘোষণা খুবই পরিতাপের বিষয়।

একবার প্রায় ৪ ঘণ্টা। ব্যাঙ্ককে মার্কিন মহল হইতেই বলা হইয়াছে—তবুও [illegible] সম্পর্কে [illegible] প্রত্যার্পণ করা উচিত; ডালেস সেখান হইতে [illegible] প্রত্যাহার করিতে নারাজ। —ইউ-পি-আই ও রয়টার

বিপুল যুদ্ধ শক্তি

ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সামরিক জোটের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের প্রথম দিনই ডালেস বলেন : দূরপ্রাচ্যে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪ শত যুদ্ধ জাহাজ, ৩ লক্ষ নাবিক ও নৌ-সৈন্য, ৩ লক্ষ অন্যান্য সৈনিক এবং ৩০ স্কোয়াড্রন যুদ্ধ বিমান রহিয়াছে। এবং সেই প্রসঙ্গেই ডালেস অ্যাটম বোমার ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বর্ত্তমান সামরিক ব্যবস্থাটিকে দূরপ্রাচ্যে [illegible] সংঘের পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করিবার মার্কিন পরিকল্পনা—যে জোটের এই সম্মেলনে গৃহীত হইল না—সে-কথাও ডালেস এই সমাপ্তি অধিবেশনে উল্লেখ করেন।

ইঙ্গ-মার্কিন মতভেদ

২৫শে ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্কক হইতে সিঙ্গাপুর যাত্রার প্রাক্কালে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ইডেনের নিকট সাংবাদিকেরা দূর প্রাচ্যে রণনীতি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মতভেদের বিষয়ে জানিতে চাহিলে তিনি শুধু বলেন : "যাহাই হউক না কেন, এখানে আমাদের কাজের আলোচনাই হইয়াছে।"

ইতিমধ্যে ডালেস ও ইডেনের মধ্যে বিশেষত তাইওয়ান সম্পর্কে ব্যাঙ্ককে দুইবার অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছে; তাঁহার মধ্যে [illegible]

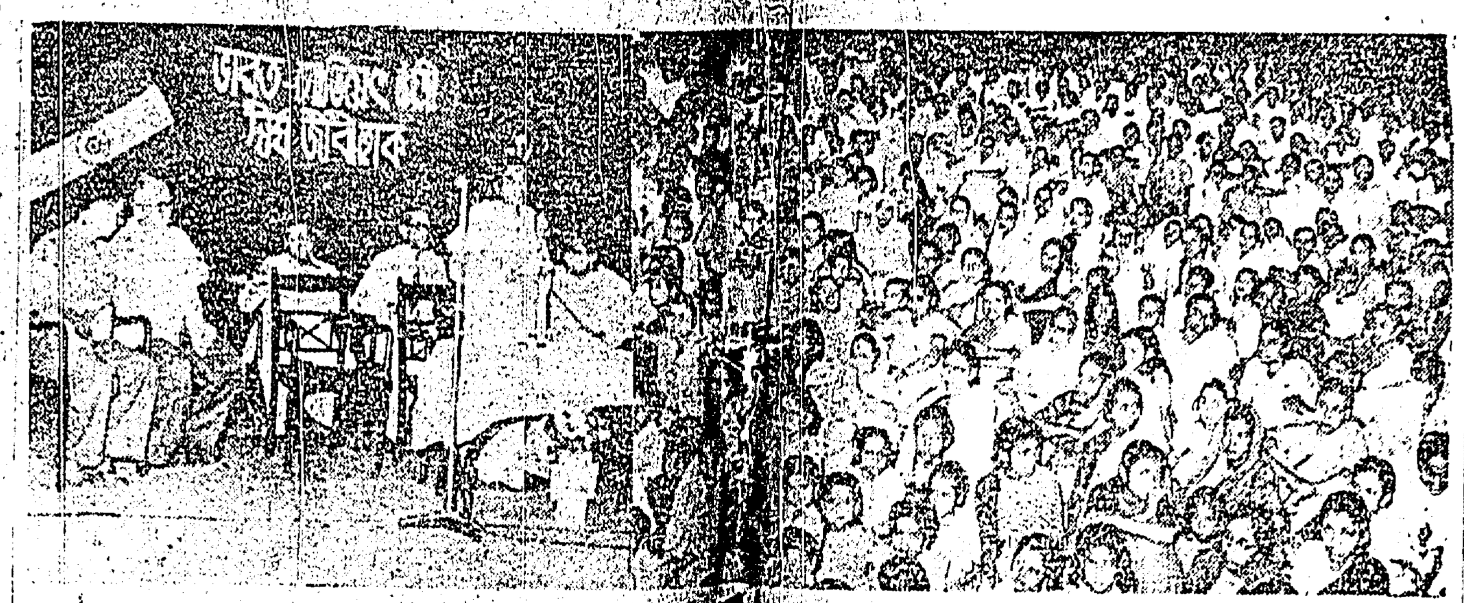

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সংঘের পশ্চিম বঙ্গ শাখার [illegible] অধিবেশনে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতেছেন। [illegible] স্বাধীনতা

শেষ-সংবাদ—
সোভিয়েট প্রস্তাব

লণ্ডন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—পঞ্চশক্তি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, (১) সমস্ত মজুত এটম ও হাইড্রোজেন বোমা নষ্ট করিয়া ফেলা হউক এবং পারমাণবিক শক্তি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হউক; (২) ১৯৫৫ সালের জানুয়ারির মাসকে সীমারেখা ধরিয়া সৈন্য [illegible] হউক [illegible] পশ্চিমী শক্তিগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণে বিশেষ আগ্রহশীল নয়। —রয়টার

শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-মৈত্রী একান্ত প্রয়োজন

ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের ঘোষণা

([illegible] রিপোর্টার)

[illegible] ফেব্রুয়ারি—ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে আজ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করা হয় যে, শান্তি ও দুই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধন একান্ত প্রয়োজন।

রেলওয়ে বইয়ের দোকানগুলিতে সোভিয়েট পত্র-পুস্তক বিক্রয়ের উপর যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, এক প্রস্তাবে তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি করা হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কান্তিক চন্দ্র দত্ত, সমিতির সক্রিয় কর্মী অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত ও এন, সি, রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব, প্রথমেই গৃহীত হয়।

ডাঃ রথেন্দ্র কুমার পাল কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্ব ব্যাপক পরিমাণে বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং এই বন্ধুত্ব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রসারিত। দুই দেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে দুই দেশের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় যে উপকার সৃষ্টি করিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তাবে ভারত ও সোভিয়েট সরকারকে নিয়মিত ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ডাঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা।

রেলওয়ে বইয়ের দোকান সম্বন্ধে সোভিয়েট পত্র-পুস্তক বিক্রয়ের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে অন্যায় ও ভারত সরকারের নীতির সহিত সামঞ্জস্যহীন আখ্যা দিয়া এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সোভিয়েট যৌবন সম্পর্কিত পুস্তকই নহে, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, গর্কী প্রমুখ মনীষীদের রচনা পর্য্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার কবল হইতে মুক্ত নহে।

(৮ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দেখুন)

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবল বন্যা

সিডনী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস'এর তিন সহস্রাধিক বর্গ মাইল অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ৩৮ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৩২ জন ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। [illegible] সংখ্যাও [illegible] [illegible] লোক প্রাণপণে বাড়ির চাল আঁকড়াইয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। এরকম ভীষণ বন্যা এখানে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। —রয়টার

কলিকাতা বন্দর হইতে মালয়ে বৃটিশ ফৌজের জন্য প্যারাসুট প্রেরণ

মুক্তি সংগ্রাম দমনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্ত্তৃক অবাধে ভারতের বন্দর ব্যবহার

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১৬শে ফেব্রুয়ারি—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, অতিশীঘ্রই কলিকাতা বন্দর হইতে এস এস "ওসাড" নামক একটি জাহাজ মালয়ে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য মোট ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩২৮ টাকা মূল্যের প্যারাসুট লইয়া সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওয়ানা হইবে। বলাই বাহুল্য, মালয়ে মুক্তি ফৌজ দমনের কাজে ইহা ব্যবহৃত হইবে।

আরও জানা গেল যে, সম্প্রতি এস এস "সাঙ্গোলা" নামক জাহাজ যোগে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১১২০টি মিলিটারী সাট সিঙ্গাপুরে বৃটিশ গোর্খা বাহিনীর সদর দপ্তরে পাঠান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত কয়েকমাস যাবৎ কলিকাতা বন্দর হইতে প্রতিমাসেই নিয়মিতভাবে মালয়ে এই ধরনের সামরিক মালপত্র পাঠান হইতেছে। কলিকাতায় বৃটিশ গোর্খা বাহিনীর যে সদর দপ্তর অবস্থিত আছে তাহা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে [illegible] সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজযোগে [illegible]

বলা বাহুল্য যে, এই সব মাল পত্র মালয়ের মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে, বৃটিশ সামরিক বাহিনীর যে সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অতীতে কলিকাতা বন্দর হইতে মালয়ে 'কুকরী' ইত্যাদি সামরিক দ্রব্য পাঠান হইলেও প্যারাসুট ইত্যাদি পাঠান হয় নাই। ইহা অনুমান করিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না যে, এই প্যারাসুটগুলির সাহায্যে বৃটিশ সৈন্যদের মালয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং সেখানে [illegible] খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।

এই প্যারাসুটগুলি পাঠাইতেছেন কলিকাতার এয়ারফোর্স কম্যাণ্ডেণ্ট কলিকাতা-২১। প্যারাসুটের সংখ্যা কত তাহা হিসাবপত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, তবে ২২২টি প্যাকেটে করিয়া ইহা পাঠান হইয়াছে, মিলিটারি সার্টগুলি পাঠানো হইয়াছে বৃটিশ গোর্খা সদর দপ্তরের D. A. D. O. S.এর নামে।

আজ অন্ধ্রে ৫ম ও সর্ব্বশেষ দফার নির্বাচন

৩০টি কেন্দ্রে ৩৮টি আসনে মোট ১১৩ জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা প্রেরিত)

বিজয়ওয়াড়া, ২৬শে ফেব্রুয়ারি—আগামীকাল অন্ধ্র নির্ব্বাচনের পঞ্চম ও শেষ দফা ভোট গ্রহণ হইবে ১৮০০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে। ৩৮টি কেন্দ্রে ৩৭টি আসনের নির্ব্বাচনের জন্য ২২ লক্ষ ৩১ হাজার ভোটদাতা ভোট দিবেন। এই ভোটদাতাদের মধ্যে ১১ লক্ষ ২০ হাজার ৪ শত ২৩ জন পুরুষ এবং ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত ৬৩ জন নারী।

৩৮টি আসনের মধ্যে ২৯টি সাধারণ, ৭টি তপশীলী সংরক্ষিত এবং ২টি তপশীলী সংরক্ষিত উপজাতি আসন।

৩৪ জন কমিউনিষ্ট প্রার্থী

এই ৩৮টি আসনের জন্য ১১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ১১৩ জনের মধ্যে কমিউনিষ্ট প্রার্থী ৩৪ জন, কংগ্রেসী ২৬ জন, কে, এম, পি, ৫ জন, প্রজা পার্টির প্রার্থী ৫ [illegible] ৬, [illegible] ২ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৬ জন।

আগামী কালের নির্ব্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণাত [illegible] গোপালা রেড্ডি, [illegible] বিধান সভার স্পীকার এম [illegible] রামাইয়া প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

কমিউনিষ্ট এম, পি কমরেড কে, ভি, কে, [illegible] রাও [illegible] কেন্দ্র হইতে, 'বিশাল অন্ধ্র' পত্রিকার সম্পাদক কমরেড কে, রাজাগোপাল রাও [illegible] কেন্দ্র হইতে, প্রাক্তন বিধান সভার কমিউনিষ্ট দলের সম্পাদক কমরেড পি [illegible] কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

কংগ্রেসের চারজন প্রাক্তন এম-এল-এ সরকারী কংগ্রেসী ভোটের টিকেট না পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

আগামীকালের নির্ব্বাচন শেষে অন্ধ্র বিধান সভার মোট ১৯৬টি আসনের নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইবে।

ভোট গণনা শুরু হইবে ১লা মার্চ।

আজ বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সর্ব্বত্রই প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। কিছু কিছু এলাকা হইতে কিন্তু কংগ্রেসীদের মধ্যে [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্ররোচনা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ পর্ব্বটি সম্পন্ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

চোর ধরিতে গিয়া পুলিসের গুলিতে যুবক আহত

টালিগঞ্জে ডিফেন্স পার্টির কর্মীর বিপত্তি

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—গতকাল রাত্রিতে টালিগঞ্জের চাষপুর কলোনীর বাসিন্দা যুবক শ্রীদেবীপ্রসাদ কুমার বোস (২৫) পুলিসের গুলিতে আহত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি [illegible]

পার হইতে পাহারারত সশস্ত্র পুলিস তাঁহাকেই চোর ভাবিয়া গুলি চালাইয়া দেয়। গুলি তাঁহার কোমরের পেছন দিক হইতে ঢুকিয়া অন্যে প্রবেশ করে। সকালে মালগোডাম [illegible] হাসপাতালে তাঁহার অস্ত্রোপচার [illegible] পুলিস বেষ্টন [illegible]

ইস্কো কারখানায় ধর্ম্মঘট

[illegible]

ভুফানগঞ্জের কৃষকদের কোচবিহার উপস্থিতি

(স্বাধীনতার রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত তার)

কোচবিহার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—লালঝাণ্ডা উড়াইয়া স্লোগান দিতে দিতে একশত অবস্থান ধর্ম্মঘটকারী কৃষক আজ তুফানগঞ্জ হইতে কোচবিহার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আটজন কৃষক নেতা ও কর্মীকে পথে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষকরা দাবিতে অটল। পথে পথে গ্রামে গ্রামে বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়াছেন তাঁহারা।

ঘোড়ামারা ও ডাওয়াগুড়িতে দলে দলে কৃষকরা আসিয়া অভিযানকারীদের সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন। কৃষকরা আওয়াজ তুলিয়াছেন : রিলিফ, টেস্ট রিলিফ ও কাজ চাই। বন্দী কর্মীদের মুক্তি চাই। দমননীতির প্রত্যাহার চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।

কোচবিহারে পৌঁছিয়াই অভিযানকারীরা বিভাগীয় কমিশনারের অফিসের সামনে হাজির হন। ঠিক ইহারই আগে অফিসের তালা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কমিশনার মহাশয় তখন গুরু ট্রেনিং স্কুলে আনন্দোৎসবে রত। বুভুক্ষুর দাবি শুনিবার মত তাঁহার সুযোগ কোথায় ?

কিন্তু কৃষকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বিড়ি শ্রমিকেরা মিছিল করিয়া। তাঁহারা অভিযানকারীদের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীগোপাল সাহা বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কৃষকদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং শহরবাসীকে কৃষকদের দাবির সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ঐক্য গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তুফানগঞ্জ হইতে ১৫ মাইল পথ অভিযানকারীরা হাঁটিয়া আসেন। তাঁহাদের সাথে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে দশ বৎসরের কিশোর। ঘোড়ামারায় তাঁহারা রাত্রি যাপন করেন। সেখানে গভীর রাত্রিতে পুলিস আসিয়া তাঁহাদের ঘেরাও করে এবং চারি জনকে গ্রেপ্তার করে।

দমননীতি উপেক্ষা করিয়াই কৃষকরা আবার অভিযান শুরু করেন। দুপুর বেলায় তাঁহারা ডাওয়াগুড়িতে যখন আহার করিতে যাইতেছিলেন তখন পুলিস আসিয়া তিনজন স্থানীয় কৃষককে গ্রেপ্তার করে। কৃষকদের অপরাধ, তাঁহারা অভিযানকারীদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের আহার পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনজন কৃষককেও গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিস আরও কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

তুফানগঞ্জের কৃষকদের দাবি সম্পর্কে আশ্বাস

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—আজ তুফানগঞ্জের কৃষকদের দাবি লইয়া বিধানসভার কমিউনিষ্ট সদস্য শ্রীবীরেন ব্যানার্জী খাদ্য ও রিলিফ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে কৃষক মেয়েদের কাজের জন্য টেস্টিং ব্যবস্থা, কৃষকদের জন্য রিলিফ ও টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করিবার জন্য কোচবিহারের জিলা শাসকের নিকট খবর পাঠানো হইয়াছে এবং খবরটি আজই (২৬শে) কোচবিহার পৌঁছিবার কথা।

যাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কম তাহাদের জন্য সস্তায় চাল সরবরাহের দাবি করা হইলে শেষ পর্য্যন্ত খাদ্য মন্ত্রী ১৫ টাকা মণ দরে চাল সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি দেন।

খাদ্য কর্ম্মচারীর দাবি সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ

খাদ্যমন্ত্রীর সহিত প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক বেকার সমস্যা লাঘবের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্বেগপূর্ণ সুদীর্ঘ বাজেট বক্তৃতার মাত্র সপ্তাহকাল পর খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ছাঁটাই-এর সম্মুখীন কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিদলের নিকট আজ সেই সরকারেরই জনৈক মন্ত্রী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে এই সমস্যা সম্পর্কে সরকারের আসল নীতির একটি পরিষ্কার ছবি দেশবাসী পাইবেন।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর কর্মচারী সমিতির এক প্রতিনিধিদল খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে [illegible] পূর্ব্বের ন্যায় কর্মচারীদের [illegible] চাকুরির দাবি সম্পর্কে [illegible] প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার [illegible]।

[illegible] বর্ত্তমান বেতনে [illegible] বিকল্প চাকুরী, কাজের নিরাপত্তা, ছাঁটাই না করার সুস্পষ্ট ঘোষণা, ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল, গ্রাচুইটি এবং সমিতির স্বীকৃতি প্রভৃতি কয়েকটি দাবি সম্পর্কে খাদ্য মন্ত্রী জবাব দেন যে, সরকার চাকুরি দিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু চাকুরি না দিতে পারিলে ছাঁটাই [illegible]

(৮ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দেখুন)

মাদ্রাজে নূতন নূতন কর ধার্য্য করিয়া বাজেটে ঘাটতির অর্দ্ধাংশ পূরণ

মাদ্রাজ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—আজ মাদ্রাজ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি, সুব্রহ্মণিয়ম ১৯৫৫-৫৬ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাহাতে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়। এই ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা আপাততঃ হইবে না। মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। নূতন করধার্য করিয়া ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি কমানো হইবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন যে, চা-বাগান, কফি বাগান প্রভৃতির উপর কৃষি আয়কর, উন্নয়ন কর, কোর্ট ফী বৃদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং জমি রাজস্বের উপর দুই আনা হারে সার্চার্জ বসাইয়া প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

তামাক, কুটির শিল্প সমবায়গুলির তৈয়ারি কার্পেট, মৃৎপাত্র, পাথরের জিনিসপত্র, পিতলকাঁসার জিনিষ, খেলনা প্রভৃতি বিক্রয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। ইহাতে সরকারের দশলক্ষ টাকা আয় কমিবে। নূতন ধার্য্য কর হইতে যে আয় হইবে তাহা হইতে ঐ দশ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া থাকিবে ১৬৫ লক্ষ টাকা।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বর্ণ, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত গরীব ছেলে মেয়েরা স্কুল ফাইনাল (৭ম ও ৮ম বর্ষ) পর্য্যন্ত কোন স্কুলের মাহিনা দিতে হইবে না। যাঁহাদের আয় বৎসরে ১২ শত টাকার কম তাঁহাদেরই গরিব বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই বাবদ স্কুলের যে আয় কমিবে ঐ বাবদ সরকারে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। —পি টি

SANKHA
আপনার কাছ ইণ্ডাস্ট্রী ক্লোঃ
কলিকাতা ৬

"ব্যক্তি ও জাতির সমান অধিকারের নীতি আজ কর্দমে পদদলিত।......বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় নিক্ষিপ্ত। কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি আপনারা যদি জনসাধারণের অধিকাংশকে আপনাদের পাশে সমবেত করিতে চান, তবে এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া আপনাদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। এই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিবার আর কেহ নাই।"

—জে, স্তালিন

স্বাধীনতা

রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন

ভারত-সোভিয়েৎ মৈত্রীর জয়যাত্রা

ভারত-সোভিয়েৎ সাংস্কৃতিক সমিতির পশ্চিম বঙ্গ শাখার দ্বিতীয় বার্ষিকী অধিবেশন সমাপ্ত হইল। পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও জনজীবনে ইহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর নীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ, তথা সাংবাদিকদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ইঁহারা সকলেই ভারত-সোভিয়েৎ মৈত্রীবন্ধন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে ... ও বিস্তৃততর করিবার জন্য পশ্চিম বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন।

পরাধীনতার আমলে ইংরাজ ...

সে শান্তি চায় এবং বিশ্বশান্তির জন্য সে সর্বস্ব পণ করিয়াছে। দেখিতেছি, সে চায় ভারতের মৈত্রী, সে চায় ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিনিময়। যাহারা বলেন ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের ও বিশ্ব বিপ্লবের স্বার্থে সে একটা ওলট-পালট ঘটাইতে চায়, তাঁহারা যে কত ভ্রান্ত ও তাঁহাদের প্রচার যে কত মিথ্যা—তাহা আজ আমরা চোখের উপর প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু তাই নয়, ইহাও বুঝিতেছি, সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য বন্ধন যতই দৃঢ় হইবে, ততই আমাদের জাতীয় স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরোধকারী নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং ততই বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আন্তরিক শান্তিনীতি, নিরলস শান্তি প্রচেষ্টা এবং ভারতের প্রতি গভীর সহমর্মিতাবোধ সোভিয়েৎকে ভারতবাসীর প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা জানি, পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেণী মানুষের মনে সোভিয়েতের প্রতি গভীর মৈত্রীর মনোভাব বিদ্যমান। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তব মনে করিয়া ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বশান্তি ও সোভিয়েৎ-ভারত মৈত্রীর গোপন ও প্রকাশ্য শত্রু, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চর-অনুচরেরা চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ...

"আফ্রিকার প্রতি আচরণে আমি স্তম্ভিত"

—নেহরু

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—গতকাল লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁহার ভাষণে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই অঞ্চলগুলি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল এশিয়ার অভ্যুত্থান।

তিনি আরও বলেন, "আফ্রিকার প্রতি যে আচরণ করা হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত।

সামরিক চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে সামরিক চুক্তির একটা অর্থ হয় কিন্তু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে চুক্তির কোন সামরিক সার্থকতা নাই। শ্রীনেহরু বলেন, পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের কথা চিন্তা করা 'পাগলামী'। আণবিক যুদ্ধ সকলের ক্ষতি সাধন করিবে।

এই যুদ্ধ না হইতে দেওয়ার একমাত্র রাস্তা হইল বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন সাধন না করা। ...

—পি. টি

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

১৯৫৫-৫৬ সালের জন্য ১৮ কোটি টাকার উপর বরাদ্দ

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—... বৎসরে (১৯৫৫-৫৬) নির্মাণকার্যের ব্যয় ১৮,৬৮,৮৮,০০০ টাকা ধার্য হইয়াছে।

ওয়ার্নিং-এর বিরুদ্ধে মেহাজী চটকলে সংগ্রাম

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা)

হাওড়া কালিবাবুর বাজারে হরতাল

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে যায়

আমদানী লাইসেন্স মঞ্জুর করার ব্যাপারে সরকারী স্বজন-পোষণের তদন্ত চাই

রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্তের বক্তৃতা

('স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—আজ রাজ্যসভায় ভারত সরকারের আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত দাবি করেন যে, টি, টি, কৃষ্ণমাচারী প্রমুখ সম্পর্কে আমদানী লাইসেন্স দানের ব্যাপারে সরকারী স্বজন পোষণের তদন্ত হওয়া দরকার।

কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে

কানপুরে অরুণা আসফ আলীর বক্তৃতা

কানপুর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—কমিউনিষ্ট নেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী ...

সমাজতান্ত্রিক ...

প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটাইবার দায়ে দারোগাবাবু

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

তাঁহার প্রতিবেশী মোক্তার নবাব হাসানের সহিত নর্দমার জল লইয়া তাঁহার বচসা বাধে, ফলে তিনি নবাব হাসানকে মাটিতে ফেলিয়া প্রহার করায় জনাব হাসানের মৃত্যু ঘটে।

পুলিশ দারোগাবাবুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১৪ই মার্চ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে

('স্বাধীনতার রিপোর্টার')

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আগামী ১৪ই মার্চ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হইয়া ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পরীক্ষা চলিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এবৎসর আনুমানিক ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিবেন; গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার।

বিহারে বন্যার ফলে ক্ষতি

৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট

পাটনা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আজ বিহার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে রাজস্ব সচিব শ্রী কে, বি, সহায় জানান, গত বৎসর বন্যার ফলে মোট ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বন্যা ও অনাবৃষ্টির ফলে প্রায় তিন লক্ষ টন ফসল বিনষ্ট হইয়াছে।

অশোক হলের অন্ধকার বিক্রয় মামলা ...

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট

বোম্বাই, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আজ বোম্বাই-এর অর্থমন্ত্রী ডাঃ মেহতা ১৯৫৫-৫৬ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাহাতে ২২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়। মদ্যপান বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইয়া বাজেট রচনা করা হইয়াছে।

উড়িষ্যা

আজ উড়িষ্যা বিধানসভায় উপস্থাপিত বাজেটে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ঘাটতি দেখানো হয়। অর্থমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ বলেন যে, উন্নয়ন বাবদ সর্ববিধ খাতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। অর্থমন্ত্রী বলেন যে, জমিদারী লোপের ফলে সরকারের হাতে ১২৮৮টি জমিদারী আসিয়াছে। এইগুলি ৫৮টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রধান অফিসারদের দ্বারা পরিচালনা করা হইতেছে। যেখানে এই সকল জমিদারীর জমিদাররা মোট ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ও সেস দিতেন সেখানে সরকারের হাতে আসিয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

বিন্ধ্য প্রদেশের বাজেট

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিন্ধ্য-প্রদেশের অর্থমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রকুমার মানব ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট পেশ করিয়া বলেন যে, মোট ব্যয়ের ...

মধ্য ভারত

বান্দোং সম্মেলনে ১৪টি দেশের আমন্ত্রণ গ্রহণ

জাকার্তা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—এশিয়ার ১৪টি দেশ আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনে যোগ দিবেন বলিয়া সরকারীভাবে জানাইয়াছেন।

এই দেশগুলি হইল—আফগানিস্তান, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরাক, জাপান, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, নেপাল, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

ভারত, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও পাকিস্তান কর্তৃক আহূত এই সম্মেলন শুরু হইবে আগামী ১৭শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দোং-এ।

নয়টি দেশের জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই। উহারা হইতেছেন—মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন, গোল্ড কোস্ট, ইরান, জর্ডান, লাওস, ফিলিপাইন, ...

—রয়টার

একটি দ্বীপ হইতে চিয়াং ফৌজের পলায়ন

অন্যত্র আক্রমণ তীব্রতর করিবার প্রস্তুতি

পাকিস্তান জেলে সতীন সেনের অবস্থা উদ্বেগজনক

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—বর্তমানে পাবনা জেলে বন্দী পাকিস্তানের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীসতীন্দ্র নাথ সেনের সাংঘাতিক ওজন কমিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সেনের উত্তাপ প্রত্যহ বৈকালে বাড়ে এবং তাঁহার গলার পীড়া দেখা দিয়াছে। পাবনার সিভিলসার্জেন আরও ভাল চিকিৎসার জন্য শ্রীযুক্ত সেনকে ঢাকা জেলে পাঠাইবার সুপারিশ করিয়াছেন।

—ইউ-পি

আসন্ন পাক-ভারত আলোচনা

লোকসভায় প্রশ্নোত্তর

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আগামী মাসে পাক-প্রধানমন্ত্রীর সহিত দিল্লীতে যে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কোন নূতন ভিত্তি আছে কিনা সেই বিষয়ে আজ লোকসভায় বার বার প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে প্রশ্ন করা হয় এবং যদি সেইরূপ কোন ভিত্তি না থাকে তবে অবস্থার কি এমন পরিবর্তন ঘটিল যাহার ফলে এই আলোচনা হইবে, এই প্রশ্নও করা হয়।

কোন নূতন ভিত্তি নাই বলিয়া ঘোষণা করিবার পর প্রধানমন্ত্রী জানান যে, অনেক সময় অমীমাংসিত হইলেও সমস্যা রহিয়াই গিয়াছে; এবং "যতদিন সমস্যা থাকিবে ততদিন উহা সমাধানেরও চেষ্টা চলিবে।"

সোবিয়েৎ-ইরান চুক্তি অনুমোদিত

তেহরান, ২৪শে ফেব্রুয়ারি—সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও ইরানের মধ্যে সীমানা এবং আর্থিক প্রশ্নের বিরোধ মীমাংসায় সোবিয়েৎ-ইরান চুক্তি আজ ইরানের মজলিসে অনুমোদিত হইয়াছে।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই দুই দেশের মধ্যে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এই চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে ইরানে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অবস্থানের দরুন পাওনা বাবদ সোবিয়েৎ সরকার ইরানকে এগারো টন সোনা এবং ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার দানের ঘোষণা দেবেন।

আজ মজলিসে আরো একটি বিল পাশ হইয়াছে। এই বিল অনুযায়ী ইরান সরকারকে আমেরিকা হইতে ১৩ কোটি ডলার ঋণ এবং বৃটেন হইতে ১ কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন ঋণ পঁচিশ বছরে এবং বৃটিশ ঋণ পাঁচ বছরে পরিশোধ করিতে হইবে।

—পি, টি আই

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে বোম্বাই বিমান শ্রমিক

বোম্বাই, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—এয়ার কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের বোম্বাই আঞ্চলিক কাউন্সিলের দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনের পর গতরাত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহক পরিষদের নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, এয়ার ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে ইউনিয়নের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, গত মাসে ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশন চেয়ারম্যানে যে চুক্তি হইয়াছে, কর্তৃপক্ষ তাহা ভঙ্গ করিয়া শ্রমিকদের আয় ও সুযোগ-সুবিধার হ্রাস করায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কোন পথ আর তাঁহাদের নিকট খোলা নাই।

সোবিয়েৎ-ইরান ঐক্য সংহত করার আহ্বান

পিকিংএ তিব্বতীয় নববর্ষ উপলক্ষে মাও সে-তুংএর ভোজ

তিব্বতীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দালাই লামা এবং পাঞ্চেন লামা যে ভোজসভার আয়োজন করেন তাহাতে চীনা গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং উপস্থিত ছিলেন। পিকিং বেতারে এই সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভোজ সভায় সমাগত উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান লিউ শাও চী এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ছিলেন।

কয়েদীদের সম্পর্কে নূতন বিল আনয়নের প্রস্তাব

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনে সরকার কয়েদী (পশ্চিম বঙ্গ সংশোধন) বিল নামে একটি বিল আনিতেছেন। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাতের ফলে কয়েদীদের উপর শুভ প্রভাব পড়িতে পারে। ...

নতুন বই!

মনোরঞ্জন রায়ের

দর্শনের ইতিবৃত্ত

(দ্বিতীয় পর্ব)

দ্বিতীয় পর্বটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের এবং দ্বিতীয় অংশে মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে বেকন, দেকার্ত, হব্‌স, লক, স্পিনোজা, লাইবনিৎস, হেগেল, কান্ট, সোপেনহাওয়ার, নীৎসে, বার্গসোঁ, জেমস প্রমুখ প্রখ্যাত দার্শনিকদের মতবাদের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ... দার্শনিকদের মতবাদও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশটি সাধারণ আলোচনা, বিকাশের দুই ধারা, জ্ঞানের প্রকৃত পথ, সত্যের স্বরূপ, নীতি, আইন ও সাম্য এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ... আলোচনা করা হয়েছে।

ডিমাই ৮পেজী, ২২৮ পৃঃ মূল্য ৪।০

প্রাপ্তিস্থান :—

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

BOOKS FROM U. S. S. R.

KARL MARX		
CAPITAL	Vol. 1 ...	2/15/-
ENGELS		
Dialectics of Nature	-	1/4/-
N. F. POTAPOVA		
Russian	Vol. 1 - -	2/-
RALPH FOX		
The Novel and The People		-/12/-
VITALI ZAKRUTKIN		
Floating Stanitsa	-	1/15/-
N. NOSOV		
School Boys (Stalin Price)	-	1/3/-
VICTOR VITKOVICH		
Atour of Soviet Uzbekistan	-	2/3/-

Current Book Distributors
3/2, Madan Street, Calcutta-13

শহরের আবহাওয়া

শনিবার বিকাল পর্যন্ত শহরের আবহাওয়া নিম্নরূপ ছিল :

সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩ ডিগ্রী বেশী) সর্ব্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী (স্বাভাবিক অপেক্ষা ২ ডিগ্রী বেশী) সর্ব্বোচ্চ আর্দ্রতা শতকরা ৯৫ ভাগ, সর্ব্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা ২০ ভাগ।

সোমবার সকাল পর্যন্ত পূর্ব্বাভাষ ; শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া, রাত্রির তাপমাত্রার আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

সভা ও সমাবেশ

খুচরা ফল বিক্রেতাদের জায় জনসভা

আজ বিকাল ৪টায় ময়দানে উক্ত সভা হইবে।

ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনসভা

আজ বিকাল ৫টায় হাজরা পার্কে উক্ত সভা হইবে।

স্বাধীনতার পাঠক ও দরদীদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আজ বিকাল ৫ টায় মোহিনী মিলের পাশের মাঠে হইবে।

স্বাধীনতার পাঠক নন্দনগর, বেলঘরিয়া।

অন্যান্য সভা

'মার্কসবাদ ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা সভা : বেলেঘাটা মার্কসিষ্ট ষ্টাডি ক্লাবের উদ্যোগে আজ সকাল ৮ টায় সভা হইবে। প্রধান বক্তা : অধ্যাপক অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

উত্তর কলিকাতা যুবসংঘ : আজ সকাল ৮টায় দেশবন্ধু পার্কে উক্ত যুব সংঘের ফুটবল খেলা শিক্ষা কোর্স উদ্বোধন হইবে। সভাপতি : প্রফুল্ল কুমার গুহ ক্রীড়া শিক্ষক বীরেন ঘোষ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের ২য় বার্ষিক অধিবেশন : আজ বিকাল ৫টায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য এম-এল-সি ও সাহিত্যিক বহু যোগদান করিবেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিজ্ঞপ্তি

আজ রবিবার জিলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অফিস বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে প্রতি এলাকা হইতে ১লা মার্চের জন্য সংগৃহীত চাল, আলু ও পয়সা অবিলম্বে জমা দিয়া যান।

—সম্পাদিকা

স্বাধীনতার পাঠক ও দরদীদের সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আজ বিকাল ৫টায় ৫৩ বি, গড়চা রোডে (অজয় দাসের বাড়ী) হইবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীউৎপল দত্তের নেতৃত্বে লিটল থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দ এবং গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবেন।

—সম্পাদক, বালীগঞ্জ লোকাল কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ বর্ডি ইউনিয়ন, মহেশতলা শাখার কার্য্যকরী সমিতির এক বর্ধিত সভা : আজ সন্ধ্যা ৬ টায় বালার্জি হাট বর্ডি ইউনিয়ন অফিসে হইবে। মহেশতলা অঞ্চল হইতে বাঁকুড়া সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সভায় তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জানান হইবে। আলোচ্য : বাঁকুড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক কমিটির পুনর্গঠন, বিবিধ। —সম্পাদক, মহেশতলা শাখা।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (পাথিয়া শাখার) বার্ষিক প্রকাশ্য সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

২টায় রাখপুর পল্লীমঙ্গল সমিতির ক্রীড়া প্রাঙ্গণ (ফুট মুক্ত) হইবে।

মহিয়াড়ী স্বাস্থ্য সংঘের দ্বাদশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আজ মহিয়াড়ী (অন্নপূর্ণাতলা) ক্লাব ময়দানে হইবে।

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের বাৎসরিক সাধারণ সভা : আজ বিকাল ৪টায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে হইবে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটির চট্টগ্রাম সম্মিলনীর কর্মপরিষদের জরুরী যুক্ত অধিবেশন : আজ সন্ধ্যা ৬টায় ১০১, হ্যারিসন রোডে হইবে। আলোচ্য : দেশপ্রিয় পার্কে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কর্মসূচী। প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

দঃ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতির পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আজ বিকাল ৩ টায় নেতাজীনগর বিদ্যামন্দিরে সংহতির কাউন্সিল সভ্য ও সভ্যাদের এক সভা হইবে। সম্পাদক, দঃ কঃ শঃ বাঃ সংহতি।

সোনারূপার দর

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি—

সোনা :	খোলার দর	বন্ধের দর
মহীশূর	১৪৮০	১৪৮০
পিওর	—	—
এলিস্ড „	৯৩/০	৯৩৮০
আগাম	৯৩।৴০	৯৩।৴০
গিনি	৫৯৮০	৫৯৮০

রূপা :—

তৈয়ারি (বার)	১৬৫৮০	১৬৫৮০
„ (খুচরা)	১৬৫৮৵০	১৬৫৮৵০
আগাম „	১৬৫৮০	১৬৫৮০

—সোনাপটি বুলিয়ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন।

তুফানগঞ্জ মহকুমায় খাদ্য ও কাজের অভাবে প্রায় একলক্ষ নরনারী বিপন্ন

সরকারী নীতি ও রিলিফ মন্ত্রীর উপেক্ষায় খাদ্য ও কৃষি সংকট

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার দেবেন্দ্র বিজয় সেন কর্ত্তৃক প্রেরিত)

তুফানগঞ্জ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—তুফানগঞ্জের বুভুক্ষু কৃষকরা দশদিন বীরত্বপূর্ণ অবস্থান ধর্ম্মঘটের পর আজ কোচবিহারের পথে অভিযান করিয়া চলিয়াছেন। কংগ্রেসী শাসকরা ক্ষুধিতের দাবি মানাতো দূরের কথা, তাঁহারা দমননীতি শুরু করিয়াছেন।

কোচবিহার জিলার শস্যভাণ্ডার তুফানগঞ্জে লক্ষাধিক মানুষ খাদ্য সঙ্কটের আবর্ত্তে পড়িয়াছেন। তাহারই প্রতিকারের দাবিতে কৃষকরা বাধ্য হইয়াছেন অবস্থান ধর্ম্মঘটের পথ অবলম্বন করিতে।

কোচবিহার জেলার শস্যভাণ্ডার তুফানগঞ্জ মহকুমায় পর পর তিন বৎসর বন্যা ও পোকায় ধান নষ্ট করার ফলে খাদ্য ও কৃষিসংকট দেখা দিয়াছে। এই বৎসর আট আনি ফসল হইয়াছে। ইতিমধ্যে ধানের দর মন প্রতি বার টাকা ও চাউল কুড়ি টাকায় উঠিয়াছে। এই মহকুমায় লক্ষাধিক অধিবাসীর মধ্যে প্রায় সকলেই হইলেন কৃষক, উদ্বাস্তু ও গরীব মধ্যবিত্ত। ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষুধার জ্বালায় নারী-পুরুষ হাহাকার করিতেছেন। মধ্যবিত্ত চাষীরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রিয় চাষের জমি ও হালের গরু মহিষ বিক্রয় করিতেছেন। দুঃস্থদের ঘরে ঘরে মাঝে মাঝে উপবাস অথবা কেবলমাত্র শাকপাতা ও আটা খাইয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। বহু জন গৃহ হইতে মহকুমা ও জেলা হাকিম এবং রিলিফ মন্ত্রীকে সংকট হইতে রক্ষা করার জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও প্রতিকার হয় নাই।

সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তাঁহারা দেশের লোকের নিকট নালিশ জানাইয়াছেন।

অবস্থান ধর্ম্মঘট কেন

তুফানগঞ্জ কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্ম্মঘট করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ মন্ত্রীর নিকট টেষ্ট রিলিফ ও কাজের দাবিতে দুইবারে এক হাজার কৃষক নরনারী গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছেন, রিলিফ মন্ত্রীর নিকট তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী অমিয়া দেবী এই বিষয়ে তার করেন, মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক শ্রীজীবন দে ৩ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ চাহিয়া তার করেন, মহকুমা হাকিম ও কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনারের নিকট বহুবার টেষ্ট রিলিফ, কৃষিঋণ খয়রাতি সাহায্য বণ্টনের ও চাউল, টেষ্ট রিলিফ, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল, ইত্যাদির জন্য কৃষক নরনারী আবেদন করেন। তাঁহারা মন্ত্রী ও জেলার কর্তৃপক্ষকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, পর পর তিনবৎসর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিপন্ন কৃষকদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা ও কৃষিকার্য্যের জন্য উপযুক্ত সাহায্য করা প্রয়োজন। কিন্তু আবেদন নিবেদনে ফল না হওয়ায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া কোর্ট প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

সাংবাদিকদের হাতে গণদরখাস্ত

কলিকাতা হইতে 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার আসিয়াছে শুনিয়া অবস্থান ধর্ম্মঘটকারী কৃষকেরা আমাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। প্রত্যেকেই তাঁহার নিজ নিজ গ্রামের করুণ কাহিনী, দুঃস্থদের দুর্দ্দশা ও অভাব অভিযোগের বিবরণ জানাইতে চান। মহকুমার ১২৬টি গ্রামের প্রত্যেকটি বিবরণ যে ছাপান সম্ভব নয় এই কথা বুঝাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিলাম। সকলের চোখেমুখে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। যাঁহারা লিখিতে জানেন তাঁহাদের গ্রামের খবর লিখিয়া দিতে বলিলে কিন্তু সকলের মধ্যেই অনেকে লিখিত রিপোর্ট, এমন কি কৃষিঋণ, গোঋণ, খয়রাতি সাহায্যের জন্য গণদরখাস্তে সহি দিয়া ও টিপসহি দিয়া আমার হাতে দিলেন। সংবাদিকদের মারফত এই অনুরোধ ও গণদরখাস্ত মারফৎ তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে জানাইয়াছেন।

জমি ও হালের গরু মহিষ বিক্রয়

হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সরকার তাঁহাদের উপযুক্ত কৃষিঋণ ও আউশ বীজ সরবরাহ করিয়া চাষে সাহায্য করিতেছেন না।

অভাবে পড়িয়া কৃষকেরা চাষের জমি পর্য্যন্ত এই বছর ব্যাপকভাবে বিক্রয় করিতেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড জোড়াইকুঠি গ্রামের শ্রীহরকান্ত বর্ম্মন বেচিয়াছেন ৫ বিঘা, শ্রীকেরাকেরু বর্ম্মন ২ বিঘা, বিলসি গ্রামের শ্রীমেঘনাদ বর্ম্মন ৫ বিঘা, ও আরও অনেকে জমি বেচিতে বাধ্য হইয়াছেন। চিলাখানা গ্রামের আদিয়ার কাচুয়া দাসকে ১২ বিঘা জমি হইতে জোতদার উচ্ছেদ করিয়াছেন। অথচ কাচুয়া ১৮ বছর যাবত এই জমিতে চাষ করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে ৬ জন পোষ্য লইয়া তিনি শাকপাতা খাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। এমনি ভাবেই আদিয়াররা উচ্ছেদ হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

খাদ্য ও কৃষিসংকট

তুফানগঞ্জ মহকুমায় পর পর তিন বৎসর যাবত বন্যা, অনাবৃষ্টি ও পোকায় ধান নষ্ট হইতেছে। ইহার স্থায়ী প্রতিকার এবং বন্যাবিধ্বস্ত কৃষকদের আশু পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা ও চাষের কাজে সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু সরকার এই বিষয়ে উদাসীন। সরকারী সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এদিকে এই বৎসর বন্যার ফলে বলরামের আট আনি ফসল হানি হইয়াছে। কালজানি নদীর দুই তীরবর্ত্তী জমিতে বালু পড়িয়া এবছর আবাদ করা যায় নাই। মহিষকুচি এলাকার উৎকৃষ্ট জমিও নষ্ট হইয়াছে। মহকুমা হাকিম আমার সহিত সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, তুফানগঞ্জে ২৫০০ একর, অর্থাৎ ৭৫০০ বিঘা জমির উপর তিন, চার ফুট পর্য্যন্ত বালু পড়িয়াছে ... করিয়া জমি চাষের উপযোগী করার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু কতদিনে মন্ত্রীদের বিবেচনার পালা শেষ হইয়া জমি চাষের উপযোগী করিবার কাজ আরম্ভ হইবে তাহার হদিস পাওয়া গেল না।

বন্যার পরে এই জেলায় দেখা দিয়াছে গোমড়ক। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন গরু কিনিবার জন্য গো-ঋণ। কমপক্ষে ৩০০ শত টাকা না হইলে এক হালের জন্য দুইটি গরু ক্রয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার চাষীদের কৃষিঋণ ও গো ঋণ দিতেছেন না। কৃষকদের ৩৬ হাজার দরখাস্ত মহকুমা হাকিমের নিকট দীর্ঘদিন যাবত পড়িয়া রহিয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে বৃষ্টি নামিলে অর্থাৎ আউশ ধানের বীজ না পাইলে এবছর আর আউশ চাষ হইবে না। চাষীর ঘরে যখন খোরাকী নাই, বীজ রাখার উপায় কোথায়? হাটে ১৫ টাকা দরে কিছু কিছু বীজ পাওয়া গেলেও এত মূল্য দিয়া বিপন্ন চাষীদের বীজ ক্রয় করা অসম্ভব। এদিকে সরকারের নিকট অবিলম্বে আউশ ধানের বীজ সরবরাহের আবেদনে তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই।

চাষীদের গোচারণের জমি নাই, চাষের জমি বালুতে ভরিয়া গিয়াছে। অথচ কোচবিহারের মহারাজার ১৪ হাজার বিঘা জমি পতিত রাখিয়াছেন। আরও কয়েকজন জোতদারের পতিত জমিও পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত জমি স্থানীয় উদ্বাস্তু ও কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিলে তাহারা চাষাবাদ করিয়া বাঁচিতে পারেন এবং জনসাধারণের খাদ্য সঙ্কটের সমাধানে সাহায্য হয়। কিন্তু সরকার এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট।

"অন্ততঃ বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া মরি"

বিষ্ণু বর্ম্মন পরিবেশনে একটি মহিলা বলিলেন, "ঘরে থাকিয়া এইভাবে শুকাইয়া মরিব, না হয় এখানে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া মরিব। তবু বিচার হয় কিনা দেখি। ভানকুমারি গ্রামে তাঁহার বাড়ী। নাম শ্রীমতী সোনা মোহন। দুইটি নাবালক ছেলেকে ভাইয়ের বাড়িতে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বন্যায় তাঁহার বসতভিটা ও পাঁচ বিঘা চাষের জমি নষ্ট হইয়াছে। গ্রামে অধিকাংশ দিন কাজ জোটে না। উপবাসে দিন কাটে। মাঝে মাঝে আটা বা শাক সিদ্ধ করিয়া খান। খয়রাতি সাহায্য ও টেষ্ট রিলিফের দাবি জানাইতে আসিয়াছেন। "দেখি রাজার বিচার হয় কিনা"—বলিলেন পলতো গ্রামের শ্রীমতী বিন্দু বর্ম্মনী, শ্রীমতী বসন্তী দেবী নামে একজন বাস্তুহারা মুসলমান নারীর ২৬ বিঘা জমি ছিল। এখন তিনি চামটা গ্রামে অপরের বাড়ীতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দুর্দশার কথা বলিলেন।

কৃষকেরাও বিপন্ন

কেবল গ্রামের গরীবেরা নয়, সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকেরা পর্য্যন্ত বন্যা ও ফসলহানির ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। মহিষকুচি তালুকে উৎকৃষ্ট চাষের জমি। ঐ তালুকের শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসের প্রায় ৯০ বিঘা চাষের জমি। বন্যার ফলে তাঁহার ৬০ বিঘা জমি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ২৮ বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ দিয়া মাত্র ১মণ পাইয়াছেন, ১০ বিঘা জমিতে আউশ ধানের চাষ দিয়া বন্যার জল হইতে কোনমতে মাত্র ২ মণ ধান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আর বাকি ১২ বিঘা জমিতে পাট চাষ দিয়া মাত্র আধমণ পাট পাইয়াছেন।

বন্যায় বিপন্ন এই কৃষক গত আশ্বিন মাসে মাত্র ২৭৻ ঋণ হিসাবে পাইয়াছেন। অভাবে পড়িয়া গত কার্ত্তিক মাস হইতে একাদশ একে একে একটি গাই গরু, একটি বলদ, হালের দুইটি জোয়াল মহিষ বিক্রয় করিয়া পরিবার পালন করিতেছেন। মহিষকুচি গ্রামের অন্যান্য সম্পন্ন কৃষকেরা এই রূপ বিপন্ন

সরকারী রিলিফের প্রশস্তি ও প্রকৃত ঘটনা

মহকুমা হাকিমের সহিত সাক্ষাৎকারে তিনি সরকারী রিলিফের ফিরিস্তি দিয়া আমাকে বলেন, গত শ্রাবণ মাসে বন্যার পর এযাবত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুফানগঞ্জ মহকুমায় বন্যাপীড়িতদের তুফানগঞ্জ মহকুমায় মোট প্রদত্ত রিলিফ ৬ লক্ষ টাকার বেশী নয়। অথচ মহকুমা হাকিম আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, মহকুমার মোট জনসংখ্যা এক লক্ষের মধ্যে তিনি চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ হাজার নরনারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার হিসাব অনুসারেই মাথা

ট্রাইব্যুনাল চলাকালে তিনশত ছাঁটাই

(স্বাধীনতার সংবাদ)

নৈহাটি, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—চটকল ট্রাইব্যুনাল চলাকালে নৈহাটি জুট মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বে-আইনীভাবে এপর্য্যন্ত প্রায় তিনশত শ্রমিক ছাঁটাই করিয়াছেন বলিয়া নৈহাটি চটকল মজদুর ইউনিয়নের স্থানীয় শাখার সম্পাদক শ্রীকমলা মিত্র বিবৃতিতে অভিযোগ করিয়াছেন।

বিবৃতিতে বলিয়াছেন, জোর টিপ সহি সংগ্রহ করিয়া, কর্ম্মক্ষম শ্রমিকদের 'অক্ষম' বলিয়া, ভয় ও প্রলোভনের সাহায্যে অবসর গ্রহণের দরখাস্ত পেশ করাইয়া-অক্ষম করিয়া প্রভৃতি উপায়ে ছাঁটাই করা হইতেছে। ... ডিপার্টমেন্টে স্থায়ী শ্রমিকের স্থানে বদলী-ওয়ালাদের দ্বারা কাজ করান হইতেছে। এই ব্যাপারে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

শিবিরে নিকোরতে পারি

(৫মের পর)

রেণুকা গাঙ্গুলী বলেন, "থাকেন আমার কলোনীতেই বিধবা, সধবা কুমারী ... অভাবে আশেপাশের ... কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করি।"

... দুঃখ করে বললেন, মা আমাকে যদি ট্রেনিং দিলে আমি টেলিফোন ... করতে পারি।

জীবিকার দাবিতে টালা পার্কে মহিলা সভা

১লা মার্চের সমাবেশে যোগদানের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী : গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে টালা পার্কে মহিলাদের জীবিকার দাবিতে এক জনসভা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শৈবালিনী ঘোষ সভানেতৃত্ব করেন। সভার প্রধান বক্তা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী দেবী মহিলাদের জীবিকার দাবির আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া এই দাবির যৌক্তিকতার কথা বলেন। শ্রীমতী প্রমদা সরকার ও শ্রীমতী রাধু ব্যানার্জি জীবিকার দাবিতে ১লা মার্চ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইবার জন্য আবেদন করেন।

সভায় ১লা মার্চের সমাবেশে যোগদানের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। —নিজস্ব

দঃ কঃ বাস্তুহারা সংহতির আবেদন

দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে ১লা মার্চের মহিলা সমাবেশে বাস্তুহারা মহিলাদের যোগদানের অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তুহারাদের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া বিবৃতিতে বলা হয়, সমাবেশে যোগদানের জন্য প্রায় এক হাজার বস্তুহারা মহিলা আসিবেন। তাঁহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংযুক্ত মহিলা সমিতি বাস্তুহারা সংহতির সাহায্য চাহিয়াছেন। কলোনির প্রত্যেক নরনারীকে চাউল ডাল ও অর্থ সাহায্য দিতে আবেদন করা হইয়াছে। সংগৃহীত দ্রব্যাদি বিজয়গড়ে জমা দিতে বলা হইয়াছে।

ভাটোরা ইউনিয়নে মহিলা সভা

ভাটোরা (হাওড়া), ২৩শে ফেব্রুয়ারী—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি কুলিয়া, গোড়াবেড়িয়া, ঘোরাবতী ও দক্ষিণ ভাটোরায় চারিটি জনসভা হইয়াছে। সভায় মহিলাদের জীবিকার দাবিতে সমাবেশ ও খাদ্য সংগ্রহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা হয়। সভায় প্রস্তুতি সভার দাবি করা হয়। এই ইউনিয়নে খাদ্য সংগ্রহ শুরু হইয়াছে এবং সমাবেশে যোগদানের জন্য মেয়েরা প্রস্তুত হইতেছেন। —সংবাদদাতা

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুতি সভা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১১নং গণপতি দে ষ্ট্রীটে শ্রীমতী পরমেশ্বরী দেব্যার সভানেত্রীত্বে এবং ২৫শে ইটালী এলাকার ইসমাইল ষ্ট্রীটে মহিলাদের সভা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী মধ্য কলিকাতার মদন দত্ত লেনে এবং ১২নং শিবতলা লেনে সভা হইয়াছে। এই সভায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এক শাখা কমিটি গঠন করা হয়। শ্রীমতী মনোরমা সাহা ও শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সভানেত্রী ও সম্পাদিকা এবং শ্রীমতী পুষ্পিতা সাহা ও শ্রীমতী মুকুল বল সহ-সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভায় মহিলাদের মধ্যে ১লা মার্চের সমাবেশে যোগদানের জন্য উৎসাহ দেখা যায়।

মাশিলার শহীদ স্মরণে

১৯৪৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি রবিবার কংগ্রেসী সরকারের গুলিতে মাশিলায় নিহত হন, ফটিক গজুই, সাধন বাগ, গুইরাম মুদী, তারাপদ সর্দ্দার, মন্মথ কয়াল, হিরণ্ময়ী ব্যানার্জী, লক্ষ্মীময়ী, ১৩ বৎসরের নববধূ মনোরমা।

সেইবার ধানের ফলন কম হইয়াছিল, কৃষকরা দাবি করিয়াছিলেন ধানের বদলে টাকায় খাজনা দিব। এই দাবিও কংগ্রেস সরকারের সহ্য হয় নাই। গুলি চালাইয়া তাহারা কৃষকের দাবি স্তব্ধ করিতে চাহিল।

কৃষ্ণনগর জেলা গণনাট্য সম্মেলন

কৃষ্ণনগর, ২১শে ফেব্রুয়ারী—গত ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলা গণনাট্য সংঘের প্রথম জেলা সম্মেলন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ৬৭জন প্রতিনিধি ও ৩০জন শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীতুলসী লাহিড়ী এবং চীন প্রত্যাগত শিল্পী শ্রীক্ষিতীন বসু। সম্মেলনের প্রথমে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে পাকিস্থানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, পাবলিক হলগুলির সংস্কার, অপেশাদারী সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপর প্রমোদকর রদ, ১৮৭৬ সালের নাটক আইন প্রত্যাহার ও অক্ষম এবং দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য দানের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীচিন্ময় ঘোষকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া ১৩ জন সদস্য লইয়া জেলা গণনাট্য সংঘের কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। —নিজস্ব

বালী গণনাট্য সম্মেলন

বালী (হাওড়া), ২৪শে ফেব্রুয়ারী গত ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী বালী গণনাট্য সংঘের পঞ্চবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভানেতৃত্ব করেন শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী। ২০শে ফেব্রুয়ারী দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

—সংবাদদাতা

ফিলিপস্ কারখানার নারী শ্রমিকদের উপর জুলুম

('স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি—ফিলিপস্ কারখানার এসেম্বলি ডিপার্টমেন্টের নারী শ্রমিকদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের জুলুম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি ডিপার্টমেন্টের পাঞ্জাবী কর্ত্তৃপক্ষ নানাভাবে শ্রমিকদের মধ্যে প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াইতেছেন। এই ডিপার্টমেন্টে প্রায় দুইশত নারী শ্রমিক কাজ করেন।

সম্প্রতি উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমিনু পাল ও শ্রীতপতী দাশগুপ্তা নামে দুইজনকে ছাঁটাই করিয়াছেন; কিন্তু চার জন নূতন শ্রমিককে নিয়োগ করিয়াছেন।

একাজে দক্ষ শ্রমিকদের অন্য কাজে দিয়া তাঁহাদের অযোগ্যতার অজুহাতে ... এবং উক্ত শ্রমিকদের কাজ ছাড়িয়া দিবার জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে। এই অযোগ্যতার অজুহাতে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি সাতজন নারী শ্রমিককে সারা দিন ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ঘরে বসাইয়া রাখা হয়, তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত সেদিন হয় না।

সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরি আইনের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া কাজের সময় প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং শ্রমিকদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে।

বেঙ্গল ল্যাম্প শ্রমিকদের সমর্থনে যাদবপুরে ৪০টী কলোনী-ক্লাব প্রতিনিধিদের সভা

কলিকাতা, ১৬শে ফেব্রুয়ারি—দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতির উদ্যোগে বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিকদের সমর্থনে যাদবপুর অঞ্চলের ৪০টি কলোনী, ক্লাব প্রভৃতি গণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রস্তাবে বিশেষ জোর দিয়া বলা হয়, এই কোম্পানিটি বাস্তুহারা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এবং মালিকেরা দেশবাসীর সমর্থনের জোরেই বিলাতী ল্যাম্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া মুনাফা করিতেছে. বাস্তুহারা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করিয়া বেঙ্গল ল্যাম্পের মত একটা জাতীয় শিল্প যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সংগঠনের সমর্থন হারাইবেন।

সভায় এক প্রস্তাবে শ্রমিকদের সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও মালিকের নিকট ছাঁটাই নোটিস ও লক আউট প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্যের জন্য ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্ত্তীকে আহ্বায়ক মনোনীত করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই অঞ্চলের কাউন্সিলার ডাঃ অরবিন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীনৃপেন ব্যানার্জি ও শ্রীপ্রবাস গুহ উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন।

সভায় বেঙ্গল ল্যাম্প ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীমনোমোহন রায় শ্রমিকদের সমস্যা ও কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা এবং লক-আউট ও ছাঁটাই নোটিসের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

—সংবাদদাতা

রবার কারখানায় ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল, মজুরী বৃদ্ধি, পিস-রেট কাজ চালু করা, ওভার টাইমের ডবল মজুরী, বাৎসরিক বোনাস প্রভৃতি দাবিসমূহ ২৭শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে মালিক পক্ষ ফয়সালা না করিলে সেন্ট্রাল রবার ওয়ার্কস এর শ্রমিকেরা ২৮শে ফেব্রুয়ারি হইতে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পটারী ময়দানে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত পুনর্ঘোষণা করা হয়। সরকারী লেবার অফিসার কর্ত্তৃক শ্রমিকদের বক্তব্য শুনিতে অস্বীকৃতি এবং মালিকের সহিত যড়যন্ত্র-মূলক ঐ নিন্দা সভায় করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীজগৎ বসু।

রবার প্রডাক্টস্ শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত

রবার প্রডাক্টস এণ্ড মোল্ডিং কারখানার শ্রমিকদের দাবি দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্রম দপ্তরে পড়িয়া থাকিবার পরও কোন ফয়সালা না হওয়ায় শ্রমিকেরা শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত লইতে বাধ্য হইয়াছেন। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের এক সভায় শ্রীজগৎ বসু ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাহা সমর্থন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী।

কয়লা খনি ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী দপ্তরের পক্ষ হইতে এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, সারা ভারত কয়লা খনি ট্রাইব্যুনালের কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করায় ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইজন্য আজ নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হইল :

(১) শ্রী কে, এন, মজুমদার চেয়ারম্যান। (২) শ্রী এস, পি, চোপরা ... চাটার্ড একাউণ্টান্ট, সদস্য। (৩) শ্রী এ, এস, দাস, মহীশূর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। —ইউ-পি

ব্যাঙ্ক কমিশনের নূতন চেয়ারম্যান নিযুক্ত

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্ক এওয়ার্ড কমিশনের তদন্তের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ভারত সরকার বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি পি, বি গজেন্দ্রগাদকরকে পরলোকগত রাজাধ্যক্ষের স্থলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন।

—ইউ-পি

প্রচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্পোরেশন গঠনের দাবি

নয়াদিল্লী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি—দেশে বেতার ইত্যাদি প্রচার যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কর্পোরেশন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে সরকারের আইন পাস করার দাবি জানাইয়া পি, এস পি সদস্য শ্রীঠাকুর যুগল কিশোর সিংহ আজ লোকসভায় একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন যে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও নিরপেক্ষতার কোনো প্রমাণ দিতে পারে নাই : একটি বিশেষ পার্টির বক্তৃতা কর্ম্মসূচীই তাহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। অন্যান্য পার্টিকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কাজেই এই সকল প্রচার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কর্পোরেশন তৈরি করা আশু প্রয়োজন।

প্রস্তাবের উপর আলোচনা সমাপ্ত হয় নাই। প্রচার ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি কেশকার বলেন যে, তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না।

—পি,টি

স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
ভূস্বর্গ জর্দা
১, হিন্দুস্থান মার্ট
বালিগঞ্জ
ভি, পিতে মাল পাঠাইয়া থাকি

স্বাধীনতা
কলিকাতা—২৭শে ফেব্রুয়ারী '৫৫
রবিবার, ১৫ই ফাল্গুন '৬১

The INDIA'S best Cycle Saddles
HAMARD
HAMARD Saddles are made from the best English Spring Steel and leather specially tanned for tropical countries.
MADE IN INDIA BY—HAMO & SONS
210-1-A/B, Rash Behari Avenue, Calcutta - 29

৯০ মিনিট ও ৩ ব্যাক প্রথায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা উচিত

সোবিয়েৎ ফুটবল দলের নেতা মিঃ মাশকারকিনের ঘোষণা

(স্বাধীনতা'র বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—সোবিয়েৎ ফুটবল দল আজ হায়দরাবাদ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। উক্ত দলের নেতা মিঃ মাশকারকিন সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকালে সময় বলেন যে, ভারতীয় ফুটবল খেলার মান আন্তর্জাতিক মানের সহিত সমতুল্য করিতে হইলে প্রথমেই এখানে ৯০ মিনিট করিয়া খেলার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

ভারতের আবহাওয়ায় ৯০ মিনিট করিয়া খেলা সম্ভব কিনা প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন যে, সোবিয়েৎ খেলোয়াড়গণ ভারতীয় আবহাওয়ার সহিত পরিচিত নহেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা এই অবস্থার মধ্যেও ৯০ মিনিট করিয়া খেলিতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন যে অভ্যাসের মধ্য দিয়া ভারতীয় খেলোয়াড়গণও প্রতিযোগিতায় ৯০ মিনিট করিয়া খেলিতে সক্ষম হইবেন।

মিঃ মাশকারকিন আরও বলেন যে, আমার মতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের তিন ব্যাক প্রথায় খেলা উচিত। কারণ দুই ব্যাক প্রথায় খেলা বিদেশে বহু দিন পূর্বেই বিদায় লইয়াছে। তাই ভারতীয় খেলার উন্নতির জন্য বিলম্ব না করিয়াই এই প্রথা চালু করা প্রয়োজন। তিনি পরিশেষে বলেন যে, সোবিয়েৎ খেলোয়াড়দের ন্যায় ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও আক্রমণভাগের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই ব্যবস্থা সঠিক ভাবে করা সম্ভব হইলে বিপক্ষ দলের আক্রমণগুলি সহজেই ব্যর্থ করা সম্ভব।

সোবিয়েৎ দল ১-০ গোলে বিজয়ী

বোম্বাই, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—ভারতে সফররত সোবিয়েৎ ফুটবল দল আজ মাত্র ১-০ গোলে বোম্বাই রাজ্য দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের খেলায় কোন গোল হয় নাই। —পি, টি

পাকিস্তানের ব্যাটিং বিপর্য্যয়

রামচাঁদ ও প্যাটেলের সাফল্য

করাচী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—আজ হইতে এখানে পাকিস্তান ও ভারতীয় দলের শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলা শুরু হইয়াছে। পাকিস্তান দল প্রথমে ব্যাট শুরু করিয়া বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাহারা মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৩ উইকেটে ৬২, চা-পানের সময় ৫ উইকেটে ১১০ ও দিনের শেষে ৯ উইকেটে ১৬২ রান করিয়াছে।

রামচাঁদ ৫টি, প্যাটেল ৩টি ও কারদার ১টি উইকেট পাইয়াছেন।

স্কোর বোর্ড

হানিফ ক তামানে ব কারদার	২
আলিমুদ্দীন ক তামানে ব রামচাঁদ	৭
ওয়াকার ক উম্রিগড় ব রামচাঁদ	১২
মকসুদ ক তামানে ব রামচাঁদ	২২
ইমতিয়াজ ক রামচাঁদ ব প্যাটেল	৩৭
ওয়াজির ক কারদার ব প্যাটেল	২৩
কারদার ক তামানে ব রামচাঁদ	১৪
সুজাউদ্দীন ক মানকড় ব রামচাঁদ	০
ফজল এল, বি, ডবলিউ ব প্যাটেল	৩
খানমহম্মদ ব্যাটিং	১৩
মামুদ হোসেন ব্যাটিং	১৪
অতিরিক্ত	১৩
মোট ৯ উইকেটে	১৬২

—পি-টি

থঙ্গরাজের হ্যাটট্রিক

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কটক, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজ রাজ্য ফুটবল দল আজ এখানে তাঁহাদের উদ্বোধনী খেলায় সিংহলের সেনা দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের অধিনায়ক থঙ্গরাজ হ্যাটট্রিক করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। বালসুব্রহ্মনিয়ম অপর গোল দুইটি করেন।

মাদ্রাজ রাজ্য ফুটবল দল মোট ১০ দিন সিংহলে অবস্থান করিবেন।

দ্বিতীয় দিনেও খেলা শুরু করা অসম্ভব

সিডনী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—বৃষ্টিপাতের দরুন মাঠ খেলার অনুপযুক্ত থাকায় আজও অষ্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ড দলের শেষ টেষ্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও খেলা শুরু করা সম্ভব হয় নাই।

—রয়টার

শনিবারের হকি খেলার ফলাফল

মোহনবাগান (১০) বি-এন্ড-আর (০) মহঃ স্পোর্টিং (১) ভবানীপুর (০) রেঞ্জার্স (৩) পার্সী (০)

বগুড়ার ছাত্র গ্রেপ্তার

বগুড়া (পূর্ব্ব পাকিস্তান), ২৬শে ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি দুর্গাদাস মুখার্জী নামক এখানকার কলেজের জনৈক ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসের ছাত্রকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। —ইউ-পি

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট
দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কস
প্রোঃ কে, ডি, নন্দী
স্থাপিত—১৯০৫ (Govt. Regd)
মোটর চালনা ও মেরামত শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বিনা খরচায় বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে। আহার স্বতন্ত্র। নিয়মাবলীর জন্য প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করুন বা সাক্ষাৎ করুন।
১৩, ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১
ফোন: সিটি-৩৯০০।

সম্পাদক-শ্রীসন্তোষকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক ৩৩, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট, কলি-১৬ গণশক্তি প্রিন্টার্স লিঃ হইতে মুদ্রিত ও ঐ ঠিকানায় "স্বাধীনতা" অফিস হইতে প্রকাশিত।

ভারত-সোবিয়েৎ মৈত্রী সপ্তাহ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তাবে এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।

সভাপতির বক্তৃতা

গত ৩৭ বৎসরে সোবিয়েৎ দেশে আশ্চর্য্য রূপান্তরের বর্ণনা দিয়া সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, এই রূপান্তর আজ বিশ্ববাসীর নিকট প্রত্যক্ষ। এই রূপান্তরের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক নেতারা। সোবিয়েতের সঙ্গে তাঁহারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যে-এশীয় রিপাবলিকগুলি জারের আমলে পশ্চাদপদতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত; শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির আশ্চর্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সোবিয়েৎ সফরের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সোবিয়েৎ দেশে শিক্ষার বিপুল আয়োজন দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রহিয়াছে "রাশিয়ার চিঠি"র ছত্রে ছত্রে।

তিনি বলেন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ভারত এশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চক্রান্ত গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু সোবিয়েৎ, চীন, ভারত ও অন্যান্য এশিয়ার মৈত্রী এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করিবে। সাম্রাজ্যবাদ যে ফাঁদ তৈরি করিতেছে, তাহাতে নিজেই জড়াইয়া পড়িবে।

আজই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সোবিয়েৎ রাশিয়ার শ্রমিক নরনারীর জীবন সম্পর্কে যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবার কথা ছিল, অনিবার্য কারণে তাহা আজ হইতে পারে নাই। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন জানান, প্রদর্শনীটি দুই একদিনের মধ্যেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উদ্বোধন করা হইবে।

গত প্রদেশব্যাপী সম্মেলনে আগামী বৎসরের জন্য ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি ও ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গণনাট্যসংঘ, শ্রীসুচিত্রা দেব, শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী দেব, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী, শ্রীনির্মল চৌধুরী; শ্রীমতী ঘোষ, শ্রীমতী গীতা ঘটক অংশগ্রহণ করেন।

খাদ্য 'কর্ম্মচারীদের দাবী

১ম পৃষ্ঠার পর

হইতে হইবে; গ্রাচুইটির কথা কিছু বলা যায় না; বর্তমান বেতন, কাজের 'স্থায়িত্ব' ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সরকার কিছুই বলিতে পারেন না, ছাঁটাই সম্পর্কে আইন সভায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার বেশী কিছু সরকার বলিবেন না; সমিতিকে স্বীকার করা হইবে না।

কর্মচারীদের দাবিসমূহ এইরূপ সরাসরি নাকচ করিয়া দিয়া খাদ্যমন্ত্রী কর্মচারীদের সভা-মিছিল, হৈ চৈ না করিবার উপদেশ দেন এবং আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে তাঁহার সরকার প্রস্তুত - ইহা বলিয়া কর্মচারীদের হুমকী দিতেও চেষ্টা করেন।

অতঃপর সমর সেন সভায় শ্রীবিমান মিত্র খাদ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের উপরিউক্ত বিবরণ পেশ করিয়া বলেন, ২৫শে ফেব্রুয়ারীর আইনসভা অভিযান এই মন্ত্রীদের দ্বারা করিয়াছিল সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। খাদ্যমন্ত্রী আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া এবং হুমকী প্রদর্শন করিয়া বিক্ষুব্ধ কর্মচারীদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী হওয়ার পথই প্রশস্ত করিয়াছেন।

প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের নিকট অবশ্য রাইটার্সে খাদ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অন্য একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, মোট ১৮ হাজার কর্মচারীর মধ্যে ১২ হাজার কর্মচারীকে সরকার 'বাড়তি' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৬ হাজারের বিকল্প কাজ দেওয়া হইয়াছে (ইউনিয়নের মতে ইহাদের অনেককে অবশ্য কাজ দিয়া ছাঁটাই করা হইয়াছে)। অবশিষ্টের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার জনকে আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে বিকল্প কাজ দেওয়া হইবে (প্রতিনিধি দলের নিকট অবশ্য খাদ্যমন্ত্রী ইহা বলেন নাই); ইহার পর যে কর্মচারীরা অবশিষ্ট থাকিবেন (২ই হাজার), তাঁহাদের কোন ব্যবস্থা এখন সরকার করিতে পারিতেছেন না, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই সম্পর্কে আবেদন জানান হইতেছে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, যাহাদের ছাঁটাই করা হইবে তাঁহাদের কিছু গ্রাচুইটি দেওয়া হইবে। ... সরকার এখনও 'বাড়তি' বলিয়া ঘোষণা করেন নাই উহাদের কি পরিণতি হইবে, তাহা অবশ্য খাদ্যমন্ত্রী জানান না।

শ্রীরঙ্গমে নাট্যকের প্রযোজনায় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মোকাবিলা
পরিচালনা—রায়
৪ঠা, ১১ই, ১৮ই ও ২৫শে মার্চ
(প্রতি শুক্রবার ৬॥ টায়)
৩।০, ২।০, ১।০, ॥০, ১১
১লা মার্চ থেকে শ্রীরঙ্গমে অগ্রিম টিকিট কিনুন।

নিউ পার্ক, ইটালী পোলাটী জংশন
ফোন—
অদ্য এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টায়
উদয়শঙ্করের
নবতম অবদান
রামলীলা
ছায়ানৃত্য
টিকিট প্রাপ্তিস্থান:—
বসুশ্রী সিনেমা
(রূপম সিনেমার পূর্বে)
নিউ পার্ক—সন্ধ্যা ৭টা
U. S. I. S.

ভারতীয় গণনাট্য 'সংঘের'
পুটিয়ারী শাখার ১ম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা শাখার যুগান্তকারী অবিস্মরণীয় যাত্রাভিনয়
রাহুমুক্ত
ও তৎসহ
পল্লীগীতির আসর
নির্মল চৌধুরী, বাদল ধর, প্রীতি ব্যানার্জি, অমর রায়, অনল চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় বসু
স্থান: পুটিয়ারী, ব্যানার্জিপাড়া রোড, কলিঃ ৮
৫ই মার্চ: শনিবার, রাত্রি ৮টায়
প্রবেশপত্রের জন্য পুটিয়ারী সাধারণ পাঠাগারে যোগাযোগ করুন

মাতৃত্ব-বোধে মহীয়সী নিঃসন্তান নারীর করুণ কাহিনী!

সন্ধ্যারাণী
প্রণতি ঘোষ
ছায়াদেবী
জহর গাঙ্গুলী
ছবি বিশ্বাস
অসিত বরণ
মাঃ স্বপন
অভিনীত
ক্ষিতীশ রায়
প্রযোজিত
পরিচালনা কমল গাঙ্গুলী
পরিবেশনা মোহিনী পিকচার্স
দত্তক
বসুশ্রী ও বীণা ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে
মুক্তি সমাসন্ন

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সফল স্বপ্ন - - -
খনা-গার্গীর উত্তর-সাধিকা—এ!
এম, পি'র নতুন সৃষ্টি
অনুপমা
পরিচালনা: অগ্রদূত :: সুর: অনুপম ঘটক
সমারোহে চলছে উত্তরা ০ পূরবী ০ উজ্জ্বলায় সর্বত্র ২", ৫॥, ৮টা
আলোছায়া ০ অজন্তা ০ আসাত্রী ০ মায়াপুরী ০ মীনা ০ মৈত্রী ০ মানসী

মিনার্ভা
প্রত্যহ—৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়
অগ্রিম টিকিট ক্রয় করুন!
সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ছায়াছবি!
বছরের শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃত!!

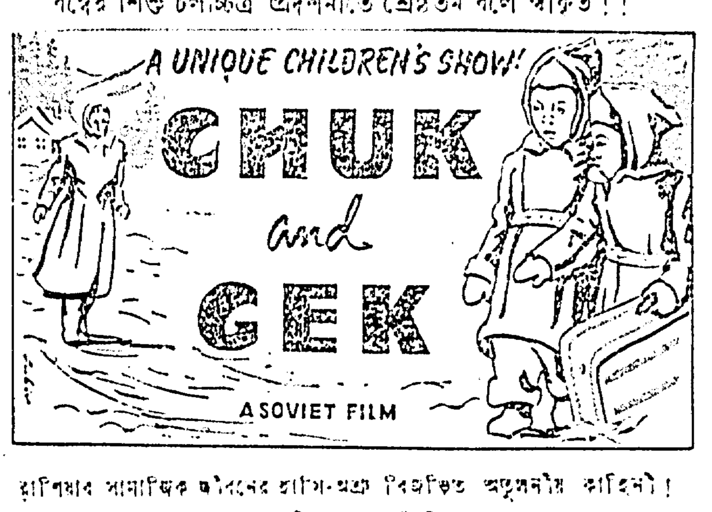

দর্শকদের প্রশংসায় মুখরিত!
কাহিনীর বলিষ্ঠতায়, চরিত্রের সুনিপুণ চিত্রণে, ঘটনার বিন্যাসে, সুরের মাধুর্যে একটি অনুপম চিত্র নিবেদন
সমগ্র পরিবারের দর্শনযোগ্য বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক চিত্র........

একযোগে প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টায়
জনতা : পূর্ণ : চিত্রা : : গ্রেস : ক্রাউন : দীপ্তি

Soviet Lit

Soviet Literature

No. 11 1956

Special Features :

- For Literature of Thought and Action
- Some Recent Soviet Studies in Literature
- The Literature of Modern Egypt.

Price 10as

National Book Agency (Private) Ltd.

12 College Sq.—Calcutta-12

Branch : 3/2, Madan St. Cal.-13

স্বাধীনতা

SWADHINATA

Regd. No. C. 3686

Phone :: 24 - 1847

Address :

33, Alimuddin Street, Cal-16

China Pictorial

November 1956

Special Features :

- The Splendours of the Potala Palace
- Commemorating World Cultural Figures
- Women Workers' Hostel

Price 6as

National Book Agency (Private) Ltd.

12 College Sq.—Calcutta-12

Branch : 3/2, Madan St. Cal.-13

নবপর্য্যায়—৬ষ্ঠবর্ষ—৩৬৭তম সংখ্যা
দ্বাদশ বর্ষ—৫২৩ম সংখ্যা

কলিকাতা—১৫ই ফেব্রুয়ারী '৫৭ : শুক্রবার, ৩রা ফাল্গুন '৬৩ Calcutta 15th February '57 মফঃস্বল—১৬ই ফেব্রুয়ারী '৫৭ : শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন '৬৩ মূল্য—ভারতে ও পাকিস্তানে : ছয় পয়সা; বিমানডাকে অতিরিক্ত : দুই পয়সা

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নিকট লিখিত গান্ধীজীর চাঞ্চল্যকর পত্রের মূল লিপি প্রকাশ

পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভায় মারোয়াড়া ধনকুবের গ্রহণের জন্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের চাপ

অতুল্য ঘোষের চ্যালেঞ্জের জবাবে দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন

নয়াদিল্লী, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর সেই পত্রের মূল লিপি পেশ করিয়াছেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারি তমলুকের জনসভায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহার মন্ত্রিত্বচ্যুতির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর যে পত্রখানির উল্লেখ করেন তাহা সমগ্র দেশে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ডাঃ ঘোষকে মিথ্যা ভাষণের অপবাদ দিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ গত ১০ই ফেব্রুয়ারি বর্দ্ধমানের জনসভায় এই চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছিলেন যে, ডাঃ ঘোষ তাঁহার বক্তব্যের সত্যতা যদি প্রমাণিত করিতে পারেন তবে সুতাহাটা ও বর্দ্ধমান হইতে কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রত্যাহার করা হইবে।

এই চ্যালেঞ্জের জবাবেই আজ পশ্চিম বঙ্গ প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর উক্ত পত্রখানির মূল লিপি সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউ-পি-আই জানাইতেছে যে, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন গান্ধীজী তাঁহাকে এই চিঠিখানি লেখেন। চিঠিখানি হিন্দীতে লেখা। উহার বাংলাতর্জ্জমা এইরূপ :

"সর্দ্দার (বল্লভভাই প্যাটেল) এই মর্ম্মে একটি বার্তা (পয়গম) পাঠাইয়াছেন যে, একজন মারোয়াড়ীকে, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা অথবা খৈতানকে আপনার মন্ত্রিসভায় লইতে হইবে। আমার মনে হয়, ইহা করা ঠিকই হইবে এবং না করা বেঠিক হইবে।"

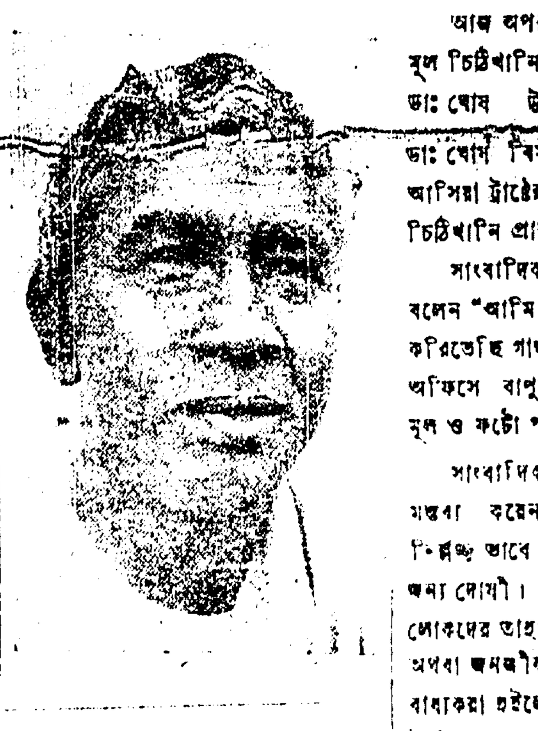

আজ অপরাহ্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মূল চিঠিখানি পেশ করিবার পর ডাঃ ঘোষ উহা গান্ধীস্মারকনিধির ... ডাঃ ঘোষ বিমানঘাঁটি হইতে সরাসরিভাবে আসিয়া ট্রাষ্টের আফিস হইতে মূল চিঠিখানি প্রাপ্ত হ'ন।

সাংবাদিকদের নিকট ডাঃ ঘোষ ... মূল ও কটো পাইয়াছি।"

সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ ঘোষ মন্তব্য করেন : "শ্রীঅতুল্য ঘোষ ... ভাবে একটি মিথ্যা প্রচারের জন্য দোষী। শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত লোকদের তাহাদের পদ্ধতি পরিবর্ত্তনে অথবা জনজীবন হইতে বিদায় গ্রহণে বাধ্য করা হইলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া নির্ম্মল হইবে।"

ডাঃ ঘোষ বলেন, চিঠিটি পাইবার পর তিনি তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীকে জানান যে এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি কাজ করিতে অক্ষম, সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিতে চাহেন।

ডাঃ ঘোষ আরো বলেন যে, তিনি কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহকে চিঠিটির ফটো প্রদান করিবেন।

জাতিসংঘে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া শ্রীনেহরু ভুল করিয়াছেন

কংগ্রেসী নির্বাচনী প্রচারে কাশ্মীরের সমস্যা ব্যবহার করা অন্যায়

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রজা সোশ্যালিষ্ট নেতা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের ঘোষণা

নয়াদিল্লী, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যাকে কংগ্রেস পার্টির নির্ব্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা শ্রীনেহরুর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। জাতিসংঘে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া গিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন।

শ্রী ঘোষ বলেন, "কাশ্মীর জাতীয় ঘটনা এবং সমস্ত পার্টিই এই ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেন। শ্রীনেহরু কাশ্মীর সমস্যাকে নির্ব্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত।"

কাশ্মীর সমস্যাকে যে ভাবে দেখা হইতেছে তাহার সমালোচনা করিয়া ... এই কাজ শেষ না করিয়া এবং কাশ্মীরকে ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে না দেখিয়া শ্রীনেহরু ইহাকে জাতি সংঘে লইয়া গিয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যে কাজ সম্পূর্ণ হইত সেই কাজ তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। —পি-টি

নির্বাচনের আগে চাউল চাই

[স্বাধীনতার রিপোর্টার]

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, কলিকাতায় চাউলের দরের দ্রুত বৃদ্ধি কিছুটা পরিমাণ রোধ করার জন্য এক হাজার ... মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি আলোচনায় বলিয়াছেন যে নির্বাচনের পূর্ব্বেই যেন এই চাউল পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে উল্লিখিত পরিমাণ চাউল শহরের প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য এবং বাজার দরের উপর ইহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

কাশ্মীর লইয়া নূতন ইঙ্গ-মার্কিন চাপ

জাতিসংঘের সভাপতিকে মধ্যস্থ খাড়া করিবার ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রস্তাব সহ মিঃ জারিংকে ভারত ও পাকিস্তানে প্রেরণের পরিকল্পনা

নিউইয়র্ক, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—কাশ্মীর সমস্যাটিকে "সহজতর" করিবার চেষ্টায় ভারত ও পাক দুই প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনার্থে নিরাপত্তা পরিষদের এই মাসের সুইডিশ সভাপতি মিঃ গানার জারিংকে অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তানে প্রেরণের জন্য একটি পরিকল্পনার কথা ইঙ্গ-মার্কিন মহল চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জাতিসংঘের কূটনৈতিক মহল আজ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে পূর্ব্বে গৃহীত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটির মৌলিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত অপর একটি প্রস্তাব সহ মিঃ জারিংকে ভারত ও পাকিস্তানে পাঠাইবার পরিকল্পিত প্রস্তাবটির খসড়া নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নিকট বিলি করা হইতেছে বলিয়া ওয়াকেবহাল জানাইয়াছেন।

[৪র্থ পৃঃ ৩য় কলমে]

কেরালা নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ত্রিবান্দ্রম, ১২ই ফেব্রুয়ারী—কেরালার আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রধান তিনটি দল, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও পি-এস-পি'র মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। এই রাজ্যে ১২৬টি আসনের মধ্যে একটিতে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

বাকি ১২৫টি আসনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ১০১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন ও অন্যান্য কেন্দ্রে ১৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে তাহারা সমর্থন করিবেন।

প্রজা-সোশ্যালিস্ট পার্টি নির্ব্বাচন ...

—পি, টি, আই

আসামে ডাক-তার ধর্ম্মঘট অব্যাহত

গৌহাটী, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—আসাম অঞ্চলের ডাক-তার ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার সম্পর্কে ফেডারেশনের নির্দ্দেশ বলিয়া বর্ণিত সংবাদ অনুযায়ী আসাম, মণিপুর এবং নেফায় ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হইবে না বলিয়া আসামের ডাক-তার ইউনিয়নের সংগ্রাম কমিটি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। আজ ধর্ম্মঘটের তৃতীয় দিন। ইতিমধ্যে ধর্ম্মঘট ত্রিপুরায়ও বিস্তারলাভ করিয়াছে।

... কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, ফেডারেশনের নিকট প্রেরিত সংশোধিত পত্রে কেবলমাত্র আলাপ আলোচনা করিতে বলা হয়, কোন সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে বলা হয় না। সুতরাং দাবি স্বীকৃত ...

[৪র্থ পৃঃ ২য় কলমে দেখুন]

পশ্চিম বঙ্গের সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা

ডাক-তার কর্ম্মীদের প্রতীক ধর্ম্মঘট

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

সারা ভারত টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্মচারী ইউনিয়ন [তৃতীয় শ্রেণী] এর পক্ষ হইতে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ডাক ও তার বিভাগের আসাম সার্কেলের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের মূলদাবি, আসাম ক্ষতিপূরণ ভাতার জন্য যে ধর্ম্মঘট করিতেছেন তাহার প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সহকর্ম্মীগণ সহানুভূতি জানাইয়াছেন। পূর্ণ সমর্থন হিসাবে আজ হইতে ৩ দিনের জন্য স্তরে স্তরে পশ্চিমবঙ্গের ডাক-তার কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিতেছেন।

আজ প্রথম স্তর হিসাবে ১০ মিনিটের জন্য যে কর্ম্মচারীগণ অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ডাক-তার বিভাগের সি টি ও র টেলিগ্রাফ ট্রাফিক ষ্টাফ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মচারী এই ধর্ম্মঘটে যোগ ...

শিয়ালদহে উদ্বাস্তুদের অবস্থা

শঙ্কর প্রসাদ মিত্র কর্তৃক কিছু করিতে অসম্মতি

('স্বাধীনতার' রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—শিয়ালদহের ট্রাম ডিপোর খোলা মাঠে অবস্থানরত পাঁচশতাধিক উদ্বাস্তু ...

শহরে কলেরা ও বসন্ত

আলজেরিয়ার প্রশ্নে বিভক্ত দুনিয়া

আফ্রেশীয়-সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমীরা

নিউইয়র্ক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—আফ্রেশীয় ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পশ্চিমী শক্তিগুলি জাতিসংঘের আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বানচাল করিয়া দিয়াছে।

বিষয়টিকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ধামাচাপা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত যে লাটিন আমেরিকা-ইতালীর প্রস্তাবটি ফ্রান্সের মতে "সবচেয়ে কম না গ্রহণযোগ্য" ছিল তাহা অবশ্য রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে।

ফ্রান্স আলজেরিয়ার রক্তক্ষয় বন্ধ করিবার "চেষ্টা" করিবে বলিয়া "আশা" প্রকাশ করিয়া ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও জাপান আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথাটিও উল্লেখ না করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহাও কমিটিতে পাস হইলেও সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইবার উপযোগী দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পায় নাই।

আফ্রেশীয় প্রস্তাবটির মুখবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ যথাক্রমে ৩১-২৬ [৭ জন ভোটদানে বিরত] এবং ৩৬-২১ [১৪ ...] ... সদস্য-দেশ লইয়া গঠিত ... উপস্থাপিত এই প্রস্তাবের কার্য্যনির্ব্বাহক অংশ দুইটি যথাক্রমে ৩৭-৩০ (১০ জন ভোট দানে বিরত) ও ৩৪-৩৩ (১ জন ভোট দানে বিরত) ভোটে পরাস্ত হইয়া যায়। আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগের কামনা স্বীকার করিবার এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা শুরু করিবার আহ্বান ছিল প্রস্তাবের কার্য্যনির্ব্বাহক অংশ দুইটিতে। —রয়টার।

হংকংএ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৩৯ জন নিহত

হংকং, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—হংকংএর প্রচণ্ডতম অগ্নিকাণ্ডে আজ শিশু ও নারী সমেত ৩৯ জন লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে। চারখানা চারতলা বাড়ি পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে।

আরো ৪১ জন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। —রয়টার

ঘটনা ও রটনা

[স্বাধীনতার রিপোর্টার]

বর্দ্ধমান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রী অতুল্য ঘোষ বর্দ্ধমান টাউন হল প্রাঙ্গণে যে নির্ব্বাচনী সভা করেন তাহাতে প্রায় পাঁচ হাজার নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যুগান্তরের রিপোর্টে সেই সভাকে 'পঞ্চাশ সহস্রাধিক নাগরিকের সভা' বলিয়া যে বিবরণ প্রকাশিত ... স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গেল। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন যে সরকারী আদমসুমারী রিপোর্টে বর্দ্ধমান শহরের লোকসংখ্যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ ৭০ হাজার ৩ শত ১৬ জন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বহরমপুরেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরূপ একটি সভায় 'প্রায় একলক্ষ লোকের বিরাট জনসমাবেশ' হইয়াছে বলিয়া 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৪র্থ পৃঃ ৪র্থ কলমে দেখুন]

নয় বৎসর কংগ্রেসী শাসনে যক্ষ্মার দুরন্ত প্রসার

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

ছোট্ট এক টুকরা সংবাদ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রের এক নগণ্য কোণে নিতান্ত সঙ্গোপনে প্রকাশিত হইয়াছিল : বলাই দাস নামে আনুমানিক ২০ বৎসর বয়স্ক এক যুবক ৩রা ফেব্রুয়ারি হ্যারিসন রোডে এক রেস্তোরায় গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে।

সংবাদটি ছোট হইলেও উহার পিছনে যে করুণ কাহিনী লুক্কায়িত উহা নিতান্ত জটিল ও বিরাট ব্যাপ্তি সম্পন্ন। দীর্ঘকাল দুরন্ত যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল এই যুবক।

যে দুরন্ত রোগের তাড়নায় যুবকটি আত্মহত্যা করে, তাহারই করাল কবলে কংগ্রেস শাসিত পশ্চিম বাংলা কি নির্ম্মম শোচনীয় পরিস্থিতি তাহা নিম্নের তথ্যটি হইতে বোঝা যাইবে গত সেপ্টেম্বর মাসে বিশিষ্ট যক্ষ্মা চিকিৎসক ডাঃ এ, সি উকিলের বিবৃতি হইতে। তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও সারা পশ্চিমবঙ্গে দুইলক্ষ নরনারী যক্ষ্মায় ভুগিতেছেন এবং সরকারী হিসাব অনুসারেই ১৯৫৪ সালে যক্ষ্মা ও অন্যান্য ফুসফুসের রোগে ৩৪,২৭৬ জন নরনারীর মৃত্যু হয়।

নয় বৎসরের উপর হইল, কংগ্রেস দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আমলে জনস্বাস্থ্যের কি "বিরাট অগ্রগতি" ঘটিয়াছে, সেই ...

[৪র্থ পৃঃ ৩য় কলমে]

বক্সি গোলাম মহম্মদ কালকাতা আসিতেছেন

... —পিটি

ত্রিপুরার প্রায়শ্চিত্ত !

কাঁথী, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—আজ এখানে এক নির্ব্বাচনী সভায় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে একটির নামকরণ হইবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নামে। —পি টি

স্মরণ থাকিতে পারে জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের পূর্ব্বে কলিকাতায় এ আই সি সির যে বৈঠক হয় তাহাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ... বাপারে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিশেষ ...

শেপিলভের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি— ...

ভারতবর্ষ

...

[৪র্থ পৃঃ ৫ম কলমে]

বড়ুয়া বেকারীর
সেমি অটোমেটিক মেশিনে প্রস্তুত
কেক ও রুটী

"ব্যক্তি ও জাতির সমান অধিকারের নীতি আজ কর্দ্দমে পদদলিত,……বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা ধূলায় নিক্ষিপ্ত। কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি আপনারা যদি জনসাধারণের অধিকাংশকে আপনাদের পাশে সমবেত করিতে চান, তবে এই পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আপনাদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। এই পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলিবার আর কেহ নাই।"

—জে, স্তালিন

স্বাধীনতা

শুক্রবার, ৩রা ফাল্গুন

সাম্রাজ্যবাদী "শুভেচ্ছার" মুখ চাহিয়া?

শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্রনীতি কার্যক্রমের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সম্পূর্ণত পঞ্চশীল ও বান্দুং সম্মেলনের আদর্শানুগামী হইলে, মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার বিরুদ্ধে উদ্যত এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অনুষ্ঠিত …

… করিয়াছেন। কিন্তু, এশিয়ায় হালের কতকগুলি ঘটনায় ভারত সরকারের বাস্তব পঞ্চশীল ও সারা-এশীয় সমষ্টিগত শান্তির পরিপূরক হয় নাই। মালয়ে ও কেনিয়ায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুদ্ধের প্রশ্নে ভারত সরকারের নীরবতা বহুকালের হইলেও বিপজ্জনকভাবে সমালোচনীয় বটে। মিশরে পশ্চিম এশিয়ার বিরুদ্ধে উদ্যত আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার সম্পর্কে শ্রীনেহরু ভয়ানক মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। শেষপর্য্যন্ত, ইসরায়েলের শর্ত মানিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংযুক্ত একত্রে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাবের অংশীদার হইয়া শ্রীনেহরু দেশবাসীর মনে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছেন। মালয় ও কেনিয়ার যুদ্ধ, আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা, মিশরে ইসরায়েলী দখলের সুযোগে বহুমুখী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দাবদাহ—ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা এবং সবগুলি মিলিয়া পঞ্চশীল, আফ্রো-এশীয় (বান্দুং) ঘোষণা এবং এশিয়ার সমষ্টিগত শান্তিব্যবস্থার আশা সুদূরপরাহত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। তাই, ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ করিতে সক্রিয় না হইয়া শুধু কথার-কথায় পর্য্যবসিত হইয়া যাহাতে ভারতের আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদাও ক্ষুন্ন করিতে না পারে, তাহার জন্য দেশবাসীর সক্রিয় হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। হালের কয়েকটি ঘটনায় শ্রী নেহরুর পররাষ্ট্র নীতি ভারতাভিমুখী না হইয়া মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী "শুভেচ্ছার" মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা জরুরী কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন-বৃটিশ সরকারের কাছে "সুনাম নষ্ট হইবার" ভয়ে শ্রীনেহরু দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ। তাই …

নির্ব্বাচনী আসর

এই চারজন কারা?

—দেশভক্ত

কলকাতার চার জনপ্রতিনিধি দিল্লীর পার্লামেন্টে যাবেন। কলকাতা মহানগরীর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠভূমি এই কলকাতার দিকে দুনিয়ার লোক সপ্রশংসনে তাকিয়ে থাকে। কংগ্রেস এবার যে ৪ জন লোকসভার প্রার্থী দিয়েছেন তাতে কলকাতার নাগরিকদের শুধু অবমাননা ই করা হয়েছে। কথাগুলি কেন বলছি তা নীচের বক্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবেন। এই চার জনকে চিনে রাখা দরকার। এঁরাই হবেন পশ্চিমবাংলার রাজধানীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি—অবশ্য কংগ্রেসের মতে। পাশাপাশি মিলিয়ে দেখবেন বামপন্থী ৪ জন প্রার্থীকে—এঁদের পরিচয় আপনারা জানেন। চারজন কংগ্রেসের "দেশপ্রেমিক" প্রার্থীর পরিচয়। একবার দিন।

থাকেন। এলাহাবাদ ও রাঁচিতেও খাস হুকুমে করে বাড়ী আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে গতবার কংগ্রেসের স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও পরিচয় নেই। তবে এঁর একটু আছে, যে ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক শ্রমবিরোধ মামলায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছেন। …

শ্রীযুক্ত সান্যাল

…

দত্ত মশাই

…

সেন সাহেব

…

চৌধুরীজী

…

দুইজন মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৬৮ লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ

(স্বাধীনতা'র রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—আজ কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ লক্ষ্মী জুট মিলের ডিরেক্টার শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষে এবং আরেকজন অন্যতম ব্যবসায়ী শ্রীসুন্দরচরণ ঝুনঝুনওয়ালাকে কলিকাতার একটি বৃটিশ ব্যাঙ্ককে ৬৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদ্বয়কে হাজির করা হইলে তাহাদের পাঁচ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

অভিযোগের বিবরণে জানা গেল যে, অভিযুক্ত শ্রীঘোষে ও শ্রীঝুনঝুনওয়ালা ব্যাঙ্কে উল্লিখিত পরিমাণ টাকার জন্য পৃথকভাবে যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ টাকা ও ৩২ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার …

সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী

[স্বাধীনতার রিপোর্টার]

অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেটেলমেণ্ট বিভাগটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। গত ৭০ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি অস্থায়ী। যেকোনও মুহূর্তে, পথে দাঁড়াইবার একটা ভয়ে অস্থ এই বিভাগের হাজার হাজার কর্মীর সুদীর্ঘ চাকরি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বিবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী পরিকল্পিত কুখ্যাত 'স্ট্যাণ্ডার্ড রুল' এখনও কায়েম রাখা হইয়াছে। … সেটেলমেণ্ট কর্মীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছেন।

নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ

সেটেলমেণ্ট কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ তেরো জন এম, এল, এ এবং শ্রীসত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, শ্রী এম, পি চ্যাটার্জি, শ্রীহীরেন মুখার্জি প্রমুখ কয়জন লোকসভা সদস্য এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, এই বিভাগে বিশেষ করিয়া যেসব ঘটনা ঘটিতেছে…সে সম্পর্কে আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিতে পারিনা; পরিস্থিতির অবনতি ঘটিবার পূর্বেই কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইবার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।

বংগ্রেসী পক্ষের উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা

গত সপ্তাহে বরাহনগরে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে জনসভা শুরু হয়। রামকৃষ্ণ মিশন মাঠের সভায় কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীবিজয় সিংহ নাহার কমিউনিস্টদের ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা ও অশ্লীল গালিগালাজ বর্ষণের মধ্যদিয়া নির্বাচনী প্রচারের অভিযান শুরু করেন। কালিতলা মাঠের সভায় কংগ্রেস-নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র … সম্মিলিত বামপন্থী প্রার্থী শ্রীজ্যোতি বসু সম্পর্কে অশ্লীল উক্তি করেন এবং কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের রাস্তার উপরে চাবুক মারার হুমকি দেখান। … প্রার্থী শ্রীকানাইলাল ঢোলকে ভোট দেবার আবেদন জানান। উল্লেখযোগ্য যে, এইসব সভায় কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকানাই ঢোল নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অশ্রাব্য গালিগালাজে সভার শ্রোতারা বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় এই সভাগুলিতে শান্তি বজায় থাকে।

কংগ্রেসের প্রচার থেকে মনে হয় যে কংগ্রেস আদর্শের কথা বলে এই কেন্দ্রে ভোট পাওয়া যাবে না আশংকা করে কংগ্রেস নেতৃত্বে গুণ্ডা ও গালিগালাজ এবং গুণ্ডামী দ্বারাই নির্বাচনে জয়ী হইবার পরিকল্পনা করছেন।

ইতি
এস, ব্যানার্জি
বরানগর

জনৈক ভোটারের আবেদন

… পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের বীভৎস মূর্তিগুলির কথা মনে হলে এখনও শরীর ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তারপর মনে পড়ে শিক্ষকদের বাস্তুভিটার আন্দোলন ও সাংবাদিকদের উপর বর্বরোচিত পুলিশী জুলুম। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা নেই। তার সংগেই মনে পড়ে ট্রাম আন্দোলনের কথা এবং বাংলার জনগণের কাছে কংগ্রেস সরকার ও তার পোষা বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর চরম ও শোচনীয় পরাজয়। সর্বশেষে বাংলার অঙ্গচ্ছেদের যে পরিকল্পনা বিধান-সরকার করেছিলেন তার বিপর্যয়।

বিধানবাবু কীর্তিমান পুরুষ। তার কীর্তির অন্ত নেই। তারই কীর্তি "কল্যাণী" যার জন্যে প্রচার বিভাগের লক্ষাধিক টাকা শুধু বিজ্ঞাপনের জন্যেই ব্যয়িত হচ্ছে, কিন্তু হায়রে কেউ সেখানে যেতে রাজী নন। … তাঁরই কীর্তি রাষ্ট্রীয় পরিবহন … হাজার টাকা মাইনের অফিসারদের জন্যে আর শহরবাসীরা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা যানবাহনের অভাবে জীবনকে বিপন্ন করেন। তাঁরই কীর্তি "বিপলব" পুস্তক যার জন্যে প্রতিবছর সহস্র অভিভাবক নাজেহাল হচ্ছেন।

গত বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের …

বামপন্থী সরকারের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে আছে বলিয়া শ্রীঅজয় ঘোষের মন্তব্য

হায়দরাবাদ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—যদি নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব হয় তাহা হইলে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে সরকার গঠন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ এই মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গে যে সম্মিলিত ফ্রন্ট রচিত হইয়াছে তাহা কেবল নির্বাচনী সমঝোতা নহে—তাহা একটি … করিয়াছেন এবং বিধানসভার ২৫২টি আসনের মধ্যে ২৩৬টি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বামপন্থী এবং কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীগণ প্রদত্ত ভোটের প্রায় শতকরা ৬০টি ভোট পাইয়াছিলেন, এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এবার বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা একটি অনুকূলমমক বিষয়।

জেলায় জেলায় বামপন্থীদের নির্বাচনী অভিযান

বাঁকুড়া জেলা

বাঁকুড়া জিলায় সম্মিলিত বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী অভিযান পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বামপন্থী পার্টির প্রতিনিধি ও প্রগতিশীল ব্যক্তিগণকে লইয়া বাঁকুড়া জেলা সম্মিলিত বামপন্থী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

জানুয়ারী মাসে বাঁকুড়া জেলার নিত্যানন্দপুর, দুর্লভপুর, বড়জোড়া, শালবনী, প্রভৃতি … হইয়াছে।

চারণকবি শ্রীমতিলাল … পরিচালিত ৩০ জনের একটি চারণ দল গত ২৪শে জানুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে 'ঝুমুর ও বাউল' গানের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার করেন। তাঁহারা ১৮টি বড় সমাবেশে ও ২৫।৩০টি ছোট সভাতে 'ঝুমুর ও বাউল' গান গাহিয়া জনসাধারণের …

হাওড়া পশ্চিম কেন্দ্রে পি-এস-পি প্রার্থী শিবনাথ ব্যানার্জী

ব্যানার্জী ও লোকসভায় কমিউনিস্ট প্রার্থী জনাব মহম্মদ ইলিয়াসের সমর্থনে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী টিকিয়াপাড়া জোলাপাড়ায় একটি নির্বাচনী সভা হয়। সম্মিলিত বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এই সভায় …

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষালের সমর্থনে সম্প্রতি কুমারচক গ্রামে প্রথম নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি রসপুর ও …

হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরবিন্দ ঘোষাল

হাওড়া জেলায়

বাগনান কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী অমল গাঙ্গুলী

হাওড়া পূর্ব কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী নরেশ দাশগুপ্ত

নির্ব্বাচনী তহবিলে শ্রমিকের দান

গ্রাম নির্ব্বাচনে ডেমোক্রেটিক ইউথ লীগ

'এ' ভিসাপ্রাপ্ত পাক নাগরিক

ভারতে পাক মুদ্রা লওয়া সম্পর্কে বিধিনিষেধ

…

শহরের আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শহরের আবহাওয়া নিম্নরূপ ছিল: সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড [স্বাভাবিক] ও ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড [স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩ ডিগ্রী কম], সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আর্দ্রতা যথাক্রমে ৯৪ ভাগ ও ২৪ ভাগ। বৃষ্টিপাত শূন্য।

শনিবার সকাল পর্যন্ত পূর্বাভাস: পরিষ্কার আবহাওয়া; রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতা থাকিবে।

সভা ও সমাবেশ

নির্বাচনী সভা

কালীঘাট কেন্দ্রে সম্মিলিত বামপন্থী নির্বাচনী কমিটির সমর্থিত বিধান সভার কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীমণিকুন্তলা সেন এবং লোক সভায় দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্রের স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীবীরেন রায়ের সমর্থনে আজ বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় এক সভা হইবে। সভার স্থান: ২০।১৩ ঈশ্বর গাংগুলী ষ্ট্রীট, কালীঘাট।

বলরাম দে ষ্ট্রীটে সভা: আজ সন্ধ্যা ৭টার সময় দক্ষিণ বড়তলা কেন্দ্রের বিধান সভার প্রার্থী শ্রীঅমর বসু ও লোক সভার প্রার্থী শ্রীমোহিত কুমার মৈত্রের সমর্থনে—১০৯, বলরাম দে ষ্ট্রীটে একটি জনসভা হইবে।

[illegible]

মুচিপাড়া কেন্দ্রে সভা: আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মধুগুপ্ত লেনে মুচিপাড়া কেন্দ্রের সম্মিলিত বামপন্থী প্রার্থী শ্রী যতীন চক্রবর্তী [বিধানসভা] ও শ্রীহীরেন মুখার্জী—[লোকসভা] এর সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(১) নির্বাচন উপলক্ষে জনসভা: [illegible] উপলক্ষে টালার ভৈরব মুখার্জী লেনে একটি জনসভা হইবে। (২) অদ্য বৈকাল ৫টায় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সিঁথি কুলবাগান বস্তিতে একটি জনসভা হইবে। সভার শেষে 'কালনেমীর লঙ্কাভাগ' নাটক অভিনীত হইবে।

শ্যামপুকুর কেন্দ্রে নির্বাচনী সভা: বিধানসভায় হেমন্ত বসু ও লোকসভায় মোহিত মৈত্রের সমর্থনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে অদ্য জনসভা হইবে: লালবাগান বস্তি সন্ধ্যা ৬টায়, ৬নং শ্যামপুকুর বস্তি ৭টায়, উড়িয়াপাড়া বস্তি ৭টায় (কুমারটুলী)।

বিডনস্ট্রীটে সভা:—অদ্য সন্ধ্যা ৭টার সময় দক্ষিণ বড়তলার কেন্দ্রের বিধান সভার প্রার্থী শ্রীঅমর বসু ও লোকসভার প্রার্থী শ্রী মোহিতকুমার মৈত্রের সমর্থনে ৬২, বিডন স্ট্রীটে একটি সভা হইবে।

কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী সমাবেশ

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বেলা সাড়ে তিনটায় বেণ্টিক স্ট্রীট। বক্তা: জ্যোতি বসু, আবদুর রেজ্জাক খাঁন, রেণু চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, বাবু আহমেদ, কুঞ্জবিহারী রায় প্রমুখ। —নরেন গুহ

মানিকতলা কেন্দ্রে টেলিফোন নম্বর

মানিকতলা কেন্দ্রের কমিউনিস্ট প্রার্থী ডাঃ রণেন সেনের নামে টেলিফোন পাওয়া গিয়াছে। ঐ টেলিফোনের নম্বর ৩৫—১৩০৯।

বিবিধ সভা ও অনুষ্ঠান

আয়ুর্বেদ দিবস: অদ্য পশ্চিম বঙ্গের আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে আয়ুর্বেদের রাষ্ট্রানুমোদন, সরকারী আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপনের দাবিতে বেলা ২ ঘটিকায় কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বেলা ৪ ঘটিকায় মনুমেন্টের পাদদেশে এক জনসভার অনুষ্ঠান হইবে। —শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাস, প্রচার অধিকর্তা, বঙ্গীয় সংযুক্ত আয়ুর্বেদ উত্থান সমিতি।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

আগামী শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান—প্রাঃ ৮-৩০ কেওড়াতলা শ্মশানে চিতামূলে পুষ্পার্ঘ্যদান। বৈকাল ৫টায়—সেনেটহলে জনসভা, সভাপতি—ডাঃ যদুনাথ সরকার, বক্তা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত,

ছয় সপ্তাহে কলিকাতায় বসন্তরোগে ৩৩৩ জনের মৃত্যু

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারি—মহানগরীতে বসন্তরোগের প্রকোপ হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, অব্যাহত গতিতেই করাল আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় সপ্তাহেই এই মহামারীর কবলে কলিকাতায় ৩৩৩ জন নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বছরই সারা বছরে বসন্তরোগে মৃত্যু সংখ্যা এই ছয় সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যার অনেক কম ছিল।

নাগরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা যেখানে এমন ভয়াবহ, তখন বছরের প্রথম ছয় সপ্তাহে চৌদ্দ লক্ষ নরনারীকে কর্তৃপক্ষ বসন্তের টীকা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ কলিকাতার জনসংখ্যা অনূন ত্রিশ লক্ষ।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, পৌর সভার খতিয়ান অনুসারে বসন্তরোগে ৮৮জন আক্রান্ত হন ও ৭৪ জনের মৃত্যু হয়; তৎপূর্ব সপ্তাহে বসন্ত রোগে আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯১ ও ৭৪। আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় ১২ জন নরনারী আক্রান্ত হন ও ৮ জনের মৃত্যু হয়; পূর্ব সপ্তাহে কলেরায় আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬ ও ৮।

আলোচ্য সপ্তাহে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ও যক্ষায় যথাক্রমে ৩,৫ ও ৩১ জনের মৃত্যু হয়; পূর্ব সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৫ ও ২১। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কারণে মোট মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় ৪০ বৃদ্ধি পাইয়া ৮১৯ হয়।

অলোচ্য সপ্তাহে মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৮৮ জন নরনারীকে বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে; এই সংখ্যা লইয়া ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় মোট টীকা প্রাপ্তের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭০১।

[illegible]

অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক অমিয়কুমার ব্যানার্জী, শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী এম, পি, শ্রীমোহিত মৈত্র এম, পি, শ্রীঅরবিন্দকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

[illegible] একটি জরুরী সভা হইবে। সভায় সকলের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। সময়—বৈকাল ৪টা স্থান—প্রাঃ ব্যাঙ্কফেডারেশন অফিস। আহ্বায়ক, সুনীল সেন গুপ্ত, সম্পাদক।

দক্ষিণ কলিকাতা অপেশাদার কুস্তি ও স্বাস্থ্যশ্রী প্রতিযোগিতা: আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার [illegible] যোগীতা ৫০.১ মামারপুর রোড চেতলায় অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতি: শ্রীবিনোদবিহারী বসু। অদ্য বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে ৭।০ ঘটিকা পর্যন্ত চেতলা সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে (২৬ ৪।১ মামারপুর রোড), প্রতিযোগিগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৈহিক ওজন এবং উচ্চতার মাপ গ্রহণ করা হইবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাৎসরিক উরাশকুল মহাফিল

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বৈকাল হইতে সারা রাত রাজাবাজার থানার হাতিবাগান শরীফে হযরত পীর মওলানা সুফী ফারোহা সাহেবের বর্ষালোচনা করিবেন। শিয়ালদহ, হাওড়া হইতে এবং বর্দ্ধমান হইতে সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হইবে। এই উৎসবের বিশেষত্ব এই যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত যাত্রীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি—কাঁচা পাট: দুই একদিনের জন্য অল্প ক্রয়ের পর মিলগুলি আবার বাজারে কেনা বন্ধ করিয়াছে। বিক্রেতারাও আগ্রহ দেখায় নাই। ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে চালানের শর্তে আসাম বটমস-এর ভিত্তিতে কোটেশন ছিল ২৮ টাকা মণ প্রতি।

পাটজাত মাল: নির্দ্ধারিত দিনের পূর্বাহ্নে চড়া দর ও অল্প দরের কাটকা বাজারে পরস্পরের অনুকূলে দর স্থির করার প্রতিযোগিতা করে, ফলে বাজারে দরের ওঠানামা হয়। মিলগুলি কোন কারবার করে নাই।

পাকা ডেলিভারী অর্ডার: ৪০"×১০আঃ ৪১৲ এবং বি, টুইলস ১১১।৵০। এপ্রিল-জুন: ৪০"×১০ আঃ:—৪০।০ এবং বি, টুইলস—১১১।৵০।

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
চট ৪০"×১০আঃ	৪১।০	৪৮৸৵০
" ৪০"×৮আঃ	৩৪৲	—
" ৪০"×৭।আঃ	৩১।৵০	৩১৲
বি, টুইলস	১১২।৵০	১১১৸৵০
হে, শীপ গ্রীণ	১১৪।০	১১৩৸০
কর্মস্থাক্স	১১৪।০	১১৩৸০
কিউবাসস	১৩৬৲	—
এ, টুইলস	১৩৬।০	১৩৬৲
লিভারপুল টুইলস	১৩০।০	১২৯৲
ডি, ডব্লিউ ফ্লাওয়ার	১৩৬।০	১৩৩।০
চিনির ব্যাগ	১২৮৲	—
সুতলী	৩৮৲	—

জার্ম্মান সমস্যা সমাধান সম্পর্কে

গ্রোটেউলের প্রস্তাব

বার্লিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী হের অটো গ্রোটেউল এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পশ্চিমী পক্ষ এখনই যে ধারা জার্মান নির্বাচনের দাবি করিতেছেন তাহা বর্তমানে ন্যায়সঙ্গতও নয় সম্ভবও নয়, কারণ এইরূপ নির্বাচনের পূর্ব্বাবস্থা বর্তমানে জার্মানীতে নাই।

বিমান পরিষদে প্রদত্ত এই বক্তৃতায় গ্রোটেউল পূর্ব-পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রের এক অন্তর্বর্তী স্থায়ীন কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে সংযুক্ত সাফল্যের উদ্দেশ্য লইয়া এক আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির এক ফেডারেশন গঠনই বর্তমানের সম্ভাব্য পথ। ইহার ফলে একটি রাষ্ট্র অপরের উপর নির্যাতন করিতে পারিবে না, বরং রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে স্বীকার করিয়াই চলিবে।

কনফেডারেশনের উর্দ্ধ সংস্থা হইবে একটী সর্ব জার্মান পরিষদ, ইহাতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবেন। —রয়টার

পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে রেলমন্ত্রীর ঘোষণা বিভ্রান্তিকর

রেলওয়ে মিনিষ্টিরিয়াল ষ্টাফ কমিটির বিবৃতি

['স্বাধীনতা'র রিপোর্টার]

ভারতীয় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সম্প্রতি নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীদের (তৃতীয় শ্রেণী) পদোন্নতির ব্যবস্থা ও বেতন বৃদ্ধির যে নয়াপরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা বিভ্রান্তিকর বলিয়া ইস্টার্ণ রেলওয়ে মিনিষ্টিরিয়েল এডভাইসারী ষ্টাফের কলিকাতা শাখার পক্ষ হইতে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে। এই 'নয়া পরিকল্পনা'য় রেল কর্মচারীদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া বিবৃতিতে বলা হয়।

কলিকাতা রেলওয়ে কেরানীদের পক্ষ হইতে মিনিষ্টিরিয়াল এডভাইসারী কমিটির কনভেনর শ্রীএইচ, ডি মিত্র বলেন, আজ এবাজারে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য দিনের পর দিন বাড়বার [illegible] দিকে রেল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত দাবী করা হইয়াছে, যে সমস্ত রেল কর্মচারীদের বর্তমান বেতনের হার পরিবর্তন করা হউক এক নূতন পে কমিশনের মাধ্যমে, এবং আরও দাবী করা হইয়াছে, যে, শতকরা ২৫৲ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি করা হউক। ঠিক এমন সময় হঠাৎ এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ জনসাধারণের নিকট এমন কি রেল কর্মচারীদের মনে এক বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ইহার দ্বারা জনসাধারণে ভাবিতেছেন যে রেল কর্মচারীদের এক বিরাট আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। কিন্তু ইহা কি সত্যই ঘটিল? না! তাই প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মচারীদের বর্তমানে এই পরিকল্পনার দ্বারা কতটুকু আর্থিক পরিবর্তন ঘটিল তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—১। ষ্টেশন মাষ্টার—পূর্বে তাহাদের গ্রেড ছিল ৬৪৲-১৭০৲ টাকা এবং ১০০ জনের মধ্য হইতে ১৪ জনকে ১০০৲-১৮০৲ গ্রেডে প্রমোশন দেওয়া হইত। এখন হইতে ষ্টেশন মাষ্টারদের নিম্নতম গ্রেড হইবে ১০০৲—১৮০৲ টাকা। বর্তমানে রেলওয়েতে যে সব ষ্টেশন মাষ্টার আছেন, প্রায় প্রত্যেকেরই মাসিক বেতন ১০০৲ টাকার উর্দ্ধে। সুতরাং এই পরিকল্পনার দ্বারা ষ্টেশন মাষ্টারদের আর্থিক কিছু উন্নতি ঘটিল না।

৩। সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার—পূর্বে ইঁহাদের প্রারম্ভিক বেতন ছিল ৬৪৲-১৭০ টাকা। এখন ইহা পরিবর্তিত হইয়া ৮০-১৭০৲ টাকা হইল। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারদের মাহিনা মাসিক ৮০৲ টাকার উর্দ্ধে আছে। কেবল যাহারা ১৯৫২ সালের পরে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কিছুটা মাহিনার পরিবর্তন হইবে। এইরূপ কর্মচারীর সংখ্যা খুবই অল্প।

(৩) একাউন্টস বিভাগ আর অন্যান্য বিভাগের ক্লার্ক—ইহাদের ক্ষেত্রে 'যুগান্তর' এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, "সরকার ক্রমাগত দাবীর কথা বিবেচনা করিয়া ৬০৲-১৩০৲ টাকার পদে নিযুক্ত সকল বিভাগের অফিস ক্লার্কদের ৮০৲ ২২০৲ টাকার পদে উন্নীত করিতে সম্মত হইয়াছেন," রেলওয়েতে ৬০৲-১৩০৲ টাকার পদে [illegible] সুতরাং ইহার দ্বারা সমস্ত ক্লার্কদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা সকলেই ৮০৲ ২২০৲ টাকার গ্রেডে উন্নীত হইবেন।

আর এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, "৬০৲—১৩০৲ টাকা গ্রেডের ২৯০০০ জন কেরানী নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এ' গ্রেডে পদোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।" ইহার দ্বারা কেরানীদের ধারণা হইয়াছে যে ৪৮০০০ জন কেরানীর মধ্যে ২৯০০০ জন উক্ত গ্রেডে প্রমোশন পাইবেন। আবার আর এক জায়গায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "এখন যে সকল বিভাগে ৮০৲—২২০৲ টাকার গ্রেড চালু করা হইবে, সে সকল ক্ষেত্রে কেরানীদের উক্ত গ্রেডে পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ৬০৲—১৩০৲ টাকার উপরের গ্রেডে কেরানীর পদ বৃদ্ধি হইবে। এই গ্রেডের সকল বিভাগে বর্তমানে প্রায় ৪৮০০০ জন কেরানীর মধ্য হইতে ১০০০০ জন কেরানীর সংখ্যা কমান হইবে, এবং উচ্চতর গ্রেডে অনুরূপ সংখ্যক পদ বৃদ্ধি করা হইবে।"

কেরানীদের ক্ষেত্রে কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই, বরং পরিকল্পনাটি বিভিন্ন রকম বক্তব্য দ্বারা জটিলতর করিয়া তোলা হইয়াছে। কেবলমাত্র ৮০৲—১৬০৲ টাকা এবং ১৫০৲—২২০৲ টাকার গ্রেড দুইটিকে একত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা কর্মচারীরা আর্থিক কিছু লাভবান হন নাই। কারণ যাঁহারা ৮০৲—১৬০৲ টাকার গ্রেডে বহুদিন ধরিয়া কাজ করিতেছেন তাঁহারা ১২০৲—২২০৲ টাকার গ্রেডে প্রমোশন সাধারণতঃ পাইয়াই আসিতেছেন। বুঝিতে পারা গেল না, ষ্টেশন মাষ্টার, সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার ও টেম এক্সামিনারদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক বেতন বৃদ্ধি করা হইল, কিন্তু কেরানীদের ক্ষেত্রে তাহা কেন হইল না? যদিও তাহার দ্বারা কেরানীদের বর্তমানে বিশেষ কোনও আর্থিক লাভ হইত না। সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে, কেরানীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পে কমিশনের রায় অনুযায়ী শতকরা ১৬ জনকে ৮০—২২০ টাকার গ্রেডে উন্নীত করা হইবে কি? এই পরিকল্পনার দ্বারা কর্মচারীদের বেতনের কোনওরূপ পরিমার্জন এবং কোনও আর্থিক লাভ হইবে না।

এই ব্যবস্থা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মনে এক বিরাট অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। রেলওয়েতে ১০ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কর্মচারী এই শ্রেণী ভুক্ত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাহাদের বেতন বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা সরকার এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

সোনা-রূপার দর

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—

সোনা	খোলার দর	বন্দের…
মহীশূর	১০৯৸৵০	১১০৵০
এপিস	১০৮৸০	১০৯৲
গিনি	৭১।৵০	৭১।৵০
রূপা—		
রেডী [বার]	১৮৩৸৵০	১৮৩৸৵০
" (খুচরা)	১৮৪।০	১৮৩।০
আগাম	১৮২।৵০	১৮২।৵০

সোনাপট্টি বুলিয়ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন

চলচ্চিত্র ও নাট্য আলোচনা

বেঙ্গনাহ্

অপরূপ চিত্রের অবদান। কিশোরকুমার, মুরাদ ও নলিনী অভিনীত। গল্প দুরেই আটপৌরে। মহাদেবের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূত্রে নির্দোষ শিল্পী কিশোর অজ্ঞাতে জড়িয়ে গেল। এক দলের নেতা মহারাজা দীননাথ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে লক্ষ্য অর্থাৎ ছুটো লাশ হলো—আর হত্যার দায়ে দায়ী হল নির্দোষ কিশোর। পরে নায়িকা বিমলার সাহায্যে কিশোর হল দোষমুক্ত—পুলিশের গুলিতে মহারাজা নিহত হল—কলঙ্কজালে জাল শেষ। কিশোর আর বিমলার মিলন হল পূর্ণ। নাচগানের বাড়াবাড়ি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নায়িকাদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সাধারণ দর্শক আমোদ পাবেন।

মুক্তি প্রতীক্ষায়

মিস্ মেরী

সঙ্গীত বহুল সামাজিক এ, ভি, এম'এর হিন্দী ছবি মিস মেরী মার্চের প্রথম দিকে মুক্তি পাবে। পরিচালনা—শ্রীপ্রসাদ। প্রযোজক—মিঃ মিয়াপ্পান। সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্তকুমার। সংলাপ ও গীতিকার—রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। রূপায়ণে—মীনাকুমারী, কিশোর কুমার, জগদীশ শেঠী, রঙ্গরায়, ওমপ্রকাশ, গণেশ প্রভৃতি।

আদর্শ হিন্দু হোটেল

শ্রীলেখা পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "আদর্শ হিন্দু হোটেল" বর্তমানে মুক্তি প্রতিক্ষায়।

জ্যোতির্ময় রায় এই ছবির চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ রচনা করেছেন। পরিচালনা করেছেন অর্দ্ধেন্দু সেন এবং সুরারোপ করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, শিল্পনির্দেশ, ও সম্পাদনায় যথাক্রমে আছেন: সন্তোষ গুহরায়, গৌরদাস, সুনীল সরকার, ও শিব ভট্টাচার্য্য হাজারী ঠাকুর ও পদ্মঝির চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে [illegible] ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও সন্ধ্যারাণী।

অন্যান্য চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী, লাবিত্রী, সন্তোষ সিংহ, পদ্মাদেবী, গোকুলেন, সবিতা চ্যাটার্জ্জী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, শীতল বন্দ্যো:, [illegible] রায়, বেচু সিংহ, বিরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, অমূল্য সান্যাল ও ৮ আশু বোস।

ছবিটির একমাত্র পরিবেশক কল্যাণী পিকচার্স।

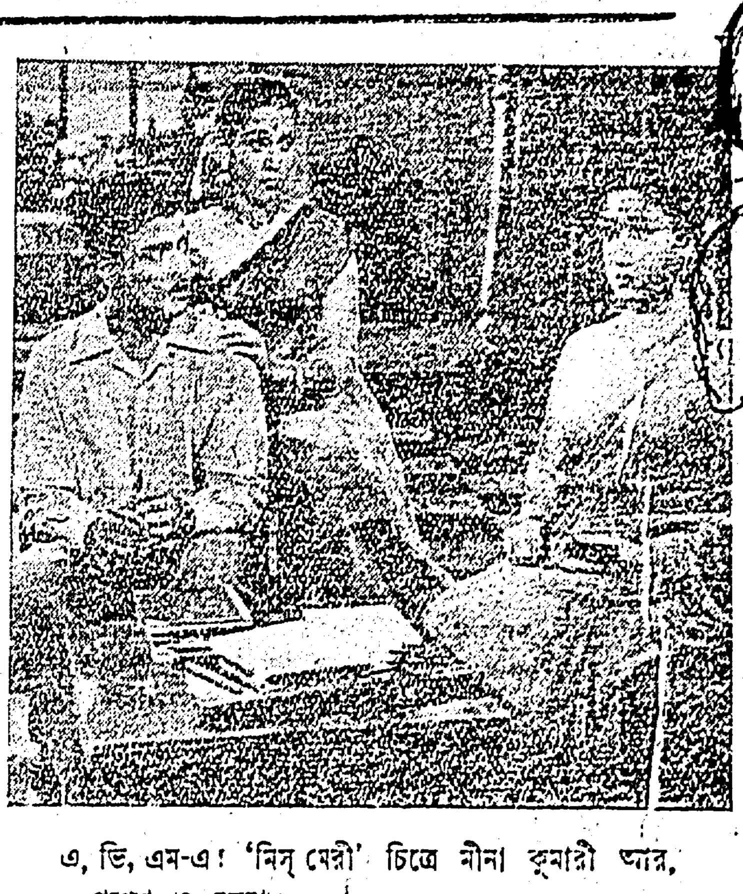

এ, ভি, এম-এ: 'মিস্ মেরী' চিত্রে মীনা কুমারী আর, গণেশ ও যমুনা।

আজ মুক্তি পাবে

বারিশ

অসমার চিত্রের নিবেদন 'বারিশ' ছবিটি পরিচালনা করেছেন শঙ্কর মুখার্জী। সংগীত সি, রামচন্দ্র। কাহিনী—জাম মুখার্জী। চিত্রনাট্য [illegible], কাদের কম। সংলাপ: ব্রজেন্দ্র দে। গীত রাজেন্দ্র কৃষ্ণ। প্রযোজনা [illegible]

[illegible]

অভিমান

[illegible]সাতাশের 'অভিমান' চিত্রটি [illegible] করেছেন মহেশ কাউল। [illegible] প্রদীপ বিশ্বাস। ভূমিকায় [illegible]রাণী, অমিতা, শেখর, ইফতেখার [illegible] আগামী রিলিজ।

[illegible] পিকচার্সের ইন্ডিয়ার [illegible] পরিবেশনায় আজ পাবে।

অসমার চিত্রের 'বারিশ ছবির' একটি দৃশ্যে দেবানন্দ ও নতুন।

মিনার্ভার "প্রত্যাবর্তন"

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার [illegible] চৌধুরীর "প্রত্যাবর্তন" নাটকের শততম অভিনয় রজনী উদযাপিত হবে। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে।

"দীপ-শিখা"র উদ্বোধনী উৎসব

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কল্যাণী শহরের পঞ্চম পার্শ্ব মাধ্যেরের উদ্যান প্রামের যুবকবৃন্দ কর্তৃক নবগঠিত সংস্থা "দীপ শিখার" উদ্বোধনী উৎসব সাড়ম্বরে প্রতিপালন করেন। উৎসবে পৌরহিত্য করেন শ্রীনৈলেশ্বর দাস গোস্বামী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে শ্রীরমণীমোহন সরকার ও শ্রীবিজেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। যুব আন্দোলনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দেন শ্রীনীহার চক্রবর্তী ও শ্রীকান্তি দে। উৎসবে বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করেন বিনোদ দাস প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও দীপশিখার সভ্যগণ কর্তৃক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পতন' নামক নাটকটি অভিনীত হয়। শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীঅমর দাস যথাক্রমে সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনসেবা সাধারণ সংস্কৃতি ঐক্য শান্তি প্রতিষ্ঠা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

প্রগতি সংঘ (ইম্ফল)

ইম্ফলস্থ প্রগতি সংঘের (প্রবাসী বাঙালী যুবকদের প্রতিষ্ঠান) সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ডি, এল, রায়ের "মেবার পতন" নাটক গত ৭ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় রূপমহলে সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। অভিনয়ে দ্বিজেন্দু রায়, সুরেন্দ্র দাস, অমল বিশ্বাস, বীরেন্দ্র দাস, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, প্রব চক্রবর্তী, বিজেন দাস, অরুণ দাস, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী, দীপালি কর, করবী দত্ত চৌধুরী, এবং গুহ, পূরবী দত্ত চৌধুরী বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। নৃত্যে বিজেন্দ্র অমন্ত সেন বর্মণ। স্থানীয় সৌখীন শিল্পী সোমেন্দু দাস, জগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং শেখর দত্তের আন্তরিক চেষ্টায় নাটকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। ইম্ফলে বাঙালী ছেলে এবং মেয়েদের এই প্রথম মিশ্রিত অভিনয়।

ব্লু-নাইট আর্কেষ্ট্রার "জটায়ু বধ"

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার স্থানীয় 'ব্লু-নাইট অর্কেষ্ট্রার' উদ্যোগে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 'জটায়ু বধ' নৃত্যনাট্য, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। রাম ও জটায়ুর ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং এবং সীতা, মন্দোদরী, শূর্পনখা ও স্বর্ণমৃগের ভূমিকায় যথাক্রমে শীলা মুখোপাধ্যায়, প্রণতি গুহ, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, ও সন্ধ্যা নন্দী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ সপ্তাহের বিদেশী ছবি

প্রাইস অব ফিয়ার

এ সপ্তাহে মেট্রোতে একখানি অপরাধ মূলক চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। জনৈক নারীকে কেন্দ্র করে অপরাধের [illegible]

নিখিল ভারত আধুনিক সঙ্গীত সম্মেলন

আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গ স্টেডিয়ামে নিখিল ভারত আধুনিক সঙ্গীত সম্মেলনের ৩য় অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত শিল্পীগণ যোগদান করিবেন। মহম্মদ রফি, মান্না দে, হেমন্ত কুমার, [illegible] হোত্র', মীনা কাপুর, অনিল বিশ্বাস, এস, ডি, বর্মন ও অন্যান্য। হাস্য-কৌতুক—আগা, স্মৃতি, আনোয়ার। নৃত্য—ওয়াহিদা রহমান।

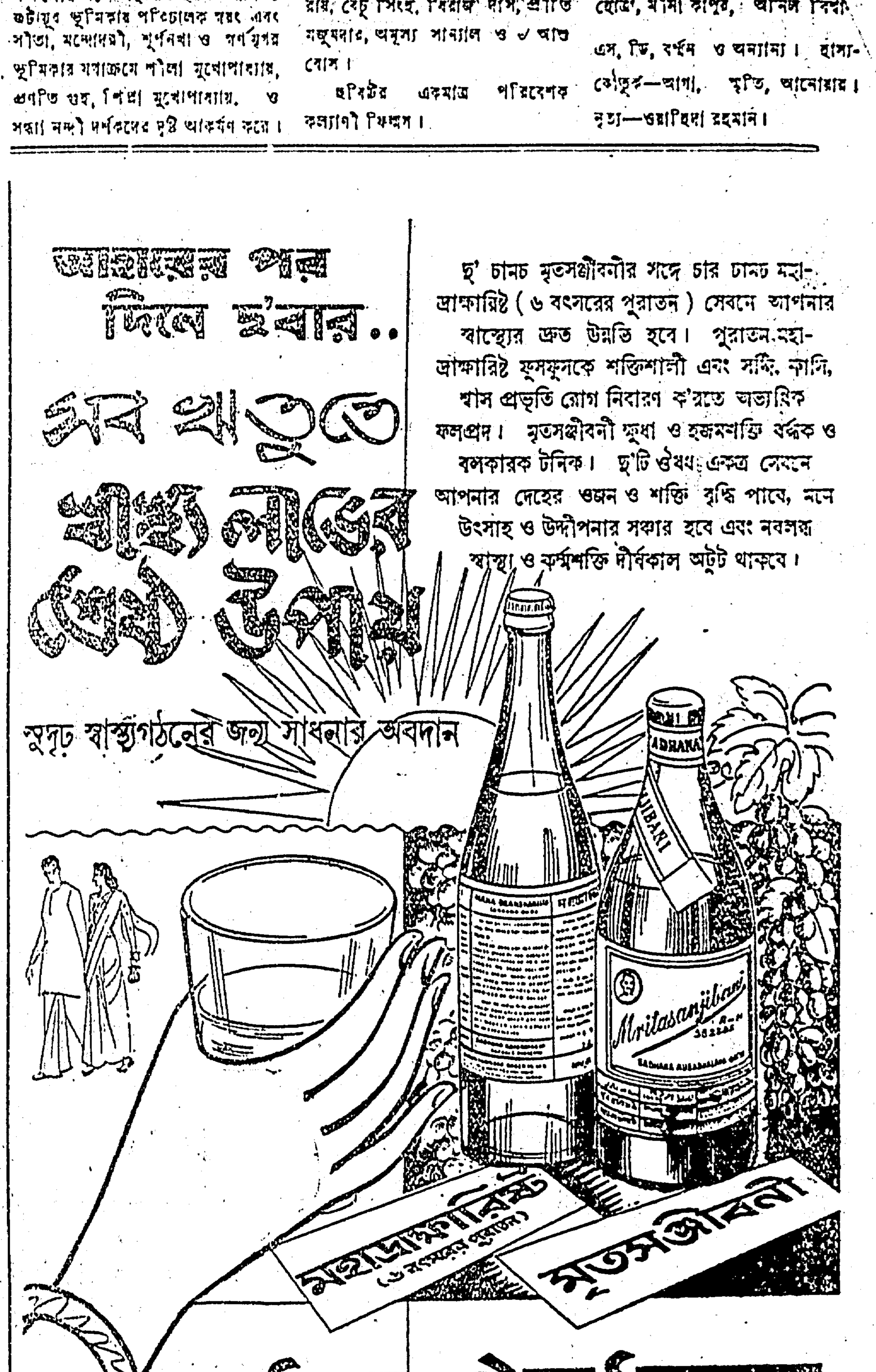

হকি লীগ

গ্রীয়ারের জয়লাভঃ পুলিস-উয়াড়ী ও পঃ বঙ্গ পুলিস-এরিয়ানের পয়েণ্ট ভাগাভাগি

('স্বাধীনতার' রিপোর্টার)

গতকাল প্রথম বিভাগ হকি লীগের তিনটি খেলার মধ্যে একটিতে জয়লাভ ও দুইটি খেলায় পয়েণ্ট ভাগাভাগি ভাবে শেষ হয়।

রেঞ্জার্স মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় গ্রীয়ার দল তাহাদের মরশুমের দ্বিতীয় খেলায় মেসারার্স দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া পুরা পয়েণ্ট সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ১৪ মিনিটে এণ্টনী দলের প্রয়োজনীয় গোলটি করেন ১-০।

গ্রীয়ার—কে. পাঠক ; এস, মল্লিক ও বি, কুমার ; বি, সাধু, আর, সিং ও পি, রায় চৌধুরী ; পি, দে, এণ্টনী, কাপুর, এস, মণ্ডল ও ডি, সাহা।

মেসারার্স—ওয়ার্ডম্যান, ভ্যানডট ও ফেরন ; গোডি, ফিলিপস ও বেকার ডি, বার্ড, এ, ডিক্রুজ, কিঙ্গ, ফেব্রিয়াস ও লুইস।

আম্পায়ার—বি, দত্ত ও সি, আর দাশ গুপ্ত।

পঃ বঃ পুলিস (১) এরিয়ান (১)

গতকাল এরিয়ান দল নিজমাঠে হকি লীগের দ্বিতীয় খেলায় পঃ বঙ্গ পুলিসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া একটি পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। পঃ বঙ্গ পুলিস দল প্রথম গোল করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত উহা রক্ষা করিতে না পারায় খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়।

প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষই গোল করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৫ মিনিটের সময় বেলবাহাদুর গোল করিয়া দলকে অগ্রগামী করেন ১-০। ১৫ মিনিটে এরিয়ান দলের ক্রাম্প খেলার সমতা আনেন ১-১।

পঃ বঙ্গ পুলিস—পি, বাহাদুর ; প্রিন্স মোহন ও লাড্ডুক ; র‍্যাকেল, এল, মোনা ও খড়্গবাহাদুর ; ধনবাহাদুর, সাবন রাম, বেলবাহাদুর, বিষ্ণ, ও টিক্কেন।

এরিয়ান—এ, চক্রবর্ত্তী ; এস, ... ও এল, সিং ; ... এল, জে, এস, ... মার্জি, ও মিশ্র ; এল, শর্মা, ম্যালকম ক্রাম্প, জে, দত্ত ও স্বরূপ।

আম্পায়ার—ডি, চ্যাটার্জি ও এণ্ড্রু।

পুলিস (০) উয়াড়ী (০)

মোহন বাগান মাঠের অপর খেলায় পুলিস ও উয়াড়ীর মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি গোল শূন্য ভাবে শেষ হয়। পূর্ব্বের খেলায় পুলিস দল এরিয়ান দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়াছিল। ইহা তাহাদের দ্বিতীয় খেলা। কিন্তু পূর্ব্ব দিনের মত তাহারা গতকাল খেলিতে পারে না। বরং উয়াড়ী দলই সারাক্ষণ ভাল খেলিয়াছে এবং তাহাদের জয়লাভ করা উচিৎ ছিল।

পুলিস—ম্যাণ্ডিজ ; ডি,ব্যানার্জ্জী ও চ্যাপম্যান ; ডি, গুপ্তা, কে, সেন ও ক্লেমিং। গার্ডনার, উডওয়ার্ড, বারুই, ক্লাম্প ও ট্রিডল।

উয়াড়ী—এস, দত্ত; পি, দত্ত ও এণ্টনী ; এ, মিত্র, এস, গুহ, ও পি, মিত্র ; এ, ব্যায়াক্লিক, এ জোন্স, বি, দাশ, কে,রাও ও এস, পাল।

আম্পায়ার—ডি, সুর ও পি, দত্ত।

অদ্যকার খেলা

কাস্টমস—আর্ম্মেনিয়ান্স [মোহনবাগান]

ভেক্টিরিয়ান্স—ভবানীপুর [মহঃ স্পোর্টিং]

রাজস্থান—আদিবাসী [রাজস্থান]

রেঞ্জার্স—বি জি প্রেস [রেঞ্জার্স]

ডাক-তার ধর্ম্মঘট

(১ম পৃষ্ঠারপর)

না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী ধর্ম্মঘট চলিবে।

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্ত গতকাল ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বেই নয়াদিল্লী হইতে গৌহাটি রওয়ানা হন। আজ বিকালে তিনি গৌহাটী পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তিনি উপস্থিত হইবার পর সংগ্রাম কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

নেহরুর বক্তৃতা

রাঁচীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলেন যে আসামে ডাক-তার ধর্ম্মঘটে ... এবং এই ধর্ম্মঘট জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় এবং ডাক-তার বিভাগে যখ কাজ অত্যন্ত বেশী সেই সময় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করায় তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। —পি টি

কাশ্মীর প্রশ্নে ইঙ্গ মার্কিন চাপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেকেই গত দুইদিন সম্ভাব্য মধ্যস্থ হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছিলেন।

ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনাটি যদি গৃহীত হয় তবে ভারত ও পাকিস্তানে যাইবার জন্য মত দেওয়ার পূর্ব্বে সুইডিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দ্দেশের জন্য মিঃ যারিং অপেক্ষা করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। উক্ত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি সম্পর্কে পাক প্রতিনিধির মতামত লওয়া হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ লবিমহলে উঠিয়াছে পাক প্রতিনিধি তাহার প্রতিবাদ করেন।

পাকিস্তানের সর্ব্বশেষ অপপ্রচার

জাতিসংঘে পাক প্রতিনিধিদল সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনা শুরুর সময় হইতে ভারত পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত অভিমুখে তাৎপর্য্য পূর্ণ সৈন্য চালনা করিতেছে।

নয়াদিল্লীর অভিমত

নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তানের উক্ত অভিযোগকে ভারতের সরকারী মহল "প্রচারের জন্য অভিযোগ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। —রয়টার ও পি টি

কর্ম্মখালি

বিহারের একটি বৃহৎ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতির প্রিসিশন মিলিং ও ডাইসে পারদর্শী এক জন অভিজ্ঞ মিলিং মেশিনম্যান চাই। ন্যূনতম বেতন ও পূর্ণ বিবরণসহ আবেদন করুন। স্বাধীনতা, বক্স নং ১/৫৭, কলিকাতা-১৬

যক্ষ্মার প্রসার

[প্রথম পৃঃ পর]

দেখিলে বোঝা যাইবে, যক্ষ্মা প্রসার নিরোধের ব্যাপারে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এখানেও তেমন "বিরাট অগ্রগতি" কিছু সাধন করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় যক্ষ্মা মৃত্যু সংখ্যা:

১৯৪৭—৪৮—৩১৫২
১৯৪৮—৪৯—৩৩৪০
১৯৪৯—৫০—২৯১২
১৯৫০—৫১—৩২৬২
১৯৫১—৫২—৩৪০৬
১৯৫২—৫৩—৩৪২২
১৯৫৩—৫৪—৩১৮১
১৯৫৪—৫৫—২৬৯৬
১৯৫৫—৫৬—২৫৩১
১৯৫৬ (এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর) —১৯৩০

দেখা যাইতেছে যে, যক্ষ্মায় মোট মৃত্যু সংখ্যা সামান্য হ্রাস পাইলেও এখনও প্রতি একহাজার জনসংখ্যায় একজনের বেশী যক্ষ্মারোগে মারা যান।

কেন এই বিস্তার ?

স্বাধীনতার প্রাপ্তির নয় বৎসরের মধ্যেও কেন এই দুরন্ত ব্যাধির নিরোধ সম্ভব হইতেছে না ? যে সমস্ত প্রাথমিক ও প্রধান কারণ যক্ষ্মারোগের বাহন, তাহার একটিরও সমাধান এই নয় বৎসরে হয় নাই—এই তথ্যের মধ্যেই উত্তর মিলিবে।

পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে দশলক্ষাধিক বেকার ও সে কারণেই পুষ্টিহীন নরনারী রহিয়াছেন, সেখানে এত অধিক সংখ্যকলোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। সেই সময়ের পর হইতে বেকার সমস্যায় সমাধান কিছুই হয় নাই—বরং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে বেকার সমস্যা আরও বাড়িবে বলিয়া সরকারী হিসাবেই স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং যক্ষ্মার মূল কারণের এই প্রসারের সঙ্গে যক্ষ্মা প্রকোপও হাত ধরিয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ কী ?

যক্ষ্মার আরও দুইটি প্রধান কারণ হইতেছে দারিদ্র্য ও ... পুষ্টিহীনতা এবং চরম ... হীনতার এক ... কলিকাতা পৌরসভার এক সমীক্ষা বিবরণীতে পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক নমুনা তদন্তে দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৪৯.১০ জনই পুষ্টিহীনতায় ভুগিতেছে। এই পুষ্টিহীনতা যেখানে জন সংখ্যার সর্ববয়সে ও স্তরে বিস্তৃত এবং জিনিস পত্রের ক্রম মূল্য বৃদ্ধির ও জীবন যাত্রামান বৃদ্ধির দরুণ স্বাভাবিক ভাবে এই পুষ্টিহীনতাও প্রসার লাভ করিতেছে।

বাসগৃহ সংকট, আলোবাতাসযুক্ত গৃহের একান্ত অভাব এবং বস্তির ঘিঞ্জি অবস্থানের প্রাধান্য যক্ষ্মার অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়া বিশেষজ্ঞমহলে স্বীকৃত। আর এই মহানগরীতে এই চরম বাসগৃহ সংকটের পরিণতি নিয়ের পরি-সংখ্যান হইতে পাওয়া যাইবে। মহানগরীর অধিকাংশ নরনারী স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিধান বহির্ভূত বাসগৃহে বাস করিতে বাধ্য হন। সেই জন্যই পৌরসভার ১৯৫০-৫১ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ট্যাংরা ও একবালপুরে (যে দুইটি ওয়ার্ড ঘিঞ্জি বসতি ও বস্তি-প্রধান) যক্ষ্মায় মৃত্যু সর্বাধিক প্রতিহাজারে যথাক্রমে ২'৭০ ও ২'৩৬। আর স্বাভাবিকভাবেই এই মৃত্যুর চাপ পড়ে মেয়েদের উপরই বেশী। তাঁহাদেরই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় এই অন্ধকার স্যাঁতসেতে, আলো-হাওয়া শূন্য গৃহে থাকিতে হয়। সেই জন্যই উল্লিখিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, যেখানে পুরুষের মধ্যে মৃত্যুহার প্রতি হাজারে '৯৭ সেখানে মেয়েদের মধ্যে এই মৃত্যুহার দ্বিগুণের বেশী, অর্থাৎ প্রতি হাজারে ... এই বেদনাদায়ক ঘটনা শুধু ১৯৫০ সালেই নয়, দুইটি নিয়মিত ...

চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

যক্ষ্মা প্রসারের মৌলিক কারণগুলি অপসারণে সরকার যেখানে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেখানে উহার চিকিৎসা ব্যবস্থাও যে অপ্রতুলতা রহিয়াছে তাহা একান্ত নৈরাশ্যজনক। সরকারী হিসাব অনুসারেই যেখানে ১৯৫৪ সালে "সক্রিয় যক্ষ্মা রোগীর" (যাহাদের অবিলম্বে হাসপাতালে চিকিৎসা প্রয়োজন) সংখ্যা ছিল সারা পশ্চিম বাংলায় ৬৩ হাজারের বেশী সেখানে এই রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ২৭ শতের বেশী নহে, অর্থাৎ প্রতি একশত রোগীর জন্য চারটিও শয্যা নাই। দ্বিতীয়তঃ শয্যা সংখ্যা বাড়িতেছে না, অন্যদিকে যক্ষ্মায় আক্রান্তদের মধ্য হইতে এক বিরাট সংখ্যা "সক্রিয়" স্তরে পৌঁছিতেছেন।

কলিকাতায়ও এই চিত্র কিরূপ ভয়াবহ তাহা পৌরসভার স্বাস্থ্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকের দিন পৌরসভা ভবনে গেলে যে কেহ দেখিতে পাইবেন। যক্ষ্মা হাসপাতালে পৌরসভার ফ্রী বেড পাইবার জন্য দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁহারা ও অধিকাংশ সময় আত্মীয় স্বজনেরা পৌরসভা ভবনে ধর্ণা দেন। তাছাড়া কাউন্সিলরদের বাড়ীতেও শতশত ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় ধর্ণা দেন। আমি নিজে এক বিধবাকে তাহার আত্মীয়ের জন্য একটি বেড পাইবার জন্য প্রায় এক বৎসর পৌরসভায় আসিয়া ধর্ণা দিতে দেখিয়াছি। জানিনা তিনি বেড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা, গত কিছুকাল তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বিভিন্ন হাসপাতালে পৌরসভার বেড আছে ১১০টি। সেই জন্য দরখাস্ত পড়িয়া আছে দীর্ঘদিন ধরিয়া; গত তিন বছর চার বছর ধরিয়া পড়িয়া আছে এমন দরখাস্তের সংখ্যা শতিনেকের কম হইবে না। একমাত্র গত বৎসর এপ্রিল হইতেই ২২৬টি দরখাস্ত পড়িয়া আছে, তাহাদের বেড দেওয়া যায় নাই আজও।

হাসপাতালে শয্যার অবস্থাতো এই। তাছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রকোপ বৃদ্ধিতে রোধ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে খুব কম করিয়া ধরিলেও এক লক্ষ লোকের জন্য একটি করিয়া চেষ্ট ক্লিনিক হওয়া প্রয়োজন। অথচ আজ পর্য্যন্ত কলিকাতার ত্রিশলক্ষ জনসংখ্যার জন্য দশটির বেশী চেষ্ট ক্লিনিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বহু ঢক্কা নিনাদ সত্ত্বেও এই আমাদের কংগ্রেসী "কল্যাণ রাষ্ট্রে" জনস্বাস্থ্যের, বিশেষ করিয়া যক্ষ্মারোগের অবস্থা। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া সোজা কেননা সেখানে কেহ সংখ্যাতত্ব দিয়ে তখনই চ্যালেঞ্জ করেন না। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের নিকরুণ হিসাব যেখানে জনস্বাস্থ্যের এই শোচনীয় দিকটি উদ্ঘাটিত করে সেখানে চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী তাহার কি জবাব দেন তাহা নিশ্চয়ই কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।

বলাই দাস আত্মহত্যা করিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়াছে—কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের দুই লক্ষাধিক যক্ষ্মারোগী যেমন সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই যক্ষ্মার বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই সরকারের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত দেউলিয়া নীতির বিরুদ্ধেও জীবনের সংগ্রাম চালাইতেছেন নিজেদেরই আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শী, সহকর্মী—লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাশে পাশে থাকিয়া।

ঘটনা ও রটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী আদমশুমারী রিপোর্টে বহরমপুর শহরের আবালবৃদ্ধবণিতাসহ মোট জনসংখ্যা দেখান হইয়াছে পঞ্চাশ হাজার ছয়শত ... তের জন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' মালিকপক্ষ হইতে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শহীদ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল

সীমান্ত গান্ধীর সিদ্ধান্ত

লাহোর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, পাক জেলে বন্দী অবস্থায় মৃত নেতা কাজী আতাউল্লার মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে লালকোর্ত্তা নেতা খান আবদুল গফ্ফর খান আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী একটি মিছিল পরিচালনা করিবেন। কাজী আতাউল্লা ১৯৫২ সালে বন্দী অবস্থায় মারা যান। সদ্য গঠিত পাক ন্যাশান্যাল পার্টি সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়া উক্ত সংবাদ পরিবেশন করেন। —পি-টি

ভোটের জোরে হাঙ্গেরীর প্রতিনিধির পরিচয়পত্র বাতিল

নিউইয়র্ক, ১২ই ফেব্রুয়ারী—জাতিসংঘের ক্রিডেন্সিয়ালস কমিটি আজ হাঙ্গেরীর প্রতিনিধিদলের পরিচয়পত্র অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন। চীনের আসন দানের জন্য সোভিয়েৎ ইউনিয়নের এক নূতন প্রস্তাব ও অগ্রাহ্য করেন। —রয়টার

সরকারী কর্ম্মচারী সমাবেশ

দাবি সপ্তাহের চতুর্থ দিবস

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিম বঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবি সপ্তাহের চতুর্থ দিবসে আজ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কর্ম্মচারীদের দাবি দাওয়া এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সরকার অনুসৃত নীতি ও মনোভাবকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

সভায় আশাপ্রকাশ করা হয় যে প্রশাসনিক কল্যাণের স্বার্থে এবং জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সরকার যেন কালবিলম্ব না করিয়া দেড় লক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীর মনোভাব ও বক্তব্য উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের দাবি পূরণে অগ্রণী হন।

শেপিলভের বক্তৃতার প্রতি...

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্য্যবেক্ষক মহল আরো ... যে, ইস্রায়েলের প্রতি সে... হুঁশিয়ারী মিশরীয় এলাকা ... ইস্রায়েলী ফৌজ অপসারণের ... শক্তিশালী করিবে।

আরব দুনিয়া

আরব দেশগুলির রাজ... মহল আজ সোভিয়েৎ পররাষ্ট্র... শেপিলভের শান্তি ... স্বাগত জানাইয়াছেন।

শর্তহীন অর্থনৈতিক ... বিষয় শেপিলভের প্রস্তাব সম্প... মহল বলেন যে, অনুন্নত আরব... গুলি এইরূপ যে কোনো ... স্বাগত জানাইবে।

পি-টি আই জানাইতেছে ... এই ছয় দফা পরিকল্পনা ... ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ... অর্পণ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি ... নিকট দেওয়া হইয়াছিল।

—পি,...

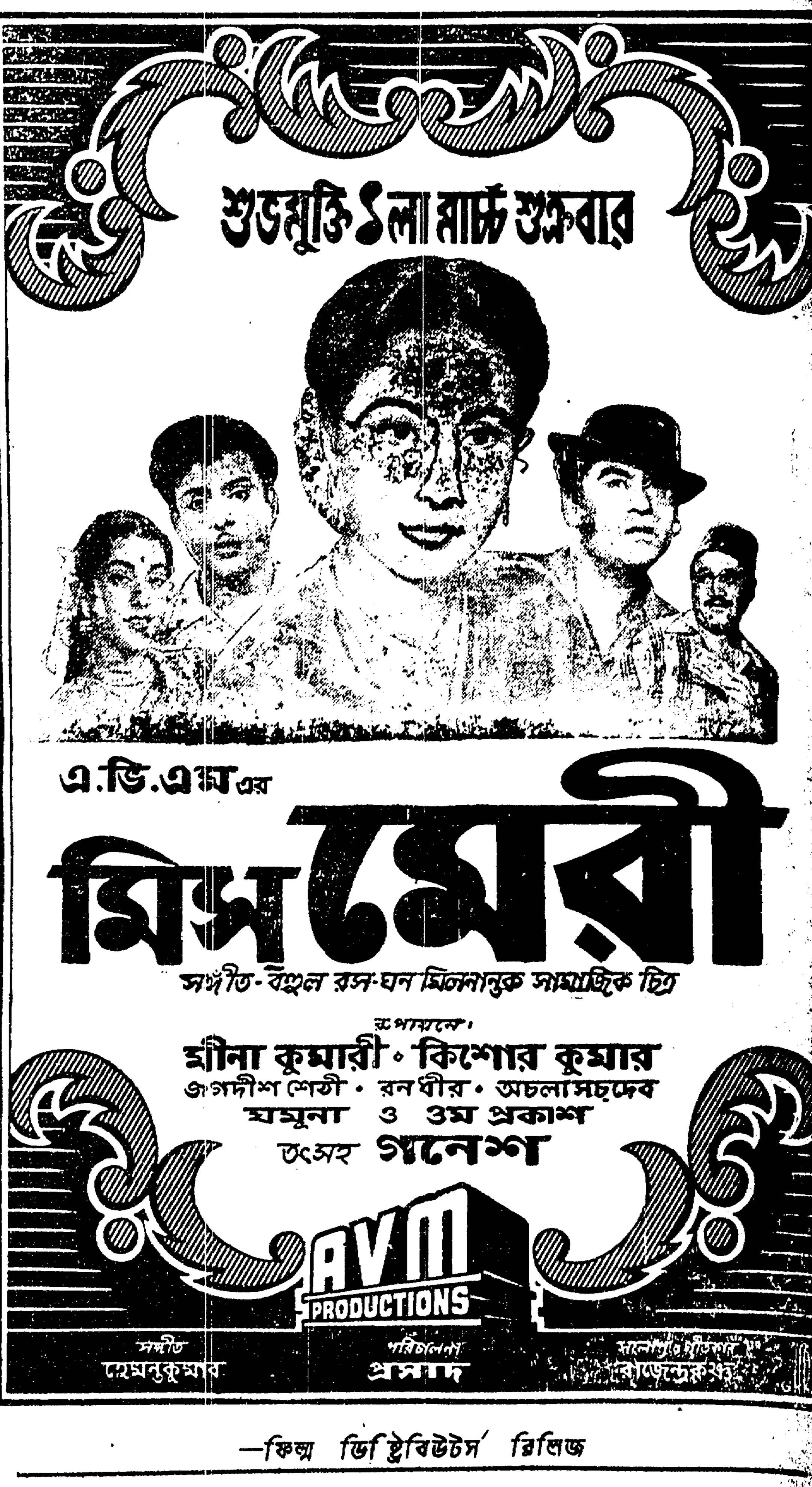

—ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

ওরিয়েণ্ট (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) ০ প্রেস ০ পূর্ণশ্রী ০ ক্রাউন
২, ৫।, ৮৮ — ২।, ৫৮, ৯
কালিকা ০ ইণ্টালী ০ ভবানী ০ ন্যাশনাল ০ পি-সন
২।, ৫৮, ৯ — ২।, ৫।, ৮৮ — ২।, ৫৮, ৯ — (খিদিরপুর) (মেটেবুরুজ)
অজন্তা ০ পিকাডিলি ০ অলকা ০ চম্পা ০ উদয়ন
(বেহালা) (সালকিয়া) (শিবপুর) (ব্যারাকপুর) (শেওড়াফুলি)
রূপশ্রী (ভাটপাড়া) ০ রজনী (জগদ্দল) ০ বাটাসিনেমা (বাটানগর)
রবিবার সকাল ১০টায় ওরিয়েণ্ট ও প্রেসে—'বারীণ'
• চিত্রলোক পরিবেশনা •

বেদনার মাধুরীতে মনোরম !
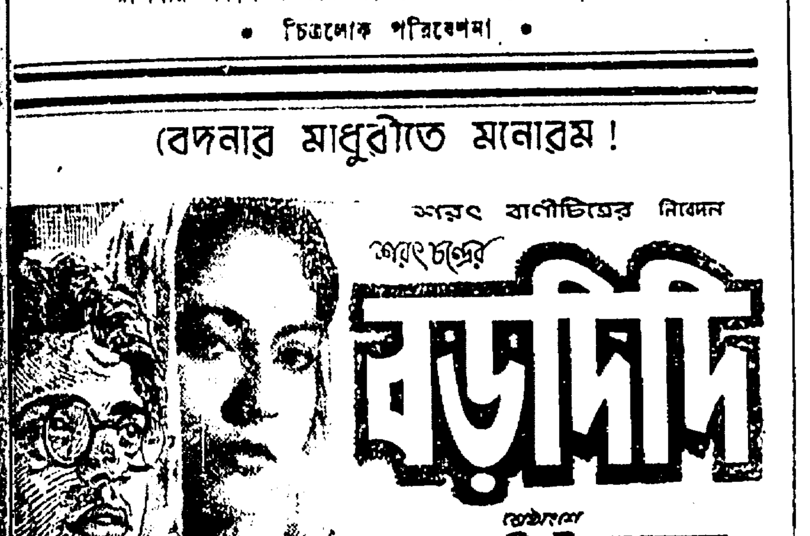

রাধা ০ পূর্ণ ০ প্রাচী
(৩-৩০, ৫-৪৫, ৯টা) (৩-৩০, ৫-৪৫, ৯টা) (২-৪৫, ৫-৪৫, ৮-৪৫)
যোগমায়া (৪র্থ সপ্তাহ) ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে।
পূর্ণ—বিশেষ আকর্ষণ—পণ্ডিত নেহরুর সহিত প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের সাক্ষাৎকার তিন রীল রঙিন চিত্র
রবিবার সকাল ১০টায় রাধা—'CAMILLE' (A)
পূর্ণ—THE MILLION POUND NOTE
প্রাচী—GAMBLER FROM NATCHEZ

"সবারে করি আহ্বান—"
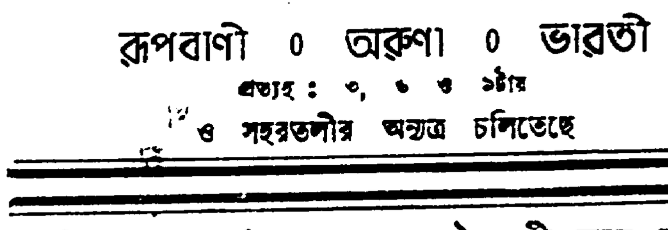

রূপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী
প্রত্যহ : ৩, ৬ ও ৯টায়
ও সহরতলীর অন্যত্র চলিতেছে

ছবির শেষ পর্য্যন্ত মনকে কৌতূহলী করে রাখে

গৌরবদীপ্ত ৪র্থ সপ্তাহ !
মিনার ঃ বিজলী ঃ ছবিঘর
প্রত্যহ : ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়

বাহির হইল বাহির হইল
"রাহুমুক্তে"র খ্যাতনামা নাট্যকার
শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় রচিত নূতন পোষ্টার নাটিকা
"লম্বকর্ণ" দাম—দুই আনা
অনুশদা বিরচিত ভোঁকাট্টা দাম—...
শান্তিশেখর রচিত
কালনেমীর লঙ্কাভাগ দাম—দুই ...
প্রাপ্তিস্থান :—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

...র সভায় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত
সুনীল দত্তের
ভাঙাতরী
মমতাজ আহম্মদ খাঁ সম্প্রদায় কর্তৃক
জয় পরাজয়
এবং
কালনেমীর লঙ্কাভাগ
১৮।১ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড
বা
কলিকাতা জিলা কমিটি, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড ...
যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—সরোজ মুখোপাধ্যায়। সত্যেন চ্যাটার্জী কর্ত্তৃক ৩৩ নং আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা গণশক্তি প্রিন্টার্স [প্রাইভেট] লি, হইতে মুদ্রিত ও ঐ ... স্বাধীনতা অফিস হইতে প্রকাশিত।

নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

স্বাধীনতা

বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৫৭

।। মূল্য চার আনা ।।

নতুন ইতিহাসস্রষ্টা নভেম্বর বিপ্লব

চল্লিশ বছর আগে আমাদের পৃথিবীর অবস্থাটা কি ছিল। এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলি ছিল উপনিবেশ। [illegible] শাসন করত। ভারত থেকে অজস্র সম্পদ ইউরোপে চালান দেওয়া হোত, আর এই ভাবে ভারতের মত সমৃদ্ধ দেশ বছরের পর বছর ক্রমশঃ দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। দেউলিয়া সামন্ততন্ত্রের ফলে দুর্ব্বল এবং "সভ্যতা বিস্তারের" আন্তর্জাতিক ফৌজের দ্বারা লুণ্ঠিত চীন, আর প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক চীনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। খাস ইউরোপেও "বাছাই করা" মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি, নির্দয় এবং নির্লজ্জভাবে তাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের মহাজন হয়ে বসেছিল। মুষ্টিমেয় কোটিপতিরা এক নূতন "ধর্মের" প্রবর্তন করল—সেই ধর্মে শ্রমিক-কৃষকদের বোঝাবার চেষ্টা করা হোল যে, সর্বশক্তিমান ডলারই জীবনের প্রধান জিনিস, আর লাখপতি হবার সুযোগ যেন সবারই আছে। সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শকে পদদলিত করা হোল। এক রকমের "জনমত" চাপিয়ে দিয়ে বলা হত যে, সমাজতন্ত্র যেন মৃগতৃষ্ণা, আর বহুদিন আগেই যেন তার 'স্বরূপ উদ্ঘাটিত' হয়ে গেছে। এক রক্তাক্ত যুদ্ধ চলছিল। যারা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল, নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাদের এমনই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তারা স্বাধীনতার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে ভোলাতে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

আর আজকে আমাদের পৃথিবীটার দিকে চেয়ে দেখুন। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের ধ্বংসের উপর নবজাগ্রত এশিয়ার অভ্যুত্থান ঘটেছে, আফ্রিকায়ও নব-জাগরণ ঘটছে। সহস্র বছর পূর্ব্বেকার মতই চীন ও ভারত আজ আবার মহান শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রকে আজ আর কেউ স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। মানব সমাজের এক-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টি সম্বলিত পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ভূমিতে বিজয়ী সমাজতন্ত্র আজ এক বাস্তব ঘটনা। সমাজতন্ত্রের দেশগুলি আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ শিল্প সম্ভার উৎপাদন করে।

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গত চল্লিশ বছরে পৃথিবীর রূপান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নভেম্বর বিপ্লবের ফলেই এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

এই বিপ্লব নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা—সে যুগ হল জনগণের সরকারের যুগ। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর (পুরানো ক্যালেণ্ডারের তারিখ অনুসারে ২৫শে অক্টোবর) রুশিয়ার শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসে। এর ফলে বিশ্বের ইতিহাসের গতিতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তার তুলনা আর নেই। এর আগেও অনেক বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছে এবং সেইসব বিপ্লব ইতিহাসকেও এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিপ্লবে এক শোষকগোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা এসেছে,—জনসাধারণ শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। ইতিপূর্বে যা ঘটেছে তা হল মানুষ মানুষকে শোষণ করার পদ্ধতির পরিবর্তন, কিন্তু শোষণ এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জনের দ্বারা অধিকাংশ মানুষের উপর বলপ্রয়োগ করার রীতিই ছিল মূল ঘটনা।

সামান্য কয়েকজন "বিশিষ্ট" ব্যক্তিই মানুষকে শাসন করার অধিকারী, এই বলে যে সমস্ত আষাঢ়ে গল্প জনসাধারণকে শোষণ ও বিভ্রান্ত করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে [illegible] এসেছে,—নভেম্বর বিপ্লব সেই গালগল্পকে ধূলিসাৎ করেছে।

নভেম্বর বিপ্লব এবং সোবিয়েতে নতুন জীবন গঠনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, যখন শ্রমিক-কৃষক এবং মেহনতী বুদ্ধিজীবীরা দেশ শাসন করেন, যখন উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি-মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আসে, তখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির গতি অনেক বেশী ত্বরান্বিত হয়। আজ এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, গত চল্লিশ বছরে পৃথিবীর শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অংশ শতকরা দুই-তিন ভাগ থেকে শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। আজ এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন গত চল্লিশ বছরে পশ্চাদপদ কৃষিপ্রধান দেশ থেকে প্রবল পরাক্রমশালী শিল্প ও যৌথখামারের দেশে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় আয় এবং জীবিকার মান যে হারে এগিয়ে গিয়েছে, তেমন অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর কোন দেশের নেই।

নভেম্বর বিপ্লব এবং সেই বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের আস্বাদকে সমানভাবে উপভোগ করতে পারে; প্রমাণ করেছে যে, "কিছু বিশিষ্ট" মানুষ আর নীচুতলার মানুষ, অথবা জাতিগত বৈষম্য বলে কোন কিছু নেই।

নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে অন্যায় অসাম্য বহাল রয়েছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভব। প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হতে পারে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে, তা ইওরোপ আর এশিয়ার জনসাধারণকে সমাজতন্ত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ তো করেছেই, তা ছাড়া সমস্ত দুনিয়ার জনসাধারণের জীবনে এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। স্বরাজের জন্য মহান আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে, রুশিয়ার মতো বিপ্লবের আশঙ্কা করে ইংরেজরা "স্বেচ্ছায়" ভারত থেকে তল্পীতল্পা গুটোতে বাধ্য হয়েছে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সামাজিক সাফল্য এবং বিপ্লবী কর্মনীতির ভয়ে শোষক শ্রেণীগুলি মেহনতী মানুষকে কনসেশন দিতে বাধ্য হয়েছে এবং জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীর চক্রান্ত প্রতিরোধ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত রকমের উপকরণে সমৃদ্ধ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অমোঘ শক্তি এবং শান্তির জন্য অবিরাম সংগ্রামের সোবিয়েৎ নীতি সাম্রাজ্যবাদকে তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করার আগে আর একবার ভেবে দেখতে বাধ্য করেছে। উদাহরণ হিসাবে মিসরের বিরুদ্ধে আক্রমণ, অথবা কাশ্মীরকে "সমস্যা" করে তুলবার পরিকল্পনাটির কথা বলা যায়। নভেম্বর বিপ্লবের ফলে যারা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা নভেম্বর বিপ্লবের নিন্দায় এবং মহান পরিবর্তনের ফলে যে সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার বিরুদ্ধে কুৎসায় মুখর।

কিন্তু সকলে খুব ভালভাবেই জানেন যে, কোন মহান কাজ সমাধা করার সময় কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব নয়। সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থার শক্তির উৎস হোল সোবিয়েতের জনসাধারণ, তাই তাঁরা নির্ভয়ে ভ্রান্তি প্রকাশ করেন এবং সেই ভ্রান্তি সর্বতোভাবে সংশোধনও করেন।

পূর্বতন পশ্চাদপদ অর্থনীতি অগ্রসর করার জন্যে, জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সোবিয়েৎ জনসাধারণ তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে কোন কার্পণ্য দেখাননি, আর এই দিনগুলিতে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাময়িক অসুবিধাগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করেছে। আমাদের আদর্শের শত্রুরা কমিউনিজমের আদর্শকে অপবাদ দেওয়ার জন্য সোবিয়েতের এই অসুবিধাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সোবিয়েৎ রাষ্ট্রনেতারা একথা কখনও গোপন করেননি যে, সমগ্র জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা এখনও পরিপূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব হয়নি। সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের প্রথম ধাপ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, কারণ তার জন্য দ্রব্যসম্ভারের যে প্রাচুর্যের প্রয়োজন তা একমাত্র কমিউনিজমেই সম্ভব। সমাজতন্ত্র গঠন করে সোবিয়েৎ জনসাধারণ কমিউনিজমে ক্রত পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন; তখন এমন প্রাচুর্যের সৃষ্টি হবে যার ফলে প্রত্যেকটি মানুষের সমস্ত রকমের চাহিদা মিটবে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শত্রুরা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অবিরত কুৎসায় রত। তারা এরকম কথা বোঝাবার চেষ্টা করে যেন, শ্রমিক-কৃষক ব্যাপক জনতার হাতে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শাসন ক্ষমতা নেই; পরন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার প্রত্যক্ষ শাখাগুলিই যেন দেশ শাসন করে। এই কথা "প্রমাণ" করার জন্য তারা দেখায় যে, সোবিয়েৎ দেশে একটিমাত্র পার্টি আছে। ঠিক কথা: সোবিয়েৎ ইউনিয়নে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি আছে। এটি সেই পার্টি—যাকে গঠন করেছেন এবং লালন করেছেন লেনিন। নভেম্বর বিপ্লবের সময় পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক
নিকিতা ক্রুশ্চেভ

নিকলাই বুলগানিন

জোসেফ স্তালিন

Are you a subscriber to SOVIET LAND?
ILLUSTRATED FORTNIGHTLY
Devoted to the Life, Art, Culture of the Soviet People
SUBSCRIPTION RATES
Yearly: Rs. 4·00 Half Yearly · Rs. 2·00
Quarterly: Rs. 1·10 Price per Copy: 0·20 nP.
Published in—
ENGLISH • HINDI • URDU • PUNJABI
BENGALI ETC. ETC.
Available at: National Book Agency (Private) Ltd. 12 Bankim Chatterjee Street. Cal-12
Branch: 172 Dharmatalla Street, Calcutta-13

শত "অসম্ভবে"র পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে

গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী স্মরণ করলে দেখা যায়, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন পৃথিবীর সামনে একটার পর একটা কত ধাঁধাই না উপস্থিত করেছে।

প্রথমেই ধরা যাক, সোবিয়েৎ রাষ্ট্র যখন স্থাপিত হল। পশ্চিমের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকাগুলি, একেবারে একবাক্যে সজোরে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দ্রুত এবং অবশ্যম্ভাবী পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। তাঁরা সবাই একমত হয়ে বললেন যে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর (নতুন পঞ্জিকা অনুসারে নভেম্বর) মাসে রুশিয়ায় যে নতুন ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হল, ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, তা অস্বাভাবিক এবং কিছুতেই টিকতে পারে না।

পশ্চিমীদের এই মতে অবশ্য তাদের নিজেদেরই আস্থা ছিল না, তা স্পষ্ট, কেননা, ঐ যুক্তির সমর্থনে তারা চটপট কামানের আগুনের সমর্থন খাড়া করে ফেলল। তখনকার দিনের পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে পরাক্রমশালী শক্তিগুলির নেতৃত্বে চোদ্দটা রাষ্ট্র সেই শিশু রিপাবলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ল; সে রিপাবলিকের তখন না আছে যথেষ্ট খাবার, না আছে কাপড়-চোপড়, না আছে অস্ত্রশস্ত্র। অধিকন্তু, সে রিপাবলিকের ফৌজ গড়তে হল একেবারে লড়াইয়ের আগুনের মধ্যেই।

অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য

তবু, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বেঁচে রইল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে তারা জয়ী হল। অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য আর ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে তারা সান্ত্বনা পেল। এটাকে তারা বলল—কপালের জোর; বলল যে, এমন "অলৌকিক" ব্যাপার আর ঘটতে পারে না।

কিন্তু সে হল আরও বহু অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের সবে প্রথমটা।

১৯২০ সালের পর এইচ. জি. ওয়েলস্ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ অতি-অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে চিত্রিত করলেন: "রুশিয়ায় একটা কৃষকের দেশ ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, শহরগুলি একরকম জনশূন্য আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।"

এই বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকের মনোভাবটা অবশ্য বোঝা যায়। যুদ্ধ আর রক্তাক্ত আক্রমণের কয়েক বছরে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন একেবারে ভেঙে পড়বার দশায়ই পৌঁছেছিল। অতি নিদারুণ দারিদ্র্য আর অনশন ছিল দেশময়। বাইরের কোন সাহায্যের কোন আশা ছিল না। আক্রমণ শেষ হল, কিন্তু অবরোধ বজায় রইল।

বাস্তব পরিকল্পনা

এ সব কিছু সত্ত্বেও, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সেই নিদারুণ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হল। শিল্পোন্নয়নের শিখরে শিখরে শত-যোজন-ব্যাপী পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে শুরু করল সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিকে পশ্চিমী দেশগুলিতে আজগবী কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে, সেগুলি ছিল খুবই বাস্তব।

সম্পূর্ণতঃ নিজেরই শক্তি আর সহায়-সম্পদের উপর নির্ভর করে, বৃহত্তম পশ্চিমী শক্তিগুলির অঘোষিত অবরোধের মধ্যেও, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কয়েকটা বছরের মধ্যেই শিল্পোন্নয়নের যে-পথ অতিক্রম করল, তার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেগেছিল পুরা এক শতাব্দী।

১৩ বছরের মধ্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হল; অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ থেকেই অগ্রসর দেশ হয়ে উঠল; ছিল দুর্বল, হয়ে উঠল মহাপরাক্রমশালী শক্তি।

কি করে তা ঘটল? অতি মাত্র সন্দেহবাতিকগ্রস্ত যারা, তারা শুধু ধাড় কুঁচকে আবারও সেই আকস্মিকতার সূত্র, দৈবের ব্যাপার, ইত্যাদি আওড়াতে লাগল।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

কিন্তু, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। সহসা হিটলারের প্রচণ্ড যুদ্ধযন্ত্রের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করা হল সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সামরিক আর রাজনীতিক নেতারা যেকোন দিন সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছিলেন।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলি লিখতে লাগল—

"একমাত্র দৈবে ছাড়া রুশিয়ার বাঁচন নেই!"

গোড়ার সামরিক কার্যকলাপের গতি সোবিয়েৎ ফৌজের পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকূলই হল। যুদ্ধ গিয়ে পৌঁছল মস্কোর দ্বারপ্রান্তে; কিন্তু শেষ হল গিয়ে বার্লিনে—বার্লিনে সোবিয়েৎ ফৌজের দখলে।

সমগ্র মানবজাতির নিকৃষ্টতম শত্রু ফ্যাসিবাদের উপর জয়ের জন্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নই আর যেকোন দেশের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। নিযুত-নিযুত সন্তান-সন্ততি হারিয়েছে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন; ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হল ৬৭৯ বিলিয়ন রুবল। মনে হয়েছিল যেন অতি দীর্ঘকালের দীনতা আর নতিই দেশটার অবধারিত ভাগ্য।

কিন্তু, অতি অল্পকালের মধ্যেই সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যে-নতুন আর উর্দ্ধতর পর্যায়ে উন্নত হল, তার ব্যাপকতা আর তাৎপর্যের কোন তুলনা নেই; অগ্রগতির সে বেগও অতুলনীয়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে; "দৈব বিনা এইসব অলৌকিক কাণ্ড সোবিয়েৎ ইউনিয়ন করে কেমন করে?"

ভীতি নয়—জবরদস্তি নয়

কেউ কেউ বলতে চান যে, জবরদস্তি

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সম্ভব হয়েছে

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৯১৯ সালের মার্চ মাসের ফটো)

সমাজতন্ত্র একই : বিভিন্ন দেশে পথ বিভিন্ন

সোভিয়েৎ ইউনিয়নে নিরক্ষতার অবসান

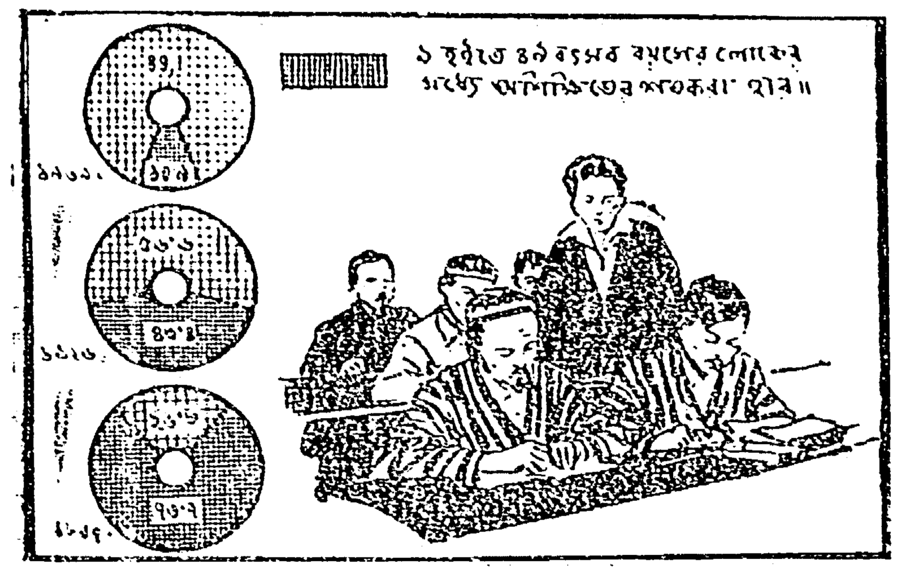

সমাজতন্ত্র সর্বত্র একই—অভিন্ন ; কিন্তু বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পথ বিভিন্ন।

কথাটা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে দাঁড়ায় যে, পোল্যাণ্ডে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, কিংবা অন্ত কোন জনগণতান্ত্রিক দেশেই হোক, আর ভবিষ্যতে অন্ত যে কোন দেশেই হোক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের ধরন একই। সে হল—উৎপাদনের সমস্ত উপায়াদির উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ; সমগ্র সমাজের প্রয়োজন মিটান তার কাজ। এই অর্থে সমাজতন্ত্র সর্বত্র একই। সমাজতন্ত্রের মর্ম নির্ভর করে এরই উপর। এই মর্ম সব দেশে একই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুঁজিতন্ত্রের মর্মও সব দেশে একই। তা হল—উৎপাদনের উপায়াদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, ভাড়া-করা শ্রম, আর, সরাসরি সমাজের প্রয়োজন মিটাবার বদলে, পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্যে উৎপাদন। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিকে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, পুঁজিতন্ত্রের মৌলিক মর্মগুলির এই মৌলিক সাদৃশ্যের পাশাপাশি কিছু কিছু পার্থক্যও রয়েছে। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি একেবারে হুবহু এক নয়। একদেশে অবাধ বাণিজ্য রয়েছে, আর একদেশে রয়েছে রক্ষণ-শুল্ক ; অর্থ ব্যবস্থা পৃথক, ব্যাঙ্কিং আর ঋণ দানের ব্যবস্থা পৃথক, এমনি আরও পার্থক্যও রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির কিছু কিছু নিজস্ব পার্থক্যও আছে। কিন্তু, তবু, সে-সবের মর্ম, ভিত্তি—উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্ক—সর্বত্র একই, অভিন্ন।

এ কথা সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজতন্ত্র সর্বত্র একই, অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক সর্বত্র একই—তবু, জাতীয় অর্থনীতির প্রশাসনিক, সাংগঠনিক রূপ, অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, পরিকল্পনা, ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটির ব্যাপারে পার্থক্য থাকতে পারে।

কোথা থেকে আসে এই পার্থক্যগুলি ? সমাজতন্ত্রে পৌছবার বিভিন্ন পথ থেকেই পার্থক্যগুলি দেখা দেয়। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতেও, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পথে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে পৌছানোর ফলে পার্থক্য দেখা দেয়। বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পর্বের চেয়ে প্রাথমিক পর্বগুলিতে বোধ হয় বেশি হবে—কেননা অগ্রসর পর্বগুলিতে যা, তার চেয়ে প্রাথমিক পর্বগুলিতে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর উপর সমাজতন্ত্রে পৌছবার পথের প্রভাব বেশি পড়ে ; অগ্রসর পর্বগুলিতে পার্থক্যগুলি কমে মিলিয়ে যায়।

এখন যা, তার চেয়ে উনিশ শতকে বিভিন্ন পুঁজিতন্ত্রী দেশের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই বেশি ছিল—কেননা, প্রাক্-পুঁজিতন্ত্রী সামাজিক গঠনের অবশেষগুলি তখন বেশি ছিল। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পার্থক্য মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং পার্থক্যের মাত্রা অপেক্ষাকৃত সমান হয়ে আসে।

তবে, যে কোন দেশে যে কোন পার্থক্যের কথা যতই জোর দিয়ে বলা হোক না কেন, সমাজতন্ত্রে পৌছবার বিভিন্ন পথের কথা বলবার সময় মর্মটি এবং সাধারণ অঙ্গগুলির কথা ভুললে চলবে না : সমাজতন্ত্রে পৌছবার সমস্ত পথের ভিত্তি একই। এই ভিত্তি হল—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণ। পুঁজিতন্ত্রী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর কখনও আপনা থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় না।

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে অতীতে এমন কোন কোন মতবাদ ছিল (এবং এখনও আছে), যাতে বলা হয় যে, পুঁজিতন্ত্র যেন একটা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রে চলে যেতে পারে। এমন সব মতবাদকে আমরা বলি—শোধনবাদ। এইসব মতবাদ প্রথম দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের শেষে, কিন্তু কোথাও কখনও সত্য প্রমাণিত হয়নি। বরং, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, রাষ্ট্রের সামাজিক প্রকৃতিতে পরিবর্তনই সমাজতন্ত্র গঠনের মৌলিক অবস্থা। যে-রাষ্ট্র থাকে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর হাতিয়ার, তার সামাজিক চরিত্র বদলে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র করতে হবে—সে রাষ্ট্র হবে শ্রমিকশ্রেণী আর তার মিত্রদের ক্ষমতার হাতিয়ার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সে-রাষ্ট্রের কাজ। এই অবস্থান্তরকালে রাষ্ট্রকে আমরা মার্কসবাদীরা বলি—সর্বহারার একনায়কত্ব।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পর্কের পুঁজিতন্ত্রী থেকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না—তা রাষ্ট্র-ক্ষমতার দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং সে হল এক নতুন রাষ্ট্র-ক্ষমতা, যা শ্রমিকশ্রেণী আর তার মিত্রদের হাতে।

এই নতুন রাষ্ট্র ক্ষমতার সামাজিক মর্ম আর বৃত্তি নিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব।

সমাজতন্ত্রে পৌছবার প্রত্যেকটি পথেরই যা সাধারণ অঙ্গ, সে হল ঠিক এই জিনিসটিই। এই অর্থে বলা যায়—সমাজতন্ত্রে পৌছবার পথ একই। তবে, ব্যাপারটিই, সেটা যেসব রাজনৈতিক রূপে ঘটে, নতুন রাষ্ট্র যেসব উপায় অবলম্বন করে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরণ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করবার জন্যে রাষ্ট্র যেভাবে সর্বহারার একনায়কত্বের বৃত্তি অনুসরণ করে—এই সবই ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হতে পারে। এ কিছু নতুন কথাও নয়। পার্লামেন্টারিভাবে সমাজতন্ত্রে পৌছবার সম্ভাবনা নিয়ে আজ যে অনেক কথা বলা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে—তা মার্কস আর এঙ্গেলস'র লেখাতেও রয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণ করে, সেটা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পথে হয় কেন ? একই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে—সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর সাধনের জন্যে—নতুন রাষ্ট্র, সর্বহারার একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে কেন ?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে, বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্র কি ভাবে দেখা দিল, সেটা একবার দেখা ভাল। খুবই বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিভিন্নভাবে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, ভিন্ন ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জার্মানিতে, আরও ভিন্নভাবে রুশিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, অন্যান্য পূর্ব-ইউরোপীয় দেশে কিংবা এশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র দেখা দিয়েছিল। সর্বত্রই একই সাধারণ অঙ্গ ছিল—সামন্ত-শ্রেণীর হাত থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। তবু, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রী সম্পর্ক হটিয়ে পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন গতিতে, বিভিন্ন রূপে ঘটেছিল।

লেখক : অধ্যাপক ল্যাঙ্গে

সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থানের বেলায়, সর্বোপরি দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার : সমাজতন্ত্র যখন দেখা দেয় অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর পুঁজিতন্ত্রী দেশে ; আর সমাজতন্ত্র যখন দেখা দেয় অনগ্রসর দেশে, যেখানে পুঁজিতন্ত্রের আরম্ভটুকু শুধু হয়েছে—অন্যান্য দেশে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের যে-ঐতিহাসিক কাজ পুঁজিতন্ত্রের আমলেই ঘটেছে, তা সেখানে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমলেই করতে হবে।

আর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। তা সাধারণতঃ প্রথমটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কোন কোন দেশ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছে, এবং ক্রম-বিকশিত পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে উঠেছে, ফলে, সেইসব দেশে, গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারি ... হয়ে উঠেছে। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির এইসব রূপকে আমরা সাধারণতঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলে থাকি, এইভাবে সে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হয়—পুঁজিতন্ত্রী সমাজে সামাজিক বৈষম্যের ফলে দেখা দেয় সেইসব সীমাবদ্ধতা। তবে, যাকে আমরা সাধারণতঃ (এবং সঠিকভাবেই) বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলি, সেটা কিন্তু বহুলাংশে, এমনকি প্রধানতঃ, বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্জন করা জিনিস নয়, বরং শ্রমিকশ্রেণীরই অর্জন করা।

কী প্রক্রিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র দেখা দিয়েছিল ? এইসব দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল। পেটিবুর্জোয়া, কৃষক, উঠতি সর্বহারা, এইসব সাধারণ মানুষ সে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীকে এই জনগণেরই উপর ভরসা করতে হয়েছিল। এইভাবে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামই বুর্জোয়াশ্রেণী আর জনগণের মধ্যে মৈত্রী সৃষ্টি করেছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল সেই মৈত্রীরই ফল।

এইখানেই শেষ নয়। সাধারণতঃ, বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করতে পারলেই, বিষয়-আশয়ের যোগ্যতা, শিক্ষার শর্ত, ইত্যাদি কৌশলে যতখানি সম্ভব গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতন্ত্রের

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারী মুক্তির সন্ধানে সোভিয়েৎ

(একটি সোভিয়েৎ মেয়ের সাথে সাক্ষাৎকার)

—শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, এম.পি.—

হঠাৎ সেদিন নাতাশার সাথে আবার দেখা। সেই আলাপ হয়েছিল ১৯৫৩ সালে মস্কো সহরে। সোভিয়েৎ মহিলা সমিতির অফিসে যে দিন আমাদের অভ্যর্থনা, সেইদিন নাতাশার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছে। তাই নাতাশার সঙ্গে সেদিন দেখা হতেই নানান কথা জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম।

৪০ বছর পার হয়ে গেছে যেদিন রুশ বিপ্লব জয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার। সেদিন যেমন কৃষক-মজুররা শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হল, তেমনি মুক্তির সন্ধান পেল সোভিয়েত দেশের মেয়েরা। যখন সোভিয়েৎ গিয়েছি তখন স্বচক্ষে দেখেছি, কি ভাবে কলে-কারখানায়, রাস্তায়, দোকানে কৃষকের ক্ষেতে-খামারে, ইস্কুল-পাঠশালায়, বিজ্ঞানের গবেষণাগারে—সর্বত্র মেয়েরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের কর্মক্ষমতার ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে সমাজে ও রাষ্ট্রে মর্যাদা লাভ করেছে। একদিকে যেমন এই দৃশ্য দেখেছি, আবার অপরপক্ষে দেখেছি রাষ্ট্র বহু সন্তানের মায়েদের কত সমাদর করে থাকে। যেদিন আমরা লেনিনগ্রাদে যাই, সেদিন আমাদের সম্বর্ধনা-সভায় বহু মায়েরা বুকে চকচকে স্বর্ণপদক ঝুলিয়ে উপস্থিত হন। আলাপ-পরিচয় হলে পর বুঝলাম, এঁরা বহু সন্তানের জননী বলে সরকার তাদের "বীর জননী" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

এই দুইটি কাজ—ঘরের বাইরে বেরিয়ে উপার্জ্জন করা এবং সংসার ও সন্তান প্রতিপালন করা—আমাদের দেশে পরস্পর বিরোধী বলে গণ্য হয়। অনেকেরই ধারণা যে মেয়েরা যত বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করবে ততই তাদের মাতৃত্বের গুণ নষ্ট হবে এবং নারীত্বের কর্তব্য পালনে বাধা ঘটবে। তাই আমাদের দেশের মেয়েদের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে ঘরের কোণের মধ্যে, আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র রয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। সমাজের ও ধর্মের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি শিক্ষাও এই একই ধারণার সাক্ষ্য দেয়। আর বাস্তব জীবনেও দেখা যায় কী অসম্ভব কষ্ট, পরিশ্রম, কি দুঃখ ভোগ করে খেটে খাওয়া মেয়েদের সন্তান ও সংসার প্রতিপালন করতে হয়। তাই নাতাশার সঙ্গে দেখা হতে তাকে বহু প্রশ্নে জর্জ্জরিত করে তুললাম।

প্রশ্ন : "তোমরা কি ভাবে মেয়েদের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত কর তা দেখেছি। কিন্তু আবার তাদের বহু সন্তানের জননী হবার জন্য কেন উৎসাহ দাও, বুঝতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতা হল—বেশী সন্তান-সন্ততি হলে মেয়েরা বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারে না। তোমার কি মনে হয় না এই দুই নীতি পরস্পর বিরোধী ? বেশী সন্তান হলে কি নারী-মুক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না ?"

নাতাশার উত্তর : "তোমাদের ওখানে বড় পরিবার মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট। কিন্তু আমাদের দেশে যত বেশী সন্তান হয়, আমরা তত বেশী সরকার থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাই। তাছাড়া আমাদের দেশে বেকার নেই। প্রত্যেকটি কারখানায় অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা সন্তান জন্মাবার পূর্বে ৫২ দিন ও পরে আরও ৫২ দিন বেতন-সহ ছুটী পায়। শুধু তাই সব নয়। প্রসবকালীন সমস্ত খরচ—হাসপাতাল, ওষুধ, কাপড়ের খরচ বহন করে সরকার।"

প্রশ্ন : "তোমাদের সমস্ত মেয়েদের জন্ত কি হাসপাতালে জায়গা কুলায় ? না, ঘরেও প্রসবের ব্যবস্থা হয় ?"

নাতাশার উত্তর : "এককালে কুলোত না। এখন আমরা সকলের জন্ত হাসপাতালে জায়গা করতে সক্ষম। আমরা কাউকেই ঘরে প্রসব করতে দিই না। কারণ তাতে মা ও শিশুর ঠিক যত্ন হয় না, তাদের স্বাস্থ্যও ঠিক রক্ষা করা যায় না।"

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতার হাসপাতালগুলির বারান্দায়, গলিতে, মাটীতে উপচিয়ে পড়া প্রসূতির ভীড়। আর গ্রামের অশিক্ষিত দাইয়ের হাতে প্রসূতির স্বাস্থ্যনাশ।

আমি বাধা দিয়ে বললাম : "শহরে না হয় তা সম্ভব, কিন্তু গ্রামে কি হয় ?"

উত্তর : "কেন ? এখন ত আমাদের গ্রামেও যথেষ্ট হাসপাতাল হয়েছে। স্বাভাবিক প্রসব হলে প্রসূতিকে দশ দিন হাসপাতালে রাখে এবং তার যাবতীয় খরচ সরকার বহন করে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে আরও বেশী দিন তাকে হাসপাতালে রাখা হয়। এই ত গেল প্রসবকালীন ব্যবস্থা। কিন্তু সর্বত্র আছে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখানে আসন্নপ্রসবা মা প্রতি হপ্তায় বা পনের দিনে একদিন নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসতে পারে। শিশু জন্মাবার পরেও শিশুর তত্ত্বাবধান ও তার স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা নেবার জন্য মায়েরা এই কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত যেতে পারে।"

সবচেয়ে অবাক হলাম যে এর কোন কিছুর জন্যই মা-বাপকে খরচ করতে হয় না। এর সমস্ত ব্যয় বহন করে সোভিয়েৎ সরকার।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন মনে খোঁচাতে লাগল। অর্থসাহায্য না হয় পাওয়া গেল ; কিন্তু সন্তান জন্মালে মায়ের অবসর কোথায় যে সে সন্তান ছেড়ে বাইরে যাবে ? নাতাশাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি এমন সময় সে যেন আমার মনের কথা লুফে নিয়ে বলল :

"শুধু টাকা বা হাসপাতালের ব্যবস্থা ত মায়ের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। মায়েদের মুক্ত করার জন্য তাই সরকার সর্বত্র নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেছে, যাতে মায়েরা সেখানে শিশুদের অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কাজে যেতে পারে।

"তা ছাড়া মায়েরা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে দুধ খাওয়ার জন্য অবসর পায়।"

শুনে একটু আশ্চর্য হলাম যে, সোভিয়েৎ ডাক্তাররা মায়ের বুকের দুধকে এত স্বাস্থ্যকর মনে করেন যে, এক বৎসর পর্যন্ত তাঁরা মায়ের দুধ শিশুদের দেবার পক্ষপাতী। এ কথা শুনে নিশ্চয়ই বহু মা, দিদিমারা খুসি হবেন যে, নূতন চাল ফ্যাসনের টিনের দুধের প্রতি সোভিয়েৎ ডাক্তারদের খুব বেশী মোহ নেই। অবশ্য নাতাশা বলল : "মায়ের বুকে দুধ না থাকলে ঐ মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে গেলে শিশুকে অন্য মায়ের দুধ দেবার ব্যবস্থাও করে দেয়। অন্য বিশেষ শিশু-খাদ্য প্রয়োজন হলে তাও বিনামূল্যে ওরা সরবরাহ করে।"

তবু একটা কথার সদুত্তর পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম : "বেশী সন্তান হলে মায়ের কি স্বাস্থ্য হানি হয় না ? তোমরা কি পরিবার নিয়ন্ত্রণে একেবারেই বিশ্বাস কর না ?"

নাতাশার উত্তর : "আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করি না।"

প্রশ্ন : জন্ম নিয়ন্ত্রণ না মান, পরিবার নিয়ন্ত্রণ ত মান ? অর্থাৎ এটা ত বিশ্বাস কর যে, একটির উপর একটি সন্তান জন্মালে শিশুর অযত্ন হয়, মায়ের শরীর খারাপ হয় ?"

নাতাশার উত্তর : "তুমি বল যে শিশুদের জন্মের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে কতদিন অতিবাহিত হতে দেওয়া উচিৎ—তার উপায় বাতলিয়ে দেবার কর্তব্য ঐ মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রগুলির। ঐখানে বিশেষজ্ঞরা আছেন। তাঁরা মায়েদের এসব বিষয় শিক্ষা দেন।"

এই দুটি উক্তির ভিতর দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাঁরা অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও, বিজ্ঞানের দ্বারা মা ও শিশুর যত্ন ও স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে তাঁরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন করতে ইতস্তত করেন না।

নাতাশার আর একটা কথায় আমার মনে বিশেষ কৌতূহল জাগল। সোভিয়েৎ সরকারের বাস্তব আদর্শ-বাদিতার পরিচয় পেলাম এইখানে। নাতাশা বলল :

"তুমি বোধ হয় জান যে, ভ্রূণহত্যা (abortion) আমাদের দেশে আগে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ মার্কসবাদী লেনিনবাদী চিরায়ত সাহিত্য ॥

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের

কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার

কমিউনিস্ট তত্ত্বের প্রকাশ্য ঘোষণা হিসাবে এই ইশ্‌তেহার সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রচনা করে, সমাজতন্ত্র আনয়নে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীকে অবহিত করে।

দশ আনা

কার্ল মার্কসের	কার্ল মার্কসের
মজুরি ও পুঁজি	**মজুরি দাম মুনাফা**
ছয় আনা	আট আনা

ভি, আই, লেনিনের

সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়

দেড় টাকা

কী করিতে হইবে	**১৯০৫ সালের বিপ্লব**
দু' টাকা	তিন আনা

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

আড়াই টাকা

জোসেফ স্তালিনের

অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল

আট আনা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥ শাখা : ১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

নারী মুক্তির সন্ধানে সোবিয়েৎ

(৯ পৃষ্ঠার পর)

ভিতর দিয়ে সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, একে বে-আইনী ঘোষণা করলে, লোকে হাতুড়েদের কবলে পড়ে জীবন বিপন্ন করে। তাই এখন এর উপর কোন আইনগত নিষেধ নেই।"

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে বলে চল্ল : "তোমার মনে বোধ হয় সন্দেহ জাগছে—তাই না? সেটা স্বাভাবিক। কারণ কেউই এটা পছন্দ করতে পারে না—আমরাও করি না। কিন্তু একটা জাতির কোটী কোটী মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ সব রকম থাকে। তাই এই দুষ্ট রোগকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকারকে কার্যকরী কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে হয়েছে। একদিকে যেমন শিক্ষা ও মেয়েদের আর্থিক সচ্ছলতার ভিতর দিয়ে এই নিকৃষ্ট জিনিসের অবসান ঘটাতে হবে, অন্যদিকে একে বে-আইনী ঘোষণা করলে হাতুড়েদের মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলার যে সুযোগ জোটে—তার পথ বন্ধ করতে হবে। তাই ঐ মাতৃ-মঙ্গল কেন্দ্রের ডাক্তাররা এ বিষয় মেয়েদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ডাক্তাররা তাদের প্রথমে এর থেকে নিরস্ত করার সব রকম চেষ্টা করে। কারণ আমরা জানি গর্ভ নষ্ট করার ফলে মায়ের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয়।"

প্রশ্ন : "এর ফলে তোমাদের মধ্যে কি যথেচ্ছাচারিতা বা নৈতিক অধঃপতন বৃদ্ধি পেয়েছে?"

নাতাসার জবাব শুনে আশ্চর্য হলাম।

সে বল্ল : "সংখ্যা হিসাব করে দেখা গেছে, ভ্রূণহত্যা আইনে যখন নিষিদ্ধ ছিল, তার তুলনায় এখন প্রতি বছরে এর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তবুও একে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে হলে ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন, যাতে আমরা সমস্ত মানুষকে সুখী পারিবারিক জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারি। সোবিয়েৎ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা এই কথাই আমাদের বার বার শিক্ষা দিয়েছেন যে, একমাত্র সুখী ও স্বাস্থ্যকর পরিবারই কমিউনিজমের দৃঢ় ভিত রচনা করতে পারে। এই ধরণের পরিবারের সংহতির ফলাফলেই কমিউনিজম চিরস্থায়ী হবে। তাই আমরা মনে করি—পারিবারিক জীবনের স্নেহ-মমতার বন্ধনে মানুষকে যতখানি আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করতে পারব, ততখানি আমরা ভ্রূণহত্যার পাপচক্র থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারব। মেয়েদের আর্থিক অসমর্থতা যতখানি দূর করতে পারব, ততখানি এই নিকৃষ্ট জিনিসের অবসান ঘটবে।"

সোবিয়েৎ সরকারের বাস্তববাদী দূরদর্শিতা দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাদের দেশেও বহু ভাল আদর্শ কাজে পরিণত করতে গিয়ে ভালর চাইতে মন্দ হয়েছে বেশী—শুধু এই বাস্তববাদীতার অভাবে। কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত লুকোনো পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে—আইন যখন শুধু ভয়ই দেখিয়েছে, মানুষকে শুধরোবার চেষ্টা করেনি। নাতাসা আবারও বলে উঠল : "এক কথায় বলতে গেলে, সোবিয়েৎ সরকার যদিও মেয়েদের মা হওয়ার সব রকমের সুখ-সুবিধের দিকে যত্নবান হয়, সন্তানের জননী হবার জন্য সামাজিক ও আর্থিক সঙ্গতির পথ প্রশস্ত করে দেয়, তবুও কোন মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা হতে বাধ্য করার তারা পক্ষপাতী নয়।"

আবার আমায় নাতাসা মনে করিয়ে দিল : "তোমার প্রথম প্রশ্নের পুরো জবাব কিন্তু আমি এখনও দিইনি।

নারীমুক্তির জন্য আরও একটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজন। গৃহস্থালির কাজ-কর্মের কঠোর পরিশ্রমের বোঝা না কমাতে পারলে মেয়েরা কখনও মুক্তি পেতে পারে না।"

এ কথা আমার মনে খুব সায় পেল। প্রতিদিনকার রান্নার হাঙ্গামা ও খাটুনিতেই ত মেয়েদের অর্দ্ধেক জীবন কেটে যায়। তাছাড়া আছে সংসারের আরও বহু কাজ।

নাতাসা বল্ল : "এর জন্য আমাদের সরকার সর্বত্র 'ক্যান্টিন' ও 'খাবার ঘর' স্থাপন করেছেন। প্রত্যেক এলাকায় কিছু দূর অন্তর এই "খাবার ঘর" সহজলভ্য জায়গায় পাওয়া যায়। সেখানে মেয়েরা ইচ্ছা করলে একা, ইচ্ছা করলে পরিবারসহ খেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে ছেলে-মেয়েদের জন্য খাবার বাড়ী কিনে নিয়ে যেতে পারে। এই "খাবার ঘরগুলি" কিন্তু "রেস্তোরাঁ"গুলি থেকে পৃথক। 'রেস্তোরাঁ'তে গান বাজনা হয়; খাবারও বেশী দামের। অতএব "রেস্তোরাঁ"র চাইতে "খাবার ঘরের" খাওয়া সস্তা।

শুনেছি যে, সোবিয়েতে জিনিসের দাম যথেষ্ট চড়া, তাই আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলাম যে, সাধারণ পেট ভরে খাওয়ার কি রকম খরচ পড়ে। নাতাসা বল্ল : "সাধারণতঃ আমাদের দেশে আমরা প্রথমে এক প্লেট সুরুয়া খাই। তার দাম হবে এক রুবল থেকে দেড় রুবল। তারপর একটা মাছ বা মাংসের 'ডিস'। তার দাম ঐ একই রকম। শেষে আমরা একটা মিষ্টি খাই। তার দাম কয়েক কোপেকের বেশী নয়।" অতএব তিন চার রুবলে বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া যায় বুঝলাম।

যে দেশে পরিবারের উপার্জনক্ষম বয়সের সকলেই রোজগার করে এবং কেউই ৬০০,৭৫০ রুবলের কম মাইনে পায় না, সেখানে এই দাম বিশেষ কিছুই নয়।

তার উপরে নাতাসা মনে করিয়ে দিল, "ঐ ৬০০।৭৫০ রুবল পায় অল্প বয়সের নূতন কর্মী, যারা নূতন কাজ শিখছে। কিন্তু বেশী দিন ত কেউ এই অবস্থায় বসে থাকে না। উন্নতি ও শিক্ষার নানান পথ খোলা আছে। তাই অনবরতই তাদের পদোন্নতি হচ্ছে ও তাদের রোজগারও বেড়ে যাচ্ছে। তা বাদেও মনে রেখো, আমাদের চিকিৎসা বা শিক্ষায় কোন বিশেষ খরচ নেই—এমন কি যারা নিম্নতর মজুরী পায় তাদের হাওয়া বদলাবার খরচও সরকার বহন করে। আর, বেশী সন্তান থাকলে শিশুদের কিণ্ডারগার্টেন অথবা ইস্কুলের বোর্ডিং-এর খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়।"

আরও একটি কথা নাতাসার কাছ থেকে শুনে চমৎকৃত হলাম। সে বল্ল, বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার স্থির করেছে যে, মেয়েদের জীবনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি লাঘব করার জন্য যে সব মেশিন দরকার তা তারা বেশী সংখ্যায় এবং সস্তায় তৈরী করবে। যথা কাপড় কাচার মেশিন, ঘর ঝাড়ু দেবার মেশিন ইত্যাদি। "গত পাঁচ বছরের মধ্যে এসব জিনিসের দাম শতকরা কুড়ি ভাগ কমে গিয়েছে", নাতাসা জানাল।

"কিন্তু রান্নার কি ব্যবস্থা?" আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ঘুঁটে, কাঠ ও কয়লা জ্বালার নিত্যনৈমিত্তিক জ্বালাতনের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্ন মুখ থেকে ফট করে বেরিয়ে পড়ল। নাতাসা জবাব দিল : "এখন মস্কোতে শতকরা নিরানব্বইটি ঘরে রান্নার জন্য গ্যাস আছে। খরচও নগণ্য। এই ঘর না, আমার বাড়ীতে। আমরা তিনটি পরিবার থাকি। সারা মাসে আমাদের গ্যাসের খরচ ৮।৭ রুবল। প্রায়ই আমি একাই ঐ পয়সা জমা দিয়ে আসি। তিন ভাগে ভাগ করার পরিশ্রমও পোষায় না। লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্য সহরেও নিরানব্বই না হোক, তার কিছু হয়ত অল্প সংখ্যক পরিবার গ্যাসের সুযোগ উপভোগ করে থাকে। গ্রামে এখনও সর্বত্র এই সুযোগ পাওয়া যায় না। তবে, আমাদের দেশে নূতন নূতন ইলেক্‌ট্রিক উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—আর সেই পরিমাণে গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা রান্না করার ব্যাপক ব্যবস্থা হচ্ছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শুনেছি আমেরিকাতেও এইসব ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার—সেখানের সাথে তোমাদের কি রকম তুলনা হয়?"

খানিকটা চিন্তার ছায়া হঠাৎ নাতাসার মুখে দেখা দিল। সে বল্ল : "মনে রেখো যে, যদিও ৪০ বৎসর আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ২০ বৎসর কেটেছে পর পর যুদ্ধ ও অবরোধের বীভৎস তাণ্ডবের আঘাত থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করতে। আমরা দেশের পুনর্গঠন করার জন্য মাত্র পেয়েছি ২০ বছর সময়। সেই জন্যই ত সোবিয়েৎ জনগণ এত মনপ্রাণ দিয়ে শান্তি কামনা করে। কারণ আমরা জানি যে, শান্তি যদি থাকে তাহলে কালকের জীবন আজকের দিনের চাইতে সুখী হবে—আমাদের জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত হবে। আমাদের সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬০ সালে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে যে-সব কাজে কঠোর শারিরীক পরিশ্রম লাগে সেগুলিকে মেশিন দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

আমি জানতে চাইলাম যে, সোবিয়েতের কোন্ কোন্ কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হয়।

নাতাসা ভেবে বল্ল : "শিল্পের ক্ষেত্রে—কাপড় তৈরী ও কেক্-বিস্কুট, চকোলেট তৈরীর কারখানায় সবচেয়ে বেশী মেয়েরা কাজ করে। তা বাদে শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষক মেয়ে। প্রায় অর্দ্ধেক ডাক্তার মেয়ে। নার্স ও অধিকাংশ মেয়ে।"

আমি তাকে অন্য প্রশ্নের দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। "তোমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশী বিয়ে করলে তারা কি স্বামীর দেশে যেতে পারে?" নাতাসা হেসে বলল : "তুমি বোধহয় ইংল্যাণ্ডের প্রচার শুনে এই প্রশ্ন করছ। হাঁ, যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েদের বিদেশে যাবার আজ্ঞা ছিল না। কিন্তু এখন যারা বিদেশীকে বিয়ে করে তারা স্বামীর দেশে স্বেচ্ছায় যেতে পারে। তাই শুধু নয়, ইচ্ছা করলে তারা তাদের নিজেদের সোবিয়েৎ নাগরিক অধিকার (citizenship) অক্ষুন্ন রাখতে পারে।"

আরও কত প্রশ্ন মনে জাগতে লাগল। জিজ্ঞেস করে বসলাম : "বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার তোমরা অনেক আগেই মেয়ে-পুরুষকে সমানভাবে দিয়েছ। সে সম্পর্কে তোমাদের অভিজ্ঞতা কি?"

নাতাসা বলল : "আমরা বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করি না। সমাজ এই জিনিসটা কুনজরেই দেখে। তার কারণ আমরা দেখেছি যে, মা বাপের স্নেহ থেকে সন্তানরা বঞ্চিত হলে তাদের জীবন তীব্রভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তবে পারিবারিক জীবন যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে সে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া ছাড়া উপায় কি বল? তবু যখনই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কেউ আদালতে হাজির হয় তখন বিচারক প্রথম চেষ্টা করে তাদের বিরোধ মিটিয়ে পুনরায় একত্রে বাস করার ব্যবস্থা করতে। নেহাৎই রাজি না হলে তখনই বিচ্ছেদের কথা বিবেচনা করা হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম : "কিন্তু নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্ব কে পায়—মা, না বাপ?" নাতাসা জানাল যে, "শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে নাবালক সন্তানের জিম্মা মা পেয়ে থাকে। নেহাৎ বদ চরিত্র না হলে আদালত সব সময়েই মায়ের অভিভাবকত্বে সন্তানকে রাখে। কিন্তু বাপকে সন্তানের জন্য খরচা দিতে হয়। উত্তরাধিকারের প্রশ্নের জবাবে নাতাসা বলল যে, আমাদের সম্পত্তি ত জমি বা বহু সংখ্যক বাড়ী বা কল-কারখানার মালিকানা দেওয়ার প্রশ্ন নয়। আমাদের থাকার বাড়ী, তার আসবাব-পত্র বা ব্যাঙ্কে উপার্জনের সঞ্চিত টাকাই আমাদের সম্পত্তি। তা আমরা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমান ভাবে দিয়ে থাকি।"

সময় অনেক হয়ে যাচ্ছে দেখছি, অথচ প্রশ্নের স্রোত আর শেষ হয় না। কত কথা মনে পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম : "তোমাদের মধ্যে কজন মেয়ে আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁরা কি নারী ও শিশুদের কল্যাণ-জনক আইন বা সুখ সুবিচারের দিকে বিশেষ নজর দেন?"

নাতাসা জানাল : "আমাদের সুপ্রিম সোবিয়েৎ বা পার্লামেন্টে শতকরা ২৬ ভাগ মেয়ে। তাদের মোট সংখ্যা ৩৪৮। নিম্ন সোবিয়েতে বহু হাজার মেয়ে সভ্য—তার হিসাব সঠিক মনে নেই। প্রতিটি সোবিয়েতের অধীনে বহু কমিশন সংগঠিত হয়—যথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের কল্যাণকর কাজ ইত্যাদির বিষয় এই কমিশনগুলি বিশেষ নজর রাখে, এবং এই বিষয়ে তাদের বিশেষ বক্তব্য ও প্রস্তাব সোবিয়েতের সামনে রাখে। সোবিয়েতের সভ্যারা শিশু ও নারী

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সদ্য প্রকাশিত বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ

কবি নজরুল

এতে পাবেন নজরুল জীবনী সম্পর্কে বর্ণালী চিত্র, সাহিত্য চিন্তা বিষয়ক প্রামাণ্য তথ্য, কবি-প্রতিভার সুনিপুণ বিচার, কাব্য প্রবাহ ধারায় নজরুলের মূল্য নিরূপণ। নজরুল সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক, ছাত্র, অধ্যাপক সকলের নিকট এ গ্রন্থ অপরিহার্য। মূল্য—তিন টাকা

সুলেখেন্দু সরকার কৃত

আচরণবাদ

বাংলায় 'আচরণবাদী' মনস্তত্ত্বের প্রথম বিশ্লেষণ, সহজ, সরল। চার টাকা

নারায়ণ চৌধুরী কৃত

অম্ল মধুর

সরস বাস্তব ... মূল্য আড়াই টাকা

...... কয়েকটি বিশিষ্ট নাটক ......

সলিল সেন মৌ-চোর ১৷০ নতুন ইহুদী ২৲ চিত্তরঞ্জন পাড়া ঠাকুর বাড়ী ১৷০ নির্মল ভট্ট সরস্বতী সুষ্ঠৌ ১৷০ মন্মথনাথ চক্রবর্তী শরৎচন্দ্র ২৲

...... প্রবন্ধ ......

উলষ্টয় জীবনস্মৃতি ২৲ কারা প্রাচীর থেকে ১৷০ অরবিন্দ পোদ্দার ... মানস ৭৲ রবীন্দ্র মানস ১৷০ ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক ৩৲ শিল্প দৃষ্টি ২৲ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান ২৷০।

ইণ্ডিয়ানা

২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক

লেখক ঃ অজয় ঘোষ
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

১৯৫৭ সালের ৭ই নভেম্বর সারা পৃথিবীর মানুষ মানব-ইতিহাসের মহত্তম ঘটনা—অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী পালন করিবেন।

মানব-ইতিহাসের এক নূতন যুগ, সমাজতন্ত্রের যুগ, শ্রেণী-সমাজ হইতে শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তরের যুগের সূচনা করিয়াছে অক্টোবর বিপ্লব।

এই ৪০ বৎসরে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, সব দিক দিয়া তাহা যুগান্তকারী। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে প্রকৃতির নববিন্যাস, মানুষের স্বার্থে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, মানব-নির্মিত পৃথিবীর উপগ্রহ ক্ষেপণের মধ্য দিয়া বিমূর্ত মহাশূন্য বিজয়ের প্রথম প্রধান পদক্ষেপ—এই কয়েকটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্টভাবে দেখাইয়া দেয় যে একবার পুঁজিবাদের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলে মানুষের গঠনমূলক প্রচেষ্টা কী সুউচ্চ পর্যায়ে পৌছিতে পারে।

ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের পরিচালনায় অক্টোবর বিপ্লবজাত সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র মানুষের মহত্তম স্বপ্ন এবং মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মৃত্যুহীন ভাবধারাকে বাস্তবে কার্যকরী করিয়া নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমাজতন্ত্র অলীক কল্পনা নহে। শোষকরা অক্লান্তভাবে যে-প্রচার চালাইতেছিল যে, শ্রমজীবী মানুষ দেশ শাসনের অনুপযোগী, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র তাহার বুকে মৃত্যু-শেল হানিয়াছে। ইহা সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সাহস ও প্রত্যয় জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহাদের সৃজনশীল শক্তি ও নূতন সমাজের গঠনকারী হিসাবে তাঁহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ইহা দেখাইয়া দিল যে, আজিকার মানব সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত প্রধান সমস্যা রহিয়াছে, যথা, অর্থনৈতিক সংকট, ব্যাপক বেকারী দৈন্য, ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও বর্ণভেদ-গত নিপীড়ন দেশে দেশে সংঘাত ও সদা-বর্তমান যুদ্ধের বিপদ—এ সমস্ত কিছুর মূল মানুষের অন্তর্নিহিত শয়তানীর মধ্যে নাই, তাহা রহিয়াছে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যে এবং এই বৈষম্য শোষকদের কাছে আবেদন করিয়া কিংবা তাহাদের হৃদয় পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করিয়া দূর করা যাইবে না; একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত জনগণের ক্ষমতা অধিকার ও নূতন ভিত্তির উপর সমাজের পুনর্গঠনেই তাহা সম্ভব।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সাফল্য ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহার ভূমিকা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের নিকট সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি হইল এই নূতন পৃথিবীর বর্মস্বরূপ এবং তাহাই সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক হারে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাসমূহকে ব্যর্থ করিয়াছে। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ফলে জনগণতান্ত্রিক দেশসমূহ তাহাদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অক্টোবর বিপ্লবের ন্যায় আর কোনও ঘটনা গত চল্লিশ বৎসরে ইতিহাসের গতিকে এমন সুনিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে নাই। ইহা সমাজতন্ত্রের মিত্র ও শত্রু সকলেই আজ স্বীকার করিতেছেন। আর কোনও ঘটনা মানুষের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে নাই, যেমন করিয়াছে একদা অনগ্রসর এক দেশের দ্রুত পৃথিবীর দ্বিতীয় শিল্পোন্নত শক্তিতে রূপান্তর, বিজ্ঞান ও কারিগরী, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোবিয়েৎ জনগণের দর্শনীয় অগ্রগতি, বেকারী, দারিদ্র্য ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার বিলোপ সাধন। শান্তি রক্ষার সংগ্রামে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রী ও সৌহার্দ্য-সম্পর্ক স্থাপনে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আর কোনও দেশের এমন বিপুল অবদান নাই; সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আর কোনও দেশ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে নাই।

তৃতীয়তঃ, জারের রাশিয়া প্রতিবেশী দুর্বল এশীয় দেশগুলির নিকট হইতে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বলপূর্বক আদায় করিতেছিল, নূতন সোবিয়েৎ রাষ্ট্র তাহার সমস্ত কিছু অস্বীকার করিয়া, সমমর্যাদার ভিত্তিতে তাহাদের সহিত নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিল।

এই সমস্ত ঘটনা এশিয়ার জনসাধারণের নিকট গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

চীনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কে, এম, পানিক্কর লিখিয়াছেন, "লেনিন ও স্তালিনের যুগ্ম স্বাক্ষরসহ রাশিয়ার জনসাধারণের অধিকারের সনদ রাশিয়ার জাতিসমূহের সাম্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাশিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতার অধিকার ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের সাম্য ঘোষণা করিল। ইহা নিঃসন্দেহে এক অগ্নিগর্ভ বিবৃতি ছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত এশিয়ার সমস্ত জাতি ইহা এক নূতন আশা লইয়া শুনিয়াছিলেন।" (এশিয়া এ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ ডোমিন্যান্স, পৃঃ ২৫০, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত।)

ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠিও এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড স্বাক্ষরিত ও ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল প্রচারিত

প্রথম ভারতবর্ষ দেখিল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার স্ফুরণ। সে ভাবধারায় যদিও স্বচ্ছতা ও নির্দিষ্টতা ছিল না, কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে তাহা অনিবার্যরূপে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

বিপুল বাধা, বাংবার বিপর্য্যয় ও বিভিন্ন কালের সাময়িক গুরুতা সত্ত্বেও, সেই আন্দোলন-মুখর অস্থির বৎসরগুলির মধ্যদিয়া যে ধারার সূচনা হইয়াছিল, তাহা অগ্রসর হইয়াই গিয়াছে। ভারত ঔপনিবেশিক দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া বিপুল সম্মান ও কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে আজ বিশ্বের দরবারে

দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের উৎসবের বিষয়

সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মহান অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী শুধু সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণেরই উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যাপার নহে, সমগ্র দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষেরই ইহা উৎসবের বিষয়।

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ নূতন জীবন গঠনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত, সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, চীন জনগণতন্ত্র ও অন্যান্য শান্তিপ্রিয় দেশসমূহের সহিত একযোগে বিশ্বশান্তির স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকীর এক বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে।

বিপ্লব যেদিন ঘটিয়াছিল, সেদিন ভারতের খুব অল্প মানুষই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কি ঘটিল। সমাজতন্ত্রের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে অর্থনৈতিক রূপান্তর, তাহা তখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিপ্লবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ শত শত বৎসর ধরিয়া জারের যে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসন রাশিয়াকে নিষ্পিষ্ট করিতেছিল, চিরদিনের জন্য তাহার অবসান ঘটিল।

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিলেন এবং ইচ্ছা হইলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের অধিকার লাভ করিলেন।

ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের রিপোর্টে অকুণ্ঠ পরিতাপের সহিত বলিয়াছেন যে, এই বিপ্লব "ভারতীয় রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার উৎসাহ জাগাইয়াছে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা দেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল, ভারতের ইংরাজ-শাসকবর্গ সেদিন এমন এক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহের পর যাহার অনুরূপ বিপদ তাহাদের সম্মুখে আর কখনও আসে নাই। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই

একটি প্রধান দেশরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এক স্বতন্ত্র শক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি দেশের দ্বিতীয় পার্টিতে, ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হইয়াছে—গত সাধারণ নির্বাচনে ১ কোটি ২ লক্ষ ভোট লাভ করিয়া এবং কেরালা রাজ্যে সে সরকারের নেতৃত্ব করিতেছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ অচল হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের দেশে তাহার কোনও মূল্য নাই বলিয়া যে মত প্রচার করা হইতেছে

(৮ই পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

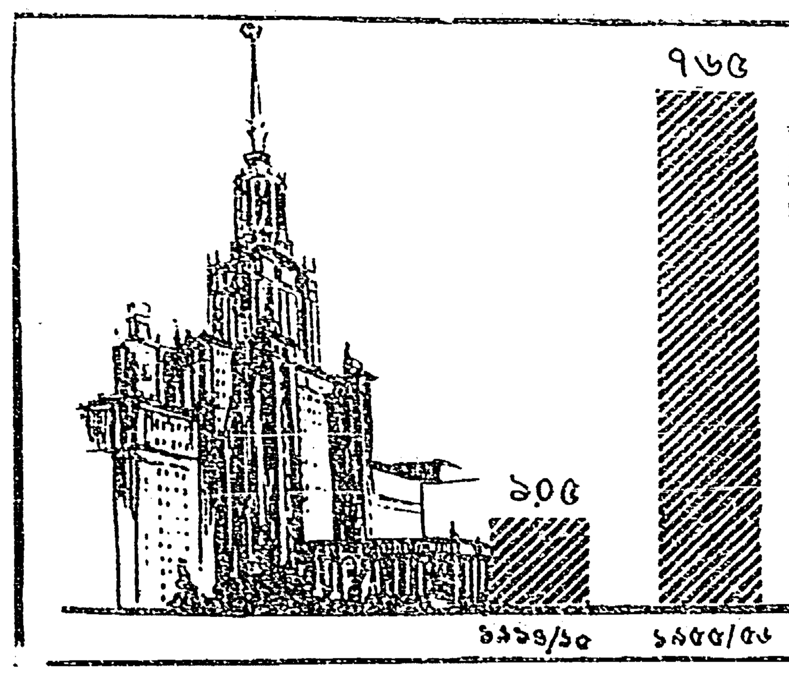

নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তাহাকে ব্যর্থ করিয়া অক্টোবর বিপ্লবের ভাবধারা আজ লক্ষ লক্ষ অনুরাগীকে আকর্ষণ করিয়াছে।

এই সমস্ত ঘটনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের জনসাধারণও সমাজতন্ত্রের পথে অন্য দেশসমূহের জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা যে প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাও ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতেছে।

১৯২৮ সালে যখন সোভিয়েৎ রাষ্ট্র যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতিকে জয় করিয়া, বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহ বিবাদ জয় করিয়া নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন এবং একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তখনও যখন বহু বিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার সোভিয়েৎ সফরের পরে লিখিয়াছিলেন :

"রাশিয়া এই ভাবে আমাদের ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে কারণ, আজ পৃথিবী যে সমস্ত বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন ইহা হয়তো তাহার সমাধান বাহির করিতে সাহায্য করিতে পারে, বিশেষ করিয়া আমাদের আগ্রহশীল করিয়া তোলে এই জন্য যে সেখানকার অবস্থা ভারতের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত কোনওদিন ছিল না এবং এখনও নাই। উভয় দেশেই বিরাট কৃষি প্রধান রাষ্ট্র, যন্ত্র শিল্পের শুরু হইয়াছে সবে এবং উভয় দেশকেই [illegible] হইয়াছে। রাশিয়া যদি এই সমস্ত কিছুর সন্তোষজনক সমাধানের পন্থা বাহির করিতে পারে, তবে আমাদের ভারতে কাজ করা অনেক সহজ হইবে... সুতরাং খুব সঠিকভাবেই রাশিয়া সম্পর্কে আরো বেশী জানার জন্য ভারতবর্ষ উদগ্রীব থাকিবে। (সোভিয়েৎ রাশিয়া, পৃঃ ৫-৬)

কিন্তু সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সম্পর্কে আগ্রহ শুধু রাজনৈতিক মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। প্রত্যেক শ্রেণী সমাজের নিপীড়িত মানুষের চেতনায় এক নব সংস্কার প্রতিটি মানব চিত্তকে নাড়া দিয়াছিল, কারণ প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহারা তাহারা যদি ইহার ফলভোগে বঞ্চিত থাকে, তবে সভ্যতার কোনও অর্থই হয় না।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধুর কাছে এক চিঠিতে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন হইতে লিখলেন :

"ইতিহাসে চিরকাল এক দল মানুষ থেকেছে অবহেলিত। তারা অবশ্য সব সময়ই সংখ্যায় বেশী কিন্তু তারাই পৃথিবীর বোঝা বয়ে বেড়ায়। তাদের মানুষ হয়ে ওঠার কোনও সময় নেই... আমি প্রায়ই এই সমস্ত মানুষগুলি সম্পর্কে চিন্তা করেছি আর মনে হয়েছে যেন এর কোনও সমাধান নেই। কতকগুলি মানুষকে উপরে থাকতেই হবে, আর তা যদি হয়, অন্যেরা অবশ্যই নীচে থাকতে বাধ্য...এবং তবু স্বীকার করতেই হয় যে, জোর করে অবনত অবস্থায় ব্যাপক মানুষকে রেখে একমাত্র তার উপর ভিত্তি করে সভ্যতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অমানুষিক অবস্থা সে সভ্যতার এক শোচনীয় প্রতিচ্ছবি-ই তুলে ধরে...

"রাশিয়ায় তারা একেবারেই গোড়া থেকে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে! এর ফলাফলের উপর চূড়ান্ত রায় দেবার সময় এখনও আসে নি কিন্তু আমি স্বচক্ষে যা দেখছি, তা বিস্ময়কর।"

আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আমি যা দেখছি তা বিস্ময়কর। এ অন্যদেশ থেকে এতো অন্য ধরণের। পার্থক্যটা মূলগত। সমস্ত ভেদ বৈষম্য রহিতভাবে আগা-গোড়া মানবতাকেই জাগিয়ে তুলছে।"

জে, ভি, স্তালিনের পরিচালনায় সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য, পরিকল্পনা কোনওরূপ ফলপ্রসূ কি না, যন্ত্রশিল্প ও কারীগরীতে অগ্রগতির যুগে সঙ্কট ও বেকার সমস্যা অপরিহার্য কি না এবং সর্বোপরি সমাজতন্ত্র সম্ভব কি না—এই সমস্ত বিতর্কের নিঃসংশয়িত-ভাবে সমাপ্তি ঘটাইল। এই জয়ের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিল।

১৯৩৬ সালে শ্রী নেহরু কংগ্রেসের [illegible] ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রতি, বিশেষ করিয়া ১৯২৯-৩০ সালের পর হইতে উভয়ের গতি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "সর্বত্র সংঘাত জাগিয়া উঠিল এবং সমগ্র পৃথিবীতে ক্রমাগত অবস্থার অবনতিই ঘটিতে লাগিল; ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম সু-বিশাল সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, সমস্ত পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীত গতিতে এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়াছে।"

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ইহা কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং কংগ্রেসের অগ্রসর অংশকেও প্রভাবিত করিয়াছে। কংগ্রেস সোশ্যা-লিস্ট পার্টির যাঁহারা ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের লেখায় ও বক্তৃতায় ইহার সম্পর্কে উচ্ছসিত ঘোষণা রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রথম অধিবেশনে আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের সভাপতির অভিভাষণের কথাই ধরা যাউক :

"বিরূপ দুনিয়ার বিদ্বেষ ও ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়াও যে সোভিয়েৎ রাষ্ট্র দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করে যে, ইহার একটি বার্তা দুনিয়াকে দিবার আছে। রাশিয়া যে সমস্ত পথ পরিক্রমা করিয়াছে, অন্যান্য সমস্ত দেশকে যে ঠিক সেই পথ-ই পরিক্রমণ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই, কিংবা আমাদের রুশ পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণও প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অবস্থার উল্লেখ করিয়া নীতি নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট যে, রুশীয় পরীক্ষায় অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে এবং অন্যান্য যাহারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উদ্যোগী হইবে, তাহাদেরও কর্তব্য বহুল পরিমাণে সহজ করিয়া দিয়াছে।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ও অন্যান্য সমস্ত জাতির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সোভিয়েৎ ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থনকে ভারতের জনসাধারণ আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিয়াছে।

সুতরাং ভারত ও সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে যে মৈত্রী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোনও আকস্মিক ঘটনা নহে। আমাদের বহু বৎসরব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্য দিয়া ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়কালে সে মৈত্রী আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

আজ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সত্ত্বেও ভারত, চীন ও সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীর এই তিন মহাদেশ শান্তি রক্ষার সার্বজনীন সংগ্রামে একত্রে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা পরস্পরের মধ্যেও এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাত রাষ্ট্রসমূহের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে।

প্রাচ্যের জনসাধারণ তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতম ও আন্তরিক বন্ধুদের দেখিতে পাইতেছেন সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে চীন জনগণতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র হইতে বাহির হইয়া আসা অন্যান্য জন-গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে। ইহা দেখা গিয়াছে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সহিত সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে সমস্ত অর্থনৈতিক চুক্তি করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া: গোয়া ও কাশ্মীরের ব্যাপারে, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম এবং ওমান, এশিয়ার শান্তি ব্যাহতকারী এবং এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক সামরিক চুক্তির ব্যাপারে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া।

এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও ভূমিকার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এক বৎসর আগেই দেখা গিয়াছে, যখন মিশর বর্বর আক্র-মণের শিকার হইয়াছিল। আজ যাহারা সিরিয়ার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহারা আরব জাতির উপর ঔপনিবেশিক দাসত্ব পুনর্বার চাপাইয়া দিতে চায়, সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র পুনর্বার তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী জানাইয়াছে।

এই ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমাজতন্ত্র বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং শান্তি আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ইহার ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তি, রাষ্ট্র সমূহের সম্পর্কের মধ্যে অরাজকতার নীতি, জোর করিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি, অক্লেশে ক্ষুদ্র দুর্বল দেশগুলির উপর শক্তিশালী দেশের ইচ্ছাকে চাপাইয়া দিবার অধিকার সম্বলিত নীতিকে বন্ধ করিবার সম্ভাবনা ইতিহাসে এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। শান্তির পক্ষে শুধু যুদ্ধ ও হিংসাকে যাহারা ঘৃণা করেন সেই সাধারণ মানুষই নহে, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও পাশবিক শক্তির মাধ্যমে বিশ্ব জয়ের চেষ্টাকে রোধ করিতে সমর্থ এবং প্রস্তুত।

সুতরাং প্রত্যেকটি দেশপ্রেমী ভারতীয়, প্রত্যেক সমাজতন্ত্রী, প্রত্যেক মানবতাবাদী এবং প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় নাগরিকের নিকট অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসবটি আমাদের দেশের প্রত্যেকটী অংশে ব্যাপক জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং এই উৎসব পালনের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো আহ্বান জানাইয়াছেন এবং তাঁহারা দৃঢ় ভাবে আশা করেন যে এই আহ্বানের প্রতি প্রত্যেকটী দেশপ্রেমী দল এবং আমাদের জনগণের প্রত্যেকটী অংশ উদ্বুদ্ধ হইয়া, সাড়া দিবেন।

= অনুবাদ গ্রন্থ পড়ুন =

রমাঁ রোলাঁর

মা ও ছেলে — ৫৲

দুই বোন — ৩।০

জাঁ ক্রিস্তফ (১-৪ খণ্ড) ১১৸০

সাজ্জাদ জহিরের

লণ্ডনে এক রাত ২॥০

ম্যাক্সিম গর্কীর

গল্প সংগ্রহ — ৩৲

মনিব— — ১॥০

আর কীমের

হিরোশিমার মেয়ে ৪॥০

ফুলকি ও ফুল (কৃষণচন্দর) ১৸০

মুল্‌করাজ আনন্দ-এর

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ৪॥০

কুলি — ৪॥০

দরাজ দিল — ৩৸০

পার্ল বাক-এর

গুড্ আর্থ — ৪॥০

ড্রাগন সীড — ৫।০

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব

কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

নভেম্বর বিপ্লব ও বাংলার মানুষ

চল্লিশ বছর আগে রুশ দেশে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার বার্তা দুনিয়ার সব দেশের মতই বাংলাতেও এসে পৌছয়। বাংলায় যারা ছিল সব চেয়ে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত, সেই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই বিপ্লব এনেছিল এক নবজাগরণ। এ বিপ্লব মেহনতী শ্রমিকদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয় এক নূতন আশায়। তারা তাদের কাজ শুরু করল নূতন এক বিপুল উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে।

এর আগেও তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করেছে, কিন্তু এবার তারা শুরু করল সংগঠিতভাবে শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, রাজনীতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে। এটা ছিল একটা নতুন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী। নভেম্বর বিপ্লব তাদের মনে এমন এক বিপুল ভরসা জাগালো যাতে তারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বলতে শুরু করল—শ্রমিকশ্রেণী রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখল করতে নিশ্চয়ই সক্ষম, শ্রমিক শ্রেণী নিজেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে এলে দেশের শাসন চালাবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই রাখে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার যে স্বপ্ন দুনিয়ার শ্রমিক এতদিন দেখে এসেছে, তা বাস্তবে রূপ নেওয়ায় বাংলার শ্রমিক নবোদ্যমে তাদের কাজ সংগঠিত করতে এগিয়ে এলো। বাংলা দেশের রেল, চটকল, সূতাকল, মাদিক, জাহাজী, মেরিনার্স, কাগজ কল, প্রভৃতি শিল্পের শ্রমিক, কর্পোরেশনের ধাঙড়, মেথর, প্রেসের কম্পোজিটর থেকে শুরু করে শহরের [illegible] দল তাদের দাবী-দাওয়ার সংগ্রাম চালানোর জন্য ইউনিয়ন গড়েছিল। এখন তাদের কাছে প্রশ্ন এলো—সংগ্রামী শুধু নয়, শ্রেণীসচেতন হয়ে আমাদের এগুতে হবে—জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে; জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন শুধু নয়, শ্রমিক শ্রেণীর রাজ-নৈতিক দল চাই। এই সব সংগঠনে যে-সব বুদ্ধিজীবী কর্মদের কাজ করতেন তাঁদের চেতনায় একটা প্রবল নাড়া লাগল—শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াও তাদের নিজস্ব পার্টি চাই।

বাংলা দেশে নভেম্বরের ডাক পৌছল

নভেম্বর বিপ্লবের কামানগর্জন আমাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এনে দেয়—বলেছিলেন মাও সে-তুং। এই কথা কয়টি আমাদের দেশের ও বাংলার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রূপে রূঢ় সত্য হয়ে ফুটে উঠল। বাংলার বিপ্লবীদের মধ্য থেকে, রাজনৈতিক কর্মী-দের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কিছু যুবক এই নূতন বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানবার বুঝবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে লাগলেন। শ্রমিকদের কাছে যেমন সাধারণভাবে, বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীদের কাছে তেমনি বিশেষভাবে দুটো বিষয় স্পষ্ট হল: দুনিয়ার এই একটি মাত্র শ্রমিক রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হবে, আর আমাদের দেশেও বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক পথ অনুধাবন করতে হবে। শ্রমিকরা কায়মনোবাক্যে কামনা করতে লাগল যে, আমাদের এই দুর্গটিকে পুনরায় মালিক-মূলধনী গোষ্ঠী যেন ধ্বংস করতে না পারে, যেন শ্রমিকদের এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি দিনে দিনে বেড়ে ওঠে, শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর সেই শ্রমিকদের অগ্রণী মানুষরা সমাজ-বিজ্ঞানের মার্কসীয় বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাংলার তরুণ বিপ্লবী এম-এন রায় বিদেশ থেকে বহু বই-পত্র-পত্রিকা পাঠাতে লাগলেন বাংলা দেশের অনেক মানুষের কাছে, যোগাযোগ করলেন মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে। বোম্বের ডাঙ্গে ও ঘাটে, ইউ-পির অযোধ্যাপ্রসাদ, মাদ্রাজে সিঙ্গেরা ভ্যালু, পণ্ডিচেরীর রামচন্দ্র লাল শর্মা, পাঞ্জাবের সৌকৎ ওসমানী প্রমুখ বিপ্লবী তরুণ কর্মীর যোগাযোগে সারা ভারতে শুরু হলো কাজ। আবদুল হালিম, নলিনী গুহ, আবদুর রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ কয়েক জনকে নিয়ে ১৯২১-২২ সালে বাংলা দেশে শুরু হল এই অভিযান। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, কাস্টমসের গণ্ডী ডিঙিয়ে প্রচার চলল মার্কসবাদী পুস্তকের। বাংলা দেশে একদিকে তখন চলেছে শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলন ও সংগ্রাম, অপর দিকে চলেছে শ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রথম [illegible] সব মূল তত্ত্বকে বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সাধনের বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য বিপ্লবী তরুণরা তত্ত্বগত আলোচনায় রত হলেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে অগ্রণী দলে এসে যোগ দিলেন ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, সৌমেন চক্রবর্তী, প্যারী দাস প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীরা। "শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে হবে, সমাজের আমূল পরিবর্তন-কারী দৃঢ় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে", তাই "যুবকদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন" —এই আবেদন জানালেন মুজফ্‌ফর আহমদ 'গণবাণী'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে "গণবাণী" পত্রিকার পরিচালকরা সংগঠিত "ইয়ং কমরেডস লীগ"কে অভিনন্দন জানালেন। নভেম্বর বিপ্লবের, সমাজতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে। কংগ্রেসের মধ্যেকার রাজনৈতিক কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ এক প্রবন্ধে লিখলেন (গণবাণী, ১৯২৭, ৩০শে জুন)—"গত ১৪ই এপ্রিল আমরা দেশের সামনে আমাদের প্রোগ্রাম পেশ করেছি [রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবীর]। এই দাবিগুলোকে সম্মুখে রেখে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করতে হবে। দেশের সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করার ইচ্ছা যেসকল কংগ্রেসকর্মীর আছে তাঁদের উচিত অবিলম্বে এই সকল দাবী কার্যে পরিণত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগা। শুধু তা নয়, জনগণের হয়ে যাঁরা কাজ করছেন অথচ আজও কংগ্রেসে যোগদান করেননি, তাঁদের উচিৎ এসকল দাবি নিয়ে অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা।"

যেমন করে হোক কংগ্রেসকে জন-গণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতেই হবে।" এই সময় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের নিরলস প্রচার চালিয়ে যান।

লালাতঙ্কের অপপ্রচারকে পরাস্ত করে নভেম্বর বিপ্লব এগিয়ে চলেছে

ঠিক এরই জন্য আতঙ্ক বাড়তে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মনে, আর দেশের ভিতরকার ধনতন্ত্রের পূজারী শোষক-মালিক গোষ্ঠীর মনেও। বৃটিশ শাসকরা জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য ট্রেড ডিসপিউট বিল আনে আর কমিউনিস্টদের অঙ্কুরে বিনাশ করার মতলবে আনে জননিরাপত্তা বিল। তাদের এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করে দেশের সংবাদপত্রগুলি। ১৯২৮ সালে ২৩শে আগস্ট মুজফ্‌ফর আহমদ লিখলেন—"মাঝে মাঝে এ দেশের ধনিক সমাজের মুখপত্রগুলির বলশেভিক আতঙ্ক অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১৭ই আগস্ট নিউ দিল্লী হতে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-দাতা ও এ-পি-আই এম. এন. রায়ের একখানা পত্রের কিছু অংশ সর্বত্র প্রচার করেছেন। এই পত্রখানা নাকি বহু মাস পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির ও কৃষক ও শ্রমিক দলের নামে প্রেরিত হয়েছিল।...কৃষক ও শ্রমিক দল এই সবে ভারতের জনগণের নিকটে একটা "জনগণের জাতীয় আন্দোলনে"র কর্মপদ্ধতি নিয়ে ধীরে ধীরে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। এই পার্টিই কৃষক ও শ্রমিকদের সম্মুখে একটা বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি স্থাপন করতে সমর্থ

লেখক ঃ সরোজ মুখার্জি

হয়েছে। তারই জন্যে নানা হীন উপায়ে এই দলকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চলেছে।...'ষ্টেটসম্যান' ও ধনিকগণ যতই লাফালাফি করুক না কেন, ভারতের গণ-আন্দোলনকে আর যে কেউ চেপে রাখতে পারবে না, এটা যেন তারা নিশ্চিত জেনে রাখে।" ভারতে তখন বিদেশী শাসক আর তাদের দেশী তাঁবেদারদের চারদিকে কমিউনিজম, বলশেভিজম ও রক্তাতঙ্কে পেয়ে বসেছে। "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘের সংগঠক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১লা সেপ্টেম্বর জানান যে, এম. এন. রায়ের এই চিঠিখানি জাল। সংবাদপত্রের প্রতি-নিধিদের কাছে নেহরু বলেন— "ট্রেডস্ ডিসপিউট বিলের উদ্দেশ্য তাহাকে শৈশবেই নষ্ট করিয়া দেওয়া। বিনা বাধায় গবর্ণমেন্টকে এইরূপ করিতে দেওয়া উচিত নহে।" (গণবাণী, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮)

(৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

রেডিওর সেরা মার্ফি

murphy radio

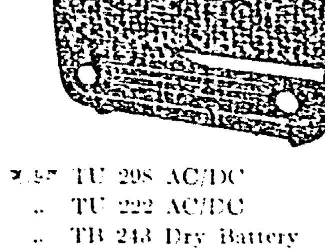

মডেল TU 208 AC/DC ২১২৲
" TU 222 AC/DC ২০০৲
" TB 243 Dry Battery ২২২৲
" TU 244 6 Val. AC/DC ২৯৪৲
" TU 324 AC/DC 6 Valve ৪২০৲
[illegible] AC/DC ৭২৲

অনুমোদিত বিক্রেতা

গ্রামো রেডিও এম্পোরিয়াম

[illegible] বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : [illegible]

স্মরণীয় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে

জাতির সেবায় বিদ্যোদয়ের স্মরণীয় অর্ঘ ঃ

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ
॥ ১৮৫৭ ॥
॥ প্রমোদ সেনগুপ্ত ॥
আট টাকা

সমালোচকরা বলেন, "স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে প্রামাণিক দলিলপূর্ণ বিরাট চ্যালেঞ্জ।"

"এ যুগকে এক কথায় বলা যায় স্তালিন যুগ। স্তালিনকে বাদ দিয়ে এ যুগের কল্পনাও করা যায় না।" —বিশ্ববিশ্রুত লেখিকার নিজস্ব অভিমত।

স্তালিন যুগ
॥ আনা লুই ষ্ট্রঙ্ ॥
॥ অনুবাদক—সুখেন্দু ঘোষ ॥
সোয়া তিন টাকা

রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন
॥ ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য ॥
পাঁচ টাকা

"রবীন্দ্র-প্রতিভার গবেষণামূলক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।" সবাই-য়ের নিত্যকার সঙ্গী।"

বাস্তব জীবনের সত্যকার রূপ লেখন,—মানুষ আসে, মানুষ যায়, ময়ূরাক্ষী পাঠক সমাজে চিরবহমান।

ময়ূরাক্ষী
॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥
সাড়ে তিন টাকা

অবিলম্বে প্রকাশমান ঃ

গৃহকপোতী—সরোজকুমার রায়চৌধুরী. বক্তব্য—ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

: এ বাদেও প্রগতিশীল প্রথমশ্রেণীর গ্রন্থরাজি :
: স্বদেশ ও বিদেশের অন্যান্য গ্রন্থ সমাবেশ :

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৯

নভেম্বর বিপ্লব ও বাংলার মানুষ

বৃটিশ শাসকদের ও ধনিক প্রভুদের সংবাদপত্রগুলির পক্ষ থেকে "লালাতঙ্ক" ছড়াবার অপচেষ্টা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বাংলা দেশে তড়িৎ গতিতে ব্যাপ্তিলাভ করে।

নভেম্বর বিপ্লবের লাল ঝাণ্ডা বাংলার শ্রমিকদের অন্তর জয় করলেও, অগ্রণী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীদের মনে নানাতর প্রশ্ন উঁকি দিতে থাকে: এ বিপ্লবের সাফল্যের কারণ কি, নভেম্বর বিপ্লব আমাদের কি দিয়েছে, বাংলায় বই চাই-ই। সৌমেন ঠাকুর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বাংলা করলেন—'সাধারণ-স্বত্ববাদীর ইস্তেহার', পরে আবদুল হালিম পরিবর্তিত সংস্করণ হিসাবে বের করেন "কমিউনিস্ট ইস্তেহার।" ১৯২৮ সালে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী "লেনিন ও সোভিয়েট" বের করে বাংলা ভাষার পাঠকদের খোরাক জোগান। ১৯২৮-৩২ সাল এই কয় বছরে মাত্র কয়েকখানি বাংলা বই-ই বের হয়। গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, বর্মণ পাবলিশিং হাউস ও সরস্বতী লাইব্রেরী—এই কয়টি প্রতিষ্ঠানই সাহস করে বাংলায় এই কয়টি কমিউনিস্ট সাহিত্য প্রকাশ করেন: 'রাশিয়ার গণ-আন্দোলন' (হালিম) এবং 'কমিউনিজম' (হালিম), "সমাজতন্ত্রবাদ", "মজুরী ও মূলধন," "দর, মূল্য, মুনাফা", "কি করতে হবে," লেনিনের "রাষ্ট্র ও আবর্তন" এবং স্তালিনের 'লেনিনবাদের বনিয়াদ ও ও সমস্যা' (সোমনাথ লাহিড়ী) লজোভস্কির 'ট্রেড ইউনিয়নের গোড়ার কথা' (সরোজ মুখার্জি)। ত্রিংশ দশকে অবশ্য বাংলা ভাষায় আরও বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়। পরবর্তী যুগে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর প্রকাশিত বেশ কিছু সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। আমাদের দেশে নভেম্বরের অন্যতম শিক্ষা হিসাবে রাশিয়ার জাতি সমস্যার সমাধান বিষয়ক স্তালিনের লেখা বইটির খুবই চাহিদা বাড়ে। এই বইটি বাংলায় সোমনাথ লাহিড়ী অনুবাদ করেন।

বাংলার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাশিয়ায় শ্রমিকরাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এমন একটি অবস্থাতেই দশম বার্ষিক উৎসব দেশে দেশে সগৌরবে প্রতিপালিত হয়। ১৯২৮ সালের ১৯শে জুলাই নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে বাংলায় সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি আবদুল হালিম "গণবাণী"তে লিখেছিলেন। তিনি তখন লেখেন, "দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, রুশের ভাগ্যাকাশে নব অরুণোদয় হইয়াছে"। ১৯২৮ সালে রুশ বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে মনুমেন্টের ময়দানে যে সভা হয় তাহাতে কয়েক হাজার শ্রমিক লালঝাণ্ডা, ফেস্টুন, পোস্টার লইয়া সমবেত হয়। ১৯২৯ সালে বড় বড় পোস্টার প্রচারিত হয়।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে হয় প্রকাশ্যে, নয় গোপনে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে ইস্তাহার-পোস্টার প্রচার করা হয়। ১৯৩৪ সালের পর হইতে প্রতি বছরই কলিকাতায় ও মফঃস্বলের বহু জায়গায় সভা করে এই দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

ত্রিংশ দশকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও কংগ্রেস-কর্মীদের ভিতর সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং মূল নীতিগত তত্ত্ব ও নীতি সম্পর্কে দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা না এলেও, এটা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়া পার্টি থেকে স্বতন্ত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিক ও মেহনতী জনতার পৃথক পার্টি গড়তেই হবে। এই যুগে বাংলা দেশে লেবর পার্টি, বলশেভিক পার্টি, ইণ্ডিয়ান প্রলেটারিয়ান রিভলিউশনারী পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, আর-সি-পি-আই প্রভৃতি দল গঠিত হয়। এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টিও ধীরে ধীরে সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠিত পার্টি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং বিভিন্ন গ্রুপকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। রাজবন্দী শিবিরগুলিতে (বক্সা, দেউলী এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের নির্বাসন-শিবির আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা মার্ক্সবাদ অধ্যয়নে রত হন। তাঁরা বিপুল-সংখ্যক মার্ক্সবাদী সাহিত্য সংগ্রহ করেছিলেন বলে সেই সব শিবিরের লাইব্রেরীকে "রেড ইউনিভারসিটি" আখ্যা দেওয়া হত। মার্ক্সবাদের চর্চা ও নভেম্বর দিবস পালন বন্দীরা বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে করেছেন। ত্রিংশ দশকের শেষে এই বন্দীরা মুক্তির পর সারা বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েন, এবং তারই ফলে কৃষক ও গ্রাম্য সমাজের ভিতর মার্কসবাদ, নভেম্বর বিপ্লবের নূতন চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে শিকড় গাড়তে থাকে।

সমাজের প্রতিটি স্তরে

শুধু শ্রেণী হিসাবে বঞ্চিত-শোষিত মানুষের মধ্যে এই নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে, তাই নয়, লেখক ও কবিদের মধ্যেও দুনিয়ার এই নূতন বিপ্লবের ছাপ পড়েছিল, তাঁদেরও মনের ভাবকে প্রভাবিত করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। এই বিপ্লবের সাথে সাথে কাজী নজরুলের মত কবির মন নূতন চেতনায় জেগে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল তারা আজ সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।...আমি নিজের চোখে না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবল মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু কখগঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যও এদের সমান চেষ্টা।"

বাংলার সমাজে যাঁরা এতদিন নভেম্বরের এই নব অভিযান থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন তাঁরা ও প্রগতিশীল মানুষ, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়—ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েৎকে রক্ষা করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। এতদিন সমাজের বঞ্চিত শোষিত মানুষগুলি শ্রমিক-কৃষক নভেম্বরের আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরে ছিলেন। চল্লিশ দশকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে অভিযানে বাংলার বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজের বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন মানুষগুলি এগিয়ে এসে বল্লেন, সমাজতন্ত্রের একমাত্র দুর্গকে নষ্ট হতে দেওয়া চলে না। সোভিয়েতের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি তাঁদের আকর্ষণ করতে শুরু করল। নভেম্বর বিপ্লব থেকে উৎসারিত মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির এই নবচেতনা আমাদের সমাজের সমস্ত স্তরকে অসীম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে টেনে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের নূতন সমাজ গঠনের পথে। এই আদর্শের শক্তির গতিবেগ রুদ্ধ করার সাধ্য আজ আর কারুরই নাই।

আমার মনের পটে সোভিয়েৎ

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

—আমরা পুতুল পূজো করি বলে এমন কী ক্ষতি আমাদের হয়েছে? আমরা যেমন পৌত্তলিকতা অতিক্রম করেছি, তেমন এরাও করবে। এরা চার্চ বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ খুলে দিয়েছে। কিন্তু তাতে করে চার্চিয়ানিটি ফিরে আসেনি। যখন চার্চ বন্ধ করে দিয়েছিল, তখনই পথে ঘাটে পার্কে এই সব মূর্তি স্থাপন করেছিল। কিন্তু এ ভক্তিও এরা অতিক্রম করবে, এই স্তালিন ভক্তিও।

—কী যে বলেন আপনি! রাশিয়া করবে স্তালিনকে অগ্রাহ্য!

—অগ্রাহ্য হয়ত করবে না: কিন্তু চিরদিনই যে ভক্ত থাকবে, তাই কি বলা যায়? ভারতবর্ষ বুদ্ধকে অগ্রাহ্য করেনি, কিন্তু ভক্ত রয়েছে কি? গান্ধী-ভক্তিও যে এরই মাঝে উপে যাচ্ছে!

ভবিষ্যদ্বাণী করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে সেদিন ওকথা বলিনি। ও ছিল আমার অনুমান মাত্র। আর সে অনুমানের কারণ এই ছিল যে, ওদের কাজ-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়, সমাজ পরিকল্পনার অভ্যন্তরে এমনই একটা চেতনার আভাস আমি পেয়েছিলাম, যা আমার চিত্ত-বীণে ঝঙ্কার তুলে দিয়েছিল—এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

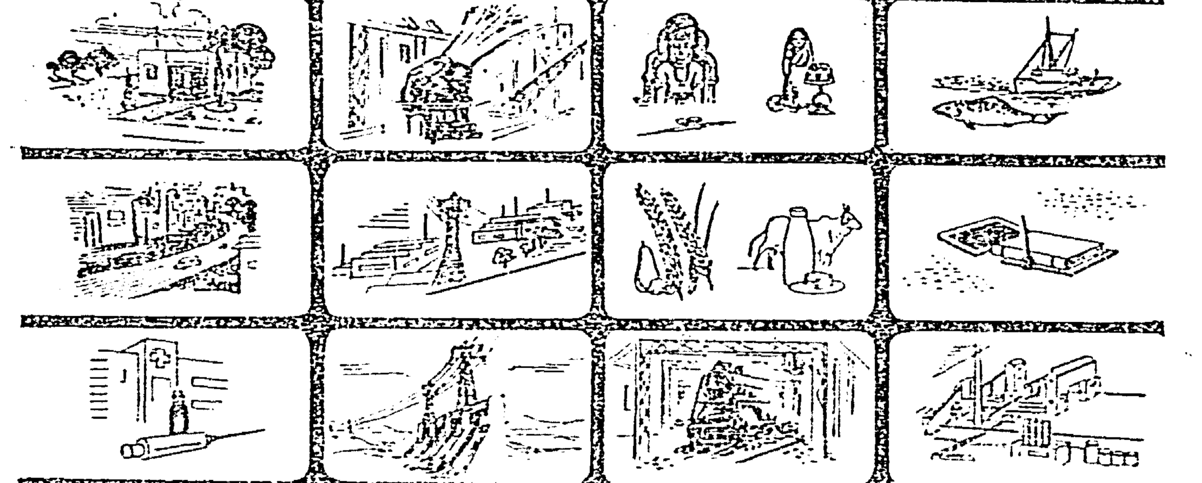

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য কৃষিখাতে প্রায় ৮·৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। সমাজ-সেবার খাতে মঞ্জুরিকৃত প্রায় ৩১ কোটি টাকার মধ্যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয়, ২৬৩টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপন ও ৬,৭৭৩টি জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার খাতে যে আনুমানিক ১১·৭৯ কোটি টাকা খরচ হ'য়েছে তার মধ্যে ৬৪০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন এবং ব্যাপকতর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও অনেক পরিকল্পনার কাজ হাতে নেয়া হয়। তারই ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গ দূর-বিস্তৃত বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা, ১,১৬৬ মাইল বিভিন্ন ধরনের রাস্তা, এবং নানাবিধ সেচ-পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হ'ল এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা। এতে বিভিন্ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য মোট ১৫৩·৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে। এর মধ্যে সমাজ-সেবা বাবদ ৫১·১৯ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ১৯ কোটি টাকা এবং সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ৩০·৮৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হ'য়েছে। অবশ্য শিল্প ও সমাজ-সেবামূলক কাজই প্রাধান্য পাবে সবচেয়ে বেশি—আর এতে করেইতো গড়ে উঠবে—

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

নভেম্বর বিপ্লব

১৯১৭ সালের নভেম্বরে সোভিয়েট বিপ্লবের চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হল। যুগান্তকারী এই বিপ্লবের বার্ষিকীতে সকল দেশ অভিবাদন করছে।

একদিন যা ছিল স্বপ্ন, যা ছিল আকাশকুসুম, তাকেই আজ নভেম্বর বিপ্লব সমাজজীবনের বাস্তবে রূপায়িত করেছে। শূদ্রশক্তি বলে যারা যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞাত হয়ে এসেছে, সেই মেহনতী মানুষের দল দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে সোভিয়েট দেশে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়েছে আর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সহস্র শত্রুর অবিরাম অপবাদ ও আক্রমণকে পরাস্ত করে এসেছে।

সোভিয়েট দেশ স্বর্গরাজ্য নয়—সে দেশটা মাটির, সেখানে যে মানুষের বাস, তারা মানুষের পক্ষে যে ভুলত্রুটি স্বাভাবিক তা নিশ্চয়ই করে থাকে। কিন্তু সোভিয়েটের অতি বড় শত্রুও বলতে পারে না যে, সে দেশে আছে ধনিক, জমিদার-পুঁজিপতিদের দল, আছে পরিশ্রম-ভোগী সমাজপতি। অথচ এই ব্যক্তি-গুলিকে বর্জন করলে আধুনিক সমাজ চলে না, এ কথাই সর্বত্র সকলকে বলে আসা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার মোহ বিনা আধুনিক অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলে আপ্তবাক্য সর্বদেশে প্রচারিত হয়ে এসেছে। নভেম্বর বিপ্লব এই সযত্নপ্রচারিত "সত্য"কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়েছে।

বিপ্লব ঘটার পর ক্রমাগতই বলা হয়ে এসেছে যে তার আয়ু অতি অল্প, বলা হয়েছে যে, সোশালিস্ট সমাজ ভেঙ্গে ধসে পড়বেই। এ অভিযান যে শুধু মৌখিক হয়নি, তার সাক্ষ্য দেবে চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস। সোভিয়েট দেশকে চূর্ণ করার অভিযান ১৯১৭ থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম চলে এসেছে।

কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবে জনতার জাগরণ এমন এক মৃত্যুহীন শক্তির জন্ম দিয়েছে, যার কাছে সব অস্ত্র হয়েছে বিকল। মহাবীর কর্ণের মতো আছে তার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল, যা তাকে করেছে অপরাজেয়। মহাভারতের কাহিনীতে কর্ণ সেই কবচ ও কুণ্ডল পরিহার করেছিলেন বলে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটেছিল; আজকের ইতিহাসে সোভিয়েট সমাজকে তার সহজাত শক্তি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টার বিরাম নেই, কিন্তু তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আজ তাই ১৯১৭ সালের চল্লিশ বৎসর পরে সোশালিজমের জয়যাত্রা আরও বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। সোভিয়েট আজ একা নয়; 'অন্ধ-জগৎ', পুরাপুরি না হলেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক আজ সোশালিস্ট ব্যবস্থা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভারতের মত যে-দেশ বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষায় প্রবেশ করেনি, সেখানেও আজ সোশালিস্ট সমাজ বিনা অন্য পথ যে নেই, তা স্বীকৃত হয়েছে।

১৭৮৯-৯৪ সালের যে ফরাসী বিপ্লব, তার স্বাভাবিক গতিপথ খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও তার মহাবাণী—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার অমোঘ নির্ঘোষ—দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সোভিয়েট দেশে ১৯১৭ সালের পরে ভুলত্রুটি হয়েছে অনেক নিশ্চয়; কিন্তু বিপ্লবের গতিপথে কোন বিপর্যয় ঘটেনি, প্রতিবিপ্লবকে সবলে কঠোর হস্তেই দমন করা হয়েছে। তাই চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই বহু নিদারুণ কশাঘাত সত্ত্বেও সোশালিজমের বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি ইতিহাসকে নব উন্মেষে সমৃদ্ধ করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের জয়যাত্রা যে শুরু হয়নি, এতেই আজ সর্বজনের পক্ষে ভবিষ্যতের আশ্বাস। "বহুজন সুখায় বহুজনহিতায়" যে সমাজের কল্পনা বুদ্ধদেব করেছিলেন, তা আজ স্বপ্ন নয়, ভবিষ্যতের কামনা নয়—আজ সে-সমাজ মানুষেরই আয়ত্তে এসেছে, আজ তাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

*

বহু যুগের লাঞ্ছনার বোঝা ভারতবাসীকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে বলে সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও সৌহার্দ্য একান্ত স্বাভাবিকভাবে দেখা গিয়েছে। ১৯১৯-২০ সালে যখন ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষে জন-আন্দোলনের পিছনে রাশিয়ার অদৃশ্য হস্ত লক্ষ্য করেছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশবাসী সোভিয়েটের শত্রুপক্ষে যোগ দিতে অস্বীকার করে এসেছে। সম্প্রতি যখন সরবাদী আয়োজনেই "হিন্দী-রুশী ভাই ভাই" আওয়াজ এ দেশে শোনা গেল, তখন তার মধ্যে তাই কৃত্রিমতা বিন্দুমাত্র থাকেনি।

সোভিয়েট সমাজ এবং রাষ্ট্রের অনস্বীকার্য শক্তি দেখে অবশ্য অনেকে তার সুখ্যাতি কিছু পরিমাণে করছেন। 'ভয়ে ভক্তি' বলে যে-বস্তুর কথা আমরা জানি, তাও হয়তো আছে কারও কারও মনোভাবে। সোভিয়েট সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা আজ খুব ছড়িয়ে পড়েছে—তাই যাঁরা সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা কিম্বা মার্কসবাদের মূলনীতিকে অপছন্দ করেন বা অগ্রাহ্য মনে করেন, তাঁরাও

লেখক ঃ হীরেন মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েটের সঙ্গে ভারতের বন্ধু সম্পর্কের পক্ষপাতী। পঞ্চশীলের শিক্ষা এই যে, নানা দেশে নানা ধারা চলতে থাকুক, তাদের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলেও বিরোধের কোন কারণ নেই—এ-ভাবেও অনেকে নিশ্চয় চিন্তা করেন। এঁদের সবাইকে এবং অন্যান্য অনেককে নিয়ে আজ ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী-প্রচেষ্টা যদি চলতে পারে তো তা খুবই ভালোকথা।

কিন্তু আমরা যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী, কিম্বা যারা মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পারলেও সর্বজনের প্রগতিমূলক সমাজ দেখতে চাই, তারা সোভিয়েট সম্বন্ধে যে-মনোভাব পোষণ করি, তা কিছুটা ভিন্ন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার বাহিনী যখন অতর্কিতে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করে সোশালিস্ট সমাজ ধরিত্রী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলেই এ দেশেরও অধিকাংশ লোকের ধারণা হয়েছিল তখন সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির পত্তন এখানে হয়। শুধু মার্কসবাদী নয়, প্রগতিশীল বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে তখন আন্দোলন আরম্ভ হয়। অনেকেরই স্মরণ হবে যে, তখন বলার দরকার পড়েছিল যে, আমরা শুধু সোভিয়েটের সুদিনের বন্ধু নই। দুর্দিনেও আমরা সোভিয়েটের পাশে দাঁড়াবার জন্য ব্যগ্র, আর তার কারণ হল এই যে, সোভিয়েট-ভূমিতে যে-নবসমাজ জন্ম নিয়েছে, তাই হল সর্বমানবের আশা-ভরসার স্থল, সোভিয়েট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কিম্বা বিপর্যস্ত হয়ে গেলে ইতিহাসই যাবে পেছিয়ে, আবার মানুষ জাতকে নূতন করে অনেক যন্ত্রণা সইতে হবে। কেউ কেউ হয়তো একথাও বলবেন যে, তখন আমরা অনেক সময় পুরো খবর না জেনেই সোভিয়েটের সমর্থন করে যেতাম—যেক্ষেত্রে নিন্দা করা উচিত, সেখানেও হয়তো নিন্দা করতাম না।

এটা যদি অভিযোগ হয় তো আমরা অস্বীকার করব না। হ্যাঁ, বিপ্লবের পর থেকে যে-দেশ শত্রুবেষ্টিত, অবিরাম যাকে শত্রুর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন আঘাত প্রতিহত করতে হয়েছে, একেবারে পশ্চাৎপদ দেশে যেখানে অল্পসময়ের মধ্যে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে কৃষি আর শিল্পের অকল্পনীয় অগ্রগতি শুধু নিজের উপর নির্ভর করে সংঘটন করাতে গিয়ে ভুলভ্রান্তিও অনিবার্যভাবে হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের বহুযুগের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার মহাযজ্ঞ চলেছে, কখনও কখনও হয়তো বা নির্মমভাবেই চলেছে—সেই দেশ আর সেই সমাজের পক্ষগ্রহণে আমরা ইতস্তত করিনি, শত্রুর প্রচারিত মিথ্যার জাল ভেদ করার মতো যথেষ্ট তথ্য সব সময় হাতের কাছে না থাকলেও সঙ্কুচিত হইনি বলতে যে, সোভিয়েট দেশকে আমরা সমর্থন করি, মূলগতভাবে সোভিয়েট ব্যবস্থার অগ্রগমনেই আমরা সর্বমানবের কল্যাণ লক্ষ্য করি।

খুব বেশী দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে প্রমাণ দাখিল করার দরকার নেই। তবে কয়েকটা কথা মনে রাখা হয়তো ভালো।

আমরা সোভিয়েটের অন্ধ ভক্ত, সোভিয়েটের নামোল্লেখেই আমরা কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠি, এ কথা ভেবে বা বলে যাঁরা আত্মপ্রসাদ পান, তাঁদের মত বদলাবার আশা না রেখেই কয়েকটি কথা বলা দরকার।

> ফ্যাসিজমকে যখন পশ্চিম ইয়োরোপ আর আমেরিকার শাসকরা দুধকলা দিয়ে পুষছিলেন, সোভিয়েটকে আক্রমণের জন্য যখন আয়োজন চলছিল, তখন মনীষীশ্রেষ্ঠ রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন: "আমার বুড়ো চোখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, নইলে সোভিয়েট দেশ বিপন্ন, এ কথা ভাবলে চোখ আমার জলে ভেসে যেত। কিন্তু আমি শুধু জোর গলায় বলব—সোভিয়েটকে বাঁচাতে হবেই, নইলে আমাদের সবারের মৃত্যু!"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে সমাজতত্ত্বে জগতের দু'জন সেরা পণ্ডিত—সিডনী ও বীট্রিস্ ওয়েব—সোভিয়েট দেশে গিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের ফলে যে-মহাগ্রন্থ লেখেন, তাতে সে দেশের খুঁত কয়েকটা দেখিয়েও তাঁরা বলেছিলেন যে সোভিয়েট কম্যুনিজম নূতন একটা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে—আর সে সভ্যতা সম্পর্কে ১৯৪১ সালে তাঁরা বলেন যে, সবাইকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে সেখানে গণতন্ত্রের চরম রূপ দেখা দিয়েছে "the worlds most inclusive and equalised democracy")।

এই সোভিয়েট দুনিয়ার বর্ণনা করে পাদরী হিউলেট জনসন তাঁর বহু-বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছিলেন যে, পরস্পরকে ভালোবাসো, বাইবেলের এই শিক্ষা সোভিয়েট সমাজে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। সোভিয়েট সমাজ বাস্তবিকই ইতিহাসে যে কি পরিবর্তন এনেছে, তার খোঁজ একটু রাখলেই বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটের বন্ধু হওয়া ছিল সব দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

শত্রুর হাতে সোভিয়েটের নিন্দা যখন সোভিয়েটকে নিধন করারই এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন আমরা যদি অকুণ্ঠভাবে সোভিয়েটকে সমর্থন করতেই চেয়ে থাকি তো সেজন্য নিশ্চয়ই আমরা লজ্জিত নই, ভুল করেছি বলে অনুতাপ প্রকাশে প্রস্তুত নই।

সেদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ছিল একেবারে শত্রুবেষ্টিত—১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি সোভিয়েটের হাতে ছিল না, অথচ ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা-নাগাসাকির মহড়া হয়েছিল সোভিয়েটকে

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমার মনের পটে সোভিয়েৎ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

—আমি এত প্রগল্ভ নই যে, তোমার মতো একজন প্রবীণ জার্মান অধ্যাপককে ভারতবর্ষের পরিচয় দেবার বাচালতা প্রকাশ করব। তোমাদের লেখা ভারত-সংক্রান্ত বইয়ের ইংরেজী তর্জমা পড়ে আমরা, অন্তত আমি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছি; সংস্কৃত অথবা পালি ভাষায় লেখা বই পড়ে নয়।

—আমরা আজকার কথা শুনতে চাই।

—আজকার কোন্ কথা?

জেনারেলটি জানতে চাইলেন—যুদ্ধ না করেও কোন্ শক্তির বলে ইংরেজের মতো শক্তিশালী জাতিকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে?

—ইংরেজকে আমরা গায়ের জোরে তাড়াইনি। আমরা শুধু তাদের শাসন অচল করে দিয়েছিলাম। শাসন আর চালু রাখতে পারবে না জেনে তারা চলে এসেছে। অবশ্য যুদ্ধে যদি বিব্রত হয়ে না পড়ত, তাহলে আরো কতদিন বলাৎকার করে আমাদের শাসনে রাখবার চেষ্টা করত, শোষণ অব্যাহত রাখত, তা বলতে পারি না।

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বল্লেন:

কোন্ শক্তি প্রয়োগে শাসন অচল করলে, তাই ত জানতে চাই।

—তোমরা যে অনুরাগ নিয়ে আমাদের সাহিত্য দর্শন কাব্য পড়েছ, সেই অনুরাগ নিয়ে যদি আমাদেরকে জানতে চাইতে, তাহলে আজ এই প্রশ্ন তোমাদেরকে করতে হোত না।

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারী মুক্তির সন্ধানে

(১১ পৃষ্ঠার পর)

কল্যাণের কাজ এই সব কমিশনের মারফৎ যত্নের সঙ্গে করে থাকেন।"

দুপুরের খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। এবার উঠতে হবেই। ৪০ বছর আগেও সমাজতান্ত্রিক জগতের জন্ম ঘটেছে। তারপর থেকে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মানবের মুক্তি বিশেষ করে নারী মুক্তির অভিযান নিরন্তর চলেছে। সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। কারণ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার শুধু সংবিধানে লিপিবদ্ধ করাই শেষ নয়। বাস্তব জীবনের ছোট বড় শৃঙ্খল থেকে মেয়েদের মুক্তি না দিতে পারলে জাতির অর্দ্ধেক শক্তি হয়ে থাকবে নির্জীব, নিস্তেজ, সমাজের ঘাড়ে এক অসহনীয় বোঝা। তাই নাতাশার কাছ থেকে খুঁটিয়ে কত কী জানার আগ্রহ রয়ে গেল। কারণ এই নারী মুক্তির অভিযান সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অপরিসীম শক্তির উৎস।

ছবিতে জানোয়ার ১·২৫

ব্রজ রায়চৌধুরী

MY A B C OF ANIMALS

Re. 1/-

Braja Raichaudhuri

ছবিতে বুদ্ধদেব — ১·৫০

ছবিতে ১, ২, ৩, ৪ ১·৫০

বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ

পরিবেশক—শরৎ বুক হাউস

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-৫৮৩৩

৭ই নভেম্বর

পৃথিবীর সমস্ত ভয়কে জয় করে'
সমস্ত মৃত্যুকে ভয় দেখিয়ে
রক্তাক্ত গভীর চল্লিশটা মাত্র বছর
হাজার হাজার দিনকে
হাজার হাজার রাত্রিকে
অবাক করে দিয়েছে !
প্রশান্ত মন্থর বিশাল আকাশ
স্বপ্নময় সৌরপথ
শ্যামলী পৃথিবী
মানবমনের বৈজ্ঞানিক উচ্চাভিলাষে
নতুন মায়ামমতায়
নতুন স্নেহ পেয়ে
নতুন পরমাণুর অপ্রমেয় শান্তিতে
পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে !

সমস্ত ভয়কে ভয় দেখিয়ে
সমস্ত মৃত্যুকে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যে
সম্মোহিত করে'
এই চল্লিশটা বিপ্লবোত্তর বছর
চাঁদ গড়েছে
গড়বে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র :
হাতুড়ী কাস্তে আঁকা রক্তপতাকা
মহাবিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে
ভয়ে কাঁপছে সর্বগ্রাসী রাহু
অন্ধকার আলোর সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে

চল্লিশতম সাতুই নভেম্বরে আজ
ছন্দে গাঁথা মন যেন বলতে চাইছে :
বিপ্লব তুমি সর্বহারার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ
গড়েছ নতুন চাঁদ,
গড়বে নতুন গ্রহমণ্ডল বিজ্ঞানী বরাভয়
কোটি কোটি মন পৃথিবী আকাশ
আদিত্য দুর্জয় ।
সর্বহারার সব-পাওয়া বুক ভরে
এনেছ শান্তি ক্রন্দিতদের প্রশান্ত অন্তরে ;
বিপ্লব তুমি বিবেকের বৈভব
বিশ্বপ্রাণের মুক্ত স্বাধীন বাসনার গৌরব,
অপার স্বাস্থ্য অসীম সম্ভাবনা
তোমার ক্ষুদ্রহীনাহংকারে অনন্ত দুর্জ্জনা ।

তোমাকে নমস্কার !
পৃথিবীর সমস্ত ভয়কে জয় করে'
সমস্ত মৃত্যুকে ভয় দেখিয়ে
তুমি আমাদের অসীমের দীক্ষা দিয়েছ
হাজার হাজার দিনকে
হাজার হাজার রাত্রিকে
অবাক করে দিয়েছ
তোমাকে নমস্কার !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে

রূপময় ভারত ৪

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও
রামেন্দ্র দেশমুখ্য

পরিবেশক—শরৎ বুক হাউস

আমার মনের পটে সোভিয়েৎ

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের ইতিহাস কাব্য দর্শন থেকেই জানতে পারবে আমরা কোন্ প্রকৃতির মানুষ, কোন সাংস্কৃতিক জীবনে ফলিয়ে ধরতে চাই। আমরা জানি পরাজয় পরাভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি জীবন মরলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। মানবতাকে মানি বলে আমরা পদে পদে আপোষ করে চলি। প্রতিকূল অবস্থায় কূর্মের মতো নিজেদেরকে আমরা খোলসের মাঝে গুটিয়ে রাখতে জানি, কিন্তু সুযোগ পেলেই বলাৎকারে প্রবৃত্ত হই না। সকলকে বঞ্চিত করে ধন সঞ্চয় করা আমরা অপরাধ বলে মনে করি, আর নির্ধন থাকাও চরম দুর্ভাগ্য বুকে বসে পড়ি না। এই আমাদের শক্তি। এ শক্তিকে অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না, পীড়ন করে নিশ্চিহ্ন রাখা যায় না, উপেক্ষা করে নিবীর্য রাখা যায় না, উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যায় না, ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ রাখা যায় না। আমাদের ইতিহাসে দর্শনে কাব্যে এর সন্ধান তোমরা পেয়েছ। কিন্তু আমরা পরবশ ছিলাম বলেই ভেবেছ, সে শক্তির অধিকারী আমরা আর নই। তাই ইংরেজের চলে আসাটা তোমাদের কাছে এত বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা জেনে রাখবে, চলে আসতে পেরেছে বলে ইংরেজের ওপর আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। সংগ্রাম যখন করিছি, তখনো কিন্তু অশ্রদ্ধা করিছি শাসকদেরকে, ইংরেজ জাতিকে নয়।

(৪)

যা বল্লাম, তা তাঁরা মানলেন কিনা, তাঁরাই জানেন। কিন্তু ইংরেজের চলে যাওয়াটা না মেনে পারেন না বলেই আর প্রশ্ন করলেন না। কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কোন পণ্ডিত বা কোন জেনারেল কিন্তু কখনও জানতে চাননি ইংরেজের আমাদের দেশে কায়েমী হয়ে থাকা কেমন করে আমরা অসম্ভব করে দিলাম। তার কারণ এই যে, তাঁরাও যে জেনেছেন শক্তির মূল কোথায়। তা জেনেছেন বলেই ভারত পৃথক শিবিরের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও মানবতার পথে ভারতকে তাঁরা সহযাত্রী হিসেবেই দেখেন। তাই দেখবার মতো দৃষ্টি সোভিয়েৎ পেয়েছে বলেই আমি মনে করি সোভিয়েৎ দেশে নতুন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তেমন প্রচুর মানুষের সন্ধান পেয়েছি সোভিয়েৎ লেখকদের মাঝে, শিল্পীদের মাঝে, দোভাষীদের মাঝে, ডাক্তারদের মাঝে, বিজ্ঞানীদের মাঝে, শ্রমিকদের মাঝে, কৃষিকর্মীদের মাঝে, পরিচারক-পরিচারিকার কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরও মাঝে। কেবল যে সোভিয়েৎ দেশেই তাদের দেখা পেয়েছি, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেই দেখা পেয়েছি তাও নয়, পৃথিবীর যাট-সত্তরটি জাতির যে নর-নারীর সঙ্গে মেশবার সুযোগ বার বার ঘটেছে, তাঁদেরও মাঝে দেখা পেয়েছি। সোভিয়েৎ রাশিয়া তাঁদের সকলকে বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছেন, তাঁরা কমিউনিস্ট, কি কমিউনিস্ট নন, তা জানবার জন্য থমকে দাঁড়াচ্ছেন না একটিবারও। এইটেই হচ্ছে আজকার সোভিয়েৎ দেশের মানুষের বড় পরিচয়। তার কোন্ নেতা কখন কী করলেন, কাকে কোথায় বসানো হোলো, কাকে কোথায় থেকে কোথায় নামানো হোলো, তা নিয়ে আলোচনা করুন তাঁরা, যাঁরা দলগত মত নিয়ে মাতামাতি করতে অভ্যস্ত। কোন নেতার 'বড়' কাজ বা 'ছোট' কাজ সমগ্র জাতিকে 'বড়' বা 'ছোট' করে না। মানবের পরিণতি সম্বন্ধে জাতির সাধারণ মানুষের উপলব্ধি এবং রূপায়োগের নিষ্ঠা থেকেই বুঝতে হয় জাতি এগুচ্ছে কি জড়তায় অভিভূত হয়ে পতিত হচ্ছে। সোভিয়েৎ রাশিয়া যে এগুচ্ছে, তার পরিচয় শিশু চাঁদের সৃষ্টি নয়, তার জনগণের সংস্কার-বর্জিত সৃজন শক্তি।

(৫)

আমার বক্তব্য শেষ করছি আর একটি আলোচনার তাৎপর্য্য তুলে দিয়ে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের এক সুখাসাচ্ছন্দ্য প্রাতে যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর আমি মস্কো শহরের একটি বিশাল পার্কে বেড়াচ্ছিলাম। তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ ক্লান্ত আর মনও কিছুটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল যত্র-তত্র-সর্বত্র স্তালিনের মূর্তি দেখে দেখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

—এ কি পৌত্তলিকতা নয় ?
—হয়ত তাই। কিন্তু ক্ষতি কি ?
—ক্ষতি নেই বলছেন কি !

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শীতে লোভনীয় নলেন গুড়ের সন্দেশ
ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা

BOOKLETS ON THE SOVIET UNION

1.	USSR—100 Questions & Answers in English and Hindi	Rs. 0.50
2.	USSR—Reference Book (illustrated with photographs and diagrams. Pages 350)	Rs. 2.00 (ordinary edition) Rs. 3.50 (library edition)
3.	The Standard of Living in the USSR	Rs. 0.20
4.	The October Socialist Revolution and the Peoples of the East in English and Hindi	Rs. 0.20
5.	Closer Alliance of Literature and Art with the Life of the People (Speeches by N. Khrushchov)	Rs. 0.10
	Soviet Atomic Plant for the Production of Electricity	One Anna
	O. PISARZHEVSKY — Atomic Energy for Peaceful Purposes	Two Annas
	I. G. PETROVSKY — Higher Education in USSR	Annas Three
	N. BELYAEV — Pension System in the Soviet Union	Annas Four

Available at :
NATIONAL BOOK AGENCY (Private) LTD.
12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Branch : 172 Dharmatalla Street, Calcutta-13

যে সব বই মনকে গড়ে তোলে

যে চশমা আলো লুকিয়ে রাখে

সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরাগঁ বিশিষ্ট ইংরেজ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক উইলিয়ম থ্যাকারের পরামর্শদাতা কতো পণ্ডিতদের (স্নব) গ্রন্থ বইটির উল্লেখ করেন। (ফরাসী) কতো পাণ্ডিত্য কথাটি অবশ্য কোনো-কোনো ফরাসী বুদ্ধিজীবী মহলের পক্ষে (আর ফরাসীরাই একমাত্র নয়) বেশ যথাযথ সংজ্ঞাই। সোভিয়েতের সমস্ত কিছুকেই অন্ধ সংস্কারের দৃষ্টি দিয়ে দেখা সম্প্রতি বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছে যেন একটা সখের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আরাগঁ বলেন, "এই জন্যেই যে-সব ফরাসী সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কোনো একটা ধারণা গ'ড়ে তুলতে চান আর নিজেদের মনে করেন সংস্কারমুক্ত, তাঁরা বেশ মুস্কিলের মধ্যে পড়েন।" অত্যন্ত সোজা-সরল বিষয়, (আমি বলছি চূড়ান্ত সরল জিনিস)—যেগুলি বুঝতে পারার পথ যে-কারো পক্ষেই নিতান্ত সুগম, যেমন রাশিয়ার আধুনিক গদ্য-সাহিত্য, সেগুলিকে বিচার করতে যাওয়াও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন-কি যদি এই গড়-পড়তা পাঠকটি সোভিয়েত বই পড়ার ব্যাপারে এমনই অতিআগ্রহীতে পরিণত হয়ে থাকেন যে, অন্ধ হবার ভয়, হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন হবার ভয় অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হবার ভয়কে অগ্রাহ্য করতে তাঁর একটুও আটকাবে না,—তাহলে তাঁকে জিনিসটি আদৌ না-বুঝে পরামর্শকারী কতো পণ্ডিত (স্নব)দের চশমা লাগিয়ে প্রথমেই সশস্ত্র হয়ে নিতে হবে।

এই সংকলন গ্রন্থটি সন্নিবেশ করা, ও তার ভূমিকা রচনা করার মধ্য থেকে যে কাজটির দায়িত্ব আরাগঁ নিজে গ্রহণ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল এই পাঠকটিকে তাঁর নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত করা।

আন্তন চেখফ থেকে মিখাইল শোলোখফ

এই আধুনিক পরামর্শকারী কতো পণ্ডিত ব্যক্তির (স্নবদের) অন্যতম একটি প্রকাশ লক্ষণ হল ঠিক এই ধরনেরই উক্তি যে "সোভিয়েত সাহিত্যের সঙ্গে তার পূর্বতন ধারার"—অর্থাৎ ১৯১৭ সালের পূর্বে রচিত রুশ সাহিত্য—"যা বহুকাল ধরে, এবং কোনো রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক না-করেই ফরাসী দেশে সমাদৃত হয়ে এসেছে,"—"তার কোনো যোগসূত্র নেই।"

আরাগঁ বলেন যে রাশিয়ার রুশী সাহিত্যের মহত্বের ভিত্তি ছিল এই যে, তা ছিল জীবন্ত এক সত্যের সাহিত্য, এক বাস্তবতার সাহিত্য।

সত্তর বছর আগে আরাগঁরই এক স্বদেশপ্রেমিক মহাপথিক ভিকাউন্ট দে ভগ বাস্তববাদী সাহিত্যের বিকাশের অন্তর্নিহিত অনিবার্য নিয়ম হিসেবে নির্দেশ করেন বস্তুর অনুসরণকেই,—আর তাকেই বলেছিলেন গণতন্ত্রের শিল্পকলা। দে ভগ বলেছিলেন, "আমি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে, মহৎ রুশ সাহিত্যের প্রভাব আমাদের দুর্বলতার শিল্পকলার পক্ষে উপকারজনকই হবে," বলেছিলেন, "সে প্রভাব এ সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করবে, শিক্ষকদের কাজ করবে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দান করবে স্বরুচি, আর সব থেকে বড় কথা সাহায্য করবে উপলব্ধি-শক্তির পুনরুদ্ধারে।"

আরাগঁ বলেন যে, "দে ভগ রুশ সাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যকে সহজভাবেই আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলতে পারে। দে ভগের কাছে যে জিনিসটি সেই সময়কার রুশ সাহিত্যের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছিল, তারই পথ অনুসরণ করেই আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্য বিকশিত হচ্ছে। সোভিয়েত সাহিত্যও বাস্তববাদী,—যতদূর সম্ভব ভবিষ্যৎকে দেখবার ইচ্ছাও এর রয়েছে এবং এতেও আছে এক আবেগময়তা।

"সোভিয়েত সাহিত্যের বাস্তববাদ পুরোনো ধরনের বাস্তববাদ নয় যে কেবল নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতো ঘটনা উপস্থিত করবার মধ্যেই ; এ-সেই—যাকে আমরা বলি, স্বাভাবিকতাবাদ তাও নয়, এ বাস্তববাদ প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ছাড়াও এর মধ্যে অঙ্গীকৃত রাখে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও মানবাত্মার উপলব্ধিকে। এই বাস্তববাদই দেখতে পাওয়া যাবে, সেই সব লেখকের মধ্যে যারা কেবল চারপাশের বাস্তবতাকে উপস্থিত করাতেই সন্তুষ্ট না থেকে, তাকে পরিবর্তিত করতেও চান। তাই যেহেতু এই বাস্তববাদ প্রতিফলিত করতে চায় সমাজতান্ত্রিক সমাজকে এবং এর লক্ষ্য হল সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাল রেখে সমাজের মানুষকেও পরিবর্তিত করা ; তাই যুক্তসঙ্গতভাবেই এর নাম হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ।"

আধুনিক সাহিত্যের আত্মা

"যদি ধরে নেয়া যায় যে, উপন্যাসের আত্মা আছে, তবে কেমন করে তাকে খুঁজে পেতে হবে ?"—এমন ধরনের প্রশ্ন করা কোনো সংশয়বাদী অথবা (কতো পণ্ডিতের) (স্নবের) পক্ষে সম্ভব।

আরাগঁ লিখেছেন "এই বিষয়ে আমি একমত যে, এর জন্য প্রয়োজন উদাহরণ উপস্থিত করবার। আর তিনটি উদাহরণই কি যথেষ্ট মনে হবে না ?—সেই উদাহরণ-কটি হল নিকোলাই অস্ত্রোভস্কীর **ইস্পাত** (১৯৩২-৩৪), এ. এস. মাকারেংকোর **শিশুশিক্ষা** বিষয়ক কবিতা, (১৯৩৩-৩৫) এবং বোরিস পোলেভয়ের **একজন সত্যিকার মানুষের গল্প** (১৯৪৬)। যদিও আমি এই তিনখানি বইকে বিশেষভাবে উঁচু স্থান দিয়ে থাকি তবু আমি এ-কথা বলব না যে, সাহিত্য-মূল্যের দিক থেকে এরা সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যান্য সব নিদর্শনগুলির ঊর্দ্ধে বলেই নির্দেশ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে সাধারণভাবে যে জিনিসটি সকলের ভিতরই আছে, তা হল সেই মানবাত্মা যা স্বাভাবিকতাবাদী সাহিত্যে অনুপস্থিত থেকে যায়। এ-গ্রন্থ কখানি না-পড়ে সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশকে আমি অসম্ভব বলেই মনে করি।

"নিঃসন্দেহেই এই তিনখানি গ্রন্থ বিভিন্ন দিক থেকে সেই ধরনের বই বলে অভিহিত হতে পারে যা মনকে গড়ে তোলে। এই তিনখানি গ্রন্থই পাঠকদের (কাছ থেকে) যে বিপুল সার্থকতার নিদর্শন হিসেবে সমাদর অর্জন, সাহিত্যের ইতিহাসে তার সঙ্গে কেবল তুলনা চলতে পারে সেই বিগত দিনের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে শৌর্য-বীর্য কাহিনীর উপন্যাসগুলির প্রভাবের সঙ্গে। এই

সোভিয়েতে একটি বইয়ের বাজার

কয়েকটি অঙ্কে একটি কাহিনী

বিপ্লবের আগে তাজিকস্থানের উরা-তিউবে গ্রামে মাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি জানতেন শুধু লিখতে আর পড়তে।

সেই গ্রামে আজ ডজন ডজন ইস্কুল, গ্রামটা হয়েছে শহর, আর সেই এলাকায় শিক্ষকের সংখ্যা ৬০০ !

সেখানে গত ১০ বছরে উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা ৩৬ গুণ এবং অসম্পূর্ণ উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা ৪১ গুণ বেড়েছে।

এই এলাকা থেকে ৪৬ জন শিক্ষক সর্বোচ্চ তাজিক সোভিয়েতে প্রতিনিধি।

লেখক : লুই আরাগঁ

শতকের প্রথম দিকে কোনো ফরাসী তরুণ (এ শতকের মাঝামাঝি সময়েও) নিজের কাছে প্রশ্ন করতো "আমি কি একজন রাস্তিগনাক হ'তে পারবো ?"... করতে এবং পাঠক মনে যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু একজন সোভিয়েত তরুণ স্বপ্ন দেখে ইস্পাত উপন্যাসের নায়ক পাভ্‌কা কর্চাগিন কিম্বা বোরিস পোলেভয়ের মেরেসিয়েভের মতো হবার। প্রথম গল্পের নায়ক একজন তরুণ কমিউনিস্ট, গৃহযুদ্ধে আহত হ'য়ে সে দৃষ্টিশক্তি হারায় এবং পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়, তবু দৈহিক যন্ত্রণা, দুঃখ ভোগ, কিম্বা ব্যাধিতেও এতটুকু ভেঙে পড়ে না সে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে লড়াই করে চলে এক আদর্শের জন্যে। তেমনি শারীরিকভাবে পঙ্গু অবস্থাতেই সে মুখে-মুখে বলে যায় তার বিভিন্ন গ্রন্থের কাহিনীগুলি। এবং এইভাবেই সে মানুষকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো তারই মতো করে। অন্য গল্পটির নায়ক একজন বিমান-চালক, এমনি একই রকমের সংকল্প শক্তির অধিকারী সে-ও। বিগত যুদ্ধে সে তার দুটি পা-ই হারায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে পরাভূত করেছিলো বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য। মানুষের এই মানসিক শক্তি আর নৈতিক উৎকর্ষের বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলির তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই যোগ করা যেতে পারে মাকারেংকোর শিশুশিক্ষা বিষয়ক কবিতা বইটিকেও। এ-বইটি হ'ল শিশু অপরাধীদের নতুন করে শিক্ষাদানের কাহিনী, ব'য়ে যাওয়া ছেলেদের শোধরাবার জন্য এক শিশু-শিক্ষকের জীবনের সংগ্রামের মহাকাব্য, আমলাতন্ত্রকে অভিযুক্ত করবার, গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত এক দেশের ভয়ঙ্কর রকমের সব অসুবিধার কাহিনী। কোটি-কোটি মানুষ গড়ে উঠেছে এবং এখনো উঠছে এই বইগুলিকে নির্ভর করে। যদি আমাকে এই নতুন পৃথিবীতে সেই সব কৌতূহলী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব করে নিয়ে যেতে হয়, যে-পৃথিবী সম্পর্কে প্রচুর বাজে কথা রটানো হয়েছে, আমি তাদের সোজাসুজি এই দরজা দিয়েই সোভিয়েত সাহিত্যের এই বইগুলি পাঠের মধ্য দিয়েই সে-পৃথিবীতে প্রবেশ করতে

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যে সব বই মনকে গড়ে তোলে

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

বলব। এই সব বইয়ের সঙ্গে অবশ্য ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা গোলাপী "গ্রন্থমালা"র কোনো মিল নেই, যদিও এইখানে এই ফরাসী সাহিত্যে এই বইগুলিকেই রক্ষণা-বেক্ষণ করা হ'চ্ছে। এ-সব বইগুলির বিষয়বস্তু শঙ্কাজনক। নিজেদের দেশের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতর যা কিছু তার পরিচয় এরা সামান্যই বহন করে। এসব বই তেমনি ক'রে সেই সব ব্যক্তিদের দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা, যারা এই পৃথিবীতে প্রথম স্থান নিয়ে থাকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে এবং দুনিয়ার অধঃপতিত সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে যারা উত্তেজনাকর সব বিবরণী অথবা গল্প পরিপাক করেই পরিতৃপ্ত। কিন্তু সোবিয়েত সাহিত্যের এই বইগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে ভেসে ওঠে সেই সব মানুষের একটি জাতির মহিমা যারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রচুর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, ভেসে ওঠে স্তালিনগ্রাদ তার প্রত্যক্ষরূপ নিয়ে।

শ্রেষ্ঠ এবং চলনসই সাহিত্য সম্পর্কে

কোনো-কোনো পরানুকারী ফতো পণ্ডিত অর্বাচীন ব্যক্তি (স্নব) অবশ্য এমন প্রশ্ন করতে পারেন, "কিন্তু সত্যিই কি সোবিয়েত সাহিত্যের কোনো অস্তিত্ব আছে?"

আরাগঁ জবাব দেন "হাঁ, নিশ্চয়ই আছে, তবে তা পরানুকারী ফতো পণ্ডিত (স্নব) অর্বাচীনদের কাছে যতই দুঃখজনক হোক না কেন।" এ সেই উন্নত মনুষ্যত্বের সাহিত্য, সত্যকারের বাস্তবতার, আশ্চর্য সব প্রতিভার স্পর্শসমৃদ্ধ বিচিত্র রচনা শৈলী আর ভাবধারার উন্মাতা সাহিত্য।

"সোবিয়েত যুগের প্রথম দিনগুলির দিকে যদি ফিরে তাকাই নিঃসন্দেহেই আমরা সেই সব সাহিত্যিকদের নাম খুঁজে পাব যাঁদের প্রতিভার কাছে ম্লান হ'য়ে যাবে ফরাসী দেশে যাঁদের নাম আমাদের পক্ষে উল্লেখ করবার আছে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে কোন দেশ আমাদের দিতে পেরেছে আলেকজান্দার ব্লক, সার্গেই ইয়েসেনিন এবং ব্লাদিমির মায়াকভস্কীর মতো বিশ্ব বিশ্রুত কবিদের?…রুশ বিপ্লবের গোড়ার দিকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলো রুশ কবিতা। এবং সেই সময়কার কবিদের সঙ্গে তুলনা করাবার জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় অনেক পিছন দিকেই—নের্ভাল, লামার্তিন এবং পুশকিনের দিকেই।"

প্রকৃতপক্ষে সোবিয়েত সাহিত্য নানটি সাহিত্যেরই সমবায়। বিপ্লবের আগে যাদের সাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না শুধু তারাই নয়, এমন কি "যে সব জাতির নিজেদের কোনো লিখিত ভাষাও ছিল না, সেই সব জাতিও আজ জগতের সামনে উপস্থিত করেছে তাদের ঔপন্যাসিকদের (উদাহরণ হিসেবে বলা যাবে চুকচি যুরি রিতখিউ, উদ্‌গেই জান্‌সি কিমকো এবং তুভানিজ সালাকা (তাকা-র কথা)।"

সোবিয়েত দেশের সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং সামগ্রিক সম্পদের সঙ্গে ফরাসী পাঠকদের অন্ততঃ একটা কৌতূহলী সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেবার জন্যই আরাগঁ প্রকাশ করেছেন **সোবিয়েৎ সাহিত্য** নাম দিয়ে এই ছোট গল্পের সংকলনটি।

"এই বইয়ে গোর্কী কিম্বা মায়াকভস্কী প্রাদকফ কিম্বা শোলোখফ, ফাদায়েফ, এরেনবুর্গ কিম্বা লিওনফ কারো লেখাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই গ্রন্থ সংকলনের ব্যাপারে আয়তনের মোটামুটি একটা সীমা আমাকে মেনে চলতে হয়েছে। বিশেষ করে আকৃতির সেই সীমা মেনে নেবার পর আবার এসেছে আমার ব্যক্তিগত রুচি এবং আমার পাঠকবর্গের রুচিভেদের প্রশ্ন।" তথাপি আরাগঁ'র সংকলন-গ্রন্থটি তুলে ধরতে পেরেছে সোবিয়েত সাহিত্যের সম্পদ, প্রতিভার বৈচিত্র্য, লৌকিক বিশেষত্ব, বিভিন্ন রচনাশৈলী এবং ভাবধারার একটি রেখা-চিত্র।

বইটি শুরু হয়েছে সোবিয়েত লেখক আলেক্সী তলস্তয়ের "মেরী অ্যান্টনীর প্রেতাত্মা" গল্পটি দিয়ে। আলেক্সী তলস্তয় **গৌরবের পথে** (রোড টু ক্যালভারী) উপন্যাস-ত্রয়ী এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস **প্রথম পিটারের** অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। প্রাচীন রাশিয়ার এক অভিজাত পরিবারের প্রতিনিধি কাউন্ট আলেক্সী তলস্তয় বিপ্লবের সময়ে স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যান কিন্তু কয়েক বছর পরে সোবিয়েত শাসন ব্যবস্থায় জনতার স্বার্থের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে এই প্রশ্নে সুনিশ্চিত হয়েই আবার ফিরে আসেন সোবিয়েত ইউনিয়নে। আরাগঁ যে আলেক্সী তলস্তয়কে দিয়েই এ-বইটি শুরু করেছেন তার কারণ হল, গোর্কীর সাহিত্যের মতোই এই লেখকের রচিত সাহিত্যও সোবিয়েত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্যের।

পরের গল্পটি হল ভসেভলদ ভিশনেভস্কীর। ইনি অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, গৃহযুদ্ধে ছিলেন সৈনিক এবং ইনি বিখ্যাত গ্রন্থ **আশাবাদী ট্রাজেডীর** রচয়িতা। আরাগঁ এইভাবে ভিশনেভস্কীর বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করেছেন, "ইনি হ'লেন প্রথম যুগের একজন সোবিয়েত লেখক; যুগপৎভাবে যিনি ঔপন্যাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যকার। "তাঁর প্রতিভার পক্ষে বিস্ময়কর এক মৌলিক গাতিধর্মিতা তাঁকে আমাদের সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকলাকারের মর্যাদা দান করেছে। গৃহযুদ্ধের সারাটা সময় ধরেই ভিশনেভস্কী ছিলেন গৃহযুদ্ধে এক সৈনিক, তাঁর রচিত সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সেই যুগের আবহাওয়া। তাঁর সাথী এবং বীরদের—লাল নৌসেনাদের গৌরবময় বীরত্বের জয়গান গেয়ে গেছেন তিনি।

"টেনিস উগির কুত্তাটা" গ্রন্থটির লেখক লাৎভিয়ার সাহিত্যিক ভিলিস লাসিস একজন শ্রমিক সন্তান। প্রথমে তিনি ছাপাখানায় সংবাদ সরবরাহকারী বয়ের কাজ করেছেন। তারপর হ'য়েছিলেন জেলে, জাহাজ বোঝাই ও খালাসকারী, মজুর আবর্জনা কুড়োবার, জাহাজী জমাদার এবং চুল্লিতে ইন্ধন জোগানকারী। এখন তিনি সোবিয়েত লাৎভিয়ার সব থেকে বড় লেখকদের অন্যতম। লাৎভিয়ার গোর্কী—রুপিৎসের পাশাপাশিই তাঁর আসন।

কনস্তান্তিন পৌস্তভস্কীর জীবনও কম বিচিত্র নয়। তিনি ছিলেন একজন কারিগর মিস্ত্রি, ট্রাম কণ্ডাক্টার, নাবিক, ফ্যাক্টরী মজুর, অ্যাম্বুলেন্সের লোক, সাহিত্যের শিক্ষক ও খবরের কাগজ ফেরীওলা। তাঁর জীবনকাহিনী থেকে তাঁর সাহিত্য কোন অংশে কম রোমান্টিক নয়। আরাগঁ তাঁর সংকলিত বইটিতে স্থান দিয়েছেন রূপকথাকার আওরসন সম্পর্কে পৌস্তভস্কীর "দি নাইট কোচ" গল্পটি এবং সেখানে তিনি লিখেছেন, "যদি আমার সুবিধা থাকতো তবে শুধু একটি নয়, পৌস্তভস্কীর দু'তিনটি গল্পকেই এ-সংকলনে স্থান দিতাম।"

আরাগঁ ফরাসী পাঠকদের পরিচিত করে দিয়েছেন কল্পনা সাহিত্যের দু'জন জাদুকরের সংগে। এর মধ্যে প্রথম জন হলেন কাল্পনিক জগতের অন্যতম চার্লস পেরাউল্ট **ম্যালাকাইট বক্স**-এর লেখক পভেল বাজফ। তিনি উরাল প্রদেশের একজন অধিবাসী এবং তাঁর ভাষা উরাল অঞ্চলের পাথরের মতোই

(১৮ পৃষ্ঠার দেখুন)

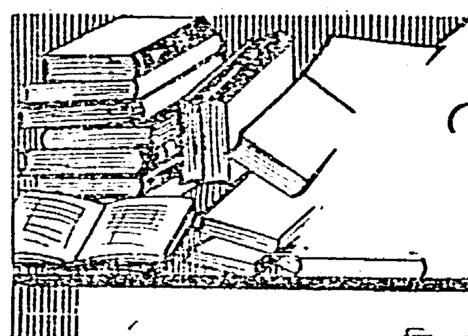

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন
সম্পর্কে
কয়েকটি বই

ভি, এম, মলোতফ
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোবিয়েত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি
ছ আনা

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সোবিয়েত পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র
তিন আনা

সোবিয়েত নাট্যশিল্প
তিন আনা

কনস্তান্তিন ভিনোকুরভ
তিমিরিয়াজেভ যৌথখামার
চার আনা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শাখা : ১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

যে-অর্থ নৈতিক অগ্রগতির কোন তুলনা নেই

আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম, চীন ও ভারতের পর জনসংখ্যায় পৃথিবীতে তৃতীয় দেশ—রুশিয়া শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের আগে ছিল পৃথিবীতে পঞ্চম ও ইউরোপে চতুর্থ স্থানে। ভারী শিল্প যত পিছনে পড়ে ছিল, তেমনি হাল্কা শিল্পোন্নয়নও যথেষ্ট ছিল না। যন্ত্র-নির্মাণ-শিল্প আরও অনেক দুর্বল ছিল। তাছাড়া, ভারী শিল্পের প্রধান শাখাগুলিতে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি ছিল বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে। রুশিয়া তার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতির বিরাট অংশ বিদেশ থেকেই আমদানি করতে বাধ্য হত। এই অবস্থায় শিল্পোন্নয়নে প্রচণ্ড বাধা ছিল।

নভেম্বর বিপ্লব দেশটির সামনে নতুন নতুন পথ খুলে দিল—শিল্পোন্নয়নের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সৃষ্টি করল।

বিদেশী আক্রমণকারী আর দেশী হোয়াইট গার্ডদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে নিজেদের মুক্তি আর সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্যগুলি সংরক্ষিত করে, সোবিয়েৎ জনগণ জাতীয় অর্থনীতি পুনঃস্থাপনের কাজ আরম্ভ করলেন।

কঠিন সময়

সময় তখন বড় কঠিন। জ্বালানী আর ধাতু যথেষ্ট ছিল না; কাঁচামাল যা উৎপন্ন হত, তার পরিমাণ নগণ্য। কয়লাখনিগুলি এবং খনিজ ধাতুর কেন্দ্রগুলি ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে ছিল। প্রায় সমস্ত কল-কারখানাই অচল ছিল। দেশের সর্বত্র চরম খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব। জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের পথে শত্রুও যথাসম্ভব বাধা দিতে লাগল। কিন্তু, জনগণ যেখানে মুক্তি অর্জন করেছে, ক্ষমতা লাভ করেছে, তাই তাঁদের গঠন-মূলক শক্তি বিপুল, আর অফুরন্ত। নিজেদেরই শক্তিতে, নিজেদেরই হাতের উপাদানের জোরে, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই, মেহনতী জনগণ দেশটিকে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগলেন।

১৯২৬ সালে শিল্পোৎপাদন যুদ্ধ-পূর্বের মাত্রায় পৌঁছে গেল। অর্থনীতি ক্ষেত্রে শক্তিশালী এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি থেকে স্বাধীন হবার জন্যে দেশকে কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন।

ভারী শিল্প গড়ে তোলার কাজ থেকেই সোবিয়েৎ দেশের মেহনতী জনগণকে দেশের শিল্পায়ন শুরু করতে হয়েছিল। শিল্পায়নের এই পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করতে হয়, তাই এ কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন।

সমস্যার সমাধান

পুঁজিবাদী দেশগুলি তরুণ সোবিয়েৎ রিপাবলিককে ঋণ দিতে অস্বীকার করল। শিল্পায়নের সম্পদ-সংস্থান তাই বের করবার প্রয়োজন হল দেশের মধ্য থেকেই। সে সমস্যার সমাধানও হল। সোবিয়েৎ ব্যবস্থায় নিহিত বিপুল সম্ভাবনাটিকে সোবিয়েৎ জনগণ কাজে লাগালেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে জমি, কল-কারখানা, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, সবই জনগণেরই হাতে। শিল্প, যানবাহন-ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য থেকে পাওয়া মুনাফা জাতীয় অর্থনীতির আরও উন্নয়নের জন্যেই নিযুক্ত হল। শোষণ থেকে এবং জমিদারের কাছে কোটি কোটি রুবল খাজনার দায় থেকে মুক্ত কৃষকও ভারী শিল্প গঠনে সাহায্য করতে পারল।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে মেহনতী জনগণও রাষ্ট্রীয় ঋণে অর্থ দিয়ে এবং নিজেদের বাঁচান অর্থ সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করলেন।

অর্থনীতি হল সমাজতান্ত্রিক, তাই জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকল্পনা সম্ভব হল। জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হল ১৯২৮ সালে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শিল্প ও কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করাই হল ঐ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

ভিত্তি স্থাপন

দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে কল-কারখানা আর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হল। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একের পর এক চালু হতে লাগল।

সোবিয়েৎ দেশ এইভাবে কৃষি-প্রধান দেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করল। এ হল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের জয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটিও (১৯৩৩-৩৭) প্রথমটির মতোই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কার্যে পরিণত হল। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের কারিগরী কাজ সেই সময়েই মোটের উপর সম্পন্ন হয়েছিল। নতুন সমাজ-ব্যবস্থার মজবুত আর্থনীতিক ভিত্তি তৈরী হয়ে গেল। দেশের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৪০ সালে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ভারী শিল্পের উৎপাদন হল, মোটের উপর, ১৯১৩ সালের প্রায় ১২ গুণ; আর যন্ত্রনির্মাণশিল্প বাড়ল প্রায় ৫০ গুণ। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বিদেশ থেকে মটর গাড়ি, ট্রাক্টর, কৃষিযন্ত্রপাতি আমদানি বন্ধ করা হল; সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তখন বরং নিজেই ঐসব জিনিষ রপ্তানি করতে শুরু করল। দেশের মোট শিল্পোৎপাদনে ভারী শিল্পের অংশ বিবেচনায় সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তখনই পৃথিবীর প্রথম স্থানে উঠে গেল।

ঐতিহাসিক পরীক্ষা

১৯৪১-৪৫ সালে জার্মানির ফাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ জনগণের মহান্‌ দেশপ্রেমিক যুদ্ধ হল সোবিয়েৎ শিল্পের একটি কঠোর পরীক্ষা। সাময়িক সামরিক অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে হিটলারী সাঁজোয়াবাহিনীগুলি দেশের অভ্যন্তরভাগের দিকে দ্রুতগামী আক্রমণ সংগঠন করতে পেরেছিল। ফলে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দক্ষিণ অঞ্চলের বৃহৎ শিল্প ঘাঁটি সাময়িকভাবে চলে গেল। বিদেশে তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শিল্পে যে ক্ষতি হল, তা অপূরণীয়।

ফাশিস্ত আক্রমণকারীরা সোবিয়েৎ শিল্পক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতিই করেছিল। সাময়িকভাবে দখল করা এলাকাগুলিতে তারা ৩১,৮৫০টি কল-কারখানা ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র ধ্বংস করেছিল। যুদ্ধের আগে যেসব খনি থেকে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ কয়লা উঠত সেগুলি, আর ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি ফাশিস্তরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল।

এই আক্রমণের ফলে সোবিয়েৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে প্রায় দশটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। পৃথিবীতে আর কোন দেশের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেও, এমন প্রচণ্ড ক্ষতি হয়নি। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কল্যাণে পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই বিরাট ধ্বংস পুনঃস্থাপন করেছে।

পুনঃস্থাপনকার্য সম্পন্ন

দক্ষিণাঞ্চলের যে-লোহা-ইস্পাত শিল্প ফাশিস্ত দখলদারেরা ধ্বংস করেছিল তা নতুন কারিগরী ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত হয়ে, যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে বেশি ধাতু উৎপাদন করতে শুরু করল। ১৯৫০ সালে কয়লা উঠল ২৬ কোটি টনের বেশি—১৯৪০ সালের দেড়গুণ। তেলও উঠল যুদ্ধপূর্ব সময়ের চেয়ে বেশি। নীপার জলবিদ্যুৎকেন্দ্রসমেত সমস্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র পুনঃস্থাপিত হয়েছে; তার উপর কতকগুলি প্রকাণ্ড নতুন জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রও চালু হয়েছে; শিল্পে যন্ত্র এবং যন্ত্র-নির্মাণের যন্ত্রের সংখ্যা এখন দ্বিগুণেরও বেশি। সেই হল অন্য সমস্ত শিল্পেও সাফল্য আর অগ্রগতির ভিত্তি।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে মোট ৮ হাজার বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান পুনঃস্থাপিত, নির্মিত এবং চালু করা হয়েছে।

নতুন গতিবেগ

যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ করে সোবিয়েৎ শিল্পে বর্ধিত গতিবেগ সঞ্চারিত হয়ে গেল।

১৯৫৫ সালে পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হল—সেই হল সোবিয়েৎ ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৫৫ সালে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যুদ্ধপূর্ব ১৯৪০ সালের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ৩'২ গুণেরও বেশি ছাড়িয়ে গেল। সেই সময়ে যন্ত্র, যন্ত্র নির্মাণের যন্ত্র এবং সরঞ্জাম উৎপাদনের পরিমাণ ৪'৭ গুণ বাড়ল। কাঁচা লোহা, ইস্পাত-বিগলন, কয়লা-তোলা, এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন উঠে গেল ইউরোপে প্রথম স্থানে এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে।

ভারী শিল্পোন্নয়নক্ষেত্রে সাফল্য এবং কৃষি-উৎপাদন বাড়বার ফলে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যুদ্ধপূর্ব পরিমাণের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি পরিমাণ ভোগ্য পণ্য উৎপাদন হল।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যা শিল্পোন্নয়ন হয়েছে, তার ফলে তাঁরা এখন ব্যাপক অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং বহু পরদেশকে কারিগরী সহায়তা দিতে সক্ষম। বর্তমানে ৬২টি দেশের সঙ্গে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বাণিজ্য আছে।

শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের কাজে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সাহায্য দেন। জাতীয় অর্থনীতি গঠনের কাজে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কম-অগ্রসর দেশগুলিকেও নিঃস্বার্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

রুশ মহাবিপ্লবের
পটভূমিকায় • • •
ইতিহাসের একেকটি যুগান্তকারী ঘটনা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনেও রেখে যায় তার পদচিহ্ন। ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠে সমাজ-চেতনার প্রতীক চরিত্র ॥

•

অক্টোবর মহাবিপ্লবের পটভূমিকায় সোবিয়েত
সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম
আলেক্সি তলস্তয়ের উপন্যাস
অগ্নিপরীক্ষা
(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)
প্রথম খণ্ড দুই বোন ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড উনিশ-শো আঠারো ৫৲
তৃতীয় খণ্ড বিষণ্ণ প্রভাত ৬৲ তিন খণ্ড একসঙ্গে ১৫৲

•

নিকোলাই অস্ত্রভ্‌স্কির
ইস্পাত
সংগ্রামী বলশেভিক নায়কের জীবনালেখ্য এই উপন্যাসটি
এক আশ্চর্য প্রেরণার উৎস ॥ ৬॥০ টাকা

•

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পটভূমিকায় রুশ
সাহিত্য ও বিশ্ব সাহিত্যের এক অতুলনীয় কীর্তি
ম্যাকসিম গর্কির
মা
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ : ৪৲ টাকা

•

আগামী প্রকাশনা ॥
মিখাইল শলোকভের
ধীর-প্রবাহিনী ডন
সাগরে মিলায় ডন
মুখর মৃত্তিকা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটুর্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
শাখা : ১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

আমার মনের পটে সোবিয়েৎ রাশিয়া

আপনি আদেশ করেছেন সাড়ে তিন শত শব্দে সোবিয়েৎ রাশিয়া সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাতে। সে রচনা-কৌশল আমার নেই, যেমন নেই সার্টিফিকেটের মতো একটা কিছু লিখে দেবার মতো ধৃষ্টতা।

সোবিয়েৎ রাশিয়া সারা পৃথিবীর চিন্তা-ধারায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ফলে তার কথা ভাবতে বসলে সমগ্র মানব-সভ্যতার কথা, অথবা মানব সভ্যতার কথা ভাবতে বসলে সোবিয়েৎ রাশিয়ার কথা ভাবতেই হয়। বস্তুত ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সোবিয়েৎ দেশ ঘুরে আসবার পর থেকে আজকার এই দিনটি পর্য্যন্ত সোবিয়েৎ রাশিয়া আমার ধ্যানের ও ধারণার বিষয় হয়ে রয়েছে। তা রয়েছে যেমন মানুষের এবং মানবতার কথা ভেবে, তেমনই রয়েছে আমাদের সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের, নাটকের ও নাটুকেদের, রাজনীতির ও রাজনীতিকদের, প্ল্যানিংয়ের ও প্ল্যান-পরিকল্পয়িতাদের এবং শিক্ষার ও শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবে। মনকে ও-সব ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে পারি না বলেই, সর্বধর্ম বর্জন করে আজকার অহম-ব্রহ্মদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারি না বলেই, সোবিয়েৎ রাশিয়ার ভাবনাকেও মনের বাইরে রাখতে পারি না। বলে রাখা ভালো ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, জাপানের, জার্মেনীর কথাও না ভেবেও পারি না। চীন ত আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

(২)

সোবিয়েৎ রাশিয়া সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটেছে বিশ্বশান্তি সংসদের মাধ্যমে ও আনুকূল্যে। ওর চেয়ে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর মানব-কল্যাণব্রতী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আর একটি নেই। ইউনাইটেড নেশনস রাষ্ট্রসমূহের (সকল রাষ্ট্রের যদিও নয়) প্রতিষ্ঠান: ও-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেজরিটি-দলের রাষ্ট্রাদর্শের প্রতিফলন। ও-প্রতিষ্ঠানে আসন পান ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের প্রতিনিধিরা, তাঁদের সেক্রেটারিয়েট-চক্রের চক্রীরা। ডেমোক্রেশী ন্যাশনাল হয় অপোজিশনকে মর্য্যাদা দিয়ে। ইউনাইটেড নেশনে কোন রাষ্ট্রের অপোজিশনকে আসন দেওয়া হয় না। ওর নাম ইউনাইটেড নেশনস না হয়ে ইউনাইটেড স্টেটস্‌ই হওয়া উচিত ছিল, যেহেতু ওখানে ষ্টেটের মতই প্রতিফলিত হয়, নেশনের নয়। ওকে ডেমোক্রেশীর মূল দাবী এড়িয়ে যাবার একটা আন্-ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র-চক্র বলে খুব অন্যায় বলা হয় না। বিশ্ব-শান্তি সংসদ তা নয়। তা বিচারকের কাজ করে না, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় না। কাউকে ওতে আসন গ্রহণের অনধিকারী করে রাখে না—সকল জাতির অফিশিয়াল-আনঅফিশিয়াল, সকল শ্রেণীর, সকল মতের, সকল দলের মানুষের জন্যই ওর দ্বার খোলা থাকে।

বিশ্ব শান্তি সংসদ কেবলমাত্র সোবিয়েৎ রাশিয়ার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত

লেখক ঃ শচীন সেনগুপ্ত

হয়েছে কিনা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার জানা আছে পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রগামী জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানিকরা ওর নেতৃত্ব করেন। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি যে ওর প্রধান সহায়ক, তাও আমার জানা আছে। তাঁরা যদি পরম নিষ্ঠা নিয়ে ওকে সমর্থন না করতেন, তা হলে পঞ্চশীলকে এমন সহজে এতগুলি রাষ্ট্র নীতি হিসেবে গ্রহণ করত না, বান্দুং নূতন ইতিহাসের ভূমিকা লিখতে সক্ষম হোত না, অখিল-এশিয় সম্মেলন, আফ্রো-এশিয় প্রীতি, লাতিন-আমেরিকান জাতিসমূহের ঐক্য, আরব শক্তির নব দৃষ্টি, আজও কালসাপেক্ষ হয়েই থাকত।

বিশ্ব শান্তি সংসদে সোবিয়েতের সর্বার্থক সহযোগ আদৌ বিস্ময়ের কথা নয়। কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময় পর্য্যন্ত দশটি বহিরাক্রমণ ও কাউন্টার রেভলিউশনারী ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহ প্রতিহত করেও সোবিয়েৎ রাশিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিতভিনভকে দিয়ে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একবার স্তালিন নিজে, আর একবার মলোতোভের মারফৎ যুদ্ধকে দূরে রাখবার জন্য ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সকে আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে। পাশ্চাত্য শক্তিরা তাতে কর্ণপাতও করেন নি; পরন্তু হিটলারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে ভেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সোবিয়েৎ রাশিয়া বিশ্বে অটুট শান্তি প্রতিষ্ঠা দেবার আবেদন কেবল রাষ্ট্র-নায়কদের কাছেই নিবেদন করা যথেষ্ট বলে আর মনে করতে পারল না। বিশ্বের সকল মানুষের কাছেই সে আবেদন উপস্থিত করল। সাড়াও পেল অভূতপূর্ব। বড় রাষ্ট্র পরিচালক ক্ষেপে উঠলেন। তাঁদের অনেকে বল্লেন ও হচ্ছে রাজনীতিক চাল। আসলে তা কিন্তু ক্ষমতালোলুপদের সকল চক্রান্ত বানচাল করে সাম্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রয়াস। বিশ্বশান্তি সংসদ রাজনীতি অবশ্যই আলোচনা করে। কিন্তু তা করে বিশেষ কোন রাজনীতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে নয়; করে রাজনীতির স্বৈরাচার রুদ্ধ রাখবার অভিপ্রায়ে। আর সংসদ তা বল-প্রয়োগে রুদ্ধ রাখতে চায় না, চায় রাজনীতিক নায়কদের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে, ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকদেরকে সংযত রাখবার আবেদন সৃষ্টি করে, মানব-সভ্যতাকে নব-সংস্কৃতির অধিকারী করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকরাই বার বার শান্তিভঙ্গের হেতু হয়েছেন, সাধারণ মানুষ কখনো নয়।

সোবিয়েৎ রাশিয়া বিশ্ব শান্তি সংসদকে শক্তিশালী হবার সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষকে এবং নানা নেশনের নানা সিস্টেমকে নূতন দৃষ্টি দিয়ে যেমন দেখতে থাকে, তেমন দেখতে থাকে নিজেকে এবং নিজের সিস্টেমকে। তার অন্তরের জমাটি বরফ তখন থেকেই তার দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। সে বরফ গলা শুরু হয়েছে। তাপ সে পেয়েছে যেমন তার অন্তরের মানব-অনুরাগের উষ্ণতা থেকে, তেমন বিশ্বের মানুষেরও প্রীতির তাপ থেকে। শেষের এই চিত্ত-স্পর্শী তাপ সে পেয়েছে, আমার মনে হয়, বিশ্ব শান্তি সংসদের বিভিন্ন সম্মেলন থেকে যেখানে বলবার সব কথা কেবল সোবিয়েৎ দেশগুলির অথবা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরাই বলেন না, সকল দেশের প্রতিনিধিরাই বলেন; বলেন অকুতোভয়ে, কারু কাছে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রেখে, শুধুমাত্র মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেবার আগ্রহ নিয়ে। এই বিষয়ে সকল দেশের প্রতিনিধিরা পায় সোবিয়েতের সর্বার্থক সংযোগ। সকলের রুশ-প্রীতির মূল কারণও এই। অন্তত আমি তাই বুঝিছি।

(৩)

সোবিয়েতে গিয়ে প্রথমেই আমি যাতে মুগ্ধ হই, তা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষদের মানব-প্রীতির পরিচয়। ওরিয়েন্টালিস্ট সকল উন্নত পাশ্চাত্য দেশেই আছেন। তাঁরা আমাদের, অর্থাৎ প্রাচ্য দেশের লোকেদের, যে উপকার করেছেন, তার জন্য প্রাচ্য দেশের সকলেই তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এই লেনিনগ্রাদের ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষদের কাছে আর একটি বস্তু পেলাম যা পাণ্ডিত্যের চেয়ে বড়। তা হচ্ছে মানবের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ; কেবলমাত্র পুঁথির প্রতি নয়। বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে একটি আলোচনার তাৎপর্য তুলে ধরে। আলোচনাটি হয়েছিল হেলসিঙ্কিতে, একটি সাক্ষাৎকারের শেষে, পূর্ব জার্মানী থেকে আগত একজন প্রবীণ অধ্যাপক, একজন প্রবীণ ও প্রাক্তন জেনারেল, আর আমার মাঝে। আলোচনাটি এই:—

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বল।

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত
কালিদাসের মেঘদূত
এই গ্রন্থে মূল সংস্কৃত পাঠের সংলগ্ন পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসুর পদ্য অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে, যার স্বাদ মূলের তুলনায় 'মনাগ ন্যূন'। ৮১ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত কবিতার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকায় বহু মনোজ্ঞ তথ্য ও মন্তব্য একত্র করেছেন। এ ছাড়া সন্নিবেশিত হয়েছে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের আটারোটি নিদর্শন, এবং সে-সব চিত্র-বিষয়ে আলোচনা। এই গ্রন্থে পাঠক লাভ করবেন শুধু নতুন ক'রে কালিদাসকে নয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিষয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি। স্বর্ণান্বিত প্রচ্ছদ, মনোরম মজবুত রেক্সিনে বাঁধাই।
দাম: সাড়ে পাঁচ টাকা
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

সোবিয়েতের দেশে দেশে ॥ মনোজ বসু
'চীন দেখে এলাম' এবং 'পথ চলি'র স্বাদ ভুলতে না ভুলতেই মনোজ বসু আরেকটি অনন্য গ্রন্থ উপহার দিলেন পাঠককে: 'সোবিয়েতের দেশে দেশে।' একটি স্বচ্ছ সুন্দর স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পৃথিবীর সমাজাগ্রত কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল বিরাট সোবিয়েত দেশ পর্যটনের মনোরম অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর অননুকরণীয় বৈঠকী ভাষায় শুনিয়েছেন। কয়েকটি মূল্যবান আর্টপ্লেটে সুশোভিত। ৮'০০ ॥
গঙ্গা ॥ সমরেশ বসু
একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ যাঁর রচনাকে অপরূপ মহিমময় করে তুলেছে তিনি সমরেশ বসু। 'গঙ্গা' তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। এখানে তিনি শুনিয়েছেন সেই মীন-রাশির মাথাগুলির গল্প—জলই যাদের জীবনস্রোতের অর্চিত কেন্দ্র। জলের মাছ আর তাহার মাছমারা মানুষের এ-এক আশ্চর্য জীবনচক্র। ৫'৫০ ॥
ধুলোমাটি ॥ ননী ভৌমিক
'ধুলোমাটি'র পটভূমিকা আধুনিক বাঙালী মধ্যবিত্তের অস্থির তিলসমূহের সেই পটভূমিকা যা মিশে গেছে জাতীয় আন্দোলনের বড়ো বড়ো কয়েকটি আত্মবিসর্জন এবং আত্মোপলব্ধির স্রোতের সঙ্গে। কিন্তু এ শুধু পটভূমিকা। 'ধুলোমাটি'র লক্ষ্য শুধু পট নয়, পটস্থ মানুষ। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'ধুলোমাটি' একটি বিস্ময়কর সংযোজন। ৮'০০ ॥
• অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস •
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈতালিক ২'৫০, শিলালিপি ৫'৫০ সূর্য-সারথি ৩'৫০ ॥ গোপাল হালদারের একদা ৩'৫০, অন্যদিন ৮'৫০, আর একদিন ৪'০০ ॥ রাধারমণ(?) দাসের রঙের বিবি ৩'০০ বেগমবাহার লেন ৩'৫০ ॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ৪'০০ ॥ নারায়ণ সান্যালের বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ৩'০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথা ৫'০০, পদ্মানদীর মাঝি ৩'০০, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান ২'০০ ॥
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ কলিকাতা বারো

বিশ্বরাজনীতিতে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে ১৯৩৮-এর সেই বিপন্ন দিনগুলিতে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর সুবিখ্যাত বই "বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ"-এ লিখেছেন:

"রাশিয়াই একমাত্র দেশ যে ইউরোপ এবং এশিয়ায় ফ্যাসিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রবিরোধীদের বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে। গত ক'মাস ধরে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স রাশিয়াকে একেবারে উপেক্ষা করে চলছে; কিন্তু আসলের দিনে রাশিয়া একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ। ...পৃথিবীর অন্য শক্তিশালী দেশগুলি সকলেই ধনতন্ত্রী, তবু তাদের সঙ্গেও রাশিয়া সদ্ভাব স্থাপন করতে চাইল—সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট পার্টিরা অন্যান্য প্রগতিবাদী দলদের সঙ্গে একত্র হয়ে পপুলার ফ্রন্ট বা ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়তে চেষ্টা করল।"

পণ্ডিত নেহরুর মত দুনিয়ার প্রগতিবাদী মানুষের কাছে সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়নই ছিল প্রধান ভরসা। মহান নভেম্বর বিপ্লবের পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট কর্মকাণ্ড, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা এবং তার আন্তর্জাতিকতা প্রগতিবাদী মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল, তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ইতিহাসে এটা দেখা যায় যে, সমস্ত বিপ্লবেরই একটা সার্বজনীন আবেদন থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সও হয়েছিল ইউরোপের বিপ্লবী প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণার উৎস। মেটারনিক একবার বলেছিলেন—"ফ্রান্স যখন হাঁচে তখন সমস্ত ইউরোপের সর্দি হয়।" ১৯৪৯ সনের চীন বিপ্লবের পরে লোকতন্ত্রী চীন এশিয়ার মানুষের মনে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে।

আন্তর্জাতিকতার অর্থ

যে আন্তর্জাতিকতার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া জনচিত্ত জয় করেছে তার আদর্শগত ভিত্তি মার্কসবাদ। "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও",—এই ক'টা কথা নিয়েই মার্কস ও এঙ্গেলস সুবিখ্যাত "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র উপসংহার টেনেছিলেন। মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এক এবং অবিভাজ্য। আন্তর্জাতিক সংহতি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। মার্কসবাদই দুনিয়ার একমাত্র মতবাদ যা সর্ব দেশের সর্ব মানবের মুক্তির কথা ঘোষণা করে। তাই মার্কসবাদী আন্দোলন মূলত আন্তর্জাতিক আন্দোলন।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী শুধু কি আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী? জাতীয় স্বার্থ কি শ্রমিকশ্রেণী দেখবে না? মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই তার জাতীয়স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকবে। সাম্রাজ্যবাদের অবসান করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা এবং তা রক্ষা করা শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় স্বার্থ। নিজ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটানোও শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় স্বার্থ।

অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী একই সংগে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জাতীয়তাবাদী। সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ভূমিকা বুঝতে গেলে এই কথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনীর মধ্যে একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় সোভিয়েট রাশিয়াকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বভাবতঃই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কাজ সম্পন্ন করবার সময় সে কি আন্তর্জাতিকতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে? বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস পড়ে তা মনে হয় না, যদিও এটা সত্যি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে কখনোই উদাসীন থাকে নি, থাকা সম্ভবও ছিলো না। জাতীয় স্বার্থে সম্পর্কেউদাসীন থাকা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে হতো আত্মহত্যারই সামিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগ

নভেম্বর বিপ্লবের পরেই লেনিন তাঁর শান্তির নির্দেশনামা (ডিক্রি অন পিস) প্রকাশ করলেন, যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্যান্য বৃহৎ শক্তিদের আহ্বান জানালো। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অবশ্য সে আহ্বানে সাড়া দিল না, সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বযুদ্ধ থেকে একা বেরিয়ে এল। সোভিয়েট ইউনিয়ন জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। দুই শত বৎসর ধরে যে সুবিশাল রুশ সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল তা ভেঙে পড়ল; ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া রাশিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিগুলি স্থাপন করল স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, আইনের চোখে রুশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে তাদের সমনাধিকার স্বীকৃত হল।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নভেম্বর বিপ্লবের পরে ঔপনিবেশিক জগত বিপ্লবের ঢেউয়ে আন্দোলিত হল—ফ্রান্সের ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরে ইউরোপে যেমন ঘটেছিল। ভারতবর্ষ, মিসর, সিরিয়া, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া,—এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছিল এই সব জাতীয় আন্দোলনের প্রতি। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য অমানুষিক বর্বরতার অনুষ্ঠান করে এই আন্দোলনগুলি দমন করল। কিন্তু একটি দেশে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বেঁচে রইল, সে দেশ চীন। সুন ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনের উজ্জীবন সুরু হল। পৃথিবীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন সুন ইয়াৎ-সেন। সেদিন একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই চীনের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছিল। সুন ইয়াৎ-সেনের জীবদ্দশায় চীন-রুশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক এতই সুবিদিত যে তা নূতন করে বলা নিষ্প্রয়োজন।

শান্তির সংগ্রাম

শান্তির ধ্বনি নিয়েই নভেম্বর বিপ্লবের শুরু। বিপ্লবের পরেই সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। একটা অনগ্রসর দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ (ওয়েব দম্পতি যাকে এক নূতন সভ্যতা বলে অভিহিত করেছিলেন) গড়বার জন্য শান্তি তার প্রয়োজন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তির সংগ্রাম ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচেষ্টা সার্থক হলে পৃথিবীর মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচতে পারতো। ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ ছড়ান রয়েছে।

লেনিন তাঁর সুবিখ্যাত "শান্তির নির্দেশনামা" প্রচার করলেন, আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি একযোগে শিশু-সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলো। তারা লীগ অব নেশনস গঠন করলেন, কিন্তু প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়াকে এই সংগঠন থেকে বাদ দিলেন,

লেখক ঃ সুনীল সেন

(বর্তমানে নয়াচীন সম্পর্কে তারা একই খেলা খেলছেন)। ১৯২৭ সনে বৃটিশ সরকার বৃটেনের সোভিয়েট বাণিজ্যদপ্তরে অভিযান করলেন। ঐ বছরই বার্লিন, পিকিং, সাংহাই, টিয়েনসিনে সোভিয়েট দূতাবাসের উপর হামলা হল। ওয়ারসতে সোভিয়েট দূত ভইকভ নিহত হলেন।

সাম্রাজ্যবাদের এত উস্কানী সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন মাথা ঠাণ্ডা রেখে নূতন সমাজ গঠনের কাজ চালিয়ে গেল, শান্তির নীতি অক্ষুণ্ণ রাখলো। ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের" সুবিখ্যাত নীতি তাঁরা বার বার ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান নূতন সংকট সৃষ্টি করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল। ১৯৩১ সনে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ১৯৩৫ সনে ইটালির আবিসিনিয়া অভিযান, ১৯৩৬ সনে স্পেনের গৃহযুদ্ধ,—এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য এবং পরিণাম ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিন "যৌথ নিরাপত্তা" বা Collective Security-এর নীতি ঘোষণা করেছিলেন। লীগ অব নেশনস-এর বৈঠকে লিটভিনফের বক্তৃতা হয়তো অনেকের মনে পড়বে।

শান্তি চুক্তি এক পক্ষীয় ব্যাপার নয়, চুক্তি করতে দুটি পক্ষের সম্মতি লাগে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এটা খুবই সহজবোধ্য বিষয়। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স চুক্তি অবশ্য করেছিলেন, তবে সেটা সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে নয়—হিটলার এবং মুসোলিনির সঙ্গে। মিউনিক-বিশ্বাসঘাতকদের ইতিহাস ক্ষমা করেনি, মিউনিকেরই পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশুদ্ধ "গণতন্ত্রের" দেশ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের উদ্দেশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জার্মানীর সুবিখ্যাত পূব দিকে অগ্রসর হবার নীতিকে ("Drang nach Osten") পুনরুজ্জীবিত করে তারা চেয়েছিলেন একটা সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ। ইতিহাসের গতি বিচিত্র। তাঁদের হিসাব ভুল হয়ে গেল। হিটলারের সঙ্গে তাদেরই যুদ্ধ বাধলো। আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের সুবিখ্যাত তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ক্রমশঃ প্রসারমান সাম্রাজ্যবাদী আবেষ্টনীর মধ্যে স্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার জাতীয় স্বার্থ দেখতে হয়েছে। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে সেদিনকার সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, সীমান্ত সুরক্ষিত করবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ফিনিশ-যুদ্ধ, পশ্চিম বাইলো-রাশিয়া, পশ্চিম উক্রেন, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া অধিকার সম্পর্কে তর্ক-বাগীশদের অত হৈ চৈ আজ নিছক "Sound and fury, signifying nothing" বলে মনে হয়। তর্কবাগীশদের প্রশ্ন করা যেত পারে—জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে অন্য আর কি পন্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল? মনে রাখতে হবে যে, মিউনিক ঘটেছিল ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে আর সোভিয়েট-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল ১৯৩৯ সনের আগস্ট মাসে। আত্মরক্ষার জন্য সময় সংগ্রহ করার অধিকার সোভিয়েট রাশিয়ার থাকবে না কেন? ১৯৩৫ সনে "যৌথ নিরাপত্তা"র আবেদনে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স সাড়া দিল না। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ শুরু হবার পরেই যে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি হল, সেটি পাঁচ বছর আগে সম্পাদিত হলে ইতিহাসের গতি কি অন্য রকম হত না?

বার্লিন অধিকারের পরে জার্মান আর্কাইভস (প্রাচীন দলিল দস্তাবেজের দপ্তর) লাল ফৌজের হাতে পড়ে। জার্মান আর্কাইভস-এর দলিলগুলির কিছু অংশ সোভিয়েট সরকার প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার শাসক শ্রেণীর একটা অংশ হিটলার জার্মানীর সঙ্গে যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিলেন তার বহু নূতন তথ্য এই দলিলগুলি থেকে জানা গেছে। (ফলসিফায়ারস অব হিস্টরি, মস্কো, ১৯৪৮, দ্রষ্টব্য)। এই তথ্যগুলি উপেক্ষা করা যায় না।

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যে সব বই মনকে গড়ে তোলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অনুবাদের পক্ষে শক্ত। এই পাথর থেকে তৈরী হয় অলংকার, শিশুদের খেলবার ভালুক, পুতুলবাক্স এবং কাপ। উরাল অঞ্চলের কারখানার শ্রমিক, খনি-মজুর এবং কামারদের কাছ থেকেই "বাজভ শুনেছিলেন মাটির তলায় গোতা ধনরত্নের সম্পর্কে নানা প্রবাদ-কাহিনী ও গল্প। এই অভিজ্ঞতাই গড়ে দিয়েছিল তার লৌকিক কাল্পনিকতায় ভরা বিভিন্ন গল্পগুলির ভিত্তি।" আর কল্পনা-সাহিত্যের দ্বিতীয় জাদুকর হলেন মিখাইল প্রিশভিন। তিনি প্রকৃতি আর জীবনের প্রতি ভালোবাসায় একজন মৌলিক জাতেরই শিল্পী। ১৯২৬ সালে গোর্কী তাঁকে লিখেছিলেন : "মিখাইল মিখাইলোভিচ, তোমার বইগুলির মধ্য থেকে তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ যে, তুমি মানব জাতির এক বন্ধু। তোমার সম্পর্কে যত সহজ ও অকুণ্ঠভাবে এই কথাটি বলা যায় তেমন খুব কম শিল্পী সম্পর্কেই বলা চলে। মানুষের প্রতি তোমার এই যে বন্ধুতাময় অনুভূতি তা এসেছে তোমার মাটির প্রতি ভালবাসা, বিশ্বপ্রেম আর পৃথিবী সম্পর্কে আশাবাদের অতি সহজ যুক্তি থেকেই। অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় তোমার মানুষেরা বড় মাটির কাছাকাছি, মাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রীতি-নিবিড়। তোমার মানুষেরা মহাজননীর অতি সুসঙ্গত সন্তান, পবিত্র মানব দেহের সত্যিকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আরাগঁ তার ভূমিকাতেই গোর্কীর এই চিঠিটি উদ্ধৃত করেন। নারী সাহিত্য স্রষ্টাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে ভেরা পানোভার "সেরিওজা" গল্পটি থেকে একটি খণ্ডের উদ্ধৃতি। ভেরা পানোভা সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়ে আরাগঁ বলেছেন "যদিও তাঁর সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা উঠেছে, তবু আমি বলব, সর্বাধুনিক কালের বিশিষ্ট সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যেই তিনি অন্যতম। সেরিওজা গল্পটি একটি ছোট ছেলের জীবনের কয়েকটি খণ্ড কাহিনীর সমষ্টি। "আমার মহিয়সী দিদিমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া" গল্পটিকে বেছে নিয়েছেন আরাগঁ।

"আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে চেকভের অনুসরণ করতে চান" এমন অন্যান্য সমসাময়িক রুশ লেখকদের মধ্যে চরিত্রের বিশিষ্টতায় অন্যতম হিসেবেই আরাগঁ মূল্য দান করেছেন পানোভাকে। আর আরাগঁর মতে এই ধারারই অন্য আর একজন লেখক হলেন সার্গেই আন্তনভ। তাঁর 'বৃষ্টি' নামক গল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই সংকলনে। আরাগঁ লিখেছেন "এই গল্পে সমস্ত লেখকদের কনিষ্ঠতম এই লেখকটির নতুন কণ্ঠস্বর সবার চেয়ে স্পষ্ট করে শোনা যায়। "আমার মহিয়সী দিদিমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া" এবং "বৃষ্টি" এই দুটি গল্পের মধ্যেই আমার কাছে যা আকর্ষণীয় তা হল বাস্তব জীবন। অথচ এগুলির মধ্যে স্বাভাবিক জীবনে যা শুধু ব্যতিক্রম, তেমন কোনো ঘটনাকে আমদানী করেননি লেখক, তাঁর লেখার কারবার প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ সব ঘটনাবলী নিয়েই।

আগামী কালের দিকে যে সাহিত্যের দৃষ্টি প্রসারিত

আরাগঁ অকুণ্ঠভাবেই প্রশংসা করেছেন সোবিয়েত সাহিত্যের। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে লেখা সোবিয়েত সাহিত্যের এই সার্থকতা সোবিয়েত লেখকদের পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। আরাগঁ নিরর্থকই তাঁর সোবিয়েত সাহিত্যের উপসংহার টানেননি সাম্প্রতিককালে তাঁর উপন্যাস রুশ অরণ্যের জন্য লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে তরুণ লেখকদের এক সম্মেলনে লিওনভ বলেন : আমরা আমাদের সমগ্র সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টি রেখে। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে আমাদের সাহিত্যকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করে নিতে, যখন সমস্ত দেশের মানুষই তাঁদের ভাষায় আমাদের সাহিত্য অনুবাদ না করলে যে শুধু লজ্জিত বোধ করবেন তাই নয়, আমাদের সাহিত্য পাঠ না-করাও তাঁদের পক্ষে লজ্জাজনক হয়ে দাঁড়াবে—যেমনটি হ'য়ে থাকে দস্তয়েভস্কী এবং তলস্তয়ের সাহিত্য না পাঠ করার বেলায়। শুধু আমাদের এই জীবন—কিসের জন্য সোবিয়েতের মানুষেরা বেঁচে আছে, কোথায় তাঁদের প্রাণশক্তির আধার—তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই কেবল তাঁরা আমাদের সাহিত্য পড়বেন না, তাঁরা পাঠ করবেন এই কারণে যে, আমাদের সাহিত্যে থাকবে সাময়িক মূল্য ছাড়াও অন্ততঃ মানসিক বা আত্মিক জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-প্রাণ যা আজকের এই পৃথিবীর লোকেরা লাভ করেছে সব থেকে প্রগতিশীল ভাবধারাতে সুসজ্জিত হয়েই।

"অসম্ভবে"র পাঁচিল ডিঙিয়ে

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

করে সোবিয়েৎ দেশে মানুষের মনে ভীতির উদ্রেকই এইসব সাফল্যের প্রধান কারণ।

কিন্তু ভীতি দিয়ে কি শুভেচ্ছাপূর্ণ মানুষের এই জগৎ, সামাজিক ন্যায়ের এই জগৎ—এই সমুজ্জ্বল সমুন্নত জগৎ—সৃষ্টি করা যায়? কবে, কোথায়, কে শুনেছে যে, ভীতি একটা সৃজনী উৎস হতে পারে? ভীতি বরং সৃষ্টি না করে, ধ্বংসেরই পথ প্রস্তুত করে। ভীতি মানুষকে পশুতে পরিণত করে—সে অবস্থায় শুধু দৈহিক বলই প্রয়োগ করা যায়। ভীতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর পাষাণ হয়ে চাপে, চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে, সৃজনী উদ্যম নষ্ট করে দেয়। কিন্তু সোবিয়েৎ সমাজের ইতিহাস হল জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একের পর এক নতুনের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সাগ্রহ সোৎসাহী সন্ধানেরই ইতিহাস। তাছাড়া, এই সৃজনী প্রয়াস অমুক কিংবা তমুক ব্যক্তি-প্রতিভার দ্বারা হয় না; তা করে কোটী কোটী সাধারণ মানুষ।

শেষে বলা দরকার যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে জবরদস্তি যদি সত্যি প্রগতির চালিকা শক্তি হত, তাহলে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যখন অতি কঠোর প্রতিকূল সামরিক পরিস্থিতিতে পড়েছিল, তখন সে শক্তি লয় হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত মানুষের আত্মোৎসর্গীকৃত সমর্থনের কল্যাণেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্রমে দৃঢ়তরই হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বিজয় গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।

না,—১৯২০ সালের পর, আগেকার যে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর রুশ কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে নতুন জীবন গড়ে তুলল, তারা যে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে রাত জাগত, তাও জবরদস্তিতে হতে পারে না।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর কৃষক, বিশেষজ্ঞ আর বিজ্ঞানী দেশের অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্যে অদম্য উৎসাহে কাজ করেন, সে অনুপ্রেরণা ত কিছুতেই ভাগ্যের জন্যে উদ্বেগ বোধ থেকে আসতে পারে না।

কাজেই, মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ঐ "ভীতি" সংক্রান্ত তত্ত্বটা বরদাস্ত করতে পারে না।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের এই আশ্চর্য প্রাণশক্তির উৎসটি তাহলে কী? এ প্রশ্নের শুধু একটিই জবাব আছে। তা এই : কোটী কোটী মুক্ত মানুষের—সোবিয়েৎ নাগরিকদের—সঞ্চিত সুপ্ত কর্মশক্তিকে গঠনমূলক লক্ষ্যসাধনে উৎসাহিত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বর্মণের বই

অক্ষয় বট
অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ···৪৲
দু'শত বর্ষের সাক্ষী এই অক্ষয় বট। সমাজের নানা অবস্থা চলচ্চিত্রের মতই চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে।

ব্ল্যাক-আউট ঃ সমর ঘোষ···৫৲
যুগান্তকারী উপন্যাস বলা যায়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে না পারার জলন্ত চিত্র: নতুন সমাজ না হলে এ অবস্থায় জীবনধারণ অসম্ভব।

ঝড় যখন এল ঃ (গোর্কী)···২॥৹
বিপ্লবের প্রাক্কালে লেখা নাটিকা থেকে উপন্যাসে রূপান্তরিত।

মধু বসন্ত ঃ ইন্দুভূষণ দাস···২৲
রসঘন উপন্যাস। উপহারের শ্রেষ্ঠ বই।

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
১ম খণ্ড—২॥৹, ২য় খণ্ড—৫৲, ৩য় খণ্ড—২॥৹
বিখ্যাত গ্রন্থের নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
(এঙ্গেলস্)
৩য় সং : বাঁধাই—৩॥৹, অবাঁধাই—৩৲

ধর্ম (লেনিন) ··· ১৷৹

মঙ্গলগ্রহে যাত্রা
কালিপদ দাস ১॥৹
নানাপ্রকার চিত্রে ও তথ্যে ভরপুর। সোভিয়েট শিশুচক্রের নানা চমকপ্রদ কাহিনীতে ভরা।

এক যে ছিল যাদুকর
(হ্যালডেন) ··· ২৲
কিশোরদের উপযোগী অনবদ্য গল্পগ্রন্থ।

বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

নভেম্বর বিপ্লবের আগে—
মাত্র চল্লিশ বছর আগে

রুশিয়ার ৫ ভাগের ৪ ভাগ মানুষ নিরক্ষর ছিল ঃ
৬০টি জাতির কোন নিজস্ব লিখিত ভাষা পর্যন্ত ছিল না

আজ

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে একজনও নিরক্ষর নেই :
বিভিন্ন রকমের পড়শুনা করছে ৫০,০০০,০০০ জনের বেশি :
সর্বাত্মক মাধ্যমিক শিক্ষা আর পলিটেক্‌নিকাল ট্রেনিং প্রবর্তিত হচ্ছে :
বিশেষ মাধ্যমিক আর উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৪০০০,০০০ :
এক ১৯৫৫ সালেই বিভিন্ন ভাষায় ৩৮০০ খানি বইয়ের মোটামুটি ১৫০,০০০,০০০ কপি প্রকাশিত হয় :
৩০টির বেশি অপেরা হাউস সমেত ৫০০টির বেশি থিয়েটার চালু রয়েছে :
ক্লাব এবং সংস্কৃতি-ভবনগুলিতে প্রায় ১২৫,০০০ সখের শিল্পীদল রয়েছে :
শুধু গ্রামাঞ্চলে এই দলগুলিতে ২০০০,০০০ জনের বেশি শিল্পী গত বছর ৭০০,০০০টির বেশি কনসার্ট আর অনুষ্ঠান করেছেন :

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি (হাজার হিসাবে)

সমাজতন্ত্র একই—পথ বিভিন্ন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তাদের সে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে—সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বুর্জোয়াশ্রেণীই যেসব গণতন্ত্রসম্মত অধিকারের দাবি তুলে ধরেছিল, সেইগুলিই প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রামে—শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

সর্বজনীন ভোটের জন্যে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম লড়াই করেছিল চার্টিস্টরা। ফ্রান্সে, অষ্ট্রীয়ায়, সমস্ত ইউরোপীয় দেশে আমেরিকায় জনগণ, পেটিবুর্জোয়া আর কৃষকের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ফলেই সর্বজনীন ভোটাধিকার এসেছে। যেসব দেশে, এমন ঘটেছে, সেসব দেশে সর্বহারার একনায়কত্বের বৃত্তি অস্থায়ী কাজের রাষ্ট্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ঐসব গণতান্ত্রিক সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

যেসব দেশে কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি, সেখানে সামন্ততন্ত্র থেকে উদ্ভূত—সামন্ততন্ত্রী বা আধা-সামন্ততন্ত্রী রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সরাসরি লড়াই চালাতে হয় এবং সেই সংগ্রামের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা পায়। এর ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক ঐতিহ্য, অন্যান্য রাজনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, এবং সর্বহারার একনায়কত্বে অন্যান্য রাজনৈতিক রূপ গড়ে ওঠে।

... ...

উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করলে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনী শক্তিগুলি গড়ে তুলবার কাজও করতে হয়।

এর থেকে দুটি প্রশ্ন আসে : এই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্রের সমস্যা, আর এই কর্তব্য সম্পাদনের পদ্ধতির সমস্যা।

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর এই মিত্র একই নয়। শ্রমিকশ্রেণীর একটি মূল মিত্র হল মেহনতী কৃষক—ছোট কৃষক আর মধ্য কৃষক। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী প্রকৃতপক্ষে কৃষকেই সীমাবদ্ধ ছিল।

চীনে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র মহল আরও ব্যাপক। কৃষক ছাড়াও, প্রথমতঃ রয়েছে কোটি কোটি কুটিরশিল্পী, সওদাগর, ইত্যাদি নিয়ে বিরাট পেটি-বুর্জোয়া মহল। আবার বুর্জোয়াদের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া নামে পরিচিত একাংশ সমাজতন্ত্র গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র।

ইউরোপে, পুঁজিতন্ত্রী শক্তিগুলি স্নায়ুযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বহারার একনায়কত্বের সামাজিক ভিত্তি নষ্ট করবার জন্যে ভিতর থেকেও তীব্র অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাই, এই দেশগুলিকে, অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র নির্বাচনের কাজ করতে হয়েছে।

চল্লিশ বছরে পৃথিবীর রূপান্তর

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আঘাত হানার কাজে এই পার্টি জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্যান্য পার্টি বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল, এবং তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিই সেই পার্টি যা দেশকে শিল্পায়নের পথে নিয়ে গেছে, দেশে সমাজতন্ত্র গঠন করেছে এবং এই সময় সমস্ত সম্প্রদায়গত সোকদের পরিহার করেছে। সমগ্র সোবিয়েৎ জনসাধারণের একই স্বার্থ এবং একই লক্ষ্য। উৎপাদনের উপকরণ অথবা ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে, এমন কোন গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী সোবিয়েৎ ইউনিয়নে নেই; যারা যুদ্ধের দ্বারা অথবা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা নির্ধারিত নীতি থেকে আলাদা হয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে, এমন মানুষ নেই। আর সেই জন্যই দেশের সমগ্র জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টির পিছনে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিই তাঁদের স্বার্থ প্রতিফলিত করে থাকে।

সমাজতন্ত্রের শত্রুরা নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শকে নস্যাৎ করবার জন্য এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ হাজির করে যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে কোন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নেই। কোন্ ধরনের স্বাধীনতার কথা তারা বলে? সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা সমস্ত স্বাধীনতার মধ্যে যা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে হল শোষণের থেকে স্বাধীনতা; তা তাদের আছে, এবং এই হল সোবিয়েতের অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ভিত্তি। সোবিয়েতের জনসাধারণ বেকারীর ভয় থেকে মুক্ত, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার অভাবের ভয় তাদের নেই; জাতীয় মর্যাদা অবমাননার ভয়ও তাদের নেই। অনেক দেশে সে ভয় আছে এবং তাঁরাই আবার তারস্বরে স্বাধীনতার কথা বলে থাকেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই সব দেশে চামড়ার রং সাদা নয় বলে স্কুলে, থিয়েটারে অথবা রেলের কামরায় ঢুকতে দেওয়া হয় না; নাটাল থেকে জোহান্সবার্গে যাবার সময় গান্ধীজীর ক্ষেত্রে একদিন এই ব্যাপারই ঘটেছিল। সোবিয়েৎ নাগরিকের যে স্বাধীনতার প্রয়োজন—বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, নির্বাচন করবার এবং নির্বাচিত হবার স্বাধীনতা—তা তারা ভোগ করে থাকে। উপনিবেশ সম্প্রসারণ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা অথবা জাতিগত বিদ্বেষ ছড়াবার কাজে এই স্বাধীনতাকে তারা ব্যবহার করে না।

গত চল্লিশ বছরে সোবিয়েৎ দেশে নতুন ধরনের মানুষ গড়ে উঠেছে, সে হল সোবিয়েৎ মানুষ।

যারা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে, তারাই তাদের পরাক্রমের পরিচয় পেয়েছে। ১৯১৮-২০ সালে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী এবং ১৯৪১-৪৫ সালে ফাশিস্ত আক্রমণকারীরা তার পরিচয় পেয়েছে। যাঁরাই সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সফর করেছেন তাঁরাই সোবিয়েৎ জনসাধারণের মৈত্রী ও অতিথি-পরায়ণতার পরিচয় পেয়েছেন। যাঁরা সম্প্রতি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছেন এবং জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ সুরু করেছেন, সোবিয়েৎ জনসাধারণ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

সোবিয়েতের জনসাধারণ আত্মম্ভরী নন, কোন ধরনের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা জানেন—ঐতিহাসিক ঘটনার গতিপথে রুশিয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সফল করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও ভালভাবেই জানেন যে, অন্যান্য দেশও প্রকৃত সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবনকে রূপায়িত করার পবিত্র কাজে তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং পালন করবেন। একথা বলা বাহুল্য যে, সোবিয়েৎ জনসাধারণ একথা উপলব্ধি করে সুখী যে, জারের শোষণের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে তাঁরাই প্রথম স্বাধীনতার রাজত্বে প্রবেশ করেছেন। সেই মহান বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী এসেছে। সোবিয়েৎ জনসাধারণ খুব ভালভাবেই জানে, কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের কাজে, এবং ১৯১৭ সালে রুশিয়ার মেহনতী মানুষ যে মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পুরোনো দুনিয়াকে আঘাত হেনেছিলেন, সে কাজ সম্পাদনের পথে এখনও অনেক কিছু করবার রয়েছে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভূমিকা

(১৭পৃষ্ঠার পর)

সোবিয়েৎ ইউনিয়নই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা ফ্যাসিবাদকে সযত্নে লালন করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যায় যখন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সংগে তাদের যুদ্ধ শুরু হল, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নকেই সেই যুদ্ধের ভার সবচেয়ে বেশি বহন করতে হল। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের গৌরবময় অবদান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন।

ফ্যাসিবাদ ও সোভিয়েট ইউনিয়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস আমরা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাই নি। হিটলারের আক্রমণের সম্মুখে তাসের ঘরের মত ইউরোপের দেশগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল। এশিয়ায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জাপান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দখল করে নিয়েছিল। অক্ষশক্তিগুলি তখন জয়ঢাক বাজাচ্ছে। তারপর ১৯৪২ সালের ২৪শে আগষ্ট শুরু হল স্টালিনগ্রাডের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ—যে যুদ্ধ সোভিয়েট ইউনিয়নের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিল, যে যুদ্ধ প্রমাণ করলো সোভিয়েট জনসাধারণের নৈতিক শক্তি আর লালফৌজের অমিতবিক্রম। স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। অক্ষশক্তির পরাজয়ের পালা শুরু হল। বার্লিনের রাইখস্টাগে লালফৌজের বিজয়পতাকা উড়লো।

ফ্যাসিস্ট রাজত্বের বিভীষিকা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে সোভিয়েট ইউনিয়ন মানব সভ্যতার প্রগতির পথকেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ফ্যাসিবাদ বিজয়ী হলে আজ পৃথিবীর চেহারা কি হত?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্ব ঃ আন্তর্জাতিকতার পরীক্ষা

ইউরোপ এবং আমেরিকার যে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে সাহায্য করেছিলেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নি, অবস্থা-বিপাকে তারা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিবিরে যোগ দিলেও তাদের শ্রেণী-চরিত্রটা আদৌ বদলায় নি। বুর্জোয়ারা জাত-বহুরূপী; মাঝে মাঝে তাদের মুখোশ খুলে পড়ে এবং তখন তাদের চেনা সহজ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ না হতেই তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত চার্চিল-মন্টোগোমারি পত্রালাপ নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণ আছে। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই সাম্রাজ্যবাদী মহলের কর্মতৎপরতা দেখা গেল। আবার সেই অস্ত্রসজ্জার দৌড়, দেশে দেশে সামরিক ঘাঁটী নির্মাণ, সামরিক ব্লক, চুক্তি,—আর একটা যুদ্ধ বাধাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তারই প্রস্তুতি শুরু হল। শুধু প্রস্তুতিই নয়, কয়েকটা "স্থানীয় যুদ্ধ"ও সংগঠিত হল—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ। যে জার্মাণ সামরিকবাদ পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটাল তার পুনরুত্থান ইউরোপের ভারসাম্য আবার বিপন্ন করলো।

এই পটভূমিতেই সোভিয়েট ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ভূমিকা বিচার করতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অভিজ্ঞতা সোভিয়েট ইউনিয়ন ভুলবে কি করে? স্বভাবতই তাকে বারুদ গরম রাখতে হয়েছে। তবু একথা সত্য যে, যুদ্ধের পরবর্তী কয়েকটা বছরে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালনে কিছু কিছু ভুল করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্বরাজনীতির বিপুল পরিবর্তন বুঝতে সোভিয়েট নেতাদের বিলম্ব হয়েছে। এশিয়ায় নয়া চীনের আবির্ভাব, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অধ্যুষিত এক নূতন সমাজতান্ত্রিক ভূমির প্রতিষ্ঠা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং কয়েকটা দেশের স্বাধীনতা লাভ, বিশ্বজোড়া শান্তি আন্দোলনের বিস্তৃতি,—এই সব ঘটনা শান্তি, স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করলো, তার পূর্ণ উপলব্ধি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের আগে ঘটে নি। ১৯৫৪-৫৫ সন থেকেই সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির নূতন দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। এই দিক পরিবর্তনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে চুক্তি এবং সে-দেশ থেকে সৈন্য অপসারণ, জার্মাণ গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, জেনেভায় চার প্রধানের

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

DAS GUPTA
& COMPANY PRIVATE LTD.
BOOKSELLERS SINCE 1886
54-3, COLLEGE STREET, CALCUTTA-12
'Phone : 34-3575

ভারত-সোবিয়েৎ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হউক

ভয় দেখাবার জন্যই। ১৯১৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এমন সময় ছিল না যখন যে কোন মুহূর্তে সুযোগ বুঝে সোভিয়েট ধ্বংসের শক্তি ও সম্ভাবনা সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ রাখত না। তাই যদি সোভিয়েটকে আমরা সহায়তা দেবার প্রতিজ্ঞা বারবার ঘোষণা করে থাকি তো তাতে অন্যায় কিছু নেই।

যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা নির্ভর করে শোষণের উপর, যে সাম্রাজ্যবাদ সর্বদা নির্লজ্জভাবে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত, যারা প্রকাশ্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং অন্যায় অপকর্ম বাবদে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, যারা সুয়েজে, আলজীরিয়ায়, ওমানে এবং অন্যত্র অসহায় জনতাকে পিষে মারতে মুহূর্তেরও সংকোচ বোধ করে না, যারা মনীষী হয়েও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো সোভিয়েটকে আক্রমণ করার প্রস্তাব করতে লজ্জা পায় না, তারাই নিজেদের "free world" বলে বর্ণনা করার ধৃষ্টতা রাখে! কিন্তু পৃথিবীর মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া আজ সম্ভব নয়।

তাই আজ শোনা যায় যে, কমিউনিজম অগ্রসর দেশে অচল, কিন্তু পশ্চাৎপদ দেশে তার সম্ভাবনা প্রচুর—এ স্বীকারোক্তি আসে শত্রুপক্ষ থেকেই। অর্থাৎ যেখানে বাস্তবিকই দারিদ্র্যের সমস্যা, সেখানে সাম্যবাদ ছাড়া পথ নেই। আর যে সব দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে গরীব দেশগুলোকে সোজাসুজি শোষণ করে কিম্বা শোষণের ফলে কিঞ্চিৎ ভাগ বসিয়ে, সেখানে নাকি আছে গণতন্ত্র, সেখানে কমিউনিজমের আশা নেই! ধনতন্ত্র যে আজ পরাজিত, নীতির বালাই যে তার আজ নেই, এ-কথাই দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৪৯ সালে চীন লোকতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর সোভিয়েট তাকে অকাতরে সাহায্য করেছে, অথচ তখন যুদ্ধের ক্ষত সোভিয়েটের সমাজদেহে শুকায়নি। চীন কিম্বা চেকোস্লোভাকিয়া আজ বন্ধু দেশকে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব, সোভিয়েটের তো কথাই নেই—অথচ তাদের নিজস্ব সমস্যারও অভাব নেই। অপর পক্ষে দেখি, ভারত আর্থিক দিক থেকে বিপন্ন, কিন্তু এতদিনকার বন্ধু ইংলণ্ড—যার কাছে কৃতজ্ঞতা কত চেয়ে পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ প্রকাশ করেন—একবার ফিরেও তাকায় না, আর আমেরিকায় গিয়ে অর্থের উমেদার হয়ে অর্থমন্ত্রীকে দেশের আত্মসম্মান বিক্রয় করতে হয়। ধনতন্ত্র আর কমিউনিজমের প্রভেদ এ-সব ঘটনায় স্পষ্ট।

যে দুর্দিনে সোভিয়েটের ভাগ্যাকাশকে বহুদিন অন্ধকার করে রেখেছিল, তা কেটে গিয়েছে। আজ বন্ধুভাবে সোভিয়েটের কোন কাজের সমালোচনা অবান্তর নয়, অকর্তব্য নয়। কিন্তু সে কথা থাক্‌। পুরোনো দিনের কথা ভেবে আর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আজ আমরা সবাই সানন্দে সোভিয়েট বিপ্লবের জয়ধ্বনি দেব।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভূমিকা

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

বৈঠকের অনুষ্ঠান, বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের ভারত, ব্রহ্ম, আফগানিস্থান ভ্রমণ, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদলের সোভিয়েট ভ্রমণ ইত্যাদি।

১৯৫৬ সনে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করেছে মিসরের যুদ্ধ বন্ধ করে এবং হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লব চূর্ণ করে। ঐতিহাসিক বুলগানিন ঘোষণার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ভাবে মিসরে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বন্ধ হল তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। হাঙ্গেরীর ঘটনা নিয়ে অধুনা অনেকে মাথা গরম করছেন। ১৯৪০ সনের ফিনিশ যুদ্ধের সময়েও এই রকম মাথা গরম লোকদের কথা শোনা গেছে। হাঙ্গেরীর পূর্ব ইতিহাস এবং তার ভৌগলিক অবস্থান যারা মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝবার চেষ্টা করবেন, তারা বুঝবেন যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ঠিক বুকের উপর একটা সাম্রাজ্যবাদী সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হলে তার পরিণাম কি হত! কাশ্মীর যদি গিলগিটের মত একটা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়, ভারত, তথা এশিয়ার পক্ষে তার ফল কি শুভ হবে? অতীতের ইতিহাস থেকে আশা করা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান, স্যাটেলাইট স্পিনিকের উদ্ভাবক সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রতি অবিচল থেকে আগামী দিনে এই পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করতে চেষ্টার ত্রুটী করবে না।

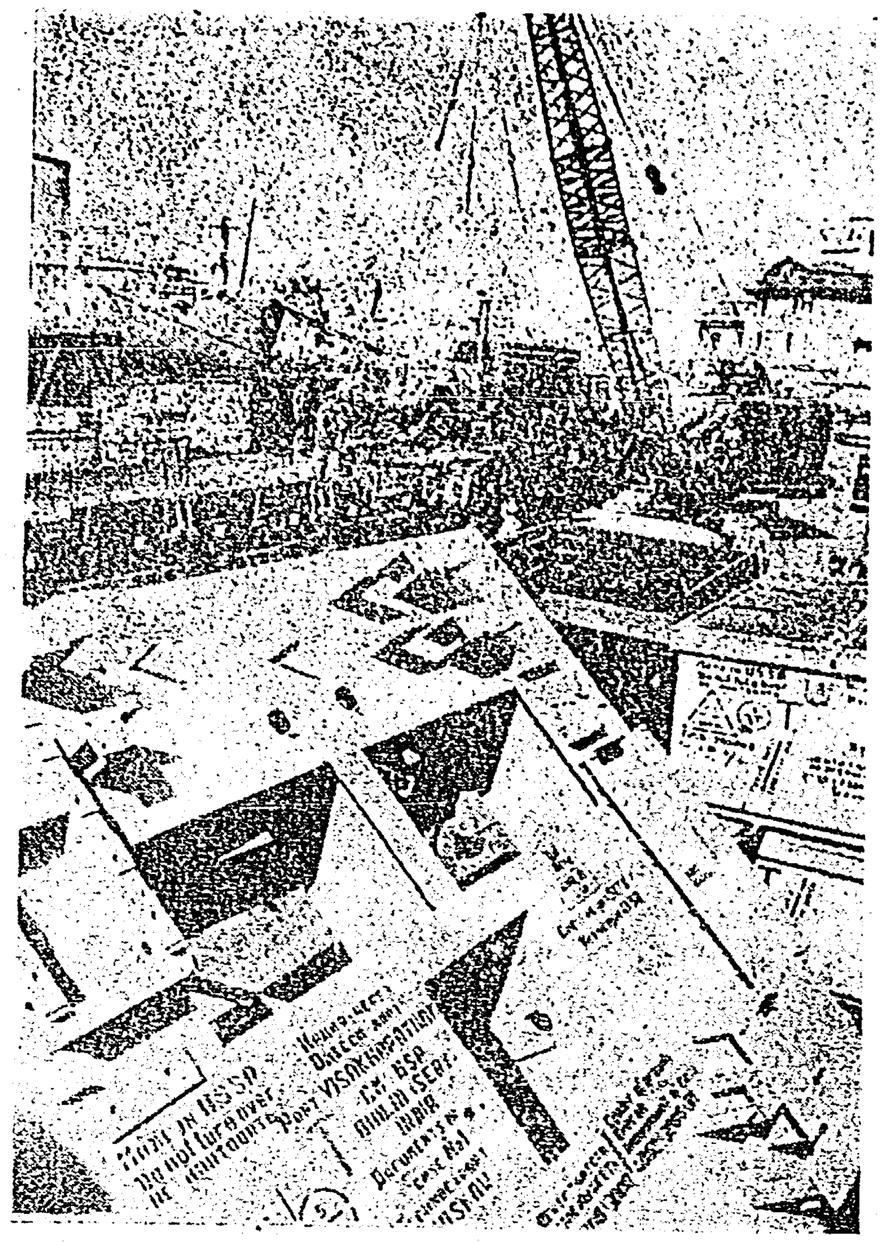

এই ফটোতে দেখা যাচ্ছে—ভারতে পাঠানর জন্যে একটি সোবিয়েৎ বন্দরে সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত

প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ :: ব্রাঞ্চ—১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—সরোজ মুখোপাধ্যায়। সরোজকুমার চ্যাটার্জী কর্তৃক ৩৩নং আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ হইতে মুদ্রিত ও ঐ ঠিকানায় 'স্বাধীনতা' অফিস হইতে প্রকাশিত।

সারাভারত এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সম্মেলন
বিশেষ সংখ্যা

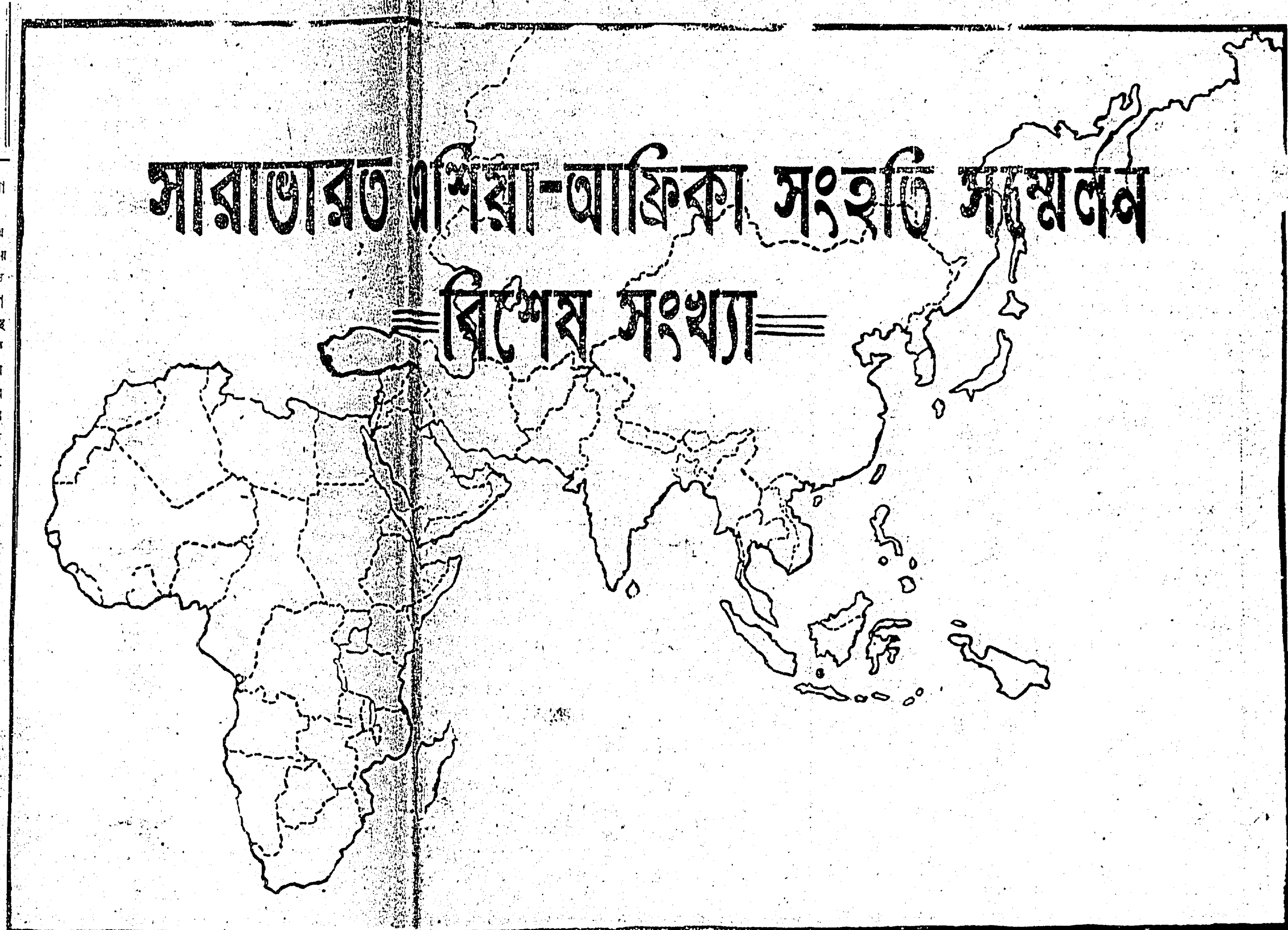

আজিকার সম্মেলন

॥ রমেশ চন্দ্র ॥

[সারা ভারত শান্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক]

আ[illegible] চার দিন ধাপা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা স্তরের ও নানা ধরণের এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন শত শত প্রতিনিধি কলকাতায় দেশের ও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে আসছেন। এই সময়ে তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, নানাবিধ কর্তব্য ও কার্যসূচী স্থগিত রেখে, কেন তারা একত্রে মিলিত হচ্ছেন? কেন জনসাধারণের বিভিন্ন সংগঠন (যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও ছাত্র সংগঠনসমূহ ও ও মহিলা সমিতিসমূহ) কলকাতার এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য মনোনিবেশ করেছেন?

আফ্রো-এশীয় সংহতির জন্য সারা ভারত সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য একাধিক উপাদানের মধ্যে বিরাজমান। এই উপাদানসমূহ সম্মিলিতভাবে একথাই নিশ্চিত করে যে, সকল জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও সংরক্ষণের জন্য ও শান্তির জন্য ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আফ্রো-এশীয় সংহতির জন্য এক মহান নূতন বিশাল গণ-আন্দোলনের অঙ্গ এই সম্মেলন। এই সংহতি দুই মহাদেশের জনগণের কায়রো সম্মেলনের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামে বলিষ্ঠতর শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সম্মেলন, সে দেশের জনগণের এক জাতীয় সম্মেলন, যে দেশের আয়তন, ঐতিহাসিক ভূমিকা, ঐতিহ্য এবং বৈদেশিক নীতির জন্য আফ্রো-এশীয় সংহতির সহযোগিতায় সার্বিক উন্নয়নে স্বাধীনতা ও শান্তির অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্যের জন্য এক সজীব ভূমিকা রয়েছে।

এমন এক মুহূর্তে এ সম্মেলন [illegible] স্বাধীনতার শক্তি জয়ের পর জয়লাভ করে এমন এক ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যার ফলে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, শান্তিপূর্ণ প্রগতি যদি অক্ষুন্ন থাকে, তা হলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য ফিরানো এত সুদৃঢ়ভাবে সম্ভব হবে যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করতে সাহস হবে না, আর তাতে মানবজাতির পক্ষে এক মহান আশা এবং সুযোগ সূচিত হবে।

এই সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন, পুনঃপুনঃ পরাজয় এবং আসন্ন নিস্তেজতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ বেপরোয়া হয়ে ঠাণ্ডা লড়াই সৃষ্টি করিতে চায়, উপনিবেশস্থ জনগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক শক্তি প্রয়োগ করছে এবং জনগণের জাতীয় সার্ব্বভৌমিকতাকে আক্রমণ করবার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করছে এবং বারবার মানবজাতিকে সর্ব্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের পারে আনছে আর তাতে বর্ত্তমানে এক ভীষণ বিপজ্জনক কাল সূচিত হচ্ছে।

এই সম্মেলন এক নূতন মার্কিন পাকিস্তান সামরিক চুক্তির চিহ্ন-পরিচিত খুবই দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করছে। এ চুক্তি বিশেষতঃ ভারতের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। শান্তির জন্য এবং আমাদের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাহসিক পৌরোহিত্যমূলক বৈদেশিক নীতি থেকে অপসৃত করবার জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধুনিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ংকর প্রচেষ্টা। (ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্যের' উপর অধিকতর নির্ভরশীলতার জন্য ভারতের উপর ইতিমধ্যেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে।) এই চাপের উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের শক্তি, হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধ পরিকল্পনার সম্মুখে ভারতকে নিশ্চুপ রাখা। ভারতের শান্তিনীতির সমর্থনে ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং তাকে আরও শক্তিশালী করবার দাবীই শুধু আমাদের স্বাধীনতার মূলে আঘাতকারী এই বিষজনক সাম্রাজ্যবাদী নির্লজ্জ হঠকারিতাকে নিরস্ত করিতে পারে। এই সম্মেলন সকল ব্যক্তি এবং গণসংগঠনসমূহের কাছ থেকে সর্ব্বাত্মক সহযোগিতার ব্যাপারে নিশ্চিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত হবার ফলে এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর উপর জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার পরিচিতি বহন করছে। এই সম্মেলন এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে, আজ সকল ভারতীয় দল-নির্বিশেষে এই

(খ পৃষ্ঠায় ৭-এর কলমে)

সূর্যসম্ভব আফ্রিকা

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

হে সিংহবাহন আফ্রিকা,
স্বরাট সম্ভ্রমে আজ তুমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছ
সূর্যের ত্রিশূল হাতে,
পুরাণের কল্পিত মহাকালের মতো।
তোমার রক্তবর্ণ চেতনার তরোয়ালে
ঝকমক করছে নতুন প্রাণের আগুন
ক্ষমাহীন স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারে।

উপনিবেশিকতার ক্ষয়িষ্ণু লালসার শ্বেত-অবয়বে
হানো তোমার রুদ্র পদাঘাত
কৃষ্ণকায় গণচৈতন্যের অমিতবিক্রমে।
আমরাও তোমার পাশে আছি
এশিয়ার প্রবুদ্ধ চেতনা
কপিশ-পিঙ্গল-পীত-শুভ্র-শ্যাম অযুত বাহুর
জয়স্তম্ভ রচনায়
সর্বমানবিক অধিকারে।
হে অগ্নিবাহন আফ্রিকা,
আদিম অন্ধকারের আরণ্যক সুড়ঙ্গ বেয়ে
পিচ্ছিল সর্পিলগতি যে সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপরা
তোমার সর্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রে
রক্ত চুষে, মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিল,—
অর্ধপৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের প্রাণপ্রাংশু অভ্যুত্থানে
তাদের উদ্ধত মুণ্ডুগুলো আজ থেঁতো হ'য়ে গেছে।

বুক পিছ্‌লে পিছ্‌লে তবু সেই মাথাভাঙা নারকীয়
সরীসৃপগুলো
শুধু আফ্রিকা নয়,
শুধু এশিয়া নয়,
সমস্ত পৃথিবীটাকে ব্যর্থবিক্রমে পাক দিয়ে
ধরতে চায়!

হে সিংহবাহন সূর্যসম্ভব আফ্রিকা,
তুমি তোমার অগ্নিনখরে ওদের পিচ্ছল ধড়গুলোকে
টেনে ছিঁড়ে ফ্যালো!
আমরাও তোমার পাশে আছি।

এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি আন্দোলনের জয়যাত্রা

॥ শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু ॥

[সারা ভারত এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সমিতির সভানেত্রী]

[illegible] সংহতি সম্মেলন এবং আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদ আর তার স্থায়ী সম্পাদকমণ্ডলীর জন্মের পর থেকে আমাদের বহু ঈপ্সিত লক্ষ্য—সর্ব্বদেশের স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির আদর্শ অনুযায়ী আমাদের দুই মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অর্জ্জনে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত সাফল্য অর্জ্জন করেছে।

আফ্রো-এশীয় লেখকদের সম্মেলন, চেম্বার্স অব কমার্স ও যুব সম্মেলন, প্রস্তাবিত আফ্রো-এশীয় মহিলা ও ট্রেডইউনিয়ন সমূহের সম্মেলন প্রমাণ করছে যে আমরা আমাদের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কেই সমাধানের চেষ্টা করছি। যখন নারী ও শিশু, তরুণ সমাজ, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ, শ্রমিক এবং কৃষক—সকলের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন আর একবার আমাদের সমস্ত দেশ হয়ে উঠবে অজেয়, দাসত্বের শেষ বাঁধন ছিঁড়ে পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শান্তির আলো মেলে দেবেন তাঁরা।

গত দুই বছরে আমাদের দুই মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সমস্ত জাতি আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনের ডাকে যেমন সজীব, দ্রুত সাড়া দিয়েছেন, তার জন্যে আমি কিছুটা সন্তোষ ও গর্ব্ববোধ না করে পারি না। আমাদের লক্ষ কোটি মানুষ জাতি-বর্ণ-মতাদর্শের বিভিন্নতা, দূরত্বের বাধা ভুলে অন্যায় ও আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। আক্রমণকারীদের সামনে এই ঐক্যবদ্ধ চ্যালেঞ্জই যুদ্ধের বিরাট বিপদ দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের দুই মহাদেশের ঐক্য ইন্দোনেশিয়ায়—বিদেশী সমর্থিত বিদ্রোহকে পরাভূত করতে সহায়তা করেছে।

বাইরের হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে ইরাককে তার বিপ্লব রক্ষা করতে সাহায্য করেছে এই দুই মহাদেশের ঐক্য। এই ঐক্যের শক্তিই লেবানন ও জর্ডান থেকে মার্কিনী ও বৃটিশ ফৌজকে বিদায় গ্রহণে বাধ্য করতে সহায়তা করেছে।

গত বছরের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল বিশ্বের মানচিত্রে আফ্রিকার সুপ্রতিষ্ঠ অভ্যুদয়। গত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে—একটি সরকারী স্তরে ও একটি জাতিসমূহের প্রতিনিধির স্তরে। সরকারী স্তরে আফ্রিকার দুটি স্বাধীন দেশের সম্মেলনে একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা বান্দুং ও কায়রো সম্মেলন আদর্শকে শক্তিশালী করেছে ও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এতে জাতি সমূহের দাবি এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে জাতি সমূহের সম্মেলন আফ্রিকার পুনরভ্যুদয়ের এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর।

তথাকথিত কৃষ্ণমহাদেশ আজ সুস্পষ্ট দিবালোকে বেরিয়ে এসে তার প্রতি সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই মহাদেশের জনগণ আজ সম্পূর্ণ জাগ্রত; তাঁদের স্বাধীনতা পুনরর্জ্জনের জন্য সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে তাঁরা আজ প্রস্তুত। মুক্তিসংগ্রামের বীর সৈনিকরা তাঁদের স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনও মূল্যকেই অতিরিক্ত বলে মনে করেন না। কামেরুন, নিয়াসাল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, কঙ্গো, মাদাগাস্কার, সোমালিল্যাণ্ড এবং অন্যান্য পরাধীন দেশে হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন, কারাবরণ

(খ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে)

এশিয়া-আফ্রিকা সংহতির পথে কয়েকটি স্মরণীয় পদক্ষেপ

- এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলন, পিকিং ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর, ১৯৫২
- ভারত এবং চীনের মধ্যে তিব্বত সংক্রান্ত চুক্তি পঞ্চশীলের প্রথম ঐতিহাসিক ঘোষণা এপ্রিল, ১৯৫৪
- প্রথম এশীয় সম্মেলন নয়াদিল্লী ৬ই থেকে ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫
- বান্দুং সম্মেলন—বান্দুং ১৮ই থেকে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৫
- এশীয় লেখক সম্মেলন, নয়াদিল্লী ডিসেম্বর, ১৯৫৬
- এশিয়-আফ্রিকা সংহতি সম্মেলন, কায়রো ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ থেকে ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৮
- স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন, আক্রা এপ্রিল, ১৯৫৮
- এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলন, তাশখন্দ অক্টোবর, ১৯৫৮
- এশিয়া-আফ্রিকা চলচ্চিত্র উৎসব, তাশখন্দ অক্টোবর, ১৯৫৮
- নিখিল-আফ্রিকা গণ সম্মেলন, আক্রা ১লা থেকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮
- এশিয়া-আফ্রিকা অর্থনৈতিক সম্মেলন, কায়রো ডিসেম্বর ১৯৫৮
- এশিয়া-আফ্রিকা যুব সম্মেলন, কায়রো ডিসেম্বর, ১৯৫৮

১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ।

আফ্রিকায় জমির মালিক কে?

॥ শ্যামল চক্রবর্তী ॥

"এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"
(রবীন্দ্রনাথ : আফ্রিকা)

সভ্যের বর্বর লোভের অমানুষতা আফ্রিকায় নিজেকে নগ্ন করেছে শতাব্দীব্যাপী নানা দিক থেকে। আফ্রিকার কৃষকদের হাড়ের ভেলকিতে সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের মায়াপুরী; পুঁজিতন্ত্রের প্রথম পুঁজিসঞ্চয়ের একটা বড় অংশই এসেছে দাস ব্যবসায়ের অস্বাভাবিক মুনাফা থেকে। কিন্তু তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইয়ুরোপীয়রা যে আফ্রিকাকে আপোসে বাটোয়ারা করে নিলো নিজেদের মধ্যে, তখন থেকে অবিরতই চলেছে লুণ্ঠন। আফ্রিকার খনি থেকে তুলেছে হীরে, সোনা, তামা, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ উজাড় করেছে অতুলনীয় অরণ্যসম্পদ; আর তারপরে দখল করেছে জমি, নিজেদের মুনাফালালসা পুষ্ট করেছে কোকো, কফি, তুলোর বাগিচা।

কায়রোর আফ্রো-এশীয় জনতার মহাসম্মেলনে আলজিরিয়ার প্রতিনিধি বর্ণনা করেছেন :

আমাদের দেশে জমি ছিলো গোষ্ঠীর সম্পত্তি। এখানে ফরাসীরা এসে চালু করলো তাদের নিজস্ব আইন,—জমি পরিণত হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। আর ফরাসী বিদেশী-আগন্তুকরা (সেট্‌লার) এসে সেই জমি গ্রাস করতে থাকলো। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো নিম্নরূপ :

১৮৫০ সালে 'সেট্‌লার'দের হাতে জমি ছিলো ১ লক্ষ হেক্টার। ১৯০০ সালে তা দাঁড়ালো ৬ লক্ষ হেক্টারে; এবং ১৯৫২ সালে সংখ্যা পৌঁছলো ২৭ লক্ষ হেক্টারে। উপরন্তু ১ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টার জমি ফরাসী সরকার 'ডোমিনিয়ন ল্যাণ্ড' বলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। আলজিরীয়দের জন্যে অবশিষ্ট রইলো মোট ৭০ লক্ষ হেক্টার জমি, যার তিন-চতুর্থাংশ চাষের অযোগ্য। একটা শতাব্দীর মধ্যে আলজিরীয়রা তাদের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।...অধিকাংশ আলজিরীয়ই আজ শ্রমদাসে পরিণত হয়েছে। এক শতাব্দী আগে আর পরে তফাৎটা হয়েছে এই যে, মোটামুটি আলজিরীয়রা সেই একই জমিতে চাষ করছে, তবে আগে তারা ছিলো মালিক আর এখন হয়েছে শ্রমিক।

[খ'এর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য]

ENQUIRY

A FORUM OF RESEARH & DISCUSSION

The first number contains :

Oskar Lange : Marxism and Bourgeois Economics.

Debiprasad Chattopadhyaya : Maya and Brahman B. N. Ganguli : India, a Colonial Economy (1757-1947).

Suickhchandra Gupta : The Agrarian Background and the 1857 Rebellion in the North Western Provinces.

D. D. Joshi : Information Theory.

A. K. Naqvi : Foreign Capital and Foreign Exchange.

Satyabrata Sen : Agricultural Labourers and Other Peasants plus book reviews by **K. P. Mukherjee, A. S. Agwani** and **R. S. Sharma.**

Published by **Bipin Chandra,** Hindu College, Delhi University.

Price Rs. 2/=

Available with :

People's Publishing House

Jhandewallan Estate

Rani Jhansi Road,

New Delhi-1

চীন ও আফ্রিকা

(গ-এর পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকার ব্যক্তিগত পুঁজি জনসাধারণের মেহনত, ব্যাধি ও অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে মুষ্টিমেয়ের জন্য সভ্যতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চাইছে। উপলব্ধি করো এই সত্য এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই এই উপলব্ধি আসে। নিজেদের চোখের জলে তোমরা আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনের স্বরূপ চিনেছো। আজ সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও তার মিত্র জাতিগুলিকে চেনো এবং বিশেষ করে চেনো চীনকে।

চীনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। চীনের চামড়া কালো, তাই চীন জানে বর্তমান দুনিয়া কালো চামড়াকে কি চোখে দেখে। কিন্তু, এর প্রতীকার কি তাও চীন জানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপমান করলেও সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মার্কিন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মার্কিন শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করেও মার্কিন শিল্পপতিরা যদি চীনের কাছে মেশিন বিক্রী করতে অস্বীকার করে, তাহলে চীন নিজেই মেশিন তৈরী করতে পারে অথবা মেশিন ছাড়াই চলতে পারে। ধর্ম শেখানোর জন্য ও নরকের ভয় দেখানোর জন্য, বৃটিশ মিশনারীদের কোন প্রয়োজন চীনের নেই। চীন এত দীর্ঘকাল ধরে নরকে বাস করেছে যে, নিজের তৈরী স্বর্গে বিশ্বাস তার এমনিতেই জন্মে গেছে। সে স্বর্গ আজ সে গড়ে তুলছে।

চীনে এসো আফ্রিকা, চারিদিকে তাকিয়ে দেখো। আফ্রিকাকে আমন্ত্রণ জানাও চীন; তার কি তুমি করতে পারো দেখিয়ে দাও। ঐ যে দেখছি একজন বৃদ্ধা রাস্তার উপর কাজ করছেন। কিন্তু উনি সুখী। ওঁর কোন ভয় নেই। ওঁর ছেলেমেয়েরা স্কুলে এবং বেশ ভাল স্কুলে। যদি উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে বিনামূল্যে হাসপাতাল রয়েছে ওঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য। প্রতি বৎসর বেতনসহ উনি দীর্ঘ ছুটি পান। উনি মারা গেলে দেহ সমাধিস্থ করার জন্য ওঁর পরিবারকে টাকা দিতে হবে না।

উত্তরে আফ্রিকা বলতে পারে: "এই ধরনের কাজ আমরাও কিছু কিছু করেছি; আমাদের উপজাতিদের [illegible] এই ধরনের জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।" খুব ভাল কথা, তোমাদের উপজাতিরা এ কাজ চালিয়ে যাক ও আরও বাড়িয়ে তুলুক। কিন্তু আফ্রিকাকে বুঝতে হবে সেই কথাটি যা চীন জানে, বুঝতে হবে যে, যারা শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতির প্রগতির পরিবর্তে নিজেদের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে চায় তাদের হাতে শিক্ষাকে ছেড়ে দেওয়া নিরক্ষরতার চেয়েও নিকৃষ্ট। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অন্যায়। কৃষ্ণ আফ্রিকার শিক্ষাকে পরিচালিত করতে চাওয়া ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে অন্যায়। চীনের উচ্চ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা বৃটিশ ও মার্কিন অর্থপুষ্ট প্রটেষ্টান্ট চার্চের পক্ষে অন্যায়। জনশিক্ষায় ও উচ্চ শিক্ষায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন দুনিয়াকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ গোড়া থেকেই সে সম্পূর্ণ নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন ও 'লৌহযবনিকা'র অন্তরালে দেশের বিপ্লবের মূলকথা পরিবর্তনকালীন হিংসা নয়, যেমন বৃটেনের বিরুদ্ধে মার্কিন বিপ্লবের মূল কথা ভ্যালি ফোর্জের অনশন নয়। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের উন্নতির পরিবর্তে জনসাধারণের কল্যাণসাধনই এখন থেকে জাতির প্রধান লক্ষ্য হ'বে—এই কথাটিকে জাতির পক্ষ থেকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব।

জনসাধারণের অগ্রগতির জন্যই সরকার; অভিজাতগোষ্ঠির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকার নয়। মালিকদের ঐশ্বর্য্য নয়, শ্রমিকদের কল্যাণই শিল্পের লক্ষ্য। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবির নয়, সমগ্র শ্রমজীবি জনসাধারণের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিই হচ্ছে সভ্যতার লক্ষ্য। কমিউনিস্ট দেশগুলির বিশ্বাস, এই সমস্তের বিনিময়ে, জনসাধারণের মধ্য থেকে অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া যাবে রাষ্ট্রের সেবার উপযোগী এমন বহু ধীশক্তি ও প্রতিভা, সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অভিজাতগোষ্ঠি যা কোনো দিন রাষ্ট্রকে দিতে সক্ষম হয়নি।

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও চীনের সমসাময়িক ইতিহাস এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিদিনই প্রমাণিত করছে। অতএব, পশ্চিমের মূলধন যদি না নিয়ে পারো তবে নিয়োনা। যদি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও চীন থেকে সুবিধাজনক সর্তে পাও, তবে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পুঁজি কিনো না। এ রাজনীতির কথা নয়, কাণ্ডজ্ঞানের কথা। এ ঠেকে শেখা। এর অর্থ, বন্ধুদের বিশ্বাস করা ও শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করা।

তোষামোদে ভুলোনা; শ্রমজীবি জনসাধারণকে আরও গরীব, আরও ব্যাধিগ্রস্ত, আরও শিক্ষাহীন করে নিজেদের জাতের মুষ্টিমেয় কালো মানুষকে আরও ধনী ও মোটরগাড়ীর মালিক করে তুলবার জন্য নিজেদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তন কোরো না।

আফ্রিকা, তোমার আসল বিপদ এখানেই। এই বিপদ যদি তুমি এড়াতে না পারো, তবে যে পরাধীনতার গহ্বর থেকে তুমি আজ বেরিয়ে আসছ, আবার সেখানে তুমি ফিরে যাবে। তোমার কাছে আর কিছুই চাইনা, আফ্রিকা! তুমি জ্ঞান অর্জনের সাহস দেখাও। সাহস করে তুমি চারদিকে তাকিয়ে দেখো, এই পুরাতন ও ক্লান্ত দুনিয়ায় কি ঘটছে এবং ঐ পাহাড়ের ওপারে নবজন্ম ও নব-সম্ভাবনা কি গভীরতা ও নব-সম্ভাবনা লাভ করছে।

তুমি যাও সোভিয়েৎ ইউনিয়নে, যাও চীনে, রুশ ও চীনা ভাষা শিখুক তোমার তরুণেরা। এই নূতন পৃথিবীতে এক হ'য়ে দাঁড়াও; পুরাতন পৃথিবী হয় তার লালসার পরকুণ্ডে ধ্বংস হয়ে যাক, না হয় নতুন আশা ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আবার বেঁচে উঠুক। কমিউনিজমের চিহ্ন পয়গম্বর কি বলেছেন শুনুন:

"যারই তেষ্টা পাবে, সেই এস জলের কাছে; এস, কেনো, খাও; টাকা লাগবে না, দাম লাগবে না।"

আবার বলি, চীন ও আফ্রিকা, তোমাদের নমস্কার! বিদায়!

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও নাসের

(গ-এর পৃষ্ঠার পর)

হয়। এই সর্ব্বাত্মক আত্মবিলুপ্তির অভিজ্ঞতা হইতে সিরিয়ার প্রগতিশীল মানুষ কমুনিস্ট পার্টির দাবীগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করিতেছেন।

অন্যদিকে আরব জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল লোক রহিয়াছেন যাহারা [illegible] সর্ব্বদাই ঐক্য বিনষ্ট করিয়া শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন। বাথ পার্টির (Baath Party) নেতৃত্বে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার ঝোঁক প্রবল। (বাথ পার্টি হইল তথাকথিত সোস্যালিষ্ট পার্টি। মোলে এবং ফরাসী সোস্যালিষ্ট পার্টির উত্তরাধিকারী বলাই সংগত) এই পার্টিই সিরিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির বিলুপ্তি সাধন ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংহারের শর্তে মিসরের সহিত সিরিয়ার সর্ব্বাত্মক আত্মবিলুপ্তি ত্বরান্বিত করিয়াছিল। ইরাকের বাথ পার্টিও এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে ইরাকের জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্ট (National United Front) পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু পরে পরাজয় স্বীকার করিয়া জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টে পুনঃ প্রবেশের জন্য আবেদন করিয়াছে।

নাসেরের শাসকচক্রের এই প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁকই সর্ব্বনাশা কম্যুনিস্ট বিরোধী এবং জনস্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়া জনগণের মহান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্ব্বল করিতেছে।

প্রেসিডেন্ট নাসেরকে জানিতে হইবে যে, আরবের কোন রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কে জনগণের যদি সন্দেহ হয় যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রিয়পাত্র তাহা হইলে আরব জনতার চোখে চিরকালের জন্য তিনি ঘৃণার পাত্র হিসাবে পরিগণিত হইবেন। তাঁহাকে আরও জানিতে হইবে যে, পোর্ট সৈয়দে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ইহুদি বিরোধী ও কম্যুনিজম বিরোধী জেহাদ নুরী ও রাজা হোসেনেরই জেহাদ। সাম্রাজ্যবাদের কম্যুনিস্ট বিরোধী প্ররোচনার নিকট আত্ম সমর্পণ তাঁহার দুর্ব্বলতারই লক্ষণ—শক্তির লক্ষণ নয়।

মিসর এবং সিরিয়ায় কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার নীতি আরব মুক্তি আন্দোলন শক্তিশালী করিবে না। পক্ষান্তরে এই নীতি মুক্তি আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করিবে এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রবল মুখে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রতিরোধ শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

—অনুবাদক: ললিত হাজরা

আফ্রিকায় জমির মালিক কে

[ক'এর পৃষ্ঠার পর]

তা ছাড়া ফরাসী মালিকানায় যন্ত্রের প্রয়োগ বেশী, শ্রমিকের প্রয়োজন কম। কাজে কাজেই ভূমিচ্যুত, কর্মহীন আলজিরীয়দের বেশীরভাগ হতে হচ্ছে [illegible]। ...সারা আলজিরিয়ার সমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

শুধু আলজিরিয়া নয়, যেখানে শ্বেতাঙ্গরা বেশী সেখানেই [illegible] সেখানেই আফ্রিকানদের [illegible] হটিয়ে দিয়ে ভালো জমি [illegible] নিজেরা দখল করে নিয়েছে অধিকাংশ জমি। সেটেলারদের আধিপত্য যেখানে, সেখানেই [illegible] বর্ণবিদ্বেষ। আর এই বর্ণবিদ্বেষ অর্থনৈতিক শোষণের দুটি বিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করছে: (১) শ্বেতাঙ্গদের হাতে ভালো জমি, অধিকাংশ জমি কেন্দ্রীভূত করা; আফ্রিকানদের নির্দিষ্ট 'রিজার্ভেশনের' বাইরে জমির অধিকার অস্বীকার করা; (২) অপরদিকে কৃষি-রোজগারের অন্য সমস্ত পথ বন্ধ করে [illegible] শ্রমিক হিসেবে [illegible]।

[illegible]

যা অবশিষ্ট একরের এক একটা জমি দখল করলো ইয়ুরোপীয় কোম্পানীগুলো। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই: কেনিয়ায় শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যা হচ্ছে ৪২,০০০; তারমধ্যে ৪০০০ শ্বেতাঙ্গ 'সেটেলার', আজকে ৭০০০ বর্গমাইল চাষ-আবাদের [illegible]। কেনিয়ায় মোট চাষ যোগ্য জমি হলো ৮৭,০০০ বর্গমাইল; [illegible] বাকী [illegible] প্রায় ৫০ লক্ষ আফ্রিকানদের [illegible]।

[illegible]

জন গাথার 'ইনসাইড আফ্রিকা'য় [illegible]

ডাঃ হান্টন (Dr. Huntan) তাঁর 'ডিসিশন ইন আফ্রিকা' (Decision in Africa) নামক পুস্তকে বিভিন্ন সরকারী তথ্যাদি থেকে তৈরী নিম্নলিখিত হিসাব দাখিল করেছেন:

নিম্নলিখিত সমগ্র জমির মধ্যে [illegible] দখলীকৃত জমির তুলনামূলক হিসাব:

	আফ্রিকান			ইয়ুরোপীয়		
	জনসংখ্যার শতাংশ	জমির শতাংশ	মাথাপিছু জমি একরে	মাথাপিছু জমি একরে	হোল্ডিং'এর সংখ্যা	হোল্ডিং পিছু গড়পড়তা জমি একরে
আলজিরিয়া	৮৭	৬৩	১'১	৪'৩	২৫,০০০	২০৪
মরক্কো	৯৫	৮০	১'৩	৬'৩	৬,০০০	৪১৭
টিউনিসিয়া	৯৩	৭৪	২'১	৮	৬,০০০	৩৩৩
কেনিয়া	৯৯'৯	৭৬	৫'৪	১৫	৩,০০০	৩,৪০০
দক্ষিণ রোডেশিয়া	৯৩	৪৪	১৭	১৮	৬,০০০	৮,২০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭৫	১২	৩৮	৯২	১২০,০০০	২,২০০

হিসাবপত্র ও তথ্য এ সব দেশ সম্বন্ধে তবু কিছু মিলেছে, অন্ত অনেক জায়গায় তাও জোটে নি। যেমন বেলজিয়ান কঙ্গো বা পর্তুগীজ এঙ্গোলা বা মোজাম্বিক সম্বন্ধে এখানে হিসাব হাজির করতে না পারলেও অবস্থাটা এখানেও একই রকম। তবে এঁরা, বা ইকুয়েটোরিয়াল বা পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসীরা আরও চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন; অর্থাৎ, 'নেটিভ রিজার্ভেশন' বলে তাঁরা কোন এলাকাই আর আলাদা করে রাখেননি। সোজা কথায় জমির উপর শ্বেতাঙ্গ-মালিকানা বিস্তার করার সামান্যতম সীমারেখা টানাও তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

লোভের সীমারেখা অবশ্য নেই। কেনিয়ায় ১৯৩৮ সালে ১,৮৯০ জন ইয়ুরোপীয়ান ৫০,৫৩,৪৪৮ একর জমির মালিক ছিলেন; তারমধ্যে চাষ-আবাদ চলতো মোটে ৫,৪৬,৬০২ একর জমিতে। পাশাপাশি, ৬ লক্ষেরও বেশী কিকুয়ুকে ৩৯,৩৬,৬৪০ একর জমির 'নেটিভ রিজার্ভে' আটকে রাখা হয়েছিলো।

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'ইনসাইড আফ্রিকা' গ্রন্থে জন গাথার কেনিয়ায় এই জমির হস্তান্তরের কথা বলেছেন (পৃঃ ৩১৩-৩১৬)।

কেনিয়ায় ১৯০১ সালে মোট ইউরোপীয় 'সেটলারের' সংখ্যা ছিলো ১৩। ১৯১১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ালো ৩০০০ এবং ১৯২১এ ৯০০০। একের পর এক অভিজ্ঞান জারি হলো। দেখা গেলো, যে কোনো কারণেই হোক, সেরা জমিগুলো চলে গেলো শ্বেতাঙ্গদের হাতে। ১৯০৩-৪ সালে মাত্র ১৬ মাসের মধ্যে ২,২০,০০০ একর উঁচু জমি ২০৪ জন ইয়ুরোপীয় নিজেদের মধ্যে বেঁটে নিলেন; তার উপর ৭ লক্ষ

আছে, আর অগণিত [illegible] এখনও জন্মায়নি।" এই চিন্তা ভাষায় জনৈক আফ্রিকান দলপতি পশ্চিম আফ্রিকায় ভূমি কমিশনের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আফ্রিকানদের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন। সারা আফ্রিকায় আফ্রিকানদের ভূমিস্বত্বের ভিত্তিমূল [illegible] —অবশ্য শ্বেতাঙ্গরা যেখানে তা [illegible] না করে দিয়েছে,—এই যে, হাওয়া ও জলের মতোই জমিও ঈশ্বরের সম্পদ; প্রত্যেকটি মানুষ, সমাজের যে অঙ্গ তার প্রতি কর্তব্য পালন করলে পর, জমির ফসলেরও স্বাভাবিক অংশীদার। জমির মালিকানা অর্পিত রয়েছে সমস্ত সমাজের মধ্যে; কোন ব্যক্তিবিশেষেই, যে জমিতে সে বাস করে বা চাষ করে, তাকে চিরতরে হস্তান্তর করতে পারবে না। ...জমির মালিকগোষ্ঠি ছোটো হোক আর বড়োই হোক, এই নীতি সারা সমাজদেহে ছড়িয়ে রয়েছে এবং সমস্ত সমাজ দর্শনের ভিত্তিমূলে বর্তমান আছে। ...আফ্রিকান সমাজের এই ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি কখনো অভাবে পড়ে না। 'আফ্রিকান-অর্থে, 'সমাজ' কথাটা ব্যবহার করলে বলা যায়, আফ্রিকান পরিবারের কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তবে জমিতে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় বজায় থাকে। কাটকে উপোসী থাকতে হয় না। কেউ থাকে না। সারা আফ্রিকায় ভিক্ষুক নেই, শ্বেতাঙ্গরা যেখানে তা না সৃষ্টি করেছে।

এই তো ছিলো আফ্রিকানদের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা। একে ভাষার মারপ্যাঁচ ও আইনের কারচুপি দিয়ে অস্বীকার করবার চেষ্টা চলেছে। একটার পর একটা

'কমিশন' বসেছে; অনুসন্ধান হয়েছে; 'রিপোর্ট' বেরিয়েছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের লোভের মুষ্টি তাতে সামান্যতমও আলগা হয় নি। জোমো কেনিয়াটা ১৯৩২ সালে ঘোষণা করেছিলেন: "আফ্রিকানরা আর কমিশন চায় না, চায় জমির পুনরধিকার।" তাদের সেই দাবি আদায় করতে সারা আফ্রিকা আজ একসাথে লড়াইয়ে নামছে; কারণ জমির সমস্যা তাদের জীবনের মৌলিক সমস্যা, স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের প্রশ্নের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি আন্দোলনের জয়যাত্রা

(ক পৃষ্ঠার পর)

করেছেন অথবা নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছেন তাঁদের লৌহদৃঢ় সঙ্কল্পের প্রমাণ দিয়ে, যে-সঙ্কল্প আর দমন করা যাবে না।

আলজিরিয়া তার নিজস্ব এক সংগ্রামী মহাকাব্য রচনা করেছে। দীর্ঘ চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলা সত্ত্বেও আলজিরিয়ার মুক্তি আন্দোলন সমান উদ্দীপনায়ই চলেছে। সেদেশের বীর নির্ভীক মানুষের উপরে যে ক্লেশ নেমে এসেছে, তাতে তাঁরা দমে যাওয়ার বদলে তাঁদের মুক্ত হবার সঙ্কল্পই দৃঢ়তর হয়েছে। কী যুদ্ধ ক্ষেত্রে, কী অসামরিক জীবনে—সর্বত্রই সেই এক দৃঢ় সংকল্প তাঁদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে। সামরিক নাগপাশের আওতায় যে ফরাসী গণভোটের প্রহসন সেখানে হয়ে গেল, তাতে ভুয়ো ভোটে আলজিরীয়দের ফরাসী ভূমির অন্তর্ভুক্তিতে 'সম্মতি' অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও, মুক্তি আন্দোলন দমনে তা' শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফৈয়দ ফারহাত আব্বাসের যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে, আলজিরীয়রা তাকে গ্রহণ করেছেন, বহু সরকার ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তা' স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। আশুকালেই হোক আর বিলম্বেই হোক মঁসিয় দ্য'গলের সরকারকে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার ভিত্তিতে এই সরকারের সঙ্গে কোনও না কোনও বোঝাপড়ায় আসতেই হবে। আজ হয়তো ফরাসী সভাপতি তাঁদের বিদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করতে পারেন, কিন্তু আগামীকাল তাঁদেরই আলজিরিয়ার শাসক হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। কারণ, তাঁরাই হলেন একমাত্র লোক যাঁরা আলজিরিয়ার যথার্থ চাহিদা মিটাতে পারেন। এই সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনাকে যতো শীঘ্র ঘ'গল স্বীকার করেন, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে ততই তা মঙ্গলজনক।

জাতি ও বর্ণবৈষম্য হ্রাসের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং দক্ষিণ আফ্রিকায় তা' তীব্রতর হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গদের কাছ [illegible] করার ব্যবস্থা আরও কঠোর হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জল ও মাটির সূত্রে যে কৃষ্ণাঙ্গরা জড়িত, সেই দেশী মানুষ তাঁদের দেশের পার্লামেন্টে আর তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন না। এমন কি শ্বেতাঙ্গদের মাধ্যমে তাঁদের পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের অধিকারও এখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর ফলে এক ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু হয়েছে—মহিলারা যাতে বিরাট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছেন। এই কুৎসিত আইন নরনারী-শিশু নির্বিশেষে অস্বীকার করছেন, ভঙ্গ করছেন। কিছু সংখ্যক সৎ-চেতা শ্বেতাঙ্গ মানুষও এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং সত্য-ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে তাঁরা দণ্ডিত হচ্ছেন।

এশিয়ার পটভূমিতে তাকালে এখানেও আমরা জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান শক্তির সাক্ষাৎ পাই। তাঁরা সংগ্রাম করছেন শান্তির জন্য ঠাণ্ডা লড়াই-র বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধঘাঁটি এবং সামরিক সাহায্যের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও চীনের জলসীমায় জঘন্য আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এখনও বিদেশী বেয়নেটের তলায় কোয়েময় ও মাৎসু দ্বীপ অধিকৃত। তাইওয়ান সমস্যা এখনও অসমাধিত। ৬০ কোটিরও বেশী মানুষের বিশাল দেশ চীন জাতিসঙ্ঘের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

ভিয়েৎনাম ও কোরিয়া বিভক্তই রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনও বিদেশী ফৌজ ঘাঁটি করে বসে আছে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বিদেশী হস্তক্ষেপ আজও অব্যাহতভাবে চ'লছে এবং এই দুটি জায়গায় এখনও বিদেশীরা প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে, তাদের প্রভাব খাটাচ্ছে। দেশের ঐ সমস্ত অংশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বিদেশী ফৌজের সাহায্যে এখনও জনসাধারণকে দমন করে যাচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সংবাদ এসেছিল যে, একটি বন্দী শিবিরে অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে এক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। এই বন্দী শিবিরে মুক্তিকামী রাজনৈতিক কর্মীদের আবদ্ধ রাখা হয়ে থাকে। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি আজও কার্যকরী করা হল না। চুক্তি কার্যকরী করার জন্য জাতিসংঘ যে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিল, তা এখন অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং তাদের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনও চেষ্টা করা হচ্ছে না।

জাপানের সঙ্কটও শেষ হয় নি। জাপানের ভূ-সীমায় পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ করার অধিকারকে স্বীকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সরকারের মধ্যে যে নতুন চুক্তি হয়েছে, তা'র ফলে অধিকাংশ এশীয় দেশই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব সীমানা বরাবর সামরিক চুক্তি, সামরিক ঘাঁটি করা হচ্ছে, মজুদ করা হচ্ছে পারমাণবিক মারণাস্ত্র। এশিয়ার অনেকগুলি দেশ আজ সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অধীন হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত ঘটনার পেছনে অদৃশ্য বৈদেশিক হাত কার্যকরী বলে সন্দেহ হয়।

ভারতে, আমাদের পক্ষে পাক-[illegible] আমাদের সার্বভৌমত্ব ও বিশ্ব শান্তির সামনে এই বিপদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় ঐক্যবদ্ধ অভিযান করা দরকার।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিক্রিয়া হল এই সমস্ত ঘটনা। এগুলি সাম্রাজ্যবাদের শক্তির পরিচায়ক নয়, তার ক্রমাবর্দ্ধমান দুর্বলতারই লক্ষণ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জনসাধারণের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের পথ, সামরিক চুক্তিকে শক্তিশালী করার, যুদ্ধ ঘাঁটিকে বিস্তৃততর করার ও তাকে পারমাণবিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত করার পথ বেছে নিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সর্বক্ষেত্রে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে প্রলুব্ধকর ছদ্ম আবরণের সাহায্যে, যাতে সেই প্রলোভনের ফাঁদে-পড়া শিকার তাদের আওতার মধ্যে থাকে।

কিন্তু এই সমস্ত পালিশ-করা পরিকল্পনা যতোই মনোহারী হোক না কেন, তা আর জনসাধারণকে ভুলাতে পারবে না। ঔপনিবেশিক শাসনের যথেষ্ট স্বাদ আমরা পেয়েছি, সে সম্পর্কে নির্মোহ হওয়ার জন্য আর নতুন কিছুর প্রয়োজন আমাদের নেই। এই দুই মহাদেশের বিদ্রোহী জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ও মানুষে মানুষে সাম্য ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের সংগ্রামের বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও তা শেষ তো হয়ই নি, বস্তুত সুরু হয়েছে মাত্র। আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছবার আগে আমাদের অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই আমাদের সর্বক্ষেত্রে প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করতে হবে, সেই সঙ্গে আমাদের ঐক্যকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলন প্রয়োজনের একদিন আগেও সুরু হয় নি; এ হল বর্তমান কালের সবচাইতে প্রয়োজনীয় আন্দোলন। আমাদের পূর্বতন শোষকদের কূটচক্রান্তকে পরাস্ত করার একমাত্র উপায় হল আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি

নিয়ে এক কণ্ঠে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো। এই দৃঢ় সংকল্পের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী ধ্বংসাস্ত্রও জয়ী হতে পারে না। সামরিক [illegible] দুর্বলতার আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। জনগণের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সঙ্কল্প হল মহত্তম অস্ত্র; তা কখনও ব্যর্থ হয় না।

আমরা যেন মনে রাখি, এশিয়া ও আফ্রিকায় আমরা আমাদের সংগ্রামে নিঃসঙ্গ নই। সমস্ত মহাদেশেই আমাদের বন্ধু ও সমর্থক রয়েছেন। তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির জন্য আমাদের সঙ্গে একযোগে দাঁড়ান। অন্য দেশে পঞ্চশীল ও বান্দুংনীতির সমর্থকদের সঙ্গে যেখানে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, তেমন সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে আমন্ত্রিত হলে অংশ গ্রহণ করার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করা সব সময়েই আমাদের অন্যতম কর্তব্য হবে। আমাদের সকলেরই মনে আছে গত জুলাই মাসে স্টকহোমে নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য বিশ্ব কংগ্রেসে আগস্ট মাসে টোকিওয় পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্মেলনে আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনের অংশ গ্রহণ কতো মূল্যবান হয়েছিল।

আমি বোধ হয় এশিয়া ও আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার জাতিসমূহের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং যা দ্রুত আরও বৃদ্ধি লাভ করবে তার উল্লেখ করতে পারি। লাটিন আমেরিকার মানুষও তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করার ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিশ্বের সমস্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে—তাঁরা অজেয়।

আজিকার সম্মেলন

(ক পৃষ্ঠার পর)

মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তির বিরোধিতা করতে এবং আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম আফ্রিকার জনগণের পাশে তাদের সাহসিক মুক্তিযুদ্ধে সর্বান্তঃকরণে দাঁড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই সম্মেলন এশিয়া, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অপরাপর অংশে জাতিসমূহের সঙ্গে বর্তমান ও চিরন্তন কালের জন্য ঠাণ্ডা লড়াই-এর-পরিসমাপ্তি আনতে তাদের প্রচেষ্টাতে হাত মিলাবার জন্য সকল ভারতীয়কে আহ্বান জানাবে।

এই দুই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিস্তৃত পরিব্যাখ্যান করতে প্রতিনিধিরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রতি দেশ ও অঞ্চলের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশনে, তাঁরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তি, সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদল ও আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং আফ্রো-এশীয়বাসীকে আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি অপসারণে সহায়ক প্রস্তাব সমূহের অনুকূলে ভারতীয় জনগণের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়বার আহ্বান জানাবে আর, আমাদের স্বাধীনতা বিপন্নকারী সকল দুরভিসন্ধি চক্রান্ত এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংহতি সৃষ্টি করবে।

শুধু রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর উপরেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হবে না। সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর গঠিত কমিশন ও আলোচনা পরিষদ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে এবং তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং সকল ক্ষেত্রে শান্তির জন্য লড়তে সহায়ক হবে। আমরা একে অপরের জীবন ও পথ্য সম্বন্ধে যতই জানতে পারব, ততই এশিয়া আফ্রিকার জনগণ তাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হতে শিখবে। আমাদের স্বাধীন অর্থনীতি উন্নত করবার জন্য আমরা যতই একে অপরকে সাহায্য করতে আমাদের সকল সম্পদ একাধারে জড় করব, ততই দৃঢ়ভাবে

আমাদের সমৃদ্ধি ও সুখের জন্য সংগ্রাম পরিচালিত হবে:

এ সম্মেলন থেকে শুধুমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন, তারই উপর ভারতের জনমত পরিস্ফুটনকারী প্রস্তাবনাই নয়, এই সকল সমস্যার উপর গণ-আন্দোলনের কার্যসূচীও প্রণীত হবে। কায়রোতে কিছুদিন পূর্বে আফ্রো-এশীয় জনগণের সংহতি সভার যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে গৃহীত কার্যসূচীতে ইতিমধ্যেই এক বিশাল ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে রাখলে, তার উপরে ভারতীয় ভাবধারা স্থাপন করলে এবং আমাদের বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী দ্বারা যুক্ত করলে, আমরা এমন এক কার্যসূচী পাব, যা এশিয়া ও আফ্রিকার সংহতি আন্দোলনের পথিকৃৎ হওয়ার পথে ভারতীয় জনগণকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতিনিধিদের মধ্যে অত্যধিক বেশি মাত্রায় প্রস্তাব রাখার ভয় দূর হোক। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিটি মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও ঠাণ্ডা লড়াইএর বিরুদ্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রামে আমাদের সহযোগিতা চেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমরা কোন দেশকে নিরাশ করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে তা করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। কারণ, স্বাধীনতার সংগ্রাম অভিন্ন এবং আমরা বার বার বলেছি শান্তি ও স্বাধীনতা অবিভাজ্য।

শুধু মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তির মত আমাদের স্বীয় সার্বভৌমত্বের নিকটতম বিপজ্জনক পরিস্থিতির উপরেই কাজের কথা আমরা ভাবি না, সুদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে এমন সমস্যাসমূহ, যা আমাদের এক যুক্ত সংগ্রামের অংশ, তা সম্বন্ধেও আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। সংহতির অর্থ শুধু সংহতিই। ভাই ভাইএর পাশে দাঁড়ায় কারণ তারা সেই পুরানো প্রবাদ জানে—"আমরা একই সংগে দাঁড়াই কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলে পড়ে যাই"। তাই বাস্তব সাহায্যের জন্য সংহতির নির্দিষ্ট রূপের কাঠামোতেই এই সম্মেলনে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

বিশেষতঃ সংগঠনমূলক প্রশ্নসমূহের প্রতিই সম্মেলনের মনোযোগ আকর্ষিত হবে। এই বিষয়গুলি হল—কেমন করে ভারতে আফ্রো-এশীয় সংহতির আন্দোলনকে উন্নত ও জোরদার করা যায়, কিভাবে দেশের সর্বত্র এর কমিটিসমূহ গঠন করা যায়, এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐক্যকে কিভাবে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা যায়, কিভাবে শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের নয়, সর্বোপরি শ্রমিক, কৃষক, নারী, যুব ও ছাত্রদের সংগঠনসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যায়।

এই সম্মেলনের শেষ এখানেই নয়। এ এমন এক সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সূচনা মাত্র, যা সম্মেলনের কার্যসূচীকে প্রতিটি রাজ্যে সম্প্রসারিত করবে এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াবে, তাদের সকলকে একত্রিত করে আফ্রিকা ও এশিয়ার সংহতি আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠাপিত করবে। আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার পথে প্রতিবন্ধস্বরূপ সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ চিন্তাধারাকে সমগ্রে পর্যুদস্ত করতে হবে এবং সারা দেশব্যাপী একটি প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আনয়ন করতে সকল প্রকার কুসংস্কার পরিহার করতে হবে।

ভারতীয় আন্দোলন যাতে আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনে এবং শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সকল পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে, এমন পন্থা আলোচনাও এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে করবে।

ছোটদের জন্য উপহারযোগ্য বই
বিমলচন্দ্র ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ২১ জন লেখকের ২১টি ছড়ার সংকলন
রঙবেরঙের ছড়া দাম ১৲
প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে রঙীন ছবি।
বড়দের জন্য
আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন
বারটি ভাষার কয়েকটি কবিতার সংকলন।
অনুবাদ: বি, বিশ্বনাথম দাম—১৲
অভিনয়োপযোগী ২ খানি নাটক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
নবজন্ম ১.৫০ গাঙ্গুলীমশাই ১.২৫
প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩

বান্দুং সংহতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ত্রিমুখী অভিযান

॥ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ॥

মরক্কো থেকে কোরিয়া পর্যন্ত একটা রেখা টানলে মোটামুটি তারই নিচে পড়ে আমাদের সমগ্র আফ্রিশীয় দুনিয়া। এই রেখাটাকেই বিপরীত দিকে টেনে দিলে লাটিন আমেরিকাও পড়ে মোটামুটি তারই নিচে। 'বান্দুং'এর ঢেউ অতলান্তিকে পাড়ি জমিয়ে পৌঁছেছে সেই লাটিন আমেরিকায়ও। ইতিমধ্যে, ওদের (সাম্রাজ্যবাদীদের) ভাষায়, "এশিয়া প্রায় সম্পূর্ণতঃই পশ্চিমী প্রভাবের বাইরে চলে গেছে, তার উপর মধ্যপ্রাচ্য যায়-যায়। আফ্রিকাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।...এই হল আফ্রিকায় আমাদের বিশেষ আগ্রহের কারণ।"

"ত্রাণকর্তা"দের স্বরূপ

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডালেস তাই আফ্রিকাকে "কমিউনিজম থেকে বাঁচাতে" বদ্ধপরিকর। (বলাবাহুল্য, যা কিছু উপনিবেশিকতার অভিশাপ-মুক্তির সহায়ক, তাইই এশিয়া-আফ্রিকার এই "ত্রাণকর্তা"-দের ভাষায়—'কমিউনিজম'।)

বরাবর "বড় নিরাপদ" আফ্রিকায়—বিশেষতঃ, যাকে বলা হয় 'কৃষ্ণ আফ্রিকা' সেখানেও মুক্তিসংগ্রামের বিপুল অভ্যুদয়ের ফলেই ওদের এই 'বিশেষ আগ্রহ'। কৃষ্ণ [illegible]

[illegible]

'ধোকা অতলান্তিক জোট'র প্রস্তুতি

[illegible]

এশিয়ায় যুদ্ধজোটগুলির ভূমিকা

[illegible]

সে-অমোঘ গতি সাম্রাজ্যবাদীরা মেনে নিতে চাইছে না।

চিরাচরিত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ আর সশস্ত্র দমন-পীড়নের উপর উপজাতীয় বদ্ধ-ধারণা আর কুসংস্কারের সৃষ্ট অনৈক্য এবং বিবেকবর্জিত কিছু স্থানীয় নেতাকে হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ ক'রে বিভেদের ভিত্তিতেই এখনও আফ্রিকায় উপনিবেশিকতা বেঁচে রয়েছে। তেমনি এশিয়ায়ও সামরিক জোটগুলির ভিত্তিতে তারা এক নতুন ধরনের 'উপজাতীয় অনৈক্য' সৃষ্টি করছে। (বলা বাহুল্য, বিবেকবর্জিত স্থানীয় নেতাকে হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করবার উপায়ও ছাড়েনি।)

সামরিক চুক্তিগুলি উপনিবেশিকতার চতুর্মুখী অস্ত্র। এতে ক'রে, প্রথমতঃ, বৈদেশিক আধিপত্য আসে জোটবদ্ধ দেশের সার্বভৌমত্বের উপর; দ্বিতীয়তঃ, জোটবদ্ধ দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় বৈদেশিক অস্ত্রশক্তির প্রথম শিকার; তৃতীয়তঃ, বৈরিতা সৃষ্টি হয় জোটবদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে চিরকালের সুপ্রতিবেশী দেশগুলির; চতুর্থতঃ, জোটের বহির্ভূত দেশগুলিতে নাশকতামূলক কার্যকলাপ, পরোক্ষ আক্রমণ এবং চরম প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ঘাঁটি হয় জোটবদ্ধ [illegible] দেশগুলি।

প্রথম শিকার জনগণ

[illegible]

দ্বিপক্ষীয় জোটগুলি

[illegible]

তিন সাগরে যুদ্ধঘাঁটি

[illegible] ...প্রথম

মার্কিন নৌবহর। বৃটেন সিংহলে যে-নৌ আর বিমান-যুদ্ধঘাঁটি হারাচ্ছে, তাই তারা গড়তে চাইছে মালদ্বীপে। ভারত মহাসাগরে শক্তিশালী মার্কিন নৌবহর এসে ভারত, সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, লাও, কাম্বোডিয়া, প্রভৃতি দেশকে 'লেবাননে' পরিণত করার চেষ্টা করবে, তা পরিকল্পনার প্রবক্তারা এই দেশগুলির নাম করে প্রকাশ্যেই বলছেন। এই নৌবহর হবে পারমাণবিক অস্ত্রপ্রয়োগের এবং মার্কিন যুদ্ধশক্তির দ্রুততম ব্যাপকতম সমাবেশের ব্যবস্থা।

বহুমুখী পরোক্ষ আক্রমণ

এ তো এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ আক্রমণপ্রস্তুতির একটি নতুন ব্যবস্থা। তাই বলে সে কাজ এখন বন্ধ নেই। ইন্দোনেশিয়ায় দেশদ্রোহীদের দিয়ে যে-বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা পরাস্ত হলেও এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি, সেটা পঞ্চম নৌবহরের উপস্থিতিতে আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে, যেমন মালদ্বীপের নিকটবর্তী জলভাগে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এসে [illegible] বিদ্রোহকে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আর সম্ভব হলে প্রত্যক্ষ আক্রমণের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে। গোয়ায় পর্তুগীজ দখল, ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজ দখল আর চীনের তাইওয়ানে মার্কিন দখল স্বাধীন এশিয়ার বুকের মধ্যে আক্রমণে-ঠাসা সর্বনাশের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে। এখনও, আগে থেকেই আমাদের কাশ্মীরের একাংশে রয়েছে মার্কিন-বৃটিশ আশ্রিত পাকিস্তানী দখল। থাইল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী বর্মী এলাকায়, চীনের নিকটে চিয়াংবাহিনী এখনও বহাল। থাইল্যাণ্ড থেকে সামরিক হানা চালান হয়েছে কাম্বোডিয়ায়, কারণ কাম্বোডিয়া পঞ্চশীল আর নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা লাও'কে ইন্দোচীনে শান্তি সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অসংখ্য সামরিক হানা দিয়েছে লাও থেকে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কার্যতঃ দক্ষিণপূর্ব এশীয় যুদ্ধজোটের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়েছে। জেনেভা চুক্তিটিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ইন্দোচীনে আবার অশান্তি আর যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টার বিরাম নেই।

'এশীয়দের বিরুদ্ধে এশীয়দের যুদ্ধ'-নীতি

এগুলিকেও এশিয়ায় এক রকমের 'উপজাতীয় সংঘর্ষ' বললে তেমন অতিশয়োক্তি হবে না। সামরিক জোটগুলির মাধ্যমে এসে সাম্রাজ্যবাদীরা এই রকমের বহু 'উপজাতীয় সংঘর্ষ' সৃষ্টি করেছে: ভারতীয় কাশ্মীরীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী কাশ্মীরী, ভারতীয় বাঙালীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাঙালীর, স্বাধীনতা রক্ষী ইন্দোনেশীয়ের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর প্রভাবাধীন ইন্দোনেশীয়ের, ভিয়েৎনামীর বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামীর, ভিয়েৎনামীর বিরুদ্ধে লাওবাসীর চীনের বিরুদ্ধে তাইওয়ানবাসী চীনাদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বিভেদের ভিত্তিতে শাসন' চালানো আর 'এশীয়দের বিরুদ্ধে এশীয়দের যুদ্ধ' করাবার এই নীতির নতুন, উগ্র প্রকাশ দেখা গেছে মধ্য-

(৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

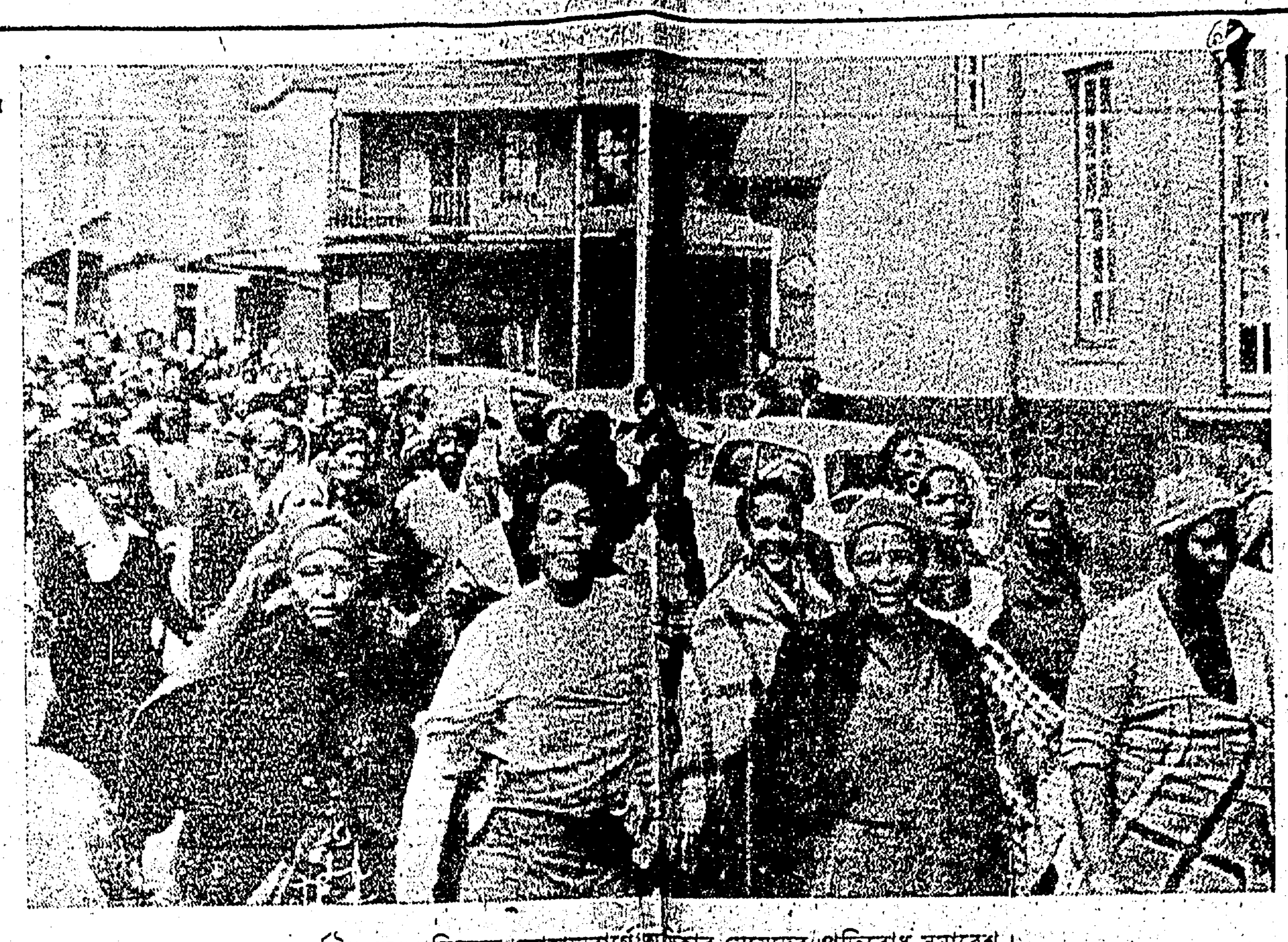

বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোহান্সবার্গে আফ্রিকার মেয়েদের প্রতিরোধ সমাবেশ।

চীন ও আফ্রিকা ঃ তোমাদের নমস্কার

আটষট্টি কোটি মানুষ লইয়া গঠিত চীনা প্রজাতন্ত্রের গভর্ণমেন্টের সৌজন্যে আমি আজ আমার একানব্বইতম জন্মদিনে চীন ও আফ্রিকার জনগণের উদ্দেশে এবং তাহাদের মারফৎ বিশ্বের জনগণের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলবার সুযোগলাভ করেছি। হে কৃষ্ণ জাতির আবাসভূমি, তোমাকে নমস্কার। হে পীত জাতির আবাসভূমি, তোমাকে নমস্কার। হে মানব জাতি, তোমাকে নমস্কার।

আমি কর্তৃত্বের সহিত কিছু বলিছি না: বয়স বা পদাধিকারের দাবি আমি করিছি না। আমার না আছে পদমর্যাদা, না আছে ধনদৌলত। একটি মাত্র বস্তুই আমার আছে, আমার নিজের আত্মা। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া আমার নিজের দেশে যখন আমি শুধু 'নিগার' হয়েই আসছি, তখনও এই বস্তুটির অধিকার আমি ছাড়ি নি। ইহারই ভিত্তিতে এবং শুধুমাত্র ইহারই ভিত্তিতে আজ আমার বলবার ও উপদেশ দিবার এই দুঃসাহস।

বহু শতাব্দীর পর চীন আজ তাহার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তুমিও উঠে দাঁড়াও আফ্রিকা। শিরদাঁড়া খাড়া করে উঠে দাঁড়াও। কথা বলো, চিন্তা করো, সংগ্রাম সুরু করে দাও। পশ্চিম দুনিয়া হতে মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও তোমার বিগত পাঁচশত বৎসরের দাসত্ব ও অপমান হতে, মুখোমুখি দাঁড়াও উদীয়মান সূর্য্যের। চাহিয়া দেখো একটি জাতি, এ প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ জাতি তাহার শিকল ছিঁড়ে ফেলেছে, ছিঁড়ে ফেলেছে দম্ভোক্তি ও বাগাড়ম্বরের দ্বারা নহে, নিজের ইতিহাস ও পরদেশ জয় সম্পর্কে মিথ্যা ভাষণের দ্বারা নহে, শিকল ছিঁড়েছে সে তার ধৈর্য্য ও দীর্ঘ দুঃখ বরণের দ্বারা এবং তার কঠোর হাড়ভাঙ্গা মেহনতের দ্বারা; নতশির, অন্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে রক্তিম আকাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তার লক্ষ্য "মানুষকে পবিত্র করে তোলা, মানুষকে স্বাধীন করে তোলা"। কিন্তু কোন মানুষকে। শুধু মান্দারিনদের নহে, মান্দারিন সহ সকলকেই; শুধু ধনীকে নহে, আবার ধনীকে বাদ দিয়াও নহে। শুধু জ্ঞানকে নহে; জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়ে সে লক্ষ্যের দিকেই তারা চলেছে যেখানে কোন মানুষই আর দরিদ্র, পীড়িত এবং অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকবে না, যেখানে দীনতম মজুর ও সম্রাটের সন্তান একইভাবে আহার, শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভ করবে। তাই আজ পৃথিবীতে এমন একটি জাতির আবির্ভাব হয়েছে, যে জাতি অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন, সুস্থ ও শিক্ষিত।

হে আমার আফ্রিকা, এবং হে আমার আফ্রিকার বাহিরে বিদেশে অবস্থিত আফ্রিকার সন্তান সন্ততিরা তোমাদের এ কথাই শেখানো হয়েছে এবং শুধু শেখানো হয় নাই, বেত মেরে মেরে এ কথা তোমাদের বিশ্বাসও করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইহা সম্ভব নহে, এবং মানুষকে পদদলিত না করে মানুষকে প্রবঞ্চনা ও হত্যা না করে, মানুষ কখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। এবং দুর্দিনে ও মুমূর্ষু, দুঃস্থ ও [illegible]

[illegible] ছাড়া বৃটিশ অভিজাত গোষ্ঠী [illegible] সাংস্কৃতিক কুলীনগোষ্ঠী [illegible] মার্কিন ধনকুবের বাঁচতে ও [illegible] উঠতে পারে না। ইহা [illegible] কথা। চার্চ ও রাষ্ট্র, পুরোহিত [illegible] ঐতিহাসিক এই পুরাতন মিথ্যাকে [illegible] করে আসছে এবং [illegible] দিকে মূর্খ ও কাপুরুষেরা ও [illegible] দিকে নিপীড়িত ও হতাশেরা [illegible] বিশ্বাস করে আসছে। [illegible] খোলো চীন! যাহা তুমি সত্য [illegible] জেনেছ, জানাও তাহা [illegible] ফ্রিকাকে ও দুনিয়াকে। তোমার [illegible] অবহেলা ও ঘৃণা পেয়েছে আর [illegible] জাতি? উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত

ডব্লিউ-ই-বি দুবয়

[illegible] আছে তোমার চেয়ে আর কে [illegible]? মনে করো সেদিনের [illegible], যখন তোমার নোংরা হাতের [illegible] বাঁচানোর জন্য ইংরাজেরা [illegible] পয়সা মাটিতে ফেলে [illegible] ভুলোনা সেদিনের কথা, [illegible] সাংহাইতে কোন চীনা তার [illegible] পয়সায় তৈরী কোন পার্কে [illegible] পেত না। চীন, এসব কথা [illegible] আফ্রিকাকে জানাও, কারণ, [illegible] আফ্রিকা নূতন পায়ে ভর দিয়া [illegible] দাঁড়িয়েছে; চোখে নূতন দৃষ্টি, [illegible] নূতন চিন্তা নিয়ে সে প্রশ্ন [illegible], "আমি কোথায় আছি এবং [illegible] সেখানে আছি?" পশ্চিমী [illegible] কিনীরা জবাব দিচ্ছে; মিষ্টি [illegible] মন ভোলাতে চাচ্ছে বৃটেন; [illegible] করছে তোষামোদ; আর [illegible] মেরিকা, আমার আমেরিকা, [illegible] উর্দ্ধতন ও অধস্তন আট পুরুষ [illegible] বাস করছে ও মেহনত করছে [illegible] আমেরিকা সব চেয়ে উঁচু গলায় [illegible] স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, [illegible] একবার যদি আফ্রিকা [illegible] মেরিকার লগ্নি পুঁজিকে ঢুকতে [illegible]। হুঁশিয়ার আফ্রিকা, [illegible] শিয়ার। আমেরিকা তোমার [illegible] কে কিনতে চাইছে। আমে[illegible] তোমাকে এই কথা বিশ্বাস [illegible] তে চায় যে, সেই তোমার [illegible] সন্ততিদের মুক্তি এনেছে; [illegible] বিশ্বাস করাতে চায় যে, আফ্রো-আমেরিকানরা পুরাপুরি আমে[illegible] নাগরিক, সমান অধিকার [illegible] ভোগ করে শ্রমিক হিসাবে [illegible] মজুরী পায়, শিক্ষা[illegible], উপার্জন ও দুনিয়া ভ্রমণের পূর্ণ [illegible] স্বাধীনতা ভোগ করে। একথা সত্য [illegible]। কেউ কেউ হয়ত, প্রায় স্বাধীন [illegible] কেউ কেউ হয়ত শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে [illegible] সমানাধিকার ভোগ করে [illegible], কেউ কেউ শিক্ষালাভও [illegible] রেছেন; কিন্তু এর জন্য তাদের [illegible] মূল্য দিতে হয়েছে, তা হচ্ছে: মনের [illegible], সত্যের বিকৃতি, নিজ জাতের [illegible] বিপীড়ন। এক কোটি আশী লক্ষ [illegible] আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যে এক [illegible] কোটি বিশ লক্ষ আজও মার্কিন [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, [illegible] দাস, শ্রমমজুরীর কারখানা [illegible] শ্রমিক, লেবার ইউনিয়নের নির্যাতিত [illegible]। অধিকাংশ মার্কিন নিগ্রোরা [illegible] ভোট দেন না। এমনকি উঠতি [illegible] লক্ষ নিগ্রোর ভাগ্যেও যেকোন [illegible] সময়ে অপমান ও বৈষম্যমূলক আচরণ [illegible] ঘটতে পারে।

কিন্তু আফ্রিকা, এ সব কথা [illegible] বলছি তোমার সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে; তোমার সম্পর্কে নয়। [illegible] একদা আমি তোমাদের আফ্রিকার [illegible] বাসিন্দাদের, নাবালক বলে মনে

করতুম, মনে করতুম, আমরা শিক্ষিত আফ্রো-আমেরিকানরা তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব। সেদিন আমি ছিলাম ভ্রান্ত। তোমাদের দূরে থাক, নিজেদেরই স্বাধীনতা আনতে পারিনি আমরা। আজ দেখতে পাচ্ছি, নিজেদের নেতৃত্বে উঠে দাঁড়িয়েছ তোমরা, তোমাদের পরিচালনা করছে তোমাদের নিজের মস্তিষ্ক।

আফ্রিকা ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা চায় না সে চীন বা সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কাছ থেকে, শিক্ষা চায় না সে ফ্রান্স, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। সে চায় বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি; এ দুটি বস্তু কৃষ্ণ মহাদেশকে চীনের চেয়ে আর কে বেশী দিতে পারে? ঢেলে দিক চীন অকুণ্ঠিত মুক্তহস্তে। চীনের মানুষ যাক আফ্রিকায়, পাঠাক তাদের বিজ্ঞানীদের, শিল্পীদের, লেখকদের। চীনে পাঠাক আফ্রিকা তার ছাত্রদের, আর জ্ঞানান্বেষীদের। এত ঐশ্বর্যময় স্থান, তথ্যের এমন অফুরন্ত খনি এই দুনিয়ায় আর কোথায় পাবে সে? ওদিকে চেয়ে দেখ পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে। নূতন "বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন" গণতান্ত্রিক প্রগতির সংস্থা নয়। দ্বীপগুলিকে বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয় আনবার ধূর্ত কৌশল মাত্র। দেশী ধনী পুঁজিপতিদের শোষণের যাঁতাকলে হাইতের নাভিঃশ্বাস উঠছে; মার্কিন ডলারের সাহায্যে এরা চাষীদের ক্রীতদাসে পরিণত করছে। মার্কিন বৃহৎ ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কবলিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গতির সাক্ষ্য দিচ্ছে কিউবা। মার্কিন শ্রমিক সব সময় নিজে এ কথা বুঝতে পারেনা। সে পায় মোটা মজুরী আর বহু সুখসুবিধা। এগুলি সে হারাতে চায় না, তাই যতদিন নিজের মজুরী বজায় থাকে ততদিন সে ভোট দিয়ে শোষক শিল্পপতিদের চাকরদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখে। তার শ্রমিক নেতারা শোষণের প্রতিনিধি; ব্যক্তিগত পুঁজি কর্তৃক শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তার প্রতিনিধি তারা নন। শোষকদের এ দুটি গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে তখনই যখন একটি গোষ্ঠী লুঠের বড় বেশী বখরা দাবি করে বসে। একথা চীন জানে, একথা আফ্রিকাকে জানতে হবে। এতকাল ধরেও মার্কিন নিগ্রোর এ জ্ঞান হয়নি। তথাকথিত বন্ধুদের দলে দলে আফ্রিকায় দৌড়তে দেখে আমি ভয় পাচ্ছি।

নিগ্রো আমেরিকানরা তোমার মেহনত থেকে টাকা করতে চাচ্ছে; সাদা আমেরিকানরা চাচ্ছে মোটা সুদে টাকা খাটিয়ে তোমাকে ব্যবসায়ী-শ্রেণীর ক্রীতদাসে পরিণত করতে; যেমন করেছে তারা নিকট প্রাচ্যে এবং যার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকা লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এই জন্যই আমেরিকা তোমাদের লোভ দেখাচ্ছে, তোমার তরুণ ছাত্রদের ঘুষ দিচ্ছে, তোমার সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। কী করবে তুমি? প্রথমে উপলব্ধি করো, হৃদয়ঙ্গম করো এ সত্য যে, জনসমাজের একটা বিরাট অংশ মজুরী দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করছে, আর বৃটেন, ফ্রান্স ও আজ

(৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও নাসের

॥ রজনী পাম দত্ত ॥

[বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সহ-সভাপতি রজনী পাম দত্ত লিখিত "কেন পশ্চিমী শক্তি নাসেরকে তোয়াজ করছে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি গত ২৯।১।৫৯ তারিখে বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা "ডেলী ওয়ার্কার"এ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নাসেরের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার প্রগতিশীল মানুষ বিস্ময়বোধ করিতেছেন। অনেকে এইরূপ আশংকাও করিতেছেন যে, নাসের প্রবর্তিত আরব বিপ্লব শেষ পর্যন্ত এক প্রতিক্রিয়াশীল ঐশ্লামিক জঙ্গীবাদে পরিণত হইবে। চিন্তানায়ক মিঃ রজনী পাম দত্ত বহু পূর্ব্বেই নাসেরের বর্তমান রূপটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটি অনুবাদ করা হইল। নাসেরের রাজনৈতিক পটভূমিকার সূত্র হিসাবে এই প্রবন্ধটি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।
—অনুবাদক]

বৃটেন এবং সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তি বৃটেনের সুয়েজ অভিযানের পালা শেষ করিয়াছে। ইহার ফলে সুয়েজ পাগলেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে বিলম্ব ঘটে। কম্যাণ্ডার নোবল পদত্যাগ করেন। ইহা হইল এই চিত্রের একদিক।

কিন্তু এই চিত্রের অন্য একটি দিকও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্বোধিত বৃহত্তর পশ্চিম চক্রান্তের অংশবিশেষ এই আর্থিক চুক্তি এবং আরব মুক্তি আন্দোলনে ফাটল ধরাইবার উদ্দেশ্যে নাসেরকে তালিম দেওয়ার জন্যই এই চুক্তি।

ইতিপূর্বে ইডেন-লয়েড রচিত মধ্যপ্রাচ্য পুরাণে নাসেরকে পয়লা নম্বরের শত্রু বলা হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমী দুনিয়ায় নাসেরকে "বীর নায়ক" ও "পশ্চিমের নীল চক্ষু বালক" (Blue eyed boy of the west) এবং কমিউনিজম ও ইরাকবিরোধী মহান নেতারূপে জাহির করা হইতেছে।

পশ্চিমী গণনা অতি সহজ ও সুরল। [illegible] আরব মুক্তি আন্দোলন দমনের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইরাককে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত বাগদাদচুক্তি ইরাকী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তাসের ঘরের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য বাহিনী অপসারণে লেবানন ও জর্ডান আক্রমণের আকাঙ্খাও শেষ হয়।

এইবার গোলযোগ বাধাইবার মতলবে বিকল্প পন্থা অনুসরণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করিতে শুরু করে। পুনরায় তাহারা কম্যুনিজম ভীতি এবং মিসর ও ইরাকের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করিল। ইতিপূর্বে নুরী শাসিত ইরাককে কম্যুনিজম ও নাসেরের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু এখন নাসেরকে কম্যুনিজম ও ইরাকের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার তালে আছে।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ রাউন্ট্রি (Rountree) মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে আসেন। এই সময়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সংবাদপত্রে ইরাকে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া জঘন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হইতে থাকে।

৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইরাকী বিপ্লবের বিরুদ্ধে কর্ণেল আরেফ এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গেরা এক প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে, কিন্তু ইরাকের জনগণ ও বিপ্লবী সরকার এই অভ্যুত্থান অংকুরেই বিনাশ করিয়া দেন। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ রাউনট্রি বাগদাদ আসিলে জনসাধারণ তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল।

২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মিঃ রাউনট্রির সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট নাসের পোর্ট সৈয়দে এক কম্যুনিস্ট-বিরোধী বক্তৃতা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ায় পাইকারী হারে কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয় ও সিরিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঠিক একই দিনে যখন পোর্ট সৈয়দে নাসের বক্তৃতা দিতেছিলেন তখনই পশ্চিম জার্মানী কর্তৃক মিসরকে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড ঋণ দানের কথা ঘোষিত হয়।

ইহার অব্যবহিত পরেই আন্তর্জাতিক ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্লাক কায়রো আগমন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসেন বৃটিশ অর্থনৈতিক মিশন এবং আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রায় এই সময়েই আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সহিত মিসরের কারিগরী ও আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের কম্যুনিস্ট-বিরোধী অভিযান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, এবং ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদীদের অভিনন্দন কুড়াইল। নাসেরের কম্যুনিস্ট-বিরোধী জিগীর এবং ইরাকের বিরুদ্ধে বিষোদগার পৃথিবীব্যাপী আরব মুক্তি আন্দোলনের সমর্থকদের এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মতে নাসের আরব মুক্তি আন্দোলনের শক্তি ও ঐক্যের উপর আঘাত হানিতেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের পুনঃপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

আরবের কম্যুনিস্টগণ এবং কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি সর্বদা পুরোভাগে থাকিয়া আরব মুক্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কঠোর সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

মিসরের কম্যুনিস্টগণ নির্যাতন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দেয় নাই অথবা বিভেদনীতির প্ররোচনায় নিজেরা জড়িত হয় নাই। তাহারা একদিকে নাসের পরিচালিত সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্টকে (United National Front) সমর্থন করিয়াছে এবং অন্যদিকে নাসেরের দমননীতির পরিসমাপ্তির জন্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের জন্য দাবী করিয়া আসিতেছে।

মিসরের কম্যুনিস্টদের ন্যায় সিরিয়ার কম্যুনিস্টগণও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন জানাইয়াছে এবং একই সময়ে উভয় দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, আঞ্চলিক সরকার ও পার্লামেন্ট গঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির জন্য দাবী জানায় কিন্তু তাহাদের এই দাবীগুলি উপেক্ষিত

(৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সর্ব্বভারত

আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলন উপলক্ষে পড়ুন ঃ

আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির বান্দুং সম্মেলন এবং উহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। —ই. জুকভ—০'১৯

Afro-Asian People's Solidarity Conference

গত বৎসরে কায়রোতে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতা, প্রস্তাব ও কার্য্যবিবরণের সংকলন। ১'৮৭

•

Important Documents Concerning the question of Taiwan

০'৮৭

•

China supports the Arab People's Struggle for national Independence

গুরুত্বপূর্ণ দলিলের সংকলন। ১'৪০

•

We are with you Arab Brothers

গল্প কবিতা প্রভৃতির সংকলন ঃ ০'৬০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-১২ : ১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলি-১৩

পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প

॥ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

এই প্রবন্ধে আমি নিগ্রো শিল্পের একটি লক্ষণীয় (এবং সম্ভবতঃ ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রকাশ লইয়া কিছু বলিব। নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি অতি সুন্দর কৃতির চিত্র দর্শন করিলে, আমার বিশ্বাস, পাঠকবর্গ আফ্রিকার আদিম জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ স্বরূপ এই শিল্পের মধ্যে নিহিত ইহার সত্যকার সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন। যাঁহারা সমগ্রভাবে মানবজাতিকে ভালবাসেন, সমগ্র জগতের সব আকারের শিল্প যাঁহাদের বিচলিত করে এবং যাঁহারা মানবজাতির নানাবিধ প্রচেষ্টাকে তলাইয়া দেখিয়া বুঝিতে চাহেন, নিগ্রো শিল্প নিশ্চয়ই তাঁহাদের আকৃষ্ট করিবে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, আফ্রিকা মহাদেশকে ইহার আদিম অধিবাসীদের ধরিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) উত্তরখণ্ড, শ্বেতকায় জাতিবিশেষ দ্বারা অধ্যুষিত এবং (২) মধ্য ও দক্ষিণখণ্ড, কৃষ্ণকায় জাতিগণের দ্বারা অধ্যুষিত।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, সাহারা মরু এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার কতকগুলি অংশ—এই সমস্ত উত্তর অঞ্চলে Hamitic হামী জাতি বাস করে, এই জাতি শ্বেতকায় জাতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত; এই হামীয় জাতির লোকেরা স্মরণাতীতকাল হইতে উত্তর আফ্রিকার ও সাহারায় বাস করিয়া আসিতেছে। মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা এই হামীয় জাতিরই একটি শাখামাত্র। পরে সিরিয়া, ফিনীশিয়া, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে semitic সেমীয় জাতির লোকেরা উত্তর আফ্রিকায় আসিয়া উপবিষ্ট হয়, এবং ইহার ফলে হামীয়দিগের মধ্যে বহুশঃ সেমীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। সেমীয় আরব মুসলমানগণ এখন মিশর, লিবিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি বহু দেশে [illegible] আরবী ভাষা ও মুসলমান ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার বহুস্থলে হামীয় ভাষাকেও আরবেরা লোপ করিয়া দিয়া তাহার স্থলে আরবীকে দেশভাষা করিয়া তুলিয়াছে; এবং সাহারা ও মধ্য আফ্রিকায়ও আরবদের ধর্ম ও ভাষার প্রভাব গত সহস্র বৎসরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে ও এই প্রভাব ক্রমপ্রবর্দ্ধমান হইতেছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো বা কৃষ্ণকায় জাতি দুইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত—(ক) শুদ্ধ নিগ্রো—ইহারা পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বাস করে—পশ্চিমে senegal সেনেগাল নদী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে শ্বেত-নীলনদ ও আৎবারা নদী পর্যন্ত—প্রায় লোহিত সাগর পর্যন্ত—সমগ্র মধ্য আফ্রিকায় এই শুদ্ধ নিগ্রোদের পাওয়া যায়; গিনি উপসাগরের উত্তরেই আফ্রিকার যে অংশ—অর্থাৎ ফরাসী সেনেগাল, পোর্তুগীস ও ফরাসী গিনি, বৃটিশ সিয়েরা-লিওন, স্বাধীন লিবেরিয়া, ফরাসী গজদন্ত উপকূল, ফরাসী সুদান, বৃটিশ স্বর্ণ উপকূল, টোগো, ডাহোমে, ফরাসী উত্তর-ভোলতা এবং বৃটিশ নাইজিরিয়া—এই দেশগুলি,—এখানেই শুদ্ধ নিগ্রোদের সবচেয়ে উন্নত জাতির লোকেরা বাস করে। এই অঞ্চলেই উহাদের সংস্কৃতির লক্ষণীয় বিশিষ্টতা গড়িয়া ওঠে। (খ) বানটু নিগ্রো—ইহারা মধ্য আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করে—কামেরুন দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কঙ্গো, উগাণ্ডা, কেনিয়া ধরিয়া একেবারে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ পর্যন্ত। এই সমগ্র ভূ-ভাগে বানটু নিগ্রোরা ছাড়া মধ্য আফ্রিকায় Pygmy পিগমি বা বামন জাতি এবং দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় Hottentot হোটেন্টট ও Bushman বুশমান জাতি বাস করে—এই তিনটি জাতি শুদ্ধ নিগ্রো ও বানটু নিগ্রো উভয় হইতেই পৃথক, ইহারা নিগ্রোই নহে,—'নিগ্রো আফ্রিকা' বলিতে যাহা বুঝায়, ইহারা তাহার মধ্যে পড়ে না।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতির সংস্কৃতি পশ্চিম আফ্রিকার শুদ্ধ নিগ্রো, ও মধ্য আফ্রিকার বানটু নিগ্রো এবং কতকটা দক্ষিণ আফ্রিকার বানটু নিগ্রোদের মধ্যে নিজ বিশিষ্টরূপ প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ নিগ্রো এবং মধ্য আফ্রিকার বানটু নিগ্রো এই দুই জাতির লোকেরাই সভ্যতায় নিগ্রোদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহাদের মধ্যেই নিগ্রো শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। কাঠের মুখস, কাঠের মূর্তি ও পাত্র, ও হাতীর দাঁতের খোদাই—এই সব শিল্প মধ্য আফ্রিকার বানটুদের মধ্যে খুব উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম আফ্রিকার শুদ্ধ নিগ্রোরা আফ্রিকার তাবৎ নিগ্রো জাতির মধ্যে অগ্রণী। ইহারা কাঠের কাজে খুব ভাল কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, উপরন্তু ধাতু ঢালাইয়ের কাজেই ইহাদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর—ইহাদের তৈয়ারী ধাতু-নির্মিত মূর্ত্তি ও ফলক নিগ্রোদের সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই বদলাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণ নাইগিরিয়া (Nigeria) দেশে Benin (বেনিন) শহরের লোকেরা পশ্চিম আফ্রিকার শুদ্ধ নিগ্রোদের মধ্যে আবার শিল্প বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং ইহাদের ধাতুশিল্প বিশেষ লক্ষণীয়।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে আফ্রিকার নিগ্রোদের সংস্কৃতিতে ও জীবনে একটা অবনতি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও সংস্কৃতি, সাম্রাজ্য-লিপ্সু ইউরোপের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে নিগ্রোদের জীবনযাত্রা অল্পবিস্তর সুসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল, নিজের বৃত্তের মধ্যে তাহার অবস্থান ও বিকাশ ঘটিতেছিল, তাহাদের সংস্কৃতিও উন্নতিশীল ছিল। বিদেশীয়দের সহিত পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের যে যোগ ঘটিয়াছিল, তাহাতে তখন তাহারা উপকৃতই হইয়াছিল, এখনকার মত বিপন্ন হয় নাই। শিল্প ও কলার দিক দিয়া বিচার করিলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতককে বেনিন নগরের পক্ষে খুবই সমৃদ্ধির যুগ বলা যাইতে পারে। উত্তরের আরব ও [illegible] জাতীয় মুসলমানগণ Niger নিগের বা নাইগার নদ পর্যন্ত আরব সভ্যতা প্রসার করিয়াছিল; তাহার প্রভাবে উত্তরের শুদ্ধ-নিগ্রোদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম প্রচারিত হয়, আরব প্রভাবে প্রভাবান্বিত অথবা মুসলমানী-কৃত কতকগুলি শুদ্ধ-নিগ্রো উপজাতি মান্দা, সেগু, জেন্নে, তিম্বুক্তু, সিন্দের এবং গোকোতো, কাৎসেনা ও কানো প্রভৃতি নগরে বিশেষতঃ তিম্বুক্তুতে কতকগুলি নিগ্রো মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বেনিনের লোকেরা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে ইউরোপীয়গণের সহিত সংস্পর্শে আসে। উহাদের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার মুসলমান জাতিগণের প্রভাব তখন পৌঁছায় নাই। স্প্যানিশ ও পোর্তুগীস, এবং পরে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ জাহাজে করিয়া বেনিনের বন্দরে ও পশ্চিম আফ্রিকার অন্যত্র আসিত, এবং বেনিনের নিগ্রোরা তাহাদের সংস্কৃতিগত প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। বেনিন দেশ হইতে হাতীর দাঁত, মরিচ ও সূতার কাপড় রপ্তানী হইত; এবং বেনিনের লোকেরা বিলাস দ্রব্য আমদানী করিত, যথা—নানা প্রকারের রঙীন ও চিত্রযুক্ত বস্ত্র, ব্রঞ্জ ও পিতলের তৈজস-পত্র ও অন্য জিনিস এবং অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী লৌহ। এই বাণিজ্যপ্রসাদে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উহাদের মধ্যে শিল্প বিষয়ে খুবই উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে উনবিংশ শতাব্দী হইতে এই সভ্যতা ও শিল্প ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। বেনিনের লোকদের মধ্যে, ইহাদের ধর্ম্মেরও অবনতি ঘটিল, নরবলি-রূপ নানা নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর রীতির প্রবর্তন অথবা বহুল প্রচার ঘটিল। অতি নৃশংসভাবে বহু নরনারীকে বলি দেওয়া ইহাদের ধর্ম্মের একটা লক্ষণীয় বাহ্য-প্রকাশ হইয়া দাঁড়াল। কিন্তু দুই তিন শত বৎসর আগে তখনকার দিনের ইউরোপীয়দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহারা এত নৃশংস ছিল না—ইহারা বেশ সভ্য, কোমল স্বভাব এবং মার্জিত বুদ্ধির জাতি ছিল। ১৮৯৭ সালে বেনিন নগরে ইংরাজদের প্রেরিত বাণিজ্য সংক্রান্ত একটা মিশনের প্রায় তাবৎ লোককে বেনিনবাসীরা হত্যা করে। তাহার ফলে ব্রিটিশ সরকার একদল ফৌজ পাঠাইয়া বেনিন সহর দখল করেন। এই ব্রিটিশ ফৌজের লোকেরা বেনিন লুণ্ঠন করিয়া স্থানীয় বহু শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে। যেসব জিনিস বেনিন হইতে এইরূপে বাহিরের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল সেগুলির মধ্যে ছিল অধুনা সুপরিচিত বেনিনের ব্রঞ্জের শিল্পবস্তুগুলি এবং বেনিনের হাতীর দাঁতের ও কাঠের কাজ। ইউরোপে এইসব জিনিস আসিয়া পৌঁছিবামাত্র, সেখানে শিল্প রসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এখন এইসব জিনিস বেনিনের নৃতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহ-শালায়, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং ইউরোপের অন্যান্য নানা সংগ্রহশালায় অতি মূল্যবান রত্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

সব দেশের আদিম শিল্পের মতন, আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পও ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক। এই শিল্পে দেবতাদের মূর্ত্তি, মৃত রাজাদের বা পিতৃপুরুষদের মূর্ত্তি বা প্রতীক এবং দেবতা বা প্রেত-পুরুষদের প্রতীক-স্বরূপ মুখস—এইগুলি খুব পাওয়া যায়। অনেক সময় রাজাদের ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসিবার জন্য কাঠের রাজাসনগুলির একটি ধর্ম্মমূলক অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকিত। ব্রিটিশ স্বর্ণ-উপকূলের আশান্তি-জাতির রাজাদের কাষ্ঠময় সিংহাসন-গুলির সহিত আশান্তিজাতির প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্ম্মের যোগ পশ্চিম আফ্রিকার ধর্ম্ম ও শিল্প-জগতে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু নিগ্রোশিল্প মূলে ধর্ম্মমূলক হইলেও, পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন নগরে ও অন্য কতকগুলি অঞ্চলে এবং আফ্রিকায় কঙ্গো দেশে নিগ্রো শিল্প ধীরে ধীরে তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানময় প্রাথমিক অনুপ্রেরণাকে অতিক্রম করিয়া, তাহার উর্দ্ধে উঠিয়া, শুদ্ধ শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই শিল্প মুখ্যতঃ শিল্পীর সৃষ্টিপ্রবণ চেতনার প্রকাশস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছিল—বাহিরের জগত অর্থাৎ শিল্পীর সমাজ ও ধর্ম্ম, তাহার জাতীয় ও ব্যক্তিগত অবলোকন ও চিন্তা, যেভাবে তাহার মনে ছাপ দিতেছিল, তাহারই শিল্পময় প্রকাশ হইয়া নিগ্রো শিল্প নূতনভাবে দেখা দিতেছিল। অর্থাৎ বেনিনের ও অন্য কোনও কোনও স্থলের শিল্পীর রচনায়, জীবনের সহিত সম্বন্ধ হইয়া শিল্প দেখা দিল—নানা বিচিত্রতা এবং সৌন্দর্যের আধার এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত শিল্প জড়িত হইয়া পড়িল; শিল্প কেবল অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত দেবতা, দেবযোনি ও প্রেতগণের প্রতীক অবলম্বন করিয়া রহিল না।

বেনিনের শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন একটু দেখা যাউক। বেনিনের হাতীর দাঁতের কাজ অতি সুন্দর—অন্য শিল্পদ্রব্যগুলিও সুন্দর। দুইটি হাতীর দাঁতের কৌটার ছবিতে আমি দেখিয়াছি—একটার ঢাকনার মাথায় উপবিষ্ট নারীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে; কৌটাটির পায়া বা নূরায় কতকগুলি চমৎকার ভাবে খোদিত সাপ ও শ্বাপদের মূর্ত্তি আছে। এই ক্ষুদ্র কৌটাটির কারুকার্য অসাধারণ সুন্দর—বিশেষতঃ নারী মূর্ত্তির গঠনের পরিকল্পনা উচ্চাঙ্গের শিল্প চেতনার পরিচায়ক। দ্বিতীয় কৌটাটির পরিকল্পনা একটু জটিল, এবং ইহার সম্পাদন খুব সুন্দর। ঢাকনায় একটি ইউরোপীয় জাহাজের স্থূল অনুকৃতি; জাহাজের মাস্তুলের উপরে অপটু কিন্তু সাবলীল ভঙ্গীতে জাহাজের আড়কাঠি বা দিশারু (ইংরাজীতে যাহাকে Look-out man বলে) প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌটাটির পায়ার চারিদিকে পঞ্চদশ শতকের পোষাক পরা যুদ্ধমান ইউরোপীয় সৈনিকের মূর্তি, হাতে বল্লম ও তরবারি, গলায় মালা ও মালার ঝুলাকার ঝুনঝুনি: বেনিনে আগত স্পানীয় বা পোর্তুগীস যোদ্ধাদের দেখিয়াই বেনিনের প্রাচীন কোনও শিল্পী এখন হইতে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই কৌটাটি খুদিয়াছিল। এই কৌটাটিতে বেনিনের শিল্পে নবাগত ইউরোপীয় প্রভাবের একটা ধারা সুন্দরভাবে প্রকটিত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়েরা নানা রঙের এবং সমর্থ হইলে জরীর কাজ করা জমকালো পোষাক পরিত; এই সমস্ত চটকদার পোষাক পরা ইউরোপীয়গণ বেনিনের শিল্পীদের খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল, কারণ বেনিনের হাতীর দাঁতের কাজে ও ব্রঞ্জের ঢালাইয়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের পোষাকপরা ইউরোপীয়দের মূর্তি বা চিত্র একটা লক্ষণীয় শিল্পবস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

হাতীর দাঁতের কাজ ছাড়িয়া দিয়া, বেনিনের ব্রঞ্জের কথা বলিতে হয়। বেনিনের এইসব ব্রঞ্জমূর্তি ও ফলক চিত্রগুলিকে বিশ্বের শিল্প ভাণ্ডারে আফ্রিকার নিগ্রোদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, বেনিনের কারিগরেরা মোমের ছাঁচ অবলম্বন করিয়া ধাতুতে ঢালাইয়ের কাজ পোর্তুগীসদের নিকট হইতে পঞ্চদশ শতকে শিখিয়া লয়; কিন্তু ইহা অসম্ভব নয় যে এই পদ্ধতিতে ঢালাই করা বেনিনের শিল্পীরা আরও অনেক আগে হইতেই জানিত। মনে হয় যে, এই সমস্ত ব্রঞ্জ মূর্তি ও ফলক অন্ততঃ এগুলির মধ্যে সবচাইতে সুন্দর যেগুলি, উনবিংশ শতকে বেনিনের সভ্যতার অবনতি হইবার পূর্ব্বে ঐ শহরের কারিগরেরা তৈয়ারী করিয়াছিল। হয়তো এই সমস্ত ব্রঞ্জের শিল্পদ্রব্যের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মমূলক। কিন্তু ইহাদের বিষয় দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিবার দিকে ইচ্ছা হয় যে, এগুলির কতকগুলি অন্ততঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রণোদিত নহে, নিছক শিল্পরচনা বা শিল্প প্রয়াস প্রণোদিত।

বেনিনের ব্রঞ্জের কাজকে তিনটি বিভাগে বা শ্রেণীতে ফেলা যায়—(১) laque বা চিত্রময় ফলক—এগুলি কেবল সামনে হইতে দেখিবার জন্য, (২) ছোট ছোট একক অর্থাৎ বা একানিয়া মূর্তি এবং মুণ্ড—এগুলি চারদিক হইতে দেখিবার জন্য এবং (৩) একাধিক ছোট মূর্তি লইয়া এক একটি group বা মূর্তিসমূহ। এছাড়া ব্রঞ্জের পাত্রও পাওয়া যায়—এগুলিও শিল্পবস্তু হিসাবে খুবই সুন্দর। বেনিনের কারিগরেরা ব্রঞ্জের উপরে মীনা করিতেও জানিত।

আধুনিক যুগের অতিসভ্য গতানুগতিক শিল্পের আদর্শ দিয়া বিচার করিলে, আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত মূর্তি, ফলক প্রভৃতিকে আদিম ও বর্বর শিল্প বিবার শিল্পীদের [illegible] কারিগরের কাজ বলিয়া, অজ্ঞান, অনুধাবন-হীন দর্শকগণ উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু সত্যদর্শনের সহিত দৃষ্ট আফ্রিকার নিগ্রো-জীবনের স্থূল ও অপটু হইলেও শক্তিশালী এবং সত্য চিত্র হিসাবে, সমঝদার শিল্প-রসিকগণ নিশ্চয়ই এই সমস্ত শিল্প বস্তুর কদর বুঝিবেন।

যে মিশ্র ধাতু বেনিনের শিল্পীরা ব্যবহার করিত তাহাকে ব্রঞ্জ পর্যায়েই ফেলা হয়। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে এই ধাতুতে কলঙ্ক পড়িয়া এখন একটা মেটে রঙ ধরিয়াছে, তাহার জন্য ইহাতে তৈয়ারী শিল্পবস্তুকে যেন বেশ মোলায়েম এক পোঁচে রাঙানো দেখায়।

ফলকগুলিতে চিত্রিত মূর্তিগুলি বেশ উঁচু করিয়া তোলা হইয়াছে, মূর্তিগুলির পটভূমিকা স্বরূপ ফলকের গায়ে প্রায়ই ফুলের নক্সা দেখা যায়। ফলক-চিত্রের বিষয়ের মধ্যে পাই—জন্তুর চিত্র, যথা চিতা-বাঘ, কুমির, মাছ, পাখী, আর পাই পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের জীবন অবলম্বন করিয়া একক বা একাধিক নৃমূর্তিময় নানা চিত্র—যেমন নিগ্রো-মেয়ে কলসী করিয়া জল আনিতেছে, নিগ্রো সিপাহী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান বা শত্রুকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, বন্দুক হাতে কুকুর লইয়া ইউরোপীয় পুরুষ শিকার করিতে যাইতেছে, দণ্ডায়মান পুরুষ, যুবক বা বালক, শিকারী, বন মধ্যে তীর ধনুক হাতে শিকারীর পাখী মারা, সেবক পরিবৃত রাজা, রাজ প্রাসাদের দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী ইত্যাদি।

তিন চারিশত বৎসর পূর্বে একটি স্বতন্ত্র নিগ্রো-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল এমন একটি জাতির মানুষদের পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ঘর-বাড়ী ধরন-ধারণ, তাহাদের জীবনের অন্যান্য দিক শিল্পকলা ও রোমাঞ্চ-সার্থক নিপুণতার সহিত এইসব ব্রঞ্জের মূর্তিতে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

একক বা একানিয়া মূর্তি হয় পশু বা পক্ষীর, নয় মানুষের। পশুর মধ্যে চীতা বাঘ, এবং পক্ষীর মধ্যে মোরগ—এগুলির মূর্তি খুব নিপুণভাবে গঠিত দেখা যায়। বিশেষতঃ কতকগুলি মোরগের মূর্তি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রঞ্জ নির্মিত পক্ষিমূর্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। মানুষের মূর্তির মধ্যে পাওয়া যায় রাজা, সিপাহী এবং

তরুণীর প্রতিকৃতি। এগুলির মধ্যে অপটু ভঙ্গিতে যে একটা সূক্ষ্ম অবলোকন-শক্তির পরিচয় দেখা যায়, তাহাই এগুলিকে সত্যকার শিল্পের কোঠায় উন্নীত করিয়াছে।

ব্রঞ্জের বহু মুণ্ড পাওয়া গিয়াছে, এগুলি সাধারণতঃ মানুষের মাথার আকারেই, অনেক ক্ষেত্রে আবার তদপেক্ষা বৃহৎ—রাজা, পুরোহিত, রাজপুত্র বা অভিজাত ব্যক্তি, সিপাহী এবং স্ত্রীলোকের মুণ্ড। কতকগুলি মুণ্ডের উপর হইতে ভিতরটা ফাঁপা, এই ফাঁপা মুণ্ডের উপরে, বৃহদাকার অখণ্ডিত চিত্র-খোদিত গজদন্ত বসান হইত, ব্রঞ্জ ধাতুর মুণ্ডের উপর খাড়া করিয়া রাখা এইসব বিরাট চিত্রিত গজদন্ত মানুষাকার স্তম্ভের মত বেনিনের রাজাদের বাড়ীর দুয়ারে অথবা মন্দিরের দুয়ারে শোভা পাইত। বোধ হয় এগুলির কোনও ধর্ম-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল। গজদন্তের আধার স্বরূপ যে মুণ্ডগুলি ঢালাই করা হইত, সেগুলির গঠনরীতি ছিল একটু decorative অর্থাৎ অলঙ্করণ বা মণ্ডন-শিল্পের ধাঁচের। কিন্তু এতদ্ভিন্ন পূর্ণ বা অখণ্ড যে ব্রঞ্জ মুণ্ডগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি realistic বা বাস্তবানুকারী

বেনিনের ব্রঞ্জের মূর্তিসমূহ ফলকের বিষয়বস্তুকেই অন্যভাবে প্রকটিত করিত—যেমন পদব্রজে বা অশ্বারোহণে রাজা, অনুচর, এবং দুই পদাতিক বা অশ্বারোহীর মধ্যে যুদ্ধ। এই সব মূর্তিসমূহের ঢালাই কার্য্য বিশেষ কঠিন ছিল এবং বেনিনের শিল্পীরা খুবই দক্ষতার সহিত এগুলি তৈয়ারী করিত।

* * *

বেনিনের ব্রঞ্জ বস্তুগুলিও অন্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে মনোহর এবং সবচেয়ে সুন্দর হইতেছে একটি কন্যার মুখ বা মুণ্ড। একটি সুপরিচিত শিল্প-রচনা, এবং নিগ্রো জাতির চরম বা শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি বলিয়া অনেকে এটীকে মনে করেন। এই কারণে যেখানে এই শিল্পের আলোচনা আছে, সেইখানেই ইহার আদর দেখা যায়। এই মূর্তিটির দুইটি প্রতি বা নকল বিদ্যমান—একটী লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, অন্যটি বেনিনের নৃতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহশালায়। বেনিনের প্রতিটি অপেক্ষাকৃত কোমল বা স্নিগ্ধভাবাপন্ন, এবং অপেক্ষাকৃত মনোহর; অধিকন্তু ইহার তলে ধাতু নির্মিত একটি সুন্দর চতুষ্কোণ পীঠ আছে, লণ্ডনের মূর্তিটির তলায় এইরূপ পীঠ নাই; এই পীঠের চারিদিকে চারিটি মাছের চিত্র ও তন্নিম্নে সুন্দর একটা গা কাটাকাটি করা ডবল খেজুর-ছড়ি প্যাটার্নের নকশা আছে। মুণ্ডটি মানব মুণ্ডাকারের। একটি নিগ্রো তরুণীর মুখ, তরুণীটি বোধ হয় কোনও নিগ্রো রাজকন্যা হইবে, কারণ ইহার মাথায় একটি চূড়াকার প্রবাল-মালাময় শিরস্ত্রাণ বা মুকুট পরিহিত এবং গলায় অনেকগুলি প্রবালের কণ্ঠি বিদ্যমান; প্রচুর পরিমাণে গলায় দানা বা কাঠি পরিবার রীতি বেনিনের রাজাদের মধ্যে ছিল—গায়ের কালোরঙের উপরে লাল পলা—লাল-কালোর এই বর্ণ সমাবেশ সুন্দর [illegible] হইত। [illegible] মুখখানিতে একটু বিশেষ মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—কেমন একটা চিন্তাগ্রস্ত, ঈষৎ বিষন্ন, আশা ও আশঙ্কা, স্পৃহা ও সঙ্কোচ-জড়িত ভাব। এইরূপ মুখে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও বিশেষ প্রীতিকর ভাবে নিগ্রোজাতির অন্তরাত্মার বাণী আমাদের সামনে যেন রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিগ্রো জীবনের যাহা কিছু রোমাঞ্চময় তাহা যেন এই মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মূর্তিটার কপালে তিলকাকারে কতকগুলি Cicatrice বা পল-তোলা উল্কি আছে। বেনিনের প্রতিটিতে ঠিক কপালের মাঝে দুটী, লণ্ডনের প্রতিটিতে অধিকন্তু চোখের ভ্রূর উপরে তিনটী করিয়া আর ছোট ছোট ছয়টী; এই পল-তোলা উল্কির তিলক দ্বারা মূর্তিটার মধ্যে ইহার নিগ্রো জাতীয়তা একটু পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে এবং তদ্বারা দেশ কাল পাত্র হিসাবে মূর্তিটিকে চিহ্নিত ও স্বতন্ত্র করিয়া, আফ্রিকার সঙ্গেই ইহার যে যোগ তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে—মূর্তিটা ইহার দ্বারাই জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, স্বাজাত্য বজায় রাখিয়াই ইহার বিশ্ব জনীনত্ব আসিয়াছে। যে মহীয়সী দৈবী শক্তি, মানুষী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, প্রাচীন গ্রীকদের নিকটে Artemis আরতেমিস, Aphrodite আফ্রোদিতা ও Demeter দেমেতের রূপে, প্রাচীন হিন্দুদের নিকটে শ্রী ও উমা রূপে, প্রাচীন চীনাদের নিকটে Si Wang Mu সী-বাঙ-মু রূপে, প্রাচীন বাবিলনীয়গণের নিকট Ishtar ইশতার রূপে; প্রাচীন মিশরে দেবী Ast আস্ত বা Isis ইসিস্ রূপে; এবং মধ্য যুগের খৃষ্টান জগতে কুমারী মাতা মারিয়া রূপে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি চারিশত বৎসর পূর্বে এবং অখ্যাত অজ্ঞাত নিগ্রো শিল্পী বেনিন নগরে বসিয়া তাঁহারই যে রূপ দেখিয়াছিল তাহা সে উপলব্ধি করিয়া কথঞ্চিৎ এই নিগ্রো তরুণীর মুখে প্রকটিত করিয়া জগৎকে দান করিয়া গিয়াছে। তাহার সেই দর্শন ছিল সত্যকার দেবী দর্শন, এবং জগৎ তাহা সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছে—শিল্প ভাণ্ডারে অপূর্ব বস্তু বলিয়া মানবের জন্য চিরকালের সম্পদ বলিয়া ইহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে।

আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক নৃশংসতার দৃশ্য—

পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুরা মুক্ত আলজেরিয়াতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

গ্রামের পর গ্রাম ফরাসীদের হত্যালীলার দৃশ্য।

৫,০০,০০০ অধিবাসী বাস্তুহারা
৬,৫০,০০০ নর-নারী হত্যা
১,৩০,০০০ নারী "
১,৪৮,০০০ পুরুষ "
৬৫,০০০ সৈনিক "
১,৯৭,০০০ বিশ বছর "
বয়সের নীচে
১,১৭,০০০ নিখোঁজ।

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ফরাসী ঔপনিবেশিক দস্যুরা আলজেরীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলন চূর্ণ করার চেষ্টা করছে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে ছাগ-মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু হত্যা করেছে। হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। তবুও আলজেরিয়া অজেয়।

বান্দুং সংহতির বিরুদ্ধে অভিযান

([illegible]ের পর)

[illegible] সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যের প্রয়োজনে সিরিয়া মিসরের সঙ্গে সম্মিলিত রাষ্ট্র গড়ল; কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় সিরিয়ার জনগণের যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল তা মিসরেও সম্প্রসারিত হতে না দিয়ে বরং সিরিয়ারও সে-অধিকার বিলুপ্ত হল। ইরাক তাই গণতন্ত্রসম্মত অধিকারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরব ঐক্য দৃঢ়তর করে তুলতে চায়, অথচ সিরিয়া-মিসর মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নাসের তাতে নারাজ। তিনি বরং ইরাকে আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত আর গোলযোগ সৃষ্টি করে ইরাককে গণতন্ত্রহীনতার "ঐক্যবদ্ধ" করবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছেন। স্বাধীন দেশগুলিতে শাসকশ্রেণী-গুলির যে-মহলগুলি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বড় বেশি ভয় করেন, তাঁরাই জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সাম্রাজ্যবাদের 'বিভেদের-ভিত্তিতে-শাসন' আর 'এশীয়দের বিরুদ্ধে এশীয়দের যুদ্ধে করাবার নীতির হাতিয়ার হয়ে পড়েন। জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, অন্ধ কমিউনিস্টবিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার ক্ষেত্রে বেহিসাবী হয়ে পড়েন।

সাম্রাজ্যবাদের 'আদর্শ' 'সাহায্য' আর যুদ্ধজোট

মিসরের সেই বেহিসাবী, আত্মঘাতী জনগণবিরোধিতা আর কমিউনিস্ট-বিরোধিতা কম-বেশি সব এশীয় দেশেই বর্তমান। সেটা বান্দুং সংহতির পরিপন্থী। সাম্রাজ্যবাদীরা তার সুযোগ নিতে সিদ্ধহস্ত। সেটা তাদেরই 'আদর্শগত' হাতিয়ার। শুষ্ক, মুখ জাতীয়তাবাদের স্থলে তারা নিয়ে আসে উগ্র জাতিবাদ। তারই নাম হয়েছে "মুক্ত গণতন্ত্র"। হারভার্ডের অধ্যাপক রাইশোয়ের 'ওয়ান্টেড : অ্যান এশিয়ান পলিসি' নামে বইয়ে বলেছেন : "সামরিক আর অর্থনৈতিক শাখার সহায় ব্যতিরেকে আমাদের আদর্শগত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেতে পারে; কিন্তু আদর্শগত দিকটা ব্যতিরেকে অপর দুটি দিক একরকম নিরর্থক হয়ে যায়।" জাতিবাদ আর অন্ধ কমিউনিস্টবিদ্বেষের রূপকথে আসে সাম্রাজ্যবাদের ঐ 'আদর্শগত' আক্রমণ। আর, ১৯৫৭ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের কাছে পত্রে নেলসন এ-রকফেলার যে-নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করেন এবং যা গৃহীত হয়, তাতে বলা হয়েছে: "কম অগ্রসর দেশগুলির জন্যে আমাদের অর্থনৈতিক বরাদ্দের প্রধান ধারাটাকে আমাদের সামরিক মৈত্রীগুলির সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে চালাতে হবে।...অর্থাৎ কিনা, যেখানেই সম্ভব, আমাদের মৈত্রীর অর্থনৈতিক

(৭ম কলমে দেখুন)

(৮ম কলমের পর)

দিকটার উপর জোর দিতে হবে।..." সামরিক জোট, সাম্রাজ্যবাদী "অর্থনৈতিক সাহায্য" আর "মুক্ত গণতন্ত্রের"র আদর্শ—এই তিনে মিলে আজ আফ্রিশীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বান্দুং সংহতির বিরুদ্ধে অত্যুগ্র মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই ত্রিমুখী অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, এ অভিযান পরাস্ত করেই আফ্রেশীয় সংহতি আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবে।

রেডক্রস প্রদর্শনী ও আনন্দমেলা

স্থান - রাজভবন, কলিকাতা

তারিখ—আগামী ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৯

(শনিবার ও রবিবার)

দুইদিনই বেলা ৩-৩০ হইতে সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্যন্ত

প্রবেশপথ – দক্ষিণ-পূর্ব গেট

শিশুদের জন্য অফুরন্ত আনন্দের বিপুল আয়োজন। সকলের জন্য আনন্দানুষ্ঠান ম্যাজিক, নাগরদোলা, হাস্যকৌতুক, শিশুক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও বিচিত্রানুষ্ঠান, আর আছে ছায়াছবি।

প্রবেশ মূল্য—মাত্র ১৯ নয়া পয়সা

গেটের সন্নিকটেই টিকিট পাওয়া যাইবে।

পঃ বঃ রেডক্রস

৫,৬ গভর্নমেন্ট প্লেস (নর্থ), কলিকাতা-১

ঘরে বাইরে

চৈত্র সংখ্যা বাহির হইয়াছে, প্রতি কপি : ৫০ নঃ পঃ মাত্র

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ মাসের প্রথমেই বর্ধিত কলেবরে বিশিষ্ট লেখিকা ও শিল্পীদের রচনা ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে

- প্রতি কপির মূল্য এক টাকা মাত্র
- রচনা ও শিল্পকলা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে চৈত্র।
- পূর্ব হইতে না জানাইলে এজেন্টদের অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হইবে না।
- বিজ্ঞাপনের হারের জন্য "ঘরে বাইরে" কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কার্য্যালয় : ১৮৮।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১২